বাংলাপিডিএফ.নেট



তিনটি বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন

দুঃসাহস শোধ ত্রাস

গোলাম মাওলা নঈম



সবা প্রকাশনী

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

তিনটি বই একত্রে

গোলাম মাওলা নঈম

দুঃসাহস

স্যামুয়েল ব্রুকস বাফেলো টাউনে এসেছে থাকবে বলে। প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার জুলিয়াস পারকার পেছনে লাগল ওর। ছেলে-হত্যার প্রতিশোধ নিতে বিখ্যাত সব গানম্যানদের ভাড়া করল পারকার। গানম্যানরা মরগান পিকসে কোণঠাসা করে ফেলল ওকে। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়া পিস্তল তুলে নিল ব্রুকস, রুখে দাঁড়াল। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল পশ্চিমের দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ– জন ওয়েসলি হারডিন!

শোধ

ক্যাল ইনগ্রস... অ্যারিজোনার কুখ্যাত সেরা বন্দুকবাজ, রিক স্যাভেজ... নিষ্ঠুর এক দানব, খালি হাতে যে পিটিয়ে মানুষ খুন করে ফেলে; আর অ্যাশলে গাইল্‌শ্‌... দো-আঁশলা এক ক্ষিপ্র পিস্তলধারী, হিংস্র ক্যুগারের চেয়েও ভয়ঙ্কর আর নীচ। এদের সবাইকে চাই জেমস অ্যালেনের। তিন বছর ধরে প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে সারা পশ্চিমে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। শোধ নিতে হবে ওর জীবনের সবচেয়ে তিক্ত ঘটনার।

ত্রাস

সোনা খুঁজে পেয়ে শহর গড়েছে জেফরি হ্যালার্ড। খনিকে ঘিরে গড়ে উঠল জেরেমি টাউন। শহরের বাইরে সোনার চালান লুট করার জন্য অপেক্ষায় আছে আউট-ল নেইল ডেভিস। শহরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে এরা। একজন মার্শাল দরকার। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে খুনে এই শহরের দায়িত্ব নেবে? একের পর এক মার্শাল এল আর গেল। সবশেষে এল ড্যানি লসন। ও শুধু জানে যেভাবেই হোক শহরটা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন
[তিনটি বই একত্রে]

দুঃসাহস
শোধ
ত্রাস

গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8317-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

DUHSHAHASH
SHODH
TRAASH
Three Western Novels
By: Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

আটানব্বই টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং



শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দুঃসাহস ৫–১৪২
শোধ ১৪৩–২৬৩
ত্রাস ২৬৪–৩৯২

ওয়েস্টার্ন

দুঃসাহস,শোধ,ত্রাস

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/



প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনূর হোসেন

স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-

তাহের শামসুদ্দীন

শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-
লুটেরা	২৭/-
প্রত্যাবর্তন	২৮/-
শায়েস্তা	২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক	২৮/-
ধাওয়া	২৮/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-
প্রহসন	২৬/-
দূরের পথ	২৬/-
সমন-২	২৭/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র	২৬/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে	২৬/-
যমদূত	২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়	৩০/-

গোলাম মাওলা নঈম

লড়াকু	১০৩/-
দাবদাহ	১০০/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মুক্তবাতাস	৬৫/-
দেশান্তর	৯৩/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

দুঃসাহস

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

শুরুতে জায়গাটা ছিল একেবারে অন্যরকম, উষর, বৈরী এক প্রান্তর। কোন ভাবেই এখনকার অবস্থার সাথে মেলানো যাবে না। তিন বছরে বদলে গেছে সবকিছু—মরগান পিক্‌সের আলীশান শরীরের পাশে চার কামরার ছোট র‍্যাঞ্চ হাউস, লাগোয়া বার্ন, করাল; অন্যপাশে বেড়ায় ঘেরা ওঅটর ট্রাফ। সামনে ঢালু জমি কয়েক মাইল দূরে বাফেলো টাউনের ট্রেইলে গিয়ে যেখানে মিশেছে তার পুরোটাই সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ। স্যামুয়েল ব্রুকসের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। এখন আর 'বোকা' বলে ওকে অবজ্ঞা করতে পারবে না কেউ, বরং বিস্মিত হবে! মরুভূমির মত ঘাসহীন এ জায়গায় বসতি গড়ায় শুরুতে সবাই একচোট হেসেছে ওর 'বোকামি'তে। এখন সময় হয়েছে ঈর্ষা করার—আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ তৃণভূমি হয়ে উঠবে এ তল্লাটে গরু চরানোর জন্যে আদর্শ জায়গা। তবে জায়গাটা ছোট, সব মিলিয়ে এর পরিধি হবে বড়জোর ত্রিশ মাইল। স্যামুয়েল ব্রুকসের তাতে আক্ষেপ নেই, সে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়।

সার্কেল-এফ বাথানের ট্রেইলটা ক্রীক ছাড়িয়ে মূল ট্রেইল থেকে সরে উত্তর-পুবে চলে গেছে। মরগান পিক্‌সের শুরু এখান থেকেই, এরপর ধনুকের ছিলার মত ক্রমশ উত্তরে বেঁকে গেছে। বাঁকের কেন্দ্রে ব্রুকসের র‍্যাঞ্চ হাউস। এতদূর থেকে ওটাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা লগ কেবিনের মত। সন্তুষ্টচিত্তে পুরো লে-আউটের ওপর চোখ বুলাল ও, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে স্পার দাবাল। এগোল সার্কেল-এফের ট্রেইল ধরে। তিন মাইল পরে ওদের সীমানার শুরু।

সার্কেল-এফ ওকে কি ধরনের অভ্যর্থনা জানায় এটা একটা চিন্তার বিষয়। কারণ বাফেলো টাউন আর আশপাশের এলাকায় স্যামুয়েল ব্রুকসের পরিচিতি কম কথার মানুষ ও ঘরকুনো হিসেবে। কারও সাথে মেশার আগ্রহ ওর মধ্যে কেউ দেখেনি কখনও। সাপ্লাই নিতে মাসে একবার বাফেলোতে আসে, কাজ শেষে ফিরেও যায়। কারও সাথে খোশ-গল্প দূরে থাক, এক পেগ হুইস্কিও গেলে না। জেনারেল স্টোরের মালিক উইলিয়াম লকহার্ট এ জন্যে ওকে কঞ্জুস হিসেবে আখ্যা দিতেও ছাড়েনি যদিও সেসব আমল দেয় না ব্রুকস। হুইস্কি একে তো সয় না তারওপর কষ্টার্জিত টাকা এভাবে খরচ করার ইচ্ছে ওর নেই। প্রতিটি পেনির পেছনে ঘাম ঝরাতে হয়েছে ওকে, মাঝে মাঝে জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয়েছে।

আশার কথা সার্কেল-এফের লোকেরা আন্তরিক ও মিশুক, ওর ঠিক উল্টো স্বভাবের। বেসিনের যে কেউ ফ্ল্যাগানদের সম্পর্কে এ কথাটাই আগে বলবে।

সার্কেল-এফের বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে এসে গতি কমাল ব্রুকস। দূর থেকে চোখ বুলাল বারান্দা আর সামনের ফ্লাওয়ার বেডের ওপর। দারুণ র‍্যাঞ্চ হাউস, জেমস ফ্ল্যাগানের রুচি আছে, স্যাডল ছাড়ার সময় ভাবল ও। সময় নিয়ে

গায়ের ধুলো ঝাড়ল, আসলে কারও বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে। সময়টা অবশ্য ওর বিরুদ্ধে, রাউন্ড-আপের ব্যস্ততায় পুরুষদের থাকার সম্ভাবনা কম। হ্যাট খুলে অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাল, তারপর হিচিং রেইলের সাথে বাঁধল ঘোড়ার লাগাম।

'হাউডি!'

ধীরে পাশ ফিরল ব্রুকস। করালের দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখে নড করল। ফ্ল্যাগান-কন্যা লরিয়া, কমনীয় মুখটা আগেও দু'একবার দেখেছে। তবে দূর থেকেই, পরিচয় হয়নি কখনও। 'আমি স্যামুয়েল ব্রুকস, ম্যা'ম, তোমাদের প্রতিবেশী,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'জেমস ফ্ল্যাগানের কাছে এসেছি।'

'বাবা তো রাউন্ড-আপে। দক্ষিণে মেস্‌কিট ক্রসিঙের কাছে পাবে ওকে।'

'কত দূর যেতে হবে?'

'উঁ···তুমি কি একটু অপেক্ষা করবে? বাবা হয়তো এসে পড়বে, বলেছিল এখানে এসে লাঞ্চ করবে।' কাছে চলে এল মেয়েটি, চোখে একরাশ কৌতূহল। খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। 'আমি লরিয়া ফ্ল্যাগান।' সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

দস্তানা খুলে হাত মেলাল ব্রুকস।

'বাবার অফিসে গিয়ে বসতে পারো তুমি,' কোণের একটা কামরা দেখিয়ে বলল লরিয়া।

কামরাটায় ঢুকল ব্রুকস। বড় একটা টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার আর ডেস্ক—এই হচ্ছে আসবাবপত্র। উল্টোদিকে ভেতরের দিকে যাওয়ার দরজা। একটা চেয়ার টেনে বসল ও।

ঠিক দুই মিনিট পর এল মেয়েটি। হাতে ট্রে, তাতে কফির পেয়ালা আর থালায় দুই রকমের বিস্কুট। 'মি. ব্রুকস, মা তোমাকে এখানে লাঞ্চ করে যেতে অনুরোধ করেছে,' ট্রে নামিয়ে রাখার সময় বলল লরিয়া। 'কেউ তোমার অপেক্ষায় থাকবে না তো?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ও; কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিল। নিজের ওপর মেয়েটির কৌতূহলী দৃষ্টি অনুভব করছে।

'বাফেলো টাউন ছাড়া এই প্রথম অন্য কোথাও এলে তুমি।'

'দরকার পড়েনি।' স্মিত হেসে কৈফিয়ত দিল ও।

'প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে এক কাপ কফি খাওয়া বা সৌজন্যমূলক আলাপ করা, তোমার ধারণায় এটা প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না? তুমি তা করোনি, বোধহয় চাও-ও না কেউ তোমার বাথানে যাক।'

'সৌজন্য দেখাতে কেউ আমার বাথানে যায়নি, আমিও তা করতে গিয়ে অযথা কারও সময় নষ্ট করিনি।'

'বোঝা যাচ্ছে ভুল শুনিনি,' হাসল মেয়েটি। 'সত্যি তুমি রহস্যময় লোক এবং বোধহয় একাই থাকতে চাও। কিন্তু শেষপর্যন্ত কি তা পারবে? র‍্যাঞ্চিং করতে হলে প্রতিবেশী বাথানগুলোর সাথে ভাল সম্পর্ক থাকতে হয়। ঝামেলার কথা নাই-বা বললাম, রাউন্ড-আপ বা ড্রাইভের কথাই ধরো—এসময় অন্যদের সাহায্য তোমার লাগবেই।'

হাসল ব্রুকস, মেয়েটি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাইছে। কথাগুলো বলছে সমালোচনার সুরে কিন্তু তাতে কৌতুকের মেশালও আছে। 'এতদিন তো দরকার হয়নি, তাই আমিও কারও কাছে যাইনি। এখন থেকে শুরু করলাম…'

'সৌভাগ্য আমাদের, সবাইকে বলতে পারব স্যামুয়েল ব্রুকস নামের ঘরকুনো লোকটা সাহায্যের প্রত্যাশায় সার্কেল-এফে প্রথম এসেছে,' উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মেয়েটির সবুজ চোখ, গলায় হালকা সুর। 'দারুণ একটা খবর!'

নির্লিপ্ত থাকল ব্রুকস, লরিয়ার আয়ত চোখে উপহাস খোঁজার প্রয়াস পেল, কিন্তু সেখানে কেবলই কৌতুক। অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরাল, ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল যাতে সবুজনয়নার দিকে না যায়। মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। এমনভাবে আলাপ করছে যেন ওরা মোটেও সদ্য পরিচিত নয়। কারণটা—মেয়েটির চেনা পরিবেশ ও আন্তরিকতা। জেমস ফ্ল্যাগান এসে ওকে উদ্ধার করুক, মনে মনে এটাই চাইছে।

'একটা প্রশ্ন করব?'

চোখ তুলে তাকাল ও।

'তোমরা এ জিনিসটা খাও কেন?'

'একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রিয় সঙ্গী এটাই,' খানিক ভেবে হালকা সুরে বলল ব্রুকস। 'তবে অল্প সময়ের জন্যে।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল মেয়েটি, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলল। 'যুক্তি বটে!' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বাইরে খুরের শব্দ হতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। 'বাবা, দেখো কে এসেছে!' একটু পর লরিয়ার অতি উৎসাহী গলা শোনা গেল।

ব্রুকস বুঝে উঠতে পারে না সবাই ওর সম্পর্কে এত কৌতূহলী কেন। সে একজন নির্বিরোধী মানুষ, কারও সাতে-পাঁচে নেই, একা থাকতে পছন্দ করে। এতে সবারই খুশি থাকার কথা, অথচ বাফেলো টাউনের আশপাশের লোকজন ওর সম্পর্কে জানতে চায়, বিশেষ করে যে-জীবন ও পেছনে ফেলে এসেছে তা সম্পর্কে।

'পারকারদের কেউ নয়,' ভরাট একটা গলা শোনা গেল। 'ওরা আমার এখানে আসবে না।' খানিক থেমে উৎফুল্ল স্বরে বলল: 'বুঝেছি! ওই লোকটা, তাই না?'

'বুঝলে কি করে?' হতাশা লরিয়ার কণ্ঠে।

'কালো রোয়ানটা দেখে। ওই তেজি ঘোড়াটাকে বোধকরি বেসিনের সবাই চেনে। …তুমি কি দয়া করে আমার সোরেলটাকে করালে রেখে আসবে, ম্যা'ম?' হেঁয়ালিভরা কণ্ঠ জেমস ফ্ল্যাগানের। 'আমি ওর সাথে কথা বলি। আশা করছি ওকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়নি।'

ততক্ষণে পোর্চে বেরিয়ে এসেছে ব্রুকস।

মানুষটা ছোট-খাট, পঞ্চাশের মত হবে বয়স। বেল্টের ওপর মাঝারি সাইজের একটা ভুঁড়ি। চলার মধ্যে দৃঢ় একটা ভাব আছে, বোঝা যায় আত্মবিশ্বাসী লোক। ধূসর চোখজোড়ায় একইসাথে কৌতূহল আর বন্ধুসুলভ চাহনি। সেকেন্ড

কয়েকের জন্যে মিলিত হলো দু'জোড়া চোখ, পরস্পরকে বুঝে নিল ওরা। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সার্কেল-এফ মালিক। সবল হাতটা ধরে ছেড়ে দিল ব্রুকস, ফ্ল্যাগানের পিছু নিয়ে এগোল। অফিস রূমে এসে বসা পর্যন্ত আর কোন কথা হলো না। নিজের চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে চুরুট বের করল ফ্ল্যাগান, অফার করল ওকে। 'তুমি নিশ্চই কোন কাজে এসেছ?'

'আমার কয়েকটা বাছুর দরকার। লকহার্টের কাছে শুনলাম বেচবে তুমি।'

লরিয়া ঢুকতে ওর দিকে তাকাল ফ্ল্যাগান। 'খাবার রেডি করবি, লরা? খুব খিদে পেয়েছে! আর···ব্রুকস আমাদের সাথে খাবে।' মেয়ে চলে যেতে অতিথির পানে ফিরল। 'কয়টা?'

'তিনশো।'

'কবে নেবে?'

'সম্ভব হলে আজই।'

'উঁহুঁ, আজ নয়। কুলাতে পারব না। দু'দিন পর ঠিক এসময়ে এসো। দক্ষিণে মাইল খানেক দূরে আমরা ক্যাম্প করেছি।'

পকেট থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দিল ব্রুকস। পনেরোশো, বান্ডিল করা বিশ ডলারের নোট। টাকা গুনে ড্রয়ারে ভরে রাখল ফ্ল্যাগান, তারপর সাদা কাগজে রসিদ লিখে দিল। 'এক কাজ করতে পারো···এক ফাঁকে তোমার ব্র্যান্ডিং রডটা দিয়ে যেয়ো। মার্কা বসিয়ে গরুগুলো পৌঁছে দেবে আমার ছেলেরা। ওদের ভাল করে কফি খাইয়ে দিলেই চলবে।'

কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে ব্রুকস, ওর পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে ফ্ল্যাগান। এতগুলো গরু বাথান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ওর একার পক্ষে সম্ভব হত না, লোক ভাড়া করতে হত। ব্র্যান্ডিংয়ের কাজটাও কি কম ঝামেলার?

ভেতর থেকে ডাক পড়তে খাবার ঘরে চলে এল ওরা। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে বসল ব্রুকস। মাঝবয়সী সুশ্রী এক মহিলার সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল ফ্ল্যাগান। উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ফ্ল্যাগানকে বাউ করল ও। ক্ষীণ হেসে ওর থালায় খাবার তুলে দিল মহিলা। নীরবে খাওয়া শুরু করল ব্রুকস, এরকম আন্তরিক পরিবেশে অনভ্যস্ত বলে মৃদু অস্বস্তি অনুভব করছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, প্রথম পরিচয়ে এমন আন্তরিক আতিথেয়তা ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি। অথচ ও নিজে ঠিক উল্টো স্বভাবের।

'আর ক'দিন লাগবে, বাবা?'

'তিনদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

'এরপর ড্রাইভে যাবে?'

'যেতে তো হবেই। বেশি গরু রেখে লাভ কি! তাছাড়া ওগুলো বেচলে টাকাও আসবে।'

কোন কথা ছাড়া খাওয়া শেষ করল ব্রুকস। চমৎকার রান্না, ওর মনে পড়ল না এত ভাল রান্না শেষ কবে খেয়েছে। মিসেস ফ্ল্যাগানকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস রূমে চলে এল। সাথে সার্কেল-এফ মালিক।

একটু পর বিদায় নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ও।

'লোকটা কেমন যেন,' পোর্চে বাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লরিয়া। 'ঠিকমত ধন্যবাদও দেয়নি। যেভাবে দিল তাতে মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে দিচ্ছে।'

'এখানকার বেশিরভাগ লোকই এরকম,' সাফাই গাইল বাথান মালিক। 'মুখে সৌজন্য প্রকাশ করার চেয়ে বিনিময়ে প্রতিদান দেয়াই ওদের পছন্দ।'

'কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে···ঠিক খাপ খায় না। যতটা সহজ মনে হয়, ও হয়তো তা নয়। সাথে পিস্তল নেই, অথচ থাকলেই যেন মানাত ওকে।'

'এখন নেই কিন্তু হলফ করে বলতে পারি বহুবার পিস্তল ব্যবহার করেছে ও। ওর বুড়ো আঙুলে হ্যামার টানার দাগ দেখেছিস? আমার ধারণা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে এখানে এসেছে ও। এ জন্যেই পিস্তল ছেড়ে সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করার চেষ্টা করছে।'

'তুমি ওকে গরু দিচ্ছ?'

'পরিশ্রমী লোক। বিশ্বাসই হতে চায় না মরুভূমির মত ওই জায়গাটায় ঘাস ফলিয়েছে, তা-ও আবার একা। প্রতিবেশী হিসেবে ওকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। তাছাড়া ড্রাইভে গরুর সংখ্যা কমাতে পারলে সময় আর পরিশ্রম দুটোই বাঁচবে।' দিগন্তে স্যামুয়েল ব্রুকসের অবয়ব প্রায় মিলিয়ে গেছে, সেদিকেই তাকিয়ে আছে ফ্ল্যাগান।

'কিছু একটা ভাবছ তুমি, বাবা?'

'চলাফেরায় বোঝা যায় ব্রুকস সাধারণ লোক নয়। পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে কেউ ইচ্ছে করলে সহজেই নিজেকে আড়াল করতে পারে, বিশেষ করে আউট-লরা।'

'ওকে সেরকম ভাবছ নাকি?'

'এটা তো ঠিক, এখানে সবচেয়ে রহস্যময় লোক ও-ই,' হেসে ফেলল ফ্ল্যাগান, গলায় দ্বিধার সুর। 'কেউই ওর সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। হয়তো ও সত্যি নিরীহ, শুধু শুধুই আমরা সমালোচনা করছি।' ঘুরে অফিসের দিকে এগোল সার্কেল-এফ মালিক, পেছনে আসছে লরিয়া। 'আমার ধারণা খুব শিগ্‌গিরই ঝামেলায় পড়বে ব্রুকস। পারকাররা ওর জমির ওপর থাবা বসালে মোটেই অবাক হব না।'

'তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে,' তর্ক করল লরিয়া। 'তিন বছর ধরে এখানে থাকছে সে, কই পারকাররা তো ওর পিছু লাগেনি?'

হেসে সিগার ধরাল বাথান মালিক, আয়েশ করে বসেছে নিজের চেয়ারে। 'এতদিন অপেক্ষা করেছে। কেন জানিস? সবকিছু যাতে ওদের জন্যে তৈরি হয়ে যায়। পাহাড়ে নালা কেটে জমিতে পানি বইয়ে দিয়েছে ব্রুকস, মরা ক্রীকটাতে গ্রীষ্মের সময়ও পানি থাকছে, জমিতে ঘাস ফলেছে। পারকাররা এসব কষ্ট করতে যাবে কেন? তা করার ইচ্ছে থাকলে তো অনেক আগেই ওই জমিটার জন্যে ক্লেইম করতে পারত, এতদিন তো খালি পড়ে ছিল আর ব্রুকস এসেছে এই সেদিন।'

'তুমি অযথাই ওদের দোষ দিচ্ছ, বাবা!'

'বেসিনে চল্লিশ বছর ধরে আছি, কম তো দেখিনি। জুলিয়াস পারকারের বাপকে দেখেছি, ওকেও দেখছি এখন। কয়েক হাজার একর সীমানা বার-পির,

কিন্তু এর খুব কম জায়গাই নিজেদের হাতে গড়া, বেশিরভাগ অন্যান্য আউটফিটকে উচ্ছেদ করে জবরদখল করা। নিজের বিশাল সীমানার সাথে আরও ত্রিশ মাইল জায়গা বাড়াতে পারলে খুশিই হবে পারকার। মরগান পিক্সের ঝর্না আর ওঅটর হোলগুলোর দখলও সে পেয়ে যাবে–পানির সমস্যা থাকবে না, শীত মরসুমের জন্যে পাবে একটা বাড়তি জায়গা। জুলিয়াস পারকার এ সুযোগ ছাড়বে না, কোন একটা উসিলায় ওর ওপর ঠিক চড়াও হবে, দেখিস। বাজি ধরবি?'

মেয়ের মধ্যে তর্ক করার বা চ্যালেঞ্জের কোন অভিব্যক্তি দেখতে পেল না ফ্ল্যাগান। বরং চিন্তিত মনে হলো ওকে। 'এটা অন্যায়,' মাথা নাড়ল লরিয়া, 'জোর করে এভাবে…'

'সবাই জানে সেটা,' মেয়েকে বাধা দিল সার্কেল-এফ মালিক। 'কিন্তু কার-ই বা কি করার আছে! মার্শাল জ্যাক হবস হয়তো কিছু করতে পারত, কিন্তু এসব ব্যাপারের চেয়ে হুইস্কির বোতলের দিকে ওর মনোযোগ বেশি।'

'ব্রুকস নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াবে।'

'কি করবে তা সে-ই জানে। সময়ই বলে দেবে। তবে আমার ধারণা, পারকাররা সহজে ছাড় পাবে না। সমস্যা কেবল এক জায়গায়—স্যামুয়েল ব্রুকস একা। ত্রিশ মাইল জমি আর ওদের মাঝখানে কেবল একটা লোক, ওকে সরিয়ে দিতে পারলেই তো জমিটা বার-পির হয়ে যাবে।'

স্যামুয়েল ব্রুকস সবে নাস্তা শেষ করেছে। একা থাকার দিন সম্ভবত ফুরিয়ে এসেছে, কফির মগে চুমুক দেয়ার সময় ভাবল ও—রান্না করার জন্যে একজন লোক দরকার এবং কমপক্ষে দু'জন কাউহ্যান্ড। এ কয়দিনে তিনশো গরু সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। গরু সামলে এসে রান্না করা ভারী কষ্টের কাজ, এক মগ কফি তৈরি করতেও অনীহা জাগে। আলসেমি, না বুড়িয়ে যাচ্ছে? উঁহুঁ, তা হবে কেন, সবে ঊনত্রিশে পড়ল কেবল। জীবন গড়ে নেয়ার আদর্শ সময় তো এটাই।

ফ্ল্যাগান সত্যিকার ভদ্রলোক, আন্তরিক এবং সৎ, কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবছে ব্রুকস। ইচ্ছে করলে ওকে গড়পড়তা কিছু গরু দিয়ে দিতে পারত। সে-সুযোগ নেয়নি সার্কেল-এফ মালিক।

মিনিট দশ পর সবকিছু গুছিয়ে স্যাডলে চাপল ও, বাফেলো টাউনের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। নিজের জমি ছাড়িয়ে মূল ট্রেইলে এসে গতি বাড়াল। কাজ শেষ করে দ্রুত ফিরতে চায়।

মাইল তিন পর, ট্রেইলটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে। হাতের বামে পারকারদের বার-পি। তৃণভূমির যতটুকু চোখে পড়ছে দিগন্তের শেষ সীমানা পর্যন্ত অবারিত সবুজ ঘাস, অগুনতি তাগড়া গরু চরে বেড়াচ্ছে। নিঃসন্দেহে বার-পি এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ বাথান।

বাঁকের মুখে সাইক্যামোর ঝোঁপের সারি, পাশে বিশাল জোড়া কটনউড। গাছ দুটোর ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ—এ পর্যন্ত অন্তত সাতজন গরুচোরকে ঝোলানো হয়েছে ওগুলোয়। রাসলারদের ব্যাপারে পারকাররা খুব নির্দয়, দেরি না করে

ধরামাত্র কাজ সেরে ফেলে।

হঠাৎ চোখে পড়ল দৃশ্যটা–সাইক্যামোর ঝোপের কাছে ব্যস্ত এক জোড়া নারী-পুরুষ। ওদের পেরিয়ে যাওয়ার সময় মৃদু গোঙানির শব্দ পেল ব্রুকস। ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল মেয়েটাকে–লরিয়া ফ্ল্যাগান। জোর করে ওকে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা, তৃতীয় আরেকজনের উপস্থিতি খেয়াল করেনি বা ভ্রূক্ষেপ করছে না।

দ্রুত স্যাডল ছাড়ল স্যামুয়েল ব্রুকস, প্রায় নিঃশব্দে পৌঁছে গেল। লরিয়াকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে লোকটা। দু'হাত দূরে এসে তার কাঁধে হাত রাখল ও। মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরল সে, চোখে রাগ আর বেপরোয়া চাহনি। অবাক হলো ব্রুকস–উনিশ কি বিশ হবে ছেলেটির বয়স।

'কোন্ নরক থেকে উঠে এসেছ, অ্যাঁ?' তড়পে উঠল তরুণ। 'এত সাহস যে আমার কাঁধে হাত রাখো!' ঝট্ করে কোমরে হাত বাড়াল।

তৈরি ছিল ব্রুকস, জানত এরকম কিছু হতে পারে। দু'পা এগিয়ে ব্যানডানা ধরে টান দিতে ওর দিকে প্রায় উড়ে এল তরুণ। আচমকা আক্রমণে থমকে গেছে। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছিল পিস্তল, টানের চোটে সেটা ছুটে গেল মুঠি থেকে। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে, একটা চড় এসে পড়ল গালে।

'তোমার দেখছি কিছুই শেখা হয়নি,' মাটিতে পড়ে যাওয়া পিস্তল বুট দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার সময় বলল ব্রুকস, গলায় মৃদু ভর্ৎসনা। 'পরেরবার কোন মেয়েকে চুমো খাওয়ার আগে অনুমতি নিয়ো, কেমন?'

'ও তোমার মেয়েমানুষ নাকি, মিস্টার?' অবজ্ঞা ফুটে উঠল ছেলেটার চোখে। থুথু ছিটাতে তা ব্রুকসের মুখে এসে পড়ল।

সেকেন্ড কয়েকের জন্যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল ব্রুকস। তরুণের গাল টকটকে লাল হওয়ার পর চড় থামাল। তারপর পেছনে ঠেলে দিতে কটনউডের সাথে বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ককিয়ে উঠল ছেলেটা, হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। এগিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রুকস, ঝুঁকে ব্যানডানা খুলে নিয়ে মুখ মুছল, তারপর ওটা ছুঁড়ে দিল তরুণের দিকে। 'একটা কথা না বলে পারছি না। এখন থেকে ড্র করার আগে দেখে নিয়ো অন্যজনের কাছে পিস্তল আছে কি-না। তবে এ-ও ঠিক আমি নিরস্ত্র বলেই এখনও বেঁচে আছ।'

ঘুরে লরিয়ার দিকে ফিরল ব্রুকস, দুঃখ প্রকাশ করল। খেয়াল করল মেয়েটার ফর্সা গালে চড়ের দাগ লাল হয়ে আছে। কিছুটা আড়ষ্ট আর বিমূঢ় দেখাচ্ছে। পাশেই সার্কেল-এফের ছাপ মারা একটা বাদামি অ্যাপালুসা দাঁড়িয়ে ছিল। ওটার লাগাম ধরে কাছে নিয়ে এল ও, ফ্ল্যাগান-কন্যাকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল। কেঁপে উঠল মেয়েটার শরীর, ভয় পেয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া।

'উফ্, খোদা! তুমি না এলে কি যে হত…' দ্রুত বলল লরিয়া, শেষ করল না।

কিছুই ঘটত না, ভাবল ব্রুকস, দু'একটা চুমো খাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু করার সাহস বোধহয় তরুণের ছিল না। নিজের রোয়ানে চেপে লরিয়ার দিকে ফিরল ও। 'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'শহরে।'

'বাফেলোতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে এখনও?'

মাথা ঝাঁকাল লরিয়া। 'কাজ আছে।'

এগোল ওরা। একবার পেছন ফিরে তরুণকে দেখল ব্রুকস, সামলে নিয়ে স্যাডলে চেপে বসেছে।

'ভবিষ্যৎটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,' একটু পর ছোটার মধ্যে বলল লরিয়া, 'ঝামেলায় পড়বে তুমি। ও এত সহজে মার ভুলে যাওয়ার লোক নয়।'

ব্রুকস কিছু বলল না, মুখ দেখে মনে হচ্ছে না এ-নিয়ে বিশেষ চিন্তা আছে ওর।

'তুমি কি ওকে চেনো না? এমন ভাব করছ যেন আমি বাড়িয়ে বলছি!' লরিয়ার কণ্ঠে অসন্তোষ।

'ও বাড পারকার, এই তো?'

'তোমার কাছে পারকার নামটার কোন গুরুত্ব নেই?'

'তা নয়। ও একটা ভুল করতে যাচ্ছিল, শাস্তিও পেয়েছে। পশ্চিমে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ঘৃণ্য কাজ। একটু আগে তুমিই বলেছ, মারের ব্যাপারটা সহজে ভুলবে না বাড পারকার। আমিও মনে করি আজকের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারে ও।'

'ও তা করবে না। পুরো ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিচ্ছ তুমি।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ, ম্যা'ম?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। পারকারদের বিরুদ্ধে যাওয়ার স্পর্ধা বেসিনে কেউ দেখায় না।'

'হয়তো। কিন্তু কোন কিছুই একতরফা ভাবে বেশিদিন চলে না।'

চুপ করে থাকল লরিয়া, বুঝতে পারছে পারকারদের আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতী নয় এ লোক। দুঃসাহস হয়ে গেল না? বাড পারকার যদি এর শোধ নিতে চায় তো নির্ঘাত ওর কপালে খারাবি আছে।

শহরে পৌঁছানো পর্যন্ত কেউই আর কোন কথা বলল না।

বাফেলো টাউন ছোট্ট অগোছাল শহর। কয়েকটা জেনারেল স্টোর, সেলুন, কামারশালা, ব্যাংক, নাপিতের দোকান, আস্তাবল···পশ্চিমের আর সব শহরে যা থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় ল-অফিস। চল্লিশোর্ধ্ব জ্যাক হবস আর ডেপুটি টিম ম্যাসন হচ্ছে বাফেলোর আইনের লোক। এ শহরের পত্তন জুলিয়াস পারকারের বাবা ফ্রেডারিক পারকারের হাতে, সে-ই প্রথম আসে এখানে। শহরটা তেমন বেড়ে ওঠেনি যতটা বার-পির বেলায় ঘটেছে। পারকারদের রোষে পড়েছে, আবার বেসিনেও টিকে আছে, এমন কিছু এখানে ঘটেনি। হয় দেশছাড়া হয়েছে নয়তো পারকারদের হাতে মারা পড়েছে। হাতে-গোনা দু'একজন ছাড়া কেউই জুলিয়াস পারকারের দিকে চোখ তুলে কথা বলার সাহস দেখায় না। এককথায় পারকাররাই বেসিনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

উইলিয়াম লকহার্টের স্টোরের সামনে ঘোড়া থামাল ওরা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল ব্রুকস। হাসল মেয়েটি, ধকলটা কাটিয়ে উঠেছে। মিসেস

লকহার্টের কাছে যাব। তুমি কি অপেক্ষা করবে?'

নড করল ব্রুকস। স্যাডল ছাড়ার সময় খেয়াল করল বিস্ময়ের সাথে ওদের দেখছে স্টোর মালিক, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওর বউ। কি যেন বলল মহিলা, সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল লকহার্ট।

হিচিং রেইলের সাথে ঘোড়াগুলোর লাগাম বাঁধল ব্রুকস, তারপর গায়ের ধুলো ঝেড়ে স্টোরে ঢুকে পড়ল। ওকে অভ্যর্থনা জানাল লকহার্ট, যেমনটা সব খরিদ্দারকে জানায়। মাথা ঝুঁকিয়ে মহিলাকে সম্মান দেখাল, প্রত্যুত্তরে হেসে লরিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বুড়ি।

নিজের চাহিদার ফর্দ স্টোর মালিককে ধরিয়ে দিয়ে একটা টুলে বসল ব্রুকস। 'তোমার তো একটা সেলুন আছে?'

তাক থেকে কফির জার নামাচ্ছিল সে, ফিরে তাকাল।

'দু'জন পাঞ্চার আর একজন কূক দরকার আমার। কেউ আগ্রহী হলে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মাথা ঝাঁকাল সে।

সিগারেট ধরিয়ে আনমনে ফুঁকে চলল ব্রুকস। দৃষ্টি রাস্তার ওপর, পথচলা লোকজন দেখছে।

একটু পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লরিয়া। সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমার সাথে একটু আসবে, মি. ব্রুকস?'

স্টোর থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে এগোল ওরা। বেশ খানিকটা আসার পর ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দে ঘুরে তাকাল ব্রুকস, দ্বিতীয়বারের মত দেখতে পেল তরুণকে। পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিষদৃষ্টিতে তাকাল একবার, ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায় একরাশ ধুলো উড়িয়ে পারকারদের সেলুন 'প্যালেস'-এর সামনে থামল। স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে পোর্চে উঠে গেল, ঘোড়াটাকে রেইলে বাঁধার সময় পায়নি। ব্যাটউইং দরজা সপাটে ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ব্রুকস টের পেল ওর কনুই চেপে ধরেছে লরিয়া। 'তোমার এক্ষুণি সরে পড়া উচিত, মি. ব্রুকস!' আতঙ্ক মেয়েটার কণ্ঠে। 'বাড নিশ্চয় একগাদা লোক নিয়ে তাড়া করবে তোমাকে। সেলুনটাতে বার-পির লোকজন সবসময়ই থাকে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম?'

'আমি···ভেবেছিলাম তোমার সাথে কফি খাব।'

'সত্যি কফি খেতে চেয়েছ?' হেসে জানতে চাইল ব্রুকস।

লরিয়া বিস্মিত। 'আমি মিথ্যে বলি না!'

'কিছু মনে কোরো না, ম্যা'ম। কোন ভদ্রমহিলা, তা-ও তোমার মত সুন্দরী, আমার সাথে কফি খেতে চাইল এই প্রথম,' ফের হাসল ও, চোখে কৌতুক। 'সে-সৌভাগ্য আমি হারাতে চাই না।'

অস্বস্তিবোধ করছে লরিয়া, ভয় হচ্ছে ওর। 'তোমার কাছে অস্ত্র নেই, অথচ সুযোগ পেলেই গুলি করবে ওরা। বাড তো একবার চেষ্টা করেছিল, আবার করতে দোষ কোথায়?'

'মিছে ভয় পাচ্ছ, ওরা তা করবে না···এই মেয়ে, আমার সাথে কফি খাওয়ার

ইচ্ছে আর নেই তোমার, তাই না?'

'ন্-না।'

'তাহলে চলো।'

এবার উল্টোদিকে এগোল লরিয়া। ব্রুকস বুঝতে পারল হালকা কথাবার্তায়ও মেয়েটির আশঙ্কা দূর করতে পারেনি ও। ওকে যদ্দূর সম্ভব পারকারদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে লরিয়া, এ জন্যেই উল্টোদিকে এগোচ্ছে।

বেশ খানিকটা এসে হাতের ডানে প্রথম রেস্তোরাঁ পেয়ে ঢুকে পড়ল ওরা। ছোট, গোছানো। প্রায় ফাঁকাই। মাঝবয়সী এক মহিলা উষ্ণ সম্বর্ধনা জানাল ওদের। লরিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল মহিলা, মৃদু স্বরে অনুযোগ করল: 'তুমি তো আমার এখানে আসোই না!' ব্রুকসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজ থেকে পরিচয় দিল। মিসেস রিচার্ডস।

একটা টেবিলে বসল ওরা। ব্রুকস বসেছে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে যাতে দরজা আর রাস্তার ওপর অনায়াসে চোখ রাখতে পারে। লরিয়ার আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিলেও জানে তা একেবারে অমূলকও নয়। জুলিয়াস পারকারের তিন ছেলের মধ্যে বাডই সবচেয়ে উদ্ধত ও বদমেজাজী। আজকের ঘটনা কিছুতেই ভুলবে না সে। একটু আগে তরুণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখেছে তাতে ধরে নেয়া যায় খুব শিগ্‌গিরই আবার ওদের দেখা হয়ে যাবে।

মিসেস রিচার্ডস কফি আর কেক দিয়ে গেছে। তটস্থ হয়ে আছে লরিয়া, আনমনে সোনালি চুলের কয়েক গাছি নাড়াচাড়া করছে। অন্যহাতে কফির মগ, কিন্তু চুমুক দিচ্ছে না।

'মিস্ ফ্ল্যাগান?'

তাকাল লরিয়া।

'কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ক্ষীণ হেসে চুমুক দিল মেয়েটি। 'আমার খুব ভয় লাগছে।'

ব্রুকসের চোখে জিজ্ঞাসা।

'পারকারদের খুব ভাল করে চিনি আমি। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না ওরা। বাড হচ্ছে ওদের ফোরম্যান জেফরি করবেটের শিষ্য, বাডের ঝামেলাগুলো সে-ই সামলায়। লোকটা বন্দুকবাজ, মারামারিতে আরও ভয়ঙ্কর। একবার ডাবল-এসের দু'জন পাঞ্চারকে এমন পিটিয়েছিল যে হপ্তাখানেক বিছানা থেকে উঠতেই পারেনি ওরা।...আমি তোমাকে ঝামেলায় ফেলে দিলাম। আমার জন্যেই...'

হাত তুলে ওকে থামাল ব্রুকস। 'অযথা ভয় পাচ্ছ, ম্যা'ম। ওরকম কিছু হবে না, অন্তত এখুনি নয়।'

চুপ করে থাকল লরিয়া, বোঝা যাচ্ছে নিশ্চিত হতে পারছে না।

উঠবে, এসময় দলটাকে দেখতে পেল ব্রুকস। বাড পারকারের সাথে আরও দু'জন যোগ দিয়েছে। রেস্তোরাঁর কয়েক গজের মধ্যে চলে এসেছে ওরা, কাচের দেয়াল ভেদ করে তরুণের দৃঢ় জেদি মুখ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত এগোচ্ছে, জানে কোথায় আসতে হবে।

'একটু অপেক্ষা করো, ম্যা'ম।' উঠে দাঁড়াল ব্রুকস।

ঝট করে পেছনে ফিরল লরিয়া, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে। 'মি. ব্রুকস…'

দ্রুত এগোল ও, বেরিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল। তিনজনের দলটা ঠিক পাঁচ হাত দূরে। বাড পারকারের মুখে উপচে পড়া রাগ, মুখিয়ে আছে শোধ তোলার জন্যে। অন্য দু'জনকে সাধারণ পাঞ্চার মনে হলো ব্রুকসের, সম্ভবত করবেট এদের মধ্যে নেই।

'বাড, এই লোকটাই?'

মাথা ঝাঁকাল তরুণ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চাহনিতে ঘৃণা।

'এসো পারকারদের গায়ে হাত তোলার সাহস ওর জনমের মত মিটিয়ে দেই!' উস্কে দিতে চাইল অপর সঙ্গী। উৎসাহটা তারই বেশি।

'বার-পি তাহলে এভাবেই খেলতে অভ্যস্ত, একজনের খেলা কয়েকজনে মিলে শেষ করে? আর এই নিয়ে তোমাদের এত অহঙ্কার?' তাচ্ছিল্যভরে বলল ব্রুকস। 'তোমাদের যখন এতই শখ! আমারও আপত্তি নেই। এসো, দেরি কিসের? কফিটা ঠাণ্ডা হচ্ছে, আরেক কাপ নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাস চিড় ধরাল ওদের মনোবলে, তবে তা ক্ষণিকের জন্যে। তীব্র গাল বকল বাড পারকার, তারপর তিনজনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভেতর থেকে তা দেখে দম বন্ধ হয়ে এল লরিয়ার। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু মুখ ফুটে কোন শব্দ বেরোল না। পরের দশ মিনিট সদ্য পরিচিত লোকটিকে ভিন্ন রূপে দেখতে পেল—ভয়ঙ্কর, হিংস্র এবং নির্দয়। প্রচণ্ড মার খেয়ে ধূলিশয্যা নিল ওরা, চোটটা বেশি গেল বাডের ওপর দিয়ে। বেছে, দেখে-শুনে মারল ব্রুকস যাতে প্রতিটি আঘাত মোক্ষম জায়গায় লাগে। শেষে, যেন কিছুই হয়নি এমনি নির্বিকার মুখে রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকল। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল ছেড়ে যাওয়া আসনে।

লরিয়ার ঘোর তখনও কাটেনি।

'আরেক কাপ নেবে, ম্যা'ম?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ব্রুকস, আগের মতই শান্ত দেখাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল লরিয়া, অবাক হয়ে সঙ্গীকে দেখছে। 'পারকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তুমি,' একটু পর বলল ও। 'এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় থাকল না।' মনে পড়ল কয়েকদিন আগে এমন আশঙ্কাই করেছিল ওর বাবা, এখন ঠিক তাই ঘটেছে। বার-পির সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে স্যামুয়েল ব্রুকস। অথচ নিরুদ্বিগ্ন, নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে।

'কি হয়েছিল, লরা?' কফি পরিবেশন করার সময় জানতে চাইল মিসেস রিচার্ডস।

বয়ান করল লরিয়া।

'সাবধানে থেকো,' ব্রুকসের উদ্দেশে বলল মহিলা। 'আমার মনে হয় এখন থেকে সাথে একটা অস্ত্র রাখাই উচিত হবে তোমার। পেছনেও একটা চোখ রেখো। সুযোগ পেলে পিঠে গুলি করার মত লোকও ওদের আউটফিটে দু'একজন আছে।'

মৃদু হাসল ব্রুকস, ধন্যবাদ দিয়ে বিল মেটাল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে লকহার্টের স্টোরে এল ওরা। তাজা খবরটা তখন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রুকস খেয়াল করল করুণাভরে ওকে দেখছে কেউ কেউ। এ-নিয়ে ভাবার ইচ্ছে বা ফুরসৎ হলো না ওর, বরং লোকগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যাচ্ছে—মেরুদণ্ডহীন, পারকারদের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। স্বয়ং লকহার্ট পর্যন্ত মুখে তালা মেরে রেখেছে। পাওনা বুঝে নিয়ে রসিদ দিল সে, একটা কথাও বলল না।

চিন্তিত দেখাচ্ছে লরিয়া ফ্ল্যাগানকে, 'প্যালেস'-এর দিকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বারবার। একটু আগে কয়েকজন এসে বিধ্বস্ত দেহ তিনটে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেখানেই। লরিয়ার ভয় হচ্ছে এখুনি হয়তো একটা দল ছুটে এসে ঘিরে ফেলবে ওদের, সবাই মিলে এরপর ব্রুকসকে পেটাবে নয়তো কোন ঝামেলায় না গিয়ে কপাল বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দেবে। ওদের পক্ষে সবই সম্ভব। নিরস্ত্র একটা লোককে খুন করা সহজ যদি আইনের পরোয়া না করা যায়। এ তল্লাটে পারকাররা যা বলে সেটাই আইন, অন্তত যা বলে তা ঘটে যায়।

শহর ছাড়িয়ে ট্রেইলে এসে ভয় কাটল লরিয়ার। সঙ্গীর দিকে তাকাল, ভাবলেশহীন দৃঢ় একটা মুখ, দিগন্তে ট্রেইলের ওপর দৃষ্টি স্থির। খানিক আগে যে ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখেছে তার ছিটেফোঁটাও নেই এখন। শান্ত কিন্তু সতর্ক।

'মি. ব্রুকস?'

ফিরে তাকাল সে।

'এটা তোমার আসল নাম নয়, তাই না?'

খুঁটিয়ে লরিয়াকে দেখছে ব্রুকস, অবাক হয়েছে।

সঙ্গীর বিস্ময়ে পুলকিত লরিয়া, উপভোগ করছে। তিনজন লোক যা পারেনি ওর একটা কথাই তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছে। 'বাবার ধারণা তুমি একজন টাফ লোক এবং এর আগে হামেশাই পিস্তল ব্যবহার করেছ। আজ বোধহয় তার কিছু প্রমাণও মিলেছে। আর, আমার ধারণা বসতি করতে এখানে এসেছ তুমি, তাই না?' লরিয়া খেয়াল করল গম্ভীর দেখাচ্ছে ব্রুকসকে, সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে।

'কোন মেয়ে এত অল্প বয়সে সবকিছু এভাবে তলিয়ে দেখতে পারে, আমার জানা ছিল না,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ব্রুকস, এড়িয়ে গেল আসল প্রসঙ্গ। 'তুমি আমাকে অবাক করেছ, মিস্ ফ্ল্যাগান।'

'কয়টা মেয়েকে জানো তুমি? যদ্দূর বুঝতে পারছি মেয়েদের ব্যাপারে তুমি আনাড়ি।'

ব্রুকস নীরব।

'আমি যা বললাম তা কি সত্যি?'

'হতে পারে।'

'তুমি স্বীকার করছ না, আবার অস্বীকারও করছ না!'

মৃদু হাসল ব্রুকস, জবাব দিল না।

লরিয়ার কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু চাপাচাপি করার ইচ্ছেও নেই। পশ্চিম এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ চায় না অন্যরা তার ব্যাপারে কৌতূহল দেখাক।

স্যামুয়েল ব্রুকস তারচেয়ে এক কাঠি বাড়া, তিনটে বছর লোকজনকে এড়িয়ে চলেছে সে। তবে এটা ঠিক সত্যের অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে ও, ব্রুকসের চমকে ওঠা অভিব্যক্তি তার প্রমাণ। তাছাড়া সে অস্বীকারও করেনি।

'আমাদের বাথানে যাচ্ছ তো?'

'না। সীমানা পর্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দেব।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে, ভাবল লরিয়া। তাই তর্ক করল না। এ লোকটিকে অনেকটাই বুঝতে পেরেছে, এর সাথে তর্ক করে লাভ নেই। একরোখা লোকদের সাথে তর্ক চলে না।

দুই

স্যামুয়েল ব্রুকস নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল তিনদিন পর মেক্সিক্যান এক বুড়ো, এমিলিও কন্টেজ ওর কূকের চাকুরিতে যোগ দেয়ায়। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে ভাল লাগল, তারপর দুই বেলা খাবার পেটে পড়তে পুরো পছন্দ হয়ে গেল তাকে। আরও কয়েকটা কারণও অবশ্য আছে–বুড়োর কৌতূহল কম এবং হাতের কাজ শেষ করে সুযোগ পেলেই অন্য কাজেও ওকে সাহায্য করে।

এ কয়দিনে গত তিন বছরের নিঃসঙ্গতার ভয়ঙ্করত্ব নতুন করে টের পেয়েছে ব্রুকস। পাশাপাশি থাকছে দু'জন, কথা না বললেও লোকটার উপস্থিতি ওকে আনন্দ দিয়েছে। সারাদিনে খুব একটা বাক্যব্যয় না করলেও রাতে শোয়ার পর মুখে কথার খৈ ফুটতে শুরু করে মেক্সিক্যানের। রাত জেগে নিজের জীবনের অসংখ্য গল্প শোনায়। ব্রুকস মনোযোগ দিয়ে শোনে, এমিলিওর গল্প বলার ভঙ্গিটা অসাধারণ বলে কখনও একঘেয়ে লাগে না। তাছাড়া দুর্গম অঞ্চলে বুনো মোষ শিকার, ঘোড়া ধরা, প্রসপেক্টিং, টুম্বস্টোনের বিখ্যাত ফিউডের গল্প···এগুলো কার না ভাল লাগবে?

পঞ্চম দিন সকালে নাস্তা সেরে কফি পান করার সময় একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল এমিলিও। ব্রুকস দুপুরে ফিরবে না বলে খাবার দিয়েছে। 'কি করবে আজ?' জানতে চাইল সে, সিগারেট রোল করছে।

'একটা নালা কাটব, এলক স্প্রিঙের কাছে জায়গাটা শুকিয়ে গেছে। মরগান পিক্‌সের ঝর্না থেকে পানি বইয়ে দিতে হবে।'

'ঝামেলার কাজ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'একাই পারব। তুমি বরং সময় পেলে গরুগুলোকে একটু দেখে রেখো।'

শ্রাগ করল এমিলিও, এঁটো থালাবাসন নিয়ে বেসিনের কাছে চলে গেল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে ওদের দেখতে পেল ব্রুকস। চারজন। মাইল খানেক দূরে আছে এখনও, দ্রুত এগিয়ে আসছে। রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপানোর ফাঁকে চোখ রাখল দলটার ওপর। ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে কাঠামোগুলো। নিজের নিরস্ত্র অবস্থার কথা ভাবল একবার, হয়তো ওরা

গোলাগুলির মধ্যে যাবে না। মুখোমুখি লড়াইয়ে নিরস্ত্র কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা সহজ কাজ নয়। কেবল জাত খুনী হলেই তা সম্ভব।

কাগজ ও তামাক বের করে সিগারেট রোল করল ও। এমিলিওকে ডাকল। 'ছোটখাট একটা ঝামেলা হতে পারে,' বুড়োকে দরজায় দেখে বলল, 'তুমি আবার এতে নাক গলিয়ো না। হতে পারে কেবল কথা বলতেই এসেছে ওরা।'

ঘোড়সওয়ারদের দিকে চকিত দৃষ্টি হানল মেক্সিক্যান, ছোট্ট করে মাথা নেড়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ব্রুকস। দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছে ওরা। ডান থেকে দ্বিতীয় লোকটা বিশালদেহী, সবচেয়ে বড় ঘোড়ায় চড়েছে, বিশালবপুর তুলনায় ওটাকে তবু ছোটই লাগছে। পাশেরজনকে কোনমতেই সুঠামদেহী বলা যাবে না। অন্যজন গড়পড়তা, পশ্চিমের সাধারণ বা খেটে খাওয়া মানুষ যেমন হতে পারে। এবং সবার আগে, একটা গেল্ডিঙে চড়ে আসছে বাড পারকার, মুখের আদল তাকে চিনিয়ে দিচ্ছে।

ওদের আচরণে কোন তাড়া নেই, ধীরে এগোচ্ছে এখন। কেবল বাড পারকার আগের মতই অস্থির, দৃষ্টিতে বিষাক্ত ঘৃণা আর প্রতিহিংসা। বিশালদেহী লোকটা জেফরি করবেট, ধারণা করল ব্রুকস। সামনে এসে দাঁড়াল বার-পি ফোরম্যান, কৌতুক ও অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু ওকে খুঁটিয়ে দেখার পর, চাহনিতে প্রচ্ছন্ন সতর্কতা ফুটে উঠল। কিছু একটা তাকে সাবধান করেছে বোধহয়।

কষে সিগারেটে টান দিল ব্রুকস, নিস্পৃহ দেখাচ্ছে ওকে। 'ইচ্ছে করলে ভেতরে এসে বসতে পারো তোমরা। এমিলিও, কফির পানি চড়িয়ে দাও। উদ্দেশ্য যাই হোক, ওরা আমার এখানে আসা প্রথম অতিথি।'

'শুয়োরের বাচ্চা!' ঝামটে উঠল বাড পারকার। 'কুত্তাটা আমাদের কফি সাধছে, করবেট, সাহস দেখো! ইচ্ছে করছে ওর কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেই!'

'চুপ করো, বাড!' জেফরি করবেটের চাপা ধমকে নিরস্ত হলো তরুণ।

দেয়ালে হেলান দিয়ে শরীরের ভর এক পায়ে চাপাল স্যামুয়েল ব্রুকস, সিগারেটের শেষাংশ ফেলে বুটের তলায় পিষল। 'বোঝা গেল, কফি খাওয়ার ইচ্ছে তোমাদের নেই। করবেট, তোমার বস্‌কে বোলো ছেলেটাকে সামলে রাখতে। নয়তো বেশিদিন বাঁচবে না ও।'

কি যেন বলতে চেয়েছিল বাড, ফোরম্যান মুখ খোলায় থেমে গেল। 'একটা কথাও নয়, বাড। অনেক গোলমাল করেছ, যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমাকে সামলাতে দাও।' ব্রুকসের দিকে ফিরল সে, পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল। 'তুমি দেখছি নিরস্ত্র।' হালকা সুরে বলল করবেট।

'হয়তো সেজন্যেই এখনও তড়পাচ্ছে তোমার বসের ছেলেটা।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল বাড।

'স্যামুয়েল ব্রুকস,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল করবেটের দৃষ্টি। 'তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে। এরমধ্যেই বেসিন ছেড়ে চলে যাবে। জুলিয়াস পারকারের

আদেশ এটা। চব্বিশ ঘণ্টা পর তোমাকে এখানে দেখা গেলে মুখে কিছু বলার চেয়ে বুলেট পাঠাতে পছন্দ করবে বার-পির লোকজন।'

কথাগুলো যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, হাসল সে। 'তোমাদের ছকেই তাহলে খেলতে হবে?'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে ভাল হবে যদি চলে যাও।'

ব্রুকসের হাসি অম্লান। 'তোমাদের বস্ একটা ধাড়ি শকুন। নিজের ছেলেকে সামলে রাখার মুরোদ নেই, অথচ বিনা দোষে আমাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। তাকে গিয়ে বোলো আমি থাকছি।'

নীরবে চেয়ে থাকল র‍্যামরড, তরুণ উসখুস করছে।

'ভুল করলে, বন্ধু, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল! পরে আর শোধরানোর সুযোগ পাবে না।'

'চারজন এলে কেন তোমরা? পারকারের গোয়ালে বুকের পাটাঅলা এমন কেউ নেই নাকি যে একাই চরমপত্রটা দিয়ে যেতে পারত?' শ্লেষের সাথে বলল ব্রুকস, চাপা হাসি ওর মুখে।

রাগে জ্বলে উঠল করবেটের চোখজোড়া।

'ওকে পিষে ফেলো, জেফ!' উস্কে দিতে চাইল এক পাঞ্চার। 'বড় বড় কথা বলার মজা টের পাইয়ে দাও।'

'চোপরাও, টার্নার! কি করতে হবে তা আমি বুঝব।'

'বার-পি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম, জেফরি,' মৃদু স্বরে বলল ব্রুকস যেন খোশ-গল্প করছে। 'তোমার ওপর দেখছি আস্থা নেই ওদের। ভয় পেয়েছ?'

চমকে উঠল ফোরম্যান। 'এটা লড়ার সময় নয়,' সামলে নিয়ে বলল সে, সঙ্গীদের বিস্মিত মুখগুলো দেখল একবার।

'কিন্তু কথা তো এরকম ছিল না!' টার্নার নামের পাঞ্চারকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'আমরা দেখতে এসেছি···'

'চুপ করবে না দুটো থাবড়া মারতে হবে?' ধমকে উঠল করবেট।

মিইয়ে গেল লোকটা, কিন্তু দৃষ্টিতে চাপা অসন্তোষ লেগে থাকল।

বাড পারকারের ঘোড়াটা হঠাৎ করে আগে বাড়ল, অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে তরুণ। বিদ্যুৎ গতিতে কোমরে চলে গেছে ওর হাত, খোলা খাপ থেকে ছেঁচড়ে মুক্ত হলো পিস্তল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করল। কিন্তু তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সেটা, ব্রুকসের হ্যাট উড়িয়ে নিয়ে গেল। ফের গুলি করার চেষ্টা করল বাড, এবার সময় নিয়ে নিশানা করে।

কেবিনের ভেতরে বোমা ফাটল যেন। একটা শার্পসের কান ফাটানো গর্জনে থমকে গেল সবাই। বাডকে দেখে মনে হলো অদৃশ্য কিছু একটার সাথে ধাক্কা খেয়েছে, স্যাডলে হেলে পড়ল। ওর পাঠানো গুলি ব্রুকসের মাথার ওপর দরজার পাল্লা ফুটো করেছে।

'নড়বে না কেউ!' শার্পস কক্ করার ভারী আওয়াজ চাপা পড়ে গেল এমিলিওর চড়া কণ্ঠে। 'পিস্তলে হাত দিলেই মরবে। কাপুরুষের দল, আরেকটু

হলে নিরস্ত্র একটা লোককে খুন করে ফেলেছিলে!···কফি খাওয়ার খায়েশ ওদের নেই, এবার নিশ্চয়ই বুঝেছ, স্যাম?'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে সব ক'জন। স্বয়ং র‍্যামরডকেও বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি এরকম কিছু হতে পারে। অবিশ্বাস নিয়ে দেখছে স্যাডলে হেলে পড়া বাড পারকারের শরীর। বুকের বাঁ দিকে বিশাল একটা গর্ত। রক্ত গড়িয়ে ঘোড়াটার গা বেয়ে নামতে শুরু করেছে। বাডের চোখ খোলা, পিস্তলটা এখনও ধরে রেখেছে মুঠিতে।

সবার আগে জেফরি করবেটই সামলে নিল। স্থির দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল, চাহনিতে অপরিসীম ঘৃণা উপচে পড়ছে। ধীরে ফিরল ব্রুকসের দিকে। 'ওই লোকটাকে এখুনি ঘোড়া ছোটাতে বলো, ব্রুকস, কোথাও যেন না থামে। জুলিয়াস পারকারের কল্‌জে ছিঁড়ে নিয়েছে ও। দেখামাত্র ওকে খুন করবে মি. পারকার।'

'একটু ভুল হলো বোধহয়, তুমি বা অন্য কেউ বরং তার হয়ে কাজটা করবে। তোমাদের মত ডালকুত্তাদের এ জন্যেই বেতন দেয় পারকার। নিজে ওসব করতে গিয়ে প্রাণ খোয়ানোর ঝুঁকি নেবে নাকি?'

'মরার খায়েশ হলো নাকি, করবেট?' ফোরম্যান নড়ে উঠতে চেঁচাল এমিলিও। 'পিস্তলটা বের করো তাহলে! দেখেও যদি না শেখো তো কে শেখাবে তোমাদের?'

রাগে লাল হয়ে গেল করবেটের বিশাল রোদপোড়া মুখ। 'অ্যামিগো, জুলিয়াস পারকারের কাছে তোমাকে খুন করার অনুমতি চাইব আমি। সেটা পেলে কাজ সারার আগে পানিও ছোঁব না!'

'বাছা, আমার বয়স তোমার বাপের সমান,' মেক্সের চাপা হাসি শোনা গেল। 'এই জীবনে তোমার মত ধাড়ি ষাঁড় অনেক দেখেছি। ওসব ফালতু আলাপ বাদ দাও, আর আমার মেজাজ খারাপ হওয়ার আগেই লাশটা নিয়ে কেটে পড়ো। তোমাদের হোঁৎকা মুখগুলো একেবারেই সহ্য হচ্ছে না আমার!'

স্পার দাবাল জেফরি করবেট, বাডের পাশে এসে দাঁড়াল। স্যাডলে উপুড় করে শোয়াল তরুণের লাশ, ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল এরপর। 'এ দানটাও তোমরা জিতলে। পরেরবার কিন্তু আর এরকম হবে না। তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেব তেমন মানুষ আমি নই। পারকারদের লেজে পা দেয়ার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। বিশ্বাস করো, একটা শব্দও বাড়িয়ে বলছি না!' ঘুরে এগোল সে, পাশাপাশি এগোচ্ছে লাশবাহী ঘোড়াটা।

'ভুল বলেছ, বাছা। পারকারদের লেজে পা দেইনি আমি, বরং ওদের একটা লেজ কেটে দিয়েছি।' বলে ফোরম্যানের ঘোড়ার ঠিক পায়ের কাছে গুলি চালাল এমিলিও।

চমকে লাফিয়ে উঠল অবলা প্রাণীটা, পিঠ থেকে সওয়ারীকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করেছে। আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল এরপর। ওটাকে বাগে আনতে বেশ কসরৎ করতে হলো করবেটকে, ততক্ষণে সঙ্গীদের ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পেছন ফিরে অনুসরণরত পাঞ্চারদের দেখল, তারপর ধীরে এগোল

যাতে অন্যরা ওকে সহজে ধরে ফেলতে পারে।

সহাস্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল এমিলিও। হাতের শ্বার্পস রাইফেলের গায়ে আদুরে চাপড় মারল। 'কেমন দেখালাম, বাছা?'

'ভুল করেছ।'

'অকৃতজ্ঞ!' ঘনঘন মাথা নাড়ল মেক্সিক্যান, ব্রুকসের মন্তব্য মেনে নিতে পারছে না যেন। 'তোমার প্রাণ বাঁচালাম, অথচ বলছ ছোকরাকে মেরে আমি ভুল করেছি! আরে, তোমাকে ফুটো করার জন্যে গুলি করেছিল ও, তোমার স্যাধের হ্যাট ফুটো করার জন্যে নয়।'

'তো?'

'তোমার সৌভাগ্য যে প্রথমবার মিস্ করেছিল। আর দ্বিতীয়বার ওর আগেই আমি গুলি করতে পেরেছি।'

'একেবারে প্রাণে না মারলেও বোধহয় চলত।'

'এ কথা তুমিও জানো যে এসব হিংস্র কয়োটদের বাড়তে দেয়া ঠিক না। প্রথম সুযোগেই বাড পারকারের মত কাপুরুষদের খুন করা উচিত। আজ ও একজন নিরস্ত্র লোককে খুন করতে যাচ্ছিল, বেঁচে থাকলে কাল পেছন থেকে কাউকে গুলি করত।'

তা জানে ব্রুকস, কিন্তু স্বীকার করল না।

কেবল চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেয়ার জন্যে চারজনের আসা? ভদ্রলোকের মত আচরণ হয়ে যাচ্ছে না? যে কারণেই এসে থাকুক, ভাবছে ও, সল্‌তেটাকে আরও উস্কে দিয়েছে এমিলিও। ক্ষমা নামের জিনিসটার সাথে পরিচয় নেই জুলিয়াস পারকারের। ছেলেকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যাবে বুড়ো, বেসিন থেকে ওদের উৎখাত করার চেয়ে দুটো কবর খুঁড়তে পছন্দ করবে। আইনের ধার দিয়েও যাবে না, সবকিছুর শেষ দেখবে সে, যা করার করবে নিজ হাতে।

ফুটো হওয়া হ্যাট তুলে মাথায় চাপাল ব্রুকস। আনমনা হয়ে গেল। আর সব সাধারণ মানুষের মত বাকি জীবনটা ঝামেলা ছাড়া কাটিয়ে দিতে এখানে পাড়ি জমিয়েছিল ও, কিন্তু সে-সুযোগ এখন আর থাকল না। বাড পারকারের লাম্পট্য দিয়ে যে অশান্তির শুরু, মরে গিয়ে তা স্থায়ী করে গেছে উদ্ধত, অহঙ্কারী ছেলেটা।

বার-পি র‍্যাঞ্চ হাউস।

বিশাল অফিস রুমে মিলিত হয়েছে সবাই। পঁচিশজন পাঞ্চার, ফোরম্যান জেফরি করবেট, জুলিয়াস পারকার আর তার দুই ছেলে নিকোলাস ও অ্যালান। বাপের পাশে দুটো চেয়ারে বসেছে ওরা। বাথান মালিকের সামনের টেবিল আর নিজেদের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে বেঞ্চে বসে আছে জনা বারো কাউহ্যান্ড, অন্যরা পেছনে দাঁড়িয়ে। বেঞ্চের পাশে হাতলহীন একটা চেয়ারে বসেছে জেফরি করবেট।

জুলিয়াস পারকারের বয়স সবে ষাট পেরিয়েছে। এখনও সুঠামদেহী সে, দীর্ঘ পেশীবহুল শরীরে উদ্যমের কমতি নেই। পাঞ্চারদের মতই সকাল-সন্ধ্যা টানা পরিশ্রম করতে পারে। একাধারে সে যেমন বুদ্ধিমান, কুশলী, তেমনি অহঙ্কারীও।

অন্যান্য বাথান মালিকের চেয়ে একটু আলাদা–সাধারণ পাঞ্চারদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

এ মুহূর্তে তাকে মোটেও শোকাতুর মনে হচ্ছে না। চারদিন আগে করবেট যখন বাডের লাশ নিয়ে বাথানে পৌঁছেছিল, একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি বুড়ো। নিজের কামরা ছেড়ে এরপর মাত্র একবারই বেরিয়েছে, বাডের ফিউনেরালের সময়। ছেলের মৃত্যু তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। তিন ছেলের মধ্যে বাডের প্রতি আলাদা টান ছিল বার-পি মালিকের। ছেলেটাকে জন্ম দেয়ার সময় মারা যায় মিসেস পারকার। বাড মানুষ হয়েছে বাপের কাছে। বলা বাহুল্য বাপের লাই পেয়েই তার বখে যাওয়া। বাপ ছাড়া আর কাউকে যদি পাত্তা দিত তো সে হচ্ছে ফোরম্যান জেফরি করবেট। কৈশোর পেরোনোর আগে থেকেই করবেটের পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে যায় সে।

শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে নীরবতা ভাঙল বার-পি মালিক। 'বাডকে অকালে হারিয়েছি আমি। ওই লোকগুলোকে হটানো ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় নেই। কাজটা সহজ হবে না, কারণ ওরা কঠিন লোক। হয়তো শেষপর্যন্ত এটা দুটো আউটফিটের লড়াই হয়ে দাঁড়াবে। যারা অস্ত্র চালাতে জানো এবং বাডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাও, তাদেরকে ছাড়া অন্যদের প্রয়োজন নেই আমার। কেউ যদি থাকতে না চায়, সে চলে যেতে পারে। এখুনি পাওনা বুঝিয়ে দেব আমি।' ড্রয়ার খুলে নোটের বান্ডিল বের করল পারকার, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পাঞ্চারদের দিকে।

বুড়ো এক কাউহ্যান্ড উঠে দাঁড়াল। 'মি. পারকার, আমার বয়স হয়েছে। তাছাড়া অস্ত্রও চালাতে পারি না তেমন। আমি চলে যেতে চাই।'

'লেজার,' ফোরম্যানের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল বাথান মালিক।

কামরার একপাশে ডেস্কের ওপর কাগজপত্র রাখা। পুরু একটা খাতা সেখান থেকে তুলে নিল করবেট। পাতা উল্টিয়ে রাখল বসের সামনে। পাঞ্চারের পাওনা মিটিয়ে দিতে বেরিয়ে গেল সে।

'আর কেউ?'

শেষপর্যন্ত থাকল কেবল আটজন। শেষ লোকটা বিদায় নিতে হাত তুলল ফোরম্যান।

'তুমিও চলে যেতে চাও নাকি?' উপহাস জুলিয়াস পারকারের কণ্ঠে।

ক্ষণিকের জন্যে বিচলিত দেখাল র‍্যামরডকে। 'ওদের বিদায় না করলে কি চলত না, বস্?' সামলে নিয়ে বলল সে। 'নতুন লোক আসা পর্যন্ত সবকিছু সামলাতে ঝামেলা হবে।'

'এটা ওদের লড়াই নয়। কাউকে বাধ্য করতে পারি না আমি।'

নীরবতা নেমে এল। একে একে সবার ওপর নজর বুলাল পারকার, শেষে স্থির হলো করবেটের ওপর। 'তোমার কি বলার আছে, জেফ? ঠিক যা যা ঘটেছে তা-ই শুনতে চাই।'

'মরগান আর টার্নারসহ চারজন গিয়েছিলাম আমরা। কথা ছিল ওকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে কেটে পড়তে বলব। কিন্তু...' থেমে ঢোক গিলল সে।

'আমিই পিছিয়ে গেলাম।'

'তুমি!?' মাত্র একটা শব্দে বিস্ময় প্রকাশ করল পারকার। অন্যদের চোখ ছানাবড়া, কথাটা হজম করতে সময় লাগছে। হাতাহাতিতে অজেয় জেফরি করবেট লড়ার আগেই পিছিয়ে গেছে এটা ওদের কাছে কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'হ্যাঁ, আমি।'

'কেন জানতে পারি?' বুড়োর কণ্ঠে শ্লেষ।

'আমি ওকে চিনতে পেরেছি। সাধারণ কেউ নয় ব্রুকস। মিসৌরীর একটা সেলুনে একবার লড়তে দেখেছিলাম ওকে। আমার চেয়েও দশাসই এক লোক টিকতেই পারেনি। লোকজন বলছিল ওর নাম বব ম্যালোন, আমার সন্দেহ ভুয়া নামে পরিচয় দিয়েছিল ও।...তবু সেদিন আমি লড়তে পারতাম, কিন্তু তাতে...'

'তারপর?'

'প্রথম থেকেই মুখিয়ে ছিল বাড। খেপে গিয়ে পিস্তল বের করল ও। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রুকস, নিরস্ত্র। তাড়াহুড়োয় মিস্ করল বাড। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার আগেই কেবিনের ভেতর থেকে ওকে গুলি করে মেক্সিক্যান লোকটা। আমরা জানতাম না ভেতরে সশস্ত্র কেউ আছে।'

'তিনজন দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখলে?'

'আমাদের কিছুই করার ছিল না, বস্। মেক্সিক্যানটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওদিকে নিজেরা দাঁড়িয়ে আছি খোলা জায়গায়। বাডের মৃত্যুর ধাক্কা সামলাতে আমাদের সময় লেগেছে। কিছু করতে গেলে কচুকাটা হয়ে যেতাম।'

'অকম্মার ধাড়ি, কাপুরুষের দল!' অধৈর্য দেখাল বুড়োকে, রাগে লাল হয়ে গেছে ফর্সা মুখ, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। উল্টোদিকের লোকগুলো ভয়ে সিটিয়ে গেল, বিশেষ করে মরগান, টার্নার আর ফোরম্যান।

অনেকক্ষণ পর শান্ত হলো বার-পি মালিক। 'লোকটা কে যাকে এত ভয় পেলে?'

'সঠিক বলতে পারব না, বস্,' কিছুটা দ্বিধান্বিত দেখাল ফোরম্যানকে। 'মিসৌরীর লড়াই শেষে এক বুড়ো হলফ করে বলছিল ওর নাম হারডিন, বব ম্যালোন নয়।'

'ওয়েসলি হারডিন?' ধীরে প্রশ্নটা করল পারকার, ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

নড করল করবেট।

ফিসফিস করছে পাঞ্চাররা। ওদিকে চিন্তিত দেখাচ্ছে জুলিয়াস পারকারকে।

'বাবা, আমি বলি কি,' নিচু কণ্ঠে আলোচনায় যোগ দিল নিকোলাস। 'লোকটাকে বোধহয় না ঘাঁটানোই ভাল হবে। বাড সেধে ঝামেলা বাধিয়েছে ওর সাথে। লরিয়াকে উত্ত্যক্ত করার কি দরকার ছিল? ওটা দিয়েই তো শুরু। আর শেষ করেছে আগে পিস্তল বের করে।'

পারকার এমনভাবে ছেলের দিকে তাকাল যেন সে নর্দমার একটা কীট বিশেষ। সিঁটিয়ে গেল নিকোলাস, ঢোক গিলল অজান্তেই।

'তুমি বাডকে পছন্দ করতে না বলে এ কথা বলছ,' মৃদু স্বরে অভিযোগ করল

বুড়ো। 'এবং লরিয়া ফ্ল্যাগানকে তুমিও চাও, তাই না?'

'স্বীকার করছি। কিন্তু আমি একাই নই, বেসিনের বেশিরভাগ লোক ওর উদ্ধত আচরণ পছন্দ করত না।'

'শাট আপ, নিক! মরা ভাই সম্পর্কে এ কথা বলতে তোমার এতটুকু বাধল না?'

চুপ করে থাকল নিকোলাস, মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বাবা, প্রসঙ্গটা বোধহয় আমাদের বাদ দেয়াই উচিত,' মৃদু কেশে বলল অ্যালান। 'বাড কেমন ছিল, ওকে কেউ পছন্দ করত বা না করত তাতে কিছু যাবে-আসবে না এখন। আমাদের বরং চিন্তা করা উচিত কি করে লোকগুলোকে শিক্ষা দেয়া যায়। যে দুঃসাহস ওরা দেখিয়েছে তার বিনিময়ে চড়া মাসুল দিতে বাধ্য করতে হবে ওদের। বেসিনে বার-পির প্রভাব এখন হুমকির মুখে। ছোট্ট একটা আউটফিট যদি বার-পিকে আঘাত করতে পারে তাহলে অন্যদেরও সাহস বেড়ে যাবে। যেভাবে হোক প্রথম সুযোগেই ওদের শায়েস্তা করতে হবে।'

'তোমরা কি ভাবছ?'

'আইনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে,' বাতলে দিল নিকোলাস, 'মার্শাল যদি ওদের নামে হুলিয়া···'

'ধোপে টিকবে না,' বাধা দিল পারকার। 'ব্রুকসের বাথানে ঘুরে এসেছে হবস। বাডের লাশ আর পিস্তলও পরীক্ষা করেছে। সবাই জানে নিরস্ত্র থাকে ব্রুকস, ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করলে উল্টো বাডের ঘাড়েই দোষ পড়বে। মেক্সিক্যান লোকটাকে অভিযুক্ত করেও সুবিধে করা যাবে না, কারণ বাড দুটো গুলি করেছিল যার একটা লেগেছে দরজার পাল্লায়। জুরীদের জেরার মুখে টার্নার বা মরগান একটা মিনিটও টিকবে না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ওরা বার-পির লোক এবং ঘটনাস্থল হচ্ছে ব্রুকসের বাথান যেখানে ওরা চারজন আগ বাড়িয়ে গেছে।

'ওসব আইনের ঝামেলায় আমি নেই। জ্যাক হবস কিছু করতে পারবে না, শহরের বাইরে ওর ক্ষমতা খুব সীমিত। যা করার আমরাই করব।' দৃঢ় স্বরে নিজের সিদ্ধান্ত জানাল পারকার।

'কিন্তু ওদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে বললে এখানকার ক'জন রাজি হবে তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' মনে করিয়ে দিল নিকোলাস।

'সামনাসামনি হওয়ার দরকার কি?' বিরক্তি জুলিয়াস পারকারের গলায়। 'দূর থেকে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! একটা মানুষকে মারতে ক'টা বুলেট লাগে? দল বেঁধে হামলা করা যেতে পারে, ক'জনকে আর সামলাবে! মওকা মত পেলে কাজ হাসিল করতে কোন অসুবিধে হবে না।'

চুপ করে আছে সবাই। ওরা জানে ব্যাপারটা মোটেও এত সহজ নয়। এখানে বসে হাতি-ঘোড়া মারা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র, কিন্তু বাস্তবে দল বেঁধে হলেও একজন ফাস্টগানের মুখোমুখি হতে সেরকম বুকের পাটা লাগে। কয়েকজন মিলে চেপে ধরলেও ওরকম একটা লোক মরার আগে দু'একজনকে সাথে নিয়েই মরবে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে সে যদি সত্যি হারডিন হয়ে থাকে সাধারণ পাঞ্চারদের কয়েকজনের দলও ওকে ঠেকাতে পারবে না। বহুবার একাধিক

লোকের বিরুদ্ধে শো-ডাউন হয়েছে এ গানম্যানের।

'বন্দুকবাজ ভাড়া করতে পারি আমরা,' প্রস্তাব দিল অ্যালান। 'টাকা দিলে আমাদের হয়ে নির্দ্বিধায় কাজটা করে দেবে ওরা। হারডিনের সমকক্ষ অনেকেই আছে।'

'তোমরা বসে থেকে আঙুল চুষবে?'

'আমরাও ওকে মওকামত পাওয়ার চেষ্টা করব। তবে দলের মধ্যে কয়েকজন টাফ লোক থাকলে সবার মনোবল বেড়ে যাবে। তোমার পাঞ্চাররা এমনিতে ওদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করবে না, বাবা, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। অন্তত এখন, ব্রুকসের পরিচয় জানার পর। সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকলে কেউ লড়াই করে না, জেফরি নিজে তা প্রমাণ করেছে।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ফোরম্যান।

মুখ দেখে মনে হচ্ছে অ্যালানের প্রস্তাব মনে ধরেছে বুড়োর। সবচেয়ে ভাল সমাধান এটাই, ভাবছে পারকার, কিছু টাকা হয়তো বেরিয়ে যাবে কিন্তু সেটা বাডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার চেয়ে বড় কিছু নয়। তাছাড়া উপরি হিসেবে স্যামুয়েল ব্রুকসের জমিটা তো আছেই। প্রয়োজনে উকিলকে দিয়ে ভুয়া কাগজ তৈরি করে নিলেই হবে।

'জেফ?' ফোরম্যানের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল পারকার।

করবেটের পিঠ সোজা হলো।

'টাকসনের উদ্দেশে এক্ষুণি রওনা দেবে তুমি। অ্যাবিলিন বা সনোরায়ও যেতে পারো। টাফ কিছু লোক চাই আমার। এমন লোক যারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে আমার নির্দেশ। টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না, ওরা যা চাইবে আবার তাতেও রাজি হয়ে যেয়ো না। ওখানে গিয়ে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। দরকার হলে কয়েকটা দিন থাকবে, বুঝে-শুনে লোক নেবে। ভাল হয় যদি সবখানে খবর ছড়িয়ে দিতে পারো যে সত্যিকার কঠিন কিছু লোক আমার দরকার এবং এ জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেয়া হবে। একবার প্রচার করে দিতে পারলে চারপাশ থেকে ছুটে আসতে শুরু করবে ওরা। ওদের মধ্যে থেকে বাছাই করে লোক নেব। এই সুযোগে, ঝামেলাটা শেষ হলে অন্যদেরও একটু শিক্ষা দেয়া যাবে। কয়েকজনকে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দেয়া দরকার পারকাররাই বেসিনে শাসন করবে, তারা যা বলবে তা-ই ঘটবে এখানে।'

'গ্যারেটরা দু'ভাই হারডিনের ওপর খুব খেপা। অনেকদিন ধরে খুঁজছে ওকে। হারডিনকে খুন করতে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, কেবল খবর পেলেই হলো, টাকার কথা চিন্তাও করবে না।'

'কেন?'

'শুনেছি ওদের ছোট ভাইকে খুন করেছে হারডিন। ফ্রিসকোর একটা সেলুনে সংবাদ পাঠালে যেখানেই থাকুক খবর পেয়ে চলে আসবে ওরা।'

'ওদের দু'জন ছাড়াও অন্তত আরও একডজন লোক চাই আমি।'

'বাবা, শেষে ঝামেলায় পড়বে না তো?' নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করল নিকোলাস। 'কাউন্টি শেরিফ বা ইউ এস মার্শালের কানে গেলে...'

'তুমি আজীবন কাপুরুষই রয়ে গেলে, নিক! কিছু করার আগেই খারাপ দিকটা তোমার মাথায় আসে।' চাপা স্বরে খেদ প্রকাশ করল পারকার। খেই ধরার সময় নরম হয়ে এল তার কণ্ঠ। 'ওদের করার আছেটা কি, সান? এটা একটা রেঞ্জ ওঅর, দুটো আউটফিট লড়বে। দেখে যাওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। বড়জোর কোন সমঝোতার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে পারে, তা-ও যদি খবরটা কানে যাওয়ার পর এতদূর আসতে পারে এবং ততদিন পর্যন্ত যদি স্যামুয়েল ব্রুকস টিকে থাকতে পারে। জ্যাক হবসের কথাই ধরো, শহরের বাইরে ফুটো পয়সার দাম নেই ওর। বাথানগুলোর ব্যাপারে যাতে নাক গলাতে না পারে প্রথম থেকেই ওভাবে নিয়ম করা হয়েছে।

'তাছাড়া অভিযোগ করবে কে? প্রথম সুযোগেই ওদের কচুকাটা করে ফেলব আমরা। মোটে তো দু'জন!' টানা অনেকক্ষণ কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছে জুলিয়াস পারকার, কিন্তু উৎফুল্ল দেখাচ্ছে তাকে। হাসল বাথান মালিক, ছেলে মারা যাওয়ার পর এই প্রথম। কিন্তু সেটা চোখ স্পর্শ করল না। চোখে কেবলই প্রতিহিংসার আগুন।

তিন

এমিলিও স্বীকার করুক বা না করুক স্যামুয়েল ব্রুকস জানে বাড পারকারকে খুন করা তার উচিত হয়নি। এ উপত্যকায় আসার পর থেকে গত তিন বছরে পারকারদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে ও, কয়েকটা ঘটনাও দেখেছে। কাউকে ছাড় দেয়নি ওরা। জুলিয়াস পারকার বেসিনের সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক, শুরু থেকে সে যা চেয়েছে তা-ই হয়ে এসেছে এখানে। প্রতিবেশীদের সাথে তার সুসম্পর্ক নেই, সবাই তাকে সমঝে চলার কারণে কারও সাথে তার বাধে না। তবে একবার বেধে গেলে আর শান্তিতে থাকারও জো থাকে না। পথের কাঁটা দূর করতে কোনবারই বেশি সময় নেয়নি বুড়ো। ব্রুকস অন্তর থেকে অনুভব করছে এখানে শান্তিতে থাকার দিন ওর ফুরিয়ে এসেছে।

স্যামুয়েল ব্রুকসের ফেলে আসা জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ছন্নছাড়ার মত। ভাল করে বুঝতে শেখার আগেই পথে নেমেছিল, অসংখ্য তিক্ত অভিজ্ঞতায় চিনেছে বৈরী পশ্চিমকে। প্রতিটি মুহূর্ত ওকে সতর্ক থাকতে হয়েছে, প্রয়োজনে অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে হয়েছে। সবই নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। দিনের পর দিন এ কষ্টকর জীবন-যাপনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ও। বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটানোর উদ্দেশে এখানে আসা। তিনটে বছর নির্ঝঞ্ঝাটে কাটালেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঝামেলা ওর পিছু ছাড়েনি।

চুপ করে আছে বার-পি, একটা আঙুলও নাড়ছে না। একেবারে বেমানান। ছেলে খুন হওয়ার পরও বসে থাকার লোক নয় জুলিয়াস পারকার। ক্ষুদ্র কারণেও তার হাতে অন্যের রক্ত লেগেছে। আট দিন আগে মারা গেছে বাড, অথচ ভাল

মানুষের মত হাত গুটিয়ে বসে আছে বুড়ো। কারণটা বুঝতে পারছে না ব্রুকস, একেকটা দিন গড়ানোর সাথে সাথে তাই ওর অস্বস্তি বাড়ছেই কেবল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে উপত্যকায় চলে এল ও। পশ্চিমাকাশের দিকে গড়াতে শুরু করেছে সূর্য, দুপুরের তপ্ত রোদ এখন আর নেই। বিস্তীর্ণ প্রেইরিতে চলতে থাকা গরুগুলোর ছায়া ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা নামবে, সময়ের খানিক আগেই উপত্যকায় আঁধার নামে, এর কারণ মরগান পিক্‌সের পাহাড়শ্রেণী অস্তমান সূর্যকে আড়াল করে ফেলে।

গরুগুলোর কাছে একটা গেল্ডিঙে দেখা গেল এমিলিওকে। নিশ্চিন্তে কাজ করছে লোকটা, এতটুকু উদ্বেগ নেই। বার-পি যে কোন সময়ে হামলা করতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। কেবল প্রিয় শার্পসটা হাতের কাছে রাখছে সর্বক্ষণ। ব্রুকসের আশঙ্কা তৃণভূমিতে বা কেবিনে ওকে একা পেয়ে কব্জা করে ফেলতে পারে বার-পির ক্রুরা। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট ক্ষিপ্র সে, কিন্তু মুখোমুখি লড়াইয়ে কয়েকজনের বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য এখন আর নেই।

ওর নিজের ক্ষেত্রেও এরকম হবে, ভাবছে ব্রুকস। বয়স বাড়ার সাথে শরীর বেঈমানি শুরু করে, তরুণ বা যুবক বয়সের ক্ষিপ্রতা তখন আর থাকে না, সহজ কাজটাও কঠিন হয়ে যায়। এ আশঙ্কাই ওকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, নির্ঝঞ্ঝাট একটা বসতি গড়তে উৎসাহিত করেছিল। অন্য দশজনের মত স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করে ও, কারও পিস্তলের গুলিতে মরতে চায় না। যাদের লাশ পেছনে ফেলে এসেছে তাদের ছেলে বা ঘনিষ্ঠ কারও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে ওর নেই।

পুব দিগন্তে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখে ওর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। ফ্ল্যাগানদের কেউ? মেক্সিক্যানের দিকে তাকাল একবার। নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে সে-ও খেয়াল করেছে। একটু পর, কাঠামোটা পরিষ্কার হতে অবাক হলো ব্রুকস। লরিয়া ফ্ল্যাগান। কাছে আসতে হ্যাট খুলে নড করল।

'কেমন আছ, মি. ব্রুকস?' সহাস্যে জানতে চাইল লরিয়া, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখ।

'একা বেরিয়েছ তুমি?'

'হুঁ।'

'ঠিক করোনি। এখানে এসেছ তোমার বাবা জানে?'

'না।'

'সে হয়তো চিন্তা করবে।' ব্রুকস খেয়াল করল আড়ষ্ট দেখাচ্ছে মেয়েটিকে, এখানে এসে এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে ভাবতে পারেনি বোধহয়।

'তুমি কেন ভাবছ বাবা চিন্তা করবে? আমি তো বাথান থেকে বেশি দূরে আসিনি! বাফেলো এরচেয়ে বেশি দূরে, সেখানেও একা গিয়েছি।'

'সেদিনের ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?'

'ওহ্, ওটা তো একটা দুর্ঘটনা! তাছাড়া বাড় পারকার…'

'এদেশে অসংখ্য বাড পারকার আছে, ম্যা'ম,' লরিয়াকে থামিয়ে দিল ব্রুকস, কিছুটা রূঢ় শোনাল ওর কণ্ঠ। 'আমাকে ক'দিন ধরে চেনো? বুঝবে কি করে

আমিও আরেকটা বাড পারকার নই?'

'আমি এখানে এসেছি তা পছন্দ হয়নি তোমার, সেটাই বলছ না কেন?' থমথমে দেখাচ্ছে লরিয়ার মুখ।

'হ্যাঁ, পছন্দ হয়নি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল লরিয়া, অপমানটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। খুব বড় ভুল করে ফেলেছে?

অ্যাপালুসার পাশে এসে দাঁড়াল ব্রুকস, লরিয়াকে নামতে সাহায্য করতে হাত বাড়াল। মন বিদ্রোহ করতে চাইল ওর, ইচ্ছে হলো ফিরে যাবে। কিন্তু অজান্তে নেমে এল স্যাডল ছেড়ে। অনুভব করল কঠিন এ লোকটি সম্পর্কে কৌতূহল ওর জেদের চেয়ে অনেক বেশি।

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ব্রুকস, ম্লান হাসি দেখা গেল মুখে। লরিয়ার সবুজ চোখে চোখ রাখল। 'ভুল করে এসেছ তুমি, তবু···আমার এখানে প্রথম অতিথি হিসেবে তোমার মত মহিলা···ধন্য হলো আমার বাথান!'

লরিয়ার মন ভাল হয়ে গেল, খানিক আগের তিক্ততা মনে থাকল না। ব্রুকসকে অনুসরণ করে কেবিনে ঢুকল। সব মিলিয়ে চারটে কামরা। একপাশে খাবার ঘরে গোলাকার টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কোণে চুলো আর জিনিসপত্র রাখার জন্যে কয়েকটা তাক। ব্রুকস চেয়ার টেনে ধরতে তাতে বসল ও। অচেনা একটা বাথান, কেবল দু'জন পুরুষ–ব্রুকসের মতে এটা বিপজ্জনক জায়গা, এবং এই মুহূর্তে কেবল ওরা দু'জনেই রয়েছে এখানে। কিন্তু মোটেই ভয় লাগছে না লরিয়ার, বরং লোকটি পরোক্ষভাবে এ প্রসঙ্গ তোলায় মৃদু অস্বস্তি হচ্ছে। কোন পুরুষ কি এত সহজে নিজেদের দুর্বল দিকটা এভাবে প্রকাশ করবে?

চুলোর কাছে গিয়ে কেতলিতে পানি চড়াল ব্রুকস, টিন থেকে বিস্কুট তুলে থালায় পরিবেশন করল। আগ্রহভরে দেখছে লরিয়া। মেয়েলি কাজ, ভাবছে ও, কিন্তু লোকটা তা করছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

'খুব সহজে কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়,' কফি নিয়ে এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসল ব্রুকস। 'আমার ধারণা বাডকেও বিশ্বাস করতে তুমি। একবারও ভাবোনি এরকম কিছু হতে পারে সেদিন। ও কিছু একটা বলে তোমাকে স্যাডল ছাড়িয়েছে, তাই না?'

নড় করল লরিয়া, বিস্কুট চিবুচ্ছে।

'ঠেকে শেখার আগেই সাবধান হওয়া ভাল।'

'তোমার কাছ থেকে তেমন কিছু আশা করছি না আমি, কারণ তুমি ওর মত নও।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ব্রুকস। মেয়েটি বোকা কি-না বুঝতে পারছে না। হয়তো সবার সাথে এরকম অন্তরঙ্গভাবে মেশে, তবু এভাবে সহজ হওয়া বিপজ্জনক। তর্ক করল না ও, শ্রাগ করে কফিতে চুমুক দিল।

'তোমরা দু'জনে মিলে সবকিছু সামলাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'পারকারদের কেউ আর আসেনি?'

'না। আমি চাই না এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করুক ওরা। ছেলেটা নিজের ভুলে মরেছে। পারকারের উচিত তা মেনে নেয়া এবং সেটাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। যদিও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে পারকার তা মেনে নেবে কি-না।' ব্রুকস খেয়াল করল লরিয়া বারবার ওর হাতের আঙুলগুলো দেখছে, বিশেষ করে বুড়ো আঙুল। প্রশ্নটা এল একটু পর।

'পিস্তল ছাড়লে কেন?'

'প্রাণ কেড়ে নেয়া ছাড়া আর কি পারে ওগুলো? উঁহুঁ, আরেকটা ব্যাপার···মানুষকে খুনীও বানায়।'

'নিজেকে তুমি খুনী মনে করো?' লরিয়া বিস্মিত।

'একসময় তা না ভাবলেও এখন কিন্তু তাই মনে হয় আমার,' ক্ষীণ হেসে হাতের দিকে তাকাল ব্রুকস। 'অনেকগুলো মানুষ আমার হাতে মারা পড়েছে এটা ভাবলে নিজেকে খুনী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না, যদিও সেগুলো আইনসিদ্ধ ছিল। যে লোকটা মারা গেল, তার পরিজনদের কথা চিন্তা করো, ম্যা'ম, ওরা কিন্তু একটা ডুয়েলকে খুন হিসেবেই দেখবে। একজন মহিলা যখন তার স্বামীকে হারায় তখন স্বামীর মৃত্যুই তার কাছে আসল, কিভাবে মারা গেল তা কোন ব্যাপারই নয়। জুলিয়াস পারকারের কথাই ধরো, নিরস্ত্র একজন লোককে খুন করতে গিয়ে মারা পড়েছে তার ছেলে, এরচেয়ে বড় ফেয়ার ফাইট হবে কখনও? কিন্তু পারকার মোটেও তা ভাববে না, পুত্রশোক ওর মধ্যে কেবল প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাবে।'

আপনমনে শ্রাগ করল লরিয়া। 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার কথাগুলো বইয়ের মত শোনাচ্ছে–কঠিন, অস্পষ্ট···তবে এটুকু বুঝেছি যে শোক যার, জ্বালাও তার। এবং নেহায়েত আত্মরক্ষা করাও বোধহয় বিপজ্জনক, তাই না? মৃত লোকের আত্মীয় বা বন্ধুরা এসে পরে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রুকস।

'আমার কৌতূহল হচ্ছে···পারকাররা যদি আবার আসে কি করবে তুমি, অস্ত্র ছাড়া ওদের ঠেকাবে কিভাবে?'

'কফি নেবে?' হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ব্রুকস। লরিয়া সায় দিতে চুলোর কাছে গিয়ে মগদুটো পূর্ণ করল।

'তোমার সম্পর্কে অন্যরা কি ভাবে, জানো? অহঙ্কারী, অভদ্রলোক। কেউ কেউ বলে বেড়ায় পেছনে অন্ধকার একটা অতীত ফেলে এসেছ, আর এখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও। আসলে ওরা তোমার সাফল্যকে ঈর্ষা করে, এমন একটা কাজ তুমি করেছ যা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।'

কৌতুক বোধ করছে ব্রুকস যদিও কারও মতে ওর কিছু আসে-যায় না। জানালা গলে তাকাল প্রেইরির দিকে। সবুজ ঘাসগুলো ইতোমধ্যে বড়সড় হয়ে উঠেছে। তিনশো গরু চরার জন্যে যথেষ্ট জায়গা। স্টকটা এখুনি বাড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর, ভাল করে ঘাস গজিয়ে উঠুক। বছর শেষে তাহলে আরও কয়েকশো গরু চরতে পারবে।

এমিলিওকে কেবিনের দিকে আসতে দেখল ও।

লরিয়া ফ্ল্যাগানের হুট করে এখানে আসার কারণ আঁচ করার চেষ্টা করল।

মেয়েটা প্রথম থেকে ভেবে এসেছে ওর কারণেই পারকারদের সাথে ঝামেলায় জড়িয়েছে ব্রুকস। বার-পি হয়তো আরেকবার হামলা করেছে–এই উদ্বেগ কাটাতে এখানে আসা। এ ভাবনাই ওকে অচেনা একটা বাথানে আসতে প্ররোচিত করেছে। ফ্ল্যাগানরা আন্তরিক, এ মেয়ে তারচেয়েও বেশি। খুব সহজে কথা বলছে অথচ ওদের পরিচয় হয়েছে মাত্র দুই সপ্তাহ হলো। বোকা নয় মেয়েটি, তাহলে ব্রুকসের অতীত নিয়ে সন্দেহ করত না। কিন্তু অন্যকে সহজে বিশ্বাস করার প্রবণতা আছে ওর মধ্যে। ঠিক এ জন্যেই বাড পারকার এতটা সাহসী হতে পেরেছে। এ সরলতাই হয়তো ওর নিরাপত্তার যোগসূত্র, পাশাপাশি ভয়েরও কারণ।

মেক্সিক্যানকে দরজায় দেখা গেল। অতিথিকে বাউ করল সে, সহাস্যে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল। লরিয়ার হাত টেনে নিয়ে উল্টোপিঠে চুমো খেল। কফির মগ হাতে ওদের সাথে যোগ দিল এরপর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুড়োকে পছন্দ করে ফেলল লরিয়া। ওদিকে এমিলিওর মুখ থামছেই না।

লরিয়ার মনে পড়ল অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়ে উঠে দাঁড়াল, বিদায় নিল বুড়োর কাছ থেকে। বাইরে এসে দেখল নিজের রোয়ানে স্যাডল চাপিয়ে অপেক্ষা করছে স্যামুয়েল ব্রুকস, পাশে ওর প্রিয় অ্যাপালুসা। লোকটা ওকে এগিয়ে দেবে বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞবোধ করল। ওকে স্যাডলে চাপতে সাহায্য করল সে, নিজে রোয়ানে চাপল এরপর।

পিঠে শেষ বিকেলের আলো নিয়ে সার্কেল-এফের দিকে এগোল ওরা।

'মি. ব্রুকস?'

পাশ ফিরে তাকাল সে।

'তোমরা কি অনেকদিনের বন্ধু?'

'না। কয়েকদিন হলো কেবল।'

'অথচ আমি তাই ভেবেছিলাম...তোমাদের সম্পর্কটা আমার কাছে সেরকমই মনে হয়েছে। মাত্র কয়েকদিনে এত কাছাকাছি আসা কি সম্ভব? এখানে আসার পাঁচদিনের মাথায় তোমার পক্ষে অস্ত্র ধরেছে ও, একজন মেক্সিক্যান বুড়ো, ইয়াঙ্কি হলেও না হয় কথা ছিল।'

'মূল ব্যাপারটা অন্য জায়গায়–পরস্পরকে পছন্দ করা।'

'মাত্র কয়েকদ্দিনে তোমরা বন্ধু হয়ে গেলে? নিজের জীবন বাজি রেখে তোমাকে বাঁচিয়েছে ও।'

'সেজন্যে প্রথম দেখা বা একটা ছোট্ট ঘটনাই যথেষ্ট, ম্যা'ম। আমি জানি ওকে তোমারও পছন্দ হয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ লাগল? কাউকে মনে জায়গা দেয়ার ব্যাপারটা তো এরকমই।'

'মেয়েদের ক্ষেত্রেও?' লরিয়ার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

কি যেন বলতে চেয়েও থেমে গেল ব্রুকস। 'হয়তো, ম্যা'ম,' একটু পর নিচু কণ্ঠে বলল কিন্তু সেখানে অনিশ্চয়তার সুর নেই। 'কারও কারও জন্যে একটা মুহূর্তই যথেষ্ট।'

কৌতূহল হচ্ছে লরিয়ার, কিন্তু চেপে রাখল সেটা।

সার্কেল-এফে ওরা যখন পৌঁছাল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেরি করতে চাইছিল না ব্রুকস, কিন্তু মিসেস ফ্ল্যাগানের কাছে ওর কোন আপত্তিই ধোপে টিকল না। সাপার খেয়ে তবে ছাড়া পেল।

ফেরার সময় পোর্চে বেরিয়ে এল লরিয়া। সার্কেল-এফের নিজস্ব হসল্যার করাল থেকে রোয়ানটাকে বের করে এনেছে। ব্রুকসের হাতে লাগাম তুলে দিয়ে সরে পড়ল লোকটা।

স্যাডলে চাপার সময় ওর হাত চেপে ধরল লরিয়া, আবছা আলোয় মেয়েটির চোখে কেবল উদ্বেগই দেখা গেল। 'সাবধানে থেকো, মি. ব্রুকস! পারকাররা খুব ভয়ঙ্কর মানুষ। সুযোগ পেলে…'

'এ দেশটাতে কে ভয়ঙ্কর নয়, ম্যা'ম, অন্তত যারা টিকে আছে?' হেসে মেয়েটিকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল ব্রুকস। 'এমিলিওর কথাই ধরো, মেক্সিক্যান এ বুড়ো যে কতটা ভয়ঙ্কর ওরা নিশ্চই তা টের পেয়েছে, তাই না?'

'নিজের ব্যাপারে তুমি সবসময়ই এড়িয়ে যাচ্ছ!' চাপা স্বরে অভিযোগ করল লরিয়া। 'বিকেলে জানতে চেয়েছিলাম পারকাররা এলে কি করবে তুমি। আমি চাই…যদি ওদের এড়াতে না পারো…'

'আমি এখানে শান্তিতে থাকতে এসেছি, ম্যা'ম,' দৃঢ় স্বরে বলল ব্রুকস, থামিয়ে দিল ওকে। 'কারও অধিকার নেই আমার এ শান্তিপূর্ণ জীবন ওলট-পালট করে দেয়ার। আগের জীবনে আমি ফিরে যেতে চাই না। ওরা যদি তা করতে আমাকে বাধ্য করে, তো ভুল করবে।'

অমঙ্গল আর বিপদের আশঙ্কায় চোখের পাতা কেঁপে উঠল লরিয়ার, শিহরিত হলো শরীর। অন্ধকারে তার কোনটাই দেখতে পেল না ব্রুকস, লরিয়ার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্পার দাবাল। প্রেইরির দিকে ছুটল ঘোড়াটা।

ট্রেইলে এসে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ব্রুকস। অনেক সময় নষ্ট করেছে বলে নিজের ওপর বিরক্ত।

কেবিনটা দৃষ্টিসীমায় আসতে খুঁটিয়ে দেখল ও। খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে, ম্লান আলো এসে পড়েছে পোর্চ আর সামনের খোলা জায়গায়। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে নিয়ে করালে ঢুকল, এমিলিওর গেল্ডিঙের অনুপস্থিতি সতর্কঘণ্টী বাজাল ওর মাথায়। রোয়ানের ঘাড়ে মৃদু চাপড় মেরে বেরিয়ে এল। দ্রুত ঢুকে পড়ল কেবিনে, সব ক'টা কামরায় খুঁজে দেখল–নেই।

চুলোতে স্টু চাপিয়েছিল বুড়ো, শুকিয়ে গেছে। আরেকটু দেরি হলে বোধহয় প্যানটাতে আগুন ধরে যেত। চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পুরো কেবিন আর করাল। একটা জিনিসও ছোঁয়নি কেউ। শুধু এমিলিও আর ওর গেল্ডিংটা লাপাত্তা হয়ে গেছে।

সহসা ক্লান্তি অনুভব করল ব্রুকস, একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মনেপ্রাণে চাইছে আশঙ্কাটা মিথ্যে প্রমাণিত হোক। শনিবার আজ, এমিলিও হয়তো বাফেলোয় গেছে কিংবা কাছে-পিঠে আছে। কিন্তু স্টু-র প্যানটা ওকে মোটেও স্বস্তি দিচ্ছে না। চুলোয় রান্না চড়িয়ে কোথাও যাওয়ার লোক নয় এমিলিও। শার্পসটা টেবিলে পড়ে আছে। ওরা ঘরে ঢোকার আগ পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি মেক্সিক্যান,

নয়তো ব্যাপারটা এত সহজে ঘটত না। বন্ধুর পরিণতি আন্দাজ করতে পারছে ব্রুকস–নিজহাতে ওকে খুন করবে জুলিয়াস পারকার, নয়তো জেফরি করবেট। তবে শেষেরটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কষে নিজেকে গাল দিল ও। মেয়েটিকে এগিয়ে দিতে যাওয়া ঠিক হয়নি, অন্তত সার্কেল-এফ পর্যন্ত। শুধু তাই নয় ওখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়েও এসেছে। এত বড় ভুল ও করল কি করে? তিনটে বছরের অসতর্ক জীবন ওর সব বিচার-বুদ্ধি ভোঁতা করে দিয়েছে? পোর্চে বেরিয়ে এসে অন্ধকার প্রেইরির দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকাল। শত মাথা কুটলেও ভুলটা এখন আর শোধরানো যাবে না। লরিয়াকে পৌঁছে না দেয়াও ভুল হত, নিজেকে বোঝাল ও, বিপদ হতে পারত মেয়েটার। ব্রুকসের দুর্ভাগ্য বার-পির লোকজন মোক্ষম সময়ে এসেছিল, ওর অনুপস্থিতিতে তাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে।

নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করল ও–করালে গিয়ে ঘোড়াকে দানাপানি দিল, তারপর সময় নিয়ে দলাই-মলাই করল। কাজের ব্যস্ততায় অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা দূর করতে চাইছে। বার-পিতে যেতে পারে, এখনও হয়তো খুব একটা দেরিও হয়ে যায়নি। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না, ওরা ধরে নেবে সেখানে যেতে পারে ব্রুকস তাই জমকালো অভ্যর্থনার আয়োজন করে রাখবে ঠিকই। সেধে বাঘের খাঁচায় ঢোকার কোন মানে হয় না, এমিলিওকে যদি বাঁচিয়ে রাখে তো পরেও সুযোগ পাওয়া যাবে।

নিজের ওপর বিরক্তি অনুভব করছে ও। ভেবে পাচ্ছে না এমন ছেলেমানুষী ওকে পেয়ে বসল কি করে। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছে আজ, এমন ভুল যা কোনভাবেই শোধরানোর নয়। অথচ সর্বক্ষণ আশঙ্কা করেছে, জানত বার-পি হামলা করবে।

খাবার ঘরে এসে স্টোভে পানি চড়াল। কফির মগ হাতে টেবিলে এসে বসল। রোয়ানটাকে কেবিনের সামনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, অনাহূত কেউ এলে ওকে সতর্ক করে দেবে। বহুবার এ কাজ করেছে ঘোড়াটা।

শোবার ঘরে এল ও। পাশের খালি বিছানাটা ওকে এমিলিওর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আরও দুটো কামরা আছে, কিন্তু কোনটাই ব্যবহার করতে রাজি হয়নি বুড়ো। পাশের বাঙ্কটাই ছিল তার পছন্দ। রাতভর গল্প করেছে দু'জনে, মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনাত এমিলিও। মেক্সিক্যান হিসেবে লোকটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। স্বগোত্রের লোকজনকে ছেড়ে এসেছে যুবক বয়সে, এরপর বিভিন্ন বাথান আর ক্যাম্পে কাটিয়ে দিয়েছে জীবনটা।

মাত্র কয়েকদিনের সম্পর্ক। বয়সের ব্যবধান বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ওদের মাঝে। পরস্পরকে বুঝতে পারত ওরা। ব্রুকস বিশ্বাস করে মেক্সিক্যান এ বুড়ো ছিল ওর আত্মার আত্মীয়। ওর জীবনে কেবল এই একটি লোক মনেপ্রাণে ওর ভাল চেয়েছে। অবচেতন মন তাই মেক্সের মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নিতে চাইছে না। হয়তো সকালেই ফিরে আসবে ও, স্যাডল ছেড়ে হাঁক দেবে: 'আমার স্টু কোথায়, স্যাম, একাই সাবাড় করে ফেলেছ নাকি? তুমি তো আচ্ছা মানুষ!'

ঘুম নেমে এল ব্রুকসের চোখে। সারা রাত কাটল আধো ঘুম আধো

জাগরণে। যখনই জেগেছে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করেছে কোন শব্দ পায় কি-না।

ভোরে সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছাড়ল। চুলোয় আগুন জ্বেলে বেকন আর ডিম ভেজে নাস্তা সারল, এরপর কড়া এক মগ কফি। ঘোড়াকে দানাপানি দিয়ে করাল থেকে বেরিয়ে আসতে ক্ষীণ আলোয় পঞ্চাশ গজ দূরে দেখতে পেল এমিলিওর গেল্ডিংটাকে। স্যাডলের ওপর উপুড় হয়ে আছে একটা দেহ। শিস বাজাতে কাছে চলে এল ঘোড়াটা।

এমিলিওর দেহ স্পর্শ করল ও। ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে এসেছে। সম্ভবত এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরপরই খুন করা হয়েছে। হাতের আঙুলগুলো থেঁতলানো, বাহু থেকে কব্জি পর্যন্ত সিগারেটের আগুনে পোড়া অসংখ্য দাগ, কয়েক জায়গায় ফোস্কা পড়েছে। গালে, গলায় দেয়া ছুরির পোঁচগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে সরু রেখার সৃষ্টি করেছে। শেষ কাজটুকু সারা হয়েছে কপালে গুলি করে, বিশাল গর্তের চারপাশে গানপাউডারের পোড়া দাগ। উল্টোদিকে, মাথার পেছনে তুলনায় বড় আরেকটা গর্ত, বুলেটটা বেরিয়ে গেছে এ-পথে। শুকনো রক্ত আর মগজে মাখামাখি।

এমিলিওর দেহ স্যাডল থেকে নামিয়ে বাঙ্কে শুইয়ে দিল ও। তারপর স্যাডল ছাড়িয়ে সময় নিয়ে ঘোড়াটার যত্ন নিল। সূর্য যখন পুব আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে, এসময়ে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সব্জি বাগানের পাশে মাটিচাপা দিল মেক্সিক্যানকে। কবরের পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। শুধু মনে মনে বন্ধুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

মরগান পিক্‌সের ঝর্না থেকে গোসল সেরে এসে নিজের কামরায় এল। এতটুকু উদ্বেগ, ক্লান্তি বা অস্থিরতা—কোনটাই নেই এখন। সম্পূর্ণ শান্ত, নির্বিকার দেখাচ্ছে ওকে। বাঙ্কের নিচ থেকে ট্রাঙ্ক বের করে খুলল, কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করে সেটা নিয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল। ট্রাউজারের পকেট থেকে এবার বের করল এক টুকরো কাগজ, এমিলিওর পকেট হাতড়ে পেয়েছিল। ওটার ভাঁজ খুলে মেলে ধরতে ঝকঝকে কয়েকটা লাইন স্পষ্ট হলো:

ভাগ্য দেখছি এবারও তোমার পক্ষে, স্যামুয়েল ক্রুকস। সময়মত ঠিকই অনুপস্থিত ছিলে। বলেছিলাম মেক্সিক্যান কুত্তাটাকে খুন না করে পানিও ছোঁব না। আগামীকাল সকালে বাফেলোতে হুইস্কি দিয়ে উদ্‌যাপন করব উপলক্ষটা।

নিচে কিছু লেখা নেই—কারও নাম বা স্বাক্ষর। কিন্তু এটা করবেটের লেখা, জানে ক্রুকস। নিশ্চলক চেয়ে থাকল কাগজের দিকে, বুঝতে পারছে এটা একটা ফাঁদ। ওকে প্ররোচিত করে বাফেলোতে নিয়ে যেতে চায় বার-পি ফোরম্যান। তারপর সুযোগ বুঝে নিকেশ করবে; নাকি হাতাহাতি লড়বে? একটু যেন বেশিই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে তাকে অথচ কয়েকদিন আগে ওদের প্রথম দেখার সময় করবেট মোটেও তা ছিল না। কারণটা কি, আলাদা কোন আয়োজন?

সিগারেট ধরাল ও। চুলোয় ছুঁড়ে মারল কাগজটা। সামনে রাখা প্যাকেটের দিকে দৃষ্টি পড়তে শরীর-মন শান্ত হয়ে এল—একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, দ্বিধাহীন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। কি করতে হবে তা-ও পরিষ্কার জানে। কাগজের

মোড়ক সরিয়ে বহুল ব্যবহৃত জোড়া পিস্তল, হোলস্টার আর রাইফেল বের করল। অজান্তেই বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ক্ষীণ হাসল ও।

শান্তির চেষ্টা ওর এখানেই শেষ।

পুরানো একটা ব্যানডানা দিয়ে অস্ত্রগুলো মুছল। ঠাণ্ডা বুলেটের স্পর্শ ওকে মনে করিয়ে দিল ফেলে আসা অস্থির দিনগুলো। নাহ্, বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। এ জায়গাটাকে নিজের মত করে দেখেছে এমিলিও ওর জীবনের সেরা কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়ে গেছে লোকটা। তার আত্মাকে শান্তি দিতে চেষ্টা করবে ও। ক'জন লোক আছে জুলিয়াস পারকারের—দশ, পনেরো? পরোয়া করে না ব্রুকস।

সিলিন্ডারে তাজা বুলেট ঢুকিয়ে সবকিছু পরখ করে দেখল। নিচু করে উরুতে বাঁধল হোলস্টারজোড়া। কামরার এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। টান টান হয়ে গেছে শরীর। বিদ্যুৎগতিতে হাতে উঠে এল জোড়া পিস্তল, উল্টোদিকের দেয়ালে গাঁথা পেরেকে নিশানা করল। অস্ত্রগুলো ফেরত পাঠিয়ে কয়েকবার অনুশীলন করল। সন্তুষ্ট।

এবার রাইফেল পরখ করার পালা। টেবিলের ওপর থেকে ওটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল। বিশ মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে উপত্যকা থেকে ফিরে এল ও। করালে ঢুকতে আনন্দ প্রকাশ করল রোয়ানটা, ছোটার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। অন্যদিন ভোরে বেরিয়ে পড়ে, আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সব অর্থেই তাই, ভাবল ব্রুকস, আজকের দিনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

একটু পর বাফেলোর উদ্দেশে যাত্রা করল ও। রোয়ানটা জোর গতিতে ছুটতে চাইছে, লাগাম টেনে গতি কমাল। তাড়া নেই ওর। ছোটাছুটি করে ঘোড়াকে অযথা ক্লান্ত করার মানে হয় না।

বাফেলো টাউন যেন ঝিমিয়ে আছে। চওড়া রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলোর ওপর নজর বুলাল ও। সকালের সূর্যের তেরছা আলোয় বাড়িগুলোর দীর্ঘ ছায়া রাস্তায় এসে পড়েছে, খুরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তাকে তাতে আরও রুগ্ন, ধূলিধূসর মনে হচ্ছে। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি মনে করিয়ে দিল দিনটা আজ রোববার। দু'জন মহিলাকে গির্জার দিকে এগোতে দেখে থেমে, টুপি খুলে নড করল ব্রুকস।

উইলিয়াম লকহার্টের স্টোরের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল। হিচিং রেইলে লাগাম বেঁধে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খদ্দের নেই। মিসেস লকহার্টকে কোথাও দেখা গেল না। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে স্টোর মালিক, সচরাচর যে সম্ভাষণ জানায় তা-ও জানাতে ভুলে গেছে। চোরা চোখে দেখছে ওর উরুতে বাঁধা জোড়া পিস্তল আর স্যাডল বুটে রাখা রাইফেল।

'বিল, হেনরীটার জন্যে দুশো রাউন্ড বুলেট চাই আমার। আর কোল্টগুলোর জন্যে দুই বাক্স।'

স্টোর মালিকের চোখ কপালে ওঠার বাকি। 'তোমার নিজের জন্যে! যুদ্ধ করবে নাকি?'

'বেচবে কি-না তাই বলো!' বিরক্তি প্রকাশ করল ব্রুকস।

'অবশ্যই!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লকহার্ট, ছুটে চলে গেল পেছনের কামরায়। তিনটে কাঠের বাক্স নিয়ে ফিরে এল। 'এত বুলেট দিয়ে করবে কি? এখানে তো

কোন…' ব্রুকস চোখ তুলে তাকাতে থেমে গেল সে। সহসা টের পেল এতদিন ধরে যে স্যামুয়েল ব্রুকসকে চিনত সামনে দাঁড়ানো লোকটার সাথে তার বিরাট ফারাক। এ লোকটি বেপরোয়া। চোখের হিমশীতল দৃষ্টি বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। একে না ঘাঁটানোই ভাল।

গুলির বাক্স খুলে এক মুঠি বুলেট তুলে নিল ব্রুকস, পকেটে ঢোকাল। তারপর বাক্সগুলো তুলে নিয়ে স্যাডল ব্যাগে ঢোকাল। বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে গেল, স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলে ফিতা দিয়ে বাঁধল ব্যাগটা। চুম্বকের মত ওর ওপর সেঁটে আছে স্টোর মালিকের দৃষ্টি। ব্রুকস ঘুরতে চোখ ফিরিয়ে নিল লকহার্ট, হিসাবের খাতায় চোখ ডুবাল।

ফিরে এসে দাম মেটাল ও।

'পারকার তোমার পিছু লেগেছে নাকি?'

বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্রুকস, থেমে ফিরে তাকাল। 'এমিলিওকে খুন করেছে ওরা।'

'শোনো, স্যাম, ঘণ্টাখানেক আগে শহরে এসেছে জেফরি করবেট। সাথে দু'জন রাইডার। ওদের দেখে আমার মোটেও ভাল লাগেনি। দু'জনেই বন্দুকবাজ। একজনের নাম শুনলাম ম্যাট লোগান। তোমার এখুনি সরে পড়া উচিত।'

'কোথায় আছে ওরা?'

থমকে গেল লকহার্ট। স্যামুয়েল ব্রুকসের চোখে যা দেখতে পাচ্ছে তা বহু লোকের চোখে দেখেছে—খুনের নেশা। 'সেলুনে…ডাস্টি ফগের "প্যালেস"-এ আছে ওরা।'

'ধন্যবাদ, বিল।'

'বার-পির আরও লোক থাকতে পারে। জানোই তো সেলুনটাতে পারকারের শেয়ার আছে, আর ওর লোকেরা ওই সেলুন ছাড়া অন্য কোথাও বসে না। ওখানে যাওয়ার কথা ভাবছ নাকি?'

উত্তর দিল না ব্রুকস, দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছে ফুটপাথ ধরে।

যুবকের পিঠের ওপর আটকে রইল লকহার্টের দৃষ্টি। পরিবর্তনটা চোখে লাগছে খুব, হাঁটার ভঙ্গি পর্যন্ত বদলে গেছে। আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেন নিশ্চিত, অটল। লোকটা বোকা নয়, তাহলে এতগুলো লোকের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে কেন? লকহার্ট নিশ্চিত যত আত্মবিশ্বাসই থাকুক পাত্তাই পাবে না যুবক। স্যামুয়েল ব্রুকসের এ সাহস ধুলোয় মিশিয়ে দিতে জেফরি করবেট একাই যথেষ্ট।

চার

সেলুনে ঢুকে দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল স্যামুয়েল ব্রুকস। বাইরের উজ্জ্বল

সকালের তুলনায় ভেতরের আলোকে অন্ধকারই বলা চলে। চোখ সয়ে আসার আগে সিগারেট আর সস্তা হুইস্কির কড়া গন্ধ লাগল নাকে। দম ছেড়ে ধীরে শ্বাস নিল, ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছে ভেতরটা। একপাশে, উঁচু বারের ওপাশে ডাস্টি ফগের বিশাল চর্বিবহুল শরীর, বার মোছায় ব্যস্ত হাতদুটো থেমে গেছে। ছড়ানো-ছিটানো টেবিলগুলোর বেশিরভাগই খালি। এককোণে একটা টেবিল দখল করেছে ওরা। ম্যাট লোগানকে একনজরেই চিনতে পারল ব্রুকস, মুখের লম্বা দাগটা তার পরিচয় দিচ্ছে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসা বিশালদেহী লোকটা জেফরি করবেট। তৃতীয় লোকটিকে চিনতে পারল না। আরেক কোণে ভিন্ন একটা টেবিলে দু'জন পাঞ্চার বসেছে, ডাবল-এসের শর্টি হারপার আর টমাস ক্যারি। ওদের দিকে নজর দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ব্রুকস, নিতান্তই নিরীহ লোক।

'ডাস্টি, যতক্ষণ আমি এখানে আছি তোমার হাত দুটো সামলে রেখো,' বারকিপারের হাত বারের ওপর থেকে সরে যেতে উদ্যত হতে গর্জে উঠল ব্রুকস। 'ভাল হয় যদি ওগুলো ওভাবেই থাকে। চালাকির চেষ্টা কোরো না, পস্তাবে।' ওর চোখ তিনজনের ওপর, উল্টোদিকের দেয়ালে লাগানো আয়নায় ডাস্টির সন্ত্রস্ত মুখটা দেখল একবার।

মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল বার-পি ফোরম্যান, চোখে খানিকটা বিস্ময়। বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই টেবিলের কাছে চলে এল ব্রুকস। ম্যাট লোগানের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'বাড়ি ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছ, লোগান। টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে?'

নির্বিকার মুখে ওকে দেখছে বন্দুকবাজ। অন্য লোকটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে যাচ্ছিল, হাতে এখনও বোতল ধরা। শূন্য আরেকটা বোতল রয়েছে টেবিলে। বোঝা যাচ্ছে ভালই উদ্‌যাপন করছিল ওরা।

'খেতে পারো,' উদার কণ্ঠে ঘোষণা দিল ব্রুকস। 'কিন্তু ভুলেও টেবিল থেকে হাত সরিয়ো না কেউ।' করবেটকে দেখল, বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ওকে এভাবে আশা করেনি বোধহয়। পাশে এসে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে শূন্য বোতলটা তুলে নিল। হঠাৎ আয়নায় ডাস্টি ফগের নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে, বারের নিচে নেমে যাচ্ছে ওর ডানহাত। 'মরার খায়েশ হলো নাকি তোমার, ডাস্টি?' হেসে ধমকে উঠল ব্রুকস, ধরা পড়ে যাওয়ায় লোকটার থমকে যাওয়া উপভোগ করছে। 'বের করো শটগানটা, কিংবা তোমার বাচ্চাগুলোর কথা ভাবো একবার। ওরা এতিম হয়ে গেলে কেমন লাগবে? বারের এপাশে এসে দাঁড়াও, খালি হাতে এবং কাঁধের ওপর হাত তুলে রাখবে···মাথা খাটাও, ভাবতে থাকো তুমি না থাকলে বাচ্চাগুলো আর তোমার বউয়ের কি দুর্দশা হবে।'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না ডাস্টি ফগ।

'এমিলিওকে খুন করেছে কে, করবেট, তুমি?'

বার-পি ফোরম্যান চুপ করে থাকল, ঘামতে শুরু করেছে।

'ওর গ্লাসটা ভরে দাও,' লোগানের সঙ্গীর উদ্দেশে বলল ব্রুকস। 'ঝটপট খেয়ে নাও, জেফরি। আমার সাথে কথা বলতে বোধহয় তোমার সাহসে কুলাচ্ছে না। দুই ঢোক খেলে সাহস বাড়বে।'

ঠায় বসে থাকল করবেট, হুইস্কি গেলার আগ্রহ দেখা গেল না তার মধ্যে।

'এমিলিওর হাতের কাজটা বোধহয় তোমার, তাই না?' বলে বোতলটা নামিয়ে আনল ব্রুকস, টেবিলের কিনারায় লেগে ভেঙে গেল। বোতলের মুখের অংশটা ওর হাতে ধরা। ফোরম্যানের মেলে দেয়া হাতের পাঞ্জার ওপর এবার আচমকা ওটা নামিয়ে আনল। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল করবেটের কণ্ঠ চিরে, দশাসই দেহ কেঁপে উঠল। 'হাত সরিয়ো না, জেফরি, তাহলে কিন্তু মনে করব ড্র করতে যাচ্ছ তুমি।' ওর শীতল নির্দেশ কাঁপিয়ে দিল লোকটাকে। 'এমিলিও ছিল দুর্বল একজন বুড়োমানুষ। ওকে বাধা দেয়ার সুযোগও বোধহয় দাওনি তুমি। ওকে যখন মারছিলে একটা পিস্তল নিশ্চয় ধরা ছিল ওর বুকের দিকে?'

এবারও কোন উত্তর দিল না করবেট, যন্ত্রণায় কাতর। বোতলটা পুনরায় চালাল ব্রুকস, আগের চেয়ে জোরে। দ্বিতীয়বারের মত আর্তনাদ করে উঠল র‍্যামরড। আড়চোখে অন্যদের দেখল ব্রুকস–লোগান পাথর হয়ে আছে আর ওর সঙ্গী ছটফট করছে। ওদিকে করবেটের সারা শরীর কাঁপছে, কপালে ঘাম। বোকার মত চেয়ে আছে হাতের দিকে। উপচে পড়া রক্তে টেবিল সয়লাব।

'তোমার কাছে বাড পারকারের জীবনের এতই দাম, এমিলিওর কোন মূল্য নেই? মরার আগে একটা সুযোগও পেল না হতভাগ্য লোকটা। অথচ কোন অন্যায় করেনি ও, তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানবে!' ফের হাত চালাল ও, ঝড়ের গতিতে নেমে এল বোতলটা। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে করবেটের মুখ, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে টপটপ করে।

ভাঙা বোতল ছেড়ে অন্যটা তুলে নিল ব্রুকস, ছিপি খুলে ফোরম্যানের রক্তাক্ত হাতের ওপর হুইস্কি ঢালতে শুরু করল। ঘায়ের ওপর লবণের ছিটা পড়েছে যেন, তীব্র জ্বলুনি শুরু হতে দু'হাত, শরীর শক্ত হয়ে গেল করবেটের, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা আর জ্বলুনি সহ্য করার চেষ্টা করছে।

পেছনে সরে এসে বারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ও। কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। 'জেফরি করবেট, আমি এখানে এসেছিলাম শান্তিতে থাকতে। ভেবেছি আর কখনও অস্ত্র ধরব না, কিন্তু তোমরা আমাকে বাধ্য করেছ। পারকারদের শেষ লোকটা বেঁচে থাকা পর্যন্ত থামব না আমি, তার আগেই যদি আমাকে থামাতে না পারো।

'একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের, লোগান। নিজের ঘরে ফিরে যাও। রোজগারের হাজারটা ফিকির তোমার জানা আছে, এখানকার আশা বাদ দিয়ে তারই একটা চেষ্টা কোরো। সাথে তোমার বন্ধুকেও নিয়ে যাও। দয়া করে ভুলেও এখানে থাকার চিন্তা মাথায় এনো না। পরেরবার আমি হয়তো এমনিতে ছেড়ে দেব না।'

'তুমি একা, বন্ধু,' ম্যাট লোগানের মুখে হাসি দেখা গেল। সে ভাল করে জানে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে পিস্তলে হাত না দিচ্ছে স্যামুয়েল ব্রুকসের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই। 'সবসময় এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবে না আমাদের। বরং কয়েকজনে মিলে ঠিকই কোণঠাসা করে ফেলব তোমাকে।'

'ঠিক এটাই ভাবছিলাম,' হেসে উঠল ব্রুকস। 'জানতাম আমার কথা

তোমাদের ভাল লাগবে না। দল বেঁধে কাউকে শিকার করা সত্যি সহজ ব্যাপার সে যত টাফ লোকই হোক, তাই না? আরও সহজ যদি পেছন থেকে গুলি করা যায়। চেষ্টা করে দেখবে নাকি? যদ্দূর জানি এতে তোমাদের আপত্তি নেই।'

হিংস্র চাহনি বন্দুকবাজের চোখে, পরে সেটা ঘৃণায় রূপ নিল। 'তুমি টিকতে পারবে না, বন্ধু,' সামলে নিয়ে বলল সে, 'তারচেয়ে এখান থেকে বেরিয়েই স্যাডলে চেপে ছুটতে থাকো, একবারও পেছনে তাকিয়ো না। টেক্সাস বা মেক্সিকোর দিকে গেলে বেঁচে যাবে। সেখানে একবার পৌঁছাতে পারলে নিরাপদ।'

'আমি থাকছি, লোগান। ব্যাজঅলা কেউ আমার পেছনে ছুটছে না যে টেক্সাস বা মেক্সিকো পাড়ি দিতে হবে।'

শ্রাগ করল লোগান, উঠে দাঁড়াল। ভাবখানা যেন বেরিয়ে যাবে। পেছনে ঠেলে দিল চেয়ার, আড়চোখে দেখল সঙ্গীকে। তারপর দৃষ্টি রাখল ব্রুকসের হাতে ধরা সিগারেটের ওপর, ঠোঁটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটে লাগিয়ে টানতে শুরু করেছে ঠিক এসময়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। অন্য লোকটাও কোমরে হাত বাড়িয়েছে।

ম্যাট লোগানের চোখে উল্লাস, কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব হলো সেকেন্ডেরও কম সময়। হতবাক হয়ে দেখল ভোজবাজির মত ব্রুকসের হাতে উঠে এসেছে জোড়া পিস্তল। আগুন ঝরল। লোগানের মনে হলো দুটো গজাল ঢুকে পড়েছে বুকে। চেয়ারের ওপর ছিটকে পড়ল প্রথমে, তারপর চেয়ারসমেত হুড়মুড় করে পেছনে ঢলে পড়ল তার শরীর।

অন্য লোকটা সবে পিস্তল বের করেছে, ওর কপালে টিপ পরিয়ে দিল ব্রুকস। বুক ফুটো করল পরের গুলিতে। ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ল লোগানের সঙ্গী, পড়ার সময় থুতনির ধাক্কায় ভারসাম্য হারাল টেবিলটা, শেষে কাত হয়ে পড়ল তারই ওপর।

নিথর দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রুকস। আরও দুটো লাশ, এ নিয়ে চার হলো। সংখ্যাটা কেবল বাড়তে থাকবে যদ্দিন না ও নিজে মারা যায় কিংবা পারকারদের খায়েশ মেটে।

অবিশ্বাসের সাথে লাশগুলো দেখছে জেফরি করবেট, ব্যথা ভুলে তাকিয়ে আছে। পিস্তল রিলোড করে হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ব্রুকস, ফোরম্যানের সামনে এসে দাঁড়াতে কাঁপতে লাগল বিশাল কাঠামো। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে, চোখে নগ্ন আতঙ্ক। 'বিশ্বাস করো, আ···আমি খুন করিনি এমিলিওকে!' মিনতি ফুটে উঠল করবেটের কণ্ঠে। 'ওই লোগানই ওকে খুন করেছে। আমি শুধু একটু পিটিয়েছি।'

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে ছাই ঝাড়ল ব্রুকস, ফের টান দিল। 'ম্যাট লোগান তো কিছু বলতে পারবে না। আমিই বলছি, জেফরি, তুমি একটা মিথ্যুক!' সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষল ও। করবেটের পেছনে এসে হোলস্টার থেকে তুলে নিল তার পিস্তল। সিলিন্ডার খালি করে বাঁট নামিয়ে আনল করবেটের চাঁদিতে। আলগোছে ঢলে পড়ল বিশাল দেহটা। পিস্তল পাশে ছুঁড়ে ফেলে বারটেন্ডারের দিকে ফিরল ও। আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে ডাস্টি, চোখে ভয়।

ভ্রূকুটি করতে আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে, পিছিয়ে গেল দু'পা। বারের সাথে ঠেকে গেছে পিঠ।

সেলুন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে দক্ষিণে এগোল ব্রুকস। উল্টোদিকের দোকানের পোর্চে ভিড় করেছে কয়েকজন। তাদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলাল ও, মুঠোভরা বুলেটগুলো ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

স্টোরের পোর্চে দাঁড়িয়ে ছিল উইলিয়াম লকহার্ট। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখছে ব্রুকসকে। গুলির শব্দ শুনেছে সে, তারপর ওকে বহাল তবিয়তে বেরোতে দেখে আঁচ করতে পারছে অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। ম্যাট লোগান অ্যারিজোনার সেরা গানস্লিংগার, তারওপর অন্য লোকটা আর জেফরি করবেট তো ছিলই···অন্তত তিনজনকে সামলাতে হয়েছে, ভাবছে স্টোর মালিক, কিভাবে সম্ভব হলো?

রোয়ানের কাছে এসে লকহার্টকে এক ঝলক দেখল ব্রুকস, স্যাডলে চড়ে বসল। 'আমার একজন উকিলের দরকার। পারকারের চামচা নয় এমন কেউ আছে?'

'বিল কারভারের কাছে যেতে পারো। সৎ লোক। ও-মাথায় রাস্তার পশ্চিমে দোতলায় ওর অফিস। পেছনের বাড়িটায় থাকে সে। অফিসে না পেলে বাড়িটাতে খোঁজ কোরো।'

লাগাম ঢিলে করতে ধীরে এগোল রোয়ানটা। পেরিয়ে যাওয়ার সময় ব্রুকস খেয়াল করল 'প্যালেস'-এর সামনের ভিড় বেড়েছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছে লোকগুলো।

অসম একটা লড়াই শুরু হলো, ভাবছে ও। ম্যাট লোগান ঠিকই বলেছে, শেষপর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা ওর একেবারে নেই। ঠিক এ জন্যেই ব্রুকস চায় না মরগান পিকসের ওই জায়গা পারকার বা ওরকম কারও হাতে পড়ুক। অনেক ঘাম ঝরিয়ে জমিটাকে আজকের অবস্থায় নিয়ে আসতে হয়েছে। অনাহূত কেউ এর ফল ভোগ করলে ওর সব পরিশ্রম বৃথা যাবে। নিজের কোন নিকটজন নেই, থাকলেও চেনে না। এমিলিওর ব্যাপারটাও সেরকম। সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রথম যে নামটা মাথায় এল তাতে চমকে উঠল ব্রুকস, কিন্তু একটু পরে সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলল।

ঘণ্টাখানেক পর বিল কারভারের অফিস থেকে বেরিয়ে স্যাডলে চাপল ও। কাজটা কি ভাল হলো? ভাবছে, এমিলিও বেঁচে থাকলে চিন্তা করতে হত না। এখন ওর সবকিছুর উত্তরাধিকারী ওই একজনই। এটা একটা চমক হবে। ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছে, ওর মৃত্যুর পরই কেবল সেটা খোলা হবে।

বাথানে ফিরে ঘোড়ার পরিচর্যা শেষে রান্না করল। খাওয়া সেরে অনুশীলন করল কিছুক্ষণ। সজি বাগানের কাছে চলে এল এরপর। তৃণভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গরুগুলো, সার্কেল-এফের কয়েকটা গরুও আছে সাথে। ফ্রি রেঞ্জ বলে এটা হবেই।

ব্রুকসের মনে হচ্ছে আগের জীবনে ফিরে গেছে, কেবল বিরামহীন চলাটা ছাড়া। সেই উদ্বেগ, সারাক্ষণ সতর্কতা আর বিপদের আশঙ্কা। মোটেও আফসোস নেই ওর। বরং এটাই ওকে শান্ত, সুস্থির রেখেছে। বাফেলো টাউনে আজ যা ঘটল

তা শুরুমাত্র, এরচেয়েও কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। জুলিয়াস পারকারকে একটা নাড়া দেয়া গেছে, এবার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুড়ো। জেফরি করবেট আজ ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু লোকটার ধাত ভাল করে জানে ব্রুকস। সুযোগ পেলে পেছন থেকে গুলি করতেও দ্বিধা করবে না বার-পি ফোরম্যান।

শুধু লোক ভাড়া করেনি, টাফ লোকই জোগাড় করেছে বার-পি। নগণ্য এক স্যামুয়েল ব্রুকসকে শায়েস্তা করতে ম্যাট লোগানের মত বন্দুকবাজের প্রয়োজন হয় না। করবেট ওকে দেখে এত ভয় পেল কেন? এর ব্যাখ্যা একটাই—ওরা জানে কার সাথে লড়তে হবে। কি করে জানল? যেভাবে হোক, ভাবল ব্রুকস, টের পেয়েছে, এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। ম্যাট লোগানের ব্যর্থতা সতর্ক করে দেবে ওদের। আরও টাফ লোক আনার চেষ্টা করবে এবার। নাকি ইতোমধ্যে এসে গেছে? সবাই লোগানের মত নয়, একই ভুলও বারবার করবে না। ওর কপালে সত্যি খারাবি আছে।

বিকেলে তৃণভূমিতে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল ব্রুকস, শহরের দিক থেকে আসছে। ওদের পরিচয় আন্দাজ করতে পারছে। কেবিনে গিয়ে চুলোতে পানি চড়িয়ে পোর্চে এসে অপেক্ষায় থাকল। কাছে আসার পর চিনতে পারল আগন্তুকদের, মার্শাল আর তার ডেপুটি।

দশ হাত দূরে এসে থামল ওরা। স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল জ্যাক হবস।

'ভেতরে এসো, জ্যাক, কফি আছে।' আমন্ত্রণ জানাল ব্রুকস।

গাঁট হয়ে স্যাডলে বসে আছে টিম ম্যাসন, রোষ মাখানো দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

'কি হলো তোমার, নামছ না কেন?' ভেতরে ঢুকতে উদ্যত হয়েছিল মার্শাল, ফিরে খেঁকিয়ে উঠল ডেপুটির উদ্দেশে। 'নাকি ধরেই নিয়েছ ফ্ল্যাগানদের মত উপাদেয় হবে না ওর কফি?'

দেখার মত প্রতিক্রিয়া হলো ম্যাসনের। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। ধীরে স্যাডল ছাড়ল সে, বিড়বিড় করে বলল কি যেন। ঘোড়ার রাশ বেঁধে কেবিনে ঢুকল। খাবার ঘরে একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছে মার্শাল, আর চুলোর কাছে কফির আয়োজনে ব্যস্ত ব্রুকস।

'তোমার সাথে কথা বলতে এলাম,' হালকা সুরে বলল হবস। 'কিছু ব্যাপার খোলসা হওয়া দরকার।'

কফির মগ হাতে ওদের সাথে যোগ দিল ব্রুকস। সিগারেট অফার করল।

'তোমার কাজ-কারবার ধাঁধার মত লাগছে, স্যাম,' গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল মার্শাল। 'দু'দিন আগেও যে লোক নিরস্ত্র থাকত, হঠাৎ করে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। অনায়াসে ধরাশায়ী করে ফেলল ম্যাট লোগানের মত দু'জন টাফ লোককে। তারও আগে থেকে, এখানকার লোকেরা সবচেয়ে কম জানে তোমার সম্পর্কে, আমিও। নিজের সম্পর্কে কিচ্ছু বলোনি তুমি। কোত্থেকে এসেছ এটাও পরিষ্কার জানে না কেউ।'

নীরবে মার্শালকে দেখল ব্রুকস, ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল। 'দেখো, জ্যাক, আমি কথা কম বলি সেটা তো কোন সমস্যা নয়। কারও সাতে-পাঁচে নেই এবং তোমার পোস্টারগুলোয় আমার ছবি পাবে না, এটাই হচ্ছে বড় কথা।'

'সেটাই তো চিন্তার বিষয়! পিস্তলগুলো দেখে মনে হচ্ছে ভাল চালাতে জানো, না খুব ভাল···নইলে ম্যাট লোগান মারা পড়ত না। এত ভাল একজন বন্দুকবাজকে চিনি না এটাই আমার মাথা-ব্যথার কারণ।'

চুপ করে থাকল ও।

'ম্যাট লোগানকে খুন করলে কেন?'

'আত্মরক্ষা করা কি খুন?'

'ওদের কেউ একটা গুলিও ছুঁড়তে পারেনি।'

'উল্টোটা হলে কি তুমি খুশি হতে, জ্যাক? ওরাই আমার আগে পিস্তল বের করেছিল।'

'ডাস্টি কিন্তু এ কথা বলেনি। ও বলেছে হঠাৎ অস্ত্র বের করে গুলি শুরু করেছ তুমি। একটা যুক্তিও দেখিয়েছে ও, আগে পিস্তলে হাত না দিলে লোগানের মত লোক তোমার হাতে খুন হবে না।'

'ডাস্টি ফগ একটা মিথ্যুক! সেলুনে ডাবল-এসের দু'জন পাঞ্চার ছিল, শর্টি আর টম। ওদের সাথে কথা বললে ভিন্ন কিছু শুনতে পাবে।'

'আমাদের ঠেকা পড়েছে?' ফোড়ন কাটল ম্যাসন।

শীতল দৃষ্টিতে ডেপুটিকে দেখল ব্রুকস, যুবকের উদ্ধত আচরণ পছন্দ করতে পারছে না।

'এখানে টিকতে পারবে না তুমি, স্যাম,' খেই ধরল মার্শাল। সম্ভাবনা একেবারেই কম। পারকারদের সাথে সমানে-সমান লড়ার শক্তি তোমার নেই। তারচেয়ে, জমিটা বেচে দিয়ে কেটে পড়ো। তুমি থাকলেই ঝামেলা বাড়বে, আমাদের সমস্যা হবে।'

'ঝামেলা সামাল দেয়াই তোমাদের কাজ, জ্যাক।···সবকিছুর শুরু পারকাররাই করেছে। মিস ফ্ল্যাগানকে উত্ত্যক্ত করছিল ছেলেটা, আমি তাতে বাধা দিয়েছি। তুমি হলেও তাই করতে। এরপর বাড নিজে আগ বাড়িয়ে এসেছে আমাকে শায়েস্তা করতে। পরেরবার জেফরি করবেটসহ চারজন এসেছিল। আমি নিরস্ত্র ছিলাম, তারপরও ড্র করেছিল বাড। আমার সৌভাগ্য রাইফেল হাতে জানালায় বসে ছিল এমিলিও। পারকারদের পক্ষ থেকে এমন কাপুরুষোচিত আচরণ আশা করিনি আমি, অথচ তা ঠিকই টের পেয়েছে এমিলিও।

'নিজের জীবনের বিনিময়ে আমাকে বাঁচানোর খেসারৎ দিয়েছে ও। গতকাল ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল করবেট, ওর শরীরে ইচ্ছেমত হাতের কারসাজি দেখিয়েছে। কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে এরপর নির্দয়ভাবে খুন করেছে। একটা সুযোগ কি ওর পাওয়া উচিত ছিল না?

'আত্মরক্ষা করা কি দোষের, তোমার আইন কি বলে, জ্যাক? বারবার মার দেবে ওরা, আর চুপ করে থেকে দেখব কেবল? ম্যাট লোগানকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম, সুযোগটা ও নেয়নি।'

'এরকম আর কোন ঘটনা বরদাস্ত করব না আমি,' কঠিন শোনাল মার্শালের কণ্ঠ। 'পিস্তলবাজি করতে হলে শহরের বাইরে করবে।'

'আমি যা করেছি, সবই বাধ্য হয়ে। ওরা কিছু না করলে আমিও ভাল মানুষ।'

'আমার শহরে তুমিই শুরু করেছ। ওরা তোমার কাছে যায়নি, বরং তুমিই ওদের কাছে গিয়েছিলে।'

'করবেটকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম ও এমিলিওকে খুন করেছে কি-না। তবে তৈরি ছিলাম কেউ যাতে আগের মত নিশ্চিন্তে গুলি করতে না পারে। পার্থক্যটা এখানেই। ওরা ড্র করায় আমাকে পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছে।'

'কিন্তু পিস্তলের মুখে করবেটকে বোতল দিয়ে পিটিয়েছ তুমি,' যোগ করল ম্যাসন। 'ডাস্টি কসম খেয়ে বলেছে।'

'বুঝতে পারছি না ডাস্টি নাকি পারকারদের সাথে তোমার খাতির বেশি,' কাটা কাটা স্বরে ডেপুটির উদ্দেশে বলল ব্রুকস। 'ডাস্টি এটা নিশ্চয়ই বলেনি যে আমি সেলুনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শটগান বের করতে চেয়েছিল ও? জ্যাক হবস,' মার্শালের দিকে ফিরল ও। 'তোমার ডেপুটিকে একটা অপদার্থ মনে হচ্ছে। তদন্তের আগেই একজন বারকিপারের কথাকে যে ধ্রুবসত্য হিসেবে ধরে নেয়, তাকে এছাড়া অন্য কিছু ভাবা বোধহয় ঠিক হবে না।'

বিতৃষ্ণার সাথে ডেপুটিকে দেখল হবস। 'দয়া করে চুপ করে থাকো, টিম।'

'ওরা তিনজন ছিল, ম্যাসন,' ব্যাখ্যা দিল ব্রুকস। 'কারও দিকে পিস্তল ধরিনি আমি, আসলে ওখানে কোন শো-ডাউন হবে এটাই আশা করিনি। তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়তে যাব কোন্ দুঃখে? টেবিল থেকে হাত সরাতে নিষেধ করেছিলাম কেউ যাতে আমার অজান্তে পিস্তলে হাত দিতে না পারে। কিন্তু লোগান আমাকে বাধ্য করেছে। ওদের আগে গুলি করতে পেরেছি বলে বেঁচে আছি, নইলে আমার রক্তই ডাস্টিকে মেঝে থেকে পরিষ্কার করতে হত এবং ও তা করত আনন্দের সাথে।'

ব্রুকস থেমে যেতে নীরবতা নেমে এল। জ্যাক হবস ভাবছে কি যেন, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জানালাপথে প্রেইরি দেখছে ডেপুটি। বোঝা যাচ্ছে ব্রুকসের ব্যাখ্যা তার মনে ধরেনি।

'তুমি কে, ব্রুকস?' মার্শালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্ধ করল ওকে। 'সাধারণ কেউ ম্যাট লোগানের মত লোককে ধরাশায়ী করে ফেলবে এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। পিস্তলের ব্যবহার তুমি ওদের চেয়ে ঢের ভাল জানো।'

সহাস্যে মার্শালের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

'কপালটাই মন্দ আমার,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল হবস। 'শেষ বয়সে এসে উটকো সব ঝামেলা সামাল দিতে হচ্ছে, যেগুলো সামাল দেয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। তোমার বা লোগানদের মত লোককে সামাল দেবে আমার মত চুনোপুঁটি? তাহলে তো কথাই ছিল না!' বার কয়েক মাথা নাড়ল মার্শাল, অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছে হাতের আঙুলগুলো। কণ্ঠে হতাশা আর বিরক্তি ফুটে উঠল। 'পারকার একগাদা লোক ভাড়া করেছে। পুরানো একজন কাউহ্যান্ডও নেই ওর, সব ক'টা আজেবাজে লোক। ঘোড়া বা গরু সামলানোর চেয়ে পিস্তলবাজি ভাল

জানে ওরা। এসব লোক আমাকে পাত্তাই দেবে না। পারকার তো আরও এককাঠি বাড়া, মুখের ওপর বলে দেবে পারলে কিছু করো গিয়ে।

'দয়া করে শহরটা এড়িয়ে চলো, স্যাম, যদ্দূর সম্ভব,' অনুরোধ ঝরে পড়ল মার্শালের কণ্ঠে। 'তোমার যা ইচ্ছে শহরের বাইরে কোরো, নাক গলাতে আসব না আমি। শহর কমিটির কেউ এ লড়াই পছন্দ করতে পারছে না। ওরা ভাবছে কেবল ব্যবসা নিয়ে। ক'দিন পর রেলরোড আসবে, তরতর করে উঠে যাবে বাফেলো টাউন। কেউ চায় না তোমাদের কারণে তার আগেই শহরটা ধ্বংস হয়ে যাক।'

শহর কমিটির আশঙ্কা অমূলক নয়, বুঝতে পারছে ব্রুকস। পশ্চিমের অনেক উঠতি শহর এভাবেই ধ্বংস হয়ে গেছে। দুটো বাথানের লড়াইয়ে পরোক্ষভাবে আশপাশের বাথানগুলোরও ক্ষতি হয়। এসব লড়াইয়ে বেশিরভাগ লোক থাকে ভাড়াটে, বেপরোয়া। ওদের থামানো যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা নিজেরা থামে বা শেষ হয়ে যায়। শেষমেশ ওদের রোষ গিয়ে পড়ে শহর বা অন্য বাথানের ওপর। যদি চলেও যায়, যাওয়ার আগে লুঠপাট তো করেই দু'একটা খুন করতেও কসুর করে না।

'বার-পিতে যাব ভাবছি,' উঠে দাঁড়াল জ্যাক হবস। 'নিজের দায়িত্ব আমাকে পালন তো করতেই হবে, যদিও ভাল করে জানি পারকারকে বোঝানো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এমন একরোখা লোক আর দেখিনি। এমিলিওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব ওকে, হলফ করে বলতে পারি অস্বীকার করবে সে। তাছাড়া তুমিও কোন অভিযোগ করোনি।' বেরিয়ে এসে রেইল থেকে লাগাম খুলে স্যাডলে চাপল মার্শাল, তারপর ফিরল পোর্চে দাঁড়ানো ব্রুকসের দিকে। 'সামনে কঠিন সময়। অসম একটা লড়াই, তবু তোমার সাফল্য কামনা করছি, বাছা।' নড করে স্পার দাবাল হবস।

মাটিতে একদলা থুথু ফেলল টিম ম্যাসন, হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল ব্রুকসের দিকে। 'তোমার পরিচয় ঠিকই বের করে ফেলব, ব্রুকস, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। পরেরবার যখন আসব তখন আমার হাতে একটা পোস্টার আর ওয়ারেন্ট থাকবে।'

উদার ভঙ্গিতে হাসল ব্রুকস। 'পারকারের ডালকুত্তাদের সাথে এসো না আবার, তাহলে কিন্তু তোমার বুকের ওই তারাটা বুলেট ঠেকাতে পারবে না।'

'ক'দিন টিকবে!' দ্বিগুণ তেজে উত্তর দিল ডেপুটি। 'সবাই মিলে ওরা তোমাকে কচুকাটা করে ফেলবে।'

'তুমি ওদের রাইফেলগুলো লোড করে দিয়ো।'

অপমানে লাল হয়ে গেল ম্যাসনের ফর্সা মুখ। ব্রুকস যা বলেছে সেটা বাচ্চা বা মেয়েদের কাজ। 'খুব বেড়েছ দেখছি!' চাপা গর্জনের মত শোনাল যুবকের কণ্ঠ, স্যাডলে চেপেছে। 'লোগানকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছিলে বলে নিজেকে বড় বন্দুকবাজ ভাবতে পারছ। জেফরি করবেট ঠিকই এর শোধ নেবে।' স্পার দাবাল সে, দ্রুত ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

ক্ষীণ হাসল স্যামুয়েল ব্রুকস, হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে ডেপুটিকে। এক রত্তি মুরোদ নেই, অথচ সারাক্ষণ নিজেকে জাহির করার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। ঠিক

বাড পারকারের মত, যেন জেফরি করবেটের আরেক শিষ্য। কিন্তু ওকে শত্রু ভাবার কারণটা অজানাই রয়ে গেল। পারকারদের সাথে হয়তো কোন সম্পর্ক আছে ডেপুটির···হতে পারে সেজন্যেই ওর প্রতি এত বিদ্বেষ। শ্রাগ করে কেবিনে ঢুকল ব্রুকস। টিম ম্যাসনকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। দূর থেকে লাফ-ঝাঁপ দেয়াই সার, কাছে এসে কিছু করার মত বুকের পাটা তার নেই।

সন্ধ্যার খানিক আগে বার-পি বাথানে পৌছাল মার্শাল ও তার ডেপুটি। অফিসে এনে ওদের বসিয়েছে অ্যালান পারকার। দু'দফা কফি পরিবেশন করা হয়েছে, কিন্তু বাথান মালিকের পাত্তা নেই। জ্যাক হবস তিতিবিরক্ত। বাঙ্ক হাউস থেকে ভেসে আসা হৈচৈ ওর ধৈর্যচ্যুতির খোরাক হয়েছে।

উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঠিক এসময়ে দরজায় দেখা গেল জুলিয়াস পারকারকে। দৃঢ় পায়ে হেঁটে এসে নিজের আসনে বসে মার্শালের দিকে তাকাল। কোন সম্ভাষণ এমনকি দেরি করার জন্যে দুঃখও প্রকাশ করল না। 'কেন এসেছ?' স্পষ্ট কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল।

পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল জ্যাক হবস, দেখল র‍্যাঞ্চারকে—পাথরের মত মুখ, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল মার্শাল, মৃদু স্বরে জবাব দিল: 'বোঝা যাচ্ছে আমাদের আসা পছন্দ হয়নি তোমার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তুমিই আসতে বাধ্য করেছ।'

চটে গেল বুড়ো, চোখ জ্বলছে। 'মুখ সামলে কথা বলো, জ্যাক! আমি তোমাকে কখন বাধ্য করলাম?'

'কিছু ঝামেলাবাজ লোক ভাড়া করেছ তুমি। বাফেলোতে গিয়ে যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে ওরা, পণ্যের বদলে একটা পয়সাও দিচ্ছে না। কেউ প্রতিবাদ করলে উল্টে মারধর করছে। এটা তোমাকে বন্ধ করতে হবে, নয়তো···'

'নয়তো কি?'

'শহর কমিটি বাধ্য হবে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে। ব্যবসায় ক্ষতি করতে ওরা আসেনি এখানে। গায়ের ঘাম ঝরিয়ে প্রতিটি পয়সা রোজগার করতে হয় ওদের। কতগুলো গুণ্ডার ইচ্ছেমাফিক চলতে পারে না শহরটা।'

'ওরা যদি পয়সা না দেয় তো সেটা আমার দোষ?'

'তুমি বলে দিলে ওরা তা শুনতে বাধ্য, যেহেতু লোকগুলো তোমার কাছে ওদের পিস্তল বিকিয়েছে।'

'আমি যদি তোমার দিকে পিস্তল তাক করতে বলি, ওরা তা শুনবে। কিন্তু নিজেদের রোজগারের টাকা কিভাবে খরচ করবে সেটা বললে মোটেও পছন্দ করবে না। তুমি করবে? বেতনের টাকায় দেদারছে মদ গিলছ, জ্যাক, আমি মানা করলে শুনবে?'

খানিক অস্বস্তি অনুভব করল মার্শাল, শ্রাগ করল। বুঝতে পারল আসল কথার ধারে-কাছে দিয়েও যাবে না বাথান মালিক। 'এ জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে, জুল। স্যামুয়েল ব্রুকসকে নিয়ে যা ইচ্ছে কোরো, আপত্তি নেই আমাদের। নিজের দোষে মারা গেছে তোমার ছেলে, বদলে এমিলিওকে খুন করেছে তোমার লোকেরা,

খেলাটা তারপরও চালিয়ে যাচ্ছ। আমার কাছে ওয়ারেন্ট থাকলে আগে তোমাকেই গ্রেফতার করতাম। তোমার লোকেরা যদি এভাবে ঝামেলা করতে থাকে...'

'হবস! তুমি নিজের অফিসে নেই এটা বোধহয় ভুলে গেছ,' জুলিয়াস পারকারের কঠিন কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর থামিয়ে দিল মার্শালকে, র‍্যাঞ্চারের চোখে উপহাস। 'তোমার কাজ হচ্ছে শহরের শান্তি রক্ষা করা। আমার কোন ব্যাপারে তোমার ওই নোংরা নাক গলিয়ো না।'

'শুনে রাখো, পারকার,' মোটেও দমল না হবস। 'তোমার কোন লোক যদি শহরে আরেকটা ঝামেলা করে, তাকে গ্রেফতার করব আমি।'

'তোমার ক্ষমতায় কুলাবে?'

'কাজটা কঠিন, কিন্তু পারব,' হেসে বলল মার্শাল, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। 'তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় শহরের শুরুতে এমন ডজনখানেক লোককে মোকাবিলা করেছি। ভেবেছিলাম শেষ ক'টা দিন ঝামেলা ছাড়া কাটিয়ে দেব, তোমার কারণে তা যখন হচ্ছে না তখন উঠে পড়েই লাগব আমি।'

'তেমন একটা অতীত তুমি ফেলে এসেছ, পনেরো বছর আগে। কিন্তু সেটা অতীতই। কত হলো তোমার, হবস, সাতচল্লিশ? বেশ বুড়িয়ে গেছ। আগের ক্ষিপ্রতা নেই, শরীরও মুটিয়ে গেছে। তোমার তুলনায় ওরা অনেক তরুণ।'

'পুরানো সময়ে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'সেটা কি এতই সহজ?'

'পরীক্ষা নিতে চাও, পারকার?' শীতল কণ্ঠে বলল মার্শাল। 'ভুলেও ও-কাজ কোরো না। নিজে মরার আগে যে ক'টাকে পারি সাথে নিয়ে যাব। শহরের লোকজন আমার পেছনে এসে দাঁড়াবে। প্রয়োজনে ওরা তোমাকেও ছাড়বে না।'

সশব্দে হেসে উঠল জুলিয়াস পারকার। ভয়ে নড়েচড়ে বসল ডেপুটি টিম ম্যাসন, সারাক্ষণই অস্বস্তিবোধ করছে।

'বাফেলো টাউনের শুরু পারকারদের হাত দিয়ে, এটা তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?' উল্লসিত দেখাল বুড়োকে, গলায় চাপা অহঙ্কার। 'দরকার হলে শহরটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমি!'

'তোমার এত রাগের কারণ তো বুঝতে পারছি না,' কৌশল বদলাল মার্শাল, গলায় আপসের সুর। বুঝতে পেরেছে বাথান মালিককে খেপিয়ে লাভ হবে না। 'সবাই মিলে হামলে পড়েছ ব্রুকসের ওপর। অন্যায় করেছে তোমার ছেলে, অথচ তুমি আগুনটাকে আরও উস্কে দিতে চাইছ।'

'তুমি তো আর ছেলে হারাওনি, বুঝবে কি করে!' শ্লেষের সাথে বলল পারকার। 'যত অন্যায়ই করুক, ও আমার ছেলে। ওর মৃত্যুর শোধ আমি নেবই!'

'এমিলিওকে খুন করেও তোমার সাধ মেটেনি?'

'যার কারণে এত কিছু সে তো বহাল তবিয়তে আছে। আমি চাইলেও করবেট এখন আর থামবে না। ম্যাট লোগান আর ওই লোকটার বন্ধুরাও অসন্তুষ্ট হবে আমি যদি ওদের কেটে পড়তে বলি। বুঝতেই পারছ ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে ব্যাপারটা, আমার ইচ্ছের ওপর এখন আর নির্ভর করছে না।' থেমে সিগার ধরাল বুড়ো, একসঙ্গে অনেক ধোঁয়া টানতে গিয়ে কেশে উঠল। 'দুঃখিত, জ্যাক,

এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না। নিজ হাতে ছেলেকে কবরে শুইয়েছি আমি। একজন বুড়ো বাপের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ বোধহয় এটাই।'

'বোঝা গেল, তোমার কাছে অযথাই এসেছি।'

'করবেটকে দেখে যাও।'

'অভিযোগ করছ?'

'উঁহুঁ, হিসেবটা নিজেই মিটিয়ে ফেলতে পছন্দ করবে ও,' থেমে সিগারে টান দিল পারকার, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল মুখ। 'ও আবার সহজে কিছু ভোলে না। তোমার এত উতলা হওয়ার কিছু নেই। মাত্র তো ক'টা দিন, ব্রুকসও একা। জেফরির লোকজন প্রথম দফায় শেষ করে ফেলবে ওকে। ভাড়াটে লোকগুলোকে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন। তোমারও আর মাথা ঘামাতে হবে না। হতচ্ছাড়া এ শহরের চেয়ে ওদের জন্যে ঢের মজার শহর পড়ে আছে।'

উঠে মাথায় হ্যাট চাপাল জ্যাক হবস। বেরোতে গিয়েও দরজার কাছে ফিরে দাঁড়াল। 'তোমার ক্রুদের আবার অন্য বাথানগুলোর পেছনে লাগিয়ে দিয়ো না। তাহলে কিন্তু ভুল করবে। সবাই একাট্টা হলে তুমি টিকতে পারবে না, কারণ স্যামুয়েল ব্রুকসের গতি করার পর তোমার অবস্থা হবে অনেকটাই নড়বড়ে। ব্রুকস মামুলি কেউ নয়, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে ও এবং মরার আগে তোমার ক্রুদের যে ক'টাকে পারে খসিয়ে দেবে।'

'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।'

সেটা ঠিক, বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভাবল জ্যাক হবস, তোমার সাম্রাজ্য টিকে থাকলেই হলো। ব্রুকসের জন্যে করুণা অনুভব করল মার্শাল, শক্তপাল্লার এক শত্রু জুটিয়েছে ও। পারকার থামবে সবকিছু শেষ হওয়ার পর।

মার্শাল আর ডেপুটি বেরিয়ে যেতে আপনমনে হাসল জুলিয়াস পারকার। বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে পেয়েছে জ্যাক হবসকে, কারণটা কি? গত কয়েক বছরে এ লোকের আচরণ ছিল মেরুদণ্ডহীন একটা জীবের মত, সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে থাকত। ডেপুটি টিম ম্যাসনই শহরে কর্তৃত্ব করে এসেছে এ কারণে যে নিজের অফিস ছেড়ে বেরোয় না হবস। হঠাৎ করে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। খারাপ লক্ষণ। জ্যাক হবসকে তার ভালই চেনা আছে। যুবক বয়সের ক্ষিপ্রতা নেই ঠিকই, কিন্তু আত্মবিশ্বাসেরও কমতি নেই। পারকার জানে মার্শাল ওকে অপছন্দ করে, সে-ও। ঝামেলাটা মিটে গেলে টাইট দিতে হবে হবসকে, সিদ্ধান্ত নিল বার-পি মালিক। করবেটকে লেলিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যাবে। হতচ্ছাড়াকে একেবারে শেষ করে দিলেও অবশ্য মন্দ হয় না। কিন্তু তা করতে হলে অন্য কারও সাহায্য লাগবে, করবেট এ কাজের উপযুক্ত নয়। বাফেলো টাউনের শুরুতে বহু ফাস্টগানকে সামাল দিয়েছে হবস, তার কিছুটাও যদি অবশিষ্ট থাকে তো অনায়াসে ফোরম্যানকে মোকাবিলা করতে পারবে। কারণ পিস্তলের চেয়ে মুঠি চালাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে জেফরি করবেট। ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে বরং অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়াই সবদিক থেকে ভাল হবে, এমন কেউ যে আইনের লোককে খুন করতে পিছ-পা হবে না।

'অ্যাল!' মেঝো ছেলেকে ডাকল পারকার। 'জেফরিকে ডাকো।'

'ও তো অসুস্থ, বাবা।'

'পায়ে হেঁটে আসবে সে, হামাগুড়ি তো দিতে হবে না!' বিরক্তি প্রকাশ করল বার-পি মালিক।

একটু পর কামরায় প্রবেশ করল করবেট। এমনিতে সে বিশালদেহী, তারওপর ব্যান্ডেজ থাকায় হাতগুলোকে প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। সামনে এসে দাঁড়াল ও, অস্বস্তিভরে তাকাল মালিকের দিকে।

'সাপারের পর তৈরি হতে বোলো ওদের,' দৃঢ় কণ্ঠে আদেশ করল জুলিয়াস পারকার। 'ব্রুকসের বাথানে গিয়ে নজর রাখবে। মাঝরাতের দিকে কেবিনটা ঘেরাও করার পর কাজ শেষে পুড়িয়ে দেবে।'

'আমি তো রাইড করতে পারব না, বস্।'

'তোমাকে রাইড করতে বলল কে?' বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল বুড়োর কপাল। 'কি করতে হবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দাও ওদের, কোথাও যেন ভুল না হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনতে চাই, স্যামুয়েল ব্রুকস নামে বেসিনে কেউ নেই।'

পাঁচ

সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করে নিয়েছে স্যামুয়েল ব্রুকস। আগাম বিপদ টের পাওয়ার সহজাত প্রবণতা আছে ওর মধ্যে। কারণ বিপদ ওর বহু পুরানো বন্ধু। পারকারের রাইডারেরা যে কোন সময়ে হামলা করতে পারে, কেবিনের চার দেয়ালের মধ্যে ওকে পেয়ে গেলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। সন্ধের পরপরই তাই সব্জি বাগানের পেছনে, উইলো ঝোপের পাশে আশ্রয় নিয়েছে। জায়গাটা এমন কেবিন ও তার আশপাশের সবকিছুই স্পষ্ট চোখে পড়বে, অথচ আগে থেকে জানা না থাকলে ওদিক থেকে ওর অবস্থান আঁচ করা কঠিন।

অন্যদিনের চেয়ে একটু আগে সাপার সেরেছে ও, তারপর হেনরীটা নিয়ে উইলো ঝোপের কাছে চলে এসেছে। ঘাসের ওপর বেডরোল বিছিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে, নির্জন প্রেইরিতে চোখ। চাঁদের ম্লান আলো নিকষ কালো আঁধার দূর করতে পারেনি। দশ হাত দূরে রোয়ানের অস্পষ্ট নড়াচড়া টের পাচ্ছে। এমিলিওর গেল্ডিংটাকে প্রেইরিতে ছেড়ে দেয়ার পর থেকে গরুগুলোর সাথেই থাকছে, খাওয়ার সময় হলে কেবিনের কাছে চলে আসে। ঘোড়াদুটোর ওপর আস্থা আছে ওর, বিশেষ করে দীর্ঘদিনের সঙ্গী রোয়ানের ওপর। অনাহূত কেউ আসামাত্র ওকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া ও নিজে তো আছেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঠিক ঠিক আগে থেকে টের পেয়ে যায় ও, বহুবার এমন হয়েছে। কেউ এলে একেবারে নিঃশব্দে আসা অসম্ভব, সুতরাং ও টের পাবেই। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ করেই। মুখের ওপর থেকে হ্যাট সরিয়ে উঠে বসল ব্রুকস, কোলের ওপর তুলে নিল হেনরীটা। কেবিনের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, পোর্চে কয়েকটা ছায়া দেখে একটুও অবাক হলো না। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন,

সপাটে দরজা আটকে দিল। 'হারামজাদা ভেগেছে!' চাপা স্বরে বলল সে, 'কেবিনে আগুন লাগিয়ে দাও।'

নড়েচড়ে উঠল লোকগুলো। দূরে দাঁড়ানো ঘোড়ার স্যাডল থেকে বড়সড় একটা টিনের পাত্র নিয়ে এল একজন, মুখ খুলে ভেতরের তরল দেয়ালে ছিটাতে শুরু করল, শেষে ছাদে ছুঁড়ে মারল।

প্রমাদ গুনল ব্রুকস, নিজের অবস্থান ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। নইলে কেবিনটাকে রক্ষা করা যাবে না, সাথে ওর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সব যাবে। হেনরী কক্ করল ও, নির্জন রাতে শব্দটা তুলনামূলক জোরাল শোনাল। কাঠ হয়ে গেছে সবক'টা ছায়া। 'ও কাজ কোরো না, তাহলে কিন্তু গুলি করব।'

'সাহস থাকে তো সামনে এসো!' উস্কানি দিল একজন।

ডানদিকে চারহাত দূরের বোল্ডারের দিকে তাকাল ব্রুকস, অনায়াসে ঝাঁপ দিয়ে ওটার পেছনে আড়াল নেয়া যাবে। এদিকে ওর অবস্থান আঁচ করার চেষ্টা করছে লোকগুলো, সুযোগ পেলেই কোমরে হাত বাড়াবে। সময় যেন আটকে আছে। পায়ের ভর বদল করল একজন, হঠাৎ করে পাশে সরল সামনের লোকটা। তাতে আড়ালে পড়ে গেল পরের জন। ফশ্‌শ্ করে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠল। ওরা এতটা সাহস দেখাবে ভাবতে পারেনি ব্রুকস, তবে নির্দ্বিধায় গুলি করল। রাইফেলের ভারী গর্জনে কেঁপে উঠল প্রেইরির জমাট নিস্তব্ধতা। ঢলে পড়ল সামনের বার-পি ক্রু, দেয়াশলাইয়ের কাঠিসহ হাতটা শরীরের নিচে চাপা পড়ে গেল।

ঝটিতি ঘুরেই আন্দাজের ওপর গুলি করল পেছনের লোকটা। ব্রুকসের দু'হাত দূরে একটা বার্চের গুঁড়িতে গিয়ে বিঁধল। ফের গুলি করল ও, ফলাফল দেখার অপেক্ষায় না থেকে ঝাঁপ দিল। গড়ান দিয়ে চলে এল বোল্ডারের আড়ালে। জায়গাটায় যেন নরক ভেঙে পড়ল এরপর, সমানে গুলি করছে ওরা।

অপেক্ষা। প্রথম ঝাপটা কেটে যেতে থেমে গেল গুলির শব্দ। বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। মাথা সরিয়ে তাকাল ব্রুকস, চারটে ছায়া, সবার ডান হাত লম্বা। একপাশে সরে গেল দু'জন। বোল্ডারের আড়াল থেকে শরীর বের করল ও। নড়াচড়া টের পেয়ে গেল বার-পি ক্রুরা, কিন্তু সুযোগ পেল না। ব্রুকসের গুলিতে থেমে গেল সামনের জন, ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। অন্যরা ঝাঁপ দিয়েছে, মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে চাইছে শরীর।

সামলে নিয়ে আরেকপশলা গুলি চালাল ওরা, কিন্তু ততক্ষণে নিরাপদে সরে পড়েছে ব্রুকস।

মিনিট দশ ঠায় পড়ে থাকল ও। প্রতিপক্ষের সাড়া নেই। পিঠটান দিল নাকি? অন্তত দু'জন মরেছে, তবু বলা যায় মোটেই আনাড়ি ছিল না লোকগুলো। ভড়কে দিয়ে ফায়দা লুটেছে ও। আরেকটা সুবিধা ছিল—বার-পি ক্রুদের মত ওকে খোলা জায়গায় থাকতে হয়নি। লড়াইয়ের সমীকরণ যখন অসমান তখন প্রতিপক্ষের দুর্বলতাই ওর পুঁজি। এটাও ঠিক একই ভুলও ওরা বারবার করবে না।

ধীরে নিঃশব্দে সরে এল ও। পেছনে ঘন উইলো ঝোপ, চাপ চাপ অন্ধকারের পটভূমিতে ওকে চোখে পড়ার কথা নয়। অনেকক্ষণ পর দুটো ছায়া চোখে পড়ল,

পিছু হটছে। আপাতত বোধহয় ঝামেলা বিদায় হয়েছে। একটু পর দিগন্তের আবছা অবয়বে দেখা গেল ঘোড়সওয়ারদের, তিনজন। বার-পি বাথানের দিকে যাচ্ছে।

কেবিনের সামনে খোলা জায়গায় দৃষ্টি বুলাল ও, নিথর একটা দেহ পড়ে আছে পোর্চে। একটু দূরে করালের কাছে আরেকজন। তিন নম্বরকে পাওয়া গেল সব্জি বাগানের একেবারে কিনারায়। সম্ভবত মৃত। নিশ্চিত হতে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, তারপর বেরিয়ে এসে লাশগুলো পরীক্ষা করল।

কফির তেষ্টা পেয়েছে। কেবিনের ছাদ ও দেয়ালে তেল ঢেলেছে লোকগুলো, চুলো জ্বালানো বিপজ্জনক হতে পারে। পোর্চে উঠে এসে পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল লাশটা, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল। তিন বছর ধরে থাকছে এখানে, অন্ধকারেও অনায়াসে তাই চলতে পারছে। রান্নাঘরে চলে এল ও, হাতড়ে ওঅশ বেসিনের পাশে পেল কেতলিটা। ওটায় পানি ঢেলে মগ, চিনি আর কফির গুঁড়ো নিয়ে বেরিয়ে এল। উইলো ঝোপের পেছনে খোলা জায়গা দেখে মাটিতে গর্ত করল, আগুন জ্বালিয়ে তিনটা পাথরখণ্ডের ওপর কেতলি চাপিয়ে দিল।

মগভর্তি গরম কফি নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় বসল ও। ধীরে চুমুক দিচ্ছে। বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত না নিলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হত, ভাবছে ও। চমৎকৃত হওয়ার কিছু নেই, জানত এরকম কিছু হতে পারে। ধরে নেয়া যায় বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। বার-পি এত মরিয়া হয়ে যায়নি যে আজ রাতেই ফের হামলা চালাবে। মরার ভয় ওদেরও আছে, তাছাড়া লড়াই করতে যারা এসেছিল কেউই বোধহয় পারকারের নিজস্ব লোক নয়। ভাড়াটে লোকের আগ্রহ কখনোই আন্তরিক হয় না। ওরা লড়াই করবে তখুনি যখন সাফল্যের পাল্লা নিজেদের দিকে ভারী থাকবে।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। চারপাশের ফিকে আলোয় নির্জন প্রেইরি ঝাপসাভাবে চোখে পড়ছে। পায়ে বুট গলিয়ে কফির পানি চড়াল, তারপর কেবিনে এসে ঢুকল। হাত-মুখ ধুয়ে শুকনো জার্কি আর বিস্কুট দিয়ে নাস্তা সেরে নিল। কফির মগ হাতে বিতৃষ্ণার সাথে দেখল লাশগুলো। বিন্দুমাত্র করুণা হচ্ছে না। অস্থির অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনটা পেছনে ফেলে এসেছিল ও, এরা ওকে বাধ্য করেছে সে-জীবনে ফিরে যেতে। মাসুল তো দিতেই হবে, হয় তাদেরকে নয়তো ওকেই।

কফি শেষ করে মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করল, বেডরোল গোটাল এরপর। এমিলিওর গেল্ডিংটা কাছে চলে এসেছে। করালে গিয়ে দুটো ঘোড়ারই যত্ন নিল। শেষে গেল্ডিঙের পিঠে স্যাডল চাপাল, আপত্তি করল না ঘোড়াটা। দূর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে রোয়ানটা, পছন্দ বা অপছন্দ কোনটাই করছে না। আপনমনে হাঁসল ক্রকস, ঘোড়াটা ওর মতই—প্রয়োজন ছাড়া নিরুৎসাহী, ধীর-স্থির কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল।

গেল্ডিঙে চড়ে তৃণভূমিতে এল ও। কয়েকটা গরু সীমানার কাছাকাছি চলে গেছে, বেশ কসরৎ করে ফিরিয়ে আনল ওগুলোকে। সব্জি বেড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এরপর। চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রাখছে, জানে বার-পি আবারও চড়াও হতে পারে।

জুলিয়াস পারকারকে রীতিমত ঘৃণা করতে শুরু করেছে ব্রুকস। নিজের লড়াই অন্যকে দিয়ে করায় দুর্বল ও কাপুরুষেরা, পারকার তেমনই একজন। কিন্তু এ তল্লাটে সবচেয়ে বেশি প্রতাপ তারই। হাস্যকর। নিজের তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যূহের ভেতর লোকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ঠিকই, দেয়ালটা একবার ভেঙে গেলে ইঁদুরের মত ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে।

পারকারের পরবর্তী চাল অনুমান করতে কষ্ট হয় না। টাকার পরোয়া না করে আরও লোক আনবে। ভয়ঙ্কর কিছু লোকের আনাগোনায় ভরে যাবে বেসিন। সত্যিকার কিছু টাফ লোকও আসবে যাদের গতরাতের মত সহজে ভড়কে দেয়া কিংবা কাবু করা যাবে না। তবে এসব নিয়ে খুব একটা ভাবছে না ব্রুকস। একসময় নিজের হাতে ভাগ্য গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু নিয়তি ওর পিছু ছাড়েনি, পুরানো জীবনে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছে সবকিছু, ও কেবল টিকে থাকার চেষ্টা করবে। এতগুলো লোকের সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব, জানে, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া ওর ধাতে নেই। পরিণতি নিয়েও ভাবছে না। ব্রুকস জানে, দেখেছেও বহুবার–একজন বন্দুকবাজের মৃত্যু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় বন্দুকের গুলিতে। তেমন করে মরতে হবে ওকে, হয়তো আজ বা কাল···কিংবা আরও পরে। নির্ভর করে কিভাবে টিকে থাকছে তার ওপর।

পুব দিগন্তে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। সীমের চারাগুলোর মাঝখান থেকে দ্রুত কয়েকটা আগাছা তুলে নিল। একবার নজর বুলাল রাইফেলের ওপর, নাগালের মধ্যেই আছে। লাশগুলোর কথা মনে পড়তে উঠে পড়ল। টেনে ঝোপের কাছে এনে রাখল ওগুলো। কাজটা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আগন্তুকদের পরিচয় আন্দাজ করতে পারছে বলেই করল।

পোর্চে দাঁড়িয়ে বাপ-বেটির ওপর নজর বুলাল ব্রুকস, তৃণভূমি আর পর্বতমালা দেখছে ওরা। ঠোঁট নড়ছে, আলাপের বিষয়বস্তু ব্রুকসের কানে না এলেও আঁচ করতে পারছে। কাছে আসার পর জেমস ফ্ল্যাগানের কথায় ওর ধারণাই সত্যি হলো।

'দারুণ এক বাথান!' অকৃত্রিম প্রশংসা সার্কেল-এফ মালিকের কণ্ঠে। 'পাঞ্চাররা বলাবলি করত কিন্তু কখনোই আমল দেইনি আমি। স্যাম, মনে হচ্ছে কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব এটা, অন্য কেউ পারত না। নালা কেটে, ঝর্নার গতিপথ বদলে দিয়েছ। আর তাতে সবকিছু এভাবে বদলে যাবে কে ভেবেছিল! তোমার অনেক আগে এখানে এসেছি আমরা, কিন্তু এরকম ধারণা কারও মাথায়ই আসেনি।'

ফ্ল্যাগান-কন্যার দিকে তাকাল ব্রুকস। নিতান্ত সাধারণ স্কার্ট-ব্লাউজে অপূর্ব লাগছে। মহিলাদের সাথে মেশার অভিজ্ঞতা ওর বলতে গেলে নেই, কিন্তু কোন্ মুখ কতটা সুন্দর তা ভাল করে জানে।

ওর আশঙ্কা লাশগুলো হয়তো মেয়েটার চোখে পড়ে যাবে, তাহলে অস্বস্তিতে ভুগবে লরিয়া।

স্যাডল ছেড়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল জেমস ফ্ল্যাগান। 'তবে সবার আগে খুশি হয়েছি তোমাকে খাড়া থাকতে দেখে।'

ব্রুকসের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনলাম। নিশ্চয়ই হামলা করেছে বার-পি। ক'জন এসেছিল?'

'ছয়জন।'

'ফিরে গেল ক'জন?'

অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে লরিয়া, ওদের এসব আলাপ ভাল লাগছে না। সব্জি বাগানের ওপর চোখ পড়তে আঁতকে উঠল, চোখে বিস্ময়। 'বাবা, দেখো···লোকগুলো, ওরা কি সত্যি···'

'লরা, ভেতরে গিয়ে কফি তৈরি করবি?' দ্রুত বলে উঠল ফ্ল্যাগান, মেয়েকে সরিয়ে দিতে চাইছে। লরিয়া কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়তে বাগানের দিকে এগোল। কাছে গিয়ে লাশগুলো উল্টে চেহারা দেখল। 'সবক'টা বদমাশ! এর আগে একজনকেও দেখিনি, কিন্তু ওরা যে নির্দয় খুনী তা মরার পরও ওদের চেহারায় লেখা রয়েছে।' ফেরার সময় সিগার ধরাল সার্কেল-এফ মালিক। 'এতদিনে শিক্ষা হবে বুড়ো ভামটার! আজীবন অন্যের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে, এবার মজা বুঝবে। তুমি লোকটা আসলেই অসাধারণ! শুধু খাটতেই জানো না, বুকের পাটাও আছে। তোমার জায়গায় হলে আমি কখন সটকে পড়তাম!'

ক্ষীণ হাসল ব্রুকস যদিও একমত হতে পারল না। ফ্ল্যাগানদের আত্মসম্মানবোধ খুব প্রখর, আইরিশদের মধ্যে বরাবর যা দেখা যায়। এ লোক মরবে কিন্তু পালাবার দলে নয়।

'তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, স্যাম। দু'জন কাউহ্যান্ডকে ধার দিতে পারি, তবে এটা ঠিক, তোমার মত লড়তে পারবে না ওরা। অবশ্য বাথানের কাজে সাহায্য করতে পারবে।'

'সার্কেল-এফকে এর সাথে জড়াতে চাই না আমি।'

'লরিয়াকে নিয়েই তো ঝামেলার শুরু। তুমি অস্বীকার করলেও আমি মনে করি সার্কেল-এফ প্রথম থেকে এতে জড়িয়ে আছে।'

'তোমার লোকগুলো কেমন, ফ্ল্যাগান? তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। দু'একজনের সাথে আমার কথাও হয়েছে। উঁহুঁ, নিরীহ লোকগুলো পারকারদের তোপের মুখে পড়ুক তা আমি যেমন চাই না তেমনি ওরাও চাইবে না।'

'এই, বাবা,' ভেতর থেকে ডাকল লরিয়া। 'কফি হয়েছে, এসো তোমরা।'

ফ্ল্যাগান এগোতে অনুসরণ করল ব্রুকস। টেবিলে অপেক্ষা করছিল লরিয়া, মগপূর্ণ ধূমায়িত কফি আর বিস্কুট পরিবেশন করেছে।

'লরা, আমরা ওর বাড়িতে এলাম নাকি ও আমাদের বাড়িতে এল?' সহাস্যে জানতে চাইল সার্কেল-এফ মালিক।

আভা ছড়াল মেয়েটার ফর্সা গালে। 'চুপ করবে?' কড়া দৃষ্টিতে দেখছে বাপকে, ব্রুকসের অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে তাকাল একবার, তারপর বাপের পাশে বসে পড়ল। 'শোনো, বুড়ো, তোমার মুখটা থামাও নইলে লবণ মেশানো কফি জুটবে কপালে। ভুলে যেয়ো না কফি তৈরি করার অনুরোধ তুমিই করেছিলে।'

'টিম ম্যাসনের মত?' সশব্দে হেসে উঠল সার্কেল-এফ মালিক। 'কিন্তু ছেলেটা তো মোটেও খারাপ নয়, অন্তত আমার দৃষ্টিতে। চাকুরিটাও ভাল। কেমন জবরদস্ত প্রভাব ওর সারা তল্লাটে!' নিখাদ কৌতুক ফ্ল্যাগানের চোখে।

'আমি ওকে পছন্দ করি না, ব্যস!' অধৈর্য দেখাল মেয়েটাকে। 'ও আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই কফির সাথে লবণ মিশিয়ে দিয়েছি। এতে অন্তত একটা লাভ হয়েছে, ও আর আমার ধারে-কাছে ঘেঁষছে না।'

কৌতুক বোধ করল ব্রুকস। ডেপুটির সাথে তামাশা করার ভাল উপাদানই পেয়েছে মার্শাল জ্যাক হবস।

'ওকেও লবণ মেশানো কফি দিলি নাকি?'

বিমূঢ় দেখাল লরিয়াকে, খানিকটা ফ্যাকাসেও। 'না!' নিচু স্বরে প্রতিবাদ করল।

ফ্ল্যাগানের হাসি থামছে না। 'তোকে ম্যাসনের মত বিরক্ত করলে?'

'ও আমাকে বিরক্ত করেনি, বরং আমরাই...'

'বুঝলে, স্যাম,' উৎফুল্ল স্বরে মেয়েকে বাধা দিল ফ্ল্যাগান। 'আমার খুব ভাল লাগছে এ জন্যে যে শেষপর্যন্ত কোন পুরুষকে মনে ধরেছে ওর।'

ব্রুকসের সাথে চোখাচোখি হলো লরিয়ার, সবুজ চোখে আহত দৃষ্টি। বাপের ওপর অভিমানাহত মনে হচ্ছে ওকে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাপের দিকে তাকাল মেয়েটা, দৃষ্টি বদলে গিয়ে প্রচ্ছন্ন রাগ ফুটে উঠেছে। 'আমাকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্যে এখানে এসেছ, বাবা? তুমি চুপ না করলে আমি চলে যাব।'

দু'হাত তুলে হার মানল সে। 'দুঃখিত, ম্যা'ম। আমি ভাবলাম...'

'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না!'

মেয়ের অগ্নিমূর্তি দেখে বাধ্য শিশুর মত মাথা কাত করল বাথান মালিক। কিন্তু মুখে চাপা হাসি লেগে থাকল। লরিয়া মগগুলো নিয়ে বেসিনের দিকে চলে যেতে মুখ টিপে হাসল। 'তুমি কিছু মনে করছ না তো, স্যাম?' ব্রুকসের দিকে সরে এসে নিচু কণ্ঠে বলল: 'আমাদের বাপ-বেটিতে খুনসুটি লেগেই থাকে। আমি খুব উপভোগ করি। ওকে কত সহজে রাগানো যায় তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

কিছু না বলে সিগারেট ধরাল ব্রুকস।

'তোমার সামনে কঠিন সময়, বাছা। পারকার খুব নাছোড়বান্দা লোক। তুমিও কম যাও না দেখছি, মাটি কামড়ে পড়ে আছ। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, বয়। ক্ষমতায় কুলালে সাহায্য করতাম। কিন্তু আসলে তেমন কিছু করার নেইও। সবাই যখন কাল রাতের ঘটনা শুনবে, অবাক হয়ে যাবে। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে কি করে টিকে আছ এটা ওদের জন্যে গবেষণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

টিম ম্যাসনের মত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে, ভাবল ব্রুকস। 'মার্শাল কেমন লোক?'

'জ্যাক হবস?' খানিক ভেবে বলতে শুরু করল সার্কেল-এফ মালিক। 'একসময় ওকে দেখে অ্যার্পের কথা মনে হত আমার—সাহসী, দুর্ধর্ষ এবং

বেপরোয়া। বাফেলো টাউনের শুরুতে খুনে-বদমাশে ভরে গিয়েছিল শহরটা, ফ্রেডারিক পারকার পরোক্ষভাবে মদদ দিত। যখন অতিষ্ঠ হতে বাকি, হঠাৎ হাজির হলো ও। বিশ্বাস করব কি, ওকে দেখে হাসি থামাতে কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। মদে চুর হয়ে আছে, নোংরা কাপড় পরনে। ঘোড়া তো ছিলই না পিস্তল পর্যন্ত খুইয়েছে। এমন লোক যদি বলে দুই হাজার ডলার পেলে শহরটা সাফ করে দেবে তাহলে না হেসে উপায় আছে? পাত্তা দিলাম না আমরা। ও চলে গেল, লকহার্টের সেলুনে হুইস্কির বোতল নিয়ে বসল। রাতে ওর সাথে টক্কর বাধল টমাস হার্ডির। সে তখন শাসন করছিল শহরটা। দু'জনে মিলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিল সেলুনে। হার্ডিকে ধরে আচ্ছামত পেটাল ও, নিজেও অবশ্য কম খায়নি। পরদিন ওর কাছে গেলাম আমরা, দাবি বেড়ে গেল ওর। দুই হাজার ডলার, পিস্তল-রাইফেল আর একটা ঘোড়ায় রফা হলো। দশদিনের মধ্যে শহরটা খালি করে ফেলল হবস। এরপর থেকে বলতে গেলে বাফেলোতে বড় কোন ঝামেলা হয়নি, তা কেবল ওর কারণেই। যদিও মদ ওকে শেষ করে দিয়েছে। তবু, ভুলেও ওর সাথে লাগতে যেয়ো না। বয়স হলেও এখনও সমানে দু'হাতে গুলি চালাতে পারে। মাতাল অবস্থায়ও ওর মাথাটা পরিষ্কার থাকে। ওকে সৎ হিসেবে জানি আমরা।'

'টিম ম্যাসন?'

'অপদার্থ একটা। শহরে রাজত্ব ওরই, দরকার না পড়লে হবস বেরোয় না কি-না।'

দ্বিতীয় দফায় কফি পরিবেশন করল লরিয়া। 'এর আগে ছিলে কোথায়, স্যাম?' কফিতে চুমুক দিয়ে হঠাৎ জানতে চাইল জেমস ফ্ল্যাগান।

'আসলে নির্দিষ্ট কোথাও থাকিনি আমি। সারা বছর চলার মধ্যে কাটিয়ে দিতাম, ইচ্ছে হলে হয়তো থেমেছি কোথাও। হাঁপিয়ে উঠলে আবার পথ-চলা।' ব্রুকস খেয়াল করল অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে সার্কেল-এফ মালিককে। ওর অতীত ঘাঁটার ইচ্ছে তার পূরণ হয়নি।

'এখানেও কি সেরকম থাকছ?' লরিয়ার প্রশ্ন।

'না। এখানে বসতি করতেই এসেছি। ছুটে ছুটে ক্লান্তি লাগছিল, বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চাই।'

'বলো কি! বয়েস কত হলো তোমার, স্যাম? সারা জীবনই তো সামনে পড়ে আছে!'

'সাত বছর বয়স থেকে আমি পথে পথে ঘুরছি, ফ্ল্যাগান। ঘুরতে খারাপ লাগে না, কিন্তু অনেকেই পিস্তলের নলের আগায় পেতে চায় আমাকে। আর আমি তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কাজ হয় না তাতে। একজোড়া পিস্তল এড়িয়ে গেলে পড়তে হয় আরেক জোড়ার সামনে। এই টানাপোড়ন আর চাই না। ভেবেছি এখানে যদ্দিন থাকব ওসবে আর ফিরে যাব না। সবকিছু পেছনে ফেলে শান্তিতে থাকতে চাই, কাউকে যেমন ঝামেলায় ফেলার ইচ্ছে নেই তেমনি চাই না কেউ অযথাই আমাকে ঝামেলায় ফেলুক।'

'একজন নিঃসঙ্গ যুবকের চিন্তা!' কৌতুকপূর্ণ স্বরে মন্তব্য করল ফ্ল্যাগান,

হাসছে। 'এ তল্লাটের মেয়েদের জন্যে সুখবর!'

জেমস ফ্ল্যাগানের চরিত্রের থই পাচ্ছে না ব্রুকস। খুব দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করছে, কখনও খুব গম্ভীর, সিরিয়াস আবার কখনও বেখেয়ালী মনে হচ্ছে। আগাগোড়া আমুদে লোক, নিজের মেয়েকে অস্বস্তিতে ফেলেও আনন্দ পাচ্ছে। একটা ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিত ও–ফ্ল্যাগানরা ভাল মানুষ এবং ওর শত্রু হতে যাচ্ছে না।

'তোমার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' নিচু স্বরে বলল সার্কেল-এফ মালিক, গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'আসলে তুমি কে? উঁহুঁ,' ব্রুকস কিছু বলতে যেতে হাত তুলে বাধা দিল। 'বুঝতে পারছি নিজের পরিচয় জানাতে তোমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। হয়তো দু'দিনের মধ্যে তা জেনে ফেলবে জ্যাক হবস। আমার মাথা-ব্যথা কেবল এক জায়গায়–আইন তোমার পিছু নিচ্ছে না তো?' কঠোর হয়ে এল তার কণ্ঠ। 'আমি চাই না কোন জোচ্চোর বা খুনে-বদমাশের সাথে আমার বন্ধুত্ব থাকুক। আর, তেমন কারও কাছে আমার মেয়ে আসুক তা-ও চাই না।'

ক্ষীণ হাসল ব্রুকস। 'তুমি তো মানুষ চেনো, কি মনে হয় আমাকে?'

'টাফ একজন লোক। বাথান মালিক হিসেবে ঠিক মানায় না,' একটু থামল ফ্ল্যাগান, ভাবছে। 'না, ভুল বললাম। বাথানের কাজ যে কারও চেয়ে ভাল জানো, এটা তুমি প্রমাণ করেছ।...আসলে আমার মাথায় কেবল গতরাতের ঘটনাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ছয়জনের বিরুদ্ধে একা। আবার বোলো না যে এটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে। তো ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? দুর্ধর্ষ একজন লোক লুকিয়ে আছে মরগান পিক্‌সের উপত্যকায় যাকে খোঁচাতে এসে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পারকাররা।...নাহ্, আমি বিভ্রান্ত। তবে এটা ঠিক, তোমার সাথে আমার শুভাকাঙ্ক্ষা থাকবে এবং খুশি হব যদি শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারো।' থেমে হাসল ফ্ল্যাগান, সিগার ধরাল।

'তুমি খুব সিগার টানছ, বাবা!' অভিযোগ করল লরিয়া।

'চুপ করে থাক্!' মেয়েকে কপট হুমকি দিল ফ্ল্যাগান। 'বড়দের ব্যাপারে নাক গলাবি না। বেশি জ্বালালে এক থাবড়া মারব!'

ছোঁ মেরে সিগার কেড়ে নিল লরিয়া, ওঅশ বেসিনে ছুঁড়ে ফেলল। বোকা বোকা দেখাচ্ছে সার্কেল-এফ মালিককে। তাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল মেয়েটা, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভুরু নাচাল। ব্রুকসের দিকে ফিরল এবার। নিশ্চিন্তে রোল করা সিগারেট ফুঁকছে ও, খানিক আগে ফ্ল্যাগানের বলা কথাগুলো সম্পর্কে ভাবছে। লরিয়ার সাথে দৃষ্টি এক হতে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল, তারপর ছাইদানিতে গুঁজে রাখল। 'একজন ভদ্রমহিলা যখন চাচ্ছে না কেউ তার সামনে ধূমপান করুক তখন তাকে সম্মান দেখানো ছাড়া উপায় থাকে না।' হালকা সুরে বলল ও।

'সব ব্যাটাই দেখছি টিম ম্যাসন!' ব্রুকসের প্রবোধে কাজ হলো না, গোমড়া মুখে কপট বিরক্তি প্রকাশ করল বাথান মালিক। 'আমার বাচ্চাটাকে খুশি করার তালে আছে কেবল!'

হেসে তামাশায় যোগ দিল ব্রুকস।

'বাবা, ওঠো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া ওর নিশ্চই কাজ আছে।'

'ইশ্‌শ্‌, গল্পটা তো ভালই জমেছিল!' উঠে দাঁড়াল ফ্ল্যাগান, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দরজার দিকে এগোল। 'ধন্যবাদ, স্যাম। সময়টা দারুণ কাটল।...প্রয়োজন হলে সোজা পুবদিকে ঘোড়া ছোটাবে, আমার র‍্যাঞ্চের আগে থেমো না।'

মৃদু হেসে পোর্চে বেরিয়ে এল ব্রুকস। বাপ-মেয়ে স্যাডলে চেপেছে।

'বিশ্বাস করো, বাছা, তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। দারুণ একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছ। যদি কখনও সিদ্ধান্ত নাও বেচবে, সবার আগে আমাকে জানিয়ো।'

'তোমার এই ইচ্ছেটা পূরণ হবে না। বিক্রি করে চলে যাওয়ার জন্যে কষ্টটুকু করিনি। তবে আমি মারা গেলে,' লরিয়ার দিকে তাকাল ব্রুকস, সবুজ চোখে কৌতূহল। মনে মনে আনন্দ পেল এই ভেবে যে ইচ্ছে করলে মেয়েটিকে দারুণ বিস্মিত করে দিতে পারে। 'বলছিলাম... আমার মৃত্যুর পর হয়তো একটা সুযোগ আসবে তোমার। পারকাররা সে-সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তো মুখিয়েই আছে।'

ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নিল জেমস ফ্ল্যাগান—মালিকহীন একটা বসতি হিসেবে। সন্দেহ নেই আসল ঘটনা তাকেও বিস্মিত করবে। পুলক অনুভব করছে ব্রুকস, ওর জন্যে এ ধরনের অনুভূতি এই প্রথম। নিজের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি কাউকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে অন্য এক ধরনের আনন্দ আছে।

'শহরে যাচ্ছে এমন কাউকে ট্রেইলে পেলে বলে দেব,' লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ফ্ল্যাগান। 'এতক্ষণে খবর পেয়ে না থাকলে চলে আসবে মার্শাল।'

'ধন্যবাদ, ফ্ল্যাগান।'

'সাবধানে থেকো, বাছা,' স্পার দাবাল সার্কেল-এফ মালিক। তার কণ্ঠের আন্তরিকতা ছুঁয়ে গেল ব্রুকসকে, তাকিয়ে থাকল ছোটখাট মানুষটার দিকে। নিঃস্বার্থভাবে কখনও ওর ভাল চায়নি কেউ, কেবল এমিলিও ছাড়া।

'মি. ব্রুকস?' লরিয়ার ডাকে চৈতন্য ফিরল ওর।

'কোন ভাবে কি পারকারদের এড়ানো যায় না?'

'হয়তো, যদি আমি পালিয়ে যাই।'

মাথা নাড়ল লরিয়া। 'তুমিও ওদের মত লোক ভাড়া করতে পারো।'

'ধারণাটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার অপছন্দ, তাছাড়া সে-সময়ও নেই।'

'খুব ভয়ঙ্কর লোক তুমি, তাই না?' তিরস্কার মেয়েটির কণ্ঠে। 'এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা ক'দিন টিকবে? সাহস দেখানোর একটা সীমা আছে, প্রথমেই সেটা পেছনে ফেলে এসেছ তুমি। শুধু বুকভর্তি সাহস নিয়ে কেউ টিকতে পারে?'

মাথা নাড়ল ব্রুকস। 'আরেকটা জিনিস আছে আমার। এখানে বসতি গড়ার স্বপ্ন।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে,' শ্রাগ করল লরিয়া। একবার তাকাল বাপের দিকে, ততক্ষণে বেশ দূরে চলে গেছে সে। 'তবে এটুকু বুঝতে পারছি পারকারদের মত তুমিও একরোখা আর অহঙ্কারী। এতকিছু ঘটতে দেখেও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে সব ঘটছে সামান্য একটা কারণে, আর তিন বছর

শান্তিতে কাটানো নিরীহ লোকটিই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বাফেলোয় যাওয়ার পথে সেদিন বাড পারকারকে এড়িয়ে যেতে পারতে তুমি। তাহলে এত লোক মারা যেত না, এত রক্তও ঝরত না।'

'তাহলে লরিয়া ফ্ল্যাগানকে অপমানিত হতে হত।'

ব্রুকসের চোখে দৃষ্টি রাখল লরিয়া। 'স্যামুয়েল ব্রুকস, তাতে তোমার কিছু আসত-যেত, এখন যে চড়া মাসুল দিতে হচ্ছে?'

'হয়তো, কিংবা না।...তোমার বাবা অপেক্ষা করছে, ম্যা'ম।'

'সার্কেল-এফের দরজা তোমার জন্যে খোলা থাকবে। তোমার সাহায্যে আসতে পারলে খুশি হব। আর...একদিন হয়তো আমার কোন প্রশ্নকেই এভাবে এড়িয়ে যাবে না তুমি।' সখেদে বলল মেয়েটা, দৃষ্টিতে একরাশ অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়ে লাগাম ঢিলে করতে এগোল ঘোড়াটা, কয়েক গজ এগিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘোড়াটা দৃষ্টির আড়াল হওয়া পর্যন্ত লরিয়ার অভিমানমাখা মুখ আর দৃষ্টি ভেসে থাকল ব্রুকসের চোখে। চাপা জেদ প্রকাশ পাচ্ছিল মেয়েটির চাহনিতে। চেষ্টা করেও তা ভুলতে পারছে না ব্রুকস।

কেবিনে ফিরল ও, নিজের ওপর বিরক্ত। অযথা অনেক সময় নষ্ট হলো। অলস দৃষ্টিতে তাকাল কামরার চারদিকে, কেবিনটার মায়া ত্যাগ করতে হচ্ছে। বার-পি ক্রুরা একবার চেষ্টা করেছিল, আবারও করবে। সারাক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়, আবার থাকাও বিপজ্জনক হবে। জিনিসপত্র যে ক'টা সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। চুলোয় স্টু চাপিয়ে কাজে নেমে পড়ল ও। দুপুর পর্যন্ত টানা কাজ করল, উপত্যকার গোপন একটা জায়গায় সরিয়ে ফেলল কেবিনের বেশিরভাগ জিনিসপত্র।

লাঞ্চ সেরে কফির মগ হাতে নিয়ে বসেছে এসময়ে নিজের জমির সীমানায় দেখতে পেল দু'জনকে। একজন ঘোড়ায় চেপেছে, অন্যজন একটা ওয়াগন চালিয়ে নিয়ে আসছে। সূর্যের আলো পড়তে ঘোড়সওয়ারের বুকে ঝিলিক দিয়ে উঠল কিছু একটা। ব্রুকস ধারণা করল লোকটা জ্যাক হবস, আর অন্যজন বোধহয় আন্ডারটেকার। ডেপুটি এত মোটাসোটা নয়।

চেয়ার ছেড়ে কেতলিতে পানি চড়াল ও। ঘড়ঘড় শব্দে ওয়াগনটা যখন বাইরে এসে পৌঁছাল, বেরিয়ে এল। সবে স্যাডল ছেড়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছে মার্শাল, বিরক্ত দেখাচ্ছে।

'একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি!' চারপাশে চোখ বুলিয়ে ঝোপের পাশে স্থির হলো মার্শালের দৃষ্টি। স্থূলদেহ টেনে নিয়ে এগোল সেদিকে। 'তুমি লোকটা মোটেও সুবিধের নও, স্যাম। ঝামেলা ছাড়া চলতেই পারো না।' পা দিয়ে ঠেলে লাশগুলো উল্টে দেখল। 'লেসলি উলফ আছে দেখছি, শয়তানটা মরে গিয়ে ভালই হয়েছে। অ্যাবিলিনের চৌহদ্দিতে রাসলিংটা বন্ধ হবে এবার। অন্য দুটোই বা কম কিসের! রাস্টি স্টুয়ার্ট আর বিল লয়ারী। নাহ্, মানতেই হবে তোমার ভাগ্যটা সত্যি ভাল। তিনজনের রিওয়ার্ডের টাকা, সব মিলিয়ে সাতশো। টাকা আসতে সময় লাগবে এবং তদ্দিন পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারো, নইলে তোমার উত্তরাধিকারীকে পৌঁছে দিতে হবে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটাও

ঝামেলার কাজ। দেখলে, স্যাম, ঝামেলার সাথে তোমার কেমন সখ্যতা?'

'বিল কারভারের কাছে চলে যেয়ো, ও জানে টাকাটা দিয়ে কি করতে হবে।'

'সব দেখছি আগে থেকে ভেবে রেখেছ!'

'বাজে লোক আমার সম্পত্তি ভোগ করবে কেন?'

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক হবস, মোটাসোটা সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'ও টোলবি, আন্ডারটেকার।'

মাঝবয়সী লোকটির দিকে ফিরে নড করল ব্রুকস, কফির আমন্ত্রণ জানাল। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, একাই লাশগুলো ওয়াগনে তুলতে লাগল। বয়স হলেও একটা লাশ বইবার মত শারীরিক সামর্থ্য তার যথেষ্টই আছে। কফির ব্যাপারে টোলবির চেয়ে মার্শালকেই বেশি উৎসাহী মনে হলো, ভেতরে এসে আয়েশ করে বসল।

'পুরো ব্যাপারটা ঘোলাটে লাগছে, স্যাম,' আলাপী সুরে শুরু করল জ্যাক হবস, কিন্তু গুরুত্বটা চাপা থাকল না। 'চারপাশে কিছু খোঁজ-খবর করতে গিয়ে ভয় ধরে গেছে আমার! অ্যারিজোনার তাবৎ বন্দুকবাজ এখন বাফেলো টাউনের পথে। তুমি বোধহয় এর কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে পারবে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মার্শাল।

কফি পরিবেশন করে চেয়ার টেনে বসল ব্রুকস, ক্ষীণ হাসল। 'দুঃখিত, জ্যাক, সাহায্য করতে পারছি না। ওদের কাউকেই আমি ডেকে পাঠাইনি।'

অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখল হবস, কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর শ্রাগ করে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। 'আমি কিন্তু বলিনি যে তুমিই ভাড়া করেছ বা ডেকে পাঠিয়েছ ওদের। হতে পারে এরা কেউ তোমার বন্ধু, কেউ বা শত্রু। এসব লোক শেষপর্যন্ত জাঁকিয়ে বসবে এখানে। শহরটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বে, আমার দুশ্চিন্তার কারণ এটাই। নিরীহ লোকজনও যে মরবে না তার নিশ্চয়তা কি?' কফির মগ টেনে নিয়ে চুমুক দিল সে, খেই ধরল এরপর। 'তালিকাটা বেশ লম্বা। ইয়েলোস্টোনের খনিতে কাজ করছিল বিল লসন, পাঁচ দিন আগে রওনা দিয়েছে সে। সাথে ওর স্যাঙাৎ স্টিভ কোলম্যান। কার্লি ব্রনসন যাত্রা করেছে ফ্রগস রীভার সিটি থেকে। কয়েক মাস লাপাত্তা থাকার পর হঠাৎ করে টাকসনে দেখা গেছে টম স্টিরাপকে, সেখানে এক রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাফেলোর পথ ধরেছে ও। মন্টানা কিড, লিয়ন সিটির মার্শালকে খুন করার পর এদিকেই ঘোড়া ছুটিয়েছে। আরও কতজন যে হবে তা কে জানে! ভয়ঙ্কর ব্যাপার, গ্যারেটরা দুই ভাই নাকি কলোরাডো ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। সারা বছর ওখানেই কাটায় ওরা। যখন বেরিয়ে আসে নির্ঘাত কারও কপালে খারাবি থাকে।'

'লোকগুলোকে ঠিকমত দেখোনি তুমি,' মৃদু স্বরে অনুযোগ করল ব্রুকস।

'এই জীবনে কম দেখিনি,' প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় বিরক্ত দেখাল মার্শালকে। 'ওরা এখানে মরতে এসেছে!'

'কেউ পেছন থেকে গুলি করেনি এবং দু'একটা গুলি করার সুযোগ ওদেরও হয়েছে, এটা যদি তোমার মুখ থেকে বেরোয় তো আমার আর ঝামেলা থাকে না। কেউ বলতে পারবে না আমি ওদের অ্যাম্বুশ করেছি।'

'কেন তোমার পক্ষে বলব?' অধৈর্য দেখাচ্ছে হবসকে। 'আমি কারও পক্ষে নই। যা দেখেছি বুঝেছি, তা-ই আমার কাছে চূড়ান্ত। সিদ্ধান্তটা কারও বিরুদ্ধে গেলে আমার কিছু যায়-আসে না।'

'পারকার হয়তো বলবে ওদের অ্যাম্বুশ করা হয়েছে।'

'সেটা যে ধোপে টিকবে না এটুকু বোঝে ও,' টেবিলে চাপড় মারল মার্শাল, পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'দু'জনের খবর পাইনি আমি। ইয়েট অ্যার্প আর হারডিনের। অ্যার্প অনেকদিন থেকে নিখোঁজ, আমার ধারণা অ্যাবিলিনে সত্যিই মারা গেছে ও। ওর গল্পগুলোর মত এটাও অবশ্য গুজব। আর হারডিন তো ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় সারা পশ্চিমে। কেউ ওকে চেনে না।...তোমার বয়স কত, স্যাম?'

'উনত্রিশ।'

'হারডিনের সাথে ঠিক মেলে না। ওর সম্পর্কে যেসব গল্প চালু আছে তাতে ওকে আরও বয়স্ক মনে হয়। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। করবেটকে আগে থেকে চিনতে নাকি?'

'না।'

'ওর ওপর যেভাবে চোটপাট দেখালে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে আমার। বসে বসে মার খেল, টুঁ শব্দ করেনি, অথচ তোমার চেয়ে দেড়গুণ চওড়া সে। আতঙ্কে সিটিয়ে ছিল, ভয় পেয়েছিল তোমাকে, কেন? মামুলি একজন স্যামুয়েল ব্রুকসকে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?'

মার্শালকে দেখছে ব্রুকস। ফ্ল্যাগান ঠিকই বলেছে, লোকটার মাথা পরিষ্কার। আসল ঘটনা ঠিক আঁচ করে নিয়েছে। 'সেটা করবেট ভাল বলতে পারবে,' প্রত্যুত্তরে বলল ও। 'আমি ওদের বলেছিলাম টেবিল থেকে হাত সরালেই মনে করব ড্র করতে যাচ্ছে। প্রথমে না হলেও শেষে সাহস দেখিয়েছে লোগান আর ওর বন্ধু।'

'এবং মরেছে,' সিগার ধরিয়ে টান দিল হবস। ধোঁয়ার পেছন থেকে ভেসে এল পরের কথাগুলো। 'তিনজন লোক যাদের একজন ম্যাট লোগান, তুমি জানতে ড্র করবে ওরা। কিংবা কালকের কথাই ধরো, ছয়জনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে জেনেও তোমার বুক এতটুকু কাঁপল না। স্যামুয়েল ব্রুকসের জন্যে ঘটনাগুলো একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

'ভয় পাইনি তা কি বলেছি? তাছাড়া পরিস্থিতি আমার অনুকূলে ছিল।'

'আর হাসিয়ো না, স্যাম। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, ওরা কোন পাত্তাই পায়নি। এত সাহস বুকে নিয়ে চলে এরকম মানুষ এদেশে কমই আছে।'

'তুমি দেখছি আমাকে নায়ক বানিয়ে ছাড়বে,' হালকা সুরে বলল ব্রুকস। 'শুনতে অবশ্য মন্দ লাগছে না। কিন্তু আসল ব্যাপার অন্যরকম, এটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে এবং ভাগ্য ও পরিবেশের সহায়তা পেয়েছি আমি। কোণঠাসা হয়ে গেলে এমন হতেই পারে।'

বিরক্ত মনে হলো মার্শালকে। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল, টোলবি প্রবেশ করায় নিরস্ত হলো। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল কফির দিকে, এক চুমুকে শেষ করে

ফেলল। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল এরপর, দৃষ্টি সিলিংয়ের দিকে। 'বুঝলে বাছা, হারডিন ব্যাটাকে আমি ঠিক ধরে ফেলেছি। একমত না হয়ে তুমি আমার আনন্দটুকু মাটি করে দিচ্ছ।'

টোলবিকে কফি পরিবেশন করতে মিনমিন করে ধন্যবাদ জানাল সে।

'তোমার কাজ আরও বাড়বে, টোলবি। কাকে যে কখন বুটহিলে জায়গা নিতে হয় তার ঠিক নেই।'

সায় জানানোর মত একটা ভঙ্গি করল আন্ডারটেকার, কথা বলার চেয়ে কফিতে আগ্রহ বেশি।

'অনেকদিন থেকে শুনে আসছিলাম গ্যারেটেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে হারডিনকে,' আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল হবস। 'এখন দেখছি সেটাই ঠিক। পারকারদের টাকা বোধহয় বিফলে যাবে না এবার।'

'বাজে বকছ, জ্যাক। একজন মার্শাল ফ্যান্টাসি নিয়ে কাজ করে না।'

'নাম ভাঁড়িয়ে আশা করছ তোমাকে চিনতে পারবে না কেউ, এটাই তো সবচেয়ে বড় ফ্যান্টাসি!' মৃদু হাসল জ্যাক হবস, পকেট থেকে ছোট্ট একটা হুইস্কির বোতল বের করে অফার করল ওকে, ব্রুকস প্রত্যাখ্যান করায় খুশি মনে গলায় ঢালল তরল পানীয়। 'শেষপর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না, স্যাম,' ঠোঁট চাটল মার্শাল। পকেটে বোতল ঢোকানোর সময় খেয়াল করল বেরিয়ে যাচ্ছে টোলবি। 'সামনে কঠিন সময়, বাছা। ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। মনে হচ্ছে ঝামেলা আমাকেও পোহাতে হবে, গ্যারেটেরা শহরে এসে যদি বেতাল কিছু করে তবে কপালে খারাবি আছে আমার। ওদের দিকে পিস্তল তাক করতে আমার বুক কাঁপবে।'

'তোমার আশঙ্কা ঠিক না-ও হতে পারে।'

'আমি ভাল করেই জানি ওরা কেন কোথায় আসছে। যেখানেই যায় হারডিনের খোঁজ করে গ্যারেটেরা। ওদের দুর্ভাগ্য দেশটা অনেক বড় বলে এতদিন হদিস পায়নি। এবার নিশ্চিত হয়ে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, ওদের ছোট ভাইটাকে খুন করলে কেন?'

চুপ করে থাকল ব্রুকস।

'দেখো বাছা, রাখ-ঢাক করে লাভ হবে না। পারকার ভাল করেই জানে তুমি কে, নয়তো এত নামী-দামী গানম্যানরা বাফেলো টাউনে আসত না। তোমার আচরণও বলে দেয় তুমি সাধারণ কেউ নও। পারকারের ক্রুরা ছাড়া আর কেবল আমিই জানি তোমার পরিচয়। জেমস ফ্ল্যাগান বোধহয় কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে, তবে ও ভাবছে তুমি হয়তো বড়সড় কোন বন্দুকবাজ। শেষপর্যন্ত সবাই জানবে। তো লুকিয়ে রেখে লাভ কি?'

'আমার পরিচয় নিয়ে এত মাথা-ব্যথা হওয়া উচিত নয় তোমার। বাফেলোতে আরও অনেক কিছু ঘটছে।'

'তুমি একজন ভয়ঙ্কর লোক। মার্শাল হিসেবে বিপজ্জনক লোকের ওপর আমাকে নজর রাখতে হয়, পরিচয় জানা থাকলে সেটা সহজ হয়ে যায়।' আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে মার্শাল, দু'হাতে টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে এসেছে।

'তাছাড়া এবার পারকারকে চেপে ধরার চিন্তা করছে শহরের লোকজন। বাথান মালিকেরাও রাজি হবে। যার যার অবস্থান থেকে বার-পির বিরুদ্ধে একজোট হতে পারি আমরা। তুমি একা, সাহায্য ছাড়া বেশিদিন টিকতে পারবে না। আমরা তোমাকে সাহায্য করব যদি নিশ্চিত হতে পারি যে একজন সৎ লোককে সাহায্য করছি।'

'এমন কিছু আমি করিনি যাতে সন্দেহ করতে পারে কেউ, আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবে না।'

সায় জানাল জ্যাক হবস। 'কিন্তু অবস্থাটা এমন, তোমাকে নিজেদের একজন বলে ভাবতে পারছে না এখানকার কেউ। এ জন্যে যে তুমি কারও সাথে মিশতে চাওনি। তোমার আর পারকারদের মধ্যে ওরা পার্থক্য দেখে কমই।'

'ফ্ল্যাগানদের সাথে আমার পরিচয় আছে।'

'সেটা মাত্র কিছুদিন হলো। আর ঠিক এ জন্যেই তোমার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি আছে ওদের। বেসিনে ফ্ল্যাগানদের পরিচিতি সবচেয়ে ভালমানুষ হিসেবে। লরিয়াকে সাহায্য করে ওদের অনেকটা কাছে চলে এসেছ তুমি। এখন দরকার সবার আস্থা অর্জন করা। সবাই মিলে পারকারকে ঠেকাতে পারলে তোমাকে নিজেদের একজন বলে ভাববে ওরা।'

'দেখো, জ্যাক,' সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল ব্রুকস, ভাবছে অযথা কেন ওকে খোঁচাচ্ছে মার্শাল। 'তোমার খেলাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমাকে হারডিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোমার কি লাভ সেটাই মাথায় ঢুকছে না। শান্তিতে থাকতে এখানে এসেছি আমি, কেউ তাতে বাগড়া দিলে তাকে মাসুল দিতে হবে। আর···কারও সাহায্য আমার লাগবে না। নিজের ঝামেলা নিজেই মিটিয়ে নিতে পারব। কারও ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।'

বিমূঢ় দেখাল মার্শালকে। দু'হাতের আঙুলগুলো টেবিলে তাল ঠুকছিল, থেমে গেছে। চওড়া কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল। 'দারুণ একরোখা লোক তুমি, স্যাম। সবকিছু জেনেও কি করে অস্বীকার করছ মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'তুমি যেমন অযথাই খোঁচাচ্ছ আমাকে। আচ্ছা, আমার চেহারার কোন পোস্টার খুঁজে পেলে নাকি?'

'ওই কাজটা করছে টিম ম্যাসন। ওর ধারণা তুমি লুকিয়ে থাকা দাগী কোন আসামী। দিনকে দিন ওর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং তা প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। তবে ভুল পথে এগোচ্ছে ও। আমার স্থির বিশ্বাস তোমাকে অভিযুক্ত করা যায় এমন কিছু খুঁজে পাবে না।'

'আর তুমি?'

'সে-চেষ্টা আমি করছি না। কাঁচা কোন কাজ ওয়েসলি হারডিন করে না। ওর কাজে কোন খুঁত থাকে না।'

'হারডিন সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে তোমাকে?'

'বরং আগ্রহী বলতে পারো,' ব্রুকসের মুখে আটকে থাকল মার্শালের দৃষ্টি। 'পরিচিত হয়ে অবশ্য মন্দ লাগেনি। তবে আফসোস একটাই, নিজের চোখে একবার ড্র করতে দেখলাম না!' উঠে দাঁড়ানোর সময় অর্থপূর্ণ চাহনি হানল হবস,

অলস ভঙ্গিতে মাথায় হ্যাট চাপাল। 'কফির জন্যে ধন্যবাদ, বাছা।'

একই জায়গায় বসে থাকল স্যামুয়েল ব্রুকস। খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল একসময়। উঠে বেসিনের কাছে গিয়ে মগগুলো ধুয়ে নিল, মুছে তাকের ওপর রাখল। শুকনো জার্কি, সিদ্ধ সীম আর বেশ কিছু রুটি ভরল একটা প্যাকেটে। বেরিয়ে এসে দরজা আটকে দিল। আজকের পর আর কেবিনে থাকা সম্ভব কি-না জানে না কিন্তু যে কোন অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে চায় ব্রুকস। ওকে কোণঠাসা অবস্থায় পেয়ে যাক বার-পি ক্রুরা, সেরকম ইচ্ছে ওর মোটেও নেই।

পরের আক্রমণটা এল ভোরবেলা।

ছয়

বরাবরের মত ভোরে ঘুম ভাঙল স্যামুয়েল ব্রুকসের। চোখ বুজে শুয়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল চারপাশের শব্দগুলো। ভুল হলো না, ঘাসের ওপর দিয়ে বুক টেনে চলার হালকা শব্দ দ্বিগুণ সতর্ক করে তুলল ওকে। গড়ান দিয়ে নেমে এল মেঝেয়, রাইফেল তুলে নিয়েছে হাতে। জানালা দিয়ে তাকাতে, ফিকে আলোয় পঞ্চাশ গজ দূরে চলন্ত কয়েকটা ছায়া দেখতে পেল—পাঁচজন। কেবিনের ডানদিকে দেখল আরও চারজনকে। বন্ধ দরজার দিকে তাকাল ব্রুকস, বাজি ধরে বলতে পারবে এদিকেও কয়েকজন আছে। নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে ওরা, সহজ শিকারের আশায় উন্মুখ।

ক্রল করে ভেতরের কামরায় চলে এল ও। ছোট্ট করিডর পেরিয়ে উঠে দাঁড়াল। এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ মূল্যবান। পেছনের দরজার খিড়কি খুলে প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। দু'হাত দূরে মরগান পিকসের নিরেট শরীর। কেবিনের দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। পনেরো গজ দূরে করাল, পৌঁছাতে তিন সেকেন্ডের বেশি লাগল না। ঘোড়াদুটো সজাগ দাঁড়িয়ে। দেয়ালের আঙটায় ঝোলানো স্যাডল নামিয়ে রোয়ানের পিঠে চাপাল। পাশে ছোট একটা বোঁচকা, বিপদের আশঙ্কায় আগে থেকে ওতে খাবার ভরে রেখেছে। স্যাডল হর্নের সাথে ক্যান্টিন আর বোঁচকা ঝুলিয়ে, ঘোড়ার লাগাম হাতে সব্জি বেডের পাশ দিয়ে এগোল। দশ হাত দূরে ঘন অ্যাসপেনের পেছনে গোপন ট্রেইলের শুরু। রোয়ানটা দ্বিধা করছে, পাছায় চাপড় মেরে এগোতে বাধ্য করল ওটাকে। ঘোড়াটা অ্যাসপেনের আড়ালে চলে যেতে ফিরে এল করালের কাছে। ততক্ষণে টের পেয়ে গেছে প্রতিপক্ষ, সমানে রাইফেল খালি করছে। বাধ্য হয়ে বার্নের পাশে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল ব্রুকস। ষাট গজ দূরে আছে ওরা। তৃণভূমি থেকে ঢালু জমি যেখানে পাহাড়শ্রেণীতে গিয়ে মিশেছে ব্রুকসের অবস্থান ঠিক সেখানে, কিছুটা উঁচুতে। মাথা তুললে দেখতে পাবে ওদের, এবং ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলে গুলি লাগার সম্ভাবনা একেবারে নেই।

রাইফেল পাশে রেখে কোল্টগুলো হাতে নিল ও, গুলি থামার অপেক্ষায়

থাকল। বেশ কিছুক্ষণ পরে থামল ওদের গুলিবর্ষণ। সুনসান নীরবতা নেমে এল। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ও, পোর্চের কাছে পড়ে থাকতে দেখল চারটে দেহ। মাথা উঁচিয়ে দেখতে চাইছিল একজন, বুলেটটা কপালে বিঁধতে ঢলে পড়ল লোকটা। পাশেরজন, দশাসই শরীরে নড়তে দেরি করায় সেটাই তার কাল হলো–পেটে আর ঘাড়ে দুটো গুলি ঢুকল পরপর। নিথর হয়ে গেল দেহটা।

একপাশে রাইফেলের নিশানায় ওকে পেয়ে গেছে তিনজন, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ব্রুকস। দ্রুত সেদিকে ঘুরেই গুলি শুরু করল, পিস্তল দুটো খালি হওয়া পর্যন্ত থামল না। অন্তত দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে লোকগুলো।

পিস্তলের খালি চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে ঝাঁপ দিল ও, একটু দেরি করলে অন্তত তিনটে বুলেট বিদ্ধ করত ওকে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল রাইফেল, সামনে আনতে দেরি কেবল। একটা লোক উঠে দাঁড়িয়েছে, হয়তো ভেবেছে পিস্তল ছাড়া কিছু নেই ওর কাছে, ওকে রিলোড করার সময় দিতে নারাজ। লোকটার বোকামির জন্যে করুণা অনুভব করল। শেষ মুহূর্তে ভুল বুঝতে পারল সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ চেষ্টা করল সে, হাতের রাইফেল থেকে আগুন ঝরল, সেইসাথে বুকে হাতুড়ি পেটাল ব্রুকসের পাঠানো গুলি। টলে উঠল দেহটা, পড়ন্ত দেহে আরেকটা বুলেট পাঠাল ব্রুকস।

নীরবতা নেমে এল। পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। গান পাউডারের তাজা গন্ধে ভারী হয়ে গেছে বাতাস। ঠায় পড়ে আছে প্রতিপক্ষ, আগের তুলনায় সতর্ক। দুর্বল অবস্থানের অসুবিধে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্যে নয়, জানে ব্রুকস। বার-পি ক্রুরা সংখ্যায় বেশি, অধৈর্য হয়ে একসময় ওকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে।

সময় যেন আটকে আছে, ফুরোতেই চাইছে না। ব্রুকসের চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেইরি, সব্জি বাগান আর কেবিনের আশপাশে। সূর্য ওঠার পরও অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিছু একটা নিয়ে পরামর্শ করছে লোকগুলো। কেবিনের ওপাশে চলাফেরা করছে কেউ। জানালার গরাদ ভেঙে গেল একটু পর। এপাশে দরজা ও জানালার ওপর নজর বুলাল ও, কেবিনের ভেতর একটা ছায়া দ্রুত ডানদিকে সরে গেল। ওদিকে সব্জি বাগানের কাছে অবস্থান নেয়া লোকগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

কেবিনের দরজার ওপর চোখ রেখে ধীরে পিছু হটতে শুরু করল ব্রুকস। এখানে থেকে সুবিধে করতে পারবে না আর। যে কোন মুহূর্তে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে বার-পির ক্রুরা, তেমন হলে লোকগুলোকে সামলানো যাবে না।

অ্যাসপেন ঝোপের কাছে চলে এসেছে ও। মাথা উঁচিয়ে পেছনে তাকাল, দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। ঘুরে ছুটতে শুরু করল, সরু একটা পথ ধরে পৌঁছে গেল উপত্যকায়। অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল রোয়ানটা, ব্রুকস স্যাডলে চাপতে ছুটতে শুরু করল। রাশ টেনে গতি কমাল ও। পথটা বিপজ্জনক, এভাবে ছুটতে থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উত্তেজিত গলার শব্দে বোঝা গেল টের পেয়ে গেছে ওরা। ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে, তার আগে পেছনে রেখে আসা ঘোড়াগুলোকে আনতে হবে–অনেক সময়, এ ফুরসতে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে ও। তাজা ট্র্যাক ফেলে যাচ্ছে, তা ধরে সহজে এগোতে পারবে বার-পির ক্রুরা। ব্রুকসও তাই চাইছে। এমন জায়গায় ওদের নিয়ে যেতে চায় যেখানে বাড়তি কিছু সুবিধে পাবে ও, লড়াইটা তাহলে আর একতরফা হবে না। এ পাহাড়শ্রেণীতে তেমন জায়গার অভাব নেই।

ট্রেইলের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে ও। বুনো জানোয়ারের চলা পথ, অ্যাসপেন আর মেস্‌কিটের ছড়াছড়ি। কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ঝর্নার কাছে এসে পৌঁছাল। ওপাশে কয়েক মাথা উঁচু ঘন সিডারের সারি। বামে উঁচু উপত্যকা থেকে ঢলে পড়ছে শুভ্র জলরাশি, সরু নালার আকারে এটা পরে ওর জমিতে গিয়ে পড়েছে।

লাগাম ঢিলে করতে ঝর্নায় নেমে পড়ল ঘোড়াটা। স্বচ্ছ পানির নিচে শক্ত পাথুরে মাটি আর বিভিন্ন রঙের নুড়ি-পাথর। কয়েক হাত দূরে এক ঝাঁক ট্রাউট চোখে পড়ল। চলার মধ্যে মাথা নুইয়ে পানি পান করল রোয়ানটা। ওপাড়ে উঠে এসে সিডারের ঘন সারির মাঝখান দিয়ে চিরে চলে যাওয়া সরু পথ ধরে এগোল। কিছুক্ষণ ধরে পেছনে খুরের শব্দ পাচ্ছে। ইচ্ছে করলে এখানেই রুখে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বেশি। এখানে বড়জোর কয়েক মিনিট টিকতে পারবে ও।

সিডার উপত্যকার যেন শেষ নেই।

একসময় ঢালু জমির শুরু হলো, সিডারের সংখ্যা কমে এসেছে। আকাশছোঁয়া দুটো কটনউড রয়েছে পথের দু'ধারে। কয়েকশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ঘোড়াটা। জায়গাটা সমতল, ওপাশের ঢাল এত খাড়াভাবে নেমে গেছে যে কোন ঘোড়ার পক্ষে পিঠে সওয়ারী ছাড়াই নেমে যাওয়া কষ্টকর। ঢালের শেষে তিনশো ফুট নিচে গভীর খাদ।

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ব্রুকস। খাবারের পোটলা খুলে বেকন আর আলুভাজা দিয়ে নাস্তা সেরে নিল। দুই ঢোক পানি খেয়ে ক্যান্টিন আর খাবারের প্যাকেট যথাস্থানে রেখে ওপাশে ঢালের কাছে নিয়ে এল রোয়ানটাকে। চাপড় মারল ওটার পাছায়, খানিক ইতস্তত করে পা বাড়াল ঘোড়াটা। পথটা ওদের কাছে নতুন নয়, আগেও কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে। মেসার এ প্রান্তে এসে শক্ত মাটির ওপর শুয়ে পড়ল ও, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়গুলো। আসছে শিকারীরা। প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রুকস, কাউকে জখম করতে না পারলেও কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভড়কে দিয়ে সময় আদায় করা যাবে।

তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল ও। পিঠে সূর্যের উত্তাপ অনুভব করছে। এরইমধ্যে ঘেমে গেছে, গায়ের সাথে শার্ট লেপ্টে থাকায় অস্বস্তি হচ্ছে। ধূমপানের ফাঁকে মনোযোগ দিয়ে খুরের শব্দ শুনল, হঠাৎ করে মিইয়ে এসেছে, তারমানে সিডারের বনে ঢুকে পড়েছে বার-পি ক্রুরা। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ধীরে সিগারেট শেষ করল ও। লোকগুলোর পৌঁছাতে সময় লাগবে, ওর মত নিশ্চিন্তে এগোনোর উপায় নেই তাদের, অ্যাম্বুশের আশঙ্কা ছাড়াও ট্র্যাক পরীক্ষা

করতে হচ্ছে। সময় তো লাগবেই।

রাইফেলের মাজলে একটা সিডারের শাখায় নিশানা করল ব্রুকস। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছে। খুরের শব্দ জোরেসোরে শোনা যাচ্ছে এখন। ট্রেইলের ওপর আঠার মত সেঁটে আছে ওর দৃষ্টি, যে কোন সময়ে ছুটন্ত ঘোড়া দেখতে পাবে। পায়ে খিল ধরায় নড়েচড়ে ছাড়াল সেটা।

হঠাৎ দেখা গেল প্রথম ঘোড়সওয়ারকে। লোকটা প্রকাণ্ড, কোন রকমে শরীর চাপিয়েছে একটা স্ট্যালিয়নের স্যাডলে। একে একে আরও চারজনকে দেখা গেল পেছনে। রাইফেলের নলে দ্বিতীয় লোকটাকে অনুসরণ করল ব্রুকস, ট্রিগার টেনে দিল। নির্জন উপত্যকায় প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগে পরের লোকটাও ধরাশায়ী হলো। সওয়ারীকে পেছনে ফেলে ছুটতে থাকল স্যাডলশূন্য ঘোড়াটা, ঢাল বেয়ে উঠে এল মেসার ওপর।

দুটো লাশ পড়ে আছে খোলা জায়গায়। অন্যরা পিছু হটেছে।

রাইফেলের ব্রীচে নতুন একটা বুলেট পাঠাল ও, তারপর পিছু হটতে শুরু করল। এখানে থাকলে হয়তো আরও দু'একজনকে খসিয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু একসময় ঠিকই ওকে কোণঠাসা করে ফেলবে প্রতিপক্ষ। দল বেঁধে ছুটে এলে কিছু করার থাকবে না। উঠে দাঁড়াতে অনেকগুলো গুলি ছুটে গেল আশপাশ দিয়ে। মেসার কিনারে এসে থামল ক্ষণিকের জন্যে, ঢালু পথের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছুটে নামতে শুরু করল। খাড়া ঢাল ওর গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। চোখ সেঁটে আছে সামনের পথে, তাল রাখতে গিয়ে শরীর হেলে পড়েছে। মেসায় উঠে আসার পর, দলের প্রথম লোকটা হয়তো স্যাডলে চেপে ঢাল বেয়ে নামার চেষ্টা করবে, ভাবছে ব্রুকস, তেমন হলে ব্যাটার কপালে খারাবি আছে, দুর্ঘটনা এড়ানো কঠিন হয়ে যাবে। ক্ষীণ হাসল ও, একজন যদি এমনিতে কমে যায় মন্দ হয় না।

নিচে পাথুরে জমিতে নেমে এল ও। রোয়ানটা অপেক্ষা করছিল, দৌড়ের ওপর স্যাডলে চেপে বসল। নিজ থেকে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। সরু খাদটা বেশ খোলামেলা, দু'শো গজের মত হবে, তারপর পাহাড়ের আড়াল পাওয়া যাবে। বার-পির ক্রুরা মেসায় উঠে আসার আগেই জায়গাটা পেরোতে হবে নইলে ইচ্ছেমত টার্গেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা।

নির্বিঘ্নে জায়গাটা পেরিয়ে এসে বামে মোড় নিল ও। পাহাড়শ্রেণী ওদের কাছে অপরিচিত, অথচ ব্রুকসের কাছে তা হাতের তালুর মতই। উপযুক্ত পরিবেশের সুবিধা পেলে হয়তো খসিয়ে দিতে পারবে লোকগুলোকে। ওরা লড়তে জানে, বাফেলো টাউন বা অন্য কোথাও এদের দু'তিনজনের সাথে দুই মিনিটও টিকতে পারত না ব্রুকস। কিন্তু এখানকার কথা আলাদা, প্রতিপক্ষের সংখ্যা ইতোমধ্যে কমতে শুরু করেছে। পাহাড়ী গোলকধাঁধায় ছুটিয়ে ওদের ক্লান্ত করে তুলতে চাইছে ও, সুযোগ পেলে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে ফায়দা লুটবে। ভাগ্যের সহায়তা পেলে হয়তো শেষপর্যন্ত এদের পেছনে ফেলে বেরিয়ে যেতে পারবে।

কিছুদূর এগিয়ে ডানে মোড় নিল। এ পথে পাহাড়শ্রেণীর ওপাশে বেরিয়ে যেতে পারে, মূল ট্রেইলে উঠে এসে বা ঘুরপথে এরপর কেবিনের কাছে যেতে

পারে। কিন্তু তাতে লড়াইয়ের শেষ হবে না, লোকগুলো আগে-পরে ওকে কোণঠাসা করে ফেলবেই। এদের কাউকে জীবন্ত ফিরে যেতে দিতে নারাজ ও। হয় তাদেরকে নয়তো ওকেই মরতে হবে।

ডানে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। পথটা দুর্গম, খানা-খন্দ আর ক্যাকটি ঝোপে ভরা। বুনো জাতের কিছু ক্যাকটাসও আছে। পেরোতে সময় লাগবে। বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। স্যাডল ছেড়ে মাথা থেকে হ্যাট সরাল। ঘামে জবজব করছে সারা শরীর, চুলগুলোও ভিজে গেছে। তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে মধ্যাহ্নের সূর্য। ব্যানডানার গিঁট সামান্য আলগা করে দিল। ক্যান্টিন থেকে কয়েক ফোঁটা পানি গলায় ঢালল এরপর। হ্যাটের উল্টোপিঠে পানি ঢেলে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে ধরল। সানন্দে তা নিঃশেষ করে ফেলল তৃষ্ণার্ত জানোয়ারটা। খানিকটা পানি ঢেলে ওটার মাথা ভিজিয়ে দিল। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওটাকে, দু'পা এগিয়ে ক্যাকটাসের পাশে বেড়ে ওঠা বুনো লতার দিকে মনোযোগ দিল।

বেকন আর শুকনো জার্কি দিয়ে খাওয়া সেরে নিল ব্রুকস। ধূমপানের ফাঁকে নজর বুলাল ফেলে আসা পথের ওপর। এ পর্যন্ত আসতে সময় লাগবে বার-পি রাইডারদের। মিনিট ত্রিশ বিশ্রাম নিয়ে ফের স্যাডলে চাপল। সরু উপত্যকা ধরে এগোচ্ছে। শক্ত পাথুরে জমিতে ঘোড়ার ছাপ কমই পড়ছে। একটু চেষ্টা করলে তা মুছে ফেলতে পারে, তাতে অযথাই কিছু সময় নষ্ট হবে। বার-পির লোকগুলো পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরুক, এটাই চায় ও।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়া পর্যন্ত টানা এগিয়ে চলল ব্রুকস। বন্ধুর পথে চলতে কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াটার, তবু সন্ধ্যা নাগাদ আরও মাইলখানেক পাড়ি দিল। পাহাড়শ্রেণীর প্রায় ওপাশে এসে পড়েছে। প্রতিপক্ষ অন্তত দুই মাইল পেছনে। অন্ধকার নামলে আর এগোতে পারবে না লোকগুলো, ব্রুকসের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে।

পাহাড়ের মধ্যে একটা ফাটল খুঁজে পেয়ে ক্যাম্প করল ও। পাশের উপত্যকায় বুনো লতা আর কিছু ঘাস রয়েছে, রোয়ানের জন্যে তা যথেষ্ট হবে। ক্যান্টিনের সবটুকু পানি ঘোড়াকে দিল, তারপর স্যাডল ছাড়িয়ে দলাই-মলাই করে দিল। আগামী কয়েকদিন ঘোড়াটা ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, পিস্তল বা রাইফেলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ঘোড়া ছাড়া মরগান পিক্স পাড়ি দেয়া অকল্পনীয় ব্যাপার।

ফাটলের নিচে ঝর্নার ক্ষীণ একটা ধারা বয়ে চলেছে। ওখানে নেমে এল ব্রুকস। ক্যান্টিন ভরে কাপড় খুলে পানিতে নেমে পড়ল। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে গেল, ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে। মিনিট দশ পর উপত্যকায় উঠে এসে খাওয়া সেরে একটা জুনিপারের আড়ালে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। রোয়ানটা চরছে।

তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল ও, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বারবার পীড়া দিতে চাইছে। উটকো এ ঝামেলা থেকে কবে যে মুক্তি পাবে তার ঠিক নেই। হয়তো চব্বিশ ঘণ্টাও টিকতে পারবে না। সবকিছু নির্ভর করছে ভাগ্য আর প্রতিপক্ষের ওপর। যে লোকগুলো পিছু নিয়েছে তাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া অন্যদের তেমন শক্ত লোক মনে হয়নি। তবে সবার কাছে অস্ত্র আছে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।

কাউকে ছোট করে দেখার উপায় নেই, কারণ মৃত্যুর জন্যে একটা বুলেটই যথেষ্ট। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড নিয়ে বসে নেই কেউ, তাই নিজের খোলা পিঠ ওদের দিকে দেয়ার ইচ্ছে ওর নেই।

জোর করে সব দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দিল ও। পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার, আরও ক'দিন যে এমন হাড়ভাঙা খাটুনি যাবে বলা যাচ্ছে না।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে চলা শুরু করল ও। ধীরে এগোল সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে। পাহাড়শ্রেণীর ওপাশে এসে ঢাল বেয়ে নামতে যাবে, প্রেইরির ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেল পাঁচজনের দলটাকে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। ব্রুকস জানত এখান থেকে বেরোনোর সবগুলো পথ আগলে রাখার চেষ্টা করবে প্রতিপক্ষ। ওর সৌভাগ্য লোকগুলো পৌঁছাতে খানিক দেরি করে ফেলেছে, নয়তো এখুনি হাতের মুঠোয় পেয়ে যেত ওকে। আগে আসার সুবিধেটুকু নিতে পারে ও, ভাল একটা আড়াল খুঁজে অপেক্ষা করলে বন্দুকের মুখে পাওয়া যাবে প্রেইরি ধরে আসা ক্রুদের। খোলা জায়গায় থাকবে বলে সুবিধা করতে পারবে না ওরা। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, পেছনে অন্তত একটা দল অনুসরণ করে আসছে। দুই দলের মাঝখানে পড়া ওর জন্যে মোটেও সুখের হবে না।

রোয়ানের মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ব্রুকস। ট্র্যাক ফেলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। ওগুলো মুছতে গেলে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে পেছনের দলটা। দ্রুত এগোচ্ছে যদিও পুরোমাত্রায় সজাগ। একশো গজের মত এগিয়ে ডানের সরু ট্রেইলটা খুঁজে পেয়ে সেটা ধরে এগোল। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে এবার। সহজে এ ট্রেইল খুঁজে পাবে না ওরা, পেলেও ওকে সাহায্য করার জন্যে সামনে দারুণ এক আয়োজনের সুযোগ পড়ে রয়েছে। মিনিট ত্রিশ এক নাগাড়ে চলে জায়গাটা পেল ও। উপত্যকা খোলামেলা হয়ে এসেছে এদিকে। পঞ্চাশ গজ দূরে ফাটলটা—পাঁচ হাত তফাতে পাহাড়ের খাড়া নিরেট দেহ, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী।

লাফ দিতে ইতস্তত করছে রোয়ানটা, কাছে গিয়ে থেমে গেল, প্রথমবার যেমন করেছিল। ঝুঁকে ওটার কেশরে হাত বুলাল ও, 'কিছুই না, বাছা,' পিছিয়ে আসার সময় বিড়বিড় করে উৎসাহ জোগাল। 'আগেও এটা পার হয়েছি আমরা।' কিছুক্ষণের জন্যে থেমে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দিল ঘোড়াকে। বড় বড় শ্বাস টানছে ঘোড়াটা, নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। মৃদু স্পার দাবাতে ছুটল এবার, খাদের কিনারায় এসে লাফ দিল। শূন্যে ভেসে থাকল কিছু সময়, তারপর ও-পাড়ের শক্ত মাটিতে নেমে এল চারটে খুর। ব্রুকসের মনে হলো হোঁচট খাবে ঘোড়াটা, যদিও এলোমেলো কয়েক পদক্ষেপের পর স্বাভাবিক হয়ে এল ওটার চলা, থেমে গেল একটু পর।

লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল ও। আদর করে রোয়ানের নাকে হাত ঘষে দিল। 'শাবাশ ব্যাটা! আরেকবার প্রমাণ করলি তোর অসাধ্য কিছুই নেই।' লাগাম ধরে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে উপত্যকার ভেতরে চলে এল। দুটো সিডার আর কয়েকটা অ্যাসপেন আছে এদিকে, আড়াল হিসেবে মন্দ নয়। ঘোড়াকে নিরাপদ দূরত্বে

ছেড়ে এসে পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে এল ফুট দশেক। বোল্ডারের কোণা বেরিয়ে আছে এক জায়গায়, পাশে খানিকটা জায়গা। একজন লোকের বসে থাকার জন্যে যথেষ্ট। আড়াল হিসেবে আদর্শ না হলেও কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ দারুণ ব্যস্ত থাকবে, লোকগুলোকে কোন সুযোগই দেবে না ব্রুকস।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ও। হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে ধূমপানের আয়োজন করল। চোখ সামনের পাহাড়, উপত্যকা আর ট্রেইলে। আশা করছে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে বার-পি রাইডারেরা।

সাতজন, খাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল একে একে। দশাসই এক লোক, পেছনে ছিল এতক্ষণ, সামনে এসে খাদটা দেখল। তারপর তাকাল এ-পাড়ের দিকে। পাহাড়ের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজছে লোকটার চোখ, শেষে ব্রুকসের পিঠের সাথে লেগে থাকা বোল্ডারের ওপর এসে থামল। ব্রুকস চিনল তাকে, বিল লসন। 'এখানেই আছে ও,' চড়া গলায় ঘোষণা করল ইয়েলোস্টোনের রংবাজ। 'যেভাবেই হোক খাদ পেরিয়ে গেছে। ও যদি পেরে থাকে তো আমাদেরও না পারার কিছু নেই।' স্যাডল হর্ন থেকে রাইফেল তুলে নিল সে, নিশানা করছে। ঠোঁটে চেপে রাখা সিগার থেকে ধোঁয়া উঠছে।

খানিক পাশে সরে এসে গুলি করল ব্রুকস। বিল লসনের সিগার সে ধূলিশয্যা নেয়ার আগেই মাটিতে পড়ল। ফের গুলি করে ভূপতিত দেহটা বিদ্ধ করল। তারপর পাশের লোকটাকে। ততক্ষণে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে যেন, উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করেছে বাকিরা। এ-পাড়ে আসার চেষ্টা করল একজন, যথেষ্ট গতি না থাকায় খাদ পেরোনোর সময় মাঝপথে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াটা। ভয়ার্ত চিৎকারকে অনুসরণ করল পানিতে ভারী কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসৎ নেই কারও। রাইডারদের একজন স্যাডল ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, রাইফেল তুলে নিশানা করছে। লোকটার কপাল বরাবর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল ব্রুকস।

নিচে নামতে শুরু করতে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়ল বেশ ক'টা গুলি। তারই একটা পাহাড়ের গায়ে পিছলে গিয়ে গোড়ালির কাছে ওর বুটে আঘাত করল। কিঞ্চিৎ ভারসাম্য হারাল ও, গড়িয়ে নেমে এল বাকি পথটুকু। নিচে নেমে উপত্যকার দিকে ছুটতে শুরু করল। পাশ দিয়ে গুলির তুবড়ি ছুটছে, সবচেয়ে কাছেরটা ওর শার্টের আস্তিনে একটা টানের কারণ হলো কেবল। নিরাপদে রোয়ানের কাছে, বিশালকায় সিডারের পেছনে এসে পৌঁছাল।

সুস্থির হয়ে জায়গাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ও। দুটো লাশ আর একটা ঘোড়া পড়ে আছে। পেছনে ট্রেইলের আশপাশে আড়াল নিয়েছে লোকগুলো, তেমন জায়গা ওদিকে প্রচুর আছে, এদিকের মত খোলামেলা নয়। খানিক অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রুকস। জানে এত সহজে হাল ছাড়বে না ওরা, খাদ পেরোনোর চেষ্টা আবারও করবে।

অপেক্ষার পালা। দু'দফা গুলি করে ওর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে সাহস বেড়ে গেল প্রতিপক্ষের। একটু পর তর্ক শোনা গেল, চড়া গলায় খাদ পেরোনোর

পরামর্শ দিচ্ছে একজন, আরেকজন সেটা সমর্থন করলেও অন্যরা নারাজ। কিছুক্ষণ বাদে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল প্রথম লোকটা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুসরণ করল বাকিরা। স্বতঃস্ফূর্ত ওদের চলাফেরা, ধরেই নিয়েছে কেটে পড়েছে ব্রুকস। আড়াল থেকে ঘোড়াগুলোকে বের করে এনে স্যাডলে চাপল, খাদের কিনারায় এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। তারপর পিছিয়ে যেতে শুরু করল। অবলা প্রাণীগুলো ঝিম মেরে আছে, সহজ হতে পারছে না। নির্দয় স্পার ওগুলোকে এগোতে বাধ্য করল, কিন্তু খাদের কিনারে এসে বেঁকে বসল দুটো। সামনের পা তুলে দিয়ে থামার চেষ্টা করল, পিঠ থেকে সওয়ারীদের ফেলে দিতে চাইছে। কিন্তু গ্যাঁট হয়ে বসে আছে মানুষগুলো, পড়ল তো না-ই উল্টো উপর্যুপরি স্পারের খোঁচা খেতে হলো। আতঙ্ক তাড়া করল ঘোড়াগুলোকে, নিজ থেকে ফিরতি পথ ধরল।

পেরোতে গিয়ে ঘোড়াসমেত খাদে খসে পড়ল একজন, আরেকজন উড়ন্ত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হলো। এ-পাড়ে এসে ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত একজনের দিকে ছোঁড়া ব্রুকসের গুলি ঘোড়াটার গায়ে বিঁধল। সওয়ারীকে নিচে ফেলে তার ওপর আছড়ে পড়ল ওটা। খাদ পেরিয়ে আসা শেষ লোকটাকে সামলে নেয়ার সময় দিল না ব্রুকস, গলা ফুটো করল তার। স্যাডলে উপুড় হয়ে থাকা লাশ নিয়ে ছুটতে থাকল ঘোড়াটা, রক্তের ধারা উপচে পড়ছে পেছনে।

এ অবসরে ঘোড়ার তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্য লোকটা, সমানে নিশানা ছাড়াই গুলি করছে। আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। প্রমাদ গুনল ব্রুকস, লোকটাকে পকেটে হাত দিতে দেখে আপনমনে হাসল। বিপদ টের পেয়ে দ্রুত হাতে পিস্তলে টোটা ভরল লোকটা, তাড়াহুড়োয় ঠিকমত করতে পারল না। সিলিন্ডারে বুলেট ঢুকিয়ে হাত উঁচু করতে তার কপালে টিপ পরিয়ে দিল ব্রুকস। 'গুডবাই, টার্নার!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল ও। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মুব টার্নার, পিস্তল ধরা হাত শিথিলভাবে পড়ে থাকল দেহের পাশে। বাড পারকার যেদিন মারা পড়েছিল সেদিন এই বার-পি পাঞ্চারও এসেছিল ওর বাথানে।

প্রথমে সাতজন ছিল ওরা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটা আরও বেশি, পিছিয়ে আসার সময় ভাবছে ব্রুকস, তারমানে প্রেইরির ক্রুরা ছাড়াও আরও কিছু লোক যোগ দিয়েছে পেছনের দলটার সাথে। কত লোক ভাড়া করেছে পারকার? সারা অ্যারিজোনায় কাউকে বাকি রাখেনি বোধহয়। আজকের পর আর ভুল করবে না ওরা, ব্রুকসের ফেরার পথ বন্ধ করে অপেক্ষা করবে এখানে আর আরেকটা দলকে পাঠাবে খাদের এদিকে।

ঘোড়াটাকে খুশিমত এগোতে দিচ্ছে ও।

লুকোচুরি এ খেলাটাকে কখনোই সহজ ভাবেনি ব্রুকস, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কাজটা আরও কঠিন। প্রতিপক্ষকে ছুটিয়ে হয়রান করতে গিয়ে ওর নিজের ক্লান্তিও কম হচ্ছে না, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। বৈরী পরিবেশের সুযোগ নিয়ে ওদের সংখ্যা যত কমিয়ে আনা যাবে জয়ের পাল্লা কিছুটা হলেও ওর দিকে ঝুঁকবে। এখনও সবটাই পারকারের দিকে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা এগোল। আরেকটু হলে মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল একটা দলের, এই দলে আছে টম স্টিরাপ। কয়েক বছর আগে রেডরকে অ্যাকশনে

দেখেছিল তাকে। ফাস্ট গান হলেও সামনাসামনি লড়ার চেয়ে চোরাগোপ্তা হামলা পছন্দ করে। চল্লিশে পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু বয়স হার মেনেছে ওর কাছে—পঁচিশ বছরের যুবকের মত সুঠাম পেশীবহুল শরীর। নড়াচড়া ধীর-স্থির, দৃঢ় প্রত্যয় মেশানো। ওর পেশার লোক বেশিদিন বাঁচে না, অন্তত এরকম প্রতাপের সাথে—হয়তো এটাই ওর দৃঢ়তার কারণ।

রাত পেরিয়ে ভোর হলে আবারও চলা। ওই একই পরিবেশ, নির্দিষ্ট কয়েকটা ছবি ঘুরে-ফিরে আসছে। তুষারশুভ্র সুউচ্চ পর্বতসারি, সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা আর দৈত্যাকার রীজ। কালের গ্রাসে অটল গ্র্যানিটের তামাটে শরীর, শ্যাওলা আর সূর্যের আঁচে ম্লান হয়ে যাওয়া ক্লিফের সারি। অবারিত সবুজ উপত্যকায় পাইন, স্প্রুস আর বার্চের বনভূমি। এমনও জায়গা আছে যেখানে একটা গাছও নেই—পাথুরে জমিতে লাভার চাঙড়ের মত ধারাল, ট্র্যাকহীন পথ; মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়ার মত, চলার সময় আশঙ্কা জাগে হয়তো কোন নিষিদ্ধ এলাকা, অবাঞ্ছিত প্রবেশের পর যেখান থেকে ফেরার আর উপায় থাকে না, ভুল পথের নির্দেশনায় কেবল সামনেই চলা যায়। মাঝে মাঝে পাঁজরের হাড়ের মত সাজানো একটার পর একটা মালভূমির মত বিস্তৃত প্রান্তর। তারপরই হয়তো সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে ছিটকে পড়া ঝর্নাধারা যেগুলো আরও এগিয়ে বেসিনের বুকে আছড়ে পড়েছে।

বিস্তৃত ঢাল বেঁয়ে কখনও নামল, আবার কখনও চড়াই বেয়ে উঠতে হলো—ফুটের পর ফুট, যেখানে ঘোলাটে মেঘেরা ক্লিফের গায়ে ঘুরে-ফিরে কেবলই চুমো খায়। স্বল্প দৃষ্টিসীমার মধ্যে মেঘের স্পর্শ শীতল অনুভূতি এনে দেয় শরীরে। জমে থাকা তুষারে ঢাকা একটা শৈলশ্রেণীতে উঠে এল ব্রুকস, সামনের বিস্তৃত প্রেইরির দিকে তাকাল। মাইলের পর মাইল, প্রায় পুরো বেসিনটাই চোখে পড়ছে। বার-পি, ডাবল-এস, সার্কেল-এফ, বক্স-বি, ওর রাউন্ড-এসবি···একইসাথে, পাশাপাশি একটা ছবির মত। সমভূমিতে চলমান গরুগুলোকে দেখাচ্ছে একেকটা বিন্দুর মত, আর ওগুলোর সারিবদ্ধ পালকে মনে হচ্ছে সচল একখণ্ড মেঘের ছায়া।

নির্দিষ্ট কোন ছক অনুসরণ করছে না ব্রুকস, ব্যাপারটা তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। আগে থেকে ওর গন্তব্য আঁচ করতে পারলে শুধু সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করলে ওকে পেয়ে যাবে বিপক্ষ এবং কপাল বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিলে চুকে যাবে সব। পরদিন শত্রুর সংখ্যা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেল ও। ত্রিশজনের কম হবে না, ছয়টা দলে ভাগ হয়ে তাড়া করছে ওকে। এদের মধ্যে অন্তত দশজন সত্যিকার কঠিন ও ভয়ঙ্কর লোক। অন্য সময় হলে এদের ধারে-কাছেও ঘেঁষত না ব্রুকস, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই এখন। হন্যে হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকগুলো, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। খেলাটা ওদের ভাল লাগছে না আর, বিশেষত এ জন্যে যে পাহাড়শ্রেণী থেকে বেরোনোর সবক'টা পথ বন্ধ করা ছাড়া কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি এখন পর্যন্ত।

না চাইলেও দুশ্চিন্তা ভর করতে চাইছে। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে ওর। বেরোনোর সবক'টা পথ বন্ধ, পেছনে পাঁচ-ছয়জনের একটা দল

সর্বক্ষণই লেগে আছে। পালা করে ধাওয়া করছে ওরা, নিজেদের লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় অসুবিধে হচ্ছে না। বরং চারদিক থেকে ক্রমশ জালটাকে গুটিয়ে আনছে।

চতুর্থ দিন সকালে ব্রুকস টের পেল একটা সরু উপত্যকায় আটকা পড়েছে ও। ট্রেইলের দু'দিকে অবস্থান নিয়েছে রাইডারেরা। একপাশে মরগান পিক্‌সের চূড়া থেকে খসে পড়া ঝর্না, যেটা পরে ব্রুকসের জমিতে নদী হয়ে উপচে পড়েছে। অন্যপাশে আকাশছোঁয়া পর্বতশৃঙ্গ, তবে একেবারে দুর্গম নয়। আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করল সেখানেও আছে একটা দল, রাইফেলের নলে সূর্যের আলোর প্রতিফলনে অবস্থানটা ফাঁস করে ফেলেছে, নইলে না জেনে হয়তো ওদিকেই ঘোড়া ছোটাত ব্রুকস এবং ওদের তোপের মুখে গিয়ে পড়ত।

নিজের অবস্থান খতিয়ে বিচার করল ও। মন্দের ভাল বলা যেতে পারে। ট্রেইল থেকে একপাশে একটা উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে, দু'দিকের ঘন অ্যাসপেনের ঝোপ সামনের ট্রেইল আর পাশের উঁচু মালভূমির মত জায়গা থেকে আড়াল করেছে ওকে। পেছনে ক্লিফের খাড়া ঢাল নেমে গেছে ঝর্নার একেবারে তলা পর্যন্ত যেখানে শুভ্র জলরাশি তুমুল বেগে আছড়ে পড়ে প্রপাতের সৃষ্টি করেছে। আড়াল হিসেবে চমৎকার হত যদি প্রতিপক্ষ ওর অবস্থান না জানত। হয়তো জানে না ঠিক কোথায় আছে ও, তবে আঁচ করে নিতে পারবে। কয়েক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে চোখ রাখলে বের করা কঠিন কিছু নয়।

শুকনো জার্কি চিবানোর ফাঁকে ট্রেইলের ওপর চোখ বুলাল ব্রুকস। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীর, নিশ্চিত জানে, অতি উৎসাহী হয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে বিপক্ষ। চারদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে ওদের বেশিরভাগ লোক। তাছাড়া এ ক'দিনে আগ বাড়িয়ে হামলা করতে পারেনি একবারও, কেবল ঠেকাতেই হয়েছে। শিকার এখন কোণঠাসা, কাজটা দ্রুত শেষ করতে পারলে ঝামেলা চুকে যায়। ব্রুকস জানে এভাবে চিন্তা করবে না কয়েকজন–মন্টানা কিড, টম স্টিরাপ, গ্যারেটেরা…ওদের ধৈর্য শকুনের মত, পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে না আসা পর্যন্ত বেরিয়ে আসবে না। বরং হুজুগে কয়েকজনকে উস্কে দিয়ে ওকে অধৈর্য করে তুলবে যাতে শেষ কাজটুকু নিজেরা অনায়াসে সারতে পারে।

যতক্ষণ সম্ভব লড়ে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল ও, প্রয়োজনে আগ বাড়িয়ে হামলা করবে। অনন্তকাল এখানে আটকে থাকার ইচ্ছে নেই, খাবার আর পানিও ফুরিয়ে এসেছে। নড়েচড়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল ও, সিগারেট ধরাল। ধীরে সময় বয়ে চলেছে।

বামদিকে ফেলে আসা ট্রেইলের কাছে মৃদু কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল, জেফরি করবেটের গলা। রাখ-ঢাকের কোন চেষ্টা নেই, তর্ক করছে কারও সাথে। হঠাৎ অন্যদিকে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ইন্দ্রিয়গুলো, পরিকল্পনাটা আঁচ করতে পারছে। ওপাশের লোকগুলো অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছে, ভাবছে বার-পি ফোরম্যান ওর মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে আর এই সুযোগে হামলা করবে নিজেরা। মৃদু হাসল ব্রুকস, আসুক ব্যাটারা। যে

ক'জনকে পারে সাথে নিয়ে যাবে। কোণঠাসা অবস্থায় আজই নতুন নয়। একটা সুবিধে আছে ওর—খোলা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে রাইডারদের এবং জানে না ঠিক কোথায় ওর অবস্থান। এত অধৈর্য না হলেও চলে, কয়েকটা দিন অবরোধ করে রাখলে বাধ্য হয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে হবেই। কিন্তু এত ধৈর্য ওদের নেই, একে তো দলে ভারী তার ওপর এই প্রথম বাগে পেয়েছে ওকে। যে-জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরা তা সামনে পেলে নিজেকে সামলে রাখতে পারে ক'জন?

ঠিক ইন্ডিয়ানদের মত বেরিয়ে এল ওরা—দল বেঁধে, দ্রুত, নিঃশব্দে। কিন্তু ব্রুকসের সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সতর্ক করে দিয়েছে। তিনজন বেরিয়ে আসতে সমানে গুলি চালাতে শুরু করল। সংক্ষিপ্ত লড়াইটা স্থায়ী হলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড। দুটো লাশ আর একটা ঘোড়া পড়ে রইল জায়গাটায়। পরেরবার আরও সাবধানে আসবে; পিস্তল রিলোড করার সময় ভাবল ব্রুকস, এবং দু'দিক থেকে একসঙ্গে হামলা করার চেষ্টা করবে।

অসম লড়াইটাতে ও এখনও টিকে আছে কেন? এর কারণ পরিবেশ সবসময়ই ওর অনুকূলে ছিল এবং তারচেয়েও বড় কারণ—ব্রুকস লড়েছে নিজের প্রাণ বাঁচাতে, যখুনি সুযোগ পেয়েছে নিষ্ঠুরের মত চড়াও হয়েছে প্রতিপক্ষের ওপর, বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি বা দয়া দেখায়নি। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। এ নিয়ে কোন অপরাধবোধ নেই ওর কারণ কিছু খুনীকে মেরেছে ও সুযোগ পেলে যারা অবলীলায় ওকেই খুন করত। একই মনোভাব দেখাতে দোষ কোথায়? দল বেঁধে এতগুলো লোক হামলা করতে পারলে ও কেন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারবে না? সবচেয়ে বড় ব্যাপার এখানে ওর পথ কেবল দুটি—হয় মারো নয়তো নিজে মরো, মাঝামাঝি কিছু নেই।

অন্যদিকে বার-পি ক্রুরা লড়ছে টাকার বিনিময়ে, পৈত্রিক প্রাণ বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছে তাদের নেই। বরং অবস্থা বেগতিক দেখলে পিছুটান দিতেও দ্বিধা করবে না। নাগালের মধ্যে ওকে পেলে উল্লসিত হবে, এখন সে-সুযোগ এসেছে। নগদ টাকার পাশাপাশি জেদের পর্যায়ে চলে গেছে ব্যাপারটা, একটু আগে মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালানোর কারণ এটাই। তার মাসুলও দিয়েছে। যারা মারা গেল জুলিয়াস পারকারের টাকা তাদের কোন কাজে আসবে না, করুণাভরে ভাবল ও। অদ্ভুত যোগাযোগ! ঠিক মত এদের বেশিরভাগ লোকই ওকে চেনে না, অথচ ধাওয়া করছে মানুষগুলো, আর ব্রুকসও অবলীলায় তাদের প্রাণ সংহার করছে। পারকারের প্রতিহিংসা আর জেদ এর জন্যে দায়ী। কেবল এতগুলো লোককেই নয়, এদের প্রত্যেকের পরিবারকেও পিস্তলের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে দাম্ভিক বুড়োটি, নিজেকেও। তবে একটি সান্ত্বনা আছে ওর, তিক্ত মনে ভাবল ব্রুকস, ও মারা গেলে আফসোস করবে না কেউ। পারকার তাতে ছেলেকে ফিরে পাবে না কিন্তু শোধ নিয়েছে এ চিন্তা করার সুযোগ পাবে। শুধু এ প্রবোধটুকু পেতে এত আয়োজন, এত রক্তক্ষয়—প্রাণহানি! জুলিয়াস পারকারের প্রতি ঘৃণা অনুভব করছে ও, কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিল—বেঁচে থাকলে ছাড়বে না বুড়োকে। মাসুল তাকে দিতেই হবে। এতগুলো মানুষ দিয়েছে, আশপাশে যারা আছে তাদের অনেকেই দেবে, ব্রুকস নিজেও। যদি বেঁচে থাকেও, ওর শান্তিপূর্ণ জীবন, ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনা, সঙ্কল্প···সব বিলীন হয়ে গেছে। এটা কি কম মূল্যের মাসুল? ওয়েসলি হারডিন হিসেবে এখানে থাকতে চায়নি ও, গত তিনটে বছরে হারডিন নামের লোকটা পশ্চিম থেকে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। ওরা আবার তাকে জন্ম দিয়েছে, এখানে মরগান পিক্‌সের এই উপত্যকায়। ব্রুকস যেমন নিজের শান্তিপ্রিয় পরিচয় হারিয়েছে, তেমনি চড়া মূল্যের কিছু একটা মাসুল দিতে হবে পারকারকে। ছাড়া সে পাবে না। জন ওয়েসলি হারডিন কেমন মানুষ জানবে সে, এ ক'দিনে তার ক্রুরা যেমন জেনেছে।

অখণ্ড নীরবতায় সময় বয়ে চলেছে। মানসিক চাপ বাড়ছে। ব্রুকস জানে এভাবে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। একসময় ওকে বেরিয়ে যেতেই হবে। প্রতিপক্ষকে টপকে যেতে হবে নয়তো অন্য কোন পথে সটকে পড়তে হবে। রাতটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময়। অন্ধকারে কাছে চলে আসতে পারবে লোকগুলো, রাত জেগে পাহারা দেয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। কয়েকদিনের লাগাতার ছোটাছুটিতে এমনিতেই ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে ও।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। বার-পি রাইডাররা বোধহয় রাতের অপেক্ষায় আছে। এদিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ব্রুকস। স্যাডল হর্নে যে ল্যাসো ছিল লম্বায় ওটা পঞ্চাশ ফুটের মত। অ্যাসপেন ঝোপের ঠিক পেছনেই মজবুত দুটো সিডার, তারই একটার গুঁড়িতে ল্যাসোর একপ্রান্ত বেঁধে ক্লিফের কিনারা ধরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বেশ ক'বার ভেবে দেখেছে, ঝুঁকিটা নেয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের হাতে পড়ে অসহায়ভাবে মরার চেয়ে এ-ই ভাল।

অন্ধকার পুরো গাঢ় হতে ক্রল করে লাশগুলোর দিকে এগোল ব্রুকস, সময় নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। মৃত ঘোড়াটার কাছে পৌঁছাতে যেন একযুগ লেগে গেল। ল্যাসো নিয়ে নিরাপদে ফিরে এল। আগেরটার সাথে জোড়া লাগাল। সব মিলিয়ে একশো ফুটের মত হবে, মন্দ নয়। রোয়ানের কাছে গেল এবার, গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে কথা বলল। খরখরে জিভ দিয়ে ওর গাল, হাত চেটে দিল ঘোড়াটা। গলায় ক্যান্টিন ঝুলিয়ে পিছিয়ে এল ও, ল্যাসো ধরে নামতে শুরু করল।

শক্ত পাথুরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নেমে যাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করছে না। বাহু, কাঁধ আর হাতের ওপর চাপ পড়ছে। দস্তানার আবরণ শক্ত ল্যাসোর অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারছে না ওর হাতের মুঠিকে। ছেঁচড়ে নেমে যেতে পারে, কিন্তু তাতে পরিশ্রম কম হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নিস্তব্ধ রাতে অনেকদূর থেকে শোনা যাবে শব্দটা।

ল্যাসো শেষ হওয়ার আগেই ক্লিফের গা থেকে বের হওয়া একটা চাতালে এসে নামল ও। বসে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ, স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। উঁকি দিয়ে নিচে ক্লিফের খাড়া শরীর দেখল। নেমে যাওয়া সম্ভব, সেজন্যে অসীম ধৈর্য আর মনোবল দরকার হবে। মনে মনে একটা জিনিসই প্রার্থনা করছে, লোকগুলো যেন এখনই ওকে দেখতে না পায়। আরেকটা ভয় আছে, নামার পথে ক্লিফের গায়ে জন্ম নেওয়া বেশ কিছু গুল্ম জাতীয় গাছের সাহায্য নিতে হবে, ওগুলোর কোন একটা ওর ওজন সইতে না পারলে চুকে যাবে সব।

বড় করে শ্বাস টেনে বুক ভরে নিল ব্রুকস, ফের নামতে শুরু করল। প্রচুর

সময় লাগছে। অন্ধকার ওকে আড়াল করেছে ঠিকই, আবার বেরসিকের মত ক্লিফের নিরেট শরীর ঠিকমত ঠাওর করতেও দিচ্ছে না। ক্রমাগত ঝুলে থাকায় টান টান হয়ে আছে হাত-পা, বিশ্রাম চাইছে শরীর। ভয় হচ্ছে হাত ছুটে গিয়ে নিচে আছড়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে একপাশে সরে গুহার মত ছোট্ট একটা জায়গায় এসে থামল। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল প্রথমে, একটু সুস্থির হতে পানি খেল।

ক্যান্টিনে বাকি যেটুকু পানি ছিল তা নাকে-মুখে, ঘাড়ে ছিটিয়ে দিল। আর চল্লিশ কি পঞ্চাশ ফুট, তারপরই নদীতে নেমে পড়বে—পানি পাওয়া যাবে, সেই সাথে এবারকার মত বোধহয় ফাঁকি দিতে পারবে লোকগুলোকে।

দুর্ঘটনাটা ঘটল হঠাৎ করে। একটা জুনিপারের শুকনো কাণ্ডে শরীরের ভার চাপিয়ে দিতে গোড়াসুদ্ধ হাতে উপড়ে এল সেটা, আর ছেঁচড়ে নেমে যেতে শুরু করল ওর দেহ। দু'হাত ছড়িয়ে দিল ও, প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিছু একটা ধরতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরের কয়েক জায়গায়, ক্লিফের দেয়ালে ঘর্ষণের ফল। কিন্তু সেটা মোটেই ভাবাচ্ছে না ওকে। শেষ মুহূর্তে এসে বৃথা গেল এত পরিশ্রম, তিক্ত মনে ভাবল ও। আতঙ্কিত ব্রুকস ডানহাতে কিছু একটা লাগতে চেপে ধরেও আশান্বিত হতে পারল না। টান টান হয়ে গেল অ্যাসপেনের কচি ডগা, কিন্তু ধরে রাখল ওকে। ওর আতঙ্ক এবার বাস্তবে রূপ নিল, নিঃশব্দ রাত্রিতে বার-পি ক্রুদের উচ্চকিত গলা শোনা গেল এবং বলা বাহুল্য সেটা ওর কানে অনেক জোরাল মনে হলো।

ত্রিশ ফুট নিচে খরস্রোতা নদীর বুকে ডুবন্ত পাথর দেখা যাচ্ছে। একবার ভাবল হাত ছেড়ে দেবে, যা হয় হোক। শেষে তাড়িয়ে দিল সে-চিন্তা। আবছা অন্ধকারে হয়তো ওর সঠিক অবস্থান আঁচ করতে পারবে না প্রতিপক্ষ।

উরুতে প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করতে ভুলটা ভাঙল, মনে হলো মাংস ভেদ করে আমূল ঢুকে গেছে তীক্ষ্ণধার একটা ছুরি। দারুণ ওদের হাত, অন্ধকারেও ওর অবস্থান ঠিক আঁচ করে নিয়েছে এবং সমানে গুলি করছে। ডান কাঁধে বিঁধল পরের গুলি। কেউ যেন অ্যাসপেনের ডাল থেকে প্রবল টানে ছুটিয়ে দিয়েছে ওর হাত, নামতে শুরু করল ভারী শরীর। আশপাশে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে, কাছ দিয়ে যাচ্ছে সবক'টা।

সশব্দে পানিতে আছড়ে পড়ল ওর দেহ। স্রোত টেনে নিয়ে চলল ওকে। এড়াবার কোন সুযোগই পেল না ব্রুকস, সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল পাথরটার ওপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় টলে উঠল ওর পৃথিবী, অন্ধকার নেমে এল অনুভূতিতে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল উপত্যকার লোকগুলো।

সাত

জেমস ফ্ল্যাগান দুটো স্ট্যালিয়ন জুড়ল ওয়াগনে। খানিক আগে বাফেলো টাউনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে শেষ দুই পাঞ্চার। বেসিনের অবস্থা বিশেষ সুবিধের না

হলেও পে-ডের ফুর্তি থেকে বঞ্চিত হতে নারাজ ওরা। গতকাল সন্ধ্যায় পাঞ্চারদের উদ্দেশে বলা কথাগুলো শহরে পৌঁছে, হুইস্কি গেলার পর কতটুকু ওদের মাথায় থাকে সেটাই দেখার বিষয়। সার্কেল-এফ মালিকের আশঙ্কা কাটছে না। বার-পি রাইডারে গিজগিজ করছে সারা শহর, সামান্য কারণেও গোলাগুলি হয়ে যেতে পারে। বার-পির সাথে অযথা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তার নেই, তেমন কিছু হলে সামাল দেয়ার ক্ষমতাও নেই।

ওয়াগনের আসনে চেপে বসতে ফ্ল্যাগান খেয়াল করল লরিয়া ওর অ্যাপালুসার লাগাম হাতে করাল থেকে বেরিয়ে আসছে। পরনে রাইডিং পোশাক। 'কোথাও যাবি?'

'শহরে।'

'সেটা কি ঠিক হবে? এমনিতেই প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে, তারওপর আজ শনিবার…'

'আমি যাব, বাবা!' দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ দেখাল লরিয়াকে, স্যাডলে চেপে বসেছে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্ল্যাগান। ওকে নিরুৎসাহিত করা দরকার, কিন্তু ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে। গত কয়েকদিন ধরে খুব গম্ভীর হয়ে আছে লরিয়া, সারাক্ষণই চিন্তিত। রাত জাগছে। স্যামুয়েল ব্রুকসের চিন্তা ওকে ভালভাবে পেয়ে বসেছে, ভাবল সার্কেল-এফ মালিক। মেয়েটা ভুল করতে যাচ্ছে, ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। ব্রুকস আর দশজন যুবকের চেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়া। লরিয়া ওকে আকর্ষণ করতে পারবে না, পারলেও লোকটার অস্থির অনিশ্চিত জীবন বাধা হয়ে দাঁড়াবে দু'জনের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা, পারকারদের সাথে লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত টিকতেই পারবে না ব্রুকস।

'ঠিক আছে,' মৃদু স্বরে সম্মতি জানাল ফ্ল্যাগান। 'কিন্তু আমার সাথে থাকবি সবসময়।'

বাপ-মেয়ে এগোল ট্রেইল ধরে, লরিয়ার অ্যাপালুসা ওয়াগনের পাশাপাশি থাকছে।

দূর থেকে ব্রুকসের জায়গাটার ওপর চোখ পড়ল। কেবিন, বার্ন, করাল কিছুই নেই। তিন দিন আগে পুড়িয়ে দিয়েছে বার-পির ক্রুরা।

'একটা জিনিস খেয়াল করেছ, বাবা, গতকাল থেকে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হতে পারে ওকে খুঁজে পেয়েছে লোকগুলো নয়তো…' শেষ করল না ফ্ল্যাগান।

'কোন আশা নেই?'

'লোকগুলো ভয়ঙ্কর, মা। তাছাড়া ওরা সংখ্যায় অনেক আর ব্রুকস তো একা।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে পারকারের ক্রুদের চেয়ে অনেক শক্ত লোক ও, আর মরগান পিক্‌সে চলে যাওয়ায় ওর একটা সুযোগ আছে। জায়গাটা অন্যদের চেয়ে ভাল চেনে ও।'

'সেটা কেবল সম্ভাবনাই। ক'জনের সাথে পারা যায়? পাঁচ, ছয়…বড়জোর

দশজন। অথচ গণ্ডায় গণ্ডায় লোক ভাড়া করেছে পারকার।'

'প্রথম দু'দিনেই তো ওদের আটজন মারা পড়েছে।'

'সংখ্যাটা কমেছে কেবল।'

নীরব হয়ে গেল লরিয়া, মুখ থমথমে।

বাফেলোর রাস্তায় বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে, অন্য যে কোন দিনের চেয়ে বেশি। বার-পি রাইডারদের চারজনের একটা দল ওদের পরপরই ধুলো উড়িয়ে শহরে ঢুকল। পেরিয়ে যাওয়ার সময় বাপ-মেয়েকে নড করল ওরা।

'আগে ব্যাংকে যাব। তুই যাবি?'

মাথা নাড়ল লরিয়া। 'জ্যাকের অফিসে থাকব আমি। কাজ শেষে ওখানে এসো।'

ব্যাংকের কাছে এসে আলাদা হয়ে গেল দু'জন। ধীরে এগোল লরিয়া। দুটো বাড়ি পর মার্শালের অফিস কাম সেল। পাশে কোর্ট হাউস, তারপর ল-ইয়ার বিল কারভারের অফিস। স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে অ্যাপালুসার লাগাম বাঁধল ও। রাস্তার ওপাশের সেলুনের সামনে বসে ছিল চারজন, চেহারাই বলে দেয় বার-পির ভাড়া করা লোক। লোভী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। শিস বাজাল একজন, কি একটা মন্তব্য করতে হেসে উঠল সবাই। গা জ্বলে উঠল লরিয়ার, দ্রুত পায়ে পোর্চে উঠে এল। শহরে আসা বোধহয় ভুল হয়েছে, তিক্ত মনে ভাবল ও।

একটা শটগান পরিষ্কার করছিল মার্শাল জ্যাক হবস। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল, হাসি ফুটল মুখে। টুপির কিনারা ধরে নড করল। 'কেমন আছ, লরা?'

প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল লরিয়া। কিছুটা সুস্থির লাগছে, ওর ভয় হচ্ছিল লোকগুলো হয়তো পিছু নেবে। স্বস্তিকর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে টিম ম্যাসনের অনুপস্থিতি। 'ব্রুকসের কোন খবর জানো তুমি, জ্যাক?'

হাসি মুছে গেল হবসের মুখ থেকে। শটগান রেখে ডেস্কের কাছে গিয়ে স্টোভে কেতলি চাপাল। 'জানালা দিয়ে দেখো, ওপাশের সেলুনের রেইলে বাঁধা কালো ঘোড়াটা চিনতে পারছ?'

ঝটিতি ঘুরে তাকাল লরিয়া। ব্রুকসের রোয়ানটা!

'গতকাল ওটায় চেপে শহরে এসেছে কার্লি ব্রনসন। না, চুরি করেনি। ওরা বলছে মারা গেছে ব্রুকস।'

সময় নিয়ে কফি তৈরি করল মার্শাল। লরিয়া নীরব, ঠায় বসে আছে, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করেনি। কফির পেয়ালা এগিয়ে দেয়ার পরও আগ্রহী মনে হলো না ওকে।

'একা এসেছ?'

'না, বাবার সঙ্গে। ব্যাংকে গেছে।'

'কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, লরা।'

পেয়ালা তুলে চুমুক দিল লরিয়া, বিস্বাদ লাগছে যদিও কফিটা মোটেও খারাপ হয়নি। 'তুমি এরচেয়ে বেশি কিছু জানো?'

'দু'দিন আগে একটা উপত্যকায় ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল রাইডাররা।

আগ বাড়িয়ে হামলা করতে গিয়ে দু'জনকে হারিয়েছে। সারাদিন ওভাবে কাটার পর, সন্ধেয় কয়েকশো ফুট খাড়া ক্লিফ বেয়ে নেমে যাচ্ছিল ব্রুকস, শেষ মুহূর্তে ওকে দেখে ফেলে ক্রুরা সমানে গুলি করেছে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত নদীর খাঁড়িতে আটকে ছিল ওর লাশ, পরে স্রোতে ভেসে গেছে।'

'ঘোড়াটা?'

'ওটাকে উপত্যকায় রেখে সরে পড়তে চেয়েছিল ব্রুকস।'

'জ্যাক, তুমি ঠিক জানো? মানে···ওকে পাওয়া গেছে?'

ক্ষীণ হাসল মার্শাল, বুঝতে পারছে আশা ছাড়তে চাইছে না মেয়েটা। 'লাশটা পাওয়া যায়নি।'

মাথা নিচু করে নখ খুঁটছে লরিয়া, হতাশা কাটাতে পারছে না। 'তোমরা এতগুলো মানুষ, বিশেষ করে তুমি, জ্যাক, কেউ একটু সাহায্য করলে না ওকে! প্রতিবাদও করোনি। অথচ জুলিয়াস পারকার অন্যায়ভাবে খুনের দল লেলিয়ে দিয়েছে ওর পেছনে।'

'দুঃখিত, লরা। আমার ক্ষমতা কেবল শহরেই। তাছাড়া এটা একটা রেঞ্জ ওঅর। দুটো আউটফিটের মধ্যে···'

'মাত্র একজন লোককে তুমি আউটফিট বলছ!' খেপে গেল লরিয়া, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'আর এটা কি করে রেঞ্জ ওঅর হলো? প্রথম থেকেই ওর পিছনে লেগে ছিল পারকাররা, ব্রুকস কেবল আত্মরক্ষা করেছে। বিশ-পঁচিশজন লোক মিলে একটা মানুষকে তাড়া করেছে আর তুমি সেটাকে আইনের খোলস পরিয়ে বসে আছ!'

'এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল ওর, আমি ওকে বেসিন ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলাম।'

'জুলিয়াস পারকার নিশ্চয়ই তোমাকে কিনে নেয়নি?' অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে লরিয়াকে। 'খুনে-বদমাশগুলোকে ভাল করেই চেনো। এদেরকে বেসিনে আনার জন্যেই তো পারকারের সাজা হওয়া উচিত। এমিলিও খুন হওয়ার পরও কাউকে গ্রেফতার করোনি তুমি!'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, লরা।' আপসের সুরে বলল জ্যাক হবস। 'আমার কিছু করার নেই, এটা তুমিও বুঝবে। যতক্ষণ না ওরা শহরে কিছু করছে আমাকে হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হবে। তবু কাউন্টি শেরিফকে তার করেছি, সে এলে বোধহয় কিছু একটা করতে পারবে। দায়িত্বটা তারই, আমার নয়।' বিস্মিত হয়ে মেয়েটাকে লক্ষ্য করল মার্শাল, খটকা লাগছে—লরিয়া ফ্ল্যাগানকে স্যামুয়েল ব্রুকসের ব্যাপারে শুধু উদ্বিগ্নই নয় বরং খুব স্পর্শকাতর মনে হচ্ছে। এর মানে কি? ওর মনে পড়ল না মেয়েটা এর আগে কারও সাথে এরকম উদ্ধত, অসহিষ্ণু আচরণ করেছে কি-না। অদ্ভুত ব্যাপার, বেসিনের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে 'নীরস' স্যামুয়েল ব্রুকসের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হচ্ছে না?

'সে হয়তো আসবে সবকিছু শেষ হওয়ার পর। পারকারকে অভিনন্দন জানানো ছাড়া আর কি-ইবা করতে পারবে!' স্বগতোক্তির মত বলল লরিয়া, কিছুটা সুস্থির দেখাচ্ছে এখন, সামলে নিয়েছে।

নীরবতা নেমে এল।

'তোমার খোঁজ করেছিল কারভার। ওর সাথে দেখা করবে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল লরিয়া।

'আমাকে বলেনি।'

ফের নীরবতা। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল মার্শাল, ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করে গলায় ঢালল।

'দুঃখিত, জ্যাক, ওভাবে বলা উচিত হয়নি,' উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল মেয়েটা, স্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওকে, গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'বাবা এলে বোলো কারভারের অফিসে থাকব আমি।'

হেসে ওকে আশ্বস্ত করল মার্শাল।

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে এগোল লরিয়া ফ্ল্যাগান। টেরই পেল না উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে লোকটা। বিল কারভারের অফিসের সামনে পৌঁছার আগেই সামনে এসে দাঁড়াল, টুপির কিনারা উঁচিয়ে নড করল। থেমে তাকে দেখল লরিয়া। মুখে কাটাকুটির দাগ, কালো চোখে অস্থির চাহনি, ভয় ধরিয়ে দেয়ার মত লোক।

'আমার নাম কার্লি ব্রনসন, ম্যা'ম,' হাসল সে, কিন্তু লরিয়ার গা গুলিয়ে উঠল, চকিতে তাকাল রোয়ানটার দিকে। 'ব্রুকসের ঘোড়া, ঠিকই ধরেছ,' বলে চলল লোকটা। 'ঘোড়া মরা মানুষের কোন কাজে আসে কি?'

চুপ করে থাকল লরিয়া।

'কোথায় যাচ্ছ, ম্যা'ম? বাজে লোকে গিজগিজ করছে শহরটা। এভাবে বেরোনো ঠিক হয়নি তোমার। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'তোমার মত লোক, মি. ব্রনসন?'

'হতে পারে,' নির্লজ্জের মত হাসল ব্রনসন। 'কিন্তু ওরা কখনও তোমাকে উইশ করবে না, কিংবা এক সাথে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেবে না।'

'হয়তো ওরা তোমার চেয়ে আরেকটু ভদ্র,' কাটা কাটা স্বরে বলল লরিয়া, কেন জানি লোকটাকে এখন আর মোটেও ভয় পাচ্ছে না। 'একজন ভদ্রমহিলার পথ আটকে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেয়ার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দেয়াটাই ভাল মনে করে।'

এবারও হাসল ব্রনসন। 'ব্রুকসের সাথে তোমার পরিচয় ছিল, তাই না? মিলটা ভেবে দেখেছ? ওর ঘোড়া আমার হয়ে গেল, আর ওর মেয়েমানুষ···' বিদ্যুৎগতিতে আসা প্রচণ্ড চড়টা থামিয়ে দিল তাকে। ব্রনসনও তার প্রতিক্রিয়া দেখাল দ্রুত, দু'একটা চড় যেন তার কাছে কিছুই নয় বরং উদ্দেশ্যসিদ্ধির উসিলা মাত্র। ঝটিতি লরিয়ার হাত চেপে ধরল, আরেক হাতে কাঁধ চেপে ধরে মুখ কাছে নিয়ে এল। 'এবার হানি, কি করবে? একটু পর তোমার সব ঝাঁঝ জুড়িয়ে দেব আমি!' চাপা স্বরে বলল সে, মুখটা লরিয়ার মুখ থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে। মদ আর তামাকের তীব্র গন্ধে কুঁচকে উঠল ওর মুখ।

'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও, ব্রনসন!' গম্ভীর, শীতল একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'কোন্ শুয়োরের বাচ্চার এত সাহস?' দ্রুত পেছনে ঘুরল কার্লি ব্রনসন, রাগে

ধক্‌ধক্‌ করছে চোখজোড়া। লরিয়ার হাত ধরে রেখেছে এখনও। 'গ্যারেট!' অস্ফুট স্বরে বিস্ময় আর বিরক্তি প্রকাশ করল সে।

লোকটাকে দেখল লরিয়া। ছোটখাট, বেঁটেই বলা চলে। শক্ত গড়ন। জেরী টেম্পলারের মুদি দোকানের সামনে পোর্চের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার। নির্লিপ্ত মুখ। 'একটু আগে কি যেন বললে, কার্লি? আমি হয়তো ভুল শুনেছি।' সিগার থেকে ছাই ঝাড়ল সে, লরিয়ার সাথে চোখাচোখি হতে নড করল।

আড়চোখে রাস্তার ওপাশে সঙ্গীদের দিকে তাকাল ব্রনসন। ওর তিন স্যাঙাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে দাও, কার্লি,' ব্রনসনের তিন সঙ্গীর ওপর একবার দৃষ্টি বুলাল গ্যারেট। গলার স্বর শান্ত। 'তাহলে একটু আগে যা বললে, ভুলে যাব আমি।'

'আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ কেন?'

'ওর সাথে যেতে চাও, ম্যা'ম?' লরিয়ার দিকে ফিরে জানতে চাইল সে।

'না।' জানাল ও।

'এই তো চুকে গেল ব্যাপারটা,' হেসে বলল টেক্সান। 'বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলাদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হয় শেখা হয়নি তোমার। শোনো, কার্লি, দুটো জিনিসের সাথে কখনও জোর করতে নেই—মহিলা আর ঘোড়া। তুমি তার দুটোই করেছ।'

'তুমি ওর কে?'

'কেউ না। যেমনটা তুমি।'

'আমি তোমাকে কেয়ার করি না, গ্যারেট!' চেঁচিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল কার্লি ব্রনসন, লরিয়ার হাত ছেড়ে দিয়েছে। 'কলোরাডো বা টেনেসীতে তোমার জোর আছে, স্বীকার করছি, কিন্তু এখানে নয়। তাছাড়া তোমার কাছ থেকে টাকাও নিচ্ছি না যে তোমার কথা শুনতে হবে।'

'এই মেয়েটার পেছনে লাগার জন্যে পারকার তোমাকে টাকা দিচ্ছে?'

'তা দেয়নি, কিন্তু তাতে কি-ইবা আসে-যায়! কোন্ মেয়েকে আমি চুমো খাব সেটা তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে নাকি? শোনো, গ্যারেট, অযথাই বাগড়া দিলে। ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হয়নি আমার। একসঙ্গে কাজ করতে এসে···'

'তো?' তাকে থামিয়ে দিল টেক্সান।

'আমি চাই না নিজেদের মধ্যে কোন ঝামেলা হোক। তাছাড়া পারকারও সেটা পছন্দ করবে না। তুমি যদি মাপ চাও তো ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারি।'

হেসে বুটের তলায় সিগারের শেষাংশ পিষে ফেলল গ্যারেট। লরিয়ার দিকে তাকাল। 'সরে এসো, ম্যা'ম। যেখানে যাচ্ছিলে, যাও।' কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর, ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ব্রনসন তো নয়ই এমনকি ওর সঙ্গীদের ব্যাপারেও তার মাথা-ব্যথা নেই।

'বাড়াবাড়ি করছ, প্যাট!' শীতল শোনাল ব্রনসনের কণ্ঠ। ফের দেখল স্যাঙাৎদের, তৈরি আছে ওরা। সে নিজেও। সবচেয়ে বড় কথা, মানিকজোড়ের

আরেকটা নেই। গ্যারেটকে সহজেই কুপোকাত করা যাবে। সারা পশ্চিমের লোকজন গল্প করবে কার্লি ব্রনসনের হাতে মারা গেছে প্যাট গ্যারেট, সন্তুষ্টচিত্তে ভাবল সে।

'প্যাট, তোমার এ ব্যাপারটা আমার একেবারেই অপছন্দ, সবসময় একাই পুরোটা মেরে দিতে চাও!' রাস্তার ওপাশে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠস্বর। নাপিতের দোকান থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে, প্যাট গ্যারেটের সংস্করণ বলা যায়।

লরিয়া আন্দাজ করল যমজদের আরেকজন সে—ব্র্যাড গ্যারেট।

'ওহে, কার্লি, তোমাকে একটা ভাল পরামর্শ দিচ্ছি,' ব্র্যাডের গলায় কৌতুক এবং প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য। 'কোমর থেকে হাত সরিয়ে নাও। কেউ আগেভাগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালে প্যাট আবার অস্বস্তিবোধ করে। ওর টিপ কিন্তু মিস্ হয় না, সবার আগে তুমিই পটল তুলবে। তোমরা,' তিন স্যাঙাতের দিকে ফিরল সে, 'যার যার চেয়ারে বসে পড়ো, একটু আগে যেমন ছিলে।'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে ব্রনসন। 'ভেবো না আজকের ঘটনা ভুলে যাব। ভাল মানুষ সাজছ! হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের, আউট-ল ছাড়া কি তোমরা?'

'সেটা ঠিক,' হাতের চেটো দিয়ে গালে লেগে থাকা সাবান মুছল ব্র্যাড। 'কিন্তু কোন মহিলাকে আমরা অপমান করি না কিংবা কাউকে কোণঠাসা করে লড়াই করি না। আমরা সামনাসামনি লড়তে শিখেছি এবং পছন্দও করি।'

'মরগান পিক্‌সে না গিয়ে সেজন্যেই শহরে বসে মদ গিলছ? তোমাদের ক্ষমতা…'

'তুমি কি ওখানে ফিরে যাবে?' শীতল কণ্ঠে বাধা দিল প্যাট গ্যারেট, আঙুল তুলে ওপাশের সেলুনটা দেখাল। 'নাকি পৌঁছে দিতে হবে?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রনসন। খানিক বাদে কাঁধ উঁচাল। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা আপাতত এখানেই শেষ হচ্ছে। বাফেলো টাউন এখুনি ছাড়ছি না, আশা করি তোমরাও থাকছ।'

'আমরা অপেক্ষা করব, কার্লি।'

দৃঢ় পায়ে রাস্তা পেরোল সে। ওপাশে সেলুনের সামনে পৌঁছে একদলা থুথু ফেলল মাটিতে। চোখ তুলে দেখল ব্র্যাডকে, বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্যরা অনুসরণ করল ওকে।

'তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল লরিয়া। 'তোমরা না থাকলে…'

'ওর সাহস খুব কম, নিজেই তো দেখলে, ম্যা'ম। এরচেয়ে বেশি সাহস তুমিই দেখিয়েছ…আমরা না থাকলেও আর কয়েকজন ছিল, দেখো,' শটগান হাতে ল-অফিসের সামনে দাঁড়ানো মার্শালকে দেখাল প্যাট গ্যারেট। লরিয়া দেখল কারভারও তার দোতলার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে রাইফেল। 'এটাই স্বাভাবিক,' বলে চলেছে টেক্সান। 'কার্লির মত দু'একজন ছাড়া সব লোকই মেয়েদের সম্মান করে এবং কোথাও এর অন্যথা হলে রুখেও দাঁড়ায়। মার্শালের ব্যাপারটা ভাবো একবার, গত কয়েক বছরে একবারের জন্যেও এটা ঘটেনি, অথচ

শটগান হাতে চারজনের বিরুদ্ধে লড়তে বেরিয়েছে সে আজ।'

সবার ওপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি বুলাল লরিয়া। 'সার্কেল-এফে তোমাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল। তোমরা এলে খুব খুশি হব।'

'শুনেছ, প্যাট, মেয়েটা কি বলছে?' হেসে উঠে সহোদরের উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল ব্র্যাড। 'এক টেবিলে বসে মার্শাল আর ল-ইয়ারের সাথে খানা খেতে কেমন লাগবে তোমার? শুনতে কিন্তু মন্দ লাগছে না, মার্শাল আমাদের গ্রেফতার না করলেই হলো।'

ক্ষীণ হেসে অফিসে ঢুকে পড়ল জ্যাক হবস।

'মিস্ ফ্ল্যাগান, একটু আসবে?' শুধাল বিল কারভার। 'তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।'

টেক্সানদের কাছ থেকে বিদায় নিল লরিয়া, এগোল আইনজ্ঞের অফিসের দিকে। দালানের শুরুতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বারান্দা থেকে ফিরে তাকাল রাস্তার দিকে, কোথাও দেখতে পেল না গ্যারেটদের। তামাশা দেখা লোকজন চলতে শুরু করেছে যার যার কাজে।

বিল কারভারের অফিসটা ছোট তবে গোছানো। বেশিরভাগ জায়গা দখল করেছে তিনটি বইয়ের আলমারি আর একটা ডেস্ক। মাঝখানে টেবিলের দু'দিকে চারখানা চেয়ার। একটায় বসে পড়ল লরিয়া, বড় বাঁচা বেঁচেছে আজ, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ডেস্ক থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে নিজের চেয়ারে বসল কারভার। ওটা খুলে দৃষ্টি বুলাল, তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'মিস্ ফ্ল্যাগান, আমরা স্যামুয়েল ব্রুকসের ব্যাপারে আলাপ করব।'

ঠায় বসে থাকল লরিয়া, বুঝতে পারছে না।

'পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে মারা গেছে ও। আমাকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। ক'দিন আগে একটা উইল করেছিল। সে-অনুযায়ী এখন তুমি-ই ওর সব সম্পত্তির মালিক।'

লরিয়া হতভম্ব। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময় বোধহয় এটাই। কয়েক মিনিট কথা জোগাল না মুখে। একসময় সামলে নিয়ে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল। 'কোথাও একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। এটা হতেই পারে না! এক মাসও হয়নি আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

'হতে পারে। কিন্তু ভেবে-চিন্তে কাজটা করেছে সে। ওকে আমার পাগলাটে মনে হয়নি, বরং বলা যায় দূরদৃষ্টি ছিল ওর। বোধহয় চায়নি অবাঞ্ছিত কেউ জমিটার দখল নিক।'

'কিভাবে তা সম্ভব!?'

'তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে ও,' একটা চিরকুট এগিয়ে দিল আইনজ্ঞ। লরিয়া সেটা নিল, কিন্তু পড়ার আগ্রহ পাচ্ছে না। 'পড়ো, ম্যা'ম,' অনুরোধ করল কারভার।

ছোট্ট চিঠি, অল্প কয়েকটা কথা কেবল। পড়ল লরিয়া:

দুঃখিত, মিস্ ফ্ল্যাগান। তোমাকে বিব্রত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। তেমন কেউ আমার নেই যাকে এসব দিয়ে যেতে পারি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি চাই না বাথানটা পারকারদের হাতে পড়ুক। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।

সৌভাগ্য সে-ই বয়ে এনেছে, নিজের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল অন্যকে দান করে, ভাবল লরিয়া।

'বাথান আর নগদ চোদ্দ হাজার পাঁচশো। এছাড়া কিছু রিওয়ার্ড মানি। সব মিলিয়ে সতেরো হাজার হবে।' ফিরিস্তি দিল কারভার।

'সে কি করে ভাবল আমি এসব নেব?' রেগে গেছে লরিয়া।

'দুঃখিত, ম্যা'ম, বলতে পারছি না।'

'আমি যদি না নিই?'

'তাহলে···বাথানটা সরকারী সম্পত্তি হয়ে যাবে, ইচ্ছে করলে যে কেউ তখন ওটার দখল নিতে পারবে। কিন্তু টাকাটা আমাকে ঝামেলায় ফেলবে···' দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল আইনজ্ঞ।

বাপকে দেখে চেয়ার ছাড়ল লরিয়া, ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফ্ল্যাগানের বুকে। কাঁদতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর সুস্থির হতে পাশাপাশি বসল বাপ-মেয়ে। 'দেখো, বাবা, অদ্ভুত কি যেন বলছে তোমাদের ল-ইয়ার।' অনুযোগ করল লরিয়া।

ব্যাখ্যা করল কারভার।

ফ্ল্যাগানের প্রতিক্রিয়া হলো তার মেয়ের মতই। 'একটা কথা, বিল, ও এসব করল কখন?'

'ডাস্টির সেলুনে ম্যাট লোগানের সাথে শো-ডাউন শেষে এখানে এসেছিল ও। আগে থেকে সবকিছু ভেবে রেখেছে। কি কি করতে হবে আমাকে কেবল তা-ই বলে গেছে, কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।'

কয়েকদিন আগের ঘটনাটা মনে পড়ল ফ্ল্যাগানের। বাথান বিক্রির কথা বলেছিল ব্রুকসকে, হেঁয়ালিভরা উত্তরটার মানে এখন বুঝতে পারছে। 'ধন্যবাদ, বিল,' উঠে দাঁড়াল সার্কেল-এফ মালিক, চিন্তিত। 'আমার মেয়েটার মাথা প্রায় খারাপ করে দিয়েছ। একদিনে এতগুলো চমকের ধকল সইতে পারছে না বেচারি।'

মৃদু হাসল আইনজ্ঞ। 'ব্রুকসের মৃত্যুটা নিশ্চিত নয়, তবু সুবিধে হবে ভেবে আগেই জানালাম। জানা থাকায় পারকার কিছু করার আগেই তৈরি হয়ে নিতে পারবে। সে অবশ্য সুবিধা করতে পারবে না, জমিটার দখল নিলেই বরং আইনের ঝামেলায় পড়বে। আরও দু'দিন অপেক্ষা করব, তারপর ভূমি বণ্টন অফিসে গিয়ে মিস্ ফ্ল্যাগানের নামে ক্লেইম করব আমি।'

'খুশি হব যদি শুনি ও বেঁচে আছে!' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল লরিয়া।

বিল কারভারের অফিস থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে এগোল ওরা। ফ্ল্যাগান খেয়াল করল ম্লান দেখাচ্ছে লরিয়াকে, গম্ভীর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। স্যামুয়েল ব্রুকসের উইল ভারী বোঝার মত চেপে বসেছে মেয়েটার কাঁধে। ব্রুকসের মৃত্যু ওকে দগ্ধ করছে।

বাথান আর টাকাগুলো তা ভুলতে দেবে না, তাড়া করে বেড়াবে কেবল।

'গ্যারেটদের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার,' মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বলল সার্কেল-এফ মালিক। 'পশ্চিমে ওদের আউট-ল হিসেবে চেনে সবাই। এখানে এসেছে পারকারের ভাড়াটে লোক হিসেবে অথচ অন্যদের মত ব্রুকসকে তাড়া করেনি, ব্লু ঈগলেই ওদের সময় কাটছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তোকে আজ সাহায্য করল এবং আরেকটু হলে নিজেদের লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরত।

'কার্লি ব্রনসনের সাথে খুব একটা মিল নেই ওদের। স্বার্থের কারণে একত্রে আছে, হয়তো দেখা যাবে পরস্পরকে ঘৃণা করে ওরা এবং সুযোগ পেলে একে অন্যকে খুনও করবে। লোকগুলো বেপরোয়া, কেউ কাউকে পরোয়া করে না, একদলে থাকার পরও এটাই হচ্ছে ওদের সংঘাতের কারণ।'

'অত কিছু বুঝি না। গ্যারেটরা আমাকে সাহায্য করেছে, ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এটাই হচ্ছে সাফ কথা।'

'তা মানছি। তবু তোর সাবধানে থাকা উচিত। আর···এরপর থেকে শহরে আসার দরকার নেই।'

খুশি হয়ে মেনে নিল লরিয়া। যা অভিজ্ঞতা হয়েছে আজ! 'ব্যাংকের কাজ সেরেছ?'

সায় জানাল ফ্ল্যাগান। পাঞ্চারদের পাওনা মেটানোর সময় আরেকবার সতর্ক করে দিয়েছে। ওরা তা মনে রাখলেই হয়, ভাবল সার্কেল-এফ মালিক। রাস্তার ওপাশে সেলুনের পোর্চে চোখ বুলাল, বেয়াড়া কেউ বসে বা দাঁড়িয়ে নেই।

লকহার্টের স্টোরে পৌঁছে ভেতরে ঢুকল ফ্ল্যাগান, স্টোর মালিককে ফর্দ গছিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

'কফি না হলে চলছে না আমার,' ক্লিষ্ট হাসি দেখা গেল লরিয়ার মুখে। 'বাবা, তুমিও এসো।'

মিসেস রিচার্ডসের রেস্তোরাঁয় এসে বসল ওরা। কুশল বিনিময় হলো মহিলার সাথে। টেবিলে বসার পর গ্যারেটদের ঢুকতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লরিয়ার মুখ। 'মি. গ্যারেট, এদিকে এসো, আমাদের সাথে বোসো। মিসেস রিচার্ডস, চার কাপ কফি, প্লীজ।'

বাপের সাথে যমজদের পরিচয় করিয়ে দিল লরিয়া।

কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করলেও তা চেপে রাখল ফ্ল্যাগান, সহাস্যে সম্ভাষণ জানাল। 'ধন্যবাদ। তোমরা সাহস করে এগিয়ে না গেলে বিপদ হতে পারত লরিয়ার।' কফি শেষ করে দু'জনকে সিগার অফার করল ও। 'আজকের দিনটা মোটেই ভাল কাটছে না আমার বাছাটার।'

'যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে একমাত্র তোমাদের সাথেই ব্রুকসের পরিচয় আছে,' হালকা সুরে বলল প্যাট গ্যারেট, আয়েশ করে সিগার টেনে চলেছে। 'আমরা ওর সম্পর্কে আগ্রহী।'

আবার! বাপের দিকে তাকাল লরিয়া, নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দিনটা আজ সত্যি খারাপ যাচ্ছে, ভাবছে ও, ঘুরে-ফিরে বারবার এ লোকটির

প্রসঙ্গ চলে আসছে। মরে গিয়ে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে সে!

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফ্ল্যাগান।

'অনেকদিন ধরে ওকে খুঁজছি আমরা।'

'কেন?'

'বব, আমাদের ছোট ভাই, মারা পড়েছিল ওর হাতে। শুনেছি ডুয়েলটা ফেয়ার ছিল না। দূর থেকে ঘটনাটা আর ওর চেহারার বর্ণনা পেয়েছি কেবল, সন্দেহ আছে ও সত্যি খুনটা করেছে কি-না। বাতাসে তো কত কথাই ভেসে বেড়ায়! আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।'

'ও তো মারা গেছে।'

হাসল প্যাট গ্যারেট, চোখ দেখে বোঝা যায় বিশ্বাস করেনি। 'একগাদা লোককে বারবার হটিয়ে দিয়েছে ও, একা। আর শেষে কি-না নদীতে নেমে যাওয়ার সময় অসহায়ভাবে মারা যাবে? উঁহুঁ, বিশ্বাস করি না। আমরা যাকে খুঁজছি তার প্রাণ বড় শক্ত, মি. ফ্ল্যাগান। ওর মত লোক এত সহজে মরবে না। আচ্ছা বলো তো, কেমন লোক ছিল ও?'

'কেমন আবার,' জেমস ফ্ল্যাগান বিভ্রান্ত। 'সাহসী, পরিশ্রমী···কয়েকদিন আগেও, পিস্তল তুলে নেয়ার আগে ও ছিল বেসিনের সবচেয়ে নিরীহ লোক। সশস্ত্র অবস্থায় এত ভয়ঙ্কর লোকের কথা আমি কখনও শুনিনি।'

'বুঝলে, মি. ফ্ল্যাগান,' এবার মুখ খুলল অন্যজন। 'চারটে বছর···যেখানেই গেছি খুঁজে বেড়িয়েছি ওকে। ওর আসল পরিচয় কোথাও পাইনি। বিভিন্ন জায়গায় ওর ব্যবহার করা অন্তত দশটা নাম বলতে পারব। একটা চেহারার বর্ণনা আর অনেকগুলো নাম যার কোনটাই আসল নয়, এই নিয়ে খোঁজ করছি আমরা। তবে, একবার মুখোমুখি হলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'তোমরা পারকারের লোক অথচ মরগান পিক্‌সে যাওনি,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল লরিয়া। 'ওখানে গেলে হয়তো নিশ্চিত হতে পারতে।'

'ভুল করছ, ম্যা'ম, আমরা পারকারের হয়ে লড়ছি না। আসলে এ লড়াইয়ে আমাদের কোন ভূমিকাই নেই। ববের হত্যাকারী এখানে আছে–জানিয়েছিল পারকার। বাফেলোতে এসে বুড়োর সাথে দেখা করলাম, আর এতে সবাই মনে করেছে ওর দলে যোগ দিয়েছি। ওর পক্ষে লড়াই করলেও মরগান পিক্‌সে যেতাম না, ওরকম লড়াই আমরা করি না। টেনেসীর নাম শুনেছ, ম্যা'ম? ওখানকার মেয়েরা পর্যন্ত বেটাছেলেদের মত সামনাসামনি লড়ে। আমরা ওখানকার মানুষ। শহরে বসে ব্রুকসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম···ও এলে নিশ্চিত হওয়া যেত।'

'এবং ডুয়েল শেষে মারা পড়ত সে।'

'বোঝা যাচ্ছে ওর সম্পর্কে আসল খবর জানো না,' ছাইদানিতে সিগারের শেষাংশ গুঁজে রাখল ব্র্যাড গ্যারেট। 'ও এমন এক লোক যার সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়াতে আমারও বুক কাঁপবে। আমরা মনেপ্রাণে চাইছি ব্রুকস যেন সে-লোক না হয়, যদিও এখানে এসে ওর সম্পর্কে যা শুনেছি এবং পারকারের লোকদের বিরুদ্ধে ও যেভাবে লড়ছে তাতে মনে হচ্ছে আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি।'

এসব আলোচনা ভাল লাগছে না লরিয়ার। ক্ষতটা তাতে কেবল বড়ই হবে।

স্যামুয়েল ব্রুকস ওর জন্যে এখন সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। যেখানেই যাচ্ছে মৃত এ লোকটি সম্পর্কে আলাপ করতে হচ্ছে। কি ভেবেছে সে? প্রায় অচেনা একটা মেয়েকে নিজের সব সম্পত্তি দান করার সাহস করল কি করে? ওর আত্মসম্মানবোধের কথাও কি তার মাথায় আসেনি?

'তোমাদের জন্যে কিছু বাকি রইল না,' বলল জেমস ফ্ল্যাগান। 'ব্রুকস নেই, থাকলেও নিশ্চিত হওয়ার উপায় ছিল না। খুন করে কেউ স্বীকার করে না।'

'ও করত, সে-সাহস ওর আছে।'

'তোমরা কি চলে যাবে?' প্রসঙ্গ বদলাল লরিয়া।

'না,' ঘোষণা করল ব্র্যাড গ্যারেট। 'ওর জন্যে অপেক্ষা করব।'

ফ্ল্যাগান বিস্ময় বোধ করছে, মুখে কথা সরল না।

'তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, মি. ফ্ল্যাগান, ও বেরিয়ে আসবেই। তাছাড়া পারকারের লোকেরা একটা ভুল করেছে, ব্রুকস যখন নদীর খাঁড়িতে আটকে ছিল, ঠিক কাজ হত নেমে গিয়ে ওকে খুন করা। ওরা তা করেনি।' প্যাট গ্যারেটের মুখ দেখে মনে হচ্ছে কথাগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সে, এবং বাস্তবে ঘটবেও তাই।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'কারণ লোকটার নাম ওয়েসলি হারডিন।'

বিস্ময়ের বদলে বিপর্যয় বোধ করল লরিয়া। অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো চমক আর ঘটনা ওর মন মেনে নিতে চাইছে না। জন ওয়েসলি হারডিন, পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজ? না, ওর কাছে মোটেও তা মনে হচ্ছে না, লরিয়ার কাছে সে স্যামুয়েল ব্রুকস নামের পরিশ্রমী একরোখা এক লোক যে শান্তির জন্যে এখানে বসতি গড়েছে। তিনটে বছর বেসিনের তাবৎ লোক যাকে জানত অহঙ্কারী এক বাথান মালিক হিসেবে যে কখনও পিস্তল ঝোলায় না। শান্ত, নির্বিরোধী। অন্যের ব্যাপারে সে নাক গলিয়েছে একবারই, বাড পারকার যখন লরিয়াকে উত্যক্ত করছিল। সে এটা করেছে সহজাত প্রবৃত্তি বশে, একজন মহিলার অপমান সহ্য করা যায় না বলে। হয়তো অশিক্ষিত, ঠিক মিশুক নয়, তবে অবশ্যই নিপাট একজন ভদ্রলোক।

'তোমরা ঠিক বলছ?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ফ্ল্যাগান। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

নড করল প্যাট, হাসল। 'বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো নাম ব্যবহার করেছে ও, কিন্তু চেহারা তো ওই একটাই। ওকে দেখতে পেলে পুরো নিশ্চিত হব।'

'কফি নেবে আর?' আহ্বান করল লরিয়া।

মিসেস রিচার্ডস কফি দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর কোন কথা হলো না। কি যেন ভাবছে জেমস ফ্ল্যাগান। কথাবার্তার ফাঁকে সুযোগ পেলেই চারপাশে নজর বুলাচ্ছে গ্যারেটরা, এমনকি কাচের দেয়াল ফুঁড়ে রাস্তা বা ওপাশের বাড়িগুলোর ওপরও চোখ রাখছে। সদা সতর্ক ভঙ্গি। সহসাই খুশি হয়ে উঠল লরিয়া, আশান্বিত–ব্রুকসের একটা সুযোগ তাহলে সত্যি আছে! খোদা, ও যেন বেঁচে থাকে! অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করল ও। তারপরই রাজ্যের ভয় গ্রাস করল ওকে, বেঁচে থাকলেও টেক্সানদের মুখোমুখি হতে হবে ব্রুকসকে। পারকারের

লোকগুলোর চেয়ে এরা ভিন্ন প্রকৃতির–ধীর-স্থির, নিজেদের সঙ্কল্পে অবিচল। ভয়-ডর কি জিনিস এরা জানে না। লড়াইয়ের কিছু বোঝে না লরিয়া, কিন্তু উপলব্ধি করল পারকারের তাবৎ লোকদের চেয়ে এদের দু'জনকে মোকাবিলা করা ব্রুকসের জন্যে অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। চারটে বছর একটা বিশ্বাসের ওপর সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে এরা, উদ্দিষ্ট লোকটাকে হাতের মুঠোয় পেলে হয়ে উঠবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, নির্দয়। টেক্সানরা কতটা ভয়ঙ্কর মানুষ নিজ চোখে দেখেছে ও আজ, কার্লি ব্রনসনের মত লোক তিনজন সঙ্গী থাকার পরও ওদের সাথে লড়ার সাহস পায়নি।

'কফির জন্যে ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্র্যাড গ্যারেট, হাত মেলাল ফ্ল্যাগানের সাথে। লরিয়াকে বাউ করে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল। অনুসরণ করল অন্যজন।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাপ-বেটি। সারা রাস্তায় খুঁজেও টেক্সানদের কোথাও দেখতে পেল না লরিয়া। স্বতঃস্ফূর্ত, নিঃশব্দ ওদের চলাফেরা। কি করে আউট-ল হলো ওরা? অনেকের চেয়ে ভদ্রোচিত ওদের আচরণ, অথচ সেটা মেকিও নয়। পশ্চিম বড় অদ্ভুত জায়গা–এখানে বাড পারকারের মত সুবেশী, কপট যেমন আছে, তেমনি আছে ব্রুকস বা গ্যারেটদের মত বুনো কিন্তু মনেপ্রাণে ভদ্রলোক। ওরা যা বিশ্বাস করে সেটা মুখের ওপর বলে দেয় এবং করেও দেখায়। গ্যারেটরা যদি ব্রুকসের বন্ধু হত, দারুণ হত তাহলে! পারকারের লোকগুলোকে হটিয়ে দিত তিনজনে মিলে। বোকার মত অলীক কল্পনা করছে বলে নিজেকে তিরস্কার করল লরিয়া। গ্যারেটরাও কি তাই ভাবছে না? ওরা মনে করে মরগান পিক্স থেকে ঠিকই বেরিয়ে আসবে ব্রুকস, এটাই কি সবচেয়ে বড় ফ্যান্টাসি নয়?

লকহার্ট সবকিছু তৈরি রেখেছে, রসদ তুলে দিয়েছে ওয়াগনে। চালকের আসনে বসে মেয়ের দিকে ফিরল ফ্ল্যাগান। 'তুই কি ঘোড়ায় চড়বি?'

সায় জানাল লরিয়া।

শহর ছাড়িয়ে এসে হাঁফ ছাড়ল ও। যা একটা দিন গেল আজ! দারুণ সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, কখনোই ভুলতে পারবে না এ দিনটা।

কিন্তু আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

স্যামুয়েল ব্রুকসের জমির ওপর দিয়ে যে ট্রেইল চলে গেছে সেটা ধরে এগোচ্ছে ওরা। ক্রীকের কাছে এসে পেছন ফিরে পোড়া কেবিন দেখল লরিয়া, তছনছ করে ফেলা হয়েছে সব্জি বেডগুলো। তিক্ত মনে জুলিয়াস পারকারকে অভিসম্পাত করল ও। ক্রীক পেরোনোর সময় উজান ধরে তাকাল, ঢালু পাড়ে বাদামী একটা কিছু নজর কাড়তে রাশ টানল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অজান্তেই এগোল সেদিকে।

'লরা?' পেছন থেকে ডাকল ফ্ল্যাগান।

ক্রীকের কিনারার পানি ভেঙে এগোচ্ছে লরিয়া। উইলো ঝোপের বাইরে একজোড়া বুট বেরিয়ে আছে। 'বাবা, ঝোপটার কাছে দেখো, কেউ একজন পড়ে আছে!' উত্তেজিত শোনাল ওর কণ্ঠ, টের পেল দ্রুত হয়ে এসেছে শ্বাস-প্রশ্বাস, বুক ধড়ফড় করছে। গলা শুকিয়ে আসছে। হয়তো পারকারের কোন লোক, ভাবল লরিয়া, কিংবা ব্রুকসই, কিন্তু একটা লাশ ছাড়া কিছু নয়।

ফ্ল্যাগান একবার ভাবল মেয়েকে শাসন করবে, তারপর কি ভেবে ওয়াগনের আসন ছেড়ে নেমে এল। ক্রীকের পাড়ে উঠে এসে দ্রুত এগোল। তাকাল চারপাশে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়শ্রেণীতে নেই কেউ, অবশ্য লুকিয়ে থাকলে বোঝার উপায় নেই।

পৌঁছে গেছে লরিয়া। ঘোড়াটা পুরো থামার আগেই ছুটতে শুরু করল। আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিল। জায়গাটায় পৌঁছে দ্রুত হাতে উইলোর শাখাগুলো সরাল। 'বাবা, ও-ই!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল ও, ঝুঁকে পড়ে আঁকড়ে ধরল ব্রুকসের শরীর। 'বেঁচে আছে, বাবা!' একইসঙ্গে উল্লাস আর বেদনা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

মেয়ের পাশে এসে দাঁড়াল সার্কেল-এফ মালিক। অজ্ঞান স্যামুয়েল ব্রুকসের ওপর নজর বুলাল। বহুকষ্টে পানির কিনারা থেকে উঠে এসেছে সে। কাদায় শরীর ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ, আর কয়েক জায়গায় জমাট বাঁধা রক্ত। দশফুট জায়গা পেরোতে তিনবার থেমেছে। সারাদেহ কাদা আর রক্তে মাখামাখি। কয়েকদিনের অনাহার আর রক্তক্ষরণ ওকে দুর্বল করে দিয়েছে, ভাবল ফ্ল্যাগান। 'তুই সরে যা, ওয়াগনের পাটাতনে জায়গা কর্। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

সরে গিয়ে অ্যাপালুসায় চড়ল লরিয়া, ফেলে আসা ওয়াগনের দিকে ছুটল।

ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল জেমস ফ্ল্যাগান। কাঁধে ও উরুতে দুটো বুলেট ঢুকেছে, দগদগে ঘা-র মত দেখাচ্ছে ওগুলোর মুখ। মাথার চামড়া ছিলে চলে গেছে আরেকটা। কোনটাই মারাত্মক নয়। ব্রুকস নিজে দুই জায়গায় পট্টি বাঁধলেও নড়াচড়ার ফলে বারবার রক্তক্ষরণ হয়েছে। মাথার একপাশে ভোঁতা আঘাতের চিহ্ন, চামড়া ছড়ে গিয়ে ফুলে গেছে জায়গাটা। ফ্ল্যাগান ধারণা করল কোন কিছুর সাথে সংঘর্ষের ফল এটা। সার্কেল-এফ মালিক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল তখনও একটা পিস্তল ধরা ছিল ব্রুকসের মুঠোয়, শেষ মুহূর্তেও হাল ছাড়েনি। সিলিন্ডার খুলে দেখল একটা গুলি খরচ করা হয়েছে, এরমানে–নদীর খাঁড়ি থেকে এখানে আসার পথে কেউ একজন ওর সামনে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। খুঁজতে হলো না, অবশ্য সে-ইচ্ছেও ছিল না তার, ক্রীকের পাড় ধরে তাকাতে একটা উইলো ঝোপের কাছে পড়ে থাকতে দেখল একটা দেহ। ভাগ্যিস, লোকটার খোঁজে আসেনি কেউ! সেরকম হলে ব্রুকসকে আবিষ্কার করে ফেলত বার-পি ক্রুরা। এ অবস্থায় কোন প্রতিরোধই করতে পারত না সে, অসহায়ভাবে মরতে হত।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে ব্রুকসকে তুলে নিল জেমস ফ্ল্যাগান। ভারী দেহটা বইতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু আনন্দের সাথে করছে সেটা।

'শহরে নিয়ে যাবে?' লরিয়ার কণ্ঠে উদ্বেগ, ব্রুকসকে ওয়াগনে শুইয়ে দেয়ার সময় বাপকে সাহায্য করল।

'তাই করা উচিত এবং তাতে ভীমরুলের চাকে ঢিলও পড়বে। একটা দিন পেরোনোর আগেই শেষ হয়ে যাবে সব। নাহ্, ওকে বাথানেই নিয়ে যাব।'

'কিন্তু ওর একজন ডাক্তারের দরকার, বাবা।'

'সেটা সম্ভব, একজন উপযুক্ত নার্সের আন্তরিক সেবাও সে পাবে,' কৌতুকে নেচে উঠল ফ্ল্যাগানের চোখজোড়া। দ্রুত হাত চালাচ্ছে, পুরানো পট্টি খুলে

ব্যানডানা দিয়ে ব্রুকসের উরুর ক্ষত পেঁচাল। 'তোর ওটা দে,' ব্যানডানা চাইল সার্কেল-এফ মালিক। লরিয়া সেটা দিতে কাঁধের ক্ষতটা বাঁধল। 'ওকে নিয়ে যেতে পারবি না?'

নড করল লরিয়া। 'শহরে যাচ্ছ?'

ওয়াগন ছেড়ে নেমে পড়ল ফ্ল্যাগান, অ্যাপালুসার দিকে এগোল। 'ডক্-কে মনে হয় ধরেই নিয়ে আসতে হবে। ও ব্যাটা তো সারাদিন পাগলা পানি খেয়ে চুর হয়ে থাকে।'

ওয়াগনের আসনে বসে ঘোড়ার রাশ তুলে নিল লরিয়া, ফিরে তাকাল বাপের দিকে। 'তাড়াতাড়ি এসো, বাবা।'

মাথা ঝাঁকাল সে, স্মিত হেসে অভয় দিল মেয়েকে। 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আস্তে আস্তে যাবি,' স্যাডলে চাপার সময় পরামর্শ দিল বাথান মালিক। 'ওয়াগনে যেন ঝাঁকি না লাগে, পারবি না?'

নড করে ওয়াগন ছেড়ে দিল মেয়েটা।

বাড়তি ঘোড়া সঙ্গে নিতে পারলে ভাল হত, ভাবছে ফ্ল্যাগান। সবচেয়ে তাড়ার সময়েই অযথা দেরি হয়। হয়তো দেখা যাবে ডক্ হেনরীর ঘোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা সাজ পরাতে সময় লাগছে, কিংবা একটা ঘোড়াও ভাড়া করতে হতে পারে। ডাক্তারের হুঁশ ফেরাতে বেশি সময় না লাগলেই হলো। কোমরে গোঁজা পিস্তলে হাত বুলাল ও, দরকার হলে ব্যাটার কানের কাছে গুলি ফুটিয়ে দেবে, তারপরও যদি হুঁশ না ফেরে তো তুলে নিয়ে এসে তাকে আচ্ছামত গোসল করাবে এই ক্রীকে। নিজেকে শাসন করল ফ্ল্যাগান, অদ্ভুত জিনিস ভাবছে, হাস্যকর। কারণটা আর কিছু নয়—সারাদিনের, উঁহুঁ, কয়েকদিনের উৎকণ্ঠা, অমঙ্গল আশঙ্কা আর অনেক তিক্ত অনুভবের পর উদ্বেগ থেকে মুক্তি। ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। লরিয়ার কথা ভাবল, ওর জন্যে এটা আরও তৃপ্তিকর।

পেছন ফিরে দেখল ওয়াগনটা চলতে শুরু করেছে। কারও সাথে দেখা হওয়ার আগেই যেন ওরা পৌঁছে যায়, প্রার্থনা করল জেমস ফ্ল্যাগান।

আট

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে লরিয়া ফ্ল্যাগানের দিনগুলো। ব্রুকসের অক্লান্ত সেবা করছে। রাত-দিন সারাক্ষণই পাশে থাকছে, জোর করেও ওকে সরাতে পারেনি ফ্ল্যাগান। তৃতীয়দিন সকালে বিছানা ছাড়তে চাইল ব্রুকস, একরকম তেড়ে উঠল লরিয়া। 'আরও অন্তত দু'দিন বিশ্রাম নেবে,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা দিল। 'ডক্ হেনরীও তাই বলেছে।'

'আমাকে অলস বানিয়ে ছাড়বে তোমরা, মিস্ ফ্ল্যাগান!' বিরক্ত মনে হলো ব্রুকসকে। 'ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'পিস্তলবাজি? সেটা ক'দিন পরে হলেও চলবে। দারুণ একটা বাথান আর

এতগুলো টাকা দিয়ে যাচ্ছ আমাকে, হয়তো শিগ্‌গির পটলও তুলবে। আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি! তোমার যত্ন নিয়ে ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা করতে দাও।' লরিয়ার কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ, দৃষ্টিতে উপহাস ঝরে পড়ছে।

চমকে উঠল ব্রুকস, লরিয়ার কটূক্তি গায়ে মাখল না। 'তুমি জানো!?'

'আমাকে বলেছে কারভার। সবাই জানত মারা গেছ তুমি, পারকারের লোকেরা তাই বলছিল, বিশেষ করে কার্লি ব্রনসন। আহ্, আরেকটু হলে বেসিনের সবচেয়ে ধনী মহিলা হয়ে গিয়েছিলাম আমি!'

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পারছে না ব্রুকস, বোকা বোকা দেখাচ্ছে ওকে।

'স্যামুয়েল ব্রুকস, তুমি আমাকে অপমান করেছ!' রাগ লরিয়ার চোখে-মুখে, অধৈর্য দেখাচ্ছে। 'আমি কি তোমার স্ত্রী না মেয়েমানুষ? বেসিনের সবলোক যখন জানবে কি ভাববে ওরা? তোমার খেয়ালের কাছে আমার আত্মসম্মানের কোন মূল্য নেই? যে কাজটা করেছ তা করার অধিকার কি তোমার আছে?'

মেয়েটার আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না ব্রুকস। অচেনা মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে পাল্টে গেছে যেন। 'ক্ষমা চাইছি, ম্যা'ম,' ভয়ে ভয়ে বলল ও। 'এখানে আমার পরিচিত কেবল তোমরাই, তাছাড়া আমি চাইনি বাথানটা অন্য কারও হাতে পড়ুক। তোমার বাবা···'

'তাহলে আমার বাবাকে দিয়ে গেলে না কেন? স্যামুয়েল ব্রুকস, তুমি একটা মিথ্যুক! ম্যাট লোগান যেদিন তোমার হাতে মারা পড়ল সেদিন উইলটা করেছ তুমি। অথচ বাবা তোমাকে জমি কেনার কথা বলেছে আরও পরে। তুমি ঠিকই বুঝেছিলে বাবা এমনিই বলেছিল কথাটা। তোমার হেঁয়ালিভরা উত্তর আর চাহনি ভুলে যাইনি আমি।'

ব্রুকস নীরব, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে।

'তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি। তুমি ওয়েসলি হারডিন?'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারল না ব্রুকস। ওকে আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে, ভাবল–অচেনা, উতলা ও আগ্রাসী।

'বলছ না কেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জানলে কিভাবে?'

'গ্যারেটরা বলছে ওদের ছোট ভাইকে খুন করেছ তুমি, সত্যি?'

'ওরাও এসেছে তাহলে!'

'হ্যাঁ। তোমার সৌভাগ্য ওরা মরগান পিক্‌সে যায়নি, বরং শহরে তোমার অপেক্ষায় আছে।'

'তোমার সাথে ওদের দেখা হয়েছে?'

সেদিনের ঘটনাগুলো খুলে বলল লরিয়া। 'আমার উত্তর কিন্তু পাইনি।'

'বব গ্যারেট আমার হাতে মারা গেছে ফেয়ার ডুয়েলে, কিন্তু ওদের কাছে আমি ববের খুনীই। মনে আছে, তোমাকে একদিন বলেছিলাম, কিভাবে মারা গেল তারচেয়ে প্রিয়জন হারানোর ব্যাপারটাই একজন লোকের কাছে আসল? একটা

ডুয়েলের আলাদা কোন অর্থ নেই তার কাছে। মিস্ ফ্ল্যাগান,' তিক্ত শোনাচ্ছে ব্রুকসের কণ্ঠ, হতাশাভরা। 'এই জীবনে আমাকে বহুবার মৃত লোকের স্বজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। এটা বড় কষ্টকর কাজ, তবু তা করা ছাড়া উপায় থাকে না, নইলে আমাকেই মরতে হবে। নিজের জীবনের ওপর ঘৃণা হচ্ছে আমার! সান্ত্বনা একটাই—আমার মৃত্যুর পর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়বে না কেউ, না আমার পক্ষে না অন্য কারও পক্ষে। সব শোধ-বোধের পালা তখন শেষ হয়ে যাবে।'

'পিস্তল ছেড়ে তুমি সে-চেষ্টাই করেছ, তাই না? এখন বুঝতে পারছি কেন কারও সাথে মিশতে চাওনি তুমি। নতুন একটা নাম নিয়ে, নিরীহ একটা পরিচয় নিয়ে বেসিনে থাকতে চেয়েছ।' ব্রুকসের হাত চেপে ধরল লরিয়া, কণ্ঠে সহানুভূতির ছোঁয়া। এবার ওর মধ্যে পরিচিত আদলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। 'কিন্তু পারকাররা তোমাকে বাধ্য করেছে আবার অস্ত্র তুলে নিতে…' দরজায় নক্ হওয়ার শব্দে থেমে গেল।

'দু'জন লোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে, ম্যা'ম,' মেক্সিক্যান পরিচারিকা লুইসা জানাল। 'অফিসে অপেক্ষা করছে।'

ব্রুকসের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল লরিয়া, বেরিয়ে গেল। অফিস কামরায় আসতে বিস্মিত হলো প্রথমে, তারপর ভয় পেল।

দাঁড়িয়ে ওকে বাউ করল দুই যমজ। 'আমরা ওর সাথে দেখা করতে এসেছি, ম্যা'ম,' ঘোষণা দিল প্যাট গ্যারেট।

কিছু বলতে পারল না লরিয়া, ভয়ে-আশঙ্কায় দিশেহারা বোধ করছে। জানে কেন এসেছে ওরা। 'না, ও অসুস্থ…অসহায় একটা লোক…তোমরা ওকে খুন করবে!'

'শুধু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর, ম্যা'ম। আপাতত ওর কাছে আমাদের চাওয়া এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'ও এখানে আছে তোমরা জানলে কিভাবে?'

'এটা এমন কোন কঠিন কাজ হলো? ডাক্তার কয়েকবার এসেছে এখানে, ব্রুকসের জন্যে একসেট কাপড় কিনেছে ফ্ল্যাগান…সবচেয়ে বড় কথা বেসিনে কেবল তোমরাই ওর বন্ধু। সন্দেহ করার জন্যে এগুলোই কি যথেষ্ট নয়? জুলিয়াস পারকারও জেনে ফেলেছে। মাতাল ডাক্তারকে চেপে ধরেছিল জেফরি করবেট, দুটো চড়ের বদলে সব উগরে দিয়েছে সে। দুশ্চিন্তা করার মত ব্যাপার একটাই, আসার সময় করবেটকে দলবলসহ তৈরি হতে দেখলাম। নিশ্চিত ধরে নাও এখানেই আসছে ও।'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন সুবিধা পাবে না,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল লরিয়া। 'আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আগাম একটা খবরও দিয়েছ। তবু ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি না তোমাদের!'

'সেটা অন্যায় হবে, ম্যা'ম,' সিগার ধরাল ব্র্যাড গ্যারেট। 'চার বছর ধরে ওকে খুঁজছি। ভাবো একবার—এখানে পড়ে আছে ও, আর ওদিকে সারা দেশ চষে বেড়িয়েছি আমরা। কেবল ওর মুখ থেকে একটা কথা শোনার জন্যে।'

'আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বলেছে ওটা ফেয়ার ফাইট ছিল।'

'আমরা ওর মুখ থেকে শুনব।'

'কিন্তু তাতে কিছু আসবে-যাবে? বব গ্যারেট ওর হাতে মারা গেছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা, আর তোমরা তাই শুনতে চাও।'

'একটু বসবে, ম্যা'ম? ব্যাপারটা তাহলে ব্যাখ্যা করি, বোঝা যাচ্ছে আমরা তোমাকে বোঝাতে পারিনি,' অনুরোধ করল প্যাট গ্যারেট। থেমে অপেক্ষা করল, লরিয়া বসে পড়ার পর খেই ধরল। 'ঘটনাটা ঘটেছিল মন্টানার এক সেলুনে। পোকার খেলছিল ওরা–ড্যান মরগান ওরফে হারডিন, বব আর ওখানকার স্থানীয় দু'জন যার একজন হচ্ছে মন্টানা কিড। বিলি দ্য কিডের মত দেখতে বলে ওকে ওই নামে ডাকে সবাই। হারডিনই জিতছিল, সম্ভবত চুরি না করে, যদিও সেলুনের বারটেন্ডার বলেছে চুরি করছিল ও। ভাইটা আমাদের বরাবরই ছিল একটু বেয়াড়া স্বভাবের, তারওপর ওখানকার কেউ চিনতে পারেনি হারডিনকে, ববও চেনেনি। হেরে গিয়ে হারডিনকে চ্যালেঞ্জ করল ও। হারডিন হাসল কেবল, প্রমাণ করার অনুরোধ জানাল। কিছুই করতে পারল না বব। খেলায় ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে, দশ-পা এগিয়ে ঘুরেই গুলি করল। বব মারা গেল।

'প্রশ্নটা এখানেই। বারকিপসহ আরও কয়েকজন বলছে বব পিস্তলে হাত দেয়নি। ওরা মিথ্যে বলবে কেন? ওখানকার শেরিফ বলছে ভিন্ন কথা, সে কিছু দেখেনি কিন্তু হারডিনের পক্ষে সাফাই গেয়েছে। আরও জানিয়েছে কয়েকদিন ধরে সেলুনটাতে নিয়মিত আড্ডা দিচ্ছিল বব, কিডের সাথে পোকার খেলছিল। এবং একদিন আগে ওখানে এসে কিডকে পিটিয়েছিল হারডিন। কিডের সাথে আবার বারকিপারের খুব খাতির, হতে পারে লোকটাকে ম্যানেজ করে ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে সে। আরেকটা ব্যাপার, হারডিন তো এমনিতে ফাস্ট···বব পিস্তল বের করার আগেই হয়তো গুলি খেয়েছে, কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। এমন ডুয়েলগুলো চোখের পলকে ঘটে যায়।'

'তোমরা বারকিপ বা মন্টানাকে চেপে ধরোনি কেন?'

'কিডকে আমরা পাইনি, তাছাড়া কোন্ উসিলায় ওকে চার্জ করব? বাফেলোতেও ওর দেখা পাইনি, মরগান পিক্‌সে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে সে। আর বারকিপ লোকটা নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল, কসম খেয়ে বলেছে। তাছাড়া···সরাসরি ওর কাছে জানতে চাওয়াই তো সবদিক থেকে ভাল, একমাত্র ও-ই নিশ্চিত বলতে পারবে ঠিক কি ঘটেছিল সেদিন, তাই না? শুনতে হয়তো বেখাপ্পা লাগবে, কিন্তু এটা ঠিক কিডের চেয়ে বরং ওর মুখের একটা কথার ওপর আমাদের আস্থা বেশি। কারণ নিজের নাম বা ওরকম ছোটখাট ব্যাপারে মিথ্যে বললেও সত্য স্বীকার করার সাহস ওর আছে।' থেমে লরিয়ার দিকে তাকাল ব্র্যাড, ওর চোখে-মুখে দ্বিধা দেখে স্মিত হাসল। 'আমাদের খুনী মনে হয়, ম্যা'ম? ওকে খুন করার উদ্দেশে এসে থাকলে তোমার কাছে অনুমতি নিতাম না, জোর করে ঢুকে পড়তাম। হয়তো আমরা শক্ত মানুষ, কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ষোলো-আনা। ও যদি ববের সাথে চালাকি না করে থাকে তো আমাদেরও কোন অভিযোগ নেই। সত্যিটা জানার পরপরই চলে যাব। কিন্তু উল্টোটা যদি হয়, তো

স্বয়ং শয়তানও আমাদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে না।'

চুপ করে থাকল লরিয়া, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে টেবিলে রাখল ব্র্যাড। 'আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় ওর সাথে কথা বলব, ম্যা'ম। ও যদি খুনী হয়ে থাকে, ওকে মোকাবিলা করব অন্য কোথাও যেখানে সমান সুযোগ পাবে সে এবং আগে আমি লড়ব, আমি না পারলে প্যাট চেষ্টা করবে।' থেমে সহোদরের দিকে ফিরল, প্যাট ওর পিস্তল রাখল টেবিলে। 'চারটে বছর অনেক মানসিক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে আমাদের। ওকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত ও অধীর হয়ে পড়েছি। সবকিছুর শেষ ভালভাবে হোক এটা আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ চাইবে না। খুশি হব যদি জানতে পারি এতদিন কেবল একটা মিথ্যের পেছনে ছুটছিলাম।'

অসহায় দৃষ্টিতে টেক্সানদের দেখল লরিয়া, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'আমার বিশ্বাসটা ভেঙে দিয়ো না, প্লীজ!' দু'জনকে অনুসরণ করতে বলে এগোল। করিডর ধরে চলে এল উদ্দিষ্ট কামরার সামনে। ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ও। 'মি. ব্রুকস...'

'গ্যারেটরা, তাই না?' আগেই বলে উঠল ব্রুকস, দেয়ালে বালিশ ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। গম্ভীর কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। দু'ভাই কামরায় ঢুকতে নিষ্কম্প দৃষ্টিতে দেখল ওদের।

পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা। 'অবশেষে তোমার দেখা পেলাম!' প্যাট গ্যারেটের কণ্ঠস্বর একটু বেশি দৃঢ় শোনাল। 'বহুদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি আমরা, হারডিন।'

'আমি জানতাম না। তবে কিছু উড়ো কথা শুনেছি যে তোমরা হারডিনকে খুঁজছ।'

'প্রথমে আমরা ড্যান মরগানের পেছনে ছুটেছি, তাকে কি আর পাওয়া যায়? তা বুঝে আসল লোকটির পরিচয় বের করতে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। আর এদিকে এখানে বসে আছ তুমি।' মৃদু স্বরে অভিযোগ করল প্যাট। হাজারটা পরিচয় ওর, চলাফেরা করে ছায়ার মত, ভাবছে টেক্সান। এ কারণেই এত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। তিনটে বছর এখানে ঘুণাক্ষরেও ওকে সন্দেহ করেনি কেউ। শেষপর্যন্ত 'হারডিন' লোকটা গায়েব হয়ে যেত যদি না বেসিনে এ ঝামেলা হত। জুলিয়াস পারকার ওকে স্বরূপে আবির্ভূত হতে বাধ্য করেছে।

লরিয়া ফ্ল্যাগানের দিকে তাকাল প্যাট—ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে মেয়েটি, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ। 'আমরা জানতে চাই ববের সাথে তুমি কোন চালাকি করেছ কি-না।' মৃদু কণ্ঠে মূল প্রসঙ্গ উপস্থাপন করল ও।

'তোমরা অন্য কিছু শুনেছ নাকি?'

'হারডিন, আমরা তোমার কথাটাই শুনতে চাইছি!' অধৈর্য দেখাল ব্র্যাডকে।

'আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

'আমরা জানি তুমি মিথ্যে বলবে না। বললেও তা ধরতে পারব।'

'হ্যাঁ, ও আমার গুলিতে মারা গেছে। দেয়ালের আয়নায় ওকে পিস্তল বের করতে দেখে ঘুরেই গুলি করেছিলাম।'

গ্যারেটদের মুখগুলো যেন পাথরে খোদাই করা, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ব্রুকসকে।

একসময় পায়ের ভর বদল করল প্যাট। 'এটাই স্বাভাবিক,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল। 'বব গ্যারেটকে মোকাবিলা করতে চালাকির দরকার হবে না হারডিনের। তবু সন্দেহটা ছিল এ জন্যে যে তুমি ওখানে নাম ভাড়িয়ে ছিলে এবং তোমার অ্যাকশন এত দ্রুত ছিল যে বব কিছু বুঝে ওঠার আগেই বোধহয় গুলি খেয়েছে।'

'ওর হাতে গুলি করতে পারতে!' চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্র্যাড গ্যারেট। 'জানতে তোমার চেয়ে কখনোই ফাস্ট হবে না ও, আদপে তো তাই ঘটেছে। খুব বেশি হলে পিস্তলটা হয়তো হোলস্টার থেকে বের করতে পেরেছিল।' হতাশায় ম্লান দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর লোকটাকে, ভাইয়ের মৃত্যুর শোক যেন তাকে এইমাত্র স্পর্শ করেছে।

'বাজে বকছ!···তোমাদের মধ্যে কে কোন্ জন? তুমি ব্র্যাড?' টেক্সান মাথা ঝাঁকাতে খেই ধরল ব্রুকস। 'তোমার দিকে কেউ পিস্তল ধরলে তুমি কি তার হাতে গুলি করবে? বুকে বা মাথায় গুলি খেয়েও আমি অনেককে দেখেছি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে, আর হাতের কথা কি বলব। একটা ডুয়েলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাবনা সব সময়ই সমান। কেউ যখন ডুয়েলের জন্যে রীচ করে তখন সাফল্যের আশা করে সে, সেজন্যে নিশ্চিত হয়েই গুলি ছোঁড়ে। সে এ-ও জানে এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত হতে পারে, একটা গুলিই সব চুকিয়ে দিতে পারে। ব্রনসনের সঙ্গীদের তোমরা কি ছোট করে দেখেছ, নাকি আগে লোকগুলোকে দু'একটা গুলি ফোটাবার সুযোগ দিয়ে তারপর নিজেরা গুলি করতে?' ব্রুকস খেয়াল করল পাশে এসে বসেছে লরিয়া, কোমল পেলব হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে ওর একটা হাত। খানিক আগের উৎকণ্ঠার ছাপ এখনও মুখে রয়ে গেছে।

'ব্র্যাড, ও ঠিকই বলেছে,' সমর্থন করল প্যাট। 'কেবল বোকারাই নিশ্চিত না হয়ে গুলি ছোঁড়ে। ধন্যবাদ, হারডিন···না, ব্রুকস, যেমন আছ তেমনি থাকো তুমি। তোমাকেও ধন্যবাদ, ম্যা'ম। তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল। তবে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার বোধহয় এটাই যে এ লোকটির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হলো না।' এগিয়ে এল সে, বিছানার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। একে একে হাত মেলাল দু'ভাই। 'তোমাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছে, ব্রুকস! দারুণ এক বাথান আর অমূল্য একটা রত্ন পেয়েছ। আমারও ইচ্ছে করছে চলার পথে সব ছেড়ে দিয়ে নাম ভাঙিয়ে কোথাও থেমে যাব কি-না।'

'রত্ন?' ব্রুকসের জিজ্ঞাসা।

লরিয়া ফ্ল্যাগানের দিকে তাকাল প্যাট, হাসল। 'রত্নটা তোমাকে আগলে আছে, বুঝতে পারছ না?'

ব্রুকসের হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লরিয়া, সামলে নিয়েছে। 'তোমরা কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবে না। অফিসে গিয়ে বোসো, কফি নিয়ে আসছি আমি।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রুকস।

'বোঝা যাচ্ছে এ ব্যাপারে কিছুই জানো না তুমি,' ব্রুকসকে সিগার অফার

করল প্যাট। 'মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।'

সিগারে দ্রুত কয়েকবার টান দিল ব্রুকস, পুলক অনুভব করছে। লরিয়ার অস্বাভাবিক আচরণের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে এখন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েটা জানতে চেয়েছিল ব্রুকস ওকে পছন্দ করে কি-না। শুধু কেউ নেই বলেই কি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা না অন্য কারণে, মেয়েটা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।

'প্যাট, দেখো!'

চমকে তাকাল প্যাট গ্যারেট, সহোদরের গলায় বিপদ সঙ্কেত ঠিকই টের পেয়েছে। ব্র্যাডের দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালা পথে তাকাল। ব্রুকসও দেখতে পাচ্ছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে আসছে রাইডারদের বড়সড় একটা দল। 'পারকারের ডালকুত্তা বাহিনী। হলফ করে বলতে পারি ওরা তোমার জন্যেই আসছে, ব্রুকস।'

'ঝামেলা, প্যাট!' কৌতুকে নেচে উঠল ব্র্যাডের চোখ। 'লাঞ্চটা খাওয়া হলো না দেখছি। ওরা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আমাদের সমাদর করবে কি, মনে হচ্ছে সেটা করবেটকেই করতে হবে!'

বিকারহীন দেখাল ব্রুকসকে। 'পিস্তলগুলো দেবে?' চেয়ারের ব্যাক-রেস্টের সাথে হোলস্টারসহ ঝোলানো কোল্টগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে অনুরোধ করল।

পিস্তলগুলো এগিয়ে দিল প্যাট। 'না হে ওঠার দরকার নেই, মেয়েটা তাহলে খেপে যাবে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবে জেমস ফ্ল্যাগান। আর যাই হোক পাইকারি হারে খুন করতে এখানে আসেনি ওরা।' ব্রুকসের উদ্দেশে উইশ করল সে, ভাইয়ের দিকে ফিরল। 'চলো, ব্র্যাড, কফির স্বাদ নেয়া যাক। শেষে আবার ওটাই না হারিয়ে বসি!'

যমজরা বেরোনোর আগেই ট্রে হাতে ঢুকল লরিয়া। চেয়ারের ওপর নামিয়ে রাখল সেটা, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। 'দয়া করে তোমরা নিজেরাই নিয়ে নাও। বাবাকে সাহায্য করতে হবে। ভাগ্যিস, এরকম কিছু হতে পারে ভেবে দু'জন কাউহ্যান্ডকে কাজে পাঠাইনি!' ঘুরে চলে যেতে উদ্যত হয়েও ব্রুকসের দিকে ফিরল, 'তুমি কিন্তু উঠবে না, খবরদার!'

'টেনেসীর মেয়েদের একটা সংস্করণ, তাই না ব্র্যাড?' লরিয়া বেরিয়ে যেতে কফির মগ তুলে নিল প্যাট, ব্রুকসকে এগিয়ে দিল একটা। 'সেবায় অন্তপ্রাণ আবার প্রয়োজনে পাশে এসে সাহায্য করবে, যা করবে মন উজাড় করে দেবে। এমন মেয়েই আমার পছন্দ।'

'ভুলেও ওর দিকে মনোযোগ দিয়ো না, প্যাট! ব্রুকস তাহলে খুন করবে তোমাকে।'

'ও ব্যাটা একটা আস্ত গাধা!' সোৎসাহে কৌতুকে যোগ দিল অপর যমজ, নিচু কণ্ঠে বললেও তা শুনে হেসে ফেলল ব্রুকস। 'আজকের আগে ও জানতই না মেয়েটা ওকে পছন্দ করে।'

'হতে পারে। কিন্তু রত্নটা হারানোর কোন ইচ্ছে ওর আছে বলে মনে হয় না।'

'লাঞ্চ খেয়ে যাবে, না কেটে পড়বে?'

'আমি থাকছি, প্যাট। মেয়েটা আরেকদিন নিমন্ত্রণ জানাবে এ আশা আমার

নেই। তাছাড়া পকেট তো গড়ের মাঠ হতে বাকি। লাঞ্চের পয়সাও যদি বেঁচে যায় তো ক্ষতি কি!'

সর্বাগ্রে জেফরি করবেট, তার পেছনে সাতজন।

এদের একজনকেও চেনে না জেমস ফ্ল্যাগান। কিন্তু জানে সুযোগ পেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে ছাড়বে না ওরা।

জেমস ফ্ল্যাগান আজীবনই ছিল নিরীহ, নির্বিরোধী একজন মানুষ। এ বেসিনে বড় হয়েছে সে, কেউ বলতে পারবে না কারও সাথে তার কখনও কোন গোলমাল বেধেছে, এমনকি দুরন্ত কৈশোরের সময়েও। কেউ তাকে ঘাঁটায়নি, সে-ও কারও জন্যে ঝামেলা বয়ে আনেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কঠিন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে এখন। তিক্ত মনে ফেলে আসা যৌবনের কথা ভাবল সার্কেল-এফ মালিক। অবশ্য টগবগে তারুণ্যও এদেরকে রুখতে পারত না। এরা একেকজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী। ওদের মুখোমুখি হতে যা লাগবে—সাহস, সেটা তার যথেষ্টই আছে। পিছিয়ে যাওয়ার উপায় বা ইচ্ছে কোনটাই নেই। স্যামুয়েল ব্রুকস তার কেউ নয়, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার নয়। কিন্তু এরচেয়েও বড় প্রশ্ন সেখানে আছে। লরিয়া ওকে পছন্দ করে, ব্রুকস-ও। লরিয়াকে সবকিছুর উত্তরাধিকার দেয়ার কারণ ঠিক সেটাই।

মেয়ের সুখের জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত জেমস ফ্ল্যাগান।

ধীরে পোর্চের সামনে এসে থামল ঘোড়াগুলো, থামার পরও কয়েকটা অস্থিরভাবে পা ঠুকতে থাকল। খুরের আঘাতে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ধুলো থিতিয়ে আসতে সময় লাগল, এই ফাঁকে যতটা সম্ভব লোকগুলোকে দেখে নিল ফ্ল্যাগান। বেশিরভাগই নিচু করে হ্যাট চাপিয়েছে, তার ওপর বাতাসে উড়ন্ত ধুলো অস্বচ্ছ আস্তর তৈরি করেছে ওদের চারপাশে। তবু যতটুকু দেখতে পেল, তাতেই বুকটা কেঁপে উঠল তার। এরা সবাই কঠিন মানুষ। এতগুলো বেপরোয়া লোকের সামনে দাঁড়াতে হলে বুকভর্তি সাহস লাগবে। সেটা কি তার আছে? নিজেই সন্দিহান হয়ে উঠল বাথান মালিক।

দশাসই শরীর নিয়ে ছেঁচড়ে স্যাডল থেকে নামল জেফরি করবেট, পোর্চে উঠতে যাবে এসময় হাত তুলে ওকে থামাল সার্কেল-এফ মালিক। 'আজকের দিনটি ভিন্ন, জেফরি,' শান্ত কিন্তু দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল। 'একগাদা খুনে-বদমাশ সঙ্গে নিয়ে এসেছ। অতীতে যা কখনও হয়নি, একসাথে কফি খেতে আজ আমার ভাল লাগবে না।'

থমকে গেল বার-পি ফোরম্যান। 'তোমার এরকম আচরণ পছন্দ করবে না মি. পারকার।'

'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি বটে, কিন্তু তোমার বস্ কখনোই আমার বন্ধু ছিল না। সুতরাং বুঝতেই পারছ আজকের আচরণ তাকে নাখোশ করলেও কিছু করার নেই। বরং এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছে বলে বিরক্ত হয়েছি আমি। যাক্‌গে, তোমার উদ্দেশ্য সাফ সাফ জানিয়ে জলদি বিদায় হও।'

'স্যামুয়েল ব্রুকস আছে এখানে। মিথ্যে বলে লাভ হবে না, আমরা নিশ্চিত জানি।'

'তো, তাতে তোমার কি?'

'ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'তুমি কি মার্শাল হবস, না ব্রুকস কোন আসামী?'

'আমাদের অন্তত একডজন লোককে খুন করেছে ও।'

'দারুণ! একডজন ডালকুত্তাকে মেরে ভাল কাজ করেছে ও, এতে দোষের কিছু দেখছি না আমি। আগ বাড়িয়ে লাগতে গিয়ে নিজেদের নাক কেটেছ তোমরা।'

'মি. পারকারকে খেপিয়ে তোলা কি ঠিক হবে, ফ্ল্যাগান? ভুল করছ তুমি, এর মাসুল দেয়ার সামর্থ্য তোমার নেই।'

'ভয় দেখাচ্ছ, করবেট?'

'লোকটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অবশ্য বের করে দিলেও চলে। ওকে থাকতে দেবে না, এটাই হচ্ছে সাফ কথা।'

'আমি কি তোমার চাকুরি করি, না তোমার বসের? নিজের বাথানে যা ইচ্ছে করব, তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব না।...আর কিছু বলবে?'

রাগে লাল হয়ে গেছে করবেটের মুখ। ভেবে পাচ্ছে না এত সাহস কোত্থেকে পেল জেমস ফ্ল্যাগান। অথচ ও ভেবেছে কত সহজে সারা যাবে কাজটা, বিশাল দলটা দেখলে 'বাপ বাপ' করে কূল পাবে না। অথচ ভয় তো পাচ্ছেই না উল্টো ওকে প্রায় শাসাচ্ছে সার্কেল-এফ মালিক।

'এত প্যাঁচালের কি দরকার!' পেছন থেকে বলল একজন, বিরক্ত। 'ভেতরে ঢুকে যাও, জেফরি। কুত্তাটাকে বের করে আনো!'

লোকটার দিকে তাকাল জেমস ফ্ল্যাগান। জেফরি করবেটের চেয়ে শক্তপাল্লা। দয়া-মায়ার ছিটোফোঁটাও নেই চেহারায়, হাসতে হাসতে খুন করতে পারবে এ লোক। 'তুমিই এসো,' আহ্বান করল বাথান মালিক। 'মনে হচ্ছে করবেটের সাহসের কমতি আছে। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?' নিজেই জানে না ওর ভেতর এত সাহস এল কোত্থেকে। অন্য সময় হলে ভুলেও এসব লোকের ছায়া মাড়াত না।

দু'পা আগে বাড়ল লোকটার সোরেল। 'কি করবে, বুড়ো? ইচ্ছে করলেই তোমাকে শুইয়ে দিতে পারি।' হিংস্র কয়োটের মত হাসল সে, কণ্ঠে তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞাভরে দেখছে ফ্ল্যাগানকে।

'গাধাটাকে কোথায় পেলে, জেফরি? বিন্দুমাত্র ঘিলু নেই ওর মাথায়! ওর ধারণা তোমাদের সাথে এমনিতেই খোশ-গল্প করছি আমি। তাই তো বলি এত লোকজন নিয়েও কেন ব্রুকসকে কোণঠাসা করতে পারোনি। তোমার দলের সবাই কি ওর মত?'

'বড়জোর দু'জন লোক আছে তোমার। আর তুমি তো একটা সহজ টার্গেট, রাইফেল তোলার আগেই মারা পড়বে।'

'চেষ্টা করে দেখো,' নিষ্কম্প গলায় চ্যালেঞ্জ করল বাথান মালিক। 'তবে মনে

রেখো তোমার দিকেই ছোঁড়া হবে প্রথম গুলিটা।'

ঘোড়া থেকে নামল সে, এগোতে শুরু করেছে। 'মাত্র তিনজন–বার্ন আর কোণের কামরায় একজন করে এবং তুমি। প্রথম দফায় শেষ হয়ে যাবে সবাই, কোন সুযোগই পাবে না। আটজনকে সামলানোর মুরোদ তোমাদের নেই, বুড়ো।'

'থামো, ব্রনসন!' চাবুকের মত হিসহিস করে উঠল প্যাট গ্যারেটের কণ্ঠস্বর। 'আরেক পা এগোলে এখানে ঢোকার খায়েশ তোমার চিরদিনের জন্যে মিটে যাবে!' ফ্ল্যাগানের পেছনে একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পা জোড়া ফাঁক হয়ে আছে। দুই হাতের তালু আলতোভাবে লেপ্টে আছে হোলস্টারের গায়ে। সতর্ক এবং তৈরি।

থমকে দাঁড়িয়েছে কার্লি, অপ্রতিভ দেখাচ্ছে মুখ। 'নিশ্চয়ই ওই বজ্জাতটাও আছে?'

'হাউডি, কার্লি!' অফিস রুমের দরজায় দেখা গেল ব্র্যাড গ্যারেটকে, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার। 'বারবার শুধু তোমার সাথেই দেখা হচ্ছে। কিন্তু তোমার ইঁদুরমুখো চেহারা মোটেই ভাল লাগছে না!'

সলতেয় আগুন ধরল যেন, রাগে ফেটে পড়ল ব্রনসন। পা দিয়ে আঘাত করল মাটিতে। 'দেখে নেব তোমাদের, গ্যারেট! খোদার কসম, কাজটা শেষ করে নিই, তারপর...'

'এখুনি নয় কেন, কার্লি?' উস্কে দিতে চাইল ব্র্যাড। খেয়াল করেছে চাপা উত্তেজনা লোকগুলোর মধ্যে, রাইফেল বা পিস্তলের কাছে সবার হাত। যে কোন সময়ে নরক ভেঙে পড়বে, কেবল কেউ শুরু করলেই হলো। চোখ ফিরিয়ে এনে তাকাল ব্রনসনের দিকে। দ্বিধা দেখা যাচ্ছে লোকটার চোখে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। হোলস্টারের ওপর আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে ওর হাত। সহসাই মুখের পেশীতে দৃঢ়তা দেখা গেল, টান টান হয়ে গেল শরীর। মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে।

'শাট আপ, কার্লি!' পেছন থেকে শীতল একটা কণ্ঠ নিরস্ত করল তাকে। 'ওর সাথে পাত্তাই পাবে না। বোকার হদ্দ, পিছিয়ে এসো! তুমিও, করবেট, বোঝা গেছে তোমার দৌড়। পুরুষ মানুষের মত লড়ার মুরোদ তোমাদের কারও নেই।'

'হাউডি, স্টিরাপ!' প্যাট গ্যারেটের উৎফুল্ল স্বর। 'তুমিও এসে জুটেছ দেখছি।'

নির্বিকার দেখাল গানম্যানকে। শীতল সাবধানী দৃষ্টিতে মাপছে দুই ভাইকে।

প্যাট গ্যারেটের দিকে ফিরল বার-পি ফোরম্যান। 'মি. পারকারকে জানাব যে তোমাদের কারণেই আজ খালি হাতে ফিরতে হলো। অযথা বাগড়া দিলে, এর ফল মোটেও ভাল হবে না।'

'আমরা পারকারের চাকুরি করি না, করবেট,' এক কথায় চুকিয়ে দিল ব্র্যাড।

'ভেবো না এটাই শেষ,' তড়পে উঠল কার্লি ব্রনসন। 'পরেরবার ঠিকই পেড়ে ফেলব!'

'ব্রুকসের দলে যোগ দিলে নাকি?' জানতে চাইল স্টিরাপ। হিসাব কষছে সে, সাবধানী লোক, সাফল্য ও পরিণতির কথা আগে ভাবছে।

'না হে, তবে যোগ দিলে মন্দ হত না। খেলাটা আমার ভালই লাগছে, বিশেষ করে কার্লির তড়পানি,' হাসল সে, ফোরম্যানের দিকে তাকাল। 'শোনো, জেফরি, এরা আমাদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছে। এতক্ষণে টেবিলে বসে যেতাম, তোমরা এসে দেরি করিয়ে দিয়েছ। ওদিকে পেটের ভেতর ছুঁচো নাচতে শুরু করেছে। তোমরা কেটে পড়লে এবার শান্তিতে খেতে পারি।'

'আমাদের চলে যেতে বলছ?'

'কি আর করবে! ফ্ল্যাগান তো অতিথি হিসেবে তোমাদের পছন্দ করতে পারছে না।'

'চলে এসো, জেফরি। ওদের পরেও পাওয়া যাবে।' উল্টোদিকে ফিরল টম স্টিরাপ, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল বার-পি ফোরম্যানের জন্যে, করবেট তাকে পেরিয়ে যেতে মুখ খুলল। 'এখন থেকে তোমার কথায় আর চলছি না। তুমি শুধু ঝামেলাই করতে জানো, কাজের বেলায় কেবল ফাঁকি। তোমার বুদ্ধিতে এখানে আসা মোটেও ঠিক হয়নি। স্যামুয়েল ব্রুকসকে ওর জমিতে বা বাফেলোতে পেয়ে যাব আমরা।'

ধুলো উড়িয়ে ফিরে গেল বার-পি রাইডাররা।

মাঝখানের একটা কামরা থেকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাগান-কন্যা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। 'মি. গ্যারেট, কি বলে যে তোমাদের···'

'হয়েছে, আর বলতে হবে না,' হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ব্র্যাড। 'প্যাট আবার বেশি প্রশংসা সইতে পারে না। আমরা খাবার ঘরে গিয়ে বসি, ম্যা'ম? দারুণ খিদে পেয়েছে।'

হেসে উঠল লরিয়া, মাথা ঝাঁকাল।

ভরপেট খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল প্যাট গ্যারেট। 'মন্টানা ওদের মধ্যে ছিল না, খেয়াল করেছ?'

কফির মগ টেনে নিয়ে চুমুক দিল ব্র্যাড। 'ও আমাদের সামনে আসবে না, এটাই স্বাভাবিক। বুঝে নিয়েছে ব্রুকসের সাথে আমাদের ফয়সালা শেষ, তারমানে ওর মিথ্যেও ধরা পড়ে গেছে। লসনের চেলা কোলম্যান, টম লোগান, রে ডবসন···ওরা কেউই ছিল না। হয়তো কোন সেলুনে বসে তাস পেটাচ্ছে।'

'ব্রুকসের কপালে সত্যি খারাবি আছে। বারবার মরগান পিক্‌সে গা ঢাকা দিতে পারবে না। তাছাড়া এখন থেকে পারকারের লোকেরা আরও সতর্ক থাকবে। ওকে কোন সুযোগই দেবে না।'

'কোথায় যাবে ভেবেছ কিছু?'

'না···পকেটের অবস্থা তো খারাপ। শুধু শুধু এতদূর এলাম। একটা লাভ অবশ্য হয়েছে, এরকম ছোটাছুটি আর করতে হবে না। এক কাজ করা যাক,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল প্যাট। 'এ উসিলায় ব্রুকসের কাছ থেকে কিছু খসানো যেতে পারে, সেইসাথে খেলাটায় যোগ দিতে পারব। মন্টানার পাওনাও শোধ দেয়া যাবে। ওর জন্যেই এত হয়রানি গেছে আমাদের।'

'তোমার এই ব্যাপারটা আমার দারুণ লাগে, প্যাট! মোক্ষম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারো তুমি। চলো, ব্রুকসের কাছে যাই, দেখি ও কি বলে। মনে

হচ্ছে রাজি হবে না।'

স্যামুয়েল ব্রুকস সিগারেট ফুঁকছিল। বিছানার কাছে চেয়ারে বসে আছে লরিয়া।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল প্যাট, যদিও দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই তার মুখে।

'কিছু লাগবে?' জানতে চাইল লরিয়া।

'প্রয়োজনটা ওর কাছে,' আঙুল তুলে ব্রুকসকে দেখাল ব্র্যাড। 'এই যে ব্রুকস, আরাম পেয়ে বিছানাটা দেখছি ছাড়ছই না। ওদিকে তোমার বাথানের অবস্থা তো যায় যায়! দু'জন কাজের লোক হলে কেমন হয়? বান্দারা হাজির। আমাদের সান্তা ফে পর্যন্ত যাওয়ার খরচ দিলেই চলবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ব্রুকস, দেখল টেক্সানদের। তারপর মাথা নাড়ল। 'তোমরা অযথাই জড়াতে চাইছ। লড়াইটা আমার একার।'

'বলেছিলাম না, ও রাজি হবে না,' মৃদু ভর্ৎসনার সাথে ব্রুকসকে দেখল ব্র্যাড। 'এই ব্যাটা আসলেই অহঙ্কারী। দূর থেকে আজীবন যা শুনে এসেছি, তা-ই দেখলাম। রাজি করাতে হবে ওর রত্নটাকে।'

'তোমরা সত্যি থাকতে চাও?' আনন্দিত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। 'এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে...'

'ও একা যদি ভয় না পায় তো আমরা পাব কেন?'

আরও কিছুক্ষণ তর্ক করল ওরা।

'জীবনেও শুনিনি জোর করে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিয়েছে কেউ,' শেষে হতাশ কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করল ব্রুকস। 'কেবল তোমাদের পক্ষেই সম্ভব।'

'আমরাও কখনও শুনিনি একজন লোক একা বিশ-পঁচিশজনের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে, তাও আবার বিছানায় শুয়ে,' সকৌতুকে বলল ব্র্যাড। 'টেক্সাসে জন্মেছি বলে গর্ব করি আমরা, ম্যা'ম। টেক্সান হিসেবে আমাদের কেউই স্বীকার করবে না যদি শোনে এরপরও বেয়াড়া লোকটাকে সাহায্য করিনি। কি বলো, প্যাট, ঠিক বলিনি?'

সায় জানাল সে।

একশো ডলারের একটা নোট এগিয়ে দিল ব্রুকস। 'বোধহয় কিছুই বাকি রাখেনি ওরা,' স্বগতোক্তির মত বলল, 'রসদ নিয়ে যেতে হবে। বাফেলোতে লকহার্টের স্টোরে চলে যাও, যা যা প্রয়োজন নিয়ে এসো। ওকে বোলো আমার নামে খাতায় লিখে রাখতে।'

নড করে বেরিয়ে গেল যমজরা।

'অদ্ভুত মানুষ!' ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রুকস। 'ফুর্তিবাজ, বেপরোয়া...ভেবে দেখো, মাত্র একটা কথা শোনার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন। সত্যটা গ্রহণ করেছে কত সহজে। ওরাই পশ্চিমের খাঁটি মানুষ। স্বজন হারানোর কষ্ট আছে বুকে, আবার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ়তাও আছে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সত্যি ভয় পাব আমি, বিশ্বাস করো, এমন বেপরোয়া লোক আর দেখিনি। হিকক, বিলি দ্য কিড পর্যন্ত এই দুই ভাইকে

সমঝে চলে।'

'আমি একটা ফ্যান্টাসি ভেবেছিলাম, সেটাই সত্যি হলো।' সন্তুষ্টি লরিয়ার কণ্ঠে।

'কি?'

'তোমাদের তিনজনকে একপক্ষে কল্পনা করেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। 'সেদিন সত্যি আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

'ইচ্ছে করলে পারকারের টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারত ওরা, সেটাই বরং সহজ ছিল। অথচ কঠিন কাজটা বেছে নিয়েছে এবং প্রায় জোর করে।'

'তুমিও কম অদ্ভুত নও,' হালকা সুরে মন্তব্য করল লরিয়া। 'নিজেও কি জানো এরপর কি করবে? উফ্, আরেকটু হলে আমার মাথা প্রায় খারাপ করে দিয়েছিলে! স্যামুয়েল ব্রুকস, আমি তোমাকে এখনও ক্ষমা করিনি।'

'আবার আর্জি জানাব?'

'না। প্রথমবার বাফেলোয় গিয়ে উইলটা বাতিল করবে, তাহলেই চলবে।'

মৃদু হাসল ব্রুকস। কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু বাধা দিল লরিয়া।

'আর একটা কথাও নয়। ঘুমোও এবার।'

প্রশান্তিতে চোখ বুজল ব্রুকস। লরিয়ার ধারণা ভুল, না ভেবে কিছু করা ওর ধাতের বাইরে। মেয়েটা জানতে পারলে অবাক হবে যে ওর জন্যেই এখানে বসতি করতে চেয়েছে ব্রুকস। ওর মানসপটে ভেসে উঠল একটা ছবি···লরিয়া ফ্ল্যাগানকে দেখার প্রথম মুহূর্তটি—তিন বছরেরও আগে বাফেলো টাউনের গির্জা থেকে বেরোতে দেখেছিল ওকে। ব্রুকস তখুনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখানেই বসতি গড়বে, অনিন্দ্যসুন্দর এ মেয়েটিকে জয় করবে। ওই একটি মুহূর্তই ওর জীবনটাকে পাল্টে দিয়েছিল, ভবঘুরে জীবনকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

সময় লেগেছে, কিন্তু সফল হয়েছে সে।

নয়

তিনদিন পর বিছানা ছাড়ল ব্রুকস। লরিয়ার যুক্তি বা বাধা কোনটাকেই পাত্তা দিল না। শুয়ে শুয়ে বিরক্তি ধরে গেছে। হোলস্টারগুলো বাঁধার সময় লক্ষ্য করল রেগে গেছে মেয়েটা, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে সরে গেল জানালার কাছে, দাঁড়াল। দৃষ্টি বাইরে। লোহার গ্রিল চেপে ধরা আঙুলগুলো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

এ পরিবারটার কাছে ওর অনেক ঋণ, ভাবছে ব্রুকস, বিশেষত এ মেয়েটির কাছে। এরা হাত বাড়িয়ে না দিলে অনেক আগেই বুটহিলে জায়গা নিতে হত। নিঃস্বার্থ এ পরোপকার বিপদ ডেকে এনেছে ওদের জন্যে। জুলিয়াস পারকার নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না। সম্ভবত ব্রুকসের সাথে লেন-দেন চুকিয়ে তারপর এদের দিকে মনোযোগ দেবে দাম্ভিক বুড়ো। সেটা হতে দেয়া যাবে না, যে করেই হোক, সিদ্ধান্ত নিল ব্রুকস। প্রয়োজনে পাইকারি হারে খুন শুরু করবে, সমূলে বিনাশ

করবে পারকারদের। জানে তারপরও ফ্ল্যাগানদের ঋণ শোধ হবে না।

শরীরে খিল ধরে গেছে, টের পেল ও, আড়ষ্ট দেহ নড়তেই চাইছে না। কিছুক্ষণ উঠ-বস করল, হাত-পা ঝাড়ল। তারপর ড্রু করল কয়েকবার। শুখ মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য কেটে যাবে, একটা দিনের ব্যাপার।

লরিয়া কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে অসহায় বোধ করল ও। মেয়েটার খুব বেশি আগলে রাখার প্রবণতা ওকে পীড়া দিচ্ছে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, প্রেইরির ওপর চোখ রাখল। জেমস ফ্ল্যাগান বাথানটাকে ভালই সাজিয়েছে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে হাঁটু সমান সবুজ ঘাস, তাগড়া সব গরু চরে বেড়াচ্ছে। নিঃসন্দেহে সার্কেল-এফ বেসিনের সেরা বাথানগুলোর একটা।

দিগন্তে চলে গেল ওর দৃষ্টি, মরগান পিক্‌সের আবছা অবয়ব চোখে পড়ছে এখান থেকে। নিজের কেবিনের লে-আউট মনে পড়ল ওর, ক্লিষ্টভাবে হাসল, এখন তো কিছুই নেই। গ্যারেটেরা হয়তো পাহাড়ে রাত কাটাচ্ছে।

রাইফেল হারিয়েছে, পিস্তলের জন্যে নেই বাড়তি বুলেট। বাফেলোতে যেতে হবে। কেবিন তৈরি করতে হবে, ভাবছে ব্রুকস, লকহার্টের কাছে প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়া যাবে। গ্যারেটেরা থাকায় ভালই হয়েছে, ওর একার পক্ষে যেটা এক সপ্তাহের কাজ, তা দু'দিনে শেষ হয়ে যাবে। বার্ন, করাল, শীত মরসুমের জন্যে একটা অতিরিক্ত শেড এবং র‍্যাঞ্চ হাউস···প্রচুর খরচ হবে। আগে বিল কারভারের কাছে যেতে হবে। জমানো টাকার বড় একটা অংশ খরচ হয়ে যাবে, তাতে অবশ্য দুঃখ হচ্ছে না। এবার আর কাউকে পোড়াতে দেবে না।

লরিয়া ঢুকল, চাপা অসন্তোষ ওর চোখে-মুখে। 'তোমার ঘোড়া তৈরি।'

'আমার ঘোড়া?'

'হ্যাঁ, অ্যাপালুসাটা।'

'ওটা আবার আমার হলো কবে থেকে?'

'হলো। এখন থেকে।'

'কিন্তু ওটা তোমার প্রিয় ঘোড়া।'

ক্ষীণ হাসল লরিয়া, আয়ত সবুজ চোখ তুলে রাখল ব্রুকসের চোখে। 'কাউকে কিছু দিতে হলে প্রিয় জিনিসটাই তো দিতে হয়, তাই না? তোমার কাছ থেকে শিখেছি।'

শ্রাগ করে দরজার দিকে এগোল ব্রুকস।

'আবার কবে আসবে?'

থেমে দাঁড়াল ও, ঘুরল ধীরে ধীরে। 'জানি না···হয়তো কখনোই নয়।'

বিহ্বল দেখাল লরিয়াকে, উত্তরটা ওকে আহত করেছে।

নিজের কথা বলার এটাই উপযুক্ত সময়, তাছাড়া ওর রাগও ভাঙানো উচিত, সিদ্ধান্ত নিল ব্রুকস। কাছে গিয়ে মেয়েটার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'লরিয়া?'

মুখ তুলল ফ্ল্যাগান-কন্যা, ওর চোখজোড়া কাঁপছে।

'আমার ছোট্ট জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়?'

ঘন ঘন বার কয়েক মাথা দোলাল লরিয়া।

'সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে···শুরুতে কয়েকটা দিন হয়তো কষ্ট হবে তোমার।'

'আমি পারব!'

'তাহলে পরেরবার যখন আসব, কেবল তোমার জন্যেই···আমি তোমাকে নিতে আসব।'

'ওহ্, কি নিষ্ঠুর তুমি, স্যাম!' ব্রুকসের বুকে আছড়ে পড়ল লরিয়া। 'এটা শোনার জন্যে আমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হলো!'

হেসে ওকে জড়িয়ে ধরল ব্রুকস। 'মাত্র তো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেছ তুমি, আর আমাকে ধৈর্য ধরতে হয়েছে তিনটে বছর। নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে তোমার জন্যে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনটা বছর, অথচ কোনদিন আমার সামনে আসোনি তুমি। ঠিক বিশ্বাস হয় না। কয়েকদিন আগে পরিচয়···তারপর অনেক ঘটনা···কিভাবে যে ঘটে গেল! ঠিক স্বপ্নের মত···'

'এ ব্যাপারে বাড পারকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা,' হেসে হালকা সুরে বলল ব্রুকস। 'ও-ই আমাদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।'

লরিয়ার উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে চাইলে ওকে আরও গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। দু'হাতে গলা ধরে ঝুলে থাকল। 'আরও একটা দিন থাকো, স্যাম। গ্যারেটরা তো আছেই, ওরাই সব সামাল দেবে।' সবুজ চোখে বিপুল প্রত্যাশা ফুটে উঠল।

'গ্যারেটরা আমার হয়ে খাটছে, অথচ আমি এখানে বসে আছি, কোন কাজে আসছি না, এটা কি ভাল দেখায়? একটা দিনই বা দেরি করব কেন? ঝামেলাটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে তত আগে আমার শান্তিপ্রিয় জীবনে ফিরে যেতে পারব। একদিন আগে তোমাকে নিতে আসতে পারব।'

'স্যামুয়েল ব্রুকস, তুমি খুব চালাক। তুমি সবসময়ই কিছু একটা বুঝ দিয়ে আমাকে নিরস্ত করে ফেলো। এমনকি মিথ্যে বলতেও তোমার বাধে না!' লরিয়ার কণ্ঠে অসন্তোষ চাপা থাকল না।

'এখানে আমি যা করেছি, বলেছি···সবই তোমাকে পাওয়ার জন্যে, লরিয়া!'

একটু পর বেরিয়ে এল ওরা। বারান্দায় অপেক্ষা করছিল ফ্ল্যাগান দম্পতি। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে।

মহিলাকে নড করল ব্রুকস। ঘুরে আঙিনার দিকে তাকাল, স্যাডল চাপানো হয়েছে অ্যাপালুসায়। কাছে গিয়ে ওটার গলা, কাঁধ আর পাঁজরে হাত বুলাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আদর উপভোগ করল ঘোড়াটা। স্যাডলে চাপার পরও আপত্তি করল না।

কাছে এসে দাঁড়াল লরিয়া। 'সাবধানে থেকো, প্লীজ!' নিচু কণ্ঠে অনুরোধ করল। ওর কণ্ঠের উদ্বেগ আর আন্তরিকতাটুকু ছুঁয়ে গেল ব্রুকসকে। মাথা ঝাঁকিয়ে, ফ্ল্যাগান-দম্পতির উদ্দেশে হাত নেড়ে স্পার দাবাল।

বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লরিয়া। 'বাবা, আমি কি ভুল করেছি?'

মেয়েকে কাছে টানল ফ্ল্যাগান। 'না, লরা। একটু কঠিন মানুষ ও, কিন্তু নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। কখনও জোর করবি না, বিগড়ে যাবে তাহলে। এ জিনিসটা ওর ধাতে নেই, স্বাধীনচেতা লোক!'

নিজের জমিতে ফিরে এসেছে স্যামুয়েল ব্রুকস।

কেবিনের জায়গায় শুকনো ছাই আর পুড়ে যাওয়া কাঠের কিছু অবশেষ আছে কেবল। বার্ন আর করালটাও বাদ যায়নি। দানবীয় আক্রোশে ইচ্ছেমত তছনছ করা হয়েছে সব্জি বাগানগুলো। বুকে অপরিসীম কষ্ট অনুভব করল ব্রুকস, এগুলোর পেছনে অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে ওকে। এর শোধ ও নেবে, সময়ে সুদাসলে পাওনা বুঝে পাবে পারকাররা।

ইতোমধ্যে অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে গ্যারেটরা। অস্থায়ী একটা শেড তৈরি করে তাতে রসদ রেখেছে। একপাশে রান্নার কাজ সারার জন্যে খানিকটা জায়গা। ভাঙা ওঅটর ট্রাফটাকে কিভাবে যেন জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। সামনে শীত আসছে, এ কথা ভেবে বড়সড় ঘাস কেটে উপত্যকায় জমা করতে ভোলেনি। যদ্দূর সম্ভব সব্জি বাগানের যত্ন নিয়েছে। এছাড়া বাথানের স্বাভাবিক কাজগুলো তো আছেই। বোঝা যাচ্ছে ওরা কাজের লোক।

'আমার জন্যে কিছু বাকি রাখোনি তোমরা।' সন্তুষ্টি প্রকাশ করল ব্রুকস।

'এ আর এমনকি!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল প্যাট গ্যারেট। 'টেক্সাসে এরচেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করি আমরা।'

'শহরে কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'লকহার্টের স্টোর থেকে বেরিয়ে আসার সময় স্টিরাপের সাথে দেখা হয়েছিল, ও শহরে ঢুকছিল তখন। একা থাকায় বাতচিৎ করেনি, হিসেবী মানুষ তো। তবে শাসাতে ভুল করেনি, পারকার নাকি খেপে বোম হয়ে আছে।'

'বার-পি ক্রুদের বেশিরভাগই প্যালেসে আস্তানা গেড়েছে,' যোগ করল ব্র্যাড। 'ধুমসে মদ গিলছে। এখনও তেমন কিছু করেনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ? শহরবাসীদের পাঁচ-ছয়জনের একটা দল জ্যাক হবসের অফিসে গিয়ে শহর পরিষ্কার করার দাবি জানিয়ে এসেছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে পারকারের ক্রুরা শহরের লোকদের কি রকম তটস্থ রেখেছে।'

'তারমানে···হবস কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।'

'বুড়োর হাড় শক্ত। দু'একজন কঠিন লোক পেলে কাজটা সারতে পারবে ও। তবে এ ঠেলায় বোধহয় চাকুরিটা থাকছে না আর, পারকার পছন্দ করছে না, আবার ওকে বসে থাকতে দেখে লোকজনও খেপে যাচ্ছে।'

'বাফেলোতে যাচ্ছি আমি।'

'নিশ্চয়ই মার্শালকে সাহায্য করতে নয়?'

'রাইফেল আর পর্যাপ্ত গুলি দরকার। কেবিন, বার্ন, করাল···এসবের জন্যেও রসদ আনতে হবে। তোমাদের কিছু দরকার থাকলে বলতে পারো।'

'তুমি মানুষটা দেখছি সুবিধের নও,' হাসল ব্র্যাড। 'বুঝতে পারছি মওকা

পেয়ে আমাদের বেশ খাটিয়ে নেবে।'

'আমরাও যাব।' প্যাটের প্রস্তাব।

'উঁহুঁ, তোমরা এখানেই থাকছ। আমি ওদের এড়িয়ে চলব, তবু সামনাসামনি পড়ে গেলে সামলাতে পারব বোধহয়। তাছাড়া মনে হয় না শহরে, সবার সামনে ওরা আমার ওপর হামলা করবে।'

'বুঝেছ, প্যাট, সবটা একাই মেরে দেয়ার তালে আছে ও। না বাপু, তোমার সাথে যাচ্ছি আমি। এ সুযোগে গলাও ভেজানো যাবে। তুমি থাকছ, প্যাট। রান্নার কাজটা সেরে রেখো।' দ্রুত স্যাডলে চাপল ব্র্যাড, ভাইকে কোন সুযোগ না দিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

টেক্সানকে অনুসরণ করল ব্রুকস।

দুপুরের আগে বাফেলো টাউনে পৌঁছে গেল ওরা। ব্র্যাড গ্যারেটের মধ্যে খামখেয়ালী ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে, বাড়ির ছাদগুলো পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না। মাঝরাস্তা ধরে ধীরে এগোল ওরা। পারকারের সেলুন 'প্যালেস'-এর সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হিচিং রেইলে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা, একটাতেও বার-পির মার্কা নেই। থাকবে এমন কোন কথাও নেই, ভাড়াটে লোকগুলোর বেশিরভাগই নিজেদের ঘোড়া ব্যবহার করছে।

ল-অফিস ছাড়িয়ে বিল কারভারের অফিসের সামনে এসে থামল ওরা। স্যাডল ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করে ব্রুকস খেয়াল করল অনুসরণ করছে না ব্র্যাড, সাইডওঅকে দাঁড়িয়ে আছে।

'কারভারের সাথে কাজ তো তোমার, আমি গিয়ে কি করব? তারচেয়ে এখানেই থাকি। কেউ এলে আগে-ভাগে জানতে পারব। তাছাড়া, প্যালেসের ওপরও চোখ রাখা যাবে।'

শ্রাগ করে এগোল ব্রুকস।

অফিসেই ছিল বিল কারভার। উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল আইনজ্ঞ। 'বড় শক্ত প্রাণ তোমার, স্যাম। আমরা তো ভেবেছি তুমি আসলেই শেষ। আমি একটা ভুল করেছি···মিস্ ফ্ল্যাগানকে জানিয়ে দিয়েছি সব।'

'ঠিকই করেছ,' হেসে তাকে আশ্বস্ত করল ব্রুকস।

'উইলটা বাতিল করতে এসেছ?'

লরিয়ার জেদী মুখটা ভেসে উঠল ব্রুকসের মানসপটে। 'না, ওটা ওরকমই থাকবে। আমি বরং ওর ভাগ থেকে কিছু খসাতে এসেছি।'

'গতকাল তোমার রিওয়ার্ডের টাকা দিয়ে গেছে হবস। সতেরোশো।'

'তাহলে ওটাই দাও। এভাবে কামাই করা মন্দ নয় দেখছি।'

'ঝুঁকি আছে,' ব্রুকসের কৌতুকে যোগ দিল কারভার। উঠে গিয়ে ডেস্ক থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল। 'তোমার চেয়ে টাফ কারও সামনে পড়ে যেতে পারো। ভাগ্য তো সব দিন সমান যায় না।' ড্রয়ার খুলে টাকা বের করে দিল। 'একটা রসিদ লিখে দাও, আর ফাইলে একটা স্বাক্ষর।'

'শেষমেশ তুমিই দেখছি আমার ব্যাংকার হয়ে গেলে।'

'মন্দ লাগছে না। তোমার মত আরও কয়েকজন হলে সবার টাকা দিয়ে

একটা ব্যাংক চালু করব কি-না, পরে ভেবে দেখা যাবে। মার্টিন র‍্যাঙ্কিন অবশ্য খেপে যাবে, ছোট্ট একটা শহরে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কে-ই বা চায়।'

'চলো, একসাথে পান করা যাক।' উঠে দাঁড়াল ব্রুকস।

'ধন্যবাদ, আজ নয়। আরেকদিন।'

বেরিয়ে এসে গ্যারেটকে এক মহিলার সাথে আলাপ করতে দেখল ও। মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিল টেক্সান। ফিরতি পথে এগোল ওরা। পারকারের সেলুনের পোর্চ তেমনি ফাঁকা, তবে রেইলে একটা ঘোড়া বেড়েছে, বার-পি ব্র্যান্ড দেয়া। 'করবেট এসেছে। আমাকে দেখে এমন ভেঙচি মেরেছে যে আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যেত ওই মহিলা।' স্বভাবসুলভ হেঁয়ালিভরা কণ্ঠে জানাল ব্র্যাড।

'কি বুঝছ?'

'নির্ঘাত ঘোঁট পাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে সহজে বেরোতে পারব না।'

'আগে কাজ সেরে নিই,' তৃষিত দৃষ্টিতে ব্র্যাডকে সেলুনের দিকে তাকাতে দেখে বলল ব্রুকস। 'তোমার অবশ্য না গেলেও চলে কিন্তু আমাদের বোধহয় আলাদা হওয়া ঠিক হবে না।'

মাথা ঝাঁকাল টেক্সান, পাশাপাশি এগোচ্ছে।

উইলিয়াম লকহার্টের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। নিজের চাহিদার কথা তাকে জানাল ব্রুকস। 'বিল, তোমার সেরা রাইফেলটা চাই,' শেষে যোগ করল। 'রিপিটার হলে চলবে না। এবং প্রচুর গুলি।'

'ভেতরে এসো, পছন্দ করে নাও।' উঠে দাঁড়াল স্টোর মালিক।

তাকে অনুসরণ করে ভেতরের কামরায় গেল ব্রুকস। পাঁচ মিনিট বাদে চকচকে একটা হেনরী হাতে বেরিয়ে এল। পকেটে বেশ কিছু বুলেট। 'তোমার ওয়াগনটা ধার দিতে হবে, বিল। আর বাড়তি একজন লোক, রসদগুলো পৌঁছে দেবে। ওর পারিশ্রমিকসহ হিসেব কোরো।'

'আর কিছু?' জানতে চাইল মিসেস লকহার্ট।

'হীরাসমেত সোনার একটা আঙটি চাই, ম্যা'ম,' হেসে বলল ব্রুকস, দেখল বুড়ির চোখ কপালে উঠছে। 'তোমার কাছে না থাকলে টাকসন থেকে আনিয়ে নিয়ো। ওটা ক'দিন পর হলেও চলবে, কিন্তু পনেরো দিনের বেশি দেরি কোরো না। আর, লরিয়া ফ্ল্যাগানকে সবচেয়ে সুন্দর আর দামী কাপড়ের একটা গাউন তৈরি করে দেবে।'

'তোমরা বিয়ে করছ? অভিনন্দন!'

মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল ব্রুকস।

'এতদিন পর পুরুষমানুষ খুঁজে পেল মেয়েটা,' মন্তব্য করল বুড়ি।

'দু'জনকে দারুণ মানাবে,' সোৎসাহে বলল লকহার্ট। 'বেসিনের সেরা বিয়ে হবে সেটা।'

বাইরে এসে স্যাডল বুটে হেনরীটা রাখল স্যামুয়েল ব্রুকস। অধৈর্য দেখাচ্ছে টেক্সানকে, গলায় হুইস্কি ঢালার জন্যে অধীর। দুটো বাড়ি পর লকহার্টের 'সিলভার রক' সেলুন। ওদের ছোট ছেলে কেভিন চালায় ওটা। ভেতরে ঢুকল দু'জন, স্বভাবতই আগে গ্যারেট। সোজা বারের দিকে চলে গেল সে। কেভিন লকহার্ট

নিজেই আছে বারের দায়িত্বে। তাক থেকে বোতল নামিয়ে, গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিল। এক ঢোকে সবটা পান করে ফেলল ব্র্যাড, বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল আরও চাই ওর।

ধীরে চুমুক দিল ব্রুকস। সেলুনটা একরকম ফাঁকাই। মাত্র দু'জন খদ্দের, কোণের একটা টেবিল দখল করেছে। কাচ গলে বাইরে তাকাল, পারকারের সেলুনটা এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। পোর্চে বেরিয়ে এসেছে চারজন রাইডার, এদের একজন বার-পি ফোরম্যান।

একটা টুল টেনে বসল ব্র্যাড, দ্বিতীয় দফা পান করছে। করবেটের ওপর চোখ। হ্যাটের ব্রিম ঠেলে তুলে দিল, ব্রুকসের দিকে ফিরল, গলায় উত্তেজনার ছোঁয়া। 'দেখো, বাপু, তুমি আবার কেটে পড়ার ধান্ধা কোরো না। ওদের যখন এতই খায়েশ, আসুক। অনেকদিন পর রক্ত গরম করার সুযোগ পাচ্ছি।'

ফোরম্যানের সাথে আরও দু'জন যোগ দিয়েছে। একজনকেও চেনে না ব্রুকস। জীবনে প্রথম দেখছে অথচ এরাই ওর শত্রু, তিক্তমনে ভাবল, একটু পর ভয়ঙ্কর আক্রোশে পরস্পরকে খুন করতে চাইবে। বড় অদ্ভুত যোগাযোগ!

'দয়া করে বাইরে চলে যাও, মি. ব্রুকস। আমার এখানে···' পুরোটা শেষ করতে পারল না কেভিন। লাফিয়ে উঠে ওর শার্টের কলার চেপে ধরেছে ব্র্যাড, বারের ওপর টেনে তুলে ফেলল শরীরের অর্ধেকটা। ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন কেভিনের চোখ, আতঙ্কে মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'এই কৃমির বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করি, স্যাম? শেষ করে দেব নাকি?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল গ্যারেট, কণ্ঠে বিন্দুমাত্র তামাশার সুর নেই।

'ছেড়ে দাও।'

টেক্সান ছেড়ে দিতে হুড়মুড় করে বারের ওপাশে পড়ল কেভিন। খানিক বাদে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। দু'চোখে এখনও নগ্ন আতঙ্ক। গ্যারেট তাকাতে ঢোক গিলল, ব্রুকসের দিকে চকিত চাহনি হানল সাহায্যের প্রত্যাশায়।

'ঝামেলা শেষ করে নিই, তারপর টাইট দেব তোমাকে!' শাসাল ব্র্যাড।

'বারের ও-মাথায় চলে যাও, কেভ,' নির্দেশ দিল ব্রুকস। 'ভুলেও অন্য কিছু করার কথা মাথায় এনো না।'

দ্রুত বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল সে, সরে গেল নির্দেশমত। 'দুঃখিত, মি. ব্রুকস···শেষপর্যন্ত এখানে ভাঙচুর করবে ওরা। তোমরা এখানে এসেছ এ দোষে চড়াও হবে আমার ওপর।'

হেসে ফেলল ব্রুকস। বাপের চেয়ে এককাঠি বাড়া, টনটনে ব্যবসায়িক জ্ঞান। 'হিসেব করে রেখো, সব শোধ করে দেবে পারকার,' কেভিনের চোখ দেখে বোঝা গেল মোটেও বিশ্বাস করেনি সে। 'দেবে, অবশ্যই দেবে,' তাকে আশ্বস্ত করল ও। 'কয়েকটা দিন দেরি হবে, এই যা।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে এখানেই থাকছি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' গাল বকল গ্যারেট। 'বস্তাপচা শহরের নর্দমার কীট!'

টেক্সানের হঠাৎ বিরক্তি ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণ বুঝতে পারছে ব্রুকস,

আসন্ন লড়াইয়ের উৎকণ্ঠা। একটু পর কে বেঁচে থাকবে বা মারা পড়বে সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় বেশি, যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। ডুয়েলের আগে ফাস্টেস্ট গানও উদ্বেগে ভোগে, এটাই স্বাভাবিক। কেউ সেটাকে দমিয়ে রাখতে পারে, কেউ পারে না।

জেফরি করবেটের বিশাল শরীরের ধাক্কায় খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা। উড়ে এল যেন সে, চোখের পলকে চলে এল কয়েক গজ। সঙ্গীরা ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। 'এবার বাগে পেয়েছি তোমাদের, বাছাধন, দেখি কি করে পালিয়ে যাও!' চাপা স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল, দু'চোখে নগ্ন উল্লাস, খুনের নেশায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ছোবল মারল করবেটের হাত, নিমেষে উঠে এল পিস্তল। বার-পি ফোরম্যান ভেবেছিল প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে, দু'একটা গরম কথাবার্তার আগে কি পিস্তল বের করে কেউ! বুকে গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় ভুল ভাঙল। বিশাল দেহ উড়ে গিয়ে পড়ল ব্যাটউইং দরজার ওপর। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেল করবেট, ব্র্যাড গ্যারেটের গুলি ওর ঘাড়ের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে।

সেলুনে নরক ভেঙে পড়ল যেন। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে মুখরিত, তাজা গান পাউডারের গন্ধ আর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল ব্রুকস, এককোণে সরে এসেছে। ধীরে ধোঁয়া কাটল। তিনটা লাশ পড়ে আছে মেঝেতে, আরেকজন হাত চেপে ধরে ককাচ্ছে। ছুটন্ত পদশব্দে বোঝা গেল পালিয়েছে অন্যরা।

'যাক, বেঁচে আছ তাহলে,' ঘরের আরেক কোণ থেকে বলে উঠল ব্র্যাড গ্যারেট, গলায় কৌতুক ভাবটা ফিরে এসেছে। 'ভাবছিলাম তুমি মরে গেলে কার কাছ থেকে বেতন নেব।' পিস্তলে টোটা ভরল সে, তারপর ফিরল সিঁটিয়ে থাকা কেভিনের দিকে। 'হুইস্কি লাগাও, কেভিন, তুমিও নাও।'

মাথা নেড়ে নিষেধ করল ব্রুকস। দু'হাত দূরে পড়ে আছে ওর হ্যাট, ঝুঁকে তুলে নিল। ওপরের দিকে ছোট্ট একটা ফুটো। ভাগ্যিস! দুই ইঞ্চি নিচ দিয়ে বুলেট গেলে এটা আর পরতে হত না।

গ্যারেট হুইস্কি শেষ করার আগেই সেলুনে ঢুকল টিম ম্যাসন। গম্ভীর মুখে দেখল লাশগুলো, তারপর ব্রুকসের সামনে এসে দাঁড়াল। 'লোকগুলোকে খুন করেছ তোমরা।'

'তো কি হয়েছে?' হেসে উঠল ব্র্যাড। 'ডুয়েলে প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলা যাবে না এমন কথা কোথাও লেখা আছে?'

'কোন সুযোগ দাওনি ওদের। আগেভাগে পিস্তল বের করেছ।'

'তুমি কি পারকারের সেলুনে বসে তাই দেখলে?' বিদ্রূপ করল ব্রুকস।

'দু'জনে মিলে এতগুলো লোক মেরেছ। আগে পিস্তলে হাত না দিলে তা পারতে না।'

'ক'জন ছিল ওরা, ম্যাসন?'

'করবেটসহ ছয়জন।'

প্রচণ্ড জোরে ঘুসিটা হাঁকাল ব্রুকস, মোক্ষম জায়গায় লাগল। উড়ে গিয়ে একটা টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল ডেপুটি। ভারী দেহের ভার সইতে না পেরে

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ওটা, ম্যাসন পড়ল তার ওপর। দু'পা এগিয়ে ঝুঁকে ডেপুটির বুকের তারা টান মেরে খুলে ফেলল ও, তারপর ছুঁড়ে দিল কেভিন লকহার্টের দিকে। 'হবসকে ডেকে নিয়ে এসো, কেভ। ওকে বোলো তারাটা পরার কোন যোগ্যতা এই ছুঁচোটার নেই।...পরেরবার একটা ঘুসিতে ছাড়ব না, বুঝেছ, ম্যাসন?'

কেবল অসহায় একটা ভঙ্গি করল ডেপুটি, কিছুই বলতে পারল না। থুথু ফেলতে রক্ত আর তিনটে দাঁত পড়ল মেঝেতে।

'আমার টেবিলটা, মি. ব্রুকস...'

'তোমার বাপের কাছ থেকে ওটার দাম নিয়ো, আর ওকে বোলো এই কাঠগুলোই যেন আমার কাছে বিক্রি করে।' বিরক্ত হয়ে বলল ব্রুকস।

বোকার মত চেয়ে থাকল কেভিন। 'ঠিক আছে, মি. পারকারের নামে লিখে রাখব,' খানিক ভেবে খুশি হয়ে বলল সে।

'তোমার পেছনে একটা লাথি হাঁকাবে পারকার!' বিড়বিড় করে বলল টেক্সান, দরজার দিকে এগোতে বাধা পেল।

'পেছনের দরজা দিয়ে লকহার্টের স্টোরে যাব আমরা,' বিল মেটানোর ফাঁকে বলল ব্রুকস।

মাথা নাড়ল ব্র্যাড, পছন্দ করতে পারছে না।

'উঁহুঁ, বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পরেও পাবে। যথেষ্ট হয়েছে, আর কোন ঝামেলা চাই না।'

শ্রাগ করে কেভিনের দিকে ঘুরল টেক্সান। 'তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'ন্-না, মোটেই না।'

দ্রুত বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাড়ি আর দোকানগুলোর পেছনের জায়গাটা পরিচ্ছন্নই, বোঝা যাচ্ছে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। দুটো বাড়ি পেরিয়ে এসে লকহার্টের স্টোরের দরজায় নক করল ব্রুকস। তিনবারের পর বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে দরজা খুলল স্টোর মালিক। ওদের দেখে নিমেষে দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'ঝামেলায় পড়েছ?' দরজা বন্ধ করার সময় জানতে চাইল সে।

'একটাও বাজে জিনিস দেবে না, বিল,' কঠিন সুরে বলল ব্রুকস। 'তাহলে তোমার চাঁদি আস্ত রাখব না!'

'অবশ্যই। তুমি হলে আমার নিয়মিত খরিদ্দার।'

'তোমার ছেলের মাথায় ধারণাটা ভাল করে ঢুকিয়ে দিয়ো।' পরামর্শ দিল ব্র্যাড।

'কি করেছে ও?'

ব্রুকস বা গ্যারেট কেউই উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। পোর্চে এসে রাস্তার দক্ষিণে তাকাতেই দেখতে পেল জুলিয়াস পারকারকে। সদলে শহরে প্রবেশ করছে বুড়ো, একটা বাগিতে চড়েছে। উদ্ধত অহঙ্কারী ভঙ্গিতে বসেছে। শরীর টান টান, দৃষ্টি মাটির সমান্তরাল, ভুলেও কারও দিকে তাকাচ্ছে না। পেছনে গ্রুলার স্যাডলে মেঝো ছেলে অ্যালান। সবশেষে স্টিরাপ, বিশালদেহী স্টিভ কোলম্যান। ছেলে কিছু একটা বলতে ওদের দিকে

ফিরল বার-পি মালিক।

'পেছন দরজা দিয়ে যাই!' গ্যারেট যেন ভেঙচি কাটল, উপহাস ঝরে পড়ছে ওর কণ্ঠে। 'কপালে আছে ঝামেলা, তুমি কি করে এড়াবে, স্যামুয়েল ব্রুকস? ওটা করবেটের ফিউনেরালের শোভাযাত্রা নয়, বুঝতে পারছ?'

হিচিং রেইল থেকে ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়ে নিল ব্রুকস, স্যাডলে চাপল। চোখ পারকারের দলের ওপর।

'অপেক্ষা কিসের? চলো কেটে পড়ি!'

'দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখো!'

শ্রাগ করে সিগার ধরাল গ্যারেট, স্যাডলে চেপে বসেছে। ব্রুকসের ঘোড়া ঠায় দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা করছে।

দশ গজ দূরে এসে থামল বাগি। শীতল দৃষ্টিতে তাকাল পারকার। 'শেষপর্যন্ত তাহলে আমাদের দেখা হলো। ভালই করছ তুমি, ব্রুকস, আমার লোকগুলোকে বারবার ঘোল খাইয়ে ছাড়ছ,' হাসল সে, আত্মবিশ্বাসের হাসি। 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, বাছা। অনেকদিন বসে থেকে গায়ে খিল ধরে গিয়েছিল, এবার খানিকটা গা-ঝাড়া দেয়া যাবে।' ব্রুকসের ওপর থেকে সরে গিয়ে টেক্সানের ওপর স্থির হলো বুড়োর দৃষ্টি।

'দুঃখিত, বুড়োখোকা, তোমার সাথে থাকা গেল না,' পারকার কিছু বলার আগেই বলে উঠল ব্র্যাড। 'কি করব, আমি কি আর জানি যে তোমার নোংরা টাকা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে?'

রাগ দেখা গেল বার-পি মালিকের চোখে। 'মরগান পিক্‌সেই তোমাদের কবর দেব আমি!'

'ভাল কথা। আমি বলি কি,' ম্লান হলো না টেক্সানের হাসি। 'স্টিরাপকে দিয়ে নিজের জন্যে একটা কবর খুঁড়ে রাখছ না কেন? শেষে তো সময় পাবে না। বাফেলোর মালিককে যদি বুটহিলে শুতে হয় এরচেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে! তোমার খারাপ লাগবে না?'

জুলিয়াস পারকার এমনভাবে তাকাল যেন পুড়ে যাবে ব্র্যাড, রাগের সাথে ঘৃণা দেখা যাচ্ছে চোখে। 'ওই কুত্তাটাকে ধরো··· ওকে নিজহাতে চাবকাব আমি, তারপর কুকুরকে দিয়ে ওর মাংস খাওয়াব!'

কয়েকটা ব্যাপার ঘটল একসঙ্গে—টম স্টিরাপের ঘোড়াটা আগে বাড়ল, রাইফেল তুলে নিতে স্যাডল হর্নে হাত বাড়াল অ্যালান পারকার; এবং পিস্তলে বুড়োর বুক নিশানা করল ব্রুকস। 'মি. পারকার, স্টিরাপকে পিছিয়ে যেতে বলো,' সতর্ক দৃষ্টি বুলাল সবার ওপর। 'আর তোমার ওই বোকা ছেলেটাকে বলো রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিতে। ওরা, কিংবা তুমি আমার কথা না শুনলে, তোমার কপালে গুলি করব।'

একপাশে সরে এসেছে স্টিরাপ, চোখজোড়া জ্বলছে। উরুতে পিস্তলের বাঁট ছুঁয়েছে ওর হাত। ওদিকে রাইফেল তুলে নিয়েছে অ্যালান। স্টিভ কোলম্যান সুযোগ খুঁজছে, না দেখলেও ব্রুকস বুঝতে পারছে মুহূর্তের ব্যবধানে ড্র করবে সে, কেবল অন্য কেউ শুরু করলেই হলো। জুলিয়াস পারকার ঘামতে শুরু করেছে।

সহসা ভয় পেল বার-পি মালিক। 'ও যা বলছে করো!' কাঁপা স্বরে আদেশ করল। 'হারামজাদারা, তোদেরকে আমিই বেতন দেই!'

হাত গুটিয়ে নিল ওরা।

পিস্তল নামিয়ে পমেলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখল ব্রুকস, এমনভাবে যাতে সবাই দেখতে পায়। চারপাশে কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে গেছে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে মজা দেখছে। পারকারের সেলুন, ওপাশের বাড়ির ছাদের ওপর নজর বুলাল ও। অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি দু'একজন অতি উৎসাহী রাইডার ওখানে ওঁৎ পেতে থাকে।

'তোমার কারণে মারা গেছে আমার ছেলে, ব্রুকস। আর আজকের ব্যাপারটাও ভুলব না। আমার দিকে পিস্তল তাক করেছে এমন কেউ এখনও বেঁচে নেই, থাকবেও না।' বিপদ কাটতে স্বরূপে ফিরেছে পারকার, 'প্যালেস'-এর দিকে দৃষ্টিপাত করল একবার। হয়তো আশা করছে ওদিক থেকে কোন সাহায্য আসবে। কিন্তু তার জানা নেই খানিক আগে মারা গেছে র‍্যামরড।

'সময় থাকতে সামলে নাও, মি. পারকার। নইলে তোমার অন্য ছেলেগুলোকেও হারাবে।'

'আমারই শহরে দাঁড়িয়ে আমাকে শাসাচ্ছ?'

'ভুল বলেছ। বাফেলো টাউন এখন আর তোমার একার শহর নয়। শুরুটা তোমরা করেছিলে তা ঠিক। অন্যদের ছাড় দেয়ার সময় হয়েছে এখন, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তোমার সাথে একমত হবে না কেউ।'

'দরকার হলে অ্যার্প, মাসট্যাঙ, শ্যানন···সবাইকে আনাব।'

'তার আগে দেখো তুমি নিজেই শেষ হয়ে যাও কি-না।' ফোড়ন কাটল ব্র্যাড।

জুলিয়াস পারকারের চেহারা দেখে মনে হলো হাতের নাগালে পেলে টেক্সানকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

'মি. পারকার, দল নিয়ে ফিরতি পথ ধরো। আমরা সরে যাওয়ার পর শহরে ঢুকবে তুমি।'

'আমাকে পিছিয়ে যেতে বলছ?'

'নইলে সামনে আসতে পারো। তোমার ভাড়াটে লোকগুলো এটাই চাইছে, এমনকি তোমার ছেলেও। ওরা বোধহয় চায় না তুমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকো।'

'কি করবে যদি···?'

'সবার আগে তোমার কপাল ফুটো করব, এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

'ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না,' একগুঁয়ে স্বরে বলল পারকার, বলার ভঙ্গিতে জেদ প্রকাশ পাচ্ছে।

'আমিও তাই চাই,' হাসল ব্রুকস। 'প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে পিছিয়ে যাও। দশটা মিনিটের ব্যাপারই তো। একবার পিছিয়ে গেলে কিছু যাবে-আসবে কি? এই একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তোমাকে অনুরোধ করছি।'

'পিস্তল হাতে কেউ অনুরোধ করে নাকি?'

'যা ইচ্ছে ভাবতে পারো। তবে এটা মনে রেখো এখানে কোন কিছু ঘটলে সবার আগে তুমিই ভুগবে। পারকাররা এ এলাকার অহঙ্কার, তাই না? মরে গেলে ওই জিনিসটার কোন দাম থাকে কি?'

শেষপর্যন্ত প্রাণের মায়াই জয়ী হলো। জেদ চেপে রেখে বাগি ঘুরিয়ে নিল পারকার। 'তোমার জন্যে আফসোস হচ্ছে, ব্রুকস। চুটিয়ে উপভোগ করলে সময়টা। কিন্তু এ-সুখ বেশিদিন থাকবে না। তোমাকে শায়েস্তা করে এই শহরটা ধ্বংস করব। সবক'টা হারামীর বাচ্চা দাঁত কেলিয়ে মজা লুটছে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে এর ফল!'

দলটা বেশ দূরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ব্রুকস। আশপাশের লোকজনের ওপর চোখ বুলাল। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, এখন সমানে কথার খৈ ফুটছে মুখে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে স্পার দাবাল ও। ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে এল বাফেলো থেকে।

অ্যাপালুসাটা দারুণ ছুটতে পারে, নিজের জমিতে পৌঁছে ভাবল ব্রুকস।

'প্যাট শুনলে আফসোস করবে,' কেবিনের কাছে পৌঁছে বলল ব্র্যাড। 'দারুণ জমেছিল তোমাদের খোশ-গল্প।'

এখন থেকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, ভাবছে ও। জ্বলন্ত আগুন উস্কে দিয়ে এসেছে আজ। ওদের শেষ না করে শান্তি পাবে না জুলিয়াস পারকার।

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, এ পর্যন্ত একবারও তোমাকে আসল পরিচয়ে ডাকেনি ওদের কেউ? না পারকার, না ওর কোন ক্রু। অথচ ওরা ঠিকই জানে কার পেছনে লেগেছে।' লাঞ্চের পর শেডের কাছে বসে কফির মগ তুলে নিয়ে বলল ব্র্যাড।

'ক্রুদের সবাই কিন্তু জানে না,' মুখ খুলল প্যাট। 'পারকার সবাইকে জানায়নি। তেমন হলে অনেকেই সটকে পড়ত, অন্তত এখন। বহু লোক হারিয়েছে পারকার, বাকিদের মধ্যে রণেভঙ্গ দেয়ার জন্যে হারডিন নামটার গুরুত্ব কম নয়। আবার এমনও হতে পারে রাইডারদের মনোবল চাঙা রাখতে চেপে গেছে সে, মামুলি একজন স্যামুয়েল ব্রুকসকে শায়েস্তা করতে খুব বেশি সাহসী লোকের দরকার হয় না।'

'বাফেলোর সাধারণ লোকেরা তোমার পরিচয় জানতে পারলে পারকারের সমস্যা আরও বাড়বে,' যোগ করল ব্র্যাড। 'শহরটা এখন আর ওর হাতের মুঠোয় নেই। লোকজন বুঝে গেছে পারকারকেও আঘাত করা যায়। ওরা যদি হারডিনকে সাহায্য করতে আসে তো অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। লোকগুলো সাহস পাবে এবং ওদের স্বার্থোদ্ধারের সম্ভাবনা তাতে বাড়বে। শহরে তোমার নামটা একবার ছড়িয়ে দাও, দেখবে পারকারের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গেছে লোকজন। ওরা ভেবে সাহস পাবে যে হারডিনের মত দুর্ধর্ষ একজন লোক পরোক্ষভাবে হলেও ওদের সাথে আছে।'

'শেষতক হয়তো তোমার ইচ্ছেই পূরণ হবে,' হেসে বলল প্যাট। 'হারডিন নামটা বোধহয় অজানাই থেকে যাবে। অবশ্য স্যামুয়েল ব্রুকসের নাম তখন

ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

স্যাডল ছাড়িয়ে ঘোড়াটাকে উপত্যকায় নিয়ে এল ব্রুকস, সময় নিয়ে যত্ন নিল। গ্যারেটদের কথাগুলো হালকা হলেও ভাবাচ্ছে ওকে। হারডিনের পুনর্জন্ম যেমন আশা করে না, তেমনি চায় না স্যামুয়েল ব্রুকসও আরেক হারডিন হয়ে উঠুক। তেমন হলে আবারও প্রতিশোধপরায়ণ কিছু লোক হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে ওকে, এবং এবার একটা ঠিকানাসহ–সহজেই চলে আসবে বাফেলো টাউনে। এটা হতে দেয়া যাবে না। পুরানো অনিশ্চিত জীবনে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। ব্রুকস শান্তিপূর্ণ একটা জীবন চায় যেখানে খ্যাতির বিড়ম্বনা থাকবে না, পিস্তল হাতে কারও মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না।

লকহার্টের কর্মচারী লেইভ জোন্স ওয়াগনে করে দু'দফায় মালামাল পৌঁছে দিল সেদিন।

পরদিন থেকে কাজে নেমে পড়ল ওরা। বিকেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের কাঠামো। পরিশ্রান্ত দেহ ঘাসের ওপর বিছিয়ে কফির স্বাদ উপভোগ করছিল, এসময়ে উপস্থিত হলো জ্যাক হবস।

কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল মার্শাল, কফির মগ এগিয়ে দিতে সাগ্রহে নিল। গম্ভীর, চিন্তিত দেখাচ্ছে। চঞ্চল দৃষ্টি বুলাল গ্যারেটদের ওপর, বিড়বিড় করে বলল কি যেন। ধীরে কফিতে চুমুক দিল।

অপেক্ষা করছে ব্রুকস, আঁচ করতে পেরেছে সমস্যায় আছে লোকটা। প্রথমেই চোখে পড়েছে বুক পকেটে তারাটা নেই।

'শেষপর্যন্ত চাকুরিটা হারালাম,' একসময় ম্লান গলায় বলল হবস।

'আমি ভাবছিলাম তারাটা হয়তো চুরি গেছে!' সহাস্যে বলল ব্র্যাড।

'আমার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছে পারকার।'

আগ্রহী হয়ে উঠল গ্যারেটরা, অথচ একটু আগে পাত্তাই দিচ্ছিল না। ঘুরে বসল হবসের দিকে।

'তোমরা চলে আসার পরেই ঝামেলার শুরু। ল-অফিসে এল জুলিয়াস পারকার, করবেটকে খুনের দায়ে তোমাদের নামে হুলিয়া বের করতে বলল। আহ্, চেহারাখান যদি একবার দেখতে! ফোরম্যান তো নয় যেন মেয়ে-জামাইকে হারিয়েছে! বললাম সবার আগে তাহলে ওকেই গ্রেফতার করা উচিত। বেসিনে একগাদা খারাপ লোক ও-ই আনিয়েছে। শুনে ব্যাটা হেসে খুন, বলল ওর কথা না শুনলে মন্টানা কিডকে লেলিয়ে দেবে আমার পেছনে। শেরিফ বা মার্শালদের খুন করা তো শয়তানটার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'ভয় পাওনি?' মুখ টিপে হাসছে ব্র্যাড।

'দেখো, বাছা, বেশি ফটফট কোরো না। হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের, সব ক'টা আস্ত হারামী! বয়সটা দশ বছর কম হলে এই দুটোকেও জেলে ভরতাম।'

'আইনের পক্ষে অস্ত্র ধরতে বয়স লাগে না, মনের জোরই আসল। ওটাই নেই তোমার, জ্যাক হবস।'

মাথা নাড়ল মার্শাল, ব্র্যাডের কটাক্ষ গায়ে মাখল না। 'কিড বা কোলম্যানের কথাই ধরো, মরে গেলেও পিস্তল হাতছাড়া করবে না ওরা। কিডকে নিরস্ত্র করতে

গিয়ে মারা গেল লিয়ন সিটির মার্শাল, কোন সুযোগই পায়নি বেচারা।'

'ওকে গ্রেফতার করা তোমার দায়িত্ব, হবস।'

'হয়তো, কিন্তু ক'জনকে গ্রেফতার করব? গণ্ডা গণ্ডা লোক, শয়তানের দোসর ওরা। এই যমজ দুটোই বা কম কিসে?'

'আমাদের ধরছ না কেন?'

'একটা পরিকল্পনা করেছি,' এবার উজ্জ্বল দেখাল হবসের মুখ। 'ক'টাকে আর গরাদে ঢোকাতে পারতাম! তারচেয়ে···এখন কারও গায়ে আঁচড়টিও দেব না···'

'দারুণ!' ব্যঙ্গ করল ব্র্যাড, থামিয়ে দিয়েছে হবসকে। 'সাহস আছে তোমার, জ্যাক।'

'তোমার বয়স কত, বাছা?' এবার খেপে গেল সে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। 'পঞ্চাশ পর্যন্ত বেঁচে থাকো, তারপর টের পাবে বয়স কি করে সামর্থ্য কেড়ে নেয়।'

'ওভাবে বেঁচে না থাকাই ভাল।'

'তোমরা থামবে?' বাদ সাধল ব্রুকস। 'আসল কথাই এখনও জানা হয়নি। কি করে চাকুরি হারালে, জ্যাক?'

'সন্ধের সময় সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল পারকারের ক্রুরা। যে যেভাবে পারল জোর দেখানো শুরু করল। বড় চোট গেল লকহার্টের ওপর দিয়ে, প্রয়োজনমত গোলা-বারুদ আর রসদ নিয়ে একটা পয়সাও দেয়নি। কেভিনকে ধরে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে কোলম্যান। রাতটা ওখানেই কাটিয়েছে ওরা। দেদার মদ গিলেছে।'

'কেভিনের তালিকাটা একটা টেবিলের পর বেশ লম্বাই হবে দেখছি!' সকৌতুকে বলল ব্র্যাড গ্যারেট।

'কি বললে?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল হবস।

'তারপর?' তাড়া দিল ব্রুকস।

'রাতে আবার এসেছিল পারকার, একই অভিযোগ করল। পাত্তা দিলাম না,' থেমে, উঠে গিয়ে মগ ভরে নিল হবস। চুমুক দিয়ে খেই ধরল। 'পিস্তলের মুখে আমার তারা কেড়ে নিল। আর বলল শহরটাকে ঝামেলামুক্ত না করে বাথানে ফিরে যাবে না। শহরের সাদা ওই বাড়িতে রাত কাটিয়েছে।'

'ওর পণ ভাঙাতে যাচ্ছি না আমরা!'

হাসি পেল ব্রুকসের, ব্র্যাড গ্যারেট সত্যি মজার লোক। সুযোগ পেলেই রসাল মন্তব্য করছে। এতে আর কিছু না হোক, সময়টা আর ওদের সঙ্গ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'তো, বাফেলোতে এখন তাহলে পারকারই কর্তৃত্ব করছে,' স্বগতোক্তির মত বলল ও। 'তারাটা নিশ্চয়ই দিয়েছে কাউকে?'

'ম্যাসন পেয়েছে ওটা। সাথে কোলম্যান, স্টিরাপ···ওরা ডেপুটি সেজেছে।'

'ওরা যদি মার্শাল হতে পারে তো আমরা সিনেটর।' তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে উঠল ব্র্যাড।

'সেই ব্যবস্থা করে এসেছি আমি।'

ব্রুকস বা গ্যারেটরা কেউ কিছু বলছে না, বিস্মিত। ওদের দেখছে জ্যাক

হবস, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে। 'বলেছিলাম না, একটা পরিকল্পনা করেছি?' ধীরে সিগার ধরাল তারা-হারানো মার্শাল। 'তোমরাই হবে আমার হাতিয়ার। পারকারকে শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ছি না আমি!' প্রতিজ্ঞায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল জানান দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই।

'বুঝলাম না,' ধীরে ধীরে বলল প্যাট। 'তবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।'

'রাতে লকহার্টের বাসায় মিলিত হয়েছিলাম আমরা, সব মিলিয়ে বারোজন। পারকারকে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। পরিকল্পনা মাফিক তোমাদের ডেপুটি করে নিচ্ছি আমরা।'

'আরিব্বাপস্! শুনছ, প্যাট, বুড়ো হাবড়াটা কি বলছে? তারার শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর! ওটা উদ্ধার করবে আমাদের রূপালি তারা পরিয়ে। ভাবো একবার, গ্যারেটেরা কোন শহরে আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে, আমাকে এটাও দেখতে হবে! লোকজন তো হেসেই খুন হয়ে যাবে।' নিজেই হাসতে শুরু করল ব্র্যাড, হাসির দমকে তার ছোটখাট শরীর কাঁপছে।

ওদিকে বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাক হবস।

কোন সন্দেহ নেই গ্যারেটদের জন্যে ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর। পশ্চিমে ওদের পরিচয় লড়াকু লোক ও আউট-ল হিসেবে। সারা জীবন ছুটতে হয়েছে আইনের লোকের সামনে, উল্টোটা তাই ওদের কাছে হাস্যকর। ওরা নিজেরাও তা উপলব্ধি করে। কিন্তু পশ্চিমে এ ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। এমন অনেক লোক আছে একটা শহরকে ঝামেলামুক্ত করা বা কোথাও আইনের কর্তৃত্ব করার পর দেখা গেছে সে আউট-ল ছাড়া আর কিছু নয়। বৈরী এ দেশটিতে পরিস্থিতিই সবকিছুর নিয়ামক। তাই বিলি দ্য কিড, ইয়েট অ্যার্প বা বো মাসট্যাঙ এদের অনেককে দেখা গেছে আইনের কঠোর প্রতিনিধি হিসেবে। বলা বাহুল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছে। আবার উল্টোটাও ঘটেছে। আইনের মানুষ আউট-লয়ে পরিণত হয়েছে এমনও হাজারটা উদাহরণ দেয়া যাবে।

জুলিয়াস পারকারকে হটানোর উদ্দেশে বাফেলোর নিরীহ লোকজন এ সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভাবছে ব্রুকস। গ্যারেটদের ওপর আস্থা রেখেছে ওরা, দেখেছে অসম সাহসিকতার সাথে টেক্সানরা কিভাবে কার্লি ব্রনসনের দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল কিংবা সার্কেল-এফের ঘটনাও হয়তো শুনে থাকবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বেসিনে এখন কেবল দুটো পক্ষ—জুলিয়াস পারকার আর তার মুখোমুখি অন্যরা। সবাই এক হলে দাম্ভিক বুড়োকে শায়েস্তা করা কঠিন হবে না।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার, কাজ শেষে গ্যারেটেরা যা ছিল তাই থাকবে। বড়জোর এখানকার মানুষ ভিন্নরূপে জানবে ওদের, ওরা কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারে তা-ই মনে রাখবে।

রঙজ্বলা জিনসের পকেট হাতড়ে তিনটে তারা বের করে এগিয়ে দিল হবস। গ্যারেটেরা নিশ্চুপ, বিশেষ করে ব্র্যাড। এতক্ষণ হালকাভাবে নিচ্ছিল, সত্যটা এখন উপলব্ধি করতে পারছে। 'সাফ জানিয়ে দিচ্ছি,' মুখর হলো সে। 'এর মধ্যে নেই আমি।'

'জীবনে তো অনেক কিছুই করলাম,' চিন্তিত স্বরে বলছে প্যাট। 'কেবল এই

একটা কাজ বাকি ছিল। দেখি না কেমন লাগে! মজা তো পাওয়া যাবে। কি বলো, স্যাম, তুমি তো অনেকবার তারা পরেছ?'

দু'ভাইয়ের অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসছে ব্রুকস, ওদিকে হবস আশান্বিত।

'ওগুলো ফেরত নিয়ে শেষে আমাদের শিকের ভেতর ঢোকাবে না তো?'

'পারকারকে যদি আমরা হটাতে পারি, আমার ধারণা বীরোচিত সম্বর্ধনা পাবে তোমরা। চাই কি চাকুরিটা স্থায়ীও হয়ে যেতে পারে। কারণ ঠিক করেছি আর ওসবে থাকব না আমি। বুড়ো হাড়ে এত ধকল সইছে না।'

'তোমরা আসলে আমাদের ব্যবহার করতে চাইছ।' অভিযোগ করল প্যাট।

'অস্বীকার করছি না। রাজি না হলেও পারো। দায়িত্বটা নিলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাবে। পারকার আগে তোমাদেরই শায়েস্তা করতে চাইবে, আর তোমরা তা ঠেকাতে বসে আছ। ডেপুটি হলে কাজ কিন্তু একই। লাভের মধ্যে—আইনের পক্ষে থাকছ আর বেসিনের বেশিরভাগ লোককে পেছনে পাবে।'

'সব দেখছি আগে থেকে ভেবে রেখেছ,' এবার হাসল ব্র্যাড। 'কিন্তু নগদ নারায়ণের ব্যাপারটা? উঁহুঁ, কোন লাভ নেই,' হবস কিছু বলতে চেষ্টা করতে হাত তুলে বাধা দিল। 'পারকারের বুলেটের সামনে দাঁড়াতে হবে আমাদেরই, বুঝতে পারছি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তোমরা কেবল তামাশাই দেখবে।'

চুপ করে থাকল জ্যাক হবস, মুখ দেখে মনে হলো যেন টেক্সানের কথায় আহত হয়েছে।

'ঝুঁকিটা আমরা নেব না তোমরা, জ্যাক?' বলে চলেছে ব্র্যাড। 'আমাদের কোন দায় পড়েনি। নেহায়েত পকেট খালি বলে রাজি হচ্ছি, নইলে ওরকম দু'একটা বাফেলো টাউনের কি হলো বা না হলো তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।'একটু থেমে ভাইয়ের দিকে তাকাল। 'মাথাপিছু দু'শো ডলার, একেবারে সস্তায়। আর হ্যাঁ, রিওয়ার্ডের সব টাকা।'

'তুমি জানো আমরা নিরুপায়।'

'কিভাবে এগোবে ভেবেছ কিছু?' জানতে চাইল ব্রুকস।

'ওরা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে, স্যাম। এ ব্যাপারে তোমার তো অনেক অভিজ্ঞতা। তাছাড়া···'

'শুধু টাকা আর টিনের তারা দিয়ে খালাস!' বিরক্তি প্রকাশ করল ব্র্যাড।

'ক্রুদের সবাই শহরে আছে?' টেক্সানকে গুরুত্ব দিল না ব্রুকস।

সায় জানাল হবস। 'বেশিরভাগ।'

'সকালে লকহার্টের পেছনের কামরায় মিলিত হব আমরা। তারপর বেরোব ওদের খোঁজে। যে ক'টাকে পারি ধরে সেলে ঢোকাব। প্রথম দিনে যতটুকু সম্ভব দলটাকে ছোট করে দিতে হবে।'

'আমার কিন্তু লিয়ন সিটির মার্শালের কথা মনে পড়ছে,' অন্যমনস্ক দেখাল প্যাটকে। 'কিডকে গ্রেফতার করতে গিয়ে মারা পড়েছে সে এবং বহাল তবিয়তে আছে কিড।'

'এটা লিয়ন সিটি নয় আর ওই মার্শালের মত ভুল করব না আমরা।'

'অসম্ভব একটা কাজ, স্যাম। কারণ ওরা কে কোথায় থাকবে আগে থেকে

সঠিক জানার উপায় নেই। তাছাড়া সংখ্যাটাও ঠিক জানি না। কিন্তু তোমার পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। কাজ হলে দলটা অর্ধেক কানা হয়ে যাবে। ওদের আত্মবিশ্বাসে নাড়া দিতে পারলে পরের কাজটুকু কঠিন হবে না, হুজুগে কিছু লোক এমনিতেই পালানো শুরু করবে।'

'দেখার মত ব্যাপার হবে,' বিড়বিড় করে বলল ব্র্যাড গ্যারেট, সিগার টানছে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ-মুখ। 'সারা শহরে ঘুরে বেড়াবে টিনের তারাঅলারা, আবার একপক্ষ আরেক পক্ষকে হাজতেও ঢোকাবে। নাহ্, আমার মনে হয় খেলাটা ভালই জমবে!'

দশ

লকহার্টের স্টোরে নির্বিঘ্নে পৌঁছাল ওরা।

উইলিয়াম লকহার্টকে আজ অন্য রকম মনে হচ্ছে—চাপা উৎকণ্ঠা লোকটার চোখে-মুখে। অন্য কোন সময় হলে যা হত, বড় ধরনের কিছু ঘটলেও সেটা তাকে স্পর্শ করত না, আজ তা নেই। এই প্রথম স্বভাববিরুদ্ধ একটা কাজে হাত দিয়েছে স্টোর মালিক, বাফেলো টাউনের একজন সচেতন অধিবাসী হিসেবে আইনকে সক্রিয় সহযোগিতা করছে।

লকহার্ট হুইস্কির বোতল এগিয়ে দিতে নিষেধ করল ব্রুকস, কিন্তু গ্যারেটরা সোৎসাহে নিল। সিগারেট ধরিয়ে মার্শালের দিকে তাকাল ও। 'ওরা কোথায় আছে, জ্যাক?'

হবসের মনোযোগ অন্যদিকে, লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছিল প্যাটের হাতের বোতল। সংবিৎ ফিরতে ফিরে তাকাল। 'কার কথা বলছ?'

'মন্টানা, ম্যাসন, কোলম্যান···'

'মন্টানা আর কোলম্যানসহ চারজন আছে সিলভার রকে। টিম আছে ল-অফিসে, আমার চেয়ারটা বোধহয় ওর ভাল লাগতে শুরু করেছে। স্টিরাপকে কোথাও দেখিনি। গতকাল বেশিরভাগ সময় প্যালেসে কাটিয়েছে ও, সাথে আরও তিনজন ছিল। একটাকেও চিনি না।' গ্যারেট বোতল এগিয়ে দিতে লুফে নিল সে, আগ্রহের সাথে চুমুক দিল।

'দায়িত্বটা বুঝতে পারছ, জ্যাক? তোমাকে সক্রিয় হতে হবে। এভাবে গিলতে থাকলে শেষে গুলিয়ে ফেলবে সব।'

'আমি অভ্যস্ত, স্যাম।'

'অফিসে বসে সময় কাটাতে তুমি আরও বেশি অভ্যস্ত!' কঠিন সুরে বলল ব্রুকস, বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টা করল না। 'টিম ম্যাসনের পায়ে ধরে দেখো, ও হয়তো চেয়ারটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারে।'

আহত দেখাল মার্শালকে। 'ঠিক আছে, তুমি যখন পছন্দ করছ না···' শেষ না করে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল হবস, বোতলটা ধরিয়ে দিল স্টোর মালিকের

হাতে, বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না।

'ভাল করে শুনে নাও, সিলভার রকে যাচ্ছি আমরা। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকবে ব্র্যাড। জ্যাক, তুমি সামনের দরজা দিয়ে। তোমার একটু পরে ঢুকব আমরা, ঠিক আছে?'

'সবাই একসঙ্গে ঢুকলে অসুবিধে কি?'

'আছে। সেটা করলে, আমাদের দেখেই গুলি করতে শুরু করবে ওরা। কাজটা তাতে কঠিন হয়ে যাবে।'

ব্র্যাড বেরিয়ে যাওয়ার পর জ্যাক হবসকে অনুসরণ করল ব্রুকস আর প্যাট। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা সকাল, ঠাণ্ডা বাতাস জানিয়ে দিচ্ছে শীতের আগাম সংবাদ। সিলভার রক সেলুনের সামনে এসে ঘুরে দাঁড়াল মার্শাল, দৃষ্টি বিনিময় হলো একটু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রুকসের সাথে। মাথা ঝাঁকিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল হবস, পোর্চে উঠে গেল। একটু আগের চেয়ে ঢের আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জ্যাক হবস। সবক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। বুকে লাগানো তারাটাই ওদের বেশি আকর্ষণ করছে, টের পেল মার্শাল।

বারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল স্টিভ কোলম্যান, হাতে হুইস্কির গ্লাস। অবাক হয়ে দেখছে হবসকে। বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল। 'এটা আবার কোত্থেকে জোগাড় করলে, জ্যাক?' আমুদে গলায় জানতে চাইল। 'তোমাকে না বলা হয়েছে এ জিনিসটা তোমার শার্টের সাথে ঠিক মানায় না? মায়ায় পড়ে গেছ?'

আড়চোখে মন্টানা কিডের দিকে তাকাল মার্শাল। কোণের একটা টেবিলে আয়েশ করে বসেছে, মুখে জ্বলন্ত সিগার। সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করল ওদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না গানম্যান। ভাবলেশহীন মুখে হাতের তাস দেখল একবার, তারপর মুখ তুলে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। আরেক বন্দুকবাজ, এল পাসো থেকে এসেছে। লোকটার পরিচয় জানা নেই হবসের। ওদের কাছেই, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করছিল চতুর্থ লোকটা, পাশে ব্র্যাড গ্যারেটের উপস্থিতি টের পেয়ে থেমে গেছে হাতগুলো।

'তারাটা তোমাকে একেবারেই মানাচ্ছে না, জ্যাক,' বলে চলেছে কোলম্যান, পাঁচ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। 'খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দাও তো! নাকি আগেরবারের মত কেড়ে নিতে হবে?'

'ওখানেই দাঁড়াও, কোলম্যান!' নিজের উপস্থিতি জানান দিল ব্র্যাড। 'আর এগিয়ো না।'

চরকির মত আধ-পাক ঘুরল লোকটা, দু'হাতে তুলে আনছে জোড়া পিস্তল। মাঝপথে ফুটো হলো তার পেট, গুলির ধাক্কায় থেমে গেল ঘূর্ণন। পিস্তল তুলে নিশানা করার চেষ্টা করল কোলম্যান। ব্র্যাড এবার ওর কপাল ফুটো করতে হুড়মুড় করে মেঝেয় ধসে পড়ল শরীর, কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা গুলি করতে যাচ্ছিল গ্যারেটকে। নির্দ্বিধায় তার বুকে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল জ্যাক হবস। দেয়ালে আছড়ে পড়ল বিশাল দেহটা, ছেঁচড়ে নেমে গেল। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল এরপর, মাথা নোয়ানো। আগেই

পিস্তল ছেড়ে দিয়েছে।

ব্রুকস আর প্যাট ইতোমধ্যে এসে পড়েছে।

টেবিল উল্টে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মন্টানা কিড, কোমরে চলে গেছে হাত। চারটা উদ্যত পিস্তল দেখতে পেয়ে আগুনে পানি পড়ল যেন, নিমেষে হাত সরিয়ে নিল। যথেষ্ট দূরত্বে এনে রাখল।

'কাজ সেরে ফেলো, জ্যাক,' তাগাদা দিল ব্রুকস। 'আমরা কাভার করছি।'

দুই গানম্যানকে নিরস্ত্র করল মার্শাল।

'আমার নামে কোন পোস্টার পাবে না,' মনে করিয়ে দিল মন্টানা। 'এখানে এসেও এমন কিছু করিনি যাতে কোনভাবে আমাকে অভিযুক্ত করতে পারো তোমরা।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। আপাতত তোমাদের সেলে ভরছি। আমলনামা যদি সত্যি পরিষ্কার থাকে তো ঝামেলাটা শেষ হলে ছাড়া পাবে। নাও, এগোও এবার। কোন চালাকি করতে যেয়ো না।'

বাইরে চোখ রাখছিল প্যাট গ্যারেট। 'ওরা টের পেয়ে গেছে,' ঘোষণা করল সে।

'একসাথে বেরোব আমরা। সামনে রাখো ওদের।'

ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না মন্টানা কিড। আগাগোড়া একজন পেশাদার বন্দুকবাজ সে, বুঝতে পারছে পারকারের পরিকল্পনা মাফিক একতরফা ভাবে আর কিছু ঘটবে না এখন। স্যামুয়েল ব্রুকস যে শক্তপাল্লা সেটা খুব ভালভাবে প্রমাণ করেছে। একগাদা লোক লেলিয়ে দিয়েও কাজের কাজ হয়নি কিছু, বহাল তবিয়তে আছে সে। এখন আরও দু'জন কঠিন লোক জুটিয়েছে সাথে এবং সম্ভবত বাফেলো টাউনের সাধারণ মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্শাল জ্যাক হবসকে পদচ্যুত না করার পরামর্শ দিয়েছিল সে, ওর কথা কানে তোলেনি পারকার। ওর আশঙ্কাই ফলতে যাচ্ছে—পুনর্বহাল হয়েছে হবস, জুলিয়াস পারকারকে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করবে এবার। কাজটা কঠিন কিন্তু তিনজন সেরা লোক সাথে থাকায় অসম্ভব হবে না।

সুযোগ আসবেই। ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং আটকে রাখতে পারবে না, খুব বেশি হলে দুটো দিন। টাকা নিয়ে কাজ করেনি, আজতক এমন অপবাদ ওকে দিতে পারেনি কেউ। এবারের কাজটাও সারবে, জুলিয়াস পারকার মরে গেলেও নড়চড় হবে না। আপাতত ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ ওরাই আছে চালকের আসনে। যে কোন মুহূর্তে ছকটা পাল্টে যেতে পারে।

টম লোগানকে পাশে নিয়ে এগোচ্ছে কিড। লোকজন কৌতূহলী হয়ে দেখছে। প্যালেসের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, ভেতরে চার-পাঁচজনের থাকার কথা, ভাবল সে। ওরা বেরিয়ে এলেও কিছু করতে পারবে না বরং মন্টানা আর লোগানই এলোপাতাড়ি গুলির মুখে পড়বে।

ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছে গ্যারেটরা, রাস্তার দু'পাশে দু'ভাই। মাঝরাস্তায় দুই আসামীর পেছনে মার্শাল ও ব্রুকস। দু'পাশের বাড়িগুলো থেকে কেবল ওদের চারজনকে দেখা যাবে। যে কেউ চাইলে ওদের গুলি করতে পারে, এবং দু'পাশ

থেকে গ্যারেটেরা নিমেষে সক্রিয় হয়ে উঠলে তাকে অবাক হতে হবে। সিলভার রকের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ল-অফিসে যেতে পারত ওরা, তাতে কোন ঝুঁকিও ছিল না। স্যামুয়েল ব্রুকস তা করেনি। দারুণ পরিকল্পনা করেছে লোকটা, ভাবছে মন্টানা, বার-পি রাইডারদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে সে এবং চায় বাফেলোর তাবৎ লোকজন যাতে দৃশ্যটা দেখে সাহস পায়। কি করে লড়তে হয় জানে লোকটা, প্রশংসার সাথে নিঃসঙ্কোচে ভাবল কিড, আর এ জন্যেই সারা পশ্চিমের ট্রেইলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে ওর নাম। শিগ্‌গিরই তার সামনাসামনি দাঁড়াবে ও, পুরানো লেন-দেনটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

পারকারের সেলুনের সামনে চলে এসেছে দলটা। হঠাৎ করে ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল দু'জন। বোকা, ফাঁদে পড়ে কচুকাটা হয়ে যাবে, করুণার সাথে ভাবল মন্টানা কিড। একটু পর দেখল পোর্চের ওপর লুটিয়ে পড়ল ওরা, একটা গুলি করারও সুযোগ পায়নি।

'ল-অফিসের দিকে এগোও, কিড।' তাড়া দিল মার্শাল।

মোড় নিয়ে সেদিকে এগোল দুই গার্নম্যান। লোগান উসখুস করছে, কিছু একটা করার জন্যে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে ওর। চোখের সামনে দুটো লোককে মরতে দেখেও হুঁশ হয়নি। 'বোকার হদ্দ! বেঁচে থাকলে পরেও সুযোগ পাবে,' নিচু স্বরে তাকে ধমকে উঠল মন্টানা। 'যা বলছে করো। দেখেছ তো পিস্তল হাতেও ওরা পাত্তা পায়নি, আর তুমি তো নিরস্ত্র।'

'তাই বলে সেলে ঢুকব?' দ্বিগুণ তেজে চিৎকার করল সে। 'পেয়েছেটা কি! চারজনে মিলে সবাইকে হারাতে পারবে না নিশ্চয়ই?'

লোগানের মেরুদণ্ড বরাবর পিস্তলের নল হাঁকাল ব্রুকস। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল এল পাসোর বন্দুকবাজ, দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাঁপছে সারা শরীর, মনে হলো হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে। 'শোনো, স্ট্রেঞ্জার, মন্টানা ঠিকই বলেছে। পরেও সুযোগ পাবে,' লোগানকে বলল ও, হাসছে। 'আর যদি চাও তোমাকে একটা পিস্তল দিতে পারি। সাহস থাকে তো ত্রিশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াও।'

ঘৃণাভরে ওকে দেখল টম লোগান, থুথু ফেলল মাটিতে। 'অত তাড়া দেখছি না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কণ্ঠে অবজ্ঞা। 'আমার ভাইকে খুন করেছ তুমি, ব্রুকস। মনে রেখো তোমাকে খুন না করে শান্তি নেই আমার!'

'এগোও, নইলে আবার মারব।'

'চলে এসো, টম,' ডাকল মন্টানা।

মাথা ঝাঁকাল সে, আরেকবার থুথু ফেলে এগোল। কিছুক্ষণের মধ্যে টিম ম্যাসনের দেখা পাবে, ভাবছে, ম্যাসন নিশ্চয়ই ল-অফিসে আছে। ওরা ঢুকলে নিজের কাজ দেখাবে।

ভেতরে ঢোকার পর আশাহত হলো টম লোগান।

সেলে ঢোকানো হলো দুই আসামীকে। পেছনের কামরায় চলে এল হবস, ম্যাসনের পাত্তা সেখানেও নেই। এতে অবশ্য ওদের কাজ সহজ হয়ে গেছে। সমানে চলছিল লোগানের মুখ, জ্যাক হবস যখন জানাল এরকম গালাগাল করলে দুপুরের খাবার পাবে না, চুপ মেরে গেল সে। একটা সিগারেট চাইল কেবল।

ফিরে এসে কফির পানি চড়াল মার্শাল। একটু আগে বেরিয়ে গেছে ডেপুটিরা। নিজের আসনে বসে প্রশান্তি অনুভব করল সে, দরজা খোলার শব্দে তাকাল। দুই যুবককে নিয়ে ঢুকেছে উইলিয়াম লকহার্ট। শহরের একমাত্র হোটেলের মালিক ফ্রেডারিক হারপারের ছেলে জোনাথন আর লেসলি হারপার। স্বেচ্ছাসেবক। অস্ত্রে পারদর্শী না হলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

'ক'টাকে ধরেছ, জ্যাক?' চেয়ার টেনে বসল স্টোর মালিক। হারপাররা দু'ভাই জানালার কাছে সরে গিয়ে নজর রাখার দায়িত্বে থাকল।

'মন্টানা আর লোগান।'

'কোন্ লোগান?'

'ম্যাট লোগানের ভাই। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে।'

'পোস্টার আছে?'

'না। তবে ওদের কাউকেই ধোয়া তুলসি পাতা মনে হচ্ছে না।'

'কি করবে? আটকে রাখা মানেই ঝামেলা, আবার ছেড়ে দিলেও বিপদ।'

'সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হোক। ভাবছি এরমধ্যে খোঁজ নেব। মন্টানার নামে কোন পোস্টার নেই ঠিকই, কিন্তু লিয়ন সিটিতে তার করলে ওর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে মনে হয়।'

'তোমার ডেপুটিরা কোথায়?'

'তিনজনই কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে।' উঠে চুলোর কাছে গেল মার্শাল, সময় নিয়ে কফি তৈরি করল। 'পরিকল্পনাটা দারুণ কাজে দিচ্ছে। পারকারের নাগাল পেতে বেশি দেরি নেই আর। অর্ধেক লোক এখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঘোড়া ছোটাবে।'

'এত সহজ ভেবো না,' কফিতে চুমুক দিল স্টোর মালিক। 'পারকার হাল ছেড়ে দেয়ার লোক নয়। এ শহরের জন্ম থেকে ওদের ইচ্ছেমাফিক হয়ে এসেছে সব। আজও যেন তার ব্যতিক্রম না হয় সে-চেষ্টাই করবে। আমি ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে—আমরা সফল বা ব্যর্থ যাই হই না কেন, ও এটা আজীবন মনে রাখবে এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র শোধ তুলবে।'

'তোমাকে ঠিক মানাচ্ছে না, বিল,' খানিকটা বিস্ময় আর পরিহাসের সুরে বলল মার্শাল। 'পাকা ব্যবসায়ী তুমি, লাভ ছাড়া একটা পা-ও ফেলো না এবং বরাবর ভবিষ্যৎটা আগে থেকে ভেবে নাও। এবার না ভেবেই চাল দিয়ে দিলে।'

'ভেবেছি, বন্ধু,' অমায়িক হাসল লকহার্ট। 'আমাকে এত বোকা ভেবো না, বুড়ো বয়সে এসে মাথাও খারাপ হয়ে যায়নি। এ ঠেলায় জুলিয়াস পারকারকে পঙ্গু করে দেব আমরা, এরপর যাতে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।'

'কি করবে তুমি!?'

'আমি নিজে কিছুই করব না। ঘটনাগুলো দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। লোকটা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে। ওর শত্রু হচ্ছে ওর অহঙ্কার আর জেদ। ব্রুকসের পেছনে লাগাটাই ওর কাল হয়েছে।'

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল স্যামুয়েল ব্রুকস। ফাঁকা রাস্তার

ওপর চোখ বুলাল, নেই কেউ। সিলভারের পোর্চে দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে, অলস সময় পার করছে। যে কোন সময়ে গোলাগুলি শুরু হতে পারে জানে ওরা, রাস্তায় বেরিয়ে তাই ঝুঁকি নেয়ার ইচ্ছে নেই কারও। উল্টোদিকে একটা ক্যাফের ভেতর জানালার কাছে বসে আছে ব্র্যাড গ্যারেট, হাতে সিগার আর সামনে টেবিলের ওপর কফির মগ। ওর সহোদর আছে বিল কারভারের অফিসের বারান্দায়। উত্তরে গির্জা ছাড়িয়ে চলে গেল ব্রুকসের দৃষ্টি, বিশাল সুদৃশ্য বাড়িটার ওপর আটকে রইল, জুলিয়াস পারকারের বাড়ি। বারান্দা বা ছাদে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওখানেই আছে বাকি লোকগুলো, অন্তত বেশিরভাগ।

'প্যালেস'-এর ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। স্বল্প আলোয় আবছাভাবে চোখে পড়ছে ভেতরটা। কয়েকজন খদ্দের আছে, তাদের কেউ কেউ বার-পির ক্রু-ও হতে পারে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে হয়তো। কোন একটা ছুতোয় লোকগুলোকে বের করে আনতে হবে, নয়তো ওদেরই উদ্যোগী হয়ে পারকারের সেলুনে অথবা বাড়িতে হানা দিতে হবে। কাজটা সহজ হবে না। টিম ম্যাসনের অনুপস্থিতি ভাবাচ্ছে ওকে, তাকে সেলে পোরা দরকার। ফাঁকতালে কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

সন্ধে পর্যন্ত যখন কিছুই ঘটল না পারকারের সেলুনে হানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ব্রুকস। রাস্তায় বেরিয়ে এল। আশপাশের বাড়ি আর দোকান থেকে লণ্ঠনের ম্লান আলো এসে পড়েছে পোর্চ ও ফুটপাথে। সেলুনের ভেতরটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু কাচের দেয়ালের এপাশ থেকে ভেতরের সবকিছু ভালভাবে বোঝার উপায় নেই। হিচিং রেইলে মাত্র চারটে ঘোড়া। খদ্দেররা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে ঝামেলা হতে পারে এখানে, তাই এড়িয়ে চলছে বাফেলোর সবচেয়ে জমজমাট সেলুনটি।

রাস্তা পেরোনোর সময় ঠাণ্ডা বাতাস লাগল গায়ে। এবার শীত বোধহয় আগে-ভাগে এসে পড়বে, ভাবল ব্রুকস। বাথানে অনেক কাজ পড়ে আছে, শীত জাঁকিয়ে বসার আগেই ওগুলো শেষ করতে হবে। বেগার খাটুনি যাবে কয়েকটা দিন। তবে সবার আগে এ ঝামেলাটা শেষ করতে হবে।

পোর্চে উঠে এল ও। সেলুনের ভেতরে কোন হৈ-হল্লা নেই। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। যে কয়েকজন খদ্দের ছিল, অলস আলাপ থামিয়ে দেখল ওকে। ন্যাকড়া দিয়ে একটা বোতল মুছছিল বারটেন্ডার ডাস্টি ফগ, থেমে গেল হাত। চোখে বিস্ময়।

লোকগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল ব্রুকস—দু'জন লেযি-এস, তিনজন বক্স-বির। নিরীহ পাঞ্চার। বারের পাশে দাঁড়ানো লোকটার ওপর থমকে গেল ওর দৃষ্টি। আয়েশ করে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সতর্ক একটা ভাব আছে। রোদপোড়া কঠিন মুখ। সমর্থ, মজবুত শরীর। 'কাউকে খুঁজছ নাকি, ব্রুকস?' শান্ত স্বরে জানতে চাইলেও শীতল ভাবটুকু গোপন থাকল না।

'ব্রনসন, স্টিরাপ বা অন্য কেউ, যারা তোমার মতই পারকারের দলে নাম লিখিয়েছে।' একটা ফাঁদ! স্পষ্ট অনুভব করছে ব্রুকস।

'পুঁচকে ট্রাউটগুলোকে খুঁজছ দেখছি! হাসালে আমাকে, ব্রুকস,' হাসির

ছিটেফোঁটাও নেই তার মুখে। 'নাম কিনছ তাহলে? তবে স্বীকার করতেই হবে ওদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পেরেছ। পারকারের কোলে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে সবাই। পুরুষ মানুষের মুরোদ কারও নেই।' চাপা দম্ভ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

'বোধহয় একটু বেশি টেনে ফেলেছ?'

'দুই ঢোক গিলেছি কেবল। সেই দুপুর থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি।'

'বেরিয়ে গিয়ে ডাকলেই পারতে।'

'চাইনি ভয় পেয়ে তুমি আবার পালিয়ে যাও।'

বারের কাছে এসে দাঁড়াল ব্রুকস, সতর্ক দৃষ্টিতে মাপছে লোকটির প্রতিটি নড়াচড়া–আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই, দেহের পাশে শিথিলভাবে পড়ে আছে হাতগুলো; লম্বা আঙুল উরুতে বাঁধা হোলস্টার থেকে পিস্তলজোড়া যে কোন মুহূর্তে তুলে নিতে পারে। নিঃসন্দেহে কঠিন লোক। স্মৃতি হাতড়েও চিনতে পারল না ও। অবশ্য সব ফাস্টগানকে চেনার আগ্রহ ওর কোন দিনই ছিল না। নিজেকে রক্ষা করার জন্যে পিস্তল ব্যবহার করে ও, নাম কেনার জন্যে নয়। বিশাল এ দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিস্তলই আইন এবং নিরাপত্তার অবলম্বন। সুতরাং ওটার ব্যবহার যে যত ভাল জানবে সে তত বেশিদিন বাঁচবে। সেজন্যে সবার চেষ্টা থাকে পিস্তলে কি করে দ্রুত ও লক্ষ্যভেদী হওয়া যায়।

ব্রুকস নিশ্চিত এখানে একটা 'কিন্তু' আছে। এত আত্মবিশ্বাসী হলে লোকটা নিজেই ওকে খুঁজে নিতে পারত। পেছনের দরজার ওপর নজর বুলাল, খানিক ফাঁক হয়ে আছে কবাটজোড়া, পেছনে অন্ধকার। হয়তো ওখানে পিস্তল হাতে তৈরি আছে কেউ। পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। দারুণ পরিকল্পনা করেছে লোকটা। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছে ও। পিস্তলের কালো একটা নল হয়তো ধরা আছে বুক বরাবর, ইচ্ছে করলে দরজার পেছনের লোকটা গুলিও করতে পারে। কিন্তু সেটা বোধহয় এখুনি করবে না, নিরপেক্ষ লোক উপস্থিত আছে এখানে। অস্বস্তিবোধ করলেও আচরণে তা প্রকাশ পেতে দিল না ব্রুকস। দু'জনে মিলে সাজানো আয়োজনটাকে একটা ফেয়ার ডুয়েলের রূপ দিতে চাইছে, খ্যাতির স্বপ্নে বিভোর—জন ওয়েসলি হারডিনকে যে লোক ডুয়েলে হারাতে পারবে, এক সপ্তাহে সারা পশ্চিমে বিখ্যাত হয়ে যাবে সে।

'তোমার এত নাম-ডাক শুনেছি,' অবজ্ঞা লোকটার গলায়, সিগার ধরিয়েছে। 'কিন্তু এমন কাউকে আমি পাইনি যে সরাসরি ডুয়েল লড়তে দেখেছে তোমাকে, এমন একটা কবরও দেখিনি যার ফলকে হত্যাকারী হিসেবে তোমার নাম লেখা। হয়তো একেক শহরে একেক পরিচয় দাও। কিন্তু আমার ধারণা একটা ফালতু লোক তুমি, স্রেফ ভাগ্যগুণে নাম কিনেছ।'

'হতে পারে। তোমার মত আরেকজন হয়তো এরকমই বলবে আরেকটা শহরে, অন্য কোন দিন।' পেছনের লোকটা কেবল ওকেই দেখতে পাচ্ছে, ভাবছে ব্রুকস, দু'জনের ওপর একসঙ্গে চোখ রাখা সম্ভব নয়। সে-চেষ্টাও করবে না। কারণ ডুয়েলের সময় প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ, এক লহমায় সবকিছুর কিনারা হয়ে যেতে পারে। অচেনা এ বন্দুকবাজ একটা সঙ্কেত দেবে, খুব সম্ভব নিজে যখন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে। এবং নিশ্চিতভাবে ওর আগেই ড্র করবে।

সঙ্কেত শোনামাত্র গুলি করবে অন্যজন। সিগন্যালটা কি হবে? বোঝা যাচ্ছে না, তবে এটুকু পরিষ্কার, কিছু একটা বলবে সে।

'তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে, ব্রুকস,' প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগার মেঝেতে ফেলল সে, বুট দিয়ে মাড়ানোর সময় সিধে হলো। টানটান হয়ে গেছে শরীর, ক্ষিপ্র বেগে পিস্তলগুলো তুলে আনার জন্যে হোলস্টারের কাছে চলে গেছে হাত, এত কাছে যে প্রায় বাঁট ছুঁয়েছে। মুহূর্তটা উপস্থিত, যে কোন সময়ে ড্র করবে সে। 'যাক্‌গে, মরার আগে আমার নামটা শুনে নাও,' হাসল বন্দুকবাজ, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। 'নইলে মরেও শান্তি পাবে না যে কার হাতে মারা পড়লে।'

গলার স্বরে আকস্মিক পরিবর্তন আর প্রসঙ্গটা বাতলে দিল সবকিছু। নিজের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে ড্র করবে আগন্তুক। চোখ তুলে তার শীতল চোখের দিকে তাকাল ব্রুকস, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে বন্দুকবাজকে। এবং উল্লসিত। 'বলে যাও,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'কবরের ফলকে নামটা তো লিখে রাখতে হবে, তাই না?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লোকটা, বোধহয় খানিক অস্বস্তি হলো প্রতিপক্ষের দৃঢ়তা লক্ষ করে। লম্বা করে শ্বাস টানতে নাকের পাটা ফুলে উঠল। 'তুমি রব কোহেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছ, হারডিন!' নিচু স্বরে কথাগুলো বলল সে, বিদ্যুৎ বেগে ছোবল মেরেছে হোলস্টারে। চোখের নিমেষে খাপমুক্ত হলো পিস্তলজোড়া, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল।

একসাথে দুটো গুলি করেছে ব্রুকস, শব্দ শুনে মনে হলো একটাই। ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে ছিল দরজার কবাটদুটো, সেই ফাঁক দিয়ে পাঠাল প্রথম বুলেট। নরম কিছুতে গুলি বেঁধার ভোঁতা শব্দ হলো প্রথমে, তারপর ক্ষীণ কাতরধ্বনি, সবশেষে দরজার ওপর সশব্দে ভারী কিছু হুমড়ি খেয়ে পড়ার আওয়াজ। কবাটজোড়া লেগে গেল। ঠিক সময়ে গুলি করেছিল লোকটা, কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ব্রুকস, ডুয়েলের সময় বরাবর যা করে, সেটাই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওর হ্যাট তুলে নিয়ে চলে গেছে বুলেট। এর পরপরই ঝাঁপ দিয়েছে পাশে, মাঝপথে গুলি করল রব কোহেনকে, দুটো পিস্তল থেকে একসঙ্গে। বারের ওপর ছিটকে পড়ল সে, শেষ চেষ্টায় ট্রিগার টিপেছিল, ছাদ ফুটো করল কেবল।

শুয়ে থেকে শেষ বুলেটটা পাঠাল ব্রুকস, রব কোহেনের কপালে টিপ পরিয়ে দিল। ধীরে উঠে দাঁড়াল, দেখছে কোহেনকে। চরম বিস্ময় লেগে আছে বন্দুকবাজের চোখে। মেঝেতে পড়ার সময় ঘাড় থেকে শরীরের নিচের অংশ বিশ্রীভাবে বেঁকে গেছে। মৃত্যুটা এমনিতেই হত, শেষ গুলিটা অযথা খরচ হলো। বন্ধ দরজার দিকে তাকাল ও, যদিও ওদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই। 'জলদি দরজাটা খোলো, ডাস্টি!' শীতল কণ্ঠে আদেশ করল বারকিপকে।

ছুটল ডাস্টি ফগ। দরজা ঠেলে দিতে গড়িয়ে পড়ল শরীরটা। আবছা আলোয় লোকটাকে দেখল ব্রুকস, অচেনা। রব কোহেনের কোন দোস্ত বা স্যাঙাৎ হবে বোধহয়।

পিস্তলে টোটা ভরার সময় বারকিপারের দিকে ফিরল ও। 'আর একটা মুহূর্তও নয়, ডাস্টি! এখুনি বাফেলো টাউন ছাড়ছ তুমি।'

'আমার দোষ কি, মি. ব্রুকস?'

পিস্তলের নল চালাল ও। আর্তনাদ করে দু'হাতে নাক চেপে ধরল ডাস্টি, রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। 'জঘন্য একটা লোক তুমি! পারকারের কোন চামচা এ শহরে থাকতে পারবে না।'

'আমার পরিবার, ওরা···' সন্ত্রস্ত গলায় বলার চেষ্টা করল বারকিপ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল ব্রুকস।

'দেরি করলে ওদের দেখা কোনদিনই পাবে না।'

'যাচ্ছি, মি. ব্রুকস,' যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলল সে। নাক থেকে সরিয়ে চোখের সামনে তুলে দেখল রক্তাক্ত হাত। বারের ওপাশে গিয়ে গায়ের অ্যাপ্রন খুলে নাক-মুখের রক্ত মুছল।

'আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দাও।' হোলস্টারে পিস্তল ভরে একটা টুলে বসল ব্রুকস।

'শিওর, মি. ব্রুকস,' দ্রুত হাত চালাল ডাস্টি, গ্লাসে হুইস্কি ঢালার সময় বারের ওপর ছলকে পড়ল খানিকটা। কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দিল গ্লাস।

সেলুনে ঢুকল ব্র্যাড গ্যারেট, হাতে খোলা পিস্তল। ভেতরের পরিস্থিতির ওপর নজর বুলিয়ে হোলস্টারে অস্ত্র ফেরত পাঠাল। এগিয়ে এসে পাশে বসল টেক্সান। 'ওহে, ফগের বাচ্চা, আমাকেও এক গেলাস দাও। হবসের ছাইপাঁশ খেয়ে কি আর তেষ্টা মেটে?' ব্রুকসের দিকে ফিরল এবার। 'সাজানো একটা নাটকের গন্ধ পাচ্ছি যেন? তুমি বাপু সবটা একাই মেরে দিলে!'

'একা থাকায়ই ভাল হয়েছে,' হুইস্কিতে চুমুক দিল ব্রুকস, 'তোমরা সাথে থাকলে ঢোকার পরপরই গুলি করত ওরা।' অনুভব করছে তরল আগুন ওর উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে বশে আনছে। ডাস্টি ফগের দিকে তাকাল, হতাশায় ম্লান দেখাচ্ছে বারকিপকে। তার প্রতি আচরণটা রূঢ় হয়ে গেছে, ভাবল ও। এমন একটা মুহূর্ত এইমাত্র পেরিয়ে এসেছে যা ওকে আগ্রাসী হতে বাধ্য করেছিল। সাজানো নাটকের অসহায় শিকার ছিল ও, পিছিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে ওদের খেলায় যোগ দিতে হয়েছে। ব্যর্থতার আশঙ্কা ছিল এবং তা পেরিয়ে এসেও ওর উৎকণ্ঠা কাটেনি। হুট করে এখানে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বিরক্তিবোধ করছিল। সব মিলিয়ে নিজের ওপর ওর নিয়ন্ত্রণ ছিল কমই। ডাস্টি ফগ হয়তো এ ষড়যন্ত্রের সহযোগী নয়, সেরকম হলে সত্যি বড় রকমের ভুল করে ফেলেছে।

'বড্ড ঝুঁকি নিয়েছিলে।' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ব্র্যাড।

'উপায় নেই, ওরা দলে ভারী, সংখ্যাটা কমাতে হলে কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ভাবছি পারকার কবে ঢাল-তলোয়ারবিহীন হবে।'

'খুব শিগগির। ব্যাটার আবার ধৈর্য কম। এখনও আমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আছে ওরা। হবসের মেহমানখানায় আরও কয়েকটাকে ঢোকাতে পারলে অবশ্য মন্দ হত না, কয়েকজন তো সটকে পড়তই।'

'আমি সেরকম ভাবছি না।'

'বুঝলে, স্যাম, তারাটা আমার কাছে ভালই লাগছে,' বুকের ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করল ব্র্যাড। 'একেবারে মন্দ নয়। ভাবছি যদ্দিন পারি ডেপুটি থেকে যাব কি-না। তোমার বাথানে গাধার খাটুনির চেয়ে ডেপুটির কাজটা অনেক আরামের, তাই না?'

'তা ঠিক, তবে সমস্যাও আছে। প্রায়ই বেয়াড়া কিছু বুলেটকে সামাল দিতে হবে। তাছাড়া বাফেলোর লোকজন যখন জানবে তোমরা টেনেসীর দুই বিখ্যাত যমজ ভদ্রলোক, তখন খেপে গিয়ে তোমাদের টিকির সন্ধান করতে পারে।'

'তুমি দেখছি দারুণ অকৃতজ্ঞ!' শূন্য গ্লাস বারের ওপর নামিয়ে রাখল গ্যারেট, কৃত্রিম সন্দেহের চোখে তাকাল ওঁর দিকে। 'তোমার উদ্দেশ্য ভাল মনে হচ্ছে না, স্যাম। বেতন না দেয়ার মতলব করছ না তো? শেষে হয়তো আমাদের ধরিয়ে দেবে, আর বেঁচে যাওয়া টাকায় বিয়ের জন্যে একটা দামী কোট বানাবে।'

'ভাল বুদ্ধি বাতলেছ, ধন্যবাদ!' হেসে উঠল ব্রুকস, পকেট থেকে রূপোর ঈগল বের করে বারের ওপর রাখল, কিন্তু ডাস্টি তা না নিতে অবাক হলো। 'কি ব্যাপার, খাতির করছ যে?'

'মি. ব্রুকস,' ওরা আমাকে বাধ্য করেছিল। আমি চাইনি এরকম সাজানো একটা ডুয়েল হোক। বিশ্বাস না হলে ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো।' বক্স-বি পাঞ্চারদের দেখাল সে, করুণ মুখে আবেদন ঝরে পড়ছে।

বারকিপকে দেখল ব্রুকস, ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে লোকটা। মিথ্যে বলছে না বোধহয়।

'পরিবার নিয়ে বিপদে পড়ে যাব আমি। দয়া করে তোমার আদেশটা যদি তুলে নিতে···সেলুনটাতে আমার শেয়ার আছে, এখন চলে গেলে পারকার আমাকে একটা পয়সাও দেবে না। তাছাড়া আমার বউয়ের বাচ্চা হবে। এসময় যাত্রার ধকলটা···'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ব্রুকস। 'ঠিক আছে, ডাস্টি। কিন্তু মনে রেখো এটাই তোমার শেষ সুযোগ। আর···আমারও ভুল হয়েছে, মাথার ঠিক ছিল না, দুঃখিত। এখন ডাক্তারের কাছে যাও। ডক্ হেনরিকে বলো ওর বিল আমিই দেব।'

খুশিতে উজ্জ্বল দেখাল লোকটার মুখ যদিও তা রক্তাক্ত। ইতোমধ্যে নীল হয়ে গেছে নাকের গোড়া। 'ধন্যবাদ, মি. ব্রুকস!' অস্ফুট স্বরে বলল বারকিপার, দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা।

'তুমি তো দেখছি দারুণ লোক হে!' সকৌতুকে মন্তব্য করল ব্র্যাড। 'বেয়াড়া লোকগুলোকে পিস্তল ছাড়াই কাৎ করে ফেলতে পারো। কসম, এরকম আর দেখিনি, শুনিওনি! মার খেয়েও কেউ ভুলে যায় তা এই প্রথম দেখলাম!'

এগারো

ল-অফিসে রাত কাটিয়েছে ওরা। আশঙ্কা করেছিল পারকারের লোকেরা হয়তো মন্টানা কিড আর টম লোগানকে বের করে নিয়ে যেতে চাইবে। তাই রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। তেমন কিছু অবশ্য ঘটেনি।

শেষ পালা ছিল ব্রুকসের। কাজ না থাকলে যা হয়, নানান চিন্তায় সময়টা কাটিয়েছে ও। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো ভেবেছে, ওর জন্যে মিশ্র অনুভূতির—টান টান উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা আর হাড়ভাঙা খাটুনির পর, ফ্ল্যাগানদের বাথানে কেটেছে জীবনের সেরা কয়েকটা দিন।

আগাগোড়া একজন নিঃসঙ্গ মানুষ সে, ওর ফেলে আসা জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ট্রেইলে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে দিনের পর দিন কারও সাথে একটা কথা বলারও সুযোগ হত না। এখানে, মরগান পিক্‌সের কোলে যখন বসতি করেছে তখনও তাই ঘটেছে। হাঁপিয়ে উঠলে ইচ্ছে করত শহরে ছুটে যায়, কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসে কোন সেলুনে। পরে যখন সাপ্লাই আনতে যেত, লকহার্টের সাথে মামুলি কথা, যা-ও বা দু'একটা হত উপভোগ করত সেগুলো। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত ওকে মনে করিয়ে দিত একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা—একজন মেয়েমানুষ, একটা সংসার।

লরিয়া ফ্ল্যাগান ওকে আগাগোড়া টেনে রেখেছিল। এ মেয়েটিকে না দেখলে এতকিছু ঘটত না। হঠাৎ করে এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিত না, কোন জমি না পেয়েও মরগান পিক্‌সের ঊষর ওই জায়গাটাকে তৃণভূমিতে পরিণত করার সাহস করত না। সবই ঘটছে এই মেয়েটির জন্যে। ভাবলে নিজেকে বোকা মনে হয়, ছেলেমানুষের মত হয়ে গিয়েছিল ওর আচরণগুলো—বৈরী এ জায়গাটাকে বাসযোগ্য করতে সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করেছে, অমানুষিক শ্রম দিয়েছে কেবল অনিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর যে শেষ পর্যন্ত ওকে পছন্দ করবে লরিয়া ফ্ল্যাগান। জন ওয়েসলি হারডিনের পরিচয় ওর কাম্য ছিল না, আবার স্যামুয়েল ব্রুকস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। কাজটা শেষ করার তাড়া ছিল, কিন্তু লরিয়ার সাথে যেচে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে কখনও হয়নি দারুণ বোকামি, মেয়েটা যদি অন্য কাউকে পছন্দ করে ফেলত? ওর ইচ্ছে পূরণ হওয়ার কোন নিশ্চয়তাই ছিল না কাজটা পরোক্ষভাবে করে দিয়েছে পারকাররা। ওরাই ব্রুকস আর লরিয়াকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

না, কোন ভুল করেনি সে, সন্তুষ্টচিত্তে উপসংহার টেনেছে ব্রুকস। এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হঠকারিতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, বছরকে বছর ধরে কোথাও থেকে নিজের বসতি গড়ার ইচ্ছেও ওর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু সবই স্থবির একটা ভবিষ্যতের জন্যে। লরিয়া এমন এক মেয়ে যার জন্যে সবকিছু করা যায়। তাই সব হঠকারি সিদ্ধান্ত, পরিশ্রম···সবই ওর জন্যে আত্মপ্রসাদের।

আকাশ পরিষ্কার হতে চেয়ার ছাড়ল ব্রুকস, জানালার কাছে এসে ফাঁকা রাস্তা আর বাড়িগুলোর ওপর নজর বুলাল। দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল। খুঁটিয়ে দেখল জুলিয়াস পারকারের বাড়িটা। নাহ্, কোন সাড়া নেই। ফিরে এসে কেতলি চাপাল, গ্যারেটদের জাগাল এরপর। ফাঁকা দুটো সেলে রাত কাটিয়েছে ওরা।

'হবসকে জাগাও, ব্র্যাড। দু'বার ডেকেছি। মনে হচ্ছে জাগাতে হলে গুলি ফোটাতে হবে।' মগে চিনি ঢালার সময় বলল ও। মার্শালের টেবিলে পড়ে ছিল ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো, কফিতে চুমুক দেয়ার সময় তুলে নিয়ে দেখতে শুরু করল। ছবিতে টম স্টিরাপকে চেনা মুশকিল, বেশ কয়েক বছর আগের পোস্টার। কার্লি ব্রনসন, রব কোহেন আর ওর স্যাঙাতের নামেও হুলিয়া রয়েছে। টেক্সানরাও বাদ যায়নি।

'আমাদের ধরিয়ে দেবে নাকি?' সামনে বসে পোস্টারগুলো টেনে নিল ব্র্যাড।

'মাত্র দু'শো ডলার। পোষাবে না।'

'দু'শো ডলার, ফুঃ! শুনতে আমার নিজেরই জঘন্য লাগছে। অথচ কোলম্যানের জন্যে চারশো।'

'ওর শিষ্য হলে ভাল করতে, কিংবা স্টিরাপের,' হেসে মগে কফি ঢালল ব্রুকস। 'এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, আউট-ল হিসেবে তোমরা যাচ্ছেতাই ধরনের। স্টিরাপ বা ব্রনসনের ধারে-কাছেও নয়।'

'খুব বিপদে না পড়লে তেমন কিছু করি না আমরা,' কফির মগ নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্যাট গ্যারেট। 'সনোরায় যা ঘটেছিল ওটা রঙ চড়ানো। শেরিফ ব্যাটা শুধু শুধুই ফাঁসিয়েছে আমাদের। না হয় ওর পকেট থেকে ত্রিশ ডলার নিয়েইছি, সেজন্যে হুলিয়া? একে তো পকেট খালি ছিল তারওপর মাতাল হওয়ায় সেলে ঢুকিয়ে খেতে দেয়নি। খিদে চাগিয়ে উঠলে কি মাথার ঠিক থাকে? ব্যস, বেরিয়ে এসে দু'ঘা লাগিয়ে ব্যাটার পকেট খালি করে কেটে পড়লাম।'

'পোস্টারে কিন্তু লেখা তাকে খুন করেছ তোমরা।'

'আমরা চলে আসার পরের দিন খুন হয় সে। ওর ডেপুটিই ফাঁসিয়েছে আমাদের।'

'ধরা না দিয়ে কিন্তু তা-ই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছ।'

'ওসবে পাত্তা দিলে চলে না,' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়ল ব্র্যাড। 'আমরা নিজেরাই পোস্টারটার কথা ভুলতে বসেছি, আর লোকজন তো দু'এক বছর পর এমনিতেই ভুলে যাবে। তাছাড়া ধরতে পারলে তো!'

'সব শেরিফ বা মার্শাল কিন্তু হবসের মত নয়।'

'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু যে লোক আমাদের ধরতে আসবে, সে এটাও ভাববে তাকে দু'জনের মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের ব্যাপারে রেঞ্জারদের আগ্রহ কম হওয়ার রহস্য বোধহয় এখানেই। তাছাড়া ঝুঁকির তুলনায় রিওয়ার্ডের টাকা খুব কম।'

'বোঝা যাচ্ছে যমজ রেঞ্জার ছাড়া তোমাদের সাথে সুবিধা করতে পারবে না কেউ।'

'বেড়ে বলেছ, স্যাম!' টেবিল চাপড়ে বলল ব্র্যাড। 'তোমার জানামতে এমন কেউ পয়দা হয়েছে নাকি?'

'কি সব ফালতু আলাপ করছ!' বিরক্তি মাখানো কণ্ঠ মার্শালের, চোখে-মুখে ঘুমের রেশ লেগে আছে এখনও, ভেতরের কামরার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'একটু শান্তিতে ঘুমাতেও দেবে না? এত জলদি জেগে কি হবে?'

'ভাবছিলাম দল বেঁধে সিলভারে যাব,' সহাস্যে বলল ব্র্যাড। 'তোমাকে না জানালে তো শেষে দুষবে।'

'নরকে যাও, ছোকরা!' কয়েকবারের চেষ্টায় কোমরের বেল্ট আটকাল সে, এগিয়ে এসে কফির মগ তুলে নিল। নিজের চেয়ারে ছেড়ে দিল ভারী শরীর। 'হুইস্কি ছাড়া হতচ্ছাড়া এ শহরে আছে কি!'

স্বেচ্ছাসেবক হারপারদের সকালে আসার কথা। লকহার্ট জানিয়েছে আরও দু'জনকে পাঠাবে। সব মিলিয়ে আটজন···মন্দ নয়, ভাবছে ব্রুকস। বার-পি ক্রুদের হয়তো ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। আজকের দিনটা সবার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটা সকাল দেখার সৌভাগ্য থেকে কে বঞ্চিত হবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারবে না।

'পেছনের দরজার খিড়কি খুলে রেখো, জ্যাক,' রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল ব্রুকস।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'লকহার্টের সাথে কিছু পরামর্শ করা দরকার। তাছাড়া, ভাবছি কয়েদীদের দেখে আসব। কেভিনের ওপর নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।' টেক্সানদের দেখল ও, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, অথচ জানে খুব শিগ্‌গির ভয়ঙ্কর কিছু লোকের মুখোমুখি হতে হবে।

বেরিয়ে এসে পোর্চে দাঁড়াল ও, খুঁটিয়ে দেখল ছোট্ট শহরটাকে। দক্ষিণে গির্জার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে এক ভবঘুরে। কামারের দোকান থেকে হাতুড়ির সাথে ধাতব কোন বস্তুর সংঘর্ষের শব্দ ভেসে আসছে। নাপিত সাইরাস ওর দোকানের ঝাঁপ তুলে ঝাড় দিচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে মিসেস রিচার্ডসের রেস্তোরাঁর চিমনি দিয়ে। জুলিয়াস পারকারের বাড়িটা তেমনি আছে, কোন সাড়া নেই। বোঝার উপায় নেই ভেতরে কোন লোক আছে কি-না, কিন্তু ব্রুকস নিশ্চিত জানে অন্তত আধডজন লোক ওখানে রাত কাটিয়েছে।

টিম ম্যাসনের আচরণ অবাক করেছে ওকে। ডেপুটির সাধের অফিস বেহাত হয়ে যাওয়ার পর পুরো একটা দিন পেরিয়ে গেছে অথচ কোন পাত্তা নেই তার। ম্যাসন যেরকম অস্থিরমতির ওর জন্যে ব্যাপারটা একেবারে অস্বাভাবিক। খুব সম্ভব পারকারের সাথে বসে ঘোঁট পাকাচ্ছে।

উইলিয়াম লকহার্টের স্টোরের ওপর চোখ পড়তে ধারণাটা মাথায় এল। ষাট গজ দূরত্ব, একটা রাইফেলের জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। 'প্যাট, একটু বাইরে আসবে?' টেক্সানকে ডাকল, সে পোর্চে বেরিয়ে আসতে ব্যাখ্যা করল পরিকল্পনাটা।

'মন্দ নয়,' সিগারে টান মেরে মন্তব্য করল প্যাট। 'বাড়তি সুবিধে পাওয়া

যাবে। হারপারদের নিয়ে তুমি বরং ওখানেই চলে যাও। আমরা এদিকটা সামলাতে পারব।'

'বেগতিক দেখলে প্রথম সুযোগে কেটে পড়ো।'

মাথা ঝাঁকাল টেক্সান। 'পেটে ছুঁচো নাচছে। মিসেস রিচার্ডসকে কি বলবে নাস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি পাঠাতে?'

পোর্চ থেকে নেমে সাইডওঅক ধরে এগোল ব্রুকস। রেস্তোরাঁয় ঢুকল প্রথমে, প্যাটের তাড়ার কথা মহিলাকে জানিয়ে বেরিয়ে এসে সিলভারে গেল। কেভিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ওর কর্মচারী বার পরিষ্কার করছে। পেছনে এসে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। ডানে প্রথম কামরার সামনে একটা টুলে বসে ঢুলছে কেভিন লকহার্ট, কোলের ওপর একটা শটগান। কাছে যেতে চমকে চোখ মেলল সে, ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। 'কি-কিছু ঘটেছে, মি. ব্রুকস? এইমাত্র চোখ লেগে এসেছিল।' দ্রুত আমতা আমতা করে কৈফিয়ত দিল।

দরজার পাল্লা দুটো টেনে ফাঁক গলে ভেতরে তাকাল ও, বাঙ্কের ওপর ঘুমাচ্ছে দুই আসামী। জুলিয়াস পারকার এদেরকে বের করে নিতে পারে ভেবে গতকাল সন্ধেয় সবার অগোচরে এখানে নিয়ে এসেছে। ফালতু কিছু ঝামেলা বেঁচেছে এতে। খুশি হয়ে দায়িত্ব নিয়েছিল কেভিন, হয়তো বিনে পয়সায় খাওয়া হুইস্কির পাওনা তুলে নেওয়ার খায়েশ হয়েছে ওর।

দরজাটা ভাল করে দেখল ব্রুকস। সরু কড়াতে লাগানো তালা সন্তুষ্ট করতে পারছে না ওকে। মরিয়া হয়ে ওঠা দু'জন শক্তিশালী লোকের কাছে খোদ দরজাই কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কবাট টেনে দিয়ে ওপরের শিকল তুলে দিল ও, কেভিনের দিকে ফিরল। 'দায়িত্বটা তুমি স্বেচ্ছায় নিয়েছ, সবকিছু তোমাকেই সামলাতে হবে, কেভ। দরজাটা দেখে আমি মোটেও ভরসা পাচ্ছি না। উল্টোদিকে দূরে গিয়ে বসো, শটগান তাক করে রাখবে। বেচাল দেখলেই গুলি করবে। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসবে না কেউ। ওরা খুব ভয়ঙ্কর লোক, দরকার মনে করলে কাউকে ডেকে নাও।'

'আমি পারব।'

শ্রাগ করে ফিরতি পথ ধরল ও। মনের খুঁতখুঁতে ভাব যাচ্ছে না। জেনারেল স্টোরে চলে এল। ইতোমধ্যে সবকিছু গুছিয়ে প্রথম খদ্দেরের অপেক্ষায় আছে লকহার্ট টাকার বাক্সের পেছনে রাইফেলের নল উঁকি দিচ্ছে

'ঠিক আছে সব?' জানতে চাইল স্টোর মালিক।

'পোর্চে কয়েকটা ময়দার বস্তা এনে ফেলো,' নড করে বলল ও। 'হারপাররা এলে এখানেই পজিশন নিতে বোলো।'

'পারকারের বাড়িটা ঘেরাও করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, বাপ বাপ করে বেরিয়ে আসবে সবক'টা।'

'যতটা সহজ ভাবছ তা কিন্তু নয়। সবাই সেখানে না-ও থাকতে পারে। মার্শালের পক্ষে হলেও আমরা তা করতে পারি না, বেআইনী হবে। তাছাড়া বাড়িটা এমন যে কয়েকদিন অবরোধ করে রাখলেও সুবিধা করতে পারব না। তারচেয়ে ওরাই বেরিয়ে আসুক। একটু ঝুঁকি আছে কিন্তু এটাই সহজ হবে।'

'শহরের আরও কয়েকজনের সাথে আলাপ হয়েছে আমার। পারকার যদি মন্টানা আর লোগানকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো রুখে দাঁড়াবে ওরা। সব মিলিয়ে চার-পাঁচজন হবে, তবে নিরীহ লোক।'

'কয়েদীরা কোথায় আছে ভুলেও কাউকে জানিয়ো না।'

মাথা ঝাঁকাল লকহার্ট।

'দরজার কাছে এসে বসো। উত্তরে শহরে ঢোকার মুখে নজর রাখবে। বার-পি রাইডাররা ওদিক থেকে এলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওদের দেখতে পেলে তিনবার ফাঁকা গুলি কোরো।'

স্টোর থেকে বেরিয়ে এসে মিসেস রিচার্ডসের রেস্তোরাঁয় কোণের একটা টেবিল দখল করল ব্রুকস। ল-অফিস আর পারকারের বাড়ির সম্মুখটা চোখে পড়ছে। সেদ্ধ মটরশুঁটি, ডিম আর স্টু দিয়ে নাস্তা সেরে নিল।

'তুমি চলে যাওয়ার পরপরই নাস্তা পাঠিয়ে দিয়েছি, মি. ব্রুকস।' কফি পরিবেশন করার সময় বলল মহিলা।

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। হিসেব রেখো, শহর কমিটি তোমার পাওনা মিটিয়ে দেবে। আর আমাকে মিস্টার বলার দরকার নেই, বন্ধুদের জন্যে শুধু স্যাম নামটাই আমার পছন্দ।'

নড করল মিসেস রিচার্ডস, স্মিত হাসল। 'লরিয়া তোমার খোঁজ করেছিল।'

'কখন?' কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল ব্রুকস।

'ফ্ল্যাগানসহ রাতে শহরে এসেছে। সাপার করার সময় তোমার কথা জানতে চেয়েছিল, বলেছিল ল-অফিসে গেলে পাওয়া যাবে তোমাকে। তুমি রাগ করতে পারো ভেবে দেখা করতে যায়নি।'

'কোথায় ও, তোমার এখানে উঠেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'ফ্ল্যাগান অবশ্য হোটেলে উঠেছে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আমাকে জানিয়ে ভাল করেছ।'

'ওর সাথে দেখা করবে?'

চুপ করে থাকল ও, সিগারেট ধরাল। খুচরো পয়সা বের করে বিল মেটাল। তারপর এগোল দরজার দিকে। 'ওকে বোলো আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন এখানেই থাকে। রাস্তায় বের না হওয়াই বোধহয় ভাল হবে। ঝামেলা হতে পারে।'

'স্যাম?'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ও, ঘুরে তাকাল। খানিকটা বিরক্ত।

'মেয়েটা উদ্বেগের মধ্যে আছে, তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ও। দু'বার ক্যাফেতে এসেও দেখা না করে চলে গেলে ওর আত্মসম্মানে লাগবে। ভাববে তোমার কাছে ওর গুরুত্ব কম। শুরুতে এ ভুলটা ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারো তুমি, ও-ও খুশি হবে।'

'লরিয়া নিজে এসব বলেছে?'

'না। এগুলো আমার নিজস্ব ভাবনা।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।'

এঁটো থালাবাসন নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল মিসেস রিচার্ডস। 'দোতলায়, বামে প্রথম কামরায় পাবে ওকে,' সহাস্যে জানাল মহিলা। 'সিঁড়িতে তোমার জুতোর শব্দ শোনার জন্যে হয়তো এতক্ষণে অধীর হয়ে গেছে বেচারি।'

দোতলায় এসে দরজায় নক্ করল ও।

সরে যাওয়া পাল্লার মাঝখানে এসে দাঁড়াল লরিয়া ফ্ল্যাগান। দ্রুত চোখ বুলাল ব্রুকসের সারা শরীরে, তারপর খুশিতে উজ্জ্বল হলো ওর সবুজ চোখজোড়া। ব্রুকস কাছে টেনে নিল ওকে, উপলব্ধি করল মিসেস রিচার্ডসের পরামর্শ না শুনলে সত্যি ভুল করত। খানিকটা নির্ভরতা একজোড়া নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিশ্বাস অনেক দৃঢ় করতে পারে।

'একদণ্ড শান্তিতে থাকতে পারছি না,' অভিযোগ করল লরিয়া। 'ঝামেলা দেখছি তোমার পিছু ছাড়ছে না। ওই তারাটা বুকে লাগানোর কি দরকার ছিল?'

'মরগান পিক্সের বসতিতে বাকি জীবনটা আমি শান্তিতে কাটাতে চাই, এই শহরে নিশ্চিন্তে আসবে-যাবে আমার বাচ্চারা, প্রয়োজন এটাই। জুলিয়াস পারকারকে হটাতে না পারলে বেসিনে কখনও শান্তি আসবে না। কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। গ্যারেটদের দেখো, কি জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে লোকগুলো? এখানে থাকে না ওরা, থাকবেও না, আবার কখনও আসে কি-না তারও ঠিক নেই অথচ বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিনিময়ে কি পাবে ওরা? অন্য দশজনকে শান্তিতে রাখার জন্যে দুর্ধর্ষ লোকগুলোর চেষ্টা, আরেকটা কারণ–লড়াইটা ওরা উপভোগ করছে। সত্যিকার পুরুষ মানুষের মত যেমন মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চায় তেমনি মরতেও চায় সাহস, প্রত্যয় আর সম্মানের সাথে। একজন জুলিয়াস পারকারকে ওরা ভয় পায় না, আমলও দেয় না।'

'দুঃখিত, স্যাম। দুশ্চিন্তা কাটছে না। ওদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে কি-না জানি না, কিন্তু আমি তোমার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

'সবকিছু হয়তো আজকেই চুকে যাবে।'

ব্রুকসের গলা ধরে থাকল লরিয়া, চোখ তুলে কঠিন মুখটা দেখল। 'সাবধানে থেকো, প্লীজ, স্যাম! ফেরার সময় আমাকে নিয়ে যাবে তুমি।'

'নাস্তা করেছ?'

'না।'

'চলো নিচে যাই।'

'না, তোমার দেরি হচ্ছে। বাবা এলে নাস্তা করব।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রুকস। 'ভুলেও বেরোবে না, আমি তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।'

বাধ্য মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল লরিয়া, সরে গিয়ে মৃদু হাসল। তারপর ফের ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। 'আমার ভয় হচ্ছে, এত উদ্বেগ ভাল লাগছে না, স্যাম। আমি তোমাকে হারাতে চাই না, অনেক উৎকণ্ঠার পর পেয়েছি...' শেষ করল না লরিয়া, থামিয়ে দিয়েছে ব্রুকস।

'একদিন তোমাকে বলেছিলাম, সাহস ছাড়াও কিছু স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে মানুষ, মনে আছে? এত ধকল গেল, এত বিপদ পার হয়ে এতটুকু আসতে পেরেছি

কেবল এই কারণেই। জুলিয়াস পারকারকে দেখো, জেদ আর প্রতিহিংসা আছে ওর, কোন স্বপ্ন নেই। ওর লোকদেরও নেই। কিন্তু আমার আছে। তাই যেভাবে হোক সবকিছু উতরে যাব আমরা।'

'এটা কোন যুক্তি হলো?' হেসে ফেলল লরিয়া।

'যুক্তি নয় ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস তো! যা নিয়ে অসাধ্য সাধন করার প্রেরণা পায় মানুষ।'

'অত কিছু বুঝি না। তুমি মরতে পারবে না, জন স্যামুয়েল ব্রুকস! এই হচ্ছে আমার সাফ কথা। মিসেস লকহার্টকে গাউন আর আঙটির ফরমাশ দিয়েছ, রোববারে ওগুলো পরতে চাই আমি।' গাঢ় স্বরে বলল লরিয়া, সবুজ চোখে বিপুল প্রত্যাশা ফুটে উঠল।

মাথা ঝাঁকাল ব্রুকস, ধীরে ছেড়ে দিল লরিয়াকে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথে ল-অফিসের দিকে এগোল। স্টোর পেরোনোর সময় দেখল পোর্চে একটা টুলের ওপর বসে আছে লকহার্ট, কোলে রাইফেল, দৃষ্টি উত্তরে শহরের প্রবেশপথে।

পারকারের বাড়ির ওপর চোখ পড়তে দেখল বেরিয়ে আসছে ক্রুরা। রাস্তার ওপর সার বেঁধে দাঁড়াল। সবশেষে সাদা একটা সোরেলে চেপে বেরোল জুলিয়াস পারকার নিজে। দলটার সামনে এসে চড়া গলায় কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর ল-অফিসের দিকে এগোতে শুরু করল।

'ফিরে এলে যে?' পোর্চে উঠে আসতে জানতে চাইল প্যাট।

'লকহার্ট ওদিকটা সামলাবে। মনে হলো যা কিছু সব এদিকেই ঘটবে।' নিজেদের পজিশন একবার যাচাই করল ব্রুকস—ল-অফিসে ওরা চারজন, লকহার্টের স্টোরের পোর্চে সে নিজে আর হারপাররা দু'ভাই, নাপিতের দোকানের ছাদে অবস্থান নিয়েছে আরও তিনজন···মন্দ নয়। পারকার সহজে ছাড় পাবে না।

'পিশাচটা দেখছি নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছে,' জানালার পাশ থেকে সকৌতুকে বলল ব্র্যাড গ্যারেট। 'ভালই হয়েছে, এ ঠেলায় গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা যাবে।'

ভেতরে ঢুকতে মার্শালকে দেখতে পেল ব্রুকস, এইমাত্র বোতল খালি করেছে। কঠিন কিছু বলতে চেয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ও। 'পারকার আসছে, জ্যাক। তৈরি হয়ে নাও। ও বোধহয় আগে তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে।'

'পরোয়া করি না,' জ্যাক হবসের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আসুক ব্যাটা, বহুত জ্বালিয়েছে, আজ ওর নয়তো আমারই শেষ দিন!' দাঁড়িয়ে গানবেল্ট, হোলস্টার ঠিক করে নিল সে, পিস্তল পরখ করল।

নীরবতা নেমে এল, ব্র্যাড গ্যারেট পর্যন্ত চুপ মেরে গেছে।

পারকারের দলটা পৌঁছে গেছে। ল-অফিসের সামনের রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়াল, সবার সামনে জুলিয়াস পারকার। তারপর অ্যালান, স্টিরাপ, ম্যাসন···ষোলোজন। বুক টান টান করে স্যাডলে বসেছে বুড়ো, মাথা উঁচু। অস্থির দৃষ্টিতে দেখল ল-অফিসের কাঠামো। 'বেরিয়ে এসো, হবস! তোমার সাথে কথা আছে।' চড়া গলায় ডাকল, আত্মবিশ্বাসী কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর

বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা একটু বেশি জোরে ভিড়িয়ে দিল মার্শাল। দৃঢ় পায়ে পোর্চে গিয়ে দাঁড়াল। অনিশ্চয়তা বা পিছুটানের কোন নমুনা নেই ওর মধ্যে। হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। 'আমার সাথে কথা বলতে এত লোক লাগে নাকি, পারকার?' স্থির নিষ্কম্প কণ্ঠে জানতে চাইল হবস, খানিকটা বিদ্রূপের সুরে। 'ভয় পাচ্ছ নাকি? সাহস থাকে তো ভেতরে এসে তোমার প্যাঁচাল পাড়তে পারো।'

'চোপরাও, হবস!' খেপে গেল পারকার, রাগে জ্বলে উঠল চোখজোড়া। 'আমি তোমার চাকুরি করি না। বরং মাসশেষে তুমিই আমার কাছ থেকে বেতন নাও।'

'সেজন্যে তোমাকে কোলে বসিয়ে চুমো খেতে হবে?'

'বেড়ে বলেছ, জ্যাক!' ভেতর থেকে উৎসাহ জোগাল ব্র্যাড গ্যারেট।

'মরার আগে যত ইচ্ছে তড়পে নাও, হবস!' চেঁচিয়ে বলল অ্যালান পারকার।

'হাঁসের বাচ্চাটাকে চুপ করতে বলো, পারকার। বড়দের মধ্যে ফোড়ন কাটার অভ্যাস দেখছি ওর যায়নি।'

'তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু দু'জন ডেপুটিকে খুন করে ল-অফিস দখল করেছ। একটা টিনের তারাও দেখছি জোগাড় করে ফেলেছ। জোর করে ক্ষমতা দখল আর দুই ডেপুটিকে খুনের দায়ে বিচার হবে তোমার।'

'আমাকে ধরতে আসছে কে, পারকার? আর কেনই বা! শহরের লোকেরা এখানকার কর্তা হিসেবে তোমাকে মানতে রাজি নয়, ওরা ঠিক করেছে তোমার বিষদাঁতকে আর ভয় করবে না। ব্যাজটা আমাকে ফেরত দিয়েছে, বাফেলোর শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাই এখনও আমারই, তোমার পোষা বাঁদর ডেপুটিদের নয়। আফসোস না করে মেনে নাও। আমার ক্ষমতা কেবল শহরে সীমাবদ্ধ নয় এখন, বুঝতেই পারছ এ তল্লাটে যা ঘটবে তাতেই নাক গলাতে পারব। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেই গ্রেফতার করব। কেমন বুঝছ?'

বোঝার ব্যাপারটা সবার আগে চুকিয়ে ফেলল অ্যালান পারকার। এক রাইডারের পেছনে ছিল সে, হাতে খোলা পিস্তল। কিন্তু কেউই সেটা দেখেনি। রাইডারের আড়াল থেকে সরে এসে নিমেষে পিস্তল তুলে গুলি করল। এমন কিছু হতে পারে আশা করেনি জ্যাক হবস, তবু ড্র করল। বুকে দুটো গুলি নিয়েও পাঁচটা গুলি করল সে। ততক্ষণে নরক ভেঙে পড়েছে জায়গাটায়, সমানে গোলাগুলি হচ্ছে। শক্তি পাচ্ছে না মার্শাল, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পোর্চে। ডান হাতে সব শক্তি সঞ্চয় করল সে, তারপর সময় নিয়ে নিশানা করে গুলি করল। ছুটে আসছিল অ্যালান পারকার, মাত্র দশ গজ দূর থেকে ভারী ক্যালিবারের গুলি ওর মাথায় আঘাত করল। স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল দেহটা।

'সবক'টাকে শেষ করে ফেলো!' রাগে চেঁচাল জুলিয়াস পারকার। লাফিয়ে স্যাডল ছেড়ে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল অ্যালানের দিকে। কাছে গিয়ে বসে পড়ল, কোলে তুলে নিল ছেলের মাথা। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও তার অস্ফুট আর্তনাদ স্পষ্ট শোনা গেল।

থেমে গেছে লড়াইটা। রাস্তার ওপাশে সরে গেছে বার-পির ক্রুরা, অস্থির ঘোড়াগুলোকে সামলে নিচ্ছে। বুঝতে পারছে না কি করবে। ল-অফিসের পোর্চের

কাছে ছেলের মাথা কোলে নিয়ে অনড় বসে আছে পারকার। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, মুখে শোক আর সর্বস্ব হারানোর বেদনা। মাঝরাস্তায় আরও পাঁচটা লাশ পড়ে আছে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে পরিস্থিতি দেখছে ব্রুকস। অপেক্ষমাণ রাইডারদের ওপর নজর থাকলেও বারবার ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে জুলিয়াস পারকার। এখন আর উদ্ধত ভাবটা নেই বুড়োর মধ্যে। নিদারুণ বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না লোকটা। শোকে বিহ্বল পিতা, এ-নিয়ে দু'বার একই অভিজ্ঞতা হলো বার-পি মালিকের। মোটেও সুখকর নয়, করুণার সাথে ভাবল ও। কিন্তু এর পেছনে তার নিজেরও কিছুটা দায় আছে, উদ্ধত অহঙ্কারী ছেলেগুলোকে সামলে রাখার কোন চেষ্টা সে কখনও করেনি। কারণহীন আক্রোশের মাসুল তাকে দিতে হয়েছে চড়া দামে। এরপরও কি থামবে পারকার?

একই প্রশ্ন বোধহয় রাইডারদের মনেও ভিড় করেছে। উসখুস করছে লোকগুলো, চাইছে পারকার একটা নির্দেশ দিক। আকস্মিক থেমে যাওয়া লড়াইটা শুরু করতে পারে কেবল তার একটা নির্দেশ, কিংবা থামিয়েও দিতে পারে চিরদিনের জন্যে। নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল স্টিরাপ আর ব্রনসন। পাশে দাঁড়িয়ে তা শুনছে ম্যাসন।

'সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' হঠাৎ করে শোনা গেল পারকারের পরিচিত জেদী কণ্ঠ। 'সব ক'জনকে চাই আমি, ওদের লাশ দেখতে না পেলে আমার শান্তি হবে না! মন্টানা আর লোগানকে বের করে আনো, তারপর পুড়িয়ে দেবে শহরটা, একটা বাড়িও যেন আস্ত না থাকে!'

একসঙ্গে নড়ে উঠল সবাই, ছুটে আসছে। শুরুতে স্যাডলশূন্য হলো কয়েকটা ঘোড়া। মরা ঘোড়ার পেছনে অবস্থান নিল দু'জন। পোর্চের কাছে এসে নিমেষে স্যাডল ত্যাগ করল কার্লি ব্রনসন, ছুটে এসে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভেজানো পাল্লা সরে যেতে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকল তার শরীর। চোখ তুলে দশ হাত দূরে দেখতে পেল ব্র্যাড গ্যারেটকে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পিস্তল লোড করছে। চার চোখ এক হতে স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, মাত্র একটা সেকেন্ড, তারপর দু'জনেই সক্রিয় হলো। ব্রনসনের উল্লাসধ্বনি চমকে দিল অন্যদের, গোলাগুলির আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল সেটা। পিস্তল তুলে গুলি করল সে। ওদিকে অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে টেক্সান, বিদ্যুৎ বেগে ঘাড়ের পেছনে চলে গেল ওর ডানহাত। তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস কাটল একটা ছুরি, ঠক্ করে বিঁধল ব্রনসনের গলায়। হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ল বিস্মিত ব্রনসন, গলগল করে বের হওয়া রক্ত অবিশ্বাসের সাথে দেখছে। এদিকে তীব্র ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে ব্র্যাড গ্যারেটের মুখ, বুক চেপে ধরে কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

মুহূর্তের জন্যে সহোদরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল প্যাট, ঠিক এসময়ে ওর উরু ভেদ করল গুলিটা। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, দরজার দিকে তাকাতে দেখতে পেল টম স্টিরাপকে। পিস্তল তুলছে আবার। টেক্সানের গুলি তার পেট ফুটো করল, পরেরটা বুকে বিঁধল। দরজার কবাটের ওপর কাত হয়ে পড়ল তার বিশাল দেহ। শেষবারের মত চেষ্টা করল স্টিরাপ, কিন্তু ঝাপসা দৃষ্টি

বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর সাথে। শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ছেড়ে দিল পিস্তলটা, মরার আগে নিজের উদ্দেশে তীব্র গাল বকল।

ঘোড়ার পেছনে অবস্থান নেয়া লোকগুলো এলোপাতাড়ি গুলি করে যাচ্ছে। ছেলের পাশে পড়ে আছে জুলিয়াস পারকার, কখন কিভাবে গুলি লেগেছে কেউই বলতে পারবে না। চারজন লোক চম্পট দিয়েছে। ইচ্ছে করলে ওদের অন্তত দু'জনকে ধরাশায়ী করতে পারত ব্রুকস, তা করেনি। পেছন থেকে কাউকে গুলি করা ওর ধাতে নেই।

লকহার্টের তোপের মুখে শেষতক অবশ্য রেহাই পেল না লোকগুলো।

হঠাৎ করে এভাবে লড়াই শুরু হবে পারকারের কল্পনাতেও বোধহয় তা ছিল না। বোকার মত সবকিছু ভজকট করে দিয়েছে অ্যালান, তারপর আর কারও পিছিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। যে লড়াই অনেকক্ষণ ধরে চলার কথা তা মাত্র অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। জুলিয়াস পারকার লোক হিসেবে যাই হোক না কেন তার ছেলেগুলো অকম্মার চূড়ান্ত, ওরাই তাকে ডুবিয়েছে, এমনকি এই শেষ মুহূর্তেও।

'তোমরা দু'জন, ঘোড়ার পেছনে,' চেঁচাল ব্রুকস। 'হাত তুলে উঠে দাঁড়াও। আমার হাতে একটা শটগান আছে। শুনেছ?'

উত্তরে পাল্টা গুলি করল ওরা।

শটগান কক্ করল ও। শব্দটা নিশ্চিতভাবেই ওদের কানে যাবে।

ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা, টিম ম্যাসন আর অচেনা এক লোক। ব্রুকস খেয়াল করল হাত তোলেনি ডেপুটি এবং পিস্তলটা এখনও ডান মুঠিতে ধরে রেখেছে। ক্ষীণ হাসল ও, নিজেকে খুব স্মার্ট ভেবেছে ম্যাসন। 'ওটা ধরে আছ কেন, ম্যাসন?' হালকা সুরে জানতে চাইল ও।

'এই তো ফেলে দিচ্ছি,' বলে ঝুঁকল সে, এবং গুলি করল।

গোলাটা দু'ভাগ করে ফেলল ডেপুটিকে। বসে পড়েছে অন্য লোকটা, চোখে আতঙ্ক। গড়গড় করে বমি করতে শুরু করল।

'দুটোকে ধরে এনেছি, স্যাম,' লকহার্টের চড়া গলা শোনা গেল।

'এটাকেও নিয়ে এসো, বিল। সেলে ঢোকাও।' সাড়া দিল ও। 'আর জলদি কাউকে ডকের কাছে পাঠাও। আসতে না চাইলে যেন জোর করে নিয়ে আসে।' গ্যারেটদের কাছে গেল ও। ভাইকে চেপে ধরে আছে প্যাট। ব্র্যাডের বুকের ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে মেঝেতে ছোটখাট একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। অচেতন টেক্সানকে পরীক্ষা করল ও, ঠিকমত চিকিৎসা হলে হয়তো বেঁচে যাবে।

বিষণ্ন, শূন্য দৃষ্টিতে ওকে দেখল প্যাট, চোখের কোণ ভিজে উঠেছে। কঠিন লোকটাকে এ মুহূর্তে পশ্চিমের আর দশজনের মতই সাধারণ মনে হচ্ছে–কষ্ট, প্রিয়জন হারানোর বেদনা যাদের সহজেই স্পর্শ করে।

ডাক্তার আসার পর কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে বাঙ্কে তোলা হলো ব্র্যাডকে। একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে লাশগুলো, বেঁচে যাওয়া বার-পি ক্রুদের সেলে ঢোকানো হলো।

বেরিয়ে এল ব্রুকস, লম্বা করে শ্বাস টানল। গান পাউডারের গন্ধে ভারী হয়ে

আছে বাতাস, রাস্তার কয়েক জায়গায় জমাট বাঁধা রক্ত। শেষপর্যন্ত বোধহয় চুকল ঝামেলাটা, ভাবল ও, অনেক রক্তের বিনিময়ে পারকারদের জেদ থেমেছে।

'মি. ব্রুকস?'

সেলুনের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে ডাস্টি ফগ।

'তোমার সাথে কথা বলতে চায় মি. পারকার।'

ভূ-লুণ্ঠিত জুলিয়াস পারকারের লাশ ভেসে উঠল ওর মানসপটে।

'জুলিয়াস পারকারের বড় ছেলে, নিকোলাস পারকার।'

ওর কাছে তার কি প্রয়োজন? বাপের সাথে যোগ দেয়নি নিকোলাস, এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার। ক'দিন আগে পারকারের সাথে মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সময়েও বুড়োর সাথে ছিল না নিকোলাস। সম্ভবত এড়িয়ে যাওয়ার স্বভাবটাই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও, আজকের লড়াইয়ে যোগ দিলে হয়তো বাপ-ভাইয়ের মত একই পরিণতি হত ওর।

রাস্তা পেরিয়ে ডাস্টির পিছু নিল ও।

সেলুনে ঢুকে দেখতে পেল তাকে। একটা টেবিলে বসে আছে, বিধ্বস্ত জড়সড় দেখাচ্ছে। সামনে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। ফোলা ফোলা চোখ তুলে একবার দেখল ওকে, তারপর মাথা নিচু করল। অপরাধবোধ আর স্বজন হারানোর ব্যথায় কাতর। সারাটা জীবন ভুগবে যুবক।

নিকোলাস পারকারের প্রতি করুণা অনুভব করল ব্রুকস। চেয়ার টেনে বসল ও, অপেক্ষায় থাকল।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল নিকোলাস। 'বুঝলে, ব্রুকস, আমি একটা কাপুরুষ! চোখের সামনে ওদের মরতে দেখলাম অথচ কিছুই করতে পারলাম না। এমন নয় যে পিস্তল চালাতে জানি না, কিন্তু আমি জানতাম, শেষপর্যন্ত ওরা হেরে যাবে। অ্যালান দলে থাকলে তা ঘটবেই। প্রথম থেকেই ওদের সিদ্ধান্তগুলো আমি মেনে নিতে পারিনি।'

বিরক্তিবোধ করছে ব্রুকস, কিন্তু নির্লিপ্ত থাকল।

'এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি। সব বেচে দেব। তুমি কি আমাকে এটুকু সাহায্য করবে?'

'আমি কি করতে পারি?'

'শহরের লোকজনকে বোঝাবে যে আমার পক্ষ থেকে আর কোন ঝামেলা হবে না। তোমার কথা ওরা ফেলবে না।'

'তোমার বাবা বোধকরি এটা কখনোই চায়নি। তার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার চেষ্টাই হয়তো তোমার করা উচিত।'

'একগাদা গানম্যান, আউট-ল ভাড়া করে, তারপর ওভাবে আত্মাহুতি দিয়ে?'

'তোমার বেলায় ওরকম না-ও ঘটতে পারে।'

'বেসিনে অশান্তির কারণ হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, কখনও ছিল না।'

'তুমি যদি কেবল নিজেকে নিয়ে থাকো তো কেউ তোমাকে তাড়া করতে আসবে না। তবে দু'একজন যে তোমার সাথে তামাশা করবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এটা তোমার প্রাপ্য, বাপ-ভাইদের অপকর্মের ফল ভোগ করতেই

হবে।' উঠতে যাচ্ছিল ব্রুকস, মন্টানা কিড আর টম লোগানকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ওদের হাসি, হাতে উদ্যত পিস্তল। দরজার সাথে শরীর ঠেস দিয়ে দাঁড়াল লোগান, মন্টানা এগিয়ে এল।

'ঝাঁপটা নামিয়ে দাও, ডাস্টি,' আমুদে কণ্ঠে নির্দেশ দিল মন্টানা। 'দেনা-পাওনা চুকাতে সময় লাগবে। লোকজন এসে অযথা বাগড়া দিলে আমার মোটেও ভাল লাগবে না।'

ছুটল বারকিপ, বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁপ নামাতে শুরু করল।

ধীরে বসে পড়ল ব্রুকস, নিকোলাসের দিকে তাকাল। 'তো নিকোলাস পারকার, বাপ-ভাইদের পথেই আছ তুমি। আরেকটু হলে তোমার গল্প বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। দারুণ অভিনয় করেছ কিন্তু।'

শ্লেষের জবাবে বিদ্যুৎবেগে এল চড়টা, জ্বালা ধরে গেল ব্রুকসের গালে। 'অভিনয়? কোন্‌টা অভিনয়?' সম্পূর্ণ বদলে গেছে নিকোলাসের চাহনি, এখুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। 'তোমার কারণে মারা গেল আমার বাপ-ভাইয়েরা। ভেবেছ সহ্য করব? একটু আগে তুমিই বলেছ যে ওদের দেখানো পথেই যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, আমি বাধ্য হয়েছি। ওদের মত কখনও ভাবিনি, কিন্তু মরে গিয়ে আমাকে হিংস্র হতে বাধ্য করেছে ওরা। কি মনে করেছ, পারকাররা এতদিন ইচ্ছেমত বেসিন শাসন করেছে আর আজ আমি মাথা হেঁট করে বাফেলো থেকে বেরিয়ে যাব? সেটা কখনও হবে না। মাথা উঁচু করেই যাব আমি। তাবৎ লোকজন বিস্মিত হয়ে দেখবে জুলিয়াস পারকারের সবচেয়ে শান্ত ও বোকা ছেলেটা বাপের মতই হিংস্র হয়ে উঠেছে। এখন থেকে এ তল্লাটে শাসন করবে এই নিকোলাস পারকার।'

'রাজত্ব পাওয়ার আগেই স্বপ্ন?'

মন্টানা কিড সক্রিয় হলো এবার। তার চালানো পিস্তলের নলের আঘাতে ব্রুকসের মনে হলো থুতনি ভেঙে গেছে। তীব্র ব্যথায় অবশ হয়ে গেল জায়গাটা। মনে মনে কেভিন লকহার্টের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করল, তার ওপর নির্ভর করা মোটেও ঠিক হয়নি। এমন একটা ভুল ও করল কি করে? মন্টানা আর লোগান ছাড়া না পেলে পারকার এত হিংস্র হয়ে উঠতে পারত না।

'আমাদের পুরানো ব্যাপারটা ভুলে গেছ নাকি, ব্রুকস? মন্টানায় একচোট নিয়েছিলে আমার ওপর, উঁহুঁ, মোটেও ভুলিনি আমি। আজ পেয়েছি তোমাকে, সুদে-আসলে সব উসুল করে নেব!···ডাস্টি, আমাকে হুইস্কি দাও।'

পাশ ফিরে বারকিপারের দিকে তাকাল ব্রুকস, চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল সে। ব্রুকস ধারণা করল, এ বিশ্বাসটা অন্তত নষ্ট হয়নি, ডাস্টি ফগের হাত নেই এসবে। যেভাবেই হোক তাকে ম্যানেজ করেছে পারকার, সম্ভবত ওর মতই ভাঁওতা দিয়ে। তবে উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেলুনটা মূলত পারকারদের আর বার-পি রাইডাররা আগাগোড়া এখানেই সময় কাটাত। ডাস্টি ফগকে এখনও সবাই জানে পারকারদের দোসর হিসেবে।

'তোমার তো অনেক দেনা,' আলাপী সুরে বলছে মন্টানা। 'আমার, পারকারের, লোগানের, এমনকি ফগের কাছেও···কিভাবে এত দেনা শোধ

করবে?' বারকিপারের হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস নেয়ার সময় ডাস্টির ব্যান্ডেজ বাঁধা নাকের দিকে তাকাল। 'কি ফগ, ভুলে গেলে নাকি তোমার নাক ভেঙে দিয়েছিল এ ব্যাটা?'

'না।'

'পাওনা তুলে নেবে না?'

'আমার হয়ে তোমরাই না হয়…' অন্যরা হেসে উঠতে থেমে গেল সে।

কখন ছাড়া পেল ওরা, পারকারের সাথে যোগাযোগ হলো কিভাবে? যেভাবেই হোক সুষ্ঠুভাবে ঘটেছে সবকিছু। বাপের সাথে যোগ না দিয়ে এভাবেই নিজের কাজ সারতে চেয়েছে নিকোলাস, হয়তো পুরো দলের ওপর আস্থা ছিল না ওর কিংবা লড়াই শেষ হওয়ার পর পরিকল্পনা করেছে। কৌশলটা কাজে দিয়েছে এটাই হচ্ছে বড় কথা। বাগে পেয়েছে ওকে। মন্টানা কিড, স্বভাব বা আচরণে না হলেও গায়ে-গতরে সে বিলি দ্য কিডের ছায়া। ওর হাতে মরা লোকের সংখ্যা কিংবদন্তীর ওই বন্দুকবাজের চেয়েও বেশি। শারীরিক মিলের কারণে 'কিড' হিসেবে আখ্যা পেলেও ফেয়ার ডুয়েলে সে আসল কিডের ধারে-কাছেও হবে না। কিন্তু তাতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। ওকে কোন সুযোগই দেবে না মন্টানা, লোকটার ধাতে তা নেই। চোখের দিকে তাকিয়ে, কপালে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বহু নিরস্ত্র লোককে খুন করেছে সে। টম লোগান আরও এক কাঠি বাড়া, পেছন থেকে খুন করা তার সবচেয়ে পছন্দ। ওর ভাই, ম্যাট লোগান খুন হয়েছে ব্রুকসের হাতে, লোগানের আক্রোশ তাই মন্টানার চেয়েও বেশি।

'এত কি ভাবছ, ব্রুকস? লাভ হবে না, গ্যাঁড়াকলে পড়েছ এবার।' মুখিয়ে উঠল মন্টানা, পিস্তল নাচাল ওর মুখের সামনে। 'সারা পশ্চিমে তোমার এত নাম-ডাক, এতবড় একজন বন্দুকবাজকে নিরস্ত্র অবস্থায় মারতে চেয়েছিল লোগান, আমি বাদ সেধেছি। তোমার জোড়া পিস্তল তোমারই থাকবে, কিন্তু আমার হাতে থাকবে হ্যামারটানা পিস্তল, কেবল ট্রিগার টানলেই হলো। বোঝো ব্যাপারটা, পিস্তল থেকেও অসহায় তুমি! মজাটা তো এখানেই। আমি দেখতে চাই তুমি কত বড় বন্দুকবাজ, আমার ট্রিগার টানার আগেই পিস্তল বের করে গুলি করতে পারবে?'

ঘামতে শুরু করেছে ব্রুকস। মাত্র একটা সুযোগ চাই ওর, তাহলেই লোকটার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। নিদেনপক্ষে তাকে নিয়ে মরবে। মাথাটা দ্রুত সচল হয়ে উঠল, ভাবছে একটার পর একটা সম্ভাবনা, বাতিলও করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। উঁহুঁ, অতিরিক্ত ঝুঁকি। অস্বীকার করার উপায় নেই, এরকম কঠিন অবস্থায় জীবনে পড়েনি আর। নিশ্চিত মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। কিন্তু এভাবে অসহায়ভাবে মরতে চায় না ও। হঠাৎ করে লরিয়া ফ্ল্যাগানের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ভেসে উঠল ওর মানসপটে, মেয়েটাকে পাওয়া তার হলো না…স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে যাবে?

'রাজত্বের কথা বলছিলে না, ব্রুকস?' সিগার ধরিয়ে সজোরে ধোঁয়া ছাড়ল পারকার, ব্রুকসের চোখে-মুখে এসে পড়তে চোখ জ্বালা করে উঠল। 'ওটা তো আগে থেকেই আছে, আমি কেবল আরেকটু জাঁকিয়ে বসব। একটু টাইট দেব এখানকার কয়েকটা হারামজাদাকে, এমন শিক্ষা দেব যাতে জীবনে আর আমার

বিরুদ্ধে লাগার সাহস না হয়। রাজকন্যার কথা শুনবে না? লরিয়া ফ্ল্যাগান। আমার ভাগ্যটা সত্যি দারুণ! বাডও ওকে পছন্দ করত, কিন্তু শেষপর্যন্ত ওকে আমিই পাব। জেমস ফ্ল্যাগানকে চেপে ধরলে বাপ-মেয়ে দু'জনেই রাজি হয়ে যাবে।'

না, এত সহজ হবে না, ভাবল ব্রুকস। ফ্ল্যাগান জেদী মানুষ, প্রখর আত্মসম্মানবোধ আছে তার। লরিয়া ওর বাপের মতই, আপস করার মানসিকতা ওর মধ্যে নেই। তুমি ওদের চিনতে ভুল করেছ, পারকার। ফ্ল্যাগান রুখে দাঁড়াবে।

বাইরে হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে, ফুর্তি করছে লোকজন। তাদের জানার উপায় নেই পারকারের সেলুনের ভেতর কি ঘটছে। নামানো ঝাঁপের ওপর অনেকগুলো ঢিল এসে পড়ল, সাথে কয়েকটা মন্তব্য। 'ফগটা একটা দালাল! চলো সেলুনে আগুন লাগিয়ে দেই।' একজন প্রস্তাব করতে অন্যরা হৈ-হৈ করে উৎসাহ জোগাল। কিন্তু সবাইকে নিরস্ত করল লকহার্টের চড়া গলা।

ব্রুকসের কপালে পিস্তলের নল চেপে ধরেছে মন্টানা, তাকিয়ে আছে চোখে। দৃষ্টিতে খুনের নেশা। ও টুঁ-শব্দ করলে গুলি করার সুযোগ পাবে। ঠায় বসে আছে ব্রুকস, নীরবে দেখছে তিনজনকে। পারকার নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করেও উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না, মৃদু অস্বস্তি তার চোখের তারায়। লোগানের পিস্তল দরজার দিকে তাক করা। বারের ওপাশে এককোণে দাঁড়িয়ে থেকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দরজা দেখছে ডাস্টি ফগ, তার আশঙ্কা উন্মত্ত লোকগুলো হয়তো দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

সময় যেন আটকে থাকল, অনেকক্ষণ। একসময় ধীরে দূরে সরে গেল লোকগুলো। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ওদের। পিস্তল সরিয়ে নিল মন্টানা। 'আরও কিছুক্ষণ আয়ু বাড়ল তোমার,' সহাস্যে বলল সে, সরে গেল খানিকটা। ডাস্টিকে ইঙ্গিত করল হুইস্কি দিতে, ব্রুকসের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই। 'ওকে একটা ড্রিঙ্ক দাও, ডাস্টি। দেখছ না গলা শুকিয়ে গেছে? মরার আগে শেষবারের মত গলা ভিজিয়ে নিক।'

'আমাকে পিস্তলবাজ বলবে না, ব্রুকস?' সন্তুষ্টি পারকারের গলায়, হাসছে। 'নিজে পিস্তল না চালিয়েও জন ওয়েসলি হারডিনকে কত সহজে বধ করতে যাচ্ছি। সেরা পিস্তলবাজ তো আমাকেই বলা উচিত।'

হুইস্কি ভরা গ্লাস ওর সামনে নামিয়ে রাখল বারকিপ।

'নাও, গলা ভেজালে কিছু মনে করব না। কিন্তু সাবধান, ভুলেও কিডকে সুযোগ দিয়ো না! ও এমনিতেই মুখিয়ে আছে। দুর্ভাগ্য ব্রুকস, তোমার শত্রুরা তোমার মতই জেদী এবং বেপরোয়া। ওদের দোষ দিতে পারো না তুমি, শোধ-বোধের সময় রাখ-ঢাক কেউই পছন্দ করে না। খেলাটা বুঝতে পারছ? তোমাকে পিস্তল বের করতে বলে গুলি করবে মন্টানা কিড। কেবল একটা চেষ্টা করার সুযোগ পাবে তুমি, ব্যর্থতার সম্ভাবনা ষোলো-আনা। খেলাটার মজা আমাকেও স্পর্শ করেছে!' উৎফুল্ল দেখাল নিকোলাসকে।

দু'জনকে সামলাতে হবে, ভাবছে ব্রুকস, সম্ভব কি অসম্ভব তা এখন আর ওর মাথায় নেই। একটা সুযোগের অপেক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল গ্লাসটা, ধীরে চুমুক দিল। বিস্বাদ লাগছে, এমন একটা মুহূর্তে কিছুই ভাল

লাগার কথা নয়। ইতোমধ্যে সবার অগোচরে দুটো কাজ সেরে ফেলেছে–চেয়ারের পায়ার পেছনে চলে গেছে ওর ডান পা, আর সামনে খানিকটা মেলে দিয়েছে বাম পা-টা। 'শেষপর্যন্ত তুমি ব্যর্থ হবেই, নিকোলাস পারকার,' গ্লাস নামিয়ে রাখার সময় ধীরে ধীরে বলল ও। সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছে শরীর, যাতে ওরা কিছু আন্দাজ করতে না পারে। যা হওয়ার হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, শেষ চেষ্টা করবে। ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে।

বারের ওপাশে নড়ে উঠল ডাস্টি ফগ। বোধহয় শটগান তুলে আনছিল, ধরা পড়ে গেল লোগানের চোখে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গুলি করল লোগান। ব্রুকসের দিকে তাক করা ছিল ওর পিস্তল, সেটা ঘোরাতে যে সময় লাগল তাতে অনায়াসে বারের আড়ালে বসে পড়তে পারল ডাস্টি। তাকে রাখা বোতল ফুটো করল গুলিটা। তরল হুইস্কি ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে বার ভিজিয়ে দিল।

মন্টানার চোখ সরে গিয়েছিল সেদিকে, কিন্তু একচুলও নড়েনি পিস্তলের নল। ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি বাগড়া দেবে বারকিপার। এ সুযোগটাই নিল ব্রুকস। ডান পা চেয়ারের পায়ার সাথে বাধিয়ে ধাক্কা দিল, একইসাথে বাম পায়ে মেঝেতে ভর দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল চেয়ার আর নিজের শরীর। গুলি করল মন্টানা, কিন্তু ব্রুকস আগের অবস্থানে নেই আর। গুলিটা ওর কপালে গরম আঁচ লাগিয়ে চুলে সিঁথি কাটল। চেয়ারসমেত মেঝেয় পড়ার আগেই গুলি করল ব্রুকস, মন্টানা কিডের মুখ তুবড়ে দিল সেটা। মাত্র চার হাত দূর থেকে করা, নাক বরাবর বিশাল গর্তের সৃষ্টি হলো। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সে।

কেবল একটা গুলি করার সুযোগ পেল টম লোগান। ওটা ব্রুকসের বাম কাঁধে বিঁধতে কেঁপে উঠল ওর দেহ, নিশানা ছুটে গেল। তবু, লোগানের কান ফুটো করেছে গুলিটা। পরেরটা এত দ্রুত করল যে শব্দে মনে হলো একটাই গুলি করেছে। লোগানের গলা ফুটো হয়ে যেতে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে গলা চেপে ধরল গানম্যান, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে। গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। চোখে নগ্ন বিস্ময় আর সীমাহীন আতঙ্ক। গড়িয়ে পড়া রক্ত ভিজিয়ে দিল ওর হাত আর বাহুমূল, কাশি দিতে রক্ত উঠে এল মুখে। ফেনিল রক্তের ধারা বমির মত গলা দিয়ে উগরে দিতে শুরু করল এবার। দেয়াল বরাবর ছেঁচড়ে নেমে গেল শরীর, কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

নিকোলাস পারকারের দিকে নিশানা ধরে রেখেছে ব্রুকস, সারা শরীর কাঁপছে। এতক্ষণ চেপে রাখা অবর্ণনীয় মানসিক চাপ আর একই সাথে বিপদমুক্তির প্রশান্তি সারা দেহ জুড়ে। বিহ্বল হয়ে পড়েছে পারকার, বিশ্বাস করতে পারছে না ছক পাল্টে গেছে। ক্লান্তি অনুভব করল ব্রুকস, গুলির শব্দে কান ঝাঁঝাঁ করছে। মন্টানার সাথে ওর গুলি বিনিময় হয়েছে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জে। সারা ঘরে গান পাউডারের ধোঁয়া আর তীব্র গন্ধ।

ছুটে এসে ওকে ধরল ডাস্টি, একটা চেয়ারে বসাল। হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে ধরতে তাতে চুমুক দিল ব্রুকস। কিছুটা সুস্থির বোধ করছে। 'ধন্যবাদ, ডাস্টি, তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ!' আন্তরিক কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ও।

'আমি আবার কি করলাম!'

'তখন শটগান তুলে নিতে হাত বাড়ালে না?'

'আদপে ওখানে কিছু ছিল না,' হাসছে ডাস্টি। 'ভাঁওতা দিয়েছি ওদের। আসলে তোমার ওপর চোখ রেখেছিলাম, দেখলাম তৈরি হয়ে গেছ। পা নাড়তে দেখে আন্দাজ করে নিয়েছি কি করতে চেয়েছ। আমি কেবল একটা ডাইভারশন সৃষ্টি করেছি। অন্য কেউ হলে এতেও শেষ রক্ষা করতে পারত না। তুমি হারডিন বলেই...'

'ভুলে যাও, ব্রুকস নামটাই আমার পছন্দ,' বাধা দিল ও। 'নয়তো স্যাম ডাকতে পারো। তুমি যা-ই করে থাকো না কেন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখন দয়া করে দুটো কাজ করবে? আগে পারকারকে কষে বেঁধে কোথাও আটকে রাখো, তারপর দরজাটা খোলো।'

আঁতকে উঠল ডাস্টি। 'আমার সেলুনের বারোটা বাজাবে ওরা!'

'তা করবে না। লোকজনকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে নেমে পড়ল বারকিপ, যদিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না তাকে।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গোড়ালি আর কাঁধে একরাশ ব্যথা অনুভব করল ব্রুকস। ক্ষত থেকে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। আর কত ক্ষত তৈরি হবে ওর শরীরে, তিক্ত মনে ভাবল। হাত নাড়তে টের পেল ব্যথাটা আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। হাঁটতে গিয়ে মচকে যাওয়া গোড়ালিতে জোর পেল না, বসে পড়ল চেয়ারে। 'লাশগুলো এককোণে সরিয়ে ফেলো, ডাস্টি। দুঃখিত, সাহায্য করতে পারছি না।'

'লাগবে না, স্যাম। কাঁধে তো বইব না, টেনে সরিয়ে নেব কেবল। বহুত জ্বালিয়েছে ওরা। ওদের মরতে দেখে শান্তি লাগছে। বিশ্বাস করো, লাশগুলো টানতেও সুখ পাব।'

একটু পর দরজা খুলল সে, উঠে দাঁড়াল ব্রুকস।

'এত তাড়া কিসের?' বলে উঠল বারকিপ। 'বসে পড়ো, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি। অবশ্য অনেক আগেই তা করা উচিত ছিল। আমি আসলেই একটা গাধা! ওদের সরিয়ে লাভটা কি, যা করলাম তা মরা মানুষগুলোর কোন কাজে আসবে না!'

বাইরে ছুটন্ত শব্দ, অনেকের। সবার আগে পোর্চে উঠে এল লরিয়া ফ্ল্যাগান। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। ছুটে আসছে। বারের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্রুকস। উড়ে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়ল লরিয়া, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল। 'সারা শহরে খুঁজে মরছি, কোথাও পাচ্ছিলাম না তোমাকে। বোঝো আমার মনের অবস্থাটা! তারপর কেভিন বলল এদিকে গুলির শব্দ শোনা গেছে, ছুটে এলাম। ওহ্, স্যাম, এত খুশি লাগছে!'

গাধাটা তাহলে বেঁচে আছে। মন্টানা আর লোগানের তো ওকে ছেড়ে দেয়ার কথা নয়।

লরিয়া খেয়াল করল ব্রুকসকে কষ্ট দিচ্ছে। লজ্জায় আরক্ত হলো ওর গাল, মাথা নিচু করে ফেলল। ছুটে গিয়ে একটা চেয়ার এনে বসাল ব্রুকসকে। নিচু হয়ে

গাউনের দুটো পরতা তুলে আরেক পরতা থেকে একখণ্ড কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ব্রুকসের কাঁধে বাঁধতে শুরু করল।

সজল সবুজ চোখজোড়ার দিকে তাকাল ব্রুকস। মেয়েটা ওর কাজে পুরোমাত্রায় মনোযোগী। 'লরিয়া?'

চোখ তুলে তাকাল ফ্ল্যাগান-কন্যা।

'আমার গানবেল্টগুলো খুলে নেবে? আর কখনও ওগুলো ছোঁব না আমি।'

'পরে হয়তো এগুলোর দরকার হবে, স্যাম।'

'হবে না। বেসিনের অশান্তি মিটে গেছে। আমার খোঁজেও আর আসবে না কেউ। কারণ ওয়েসলি হারডিন মরে গেছে আজ। বিকেলে বুটহিলে দুটো কবর খোঁড়া হবে, একটা মস্টানা কিডের আরেকটা হারডিনের। দারুণ একটা ডুয়েল শেষে দু'জনেই মারা গেছে।'

বিমূঢ় লরিয়া, গানবেল্ট খুলে নিয়েছে। 'অনেকেই তোমার আসল পরিচয় জানে।'

'ক'জন হবে? যারা জানত তাদের বেশিরভাগই এখন আর নেই। এখানকার দু'একজন হয়তো জানে, কিন্তু ওরা বোধহয় আমার জন্যে এটুকু করবে। মিথ্যে তো বলতে হবে না, স্রেফ হজম করে ফেলবে সত্যটা। তাছাড়া একটা কবর মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে যথেষ্ট। কি বলো, ডাস্টি?'

'একমত আমি,' সহাস্যে বলল সে। 'আমার মনে হয় সবার কাছ থেকে এটুকু পাওয়ার দাবি ও করতে পারে।'

বেরিয়ে এল ওরা। ডাক্তার হেনরীর চেম্বার হয়ে মিসেস রিচার্ডসের রেস্তোরাঁয় বসল। উৎফুল্ল দেখাচ্ছে শহরের লোকজনকে। পারকার পরিবারের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়াটা সবার কাছে উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

'ওয়েসলি হারডিন একজন ভয়ঙ্কর মানুষ, বেসিনের লোকজনের কাছে এখানকার অধিবাসী হিসেবে স্যামুয়েল ব্রুকসের মত নিরীহ লোকই পছন্দ, এটা কি তুমি ধরতে পেরেছ? সারা জীবনে আমি অনেক দেখেছি–পশ্চিমের লোকেরা বন্দুকবাজদের এড়িয়ে চলে, কখনোই সহজ হতে পারে না এবং ভয় করে। এক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই বেশি এগিয়ে। লরিয়া, এ জন্যেই হারডিন হিসেবে তোমার সামনে আসতে চাইনি আমি। তাই পণ করেছিলাম কখনও পিস্তল ধরব না।'

'ভুল জানো তুমি। আমার কিন্তু মোটেও সেরকম মনে হচ্ছে না। তবে এটা ঠিক, স্যামুয়েল ব্রুকসকেই আমার কাছে সহজ মনে হয়। বুঝতে পারি তাকে। আচ্ছা, পিস্তল ধরতে তোমাকে বাধ্য করেছিল পারকাররা, পণ ভাঙায় তোমার দুঃখ হয়নি?'

'না,' সহাস্যে, গাঢ় স্বরে বলল ব্রুকস। 'একটুও না। কারণ বিনিময়ে আকাঙ্ক্ষিত রত্নটি পেয়েছি আমি।'

হাসল লরিয়া, কপাল থেকে অবাধ্য একগোছা চুল সরিয়ে দিল। 'সে দিনটি আমার তাড়াতাড়িই এসেছে, তাই না? এখন থেকে আমার কোন প্রশ্নই তুমি এড়িয়ে যাবে না।'

ঘটনাটা মনে পড়তে আপনমনে হাসল ব্রুকস। 'আমার ভয় ছিল তুমি হয়তো আমাকে পছন্দ করবে না। নিজের ইচ্ছের কথা তাই তোমাকে বুঝতে দিতে চাইনি।'

'ওহ্, ওই উইলটার কথা না জানলে আমি ধরতেই পারতাম না! অথচ আমি তখন ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে। তুমি ধরতে পারোনি!' অভিযোগ লরিয়ার কণ্ঠে। 'অথচ বাবা ঠিক ঠিক বুঝে ফেলেছিল।'

'আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো তোমার আগ্রহকে ভুল বুঝেছি।'

'এবার বলো, ওই প্রশ্নটার উত্তর আমার পাওনা।'

'শুনতেই হবে? তুমি নিজেও জানো ওটার উত্তর, অন্তত এখন।'

'তবু শুনতে চাই। শুনতে যে আমার ভাল লাগবে!'

'হ্যাঁ, লরিয়া ফ্ল্যাগান অপমানিত হলে অনেক কিছু আসত-যেত স্যামুয়েল ব্রুকসের। এখানে ওর জীবন নতুন করে শুরু হয়েছিল তো ওই মেয়েটির জন্যেই।'

পরের রোববারে গির্জায় বিয়ে হয়ে গেল ওদের। প্রিস্টের কাছে অস্ত্র জমা রেখে শপথ করল ব্রুকস যে আর কখনও ওগুলো তুলে নেবে না।

স্যামুয়েল ব্রুকস তার শপথ অটুট রাখতে পারেনি, পরে আবারও তুলে নিয়েছিল নিজের বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র।

সেটা ভিন্ন গল্প।

***

শোধ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

মালভূমির মত জায়গাটার চূড়ায় উঠে শহরটা দেখতে পেল সে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল, হ্যাটের ব্রিম তুলে দিল খানিকটা। ঢালের নিচে ছোট্ট শহরটাকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল এবার। চওড়া রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়ি, একেবারে শেষ মাথায় ক্রুশঅলা দালানটাই গির্জা। ওটা ছাড়িয়ে দিগন্তের বুকে চলে গেছে সরু ট্রেইল, ঊষর প্রান্তরে গিয়ে মিশেছে। পুবে সুবিস্তৃত পর্বতসারির পাদদেশে সবুজ বনভূমি, শহর থেকে মাইল দুই দূরে; মাঝখানের জায়গাটুকু মোটামুটি সমতল। সরু নালার মত একটা ক্রীক এঁকেবেঁকে চিরে গেছে জায়গাটাকে। উল্টোদিকে, দুর্গম প্রান্তর পাঁচ মাইল দূরে রকি পর্বতমালায় গিয়ে মিশেছে। লিয়ন সিটির আশপাশে কোন সমভূমি বা রেঞ্জের চিহ্ন নেই, বোঝার উপায় নেই আসলেই এটা কোন ক্যাটল টাউন কি-না।

শহরের ওপর ফিরে এল তার দৃষ্টি। ধূলি-ধূসর অপরিচ্ছন্ন রাস্তা। বাড়িগুলোয় যে ধুলোর পুরু আস্তর জমেছে রঙজ্বলা ফ্যাকাসে চেহারা দেখে তা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। প্রখর রোদে রাস্তার ধূলিকণা চিকচিক করে উঠল। ফাঁকা রাস্তায় একটা নেড়ি কুকুর আর তিনটে মুরগী চোখে পড়ছে। লিয়ন সিটির জন্যে এটাই স্বাভাবিক। শহরটা অ্যারিজোনার একেবারে শেষপ্রান্তে, সামনে আরও বিশ মাইল গেলে পড়বে সল্টলেক মরুভূমি। তারপর, চল্লিশ মাইল দূরে মেক্সিকোর সীমানা। আর এদিকে সবচেয়ে কাছের শহর সিলভার টাউন একশো মাইল দূরে, তা-ও সেটার অস্তিত্ব কেবল গুটিকয়েক ভগ্নপ্রায় দালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দু'একজন ভবঘুরেকে পাওয়া যেতে পারে যারা চলার পথে ভাঙা ওই বাড়িগুলোকে শ্যাক হিসেবে ব্যবহার করছে। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে রূপোর একটা দানা খুঁজে পেয়েছিল এক বুড়ো, সেই থেকে পনেরো দিনের মধ্যে গজিয়ে ওঠে শহরটা। শেষ হতেও সময় লাগেনি। প্রকৃতির ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেতে বছর ঘোরার আগেই কেটে পড়েছে ভাগ্যান্বেষী লোকগুলো। হঠাৎ কেউ উপস্থিত হয়ে পড়লে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে সেখানে আছে কেবল রঙজ্বলা প্রায় মুছে যাওয়া একটা জীর্ণ সাইনবোর্ড আর বুটহিলে ডজন দুয়েক কবর।

লিয়ন সিটির অবস্থা সিলভার টাউনের চেয়ে ভাল বলা যাবে না। পার্থক্য কেবল একটাই—লোকজনের বসতি আছে এখানে। নেহায়েত ঠেকা ছাড়া দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিয়ে এমন একটা শহরে আসবে না কেউ। তার ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। জেদ আর প্রতিশোধস্পৃহা গত তিন বছর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে, বৈরী পশ্চিমের বিভিন্ন ট্রেইলে কেটে গেছে হাজারটা রাত। পথ চলতে চলতে ক্লান্তি, হতাশা গ্রাস করে ফেলেছে ওকে। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে এখানেই যেন থামতে হয়। নইলে ফিরে যেতে হবে, কিংবা আরও এগিয়ে সল্টলেক পাড়ি দিতে হবে।

শেষ সূত্রটা ছিঁড়ে যাওয়ায় নতুন সূত্র খুঁজতে হবে।

তবে ওর মন বলছে ভিন্ন কিছু—এ শহরে থাকাটা ওর কাছে অভিজ্ঞতার নতুন উৎস বা দু'বেলা খাওয়া আর অলস সময় কাটানোর ফাঁকে কিছু মানুষকে দেখার মধ্যেই হয়তো সীমাবদ্ধ থাকবে না, ফেলে আসা অনেকগুলো শহরের বেলায় যেমন ঘটেছে। তবে যে-কোন শহরে কোন আগন্তুক যেমন ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা পায়, এখানেও তাই জুটবে ওর কপালে। এটাই স্বাভাবিক।

স্পার দাবাল সে, ঢাল বেয়ে এগোল সোরেলটা। সকাল থেকে টানা ছুটছে বলে ক্লান্ত। ঘামে চিকচিক করছে ওটার রেশমী কালো পশম। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ায় বিশ্রাম আর খাবারের অধিকার জন্মেছে ওটার। *আগে আস্তাবলে যেতে হবে,* ভাবল সে, *ঘোড়াটার যত্নের ব্যবস্থা করার পর বেল্টের নিচে নিজের চুপসে যাওয়া পেটের গতি করা যাবে।*

ঢোকার মুখে কামারের দোকান। হাপর টানছে লোকটা। চোখ তুলে ওকে দেখল একবার, নির্লিপ্ত নীল চোখ কিংবা মুখে কোন ভাবান্তর নেই। তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিল, গনগনে আগুনে লোহার টুকরোটা ঠিকমত বসিয়ে দিল।

দু'পাশের বাড়িগুলোর ওপর নজর বুলাল সে। ব্যাংক, নাপিতের দোকান, ল-অফিস, সেলুন, জেনারেল স্টোর, লিভারি স্ট্যাবল···সবই আছে। খানিক এগিয়ে প্রথম আস্তাবলটা পেয়ে থামল ও। এতক্ষণ টুলে বসে ওকে দেখছিল হসল্যার, উঠে এগিয়ে এল। ঠোঁটের কোণে সস্তা তামাকের রোল করা সিগারেট।

'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার! অনেক দূর থেকে আসছ মনে হয়?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইল মাঝবয়সী লোকটা। গলাটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে, মনে হলো ঠাণ্ডা লেগেছে। বেল্টের ওপর মাঝারি সাইজের একটা ভুঁড়ি, পেটের কাছে বাকস্কিন শার্ট ফুঁড়ে বেরোতে চাইছে। অস্থির দৃষ্টি লোকটার নীল রঙের চোখে, কোথাও স্থিরভাবে তাকাচ্ছে না।

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল আগন্তুক, উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। এমন কোন প্রশ্ন নয় ওটা, সাধারণ শুভেচ্ছা বিনিময়ের মতই। হ্যাট খুলে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ও, এ ফাঁকে বাতাসে ওড়া ধুলো থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে।

'প্রতিদিনের জন্যে পঁচিশ সেন্ট, স্ট্রেঞ্জার,' সোরেলটাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলল সে, মুখ থেকে সিগারেট না সরিয়েই। 'দানা-পানি আর দলাই-মলাইসহ। সস্তা, তাই না?'

'তোমার এখানে থাকার জায়গা হবে?'

'দুটো বাঙ্ক আছে। ওগুলোর জন্যে পঁচিশ সেন্ট। আর খড়ের গাদায় যদি রাত কাটাও, তবে পনেরো সেন্ট দিতে হবে।'

আস্তাবলে বাঙ্ক, এই প্রথম শুনল সে। একপাশে ওঅশ বেসিন দেখে এগোল সেদিকে। পাশে রাখা গামলা থেকে পানি তুলে হাত-মুখ ধু'ল। কয়েকদিনের ক্ষৌরি না-করা মুখে দাড়িগুলো খসখসে, কাঁটার মত লাগছে। সামনের দেয়ালে ঝোলানো ছোট্ট আয়নায় মুখ দেখল–ক্লান্ত এক যুবকের থমথমে অবয়ব। দাড়ি

আর পথচলার ক্লান্তি ওর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কিছু বললে না যে?' পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হসল্যার। সিগারেটের শেষাংশ বুটের তলায় পিষল। 'খড়ের গাদায় না বাঙ্কে থাকবে?'

'একটা বাঙ্ক খালি রেখো। রাতে আসব আমি।'

'আগে টাকা দাও,' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'মুখ ধোয়ার জন্যে পাঁচ সেন্ট, আর যদি গোসল করো তবে দশ—সাবানসহ।'

মুচকি হাসল আগন্তুক, লোকটার বাড়তি কিছু টাকা কামানোর প্রয়াস অপছন্দ করলেও সে-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করল না। 'কপাল মন্দ তোমার, মিস্টার। আগাম পাওনা মেটাতে পারছি না, অল্প কিছু খুচরো পয়সা আছে আমার পকেটে। আগে আমাকে পেটের তাগিদ মেটাতে হবে, যদি এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকে তো তোমার পাওনা মেটাব। নইলে···'

'আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো তুমি! আমার পাওনা শোধ দেবে কিভাবে?'

'ভেবো না, আমার কাছে দুটো ঈগল আছে। ওগুলো অবশ্য এখুনি ভাঙানোর ইচ্ছে নেই।'

তাকিয়ে থাকল হসল্যার, ওর হাব-ভাব বোঝার চেষ্টা করছে। অস্থির দৃষ্টি কিছুক্ষণ ধরে লেগে থাকল ওর মুখে, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল। 'যন্ত্রণা দেখছি!' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'যতসব ফুটো পকেটঅলাদের নিয়ে আমার কারবার! পয়সা না দিয়ে শেষে কেটে পড়বে না তো?'

বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল সে। নজর বুলাল পুরো শহরের ওপর। আগ্রহী হয়ে দেখার নেই কিছু, নিতান্ত সাধারণ একটা শহর। উল্টোদিকে বিশ গজ দূরে একটা ক্যাফে দেখতে পেয়ে এগোল। রাস্তা পেরিয়ে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটা টেবিলে বসে খাচ্ছে তিনজন। চোখ তুলে একবার দেখল ওকে, তারপর খাওয়ায় মনোযোগ দিল। রান্নাঘরের দরজায় দেখা গেল সাদা অ্যাপ্রন পরা মাঝবয়সী এক মহিলাকে, মেক্সিকান। চুলে সাদা ছোপ পড়তে শুরু করলেও চেহারায় বোঝা যায় নিঃসঙ্গ পুরুষের বুকে কাঁপন ধরানোর মত আকর্ষণ একসময় তার যথেষ্টই ছিল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মহিলা, মুখটা লালচে দেখাচ্ছে। এতক্ষণ বোধহয় চুলোর কাছে ছিল।

আঙুল উঁচিয়ে হ্যাটের কিনারায় ছোঁয়াল আগন্তুক, কাছের টেবিলে বসে পড়ল। 'সবচেয়ে সস্তা খাবার দাও আমাকে, ম্যা'ম,' মহিলা এগিয়ে আসতে বলল।

'স্টু, মটরশুঁটি, বেকন আর কফিতে চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল সে, পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করল। 'কত?'

'নব্বই সেন্ট। আগে খেয়ে নাও।'

দারুণ ক্ষুধার্ত ছিল, খাওয়ার সময় টের পেল আগন্তুক। সকালে সূর্য ওঠারও আগে শেষ দুই টুকরো জার্কি দিয়ে নাস্তা করেছে। খালি পেট ভরেছে কফিতে। তারপর আর পেটে কিছু পড়েনি। ধীরে সময় নিয়ে খাওয়া সারল ও। রান্নাটা ভাল। গত কয়েকদিন ধরে শুকনো জার্কি আর বেকন খেতে খেতে মুখ বিস্বাদ

হয়ে গেছে।

কফির মগ টেবিলে নামিয়ে রেখে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে চলে গেল মহিলা।

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল সে। খাওয়ার দাম টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল এরপর, হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

'আজব চিড়িয়া, কোত্থেকে যে আসে এরা!' পেছনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটা গলা শুনতে পেল ও। 'মিসেস বার্থেজ, এসব আজেবাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেয়া উচিত নয় তোমার।'

ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল আগন্তুক। এখানে ঢোকার পর একবার নজর বুলিয়েছিল, ঝামেলা বা বিপদের আশঙ্কা করেনি। তারওপর পেটের তাগিদই ওকে অন্য কোন দিকে নজর না দিতে বাধ্য করেছিল। এবার সময় নিয়ে দেখল তাকে—ধোপ-দুরস্ত দামী পোশাক, শহুরে লোক। পুবের কোন শহরে একে ভাল মানাবে। সুদর্শন, নিখুঁত চেহারা। ত্রিশের কাছাকাছি হবে বয়েস। বাদামী চোখে নিতান্ত অবহেলা, বোঝা যাচ্ছে অন্যদের সহজে আমল দেয় না এ লোক। অন্যদের চ্যালেঞ্জ করে, খুঁচিয়ে এক ধরনের আনন্দও পায় বোধহয়। মোট কথা, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও, খুব বিপজ্জনক না হলেও এ ধরনের লোকের উপস্থিতি অস্বস্তিকর। সঙ্গীদের দিকে তাকাল আগন্তুক, তারপর দু'জনকেই বাতিল করে দিয়ে ফিরল লোকটির দিকে। 'আমাকে কিছু বলছ, মিস্টার?' নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'না, মিসেস বার্থেজকে বলছিলাম,' কাছে দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকাল সে, চাপা হাসি দেখা গেল চোখে-মুখে। 'ওকে কিছু বলেছি আমি?' সঙ্গীদের উদ্দেশে শুধাল।

মুখ টিপে হেসে উঠল অন্যরা, উত্তরে মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, বেন,' মোটাসোটা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে, চোখে কৌতুক। 'লিয়ন সিটিতে এ ধরনের ছোঁকছোঁক করা ভবঘুরেদের আসা-যাওয়া কিভাবে বন্ধ করা যায়, বলো তো? এরকম একটা আইন করার সময় হয়তো হয়েছে—ইচ্ছে করলেই কেউ যেখানে-সেখানে ঢুকতে পারবে না।'

'বিশেষ করে এই ক্যাফের কথা বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?' হেসে পাল্টা জানতে চাইল বেন, উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অন্য সঙ্গীর দিকে।

'তুমি বোধহয় আমার সম্পর্কেই বলছ,' শান্ত, সাবলীল কণ্ঠে খোশ-গল্পে বাধ সাধল আগন্তুক। নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে। 'আমি ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। তোমার বন্ধুদের যদি বলে থাকো,' উল্টোদিকে বসা দু'জনকে দেখাল। 'তাহলে মিটে গেল ব্যাপারটা। আমার তাতে কিছু যায়-আসে না।'

ধক্ করে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'মি. ক্রুশার, দয়া করে শান্ত হয়ে বসো,' চাপা স্বরে বলল মহিলা, কণ্ঠে বিরক্তি চাপা থাকল না। 'একজন ভদ্রলোকের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তা বোধহয় তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।' ঘুরে আগন্তুকের দিকে ফিরল, তার ভয় হলো হয়তো এখানেই শেষ হবে না ব্যাপারটার; আগন্তুক সদিচ্ছা দেখালে অবশ্য তা ঘটতে পারে। প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে তাকাল মিসেস

বার্থেজ। আগন্তুকের মধ্যে আগ্রহ না দেখে খুশি হলো, এগোল দরজার দিকে।

তাকে অনুসরণ করে পোর্চে বেরিয়ে এল সে।

'ধন্যবাদ তোমাকে,' মৃদু স্বরে বলল মহিলা। 'তোমরা আগে থেকে পরিচিত?'

'প্রথম দেখলাম ওকে।'

'বুঝতে পারছি না। এমনিতে সে খুব ভদ্র আচরণ করে সবার সাথে, হঠাৎ···'

'হয়তো আমার চেহারা-সুরৎ ওর পছন্দ হয়নি,' ক্ষীণ হেসে বাধা দিল সে। 'ওর মত ভদ্র কাপড় নেই পরনে, পকেটেও পর্যাপ্ত টাকা নেই।'

'তাতে ওর কিছু আসে-যায় না।'

'বোধহয় আসে-যায়, সে চায়নি ওর সামনের টেবিলে একজন ভবঘুরে বসে থাকুক,' নড করল আগন্তুক, মহিলাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পোর্চ ছেড়ে নেমে সাইডওঅক ধরে এগোল।

শহরটা একবার চক্কর দেয়া যাক, ভাবল সে। গির্জা পর্যন্ত হেঁটে চলে গেল। পশ্চিমের কোন বিচ্ছিন্ন শহরে যেমন থাকে এখানে তারচেয়ে বেশিই আছে, গির্জার পাশে স্কুলটা দেখে ভাবল। ব্যাংকটা শহরের প্রায় মাঝখানে। ছোট দুটো হোটেলও আছে।

ফেরার পথে প্রথম সেলুনে ঢুকে পড়ল আগন্তুক। বাইরের চেয়ে ভেতরে আলো কম। একপাশে বিশাল বার, বাকিটা জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো টেবিল আর চেয়ার। দেয়ালের কোণে আয়না লাগানো, কেউ ইচ্ছে করলে এককোণে বসেও সবার ওপর নজর রাখতে পারবে। বারের সামনে রাখা টুলের সারির একটায় বসে হুইস্কির ফরমাশ দিল সে। চোখ বুলাল অন্যদের ওপর। দুটো টেবিলে পোকার খেলা চলছে, কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে কয়েকজন। আরেকটা টেবিলে বসে গল্প করছে তিন পাঞ্চার, সামনে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস।

বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল মোটাসোটা বারকিপার। থলথলে মুখ, চর্বির আধিক্যে চোখগুলো প্রায় সময়েই বুজে থাকছে। সবল ভারী হাত বারের ওপর রেখে ঝুঁকে এল সে। 'কাজ খুঁজছ নাকি?'

'মন্দ হয় না তাহলে। পকেটের অবস্থা সুবিধের নয়।'

'টেম্পলার লোক খুঁজছে। উত্তরে মাইল খানেক গিয়ে প্রথম ট্রেইল ধরে এগোলে বাথানটা পেয়ে যাবে। ওর হাল বিশেষ সুবিধের নয়, ঠিক মত বেতন দেয়ার অবস্থাও নেই। খরা আর রাসলাররা ডুবিয়ে ছেড়েছে। এদিকে ওকে নোটিশ দিয়েছে ক্রুশার। হয়তো দুই মাস পরই ব্যাংকের সম্পত্তি হয়ে যাবে বাথানটা।'

'ক্রুশার?'

'হেনরী ক্রুশার, ব্যাংক মালিকদের একজন।'

হয়তো ক্যাফেতে দেখা সুবেশী ওই লোকটাই, বয়সটা কমই—ভাবল আগন্তুক।

'অথবা প্রাইসের স-মিলে যেতে পারো। সকালে পা কেটে ফেলেছে ওর এক লোক। পরিশ্রম করতে রাজি থাকলে ওখানেই যাও। প্রাইস ভাল বেতন দেয়।'

'কোথায় পাব ওকে?'

'ব্যাংকের পাশের গলি ধরে পুবে কিছুদূর গেলে পেয়ে যাবে মিলটা।'

'ধন্যবাদ।'

হুইস্কি শেষ করে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। সময়টা এখানেই কাটানো যাক, সিদ্ধান্ত নিল সে, পোকার টেবিলে চেয়ার খালি হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর অন্য কেউ আগ্রহী হলো না দেখে বসে পড়ল। ডিলার লোকটা তাস বাঁটার ফাঁকে দেখল ওকে। ভাবলেশহীন মুখ, পেশাদার। অন্য দু'জন তা না হলেও একেবারে আনাড়িও নয়। চোখের অস্থির চাহনি সতর্ক করল ওকে, ধারণা করল কোন ঝামেলা হলে এদের কাছ থেকেই আসার সম্ভাবনা বেশি।

তাস কখনও ঠকায়নি ওকে। কারণটা বোধহয় এই, হিসেব করে যুক্তি দিয়ে খেলে সে। আজও খেলল। খেলার ফাঁকে লোকজনের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। পশ্চিমের যে কোন শহরে সেলুন হচ্ছে খবরের জন্যে আদর্শ জায়গা। কয়েক ঘণ্টায় মোটামুটি একটা চিত্র পেয়ে গেল—কেভিন লপার, হেনরী ক্রুশার, রিক স্যাভেজ···বেশ কয়েকটা নাম। পাঁচটা বাথানের নাম কানে এসেছে, খরার প্রকোপ চলতে থাকায় ঘুরে-ফিরে তা নিয়েই ওদের আলোচনা বেশি হচ্ছে। অবশ্য রাসলিং নিয়েও আলোচনা করেছে।

নিজের পকেটের অবস্থা কাউকেই বুঝতে দেয়নি আগন্তুক। প্রথম দুই ঘণ্টায় দু'একটা ঝুঁকি নিয়েছে কেবল, কাজে লেগে যাওয়ায় বেশ কিছু লাভ হয়েছে। ডিলার লোকটা চুরি করছে, কিন্তু ওর বেলায় তা করছে না, কারণটা বুঝতে পারল না ও। লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে চাইল, উৎসাহ দেখা গেল না তার মধ্যে। অবাক হলো ও, জুয়াড়ী এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে, কিন্তু সুযোগ পেলেই অন্য দু'জনকে কচুকাটা করতে দ্বিধা করছে না।

হেরে গিয়ে খেপে গেল ওরা। বাজিয়ে দেখতে গিয়ে আরও হারল। যথেষ্ট হয়েছে ভেবে হিসাব করে খেলা শুরু করল আগন্তুক। একটা ড্রিঙ্ক দিয়ে যাওয়ার সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল বারকিপার। 'তোমার দিন দেখছি আজ, স্ট্রেঞ্জার!' হালকা সুরে বলল চর্বির দলা। 'লেসলির তো তলানিতে এসে ঠেকেছে,' ডিলারের দিকে ইঙ্গিত করে যোগ করল।

'আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ড্রিঙ্ক দাও।'

অন্য দু'জন খেপে বোম হয়ে আছে। অনবরত সিগারেট ফুঁকে নিজেদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছে।

শেষ দানটা বেশ বড়সড় হলো। সব চিপস্ পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

'আরে, তুমি দেখছি চলে যাচ্ছ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ডান পাশের লোকটা। 'মগের মুল্লুক নাকি? ইচ্ছে হলো আর যখন-তখন চলে যাবে?'

'ভাগ্য আজ তোমাদের সাথে নেই, বন্ধুরা। আরও খেললে শেষে ফতুর হয়ে যাবে। ভরাডুবি হওয়ার আগেই সাবধান হওয়া ভাল নয় কি? আমার পক্ষ থেকে ড্রিঙ্ক নাও, মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো ঠিক বলেছি কি-না।'

'চুরি করেছ তুমি!' অভিযোগ করল অন্যজন।

'ওর দেয়া তাসে খেললাম আমরা,' ডিলারকে দেখাল আগন্তুক। 'ভজকটটা কোথায় হয়েছে বুঝছি না তো। তুমি যা বলছ,' ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল।

'প্রমাণ করতে পারবে? কেউ বললেই তো…'

'তুমি চুরি করেছ!' চড়া গলায় ওকে বাধা দিল প্রথমজন। রাগে ফুলে উঠেছে গলার পেশীগুলো। 'এর মধ্যে প্রমাণ দেয়ার কি আছে? আমাদের টাকা এখন তোমার পকেটে এবং কেটে পড়তে চাইছ তুমি। এটাই তো যথেষ্ট। কি বলো, লেসলি?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ডিলার, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'তো?' লোকটার মুখোমুখি হলো ও, চেয়ার পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

সেলুনের বাকি লোকগুলো দেখছে ওদের।

'খেলতে হবে তোমাকে!' জেদী স্বরে বলল পাশের লোকটা।

'উঁহুঁ,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল আগন্তুক। 'সুযোগ পেলে আরেক দিন হয়তো খেলা যাবে। কিন্তু আজ আর নয়।'

দু'পা এগোতে সক্রিয় হয়ে উঠল ওরা। লাফিয়ে ওর পথরোধ করল পাশের লোকটা। চোখের কোণ দিয়ে আগন্তুক দেখতে পেল টেবিল থেকে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়েছে অন্যজন। 'দেখো, বন্ধুরা, অযথাই মাথা গরম করছ,' হালকা সুরে বলল ও যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আপসের সুর নেই বরং চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল।

'জেফ, এই ব্যাটা দেখছি আমাদের জ্ঞান দিতে চাইছে!' দু'পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল বোতলঅলা। 'চলো, টাকা নিয়ে কেটে পড়ার খায়েশ ওর মিটিয়ে দেই।'

লোকটাকে দেখল আগন্তুক, গায়ে-গতরে জোর ভালই আছে। তুলনায় অন্যজনকে শীর্ণদেহী বলা চলে। চোখে একরাশ জেদ, বোঝা যাচ্ছে একেও টপকে যেতে হবে। ডিলারের দিকে ফিরল ও, লোকটাকে নিস্পৃহ দেখাচ্ছে কিন্তু চোখে চাপা কৌতূহল। আগন্তুক নিশ্চিত হলো এ লড়াইয়ে অংশ নেবে না ডিলার, বরং ও কিভাবে লোকগুলোকে সামাল দেয় তা দেখতে আগ্রহী। পুরোপুরি পেশাদার লোক। অন্তত *একজন তো কমল*, ভাবল আগন্তুক।

'টাকাগুলো টেবিলে রাখো, স্ট্রেঞ্জার। তারপর মানে মানে কেটে পড়ো,' বলল লিউক। নির্দেশের মত শোনাল কথাগুলো।

'উঁহুঁ, তোমাদের কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'নিকুচি করি তোমার পছন্দের!' খেপে গিয়ে ঘুসি চালাল জেফ।

এরকম কিছু হতে পারে, জানত আগন্তুক। সরে গিয়ে ঘুসিটা কাটাল, তারপর হাত চালাল। উড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল জেফ। হুড়মুড় করে তাকে নিয়ে উল্টে পড়ল টেবিলটা। মেঝেতে মাথা ঠুকতে জ্ঞান হারাল সে।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও, লিউক ওর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষিপ্রতার সাথে বোতল চালিয়েছে। বলিষ্ঠ কাঁধে লাগল আঘাতটা। বোতল ভেঙে হুইস্কি আর কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দু'পা এগিয়ে লিউককে ধরে ফেলল ও, ঝটপট দুটো ঘুসি হাঁকাল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। রাগে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল এবার, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। ছুটে এসে পা দিয়ে তার হাত মেঝের সাথে চেপে ধরল আগন্তুক। ককিয়ে উঠল লোকটা।

ঝুঁকে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল ও, তারপর নামিয়ে আনল লিউকের চাঁদিতে। জ্ঞান হারানোর আগে খিস্তি করল সে।

পিছিয়ে এল আগন্তুক, ঘুরল ডিলারের দিকে।

নিজের চেয়ারে বসে আছে লেসলি উইলিয়ামস। অস্বস্তিভরে হাসল, কাঁধ উঁচাল অসহায় ভঙ্গিতে। 'বোকামির দণ্ড দিল ওরা,' হালকা সুরে মন্তব্য করল।

'কিন্তু তুমিই ওদের উস্কে দিয়েছ!' শীতল কণ্ঠে অভিযোগ করল আগন্তুক। 'চুরি করেছ তুমি কিন্তু তা আমার ওপর চাপাতে চেয়েছ।'

'ঠিক বলোনি, বন্ধু,' হাসি ম্লান হলো না লেসলির।

'তুমি একটা আস্ত মিথ্যুক এবং সস্তা চোর! তোমার মত বহু লোক দেখেছি আমি, হাত সাফাই করে যারা নিরীহ লোকের পকেট খালি করেছে। শেষপর্যন্ত ওরা শহর বা ক্যাম্প ছেড়েছে নয়তো বুটহিলে শুয়েছে।' টেবিলের ওপর লিউকের পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল ও।

লেসলি উইলিয়ামসের হাসি মুছে গেল। রাগ ফুটে উঠল চোখে। গানফাইটের আশঙ্কায় একপাশে সরে গেল সেলুনের সব লোক। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। চোখ সরিয়ে নিয়ে টেবিলে রাখা পিস্তল দেখল জুয়াড়ী, তারপর আগন্তুকের উরুতে চলে গেল তার দৃষ্টি। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে পনেরো ফুট দূরে, শরীর টান টান। ক্ষিপ্রবেগে পিস্তল তুলে নিতে উরুর কাছে আলতোভাবে পড়ে আছে ডান হাত।

হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিল লেসলি, ক্লিষ্টভাবে হাসল। 'দেখো বাপু, ও জিনিসটা ভাল চালাতে জানি না আমি। তাছাড়া আমাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যে ডুয়েল লড়তে হবে। ব্যাপারটা অন্য কোনদিন মিটিয়ে ফেলব আমরা।'

'সেদিন টেবিলটা দেয়ালের আয়নার কাছ থেকে সরিয়ে ঘরের মাঝখানে রাখবে আশা করি, আর ওই ফুলহাতা কোটটা পরে এসো না।'

শ্রাগ করল ডিলার। 'তোমার ইচ্ছেমতই হবে, মিস্টার,' জোর করে নিজেকে ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করল যদিও তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে।

'হচ্ছে কি এখানে,, অ্যাঁ?' সজোরে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা, ভরাট কর্তৃত্বপূর্ণ একটা স্বর শোনা গেল।

আর সবার মত ঘুরে সেদিকে তাকাল আগন্তুক, বিশালদেহী এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের যে কোন লোকের চেয়ে অন্তত ইঞ্চি ছয়েক লম্বা হবে। প্রচণ্ড চওড়া বুকের ছাতি, পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না। শার্টের পকেটের ওপর আঁটা টিনের তারাটা বিশাল বপুর তুলনায় বেশ ছোটই লাগছে।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আগন্তুকের দৃষ্টি। লিয়ন সিটির মার্শালের মুখের ওপর স্থির হলো। পাথরে গড়া একটা মুখ যেন, অনেকগুলো কাটা দাগ সেখানে। কানের গোড়ার কাছে উদ্দিষ্ট চিহ্নটা খুঁজে পেল। সারা শরীরে প্রশান্তির পরশ অনুভব করল সে, তিনটে বছরের বিরামহীন চলা শেষ হয়েছে বোধহয়। এমন একটা মুখই খুঁজছিল।

খুঁটিয়ে ওকে দেখছে মার্শাল। 'তোমাকে আগে কখনও দেখিনি।'

'দেখার কথাও নয়, আজই এসেছি।'

'কোথায় উঠেছ?'

'শহরে ঢোকার মুখে প্রথম আস্তাবলটায়।'

কে যেন হেসে উঠল, মার্শাল সেদিকে ফিরতে চুপ মেরে গেল। ঘুরে বারকিপারের দিকে তাকাল সে। 'এ দুটোর মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করো, বব,' অবলীলায় বাম হাতে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ডিলারের দিকে ফিরল এবার। 'তোমার কোন অভিযোগ আছে?'

'না। যা ঘটেছে তাতে ওর কোন দোষ নেই।'

ঘরের আরও দু'জনকে জিজ্ঞেস করল মার্শাল। মোটামুটি একই বক্তব্য পাওয়া গেল। আনমনে মাথা ঝাঁকাল সে, বারকিপারকে ড্রিঙ্ক দেয়ার ইঙ্গিত করল। টেবিলে রাখা তাস তুলে নিয়ে ফেটতে শুরু করল এরপর। 'তো লেসলি, এ নিয়ে একমাসের মধ্যে তিনবার ঝামেলা বাধল তোমার টেবিলে। এভাবে চললে কিন্তু খেলাটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব আমি। আর তোমাকে লিয়ন সিটি ছাড়তে হবে।'

'দেখো, রিক, আজকের ব্যাপারটায় আমার হাত ছিল না।'

'শাট আপ, লেসলি! আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না,' মুখিয়ে উঠল মার্শাল, থাবড়া মারল টেবিলে। পিস্তলটা দু'হাত লাফিয়ে উঠে আবার টেবিলেই পড়ল, আর টেবিলটা কাঁপতে থাকল। 'তোমার মত ছ্যাঁচোড় জুয়াড়ীদের এই রিক স্যাভেজ ভাল করেই চেনে, বহুবার শায়েস্তা করেছে। বোলচাল বাদ দিয়ে আসল কথায় আসো! এই লোকটা কোন ভজকট করেছে?'

'না। ও ফেয়ার খেলে জিতেছে।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মার্শাল। চেয়ারটা কাঁপতে শুরু করল, ভেঙে পড়বে যেন। 'তো, আরেকবার হারলে তুমি, লেসলি! একটা অচেনা লোক তোমাকে টেক্কা দিয়ে জিতে গেল, আর তা সহ্য করলে?'

'আমি হারিনি, রিক। হেরেছে ওরা দু'জন।'

'তো এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা। তোমার চেয়ে সেয়ানা মনে হয়?'

'ভাল খেলে,' জুয়াড়ীর সংক্ষিপ্ত জবাব।

'লপার শুনলে খুশি হবে। সে তো খেলার লোকই পায় না। কি, জমবে ওর সাথে?'

'মন্দ হবে না।'

আগন্তুকের দিকে ঘুরল রিক স্যাভেজ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল কিছুক্ষণ। 'থাকছ নাকি?'

'শহরটা আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে।'

সশব্দে চেয়ার ছাড়ল মার্শাল। 'ও দুটো কোথায়, বব?' বারকিপের দিকে ফিরে জানতে চাইল।

'পোর্চে আছে। বলেছি তোমার সাথে দেখা করে যেতে।'

'ভাল করেছ।' দরজার দিকে এগোল স্যাভেজ, জুতো জোড়া মেঝেতে ভরাট শব্দ তুলছে। হাতের তালু দিয়ে ব্যাটউইং দরজার পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে গেল। পাল্লাজোড়া ফিরে এসে এত জোরে পরস্পরের সাথে বাড়ি খেল যে মনে হলো

ভারী কিছু একটা মেঝেতে আছড়ে পড়েছে। 'এসো আমার সাথে!' বাইরে মার্শালের চাপা গলার নির্দেশ শোনা গেল একটু পর।

জুয়াড়ীর ওপর আগন্তুকের চোখ। বিষদৃষ্টিতে মার্শালের পেছন দিকটা দেখছে লেসলি উইলিয়ামস, চোখে তীব্র ঘৃণা। বিড়বিড় করে বলল কি যেন। তারপর মেঝেতে একদলা থুথু ফেলল। ঘরের অন্যান্য লোক নিজেদের চরকায় তেল দেয়া মনস্থ করল এবার, যার যার জায়গায় ফিরে গিয়ে ঘটনাটা নিয়ে আলাপ করতে শুরু করল।

দরজার দিকে এগোল আগন্তুক।

'সাবধানে থেকো, বন্ধু,' চাপা স্বরে পেছন থেকে বলল জুয়াড়ী। 'অন্তত আজকের রাতটা।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, তাকাল লেসলি উইলিয়ামসের চোখে।

'বেশ কিছু ডলার জিতেছ তুমি। অনেকেই ভাবতে পারে তোমার পকেটে থাকার চেয়ে ওগুলো তাদের নিজেদের পকেটে থাকাই ভাল হবে।'

'ব্যাপারটা অত সহজ হবে না।'

'সময় করে এসো একবার, ওপরে থাকি আমি,' নিচু স্বরে বলল সে যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়। 'তোমার সাথে বেশ কিছু কথা আছে। মনে হচ্ছে একই দলের লোক আমরা।'

স্থির দৃষ্টিতে জুয়াড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। বুঝতে চেষ্টা করছে লোকটার এত রাখ-ঢাক আর উদ্দেশ্যপূর্ণ কথার পেছনে কি থাকতে পারে। আচরণে আর কথাবার্তায় যতটা সহজ-সরল মনে হচ্ছে মোটেও তা নয় সে—এটুকু নিশ্চিত। একটু আগেও ওকে শত্রু ভাবছিল অথচ এখন যেন নিজের দলে টানতে চাইছে। কারণটা কি? বোঝা যাচ্ছে মার্শাল রিক স্যাভেজের কারণে বদলে গেছে জুয়াড়ীর মনোভাব, এবং স্যাভেজকে ঘৃণা করে লোকটা।

লেসলি উইলিয়ামস আর কিছু না বলায় দরজার দিকে এগোল আগন্তুক।

বেরিয়ে এসে ব্যাংকের দিকে এগোল ও। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। ফুটপাথ আর রাস্তায় বেশ কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই সাধারণ পাঞ্চার, ভবঘুরে অথবা ক্যাটলম্যান; নেস্টর বা সাধারণ ব্যবসায়ীও আছে। একটা হোটেলের সামনে তিনজন মেক্সিকানকে দেখতে পেল ও, নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে ভুলেও মনোযোগ দিচ্ছে না। সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় এদিকে মেক্সিকানদের বসতি অ্যারিজোনার অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বেশি।

খুরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তা পেরিয়ে ব্যাংকের পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল সে। স্রেফ কৌতূহল বশে তাকাল ল-অফিসের দিকে। জানালা পথে মার্শালকে দেখা যাচ্ছে, নিজের চেয়ারে বসে আছে। সামনে জেফ আর লিউক দাঁড়িয়ে। পকেট হাতড়ে টাকা বের করে এগিয়ে দিল ওরা, তারপর বেরিয়ে এল বিরস মুখে।

দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখল ও। রিক স্যাভেজের সাথে কি ধরনের রফা হলো ওদের, জরিমানা? কিন্তু সে তো কোন অভিযোগ করেনি! শ্রাগ করে এগোল আগন্তুক, এটা তার ব্যাপার নয়। অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোই

বুদ্ধিমান লোকের কাজ।

গলি ধরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস লাগল ওর শরীরে, পাইনের সুবাস নাকে দোলা দিল। পাহাড়ের দিকে তাকাল ও। আবছাভাবে চোখে পড়ছে চিরুনির মত খাঁজগুলো, শেষ বিকেলের আলোয় ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিছুদূর এসে দেখতে পেল ছোটখাট কেবিনটা, খোলামেলা জায়গাটার একেবারে কোণে, গুটি কয়েক পাইন আর কটনউডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। একপাশে অনেকগুলো গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, কাছেই বেশ কিছু চেলা করা কাঠ আর মাল টানার একটা ওয়াগন। নামমাত্র শেডের নিচে স্ট্রে-তে দুটো তাগড়া খচ্চরকে খড় দেয়া হয়েছে। পাশে ওঅটর ট্রাফ। পুরো জায়গাটা পরিচ্ছন্ন।

কেবিনটা ছোট হলেও মজবুত। চিমনিতে ধোঁয়া উঠছে। নয়-দশ বছরের একটা ছেলে বেরিয়ে এল পোর্চে, দেখল ওকে, তারপর ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আগন্তুক পোর্চ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই চল্লিশোর্ধ্ব এক লোক বেরিয়ে এল। ছোটখাট মজবুত শরীর।

'মি. প্রাইস?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'ববের কাছে শুনলাম তোমার একজন লোক দরকার।'

'ভেতরে এসো,' বলে ঘুরে দাঁড়াল নিকোলাস প্রাইস। তারপর জোরাল গলায় ডাকল মার্ক নামের কাউকে। 'তোমার মা-কে আমাদেরকে কফি দিতে বলো,' ছেলেটা দরজায় এসে দাঁড়াতে বলল সে।

প্রাইসের পেছনে ভেতরে ঢুকল আগন্তুক। ছোট কামরাটাই সম্ভবত কাঠ ব্যবসায়ীর অফিস। একটা টেবিল আর চারখানা চেয়ার। দেয়ালের কাছে ছোট ডেস্কে কাগজপত্র। ওপাশে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল প্রাইস, হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার পরিচয় তো জানোই। তুমি?'

'জেমস,' হাত মেলানোর সময় জানাল আগন্তুক।

'শুধু জেমস?' ভ্রূকুটি করল প্রাইস।

'ওটাই কি যথেষ্ট নয়?'

থমকে গিয়ে কি যেন ভাবল সে, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'নামে কি আসে-যায়। আমার দরকার কাজ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি তা পারবে।'

মার্ক প্রাইস, ছেলেটা, একটা ট্রে-তে কফি আর বিস্কুট পরিবেশন করে কেটে পড়ল।

'দু'জন লোক ছিল আমার,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল কাঠ ব্যবসায়ী। 'একদিনের ব্যবধানে দু'জনকেই হারালাম। পরশু রাতে জুয়া খেলতে গিয়ে লেসলি উইলিয়ামসের গুলিতে মারা পড়েছে একজন। মদে চুর হয়ে ছিল লোকটা, জুয়াড়ীকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেই বিপদ ডেকে এনেছে। আর অন্যজন, সকালে কাজ করার সময়ও মাতাল ছিল। কাঠ ফাড়তে গিয়ে নিজের পায়ে কোপ মেরে বসেছে। বোঝো অবস্থা, যত্তসব মাতাল নিয়ে আমার কারবার! তুমিও আবার ওরকম না তো?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না জেমস।

'পাশের ক্রীকটা দেখেছ? ওটা ধরে মাইল দুই গেলে পেয়ে যাবে জঙ্গলটা। ওখান থেকেই কাঠ সংগ্রহ করি আমরা। গাছ কাটা, ফাড়ানোর পর বাড়তি কিছু কাজও করতে হবে। হোটেল, ক্যাফে আর কয়েকটা বাড়িতে কাঠ দিয়ে আসতে হবে। তবে সন্ধ্যার আগেই ছুটি পেয়ে যাবে।

'দুপুরে আমার এখানে খাবে। রাতে এখানেই থাকতে পারো, সে তোমার ইচ্ছে। মাসে চল্লিশ ডলার। পরিশ্রমের তুলনায় বেতন হয়তো কম কিন্তু ইদানীং ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না আমার। তাছাড়া ওই লোকটাকেও কিছু টাকা দিতে হবে, আমার কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে বেচারা। যাকগে, তোমার পোষাবে?'

শেষ চুমুক দিয়ে মগ নামিয়ে রাখার সময় মাথা ঝাঁকাল জেমস। ড্রয়ার খুলে চুরুট বের করে ওকে অফার করল প্রাইস।

'কাজটা ভাল না লাগলে আগে থেকে জানিয়ো, হুট করে কেটে পড়ো না। বিপদে পড়ে যাব তাহলে। গরু রাইড করার জন্যে লোক এখানে যথেষ্ট আছে কিন্তু কাঠ কাটার লোক পাওয়া মুশকিল।'

চুরুট ফুঁকছে জেমস, নিকোলাস প্রাইসকে ওর পছন্দ হয়েছে।

'আরেকজন না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকেই চালিয়ে নিতে হবে। উঠেছ কোথায়?'

'ঠিক করিনি এখনও।'

'এখানে চলে এসো। হোটেলে থেকে টাকা নষ্ট করার দরকার কি! যাও, জিনিসপত্র নিয়ে এসো···আর আমাদের সাথে সাপার খাবে।'

বেরিয়ে এসে ফিরতি পথে এগোল জেমস। অন্ধকার হয়ে এসেছে। আবছাভাবে চোখে পড়ছে গলিটা। মূল রাস্তার কাছে আসতে সেলুনের হৈ-হল্লা কানে এল, রাস্তায় লোকজনের চলাচল বেড়েছে। পশ্চিমের আর সব শহরের মত সন্ধ্যার পরপর সরব হয়ে উঠেছে মরা শহরটা, যেন ঘুম থেকে জেগেছে। মাঝরাতের পর আবার নীরব হয়ে যাবে।

আস্তাবলে এসে সোরেলটাকে ছাড়িয়ে নিল ও। কিছুটা নিরাশ হয়েছে হসল্যার, বিরক্তি প্রকাশ করতেও ছাড়েনি। স্যাডলে না চেপে হেঁটে ফিরতি পথ ধরল জেমস। দু'ধারের বাড়ি আর দোকান থেকে আসা আলোয় রাস্তার আঁধার পুরোপুরি দূর হয়নি। পাশের বাড়ি থেকে একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ ভেসে এল, চিৎকার করে কি যেন বলল এক মহিলা, বাচ্চার মা বোধহয়। জড়ানো গলায় তাকে গাল দিল একটা পুরুষকণ্ঠ, তারপর একটা চড়ের শব্দ ভেসে এল। বোধহয় মহিলার গালে পড়ল, চাপা ফোঁপানির শব্দে ধারণা করল জেমস।

শ্রাগ করে নিজের পথে এগোল ও। পশ্চিমে বিচিত্র সব মানুষের কারবার, লিয়ন সিটিতেও তাই। একটা দিন পেরোনোর আগেই ওর অভিজ্ঞতা কম হয়নি। তবে এ দম্পতির ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, অহরহ ঘটছে সর্বত্র। ওর কাছে এদের আচরণ আলাদা কোন অর্থ বহন করে না যতটা করে লেসলি উইলিয়ামস, রিক স্যাভেজ বা হেনরী ক্রুশারের আজকের আচরণ। এখন বোঝার উপায় নেই, কিন্তু কয়েকটা দিন গেলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নিকোলাস প্রাইসের আস্তানায় ফিরে এল জেমস। বেডরোল আর স্যাডল

ছাড়িয়ে সোরেলকে নিয়ে করালে চলে এল। ওটাকে দানাপানি দিয়ে দলাই-মলাই করল। খচ্চরগুলো নাক কুঁচকে সন্দেহের চোখে দেখল ওকে, তারপর খড়ের দিকে মনোযোগ দিল। একজন মহিলা বেরিয়ে এসেছে পোর্চে, খেয়াল করল জেমস। হাতে বালতি। করাল থেকে বেরিয়ে মহিলার দিকে এগোল ও। নড করল। ত্রিশোর্ধ্ব, স্বাস্থ্যবতী মহিলা মিসেস প্রাইস। বালতি রেখে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'ওগুলো আমাকে দাও, ম্যা'ম। এটা পুরুষদের কাজ।'

মহিলার চোখে দ্বিধা, অস্বস্তিভরে তাকাল সদ্য নিযুক্ত লোকটির দিকে। 'না, আমিই পারব। এটা তোমার কাজের মধ্যে পড়ে না।'

'তাতে কি,' মাটিতে রাখা বালতি তুলে নিল জেমস। 'কোত্থেকে আনতে হবে, ম্যা'ম, ক্রীকের পানি নিশ্চয়ই খাও না?'

'ব্যাংকের পেছনে কারসনদের কল থেকে নিয়ে এসো, ওটাই কাছে হবে।'

পানি নিয়ে ফিরে খাবার ঘরে পৌঁছে দিল জেমস। খেয়াল করল বাসন-কোসন ধোয়ার জন্যে ওঅশ বেসিনে ব্যবহারের পানিও ফুরিয়ে গেছে। ক্রীক থেকে পানি এনে দুটো পাত্রে ভরল ও।

'তোমার কষ্ট হলো। মার্কের বাবা নেই, হোটেলে গেছে পাওনা আনতে। দু'দিন ধরে কলটা ঠিক করতে বলছি। কাঠ কাটার জন্যে লোক কম থাকায় ওকেও হাত লাগাতে হচ্ছে। এদিকটা দেখার সময়ই পায় না বেচারা।'

জেমস দেখল বিছানার ওপর বইপত্র নিয়ে বসেছে মার্ক। পড়ার চেয়ে ওর ব্যাপারে মনোযোগ বেশি ছেলেটার। চোখাচোখি হতে হাসল সে। জেমস নড করল ওকে, তারপর বেরিয়ে এল।

'নিক এলেই খাবার দেব,' পেছন থেকে বলল মহিলা। 'হাত-মুখ ধুয়ে এসো তুমি।'

বেরিয়ে এসে স্যাডল ব্যাগ থেকে ক্ষুর আর কাপড় নিয়ে ক্রীকের কাছে চলে এল ও। দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলাল। যতদূর মনে হচ্ছে পরিবারটা আন্তরিক, এদের সাথে তার সম্পর্কটা সুন্দরভাবেই শুরু হোক। নোংরা কাপড় আর দাড়ি নিয়ে টেবিলে বসা ঠিক হবে না। ক্রীকের পানিতে নেমে পড়ল ও। আন্দাজের ওপর মুখ ক্ষৌরি করল, আয়না ছাড়া অনায়াসে কাজটা করতে পারে। অনিশ্চিত যার জীবন সে পকেটে আয়না নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না।

একটু পর খেতে বসল ওরা। খাওয়ার আগে প্রার্থনা করল প্রাইস, চোখ বন্ধ করে আছে। ছেলেটার সাথে বারবার চোখাচোখি হচ্ছে জেমসের, দারুণ কৌতূহলী মনে হচ্ছে ওকে।

খাওয়া শেষে বেডরোল নিয়ে ক্রীকের কাছে চলে এল জেমস, বিছানা করল। সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। ধরিয়েছে এসময় ওকে ডাকল প্রাইস, সাড়া দিতে সেখানে চলে এল কাঠ ব্যবসায়ী।

'আরে তুমি দেখছি এখানে শোয়ার আয়োজন করেছ!' বিস্মিত গলায় বলল সে। 'আমাদের একটা কামরা তো খালি পড়ে আছে। ওটা ব্যবহার করতে পারো।'

'খোলা ছাদই আমার কাছে স্বচ্ছন্দের, মি. প্রাইস,' হেসে বলল জেমস। 'বাউণ্ডুলে মানুষ তো, অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ওকে দেখল সে, তারপর শ্রাগ করে ফিরে গেল।

শুয়ে পড়ে সারা দিনের কথা ভাবল জেমস। মন্দ কাটেনি। অস্বচ্ছ একটা ধারণা নিয়ে এখানে আসা বোধহয় বিফলে যাবে না। একজনকে যখন পাওয়া গেছে তখন অন্যদেরও পাওয়া যাবে। উটকো ঝামেলা হিসেবে দেখা দিতে পারে লেসলি উইলয়ামস বা হেনরী ক্রুশার। জুয়াড়ীকে সামলানো কঠিন হবে না। ছোট্ট এ শহরের হেনরী ক্রুশারের সাথে ওর আবার দেখা হবে এটা যেমন নিশ্চিত, তেমনি এ-ও ঠিক ওকে মোটেও পছন্দ করতে পারেনি লোকটা। প্রথম পরিচয়ের তিক্ততা খুব কমই কাটে, সেটা বরং পরে বাড়ে আরও। ত্রিশ চলছে ওর, অনেক বছর ঘুরে-ফিরে দেখেছে দেশটা। জানে পছন্দ করার মত লোককে প্রথম দেখায় ভাল লাগে, অন্তত খারাপ লাগে না। এ পরিবারটির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে—জেমস জানে, এদের সাথে ভাল কিছু সময় কাটবে ওর। প্রাইস দম্পতি সত্যিই আন্তরিক, পছন্দ করার মত মানুষ। ঠিক উল্টোটা হয়েছে হেনরী ক্রুশারের বেলায়। আর রিক স্যাভেজকে এই প্রথম দেখলেও তার সাথে জেমসের জীবনের সবচেয়ে তিক্ত ঘটনা জড়িয়ে আছে। ঘটনাটা ওকে তিনটে বছর ধরে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ক্লান্তিহীন পথ চলতে প্রেরণা জুগিয়েছে। অপরিসীম ঘৃণা ওকে নাচার করে ছেড়েছে; বিন্দুমাত্র ধৈর্যহারা হয়নি সে, জানত একদিন ঠিকই ওদের খুঁজে পাবে।

সামনে কঠিন সময়, নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে মোটেই ভাবছে না ও। বরং এক ধরনের ক্লান্তিকর উল্লাস অনুভব করছে শরীরে, কারণ ওর পথচলা শেষ হয়েছে—গন্তব্যে পৌঁছে গেছে সে।

এবার প্রতিশোধের পালা।

দুই

ভোরে ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেমস। ইয়েলার্স ক্রীক ধরে মাইল দুই পেরিয়ে এসে পেয়ে গেল বনভূমিটা, অসংখ্য সিডার আর অ্যাসপেনের ছড়াছড়ি। একপাশে ওয়াগন রেখে কুঠার আর ল্যাসো হাতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। শুরুতে একটা শুকনো সিডার পেয়ে ওটায় চড়ে একটা শাখার সাথে বাঁধল ল্যাসোটা। অন্য প্রান্ত টান টান করে বাঁধল পাশের গাছের সঙ্গে। নিচে নেমে এসে এবার কাটা শুরু করল।

দুপুরে নিকোলাস প্রাইস যখন সেখানে পৌঁছল ততক্ষণে কাঠ ফালি করতে শুরু করেছে ও।

খাবারের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল সে। 'খেয়ে নাও, জেমস।'

কুঠার রেখে ক্রীক থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এল জেমস, খেতে বসল।

'শুকনো গাছ কাটতে পরিশ্রম বেশি। এরপর থেকে আর কেটো না,' পরামর্শ দিল প্রাইস। কাঠের চেলাগুলো ওয়াগনে জড়ো করছে।

'তোমার শেডে কিন্তু পর্যাপ্ত শুকনো কাঠ নেই।'

'যা আছে তাতে আরও দু'দিন চলবে।'

'তৃতীয়দিন হয়তো বিপদে পড়বে। কাঠ কাটতে এবং শুকাতে সময় লাগবে, মি. প্রাইস।'

'শোনো, বাছা, আমাকে মিস্টার-ফিস্টার বলার দরকার নেই। শুধু নিক বলে ডেকো,' একটু থামল কাঠ ব্যবসায়ী; ঘুরে তাকাল ওয়াগনে তোলা কাঠের দিকে, মনে মনে হিসেব করল বোধহয়। 'যে হারে কাটছ, আমি সন্তুষ্ট, জেমস। সব জায়গায় জোগান দিয়েও বাড়তি কিছু কাঠ থেকে যাবে। বেশি বেশি কাটলে হাঁপিয়ে উঠবে, কাজ ফেলে শেষে চলে না যাও।'

'কয়েক মাস পরেই কিন্তু শীত আসছে,' মনে করিয়ে দিল জেমস। 'তখন তো কাটা যাবে না, এখন থেকেই জমিয়ে রাখতে হবে। কাঠের দরকার কিন্তু তখনই বেশি।'

'শীতে ব্যবসাটা ভাল হওয়ার কথা, অথচ তা হয় না!' আক্ষেপ করল প্রাইস। 'তুমি বোধহয় পর্যাপ্ত কাঠ জমাতে পারো না।'

'কি করব, কাজটা যাকে দেই, সে-ই ফাঁকি দেয়। আর শীতের সময় তো শুয়ে-বসে কাটায় ওরা। আমি নিজে পারি না, বয়স হচ্ছে। একটুতে হাঁপিয়ে উঠি। একটা স কিনতে পারলে অবশ্য এত ঝামেলা হত না, কিন্তু ওটা কিনে বসানোর খরচ এখনও জমাতে পারিনি।'

বিকেলে একসাথে ফিরল দু'জনে। শেডের কাছে এসে ওয়াগন থেকে কাঠ নামাতে শুরু করল জেমস। অনুভব করল হাতের আঙুলগুলো টনটন করছে, চামড়ার দস্তানা পরার পরও ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ফোস্কা পড়েছে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে অবশ্য দু'দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

'হাত-মুখ ধুয়ে এসো তোমরা,' বলল লরা প্রাইস। 'কফির পানি চড়িয়েছি।'

আগুন গরম কফি জেমসের ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দিল। সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করল প্রাইস আর কোন ফরমাশ দেয় কি-না, তারপর শেডে চলে এল যেটাতে কাঠের চেলা গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ছোট একটা বাক্স পেল এককোণে, কয়েকটা যন্ত্রপাতি আছে তার ভেতর—রেঞ্চ, হাতুড়ি, পেরেক। কেবিনে এসে কলটা খুলে ফেলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে গেল ওটা।

'ধন্যবাদ, জেমস,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল মিসেস প্রাইস। 'নিককে অলস বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

হাসল জেমস, হাত ধুয়ে শেডের কাছে চলে এল। যথেষ্ট সময় বাকি আছে সন্ধের। শেডের বেড়াটা কয়েক জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা ঠিক করতে বসল।

রাতে, সাপারের সময় প্রসঙ্গটা তুলল প্রাইস। 'গতরাতে আস্তাবলে একটা লোক মারা গেছে। দু'বার ওর গলায় ছুরি চালিয়েছে খুনী।'

পাত্তা দেবে না মনে করেছিল জেমস, তারপর সহসাই লেসলি উইলিয়ামসের সতর্কীকরণ মনে পড়ল ওর। 'কোন্ আস্তাবলে?' খাওয়া না থামিয়ে জানতে

চাইল।

'শহরে ঢোকার মুখে করবির আস্তাবল।'

'লোকটাকে চেনো নাকি?'

'ভবঘুরে। দু'দিন ধরে কাজ খুঁজছিল, এখানেও এসেছিল। একদিন কাজ করার পর কেটে পড়েছে ব্যাটা, অলস লোক।'

'শত্রুতা?'

'হতে পারে। তবে লোকটা নিরীহ ধরনের। আর এমনও নয় যে ওর পকেটে প্রচুর টাকা ছিল যে তা কেড়ে নিতে পারে কেউ।'

টাকা? এ জিনিস তার কাছে বেশ কিছু আছে, এবং গতরাতে ওই আস্তাবলেই থাকার কথা ছিল ওর। হয়তো যা ভাবছে আদপে তা নয়, অন্য কোন ব্যাপার। কিন্তু জেমসের মন সায় দিচ্ছে না। সেলুন ভর্তি লোকজন শুনেছে আস্তাবলে রাতটা কাটাবে ও, এবং বেশ কিছু ডলার ওকে জিততে দেখেছে অন্তত ত্রিশজন লোক। এদের যে কেউ লোভী হয়ে উঠতে পারে।

পরদিন থেকে কাজগুলো হলো রুটিনমাফিক। বিকেল পর্যন্ত টানা কাঠ কাটে, ফিরে এসে খুঁটিনাটি কাজ সারে। শেডের চালাটা পুরো ঠিক হয়ে গেছে এখন, বেড়াগুলো মজবুত করে বেঁধেছে জেমস। দু'দিন ওয়াগনে করে সাপ্লাই দিয়ে এসেছে হোটেল আর ক্যাফেতে।

প্রাইস একজন ভালমানুষ, এ ক'দিনে এটা ভালমতই বুঝেছে জেমস। তবে কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপারে কিছুটা অনীহা আছে কাঠ ব্যবসায়ীর। তার বুদ্ধিমত্তা মোটেও উঁচুদরের নয়, গুছিয়ে বা কৌশল খাটিয়ে কাজ করতে পারে না। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাই তার ব্যবসা জমছে না। তবে লোকটা মিশুক, বিবেচক এবং অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে পছন্দ করে না। ওর সম্পর্কে একবারও জানতে চায়নি। ওর কাজে সে খুশি, এটাই তার কাছে বড় ব্যাপার।

লরা প্রাইস চাপা স্বভাবের মহিলা। বুদ্ধিমতী, স্বামীর মত অগোছাল নয়। অল্পতে খুশি হওয়ার দুর্লভ গুণ রয়েছে তার। প্রয়োজন ছাড়া জেমসের সাথে কথা না হলেও ওর ব্যাপারে মহিলা একেবারে উদাসীনও নয়। সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে জেমস, এটা ঠিকই স্মরণে রেখেছে। খাওয়ার সময় তাই পরিমাণে ওকেই বেশি দিচ্ছে। না নিলেও জোর করে তুলে দেয়। ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিকেলে যখন ফিরে আসে, গরম কফি আর বিস্কুট চাঙা করে তোলে ওকে।

তিনজনের মধ্যে মার্কই বেশি আকৃষ্ট করেছে জেমসকে। সুযোগ পেলেই ওর পিছু লেগে থাকছে ছেলেটা। দারুণ কৌতূহলী। জেমস এমনিতে কম কথার মানুষ, ছেলেটার প্রশ্নের উত্তর দিতে রীতিমত হাঁপিয়ে ওঠে।

চমৎকার একটা পরিবার। জেমস বিস্ময়ের সাথে অনুভব করে নিজেদের একজন হিসেবে ধরে নিয়েছে ওকে। পরিবারটা নির্ভর করে ওর ওপর, অথচ বেতন আর থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে শ্রম দিচ্ছে ও। আন্তরিকতাটুকু টের পায় জেমস। মায়াটা কাটাতে কষ্ট হবে, একদিন তো ওকে চলে যেতেই হবে।

'জেমস, মিসেস বার্থেজের সাপ্লাই দেয়ার কথা আজ,' দিন পনেরো পরে এক বিকেলে ওকে ডেকে বলল প্রাইস। 'তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে,

হিসেবপত্র নিয়ে বসব আমি। ক্যাফের পেছনের দরজা দিয়ে যাবে, পাররে তো?'

'আমিও যাব,' বায়না ধরল মার্ক।

চোখ ছোট করে ছেলের দিকে তাকাল কাঠ ব্যবসায়ী, হেসে ফেলল একটু পর। 'দেখো, জেমস, ও তোমার ন্যাওটা হয়েছে কেমন। অথচ ক'দিন হলো এসেছ! তুমি চলে গেলে কষ্ট পাবে ছেলেটা।'

'কেন ভাবছ আমি চলে যেতে পারি?'

'লরা বলছিল, পরে আমারও তাই মনে হলো। তোমার মত লোক এখানে থাকতে আসবে না, এটুকু পরিষ্কার। লুকিয়ে থাকার জন্যে লিয়ন সিটি একটা আদর্শ শহর। সবচেয়ে কাছের শহর একশো মাইল দূরে, একপাশে মরুভূমি আর অন্য তিনদিকেই দুর্গম ট্রেইল। কোন টেলিগ্রাফ অফিস নেই যে বাইরের কোন শহরের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। এখানে লুকিয়ে থাকা কোন ব্যাপারই নয় যদি রিক স্যাভেজকে সমঝে চলা যায়।' থামল সে, হাসল, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'হয় তুমি কাউকে খুঁজছ নয়তো নিজে লুকিয়ে থাকতে এসেছ।'

লরা প্রাইসের চিন্তার গভীরতা জানতে পেরে বিস্মিত হলো জেমস।

'আমার অবশ্য অত চিন্তা নেই,' ক্ষীণ হেসে যোগ করল সে। 'আমাকে খোঁজার মত নেই কেউ, আর···'

'পরে একসময় এ নিয়ে আলাপ করব আমরা, নিক,' শান্ত কণ্ঠে বাধা দিল জেমস। 'তোমাদের বেশি না জানাই ভাল। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারো আমার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

'আমরা জানি, জেমস। ধন্যবাদ।' ঘুরে কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

ওয়াগনে কাঠ তোলা হয়ে গেছে আগেই। জেমস দেখল চালকের আসনে উঠে বসেছে মার্ক। ও উঠতে সরে বসল ছেলেটা, ওয়াগন চলতে শুরু করতে ওর একটা বাহু চেপে ধরল। 'তুমি চলে যাবে?' চাপা স্বরে জানতে চাইল।

'খুব শিগগিরই নয়, বাছা।'

'মা বলছিল গতকাল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনেছি আমি।'

'হয়তো বেশ কিছু দিন থাকব।'

'তারপর?'

'আমার বাড়িতে ফিরে যাব।'

কি যেন ভাবল ছেলেটা। কারসনদের বাসা পেরিয়ে যাওয়ার সময় পোর্চে দাঁড়ানো একটা ছেলের উদ্দেশে হাত নাড়ল। 'ওখানে তোমার কে আছে?'

দুটো মুখ ভেসে উঠল জেমসের মানসপটে—মোনা···ফ্রেড। 'না, এখন আর নেই কেউ।'

'তাহলে তোমার বাড়িতে কেউ নেই!' বিস্ময় মার্কের কণ্ঠে। 'আমাদের এখানেই থেকে যেতে পারো তুমি।'

জবাব না দিয়ে ওয়াগন চালানোয় মনোযোগ দিল জেমস। মূল রাস্তা ধরে কিছুদূর উত্তরে এগিয়ে জেনারেল স্টোরের পাশের গলি ধরে পেছনের রাস্তায় চলে এল। অপরিসর, নোংরা রাস্তা। খুব কমই ব্যবহার করা হয়। বাড়িগুলোর পেছন দিক সম্পূর্ণ ভিন্নরকম দেখাচ্ছে। *এটাই স্বাভাবিক*, ভাবল ও, *পেছন দিকটা নিয়ে*

কেউ ভাবে না, দেখেও না।

'রোজ আন্টির সাথে দেখা হবে!' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল মার্ক, উৎফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে।

পৌঁছে গেছে ওরা। আসন থেকে নেমে পড়ল জেমস, খেয়াল করল এ জায়গাটা পরিচ্ছন্ন। বোঝা যাচ্ছে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। ক্যাফেটা একজন মহিলা চালায় বলেই বোধহয় সম্ভব হয়েছে এটা। মার্ককে নামিয়ে দিয়ে তাকাতে দরজায় দেখতে পেল মিসেস বার্থেজকে। নড করল জেমস।

'আরে, মার্ক যে!' উৎফুল্ল শোনাল মহিলার গলা। মার্ক কাছে যেতে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। 'চলো, ভেতরে গিয়ে বসবে।' ঘুরে এগোতে গিয়েও থেমে ফিরল জেমসের দিকে। 'ওদের কাজ নিয়েছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

মার্ককে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মিসেস বার্থেজ।

ছোট একটা শেডে কাঠ রাখার ব্যবস্থা। ওয়াগন থেকে কাঠ নামিয়ে তাতে সারি করে রাখতে শুরু করল জেমস। মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ হলো কাজটা। ওয়াগনের কাছে সরে এল ও। তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। ছেলেটার অপেক্ষায় আছে, মার্ক ফিরে এলেই যেতে পারে।

সিগারেট শেষ হয়েছে, এসময় ফের দরজায় দেখা গেল মারিয়া বার্থেজকে। শেডের দিকে চোখ পড়তে বিস্মিত হলো। 'আরে, তুমি দেখছি কাঠগুলো তুলে রেখেছ! নিকের সাথে এরকম কথা তো হয়নি। ও শেডের কাছে ফেলে চলে যায়, পরে আমরাই উঠিয়ে রাখি। তোমাকে বলেনি সে?'

'এটা পুরুষদের কাজ, ম্যা'ম,' ক্ষীণ হাসল জেমস। 'তাছাড়া নিকও কিছু বলেনি। অবশ্য অন্য জায়গায়ও কাঠ তুলে দিয়েছি আমি।'

'ওরা তোমাকে মুফতে খাটিয়ে নিয়েছে।'

'মার্ক কোথায়? দেরি করলে ওর মা বোধহয় রাগ করবে।'

'ও তো রোজের কাছে,' কি যেন ভাবল মহিলা। 'ভেতরে এসো, কফি খাবে।'

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস।

'সঙ্কোচ করছ কেন? নিক এলেও তো কফি খেয়ে যায়। আর তুমি তো আমাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছ। শোনো, আর এমন করবে না।'

আধ-খাওয়া সিগারেট বুটের তলায় পিষে এগোল জেমস, খানিকটা আড়ষ্ট ও দ্বিধান্বিত। এ ধরনের সৌজন্য ওর মোটেই পছন্দ নয়। মহিলাকে শুধু শুধু বিব্রত করার মানে হয় না। মুফতে কফি খাওয়ার মত কিছুই করেনি সে, এবং মহিলা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে।

প্রথম কামরাটা রান্নাঘর। জেমস দেখল উনুনে কফির আয়োজন করেছে মহিলা। একপাশে সরে দাঁড়াল ও। উল্টোদিকের দরজায় ক্যাফের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। দু'জন খদ্দের একটা টেবিলে বসে আছে।

'ভেতরে গিয়ে বসো, মিস্টার···ওহ্, তোমার নামই তো জানা হয়নি! আমি মারিয়া বার্থেজ।' হাত বাড়িয়ে দিল মহিলা।

হাতটা ধরে ছেড়ে দেয়ার সময় নাম জানাল ও।

'শুধু ওটাই?'

'জেমস অ্যালেন।' চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের অস্বস্তি ঢাকতে পারল না জেমস।

'ভেতরে গিয়ে বসো, মি. অ্যালেন,' ফের অনুরোধ করল মহিলা।

'আমি বরং এখানেই দাঁড়াই। মার্ক এলেই তো চলে যাব।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল মারিয়া বার্থেজ, চোখে রাগ। 'তুমি কেমন ভদ্রলোক, অ্যালেন? ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে দু'বার অনুরোধ করেছি, অথচ তা কানেই তুলছ না!'

অপ্রস্তুত বোধ করল জেমস, আনমনে মাথা ঝাঁকাল। এগোতে গিয়ে দেখল মার্কের হাত ধরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা মেয়ে। উনিশ কি বিশ হবে বয়েস, মিসেস বার্থেজের মতই দেখতে। সাদা পোশাকের পটভূমিতে ভরাট শরীর ফুটে উঠেছে। নিজের ওপর মেয়েটার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি টের পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল ও। দাঁড়িয়ে থাকল।

ঘুরে মেয়েটাকে দেখতে পেল মিসেস বার্থেজ। 'আমার মেয়ে, রোজালিনা।'

নড করল জেমস। দ্বিতীয়বারের মত নিজের পরিচয় জানাল। *সত্যিই একটা গোলাপ*, ভাবল ও—সুন্দর, *সতেজ এবং নিটোল।*

'মার্কের কাছে তোমার কথা শুনেছি,' মিষ্টি গলায় বলল মেয়েটা।

অবাক হলেও কিছু বলল না জেমস, বরং মিসেস বার্থেজের মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'আরেকদিন কফি খাব, ম্যা'ম,' মহিলা উনুনের সামনে থেকে ফিরে তাকাতে বলল। 'নিক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চলো, মার্ক।'

বাধ্য ছেলের মত এগিয়ে এল মার্ক, ওর হাত ধরল।

'বোঝা যাচ্ছে সেদিনের ব্যাপারটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তোমাকে,' গম্ভীর দেখাল মহিলাকে। 'হয়তো সেটা কাটাতে পারছ না।'

বেরিয়ে এসে মার্ককে ওয়াগনে তুলে দিল জেমস। নিজে উঠে বসে লাগাম তুলে নিল। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল মা-মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মার্ক হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশে, লাগাম ঢিল দেয়ার সময় মৃদু নড করল জেমস। এগোল ওয়াগনটা।

পকেট থেকে চকোলেট বের করে মুখে পুরল মার্ক, দারুণ সুখী দেখাচ্ছে ওকে। 'রোজ আন্টি দিয়েছে, এখানে এলে কিছু একটা দেবেই আমাকে,' বলল ছেলেটা। 'মা তো আসতেই দেয় না। আজ তোমার সাথে এসেছি, এ জন্যে বোধহয় না করেনি।'

আকর্ষণটা তাহলে এখানে, ভাবল জেমস।

'তুমি ওকে চিনতে না?' বিস্মিত কণ্ঠে একটু পর জানতে চাইল মার্ক। 'সবাই তো চেনে। মি. ক্রুশারের সাথে বিয়ে হবে।'

নীরবে মাথা নাড়ল জেমস, ওয়াগন চালানোয় মনোযোগ।

'মা-কে কিন্তু বলতে পারবে না যে চকোলেট নিয়েছি আমি।'

'তোমার মা ঠিকই বুঝে ফেলবে, বাছা।'

'বুঝুক। তুমি না বললেই হলো।'

'মিথ্যে বলব?'

'ন-না। তুমি বলবে দেখোনি।'

'কিন্তু তোমাকে চকোলেট খেতে দেখতে পাচ্ছি।'

বিমূঢ় দেখাল মার্ককে, ছোট্ট মাথায় সমাধান ভেবে পাচ্ছে না। একটু পর খুশি হয়ে উঠল ও। 'বলবে তুমি কিনে দিয়েছ।'

'সেটাও তো মিথ্যে হবে।'

চকোলেট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, বোকা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মার্ক।

জেনারেল স্টোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওয়াগন থামিয়ে নেমে পড়ল জেমস। ভেতরে ঢুকে চকোলেটের খোঁজ করল। ফিরে এল কাগজে মোড়া দুই টুকরো চকোলেট নিয়ে।

মার্কের ছোট্ট মাথা কাজ করছে না, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হাত বাড়াল না লোভনীয় চকোলেটের দিকে। 'মা সত্যি আজ বকা দেবে আমাকে,' সন্ত্রস্ত স্বরে বলল শেষে।

'এবার আর মিথ্যে বলতে হবে না।'

'তোমার সাথে বের হওয়া বন্ধ করে দেবে।' চকোলেট নিল মার্ক।

'এত চিন্তা কোরো না, বাছা। তোমার মা-কে বুঝিয়ে বলব আমি।'

এবার কিছুটা সন্তুষ্ট দেখাল ছেলেটাকে। চকোলেটের সদ্ব্যবহার শুরু করল পুরোদমে।

রাতে সাপারের টেবিলে এ নিয়ে কথা উঠল। মার্ককে ভেতরের কামরায় পাঠিয়ে দিয়েছে মিসেস প্রাইস।

'কিছু মনে কোরো না, নিক,' হালকা সুরে বলল জেমস। 'সমস্যাটা বোধহয় আমি ধরতে পারিনি।'

'মেয়েটা ওকে পছন্দ করে,' উত্তর এল লরা প্রাইসের কাছ থেকে। 'ক্যাফে চালিয়ে কোনরকমে চলে যায় ওদের, তবু রোজ স্কুলের চাকুরিটা না নিলে বোধহয় সত্যি বিপদে পড়ত। মার্ক ক্যাফেতে গেলে কিছু একটা দেবেই। যে জিনিস বেচে কিছু টাকা পেত ওটাই দিতে হচ্ছে, এটা উটকো ঝামেলা নয়? ওরা হয়তো তা মনে করছে না। তাছাড়া ব্যাপারটা আমাদের পছন্দও নয়। এটা আত্মসম্মানের ব্যাপার।' থেমে জেমসের দিকে ফিরল মহিলা। 'আজও দিয়েছে, তাই না? এ ব্যাপারে ভুল হয় না রোজের।'

'আমি কিনে দিয়েছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করল লরা প্রাইস, সন্দেহ ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। সহাস্যে তাকিয়ে থাকল জেমস, কিন্তু মহিলাকে প্রভাবিত করতে পারল না। নিজের ধারণায় প্রবল বিশ্বাস যে তার আছে পরের কথাগুলোয় তা বোঝা গেল। 'বিশ্বাস করি না, রোজ অবশ্যই একটা কিছু দিয়েছে মার্ককে!' তপ্ত স্বরে বললেও এবার কোমল হয়ে এল তার দৃষ্টি, প্রত্যাশা ফুটে উঠল চাহনিতে, প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল: 'জেমস, দয়া করে এ কাজটা আর কখনও কোরো না। শেষে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। ওকে বুঝতে হবে আরেকজন কিছু দিতে চাইলেও সেটা নিতে নেই যদি না ওর পাওনা হয়। শেখার সময় ওর এখন, আমি চাই আমার ছেলে কখনও

নিজের আত্মসম্মানবোধ হারাবে না।'

'ও তো বাচ্চা ছেলে,' বলল প্রাইস। 'এসব বোঝার বয়স ওর হয়েছে নাকি?'

'আমার সাফ কথা, ওকে কখনও সাথে নেবে না তুমি!' স্বামীর উদ্দেশে চড়া গলায় বলল মহিলা, অধৈর্য দেখাল তাকে। 'মি. অ্যালেন, তুমিও।' এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে বেসিনের দিকে চলে গেল লরা প্রাইস, সেদিকে তাকিয়ে শ্রাগ করে সিগারেট ধরাল কাঠ ব্যবসায়ী। বিব্রত দেখাল তাকে, কিন্তু চোখ দেখে বোঝা গেল স্ত্রী-র সাথে তর্কে যেতে নারাজ।

মহিলা অযৌক্তিক কিছু বলেনি, তার চিন্তাধারা পরিষ্কার, ভাবল জেমস। বেরিয়ে এল ও। বোঝা যাচ্ছে রোজালিনা বার্থেজের সাথে মার্কের সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষিকার চেয়ে একটু বেশিই। হয়তো মেয়েটা আরেকজন লরা প্রাইস, আন্তরিকতার অভাব নেই। মার্ক অবশ্য যে কাউকে আকর্ষণ করবে।

বিছানায় শুয়ে সিগারেট ধরিয়ে রিক স্যাভেজকে নিয়ে ভাবল ও। মার্শাল হিসেবে লোকটা একগুঁয়ে, কঠিন মানুষ। যতটা না তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃঢ়তা তারচেয়ে বিশাল বপু আর বেপরোয়া স্বভাবের কারণে ওকে ভয় করে লোকজন, এ ক'দিনে এটুকু পরিষ্কার বুঝেছে জেমস। লোকটা শক্তপাল্লা, তারওপর এখানে আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাকে টলানো কষ্টকর হবে। তবে এ নিয়ে খুব একটা ভাবছে না জেমস। তিনটে বছর ধৈর্য ধরেছে, আরও কয়েকদিনে এমন কিছু যাবে-আসবে না। তাড়াহুড়ো করা ওর ধাতে নেই। সময় হলে ঠিকই তাকে চেপে ধরবে। তবে তার আগে অন্য দু'জনকে খুঁজে বের করা দরকার।

জেমস অ্যালেন ধীরে চলার পক্ষপাতি, জানে অন্যদেরও খুঁজে পাবে। ওদের সম্পর্কে কাউকে কোন প্রশ্ন করেনি। ও খোঁজ নিলে কানে চলে যাবে তাদের, সতর্ক হয়ে যাবে। ওদের অলক্ষ্যে কাছাকাছি পৌঁছতে চায় জেমস যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় কেউ। একসাথে তিনজনকে শিকার করা কষ্টকর কাজ। কৌশলে একে একে ওদের মোকাবিলা করতে হবে।

লেসলি উইলিয়ামসের কথা মনে পড়ল ওর, অদ্ভুত লোক। একবার দেখা করা দরকার, লোকটা হয়তো কিছু তথ্য দিতে পারবে। রিক স্যাভেজকে ঘৃণা করে সে, সেই সূত্র ধরে লোকটার কাছ থেকে তথ্য বের করতে হবে। হয়তো স্যাভেজ ছাড়াও অন্যদের খোঁজও জানবে জুয়াড়ী···এ ধরনের লোক খুব সতর্ক হয়, হয়তো মুখই খুলবে না। কিন্তু জেমসের মনে হচ্ছে লেসলি উইলিয়ামসকে পটাতে অসুবিধা হবে না। অন্তত চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

পরদিন সন্ধের পরপরই সেলুনে গিয়ে ঢুকল জেমস। শনিবার বলে সরগরম হয়ে উঠেছে, পাঞ্চারদের সংখ্যাই বেশি। দেদার হুইস্কি আর সিগারেটের সদ্ব্যবহার করছে। জুয়াড়ীকে তার টেবিলে পাওয়া গেল, দু'জনের সাথে খেলছে। এদের একজন হেনরী ক্রুশার। খেলায় মগ্ন সে, কোনদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই।

অন্য লোকটিকে দেখল জেমস–লম্বা, সুঠামদেহী। মোটামুটি সুদর্শন বলা চলে। বেশ পরিবর্তন হয়েছে চেহারায়, অন্তত ও যেভাবে জানে ঠিক সে-আদলে নেই আর। ছোট করে ছাঁটা পরিপাটি চুল, ক্ষৌরি করা মুখ। দামী জামাকাপড় তাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। ভাল করে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। কিন্তু

ক্যাল ইনগ্রসের দুর্ভাগ্য তার মুখটা জেমসের কাছে দারুণ আকাঙ্ক্ষিত—এই মুখটা খুঁজে বের করার জন্যেই তিনটা বছর ঘুরে বেড়িয়েছে নানান জায়গায়।

ড্রিঙ্ক নিয়ে টুলে বসে ধীরে চুমুক দিল ও। ভুলেও তাকাচ্ছে না ওদের দিকে। নিশ্চিত হয়ে গেছে। তৃতীয়টাকেও নিশ্চয়ই আশপাশে পাওয়া যাবে।

'লেসলি, তুমি নাকি কোন্ এক লোকের কাছে হেরে গেছ সেদিন? লোকটা চুরি করছিল?' ভরাট গলায় বলল নতুন লোকটা। বেশ জোরের ওপর, জেমসের মনে হলো ওকে শুনিয়েই বলছে।

'না, মি. লপার। ও সত্যি ভাল খেলে,' উত্তরে বলল জুয়াড়ী।

'আমরা তো খেলার লোকই পাচ্ছি না। আফসোস, আমার সাথে খেলতে চায় না কেউ।'

'ওরা হয়তো নিজেদের হীন অবস্থার কথা আগে ভাবে, তাছাড়া অযথা তোমার পকেট ভারী করা বোকামি মনে করে,' হালকা সুরে মন্তব্য করল ক্রুশার। 'তাই বলে ভেবো না তোমার কাছ থেকে খসানোর খায়েশ ওদের একেবারেই নেই।'

'তোমার যেমন হয়?'

'দেখো, কেভ,' হতাশ শোনাল ব্যাংকারের কণ্ঠ 'আমি কেবল আনন্দের জন্যে খেলি। তোমার সাথে খেলে আনন্দ আছে।'

'এটা নিশ্চয়ই বোঝাতে চাচ্ছ না যে হেরেও আনন্দ পাও তুমি?'

কেভিন বা কেভলিন লপার···ক্যাল ইনগ্রস তাহলে এ নাম গায়ে চাপিয়েছে। অহঙ্কারী, আত্মবিশ্বাসী ও বিপজ্জনক—প্রথম দেখায় এটুকু উপসংহারে পৌঁছল জেমস।

'আজ বোধহয় কাউকে পাব না,' বলল জুয়াড়ী। 'তোমার কপাল মন্দ, মি. লপার।'

'ওকে ডাকছ না কেন?' সহাস্যে বলল লপার।

'কাকে?'

'তোমার পেছনেই আছে। দেখো সেদিনের বদলা নিতে পারো কি-না।'

ঘুরে তাকিয়ে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে জেমসকে দেখল লেসলি উইলিয়ামস, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'ইচ্ছে হলে আসতে পারো। অনেকক্ষণ ধরে একটা চেয়ার খালি পড়ে আছে।'

'ও কি খেলবে, ওর পকেটে তো টাকাই নেই!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল হেনরী ক্রুশার। 'মিসেস বার্থেজের ক্যাফেতে সবচেয়ে সস্তা খাবারের ফরমাশ দিচ্ছিল সেদিন, ওর জন্যে সেটা এমন চড়া দামের হয়েছে যে ওদিকের পথ মাড়ায়নি আর। তারপর গতকাল কি ঘটেছিল, শুনবে? সাপ্লাই দিতে ক্যাফেতে গিয়েছিল ও, মিসেস বার্থেজ ওকে কফির আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দু'বার। ও ঢোকেনি। শেষে মহিলা বিরক্ত হয়ে ওকে আচ্ছামত বকাঝকা করেছে। তারপরও ভয় কাটেনি ওর। আমার সন্দেহ হচ্ছে ও হয়তো ভেবেছে কফি খাওয়ার পর মহিলা আবার টাকা দাবি করে বসে নাকি!' সস্তা রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল ব্যাংকার।

'তুমি কিন্তু এভাবে বলতে পারো না, হেনরী,' সহাস্যে অনুযোগ করল

লপার। 'সবার তো আর তোমার মত একটা ব্যাংক নেই।'

'এই হারামজাদা ভবঘুরেগুলোকে দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়!'

'ওদের আগ্রহ বোধহয় অন্য কোথাও,' ইন্ধন যোগাচ্ছে লপার। 'বোধ করি কফি খাওয়ার উসিলায় সুন্দর একটা মুখ দেখতে যায়। বেরিয়ে আসার পর কেউ বলে না যে ওদের কফিটা খারাপ। তোমার বাপু কপাল মন্দ, তুমি তো আর মেয়েটাকে বিয়ে করোনি।'

'দেরিও নেই আর,' ব্যাংকারের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ।

'ওদেরকে বঞ্চিত করার জন্যে তাহলে তোমাকে অভিশাপ দেবে শহরের তাবৎ লোক।'

'তাতে আমার কি?'

মাথা ঝাঁকাল লপার।

বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল জেমস, টেবিলের সামনে চলে এল। টের পেল সাবধানী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লপার, জুয়াড়ী ভাবলেশহীন। আর ক্রুশারকে গম্ভীর দেখাচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যে ওকে পছন্দ করেনি আক্রোশ ভরা চাহনিতে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চেয়ার টেনে বসে বারকিপারের দিকে তাকাল ও। 'এক প্যাকেট নতুন তাস দাও, বব।'

'তুমি ভাবছ আমরা তাসে কিছু করেছি?' মুখিয়ে উঠল ব্যাংকার।

'আমি কি ভাবছি তাতে কিছু আসে-যায় তোমার, মি. ক্রুশার?' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল জেমস। 'খেলায় ভারসাম্য থাকার জন্যে নতুন তাস। এতে যদি রাজি না থাকো তো উঠে চলে যেতে পারো।'

প্রথমে বিস্মিত হয়ে ওকে দেখল সে, তারপর রাগে ফেটে পড়ল। গায়ের জোরে চাপড় মেরে বসল টেবিলে। 'তুমি কে, অ্যালেন? একটা ভবঘুরে ছাড়া তো কিছু নও, অথচ এমন ভাব করছ যেন আমাদের কিনতে এসেছ?'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল জেমস। 'শান্ত হয়ে বসো, মি. ক্রুশার। এখানে কোন মহিলা নেই, বুঝতেই পারছ আজ আর তোমাকে ছেড়ে কথা বলব না। তুমি যে-ই হও কেয়ার করি না আমি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ব্যাংকার, পেছনে হেলে পড়ল চেয়ারটা। ফর্সা মুখ থমথমে দেখাচ্ছে। 'নর্দমার কীট! কি পেয়েছ তুমি? তোমার মত লোককে শহর ছাড়া করতে এক ঘণ্টাও লাগবে না!' চেঁচিয়ে বলল সে, সেলুনের সব লোক তাকিয়ে আছে।

বারকিপার তাস দিয়ে যেতে শাফল করতে শুরু করেছে লপার। নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে, চোখ দেখে মনে হচ্ছে দু'জনের বাধাবাধি উপভোগ করছে। ওদিকে আগ্রহভরে ওদেরকে দেখছে জুয়াড়ী।

সিগারেট রোল করে ধরাল জেমস। 'মি. লপার, দয়া করে ওকে চুপ করতে বলবে? আমার ধৈর্য একেবারেই কম। এখানে আসার প্রথম দিন থেকেই আমার পিছু লেগেছে তোমাদের ব্যাংকার, অথচ সেদিনই ওকে প্রথম দেখলাম। অনর্থক ঝগড়া না করলে হয়তো আমরা বন্ধুও হতে পারতাম।'

'বন্ধু! তোমার মত হতচ্ছাড়া?' রাগে ফোঁসফোঁস করছে ক্রুশার। এগিয়ে এসে

হঠাৎ লাথি মারল জেমসের চেয়ারে, নড়েচড়ে উঠল সেটা। কিন্তু জেমসকে বিকারহীন দেখে পিত্তি জ্বলতে থাকল তার, আরেক পা এগিয়ে হাত চালাল এবার।

উঠে দাঁড়ানোর সময় ঘুসিটা কাঁধে নিল জেমস, অটল তার মজবুত শরীর। বাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল ব্যাংকারের শার্টের কলার। 'তুমি খুব যন্ত্রণা করছ, মি. ক্রুশার! আমি তোমার ব্যাংক থেকে টাকা চুরি করিনি কিংবা তোমার পা-ও মাড়িয়ে দেইনি। অযথাই খেপছ কেন?' এবার ডান হাত চালাল ও, ক্রুশারের চিবুকে লাগল ঘুসিটা। ধরে না রাখলে উড়ে যেত শরীরটা, কিন্তু এত কমে ছাড়তে রাজি নয় জেমস। অরক্ষিত নাকে চালাল পরের ঘুসি। নরম মাংসের সাথে সংঘর্ষের আওয়াজ আর ব্যাংকারের চিৎকার প্রশান্তি এনে দিল ওর শরীরে। পাঁচ হাত দূরে শক্ত মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ল সে, অবিশ্বাস আর আতঙ্কে চোখজোড়া বিস্ফারিত। দরদর করে রক্ত ঝরছে নাক থেকে, তা দেখে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল লোকটা। হাত বাড়াল কোমরে, পিস্তল বের করার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেল জেমস। ক্রুশারের পিস্তল-ধরা হাতে পায়ের ভর চাপিয়ে দিল। চেঁচিয়ে উঠে অস্ত্র ছেড়ে দিল ব্যাংকার।

ঝুঁকে হেনরী ক্রুশারের শার্ট খামচে ধরে তাকে তুলল জেমস। টেনে নিয়ে চলল দেহটা। ঘিরে থাকা লোকজন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। পোর্চে চলে এল ও, কলার খামচে ধরে দাঁড় করাল ব্যাংকারকে। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসিটা হাঁকাল। উড়ে গিয়ে ধূলিময় রাস্তায় পড়ল সে, নিথর পড়ে থাকল।

ভেতরে ঢুকল জেমস, বিস্ময় আর সমীহের চোখে ওকে দেখছে অনেকগুলো কৌতূহলী মুখ। বারের কাছে এসে দাঁড়াল ও, ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে ছাই ঝাড়ল।

চাপা হাসি লপারের মুখে। 'হেনরীর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কঠিন লোকের হাতে পড়ে গেছে ও এবার।'

বলার আগেই গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে বারকিপার। ওটা টেনে নিয়ে চুমুক দিল জেমস। জানে কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হয়ে পড়বে দানবটা।

রিক স্যাভেজের সাথে খানিক বাতচিৎ হলে মন্দ হয় না, ভাবল ও।

তিন

রিক স্যাভেজের আগমনে নিঃশব্দ কবরে পরিণত হলো সেলুনটা। ভারী পায়ের শব্দ সে সেলুনে ঢোকার আগেই শোনা গেল। ধীরে এগিয়ে এল শব্দটা, দরজা পেরিয়ে এসে থামল। পুরো সেলুনে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল মার্শাল।

পেছনে তার ডেপুটি।

ডেপুটির মুখটা একনজর দেখল জেমস। শীর্ণদেহীই বলা উচিত

লোকটাকে—লিকলিকে হাত, হাড়সর্বস্ব মুখ; কণ্ঠার হাড়গুলো ভাসমান। গর্তে ভরা চোখগুলো সতর্ক করে দিল ওকে—শীতল, নেশাগ্রস্তের মত অস্থির। এ লোক ঠাণ্ডা মাথার খুনী, র‍্যাটলের চেয়েও বিষাক্ত। শিথিল হাতজোড়া হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে। পালিশ করা পিস্তলের বাঁট আর স্থির লম্বা আঙুল দেখে জেমস নিশ্চিত হলো চোখের নিমেষে পিস্তল তুলে নিতে পারবে, প্রতিপক্ষ পিস্তল বের করার আগেই তাকে অনায়াসে বেঁধাতে পারবে।

দারুণ একটা জোড়া—সব অর্থেই। রিক স্যাভেজের শারীরিক সামর্থ্য আর অ্যাশ্‌লে গাইল্‌সের পিস্তলের ক্ষিপ্রতা যে কারও জন্যে ভয়ঙ্কর। হিংস্রতায় কে যে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তা আগাম বলা যাবে না। তবে পথটা আলাদা দু'জনের—রিক স্যাভেজ ওর দশাসই শরীর ব্যবহার করতে পছন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক, তবে পিস্তলেও চালু সে। আর দো-আঁশলার হাতদুটো বরং একতরফাভাবে জোড়া পিস্তল ব্যবহারেই অনেক বেশি সিদ্ধহস্ত। ট্র্যাকিংয়ে যে কোন ইন্ডিয়ানের মত দক্ষ। জেমসকে যদি বলা হয় এদের যে কোন একজনকে বেছে নিতে, তবে অ্যাশ্‌লে গাইল্‌স্‌কেই পছন্দ করবে ও, তার পিস্তলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস ও ক্ষমতা দুই-ই আছে ওর। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ে রিক স্যাভেজের মোকাবিলা করার সাহস করবে না। বুকে চেপে ধরে একটা চাপ দিলে হাড়গোড় সব ভেঙে যাবে।

'আবারও তুমি!' খানিকটা বিস্মিত শোনাল মার্শালের কণ্ঠ, তার নীল চোখে বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রকাশ পেল। 'তবে এবার আর নিস্তার নেই, বাছা। শহরের একজন সম্মানিত লোকের গায়ে হাত তুলেছ।'

'দোষটা ওরই,' সংক্ষেপে বলল জেমস। সেলুনের লোকজন অবাক হয়ে দেখল বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা ভয় নেই ওর মধ্যে।

'সেটা আমি বুঝব,' হাসল মার্শাল, নিজেকে জাহির করতে জোরাল গলায় বলল পরের কথাগুলো। 'আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করব, যখন আমার সময় হবে। তোমাকে বলতে হবে না।' এগিয়ে গিয়ে লপারের সামনে দাঁড়াল সে। 'মি. লপার, আশা করি সবকিছু দেখেছ তুমি। দয়া করে ল-অফিসে আসবে একবার? সাক্ষী হিসেবে একটা স্বীকারোক্তি দেবে।'

মাথা নাড়ল লপার। 'তার কি কোন প্রয়োজন আছে, স্যাভেজ? এখানে অন্তত বিশজন লোক ঘটনাটা দেখেছে। হেনরীকে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলেছে এই অ্যালেন।'

'ধন্যবাদ,' হাসি দেখা গেল স্যাভেজের মুখে। ঘুরে জেমসের দিকে তাকাল। 'শুনলে তো? নাও, এবার আমার অফিসে চলো।'

'কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

চোখ ছোট করে তাকাল দানব। বোঝার চেষ্টা করল জেমসের বোকামির কারণ, তার নির্দেশ এর আগে অমান্য করেনি কেউ। যারা করেছে পরে সেজন্যে আফসোস করেছে। 'বুঝেছি, তোমার গা চনমন করছে, জোর করে নিয়ে যেতে হবে,' হাসল সে আবারও, নিজের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর জেমসের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবহেলা প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'দেখো বাপু, তুমি নতুন মানুষ, তাই হয়তো জানো না অভিযুক্ত কোন লোক বেতাল করলে কিভাবে অফিসে নিয়ে যাই আমি।

খোদার কসম, তোমার সেটা ভাল লাগবে না! এখনকার গোঁয়ার্তুমির জন্যে শেষে দুঃখ করবে।'

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখল জেমস। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করছে। 'ধরো সেটাও হবে না,' রিক স্যাভেজের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল। 'আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি।' দেয়াশলাইয়ের কাঠি বারের কিনারায় ঘষে আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। পুরো কাজটা করল ও বাম হাতে। ডান হাতটা ভুলেও ব্যবহার করেনি, এমনকি শরীরের পাশ থেকেও সরায়নি। পিস্তলের কাছাকাছি রেখেছে সবসময়, প্রয়োজন হলেই যাতে ড্র করতে পারে। অনায়াসে একহাতে সিগারেট রোল করতে বা ধরাতে পারে ও, বহুদিনের অনুশীলনের ফল। বৈরী এ দেশে কখন বিপদ এসে উপস্থিত হয় আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, আর সে-কারণেই অভ্যাসটা রপ্ত করেছে যাতে মুহূর্তের জন্যেও ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় না পেয়ে যায় শত্রুপক্ষ। একটা মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে কিংবা কোন একটা ছুতোয় গুলি করে বসলে কিছুই করার থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা, জেমস চায় না এখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুক স্যাভেজ। তার মর্জির ওপর নিজের ভাগ্যকে সঁপে দেয়ার কোনরকম ইচ্ছে নেই ওর। তার অন্যায্য দাবি মেনে নেয়াও ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অবাক হয়ে ওকে দেখছে মার্শাল। কিছুক্ষণ বাদে, শ্রাগ করে ঘুরে তাকাল বারকিপারের দিকে। 'ওকে একটা ড্রিঙ্ক দাও, বব। মাথাটা খুলুক। ও বুঝতে পারছে না কি খারাবি ডেকে আনতে যাচ্ছে। রিক স্যাভেজ কাউকে নিয়ে যেতে চেয়েছে আর সে যায়নি, এমন কিছু হয়নি আজতক।'

'আজকে হবে না। আমি যাব না, স্যাভেজ,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল জেমস, দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশেষ কয়েকজনের ওপর—স্যাভেজ, গাইল্‌স্, লপারের ওপর। জুয়াড়ী বা বারকিপার ববকেও বাদ দিচ্ছে না। আসলে ঘরের একটা লোককেও বিশ্বাস করে না ও। 'কারণ আমি কোন দোষ করিনি,' খেই ধরল ও। 'হেনরী ক্রুশার আগ বাড়িয়ে উত্ত্যক্ত করছিল আমাকে। সে-ই প্রথম আক্রমণ করেছে। পিস্তলেও হাত দিয়েছে। আমি ড্র করিনি, নইলে তোমাদের গণ্যমান্য নাগরিকের লাশ পড়ে থাকত রাস্তায়। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। এবং এখুনি, আমার সামনে জিজ্ঞেস করবে।'

রিক স্যাভেজ স্তম্ভিত। এত বড় দুঃসাহস তাকে টলিয়ে দিয়েছে। জেমসের দৃঢ়, গম্ভীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বাঁকা কণ্ঠে জানতে চাইল: 'ধরো, তোমার পক্ষে যায় এমন কিছু ওরা বলল না?'

'তাহলে বলব এমন একটা শহরে আমি এসেছি যেখানকার লোকেরা তোমার মতই, তাজা একটা সত্যকে হুইস্কির সাথে হজম করে ফেলতে পারে। তেমন কিছু হলে, যদিও আমার ধারণা এরা ঠিক কথাটাই বলবে, আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে, স্যাভেজ।'

'তোমার কপালে সত্যি খারাবি আছে!'

নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের আরও কাছাকাছি হলো গাইল্‌সের হাত।

ডেপুটির শীতল অভিব্যক্তিহীন চোখে তাকাল জেমস। 'পিস্তলে হাত দিয়ো

না, ডেপুটি। আমি কোন অন্যায় করিনি। তুমি যদি পিস্তলে হাত দাও, ধরে নেব ড্র করছ। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? মরলেও অন্তত তোমাকে সাথে নিয়ে যাব আমি।'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে মার্শালকে। ক্ষণিকের মধ্যে তা কাটিয়ে উঠল সে, লেসলি উইলিয়ামসের দিকে ফিরল। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পরামর্শ দিল জেমস। 'মি. লপারের কথা এখনও শেষ হয়নি, স্যাভেজ। সে নিশ্চই বলবে হেনরী ক্রুশারকে পেটানোর আগে এখানে কি ঘটেছিল।' সন্তুষ্ট ও, পালের গোদাকেই কোণঠাসা করে ফেলেছে। মিথ্যে বলে ওকে ফাঁসাতে চাইলে এতগুলো লোক তা ভাল চোখে দেখবে না। সারা শহরের লোক জানবে। লপার তা চাইবে না। এখানে সে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক, লিয়ন সিটির লোকেরা তাকে সেভাবেই জানে এবং এ পরিচিতি ধরে রাখতে চায় লপার। ব্যাংকার যেমন তার সম্মান হারিয়েছে, বেফাঁস কিছু বললে ক্রুশারের সাথে শামিল হতে হবে তাকে। জেমসের ধারণা ক্রুশারকে পছন্দ করে না লোকটা, সহাস্যে বলা কাটা কাটা কথাগুলোর তাৎপর্য সেটাই। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের গায়ে কাদা লাগতে দেবে না কেভিন লপার।

'হেনরী একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিল আজ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওর,' জানাল লপার। 'কি করতে কি করে বসেছে! আমার ধারণা পরে ঠিকই অ্যালেনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করবে ও।'

'মন্দ হত না তাহলে!' ফোড়ন কাটল জেমস। 'আমিও ঘুসিগুলোর জন্যে ওর কাছে নির্ঘাত মাফ চাইতাম।'

হেসে উঠল কয়েকজন, কিন্তু মার্শাল মুখ খুলতে থেমে গেল।

'খুব স্মার্ট লোক তুমি, কোন সন্দেহ নেই, অ্যালেন,' কাটা কাটা স্বরে বলল স্যাভেজ। 'একবার কায়দামত পেলে তোমার ত্যাড়ামির শখ মিটিয়ে দেব!'

'আমি কখনও শুনিনি কোন মার্শাল এভাবে হুমকি দেয় কাউকে,' সহাস্যে বলল জেমস। 'গল্পটা অন্যদের বলা যাবে।' আধ-খাওয়া সিগারেট শক্ত মেঝেতে ফেলে বুটের তলায় পিষল ও, কিন্তু চোখ সরাল না স্যাভেজের ওপর থেকে।

রিক স্যাভেজকে দেখে বোঝা গেল অপমানিত বোধ করছে সে। জ্বলে উঠল নীল চোখ, এক পা এগোল জেমসের দিকে। কিন্তু লপার থামাল তাকে। 'শরীরের তুলনায় তোমার মাথায় আসলেই ঘিলু কম, রিক। ওর সাথে সুবিধে করতে পারবে না। নিজের দায়িত্ব সেরে ফেলো। নইলে কাল থেকে তোমাকে, দেখে আড়ালে হাসতে শুরু করবে লোকজন। সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার কাউকে আলাদা চোখে দেখছ না তুমি।'

'ধন্যবাদ, মি. লপার।' খানিকটা বিব্রত দেখাচ্ছে মার্শালকে, অনেকটাই সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'আসলে মি. ক্রুশারের অবস্থা দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। এখানকার সব লোকেরও নিশ্চয়ই আমার মত খারাপ লেগেছে। একটা ভবঘুরে এসে এ শহরের একজন মানী লোককে পিটিয়ে যাবে এটা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হওয়ারই কথা। তাছাড়া লোকটাও সুবিধের নয়, এখানে আসার পর প্রথম দিনও ঝামেলা করেছে।'

'মি. লপারের কথা এখনও শেষ হয়নি,' মনে করিয়ে দিল জেমস।

ওর দিকে তাকাল লপার, হাসল, যদিও তার হাসি চোখ স্পর্শ করছে না। 'বড় নাছোড়বান্দা লোক তুমি, অ্যালেন। আমার পার্টনারকে পেটালে আর এখন আমার মুখ থেকে বের করতে চাইছ কথাগুলো।'

তাকিয়ে থাকল জেমস, অপেক্ষা করছে।

লোকজনও আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় আছে। অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছে লপার, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে। সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মুখের কথাগুলো। ওরা যা দেখেছে তার উল্টো কিছু বলা তো যাবেই না, বরং স্পষ্টভাবে স্বীকার করার সময় এখন উপস্থিত। 'হেনরীর জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে। ও কখনও এমন করেছে, কেউ বলতে পারবে না। আসলে অতিরিক্ত হুইস্কিই ওর জন্যে কাল হয়েছে। বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। আমি নিশ্চিত, নিজেই অনুতপ্ত হবে ও।'

'আসল কথাটা বলছ না তুমি।'

'বাকি কি থাকল, বন্ধু?'

'ঠিক আছে, বোঝা গেছে,' বলে উঠল স্যাভেজ, তাড়া প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'লেসলি, এবার তুমিই বলো।'

'মি. লপারের সাথে একমত আমি।'

'তুমি?' বারকিপারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল মার্শাল।

'আমিও।' মাথা ঝাঁকাল বব।

'তোমরা?' ঘুরে লোকজনের উদ্দেশে জানতে চাইল স্যাভেজ।

চুপ করে থাকল লোকগুলো।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই,' প্রসন্ন গলায় বলল মার্শাল, হাসল। 'ধন্যবাদ সবাইকে। চমৎকারভাবে ব্যাপারটার সুরাহা হলো।'

'কিসের ব্যাপারে তোমরা একমত, মার্শাল?' জেমস হাল ছাড়ছে না।

'কেন, মি. ক্রুশার ঠিক নিজের মধ্যে ছিল না। একটু বেশি পান করে ফেলায়...'

'সে আমাকে আগে আক্রমণ করেছিল কি-না সেটা জিজ্ঞেস করো। পিস্তল বের করেছিল কি-না তা স্পষ্টভাবে তোমার জানা উচিত।'

'আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না, স্ট্রেঞ্জার! নিজের কাজ আমি ভালই বুঝি!' তড়পে উঠল স্যাভেজ। 'পেয়েছ কি, অ্যাঁ? সুযোগ পেয়ে সবার ওপর ছড়ি ঘোরাবে? ভেবেছ তোমার কথায় সায় দেবে শহরের লোকজন? তোমার চেয়ে হেনরী ক্রুশারই ওদের জন্যে কাছের লোক, বহু বছর ধরে ওদের সাথে সম্পর্ক তার। বিপদে পড়লে পাশে এসে দাঁড়ায় মি. ক্রুশার। তোমার কাছে কখনও যাবে এরা, না তুমি ওদের পাশে এসে দাঁড়াবে?'

'মি. লপার, গাধাটাকে চুপ করতে বলো। আর তুমি কি দয়া করে আসল কথাটা জানাবে ওকে?'

ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল কেভিন লপারের চোখ, চাপা আক্রোশ ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। হাসল। 'অ্যালেন নির্দোষ, রিক। ওকে

না ঘাঁটানোই ভাল, যতক্ষণ না কোন অন্যায় করছে সে···আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ড্রিঙ্ক দাও, বব।' হাসি প্রসারিত হলো তার, ফিরল জেমসের দিকে। 'আমাদের খেলাটার কি হবে, অ্যালেন?'

'পরে কোন এক সময়ে।'

'তোমার ইচ্ছে,' শ্রাগ করল সে। বারকিপার ত্রস্ত পায়ে হুইস্কি পরিবেশন করতে গ্লাস তুলে চুমুক দিল। 'টেবিলে এসে বসো, অ্যালেন। আলাপ করা যাক। তোমার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে কঠিন লোক তুমি, আমরা এমন লোককেই শ্রদ্ধা করি। একটা বিরূপ ঘটনা দিয়ে শুরু হলেও বোধহয় তারপরও বন্ধু হতে পারব আমরা। আমার তো খুশিই লাগছে পোকারের ভাল একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে।'

হাততালি দিয়ে উঠল সেলুনভর্তি লোকজন, সিটি বাজাল কেউ কেউ। কেভিন লপারের উদারতা মুগ্ধ করেছে তাদেরকে।

'কাজ আছে, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না,' বসার সময় বলল জেমস। 'যে সময়টা খেলার কথা তা এমনিতে ব্যয় করে ফেলেছি। তাছাড়া এখন আর খেলার মূড নেই।' *দারুণ ধূর্ত লোক,* ভাবছে ও, *এবং কপট। জানে কখন কি করতে হবে। কৌশলে নিজের ভাবমূর্তি ঠিকই ধরে রাখতে পেরেছে।*

'খেলতে এলে কিন্তু তোমার কাজ ফেলে আসতে হবে। আমি নিশ্চিত খেলাটা আমরা দু'জনেই উপভোগ করব।'

'হয়তো।'

'কোথাকার লোক তুমি?'

'বরং জিজ্ঞেস করো কোথায় যাইনি আমি। সারা দেশ চষে বেড়িয়েছি।'

'এখানেও কি সেরকম এসেছ? লিয়ন সিটিতে বাইরের লোকজন খুব কম আসে।'

'বলতে পারো ভুল করে। টাকসন ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছিলাম, যখন টের পেলাম ফিরে যাওয়ার চেয়ে সামনে চলাই আমার কাছে ভাল মনে হলো।'

'সল্ট লেক পাড়ি দিতে নাকি?'

'এক মাইনারের কাছে এ শহরটার কথা শুনেছি। সিলভার টাউন থেকে কেটে পড়া শেষ লোক সে-ই।'

'বুড়ো এখানে এসেছিল?' আগ্রহী মনে হলো লপারকে।

'এখানকার কথা শুনেছিল ও।'

'হতে পারে,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওটাই তো সবচেয়ে কাছের শহর ছিল।'

'তুমি কোত্থেকে এসেছ?' জানতে চাইল জেমস।

'অনেকটা তোমার মতই,' বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলো না লপার। 'ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। বাউন্টি হান্টারের কাজ করেছি কিছুদিন। কয়েকশো ডলার পকেটে ছিল। এখানে এসে ব্যবসা শুরু করলাম, ভাগ্য খুলে গেল। জানো তো আমি শহর কমিটিতে আছি? লিয়ন সিটিকে উন্নত করার চেষ্টা করছি আমরা, এ জন্যেই থাকছি এখানে নয়তো কবে কেটে পড়তাম! হেনরীর আগ্রহ অবশ্য অন্য জায়গায়,

রোজালিনা বার্থেজকে দেখে সেই যে ঘোর লেগেছে ওর, তা আর কাটেনি। মেয়েটা ওকে পাত্তা না দিলেও লেগে আছে। সুদর্শন সে, টাকাও আছে, শেষপর্যন্ত ওর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে।'

'মেক্সিকান একটা মেয়েকে বিয়ে করবে ওর মত সম্মানিত লোক?'

'কেন নয়?' জেমসের বিদ্রূপ ধরতে পারল না লপার, চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। 'মেয়েটা এমনই যে ওর জন্যে সবকিছু করা যায়। দু'জনকে মানাবেও।'

আরেকদফা ড্রিঙ্ক আসতে প্রত্যাখ্যান করল জেমস। 'বেশি খেলে তোমার বন্ধুর মত অবস্থা হতে পারে।'

হেসে উঠল কেভিন লপার। জেমস সেটাকে আন্তরিক মনে করত যদি লোকটা সম্পর্কে আগে থেকে না জানত।

'মনে হচ্ছে আমাদের শহরটা তোমারও ভাল লাগতে শুরু করেছে?'

'মন্দ লাগছে না।'

'এক কাজ করতে পারো,' ঝুঁকে এসে নিচু কণ্ঠে বলল লপার। 'এমনিতে ঝামেলা হয় না খুব একটা। কিন্তু মাঝে মাঝে দু'একজন কঠিন লোক এসে পড়ে। ওরা যা ইচ্ছে শুরু করে দিতে কতক্ষণ? বিচ্ছিন্ন একটা শহর আউট-লদের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। এখানে এসে যদি ওরা আস্তানা গাড়ে তো কিছুই করার থাকবে না আমাদের। স্যাভেজ একটা আস্ত গাধা, শরীর ছাড়া কিছু নেই ওর। পিস্তলের বিরুদ্ধে শরীরটা কেবল বুলেটের জায়গাই দিতে পারবে। আর নেবর কিছুটা চালাতে পারে বটে কিন্তু একা কি করতে পারবে ও? তুমি ওদের সাথে যোগ দিলে আইনের হাতটা শক্ত হবে। কাঠ কেটে আর কত পাও। প্রাইসের ব্যবসা এমনিতেই মন্দা। তাছাড়া, ডেপুটির কাজে পরিশ্রম কম, তুলনায় বেতন বেশি।'

'ঝুঁকিও বেশি,' যোগ করল জেমস, সিগারেট ফুঁকছে। খেয়াল করল সেলুনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে, একটু আগের উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। স্যাভেজ আর নেবর কেটে পড়তে লোকজনও সহজ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে ওদের। দু'জনকে একসাথে খোশ-গল্প করতে দেখবে এটা অন্তত আশা করেনি কেউ।

'তা আছে। কিন্তু কামাইয়ের তুলনায় সেটা কমই। তোমার মত আরও দু'জন লোক পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারব আমরা।'

'তার কোন দরকার আসলে আছে কি?'

'আছে, বন্ধু। তোমাকে মানতেই হবে আর দশটা শহরের মত লিয়ন সিটি ঠিক সুরক্ষিত নয়। সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি, চল্লিশ মাইল গেলেই মেক্সিকো; পাহাড়ের ওপাশে আউট-লদের হাইড-আউট। ভাগ্য যে ওরা কখনও এদিকে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু কে বলতে পারে বাইরের সাহায্য কখনও দরকার হবে না? টাকসন যেতেই লাগে পাঁচ দিন। যদি কখনও বিপদের পড়ি আমরা, ওখানে পৌঁছানোর আগেই চুকে যাবে সব।'

'নিজেদের এত ফেলনা ভাবছ কেন? প্রয়োজন হলে ঠিকই হাতে অস্ত্র তুলে নেবে এখানকার লোকেরা। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে বিপজ্জনক লোককে হটিয়ে দিয়েছে এমন অনেক শহরের গল্প জানি আমি।'

'ছিলে নাকি দু'একটায়?'

'আরে নাহ্! একবার তো আরেকটু হলে বিপদেই পড়েছিলাম। জেরেমি করবেটের নাম শুনেছ তো? ইয়েলোস্টোনে গণ্ডগোল হওয়ার সময় ওর সাথে ছিলাম, মওকা খুঁজছিলাম বাড়তি কিছু লাভের আশায়। ঠিক এমন সময়ে লোকজন তেড়ে এল। বেগতিক দেখে কেটে পড়লাম।'

'করবেটকে রেখে?'

'তো কি ওদের জন্যে বসে থাকব, আর শেষে কি-না উন্মত্ত লোকজন আমাকে ঝুলিয়ে দিক? আমি কেন অন্যের পাপের ভাগীদার হব? নিজেরগুলোর ঠেলা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি।'

'তুমি দেখছি একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা নও,' পকেট থেকে একটা সিগার কেস বের করল সে। 'অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কঠিন সব লোক এরকমই হয়।' কেসের ঢাকনা খুলে সিগার বের করে ইঙ্গিতে অফার করল ওকে, প্রত্যাখ্যান করল জেমস।

'দু'একটা কুকর্ম যে একেবারেই করিনি, তা নয়। একবার তো টাকার টানাটানি থাকায় গরু সরানোর কাজ করেছিলাম। বেশ লাগছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত অল্পতে সন্তুষ্ট হতে হলো।'

'ধরা পড়োনি?'

'ধরা পড়লে কি আর তোমার সাথে খোশ-গল্প করছি?' লপার সিগার কেসটা পকেটে ঢোকানোর সময় খেয়াল করল জেমস: ওপরে দুটো অক্ষর খোদাই করা, ধাতব কিছু দিয়ে খুঁচিয়ে করা হয়েছে—'কে' আর 'এল'।

হাসল কেভিন লপার, ঝুঁকে চাপড় মারল জেমসের কাঁধে। 'তুমি সত্যি দারুণ লোক, অ্যালেন! যা দেখালে আজ, স্বীকার করছি আমাকেও কোণঠাসা করে ফেলেছিলে। বাধ্য হয়ে খানিকটা কৌশল খাটাতে হলো। নিজের পিঠ বাঁচাতে তুমি যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি আমাকেও তো নিজের সম্মান টিকিয়ে রাখতে হবে। হেনরী তোমার ওপর এত খেপল কেন, বলো তো? মেয়েটাকে কিছু করেছ নাকি?' শেষ কথাগুলো এত নিচু স্বরে বলল যে আর কেউ শুনতে পেল না।

'এটা আমার কাছেও একটা ধাঁধা। খেতে গিয়ে ক্যাফেতে দেখেছি ওকে। ফিরে আসার সময় মিসেস বার্থেজকে পরামর্শ দিল বাজে লোকদের ভায়গা না দিতে।'

'সত্যি তাই ঘটেছে?'

'দেখো, লপার, আমি মিথ্যে বলি না!' বাস্তবে খানিক আগে বলা ইয়েলোস্টোন আর গরুচুরির ব্যাপারগুলো সবই জেমসের মনগড়া। মিথ্যেটা প্রয়োজনে ভালই বলতে পারে, অন্তত ওর ধারণা তাই।

'মেয়েটা ওখানে ছিল?'

মাথা নাড়ল জেমস। 'শুধু মিসেস বার্থেজ।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল লপার। 'হেনরীর মাথা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে। ক'দিন আগে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল মেয়েটাকে, সাফ না করে দিয়েছে রোজ। এরপর থেকে খেপে গেছে ও, পণ করেছে রোজালিনাকে বিয়ে করবেই। ব্যবসার

চেয়ে মেয়েটাই ওর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। সন্দেহ করে অন্য কারও প্রতি হয়তো আগ্রহ আছে রোজের। তাই সবাইকে ঘোলা চোখে দেখে। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে কখনও ওই ক্যাফেতে যাব না আমি। বোঝো অবস্থাটা।'

'কিন্তু সুদর্শন সে, টাকাও আছে। ওকে যে কোন মেয়েই পছন্দ করবে।'

'সেটা তো মেয়েটা ভাল জানে। হয়তো হেনরীর নিজেকে জাহির করার স্বভাবটা ওর পছন্দ নয় কিংবা আঠার মত লেগে থাকার ব্যাপারটা। আসলে, আমার কি মনে হয় জানো, মেয়েটা শক্তের ভক্ত। ওর দরকার কঠিন একটা লোক। একবার ওকে হাতের মুঠোয় ভরো, দেখবে তোমার ইচ্ছেমত চলছে সবকিছু।'

'এত কিছু বুঝেছ তুমি?'

'দু'একটা মেয়ের সাথে আমিও তো মিশেছি, নাকি?' হাসল লপার, ঘন ঘন টান দিল সিগারে। 'ডেপুটি হতে তোমার আপত্তি নেই তো? কাল সকালে একবার আমার স্টোরে এসো। বেতন আর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করা যাবে।' উঠে দাঁড়াল সে।

'তুমি কি চাও স্যাভেজ আমার হাড় গুঁড়ো করে দিক? ব্যাপারটা ও মোটেও পছন্দ করবে না।'

'করবে। ওকে কিভাবে টাইট দিতে হয় সে আমি জানি। ওর বেতনটা আমরা দেই, এটা ওকে মানতেই হবে।' জেমস নড করতে সন্তুষ্ট হয়ে দরজার দিকে এগোল সে। 'বিলটা পাঠিয়ে দিয়ো, বব,' বারকিপারের উদ্দেশে বলল, 'ভাল হয় যদি সকালে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসো।'

'জ্বী, মি. লপার,' সসম্ভ্রমে বলল বারকিপ। বোঝা গেল আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

অদ্ভুত একটা লোক, ভাবছে জেমস অ্যালেন—কপট, *কৌশলী, ধূর্ত এবং সর্বোপরি ভয়ঙ্কর।* খানিক আগের খোশ-গল্প মনে পড়তে হাসি পেল ওর। পরস্পরকে বোঝাতে দু'জনেই আন্তরিক চেষ্টা করেছে, কিন্তু জেমস যেমন তার কথা এক বর্ণ বিশ্বাস করেনি, সে-ও করেনি ওর কথাগুলো। তৃতীয় কেউ শুনতে পেলে অবাকই হবে। পরস্পরকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা কম করেনি কেউ। লপারের ধাত সম্পর্কে জানে জেমস, এমন বহু লোক দেখেছে ও এর আগে; ওর প্রয়োজন লপারের এখানকার অবস্থানটা খতিয়ে দেখা। শত্রু সম্পর্কে জানা থাকলে তাকে মোকাবিলা করা সহজ হয়। লপারের ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম—ওকে চেনে না ঠিকই, কিন্তু জেমস আপাতত তার জন্যে একটা হুমকি। যতদূর বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা চক্র হিসেবে আছে ওরা—লপার, স্যাভেজ আর নেবর। হেনরী ক্রুশার বা লেসলি উইলিয়ামসও যদি জড়িত থাকে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।

লেসলি উইলিয়ামসের চরিত্র ধোঁয়াটে লাগছে ওর কাছে। লোকটাকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বড় মাইনিং টাউন বা ক্যাম্পে পোকার খেলে প্রচুর টাকা কামিয়েছে সে, অসংখ্য মাইনারকে সর্বস্বান্ত করেছে, বেশিরভাগই চুরি করে। কয়েকটা খুনও করেছে। কোনভাবেই তাকে ভাল মানুষ বলা যাবে না। লপারের

দলে থাকাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক এবং লাভজনক, অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে সে।

জুয়াড়ীর খোঁজে চারপাশে তাকাল জেমস, দেখা যাচ্ছে না তাকে। টেবিল থেকে সরে গিয়ে বারের কাছে দাঁড়িয়ে পান করছিল, কখন যেন সটকে পড়েছে। লোকটার সাথে আলাপ করতে পারলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। সম্ভবত নিজের রুমে পাওয়া যাবে তাকে, ভাবল জেমস। চেয়ার ছেড়ে পিছিয়ে এল ও, নিঃশব্দে সরে গেল পেছনের দরজার দিকে। ফাঁক বুঝে সটকে পড়ল, করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়ি দেখে এগোল। দোতলায় উঠে এসে নক্ করল দ্বিতীয় কামরার দরজায়।

'ঢুকে পড়ো, খোলাই আছে,' ভেতর থেকে ভেসে এল জুয়াড়ীর গলা।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল জেমস, পা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল দরজার পাল্লা। দ্রুত চোখ বুলাল ঘরটায়। ছোট তবে গোছানো, বোঝা যায় পরিপাটি থাকতে পছন্দ করে লোকটা। উল্টোদিকে জানালার কাছে বাঙ্ক, পাশে বেড-সাইড টেবিল। দুটো ঘোড়ার দামী মডেল, ইন্ডিয়ান চীফের আবক্ষ মূর্তি, রঙবহুল এক প্যাকেট তাস—সব ঝলমল করছে। দরজার পাশে কাঠের টেবিল আর একজোড়া চেয়ার। বেশ কিছু বই দেখা গেল টেবিলে। লাগোয়া দেয়ালে এক মানুষ সমান উঁচু পালিশ করা আয়না, ঘরের অর্ধেকটারও বেশি ফুটিয়ে তুলেছে নিজের শরীরে। ঠিক মাঝখানে ছাত থেকে ঝুলছে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি। জানালায় নকশাদার পর্দা। মনে মনে একটা ধাক্কা খেল জেমস, সাধারণ এক জুয়াড়ীর এরকম রুচি আশা করেনি। এমন একটা ঘর বরং হেনরী ক্রুশার বা কেভিন লপারকেই মানায়।

বিছানায় বসে ছিল লেসলি উইলিয়ামস, নরম গদিতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে। হাতে হুইস্কির বোতল, অর্ধেক ইতোমধ্যে শেষ করে ফেলেছে। লণ্ঠনের স্বল্প আলোতেও চোখগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। 'বোসো,' চেয়ার দেখিয়ে উঠে জানালার কাছে গেল সে, পর্দা সরিয়ে দেয়ার সময় থেমে গেল হাত। 'ফিড স্ট্যাবলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্যাভেজ,' চাপা স্বরে বলল সে, উত্তেজিত। পর্দা টেনে দিল। 'হলফ করে বলতে পারি কুত্তাটা আমার ঘরের ওপর নজর রাখছে। কেভিন লপার তোমার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, বন্ধু।'

'ওর ব্যাপারে আমারও আগ্রহের কমতি নেই।'

'পুরানো শত্রুতা?' হেসে বোতলে চুমুক দিল জুয়াড়ী। 'তাই হবে, নইলে কি আর এতদূর ছুটে আসতে? না, তোমার গল্প মোটেও বিশ্বাস করিনি আমি। বোধহয় লপারও করেনি।'

সিগারেট রোল করছে জেমস, চুপ করে থাকল।

'দারুণ দেখালে!' সিগারেট রোল করার দিকে ইঙ্গিত করল লেসলি উইলিয়ামস। 'তাক লাগিয়ে দিয়েছ সবাইকে। আমি নিজেও কাউকে এভাবে সিগারেট রোল করতে দেখিনি। মুহূর্তের জন্যেও বোধহয় অসতর্ক হও না, তাই না?'

কিছুই বলল না জেমস।

'লপারের সিগার কেসটা তোমাকে আকৃষ্ট করেছে, তাই না?' প্রসঙ্গ বদলাল সে।

'ওরকম একটা জিনিস আগেও দেখেছি আমি।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লেসলি, একটা বাক্যে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল পুরো ব্যাপারটা। 'তোমাকে বোধহয় চেনেনি সে।'

'আমিও ওকে প্রথম দেখলাম।'

এবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জুয়াড়ী। কিছুক্ষণ পর মাথা ঝাঁকাল। 'নাহ্, তোমার কাজ-কর্ম কেমন যেন! ফুটো একটা পকেট নিয়ে ঢুকেছ লিয়ন সিটিতে, আমাকে টেক্কা দিয়ে জুয়ার টেবিলে কামিয়ে নিলে বেশ কিছু ডলার। এরপর আরও কয়েকটা চমক···হেনরী ক্রুশারকে আজ যেভাবে শায়েস্তা করলে আমারই দুঃখ লাগছিল, অথচ কেভিন লপার চুটিয়ে উপভোগ করেছে। পরে বন্ধুর দোষ ঢাকতেও চেষ্টা করেছে। শেষে তোমরা এমন রসালাপ শুরু করলে যে আরেকটু হলে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম, লপার বোধহয় তোমাকে পটিয়েই ফেলল। ওর মধুবর্ষণে দুই বছর আগে যেমন আমি পটেছি।' থেমে টেবিলে বোতল নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জেমসের দিকে। 'তুমি যেদিন এসেছ, সে-রাতে ডিক করবির আস্তাবলে একটা খুন হয়। ওটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ?'

উত্তর দিল না জেমস, তাকিয়ে আছে লেসলি উইলিয়ামসের দিকে।

'তোমাকে সতর্ক করেছিলাম,' বেশ গিলে ফেলেছে জুয়াড়ী, কথা বলতে স্বস্তি পাচ্ছে। 'কার কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে তা কিন্তু বলিনি। না, ধারণাও করতে পারবে না। রিক স্যাভেজ, আমাদের মার্শাল, কারও পকেটে বেশি টাকা থাকাটা ঠিক সইতে পারে না সে। সেলুনে ঝামেলা হওয়া মানেই ওর পোয়াবারো। নিজের অফিসে নিয়ে গিয়ে দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা করে, প্রয়োজনে গায়ের জোরে আদায় করে। কেউ দিতে না চাইলে তার কপাল যে সত্যি মন্দ সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেয়। এ কাজটা খুব আনন্দের সাথে করে ও। আর জরিমানার টাকার বিরাট অংশ চলে যায় লপারের পকেটে।

'একবার আমাদের সাথে খেলে প্রচুর টাকা জেতে এক লোক। দারুণ খেলত, ভাগ্যও সেদিন ওর পক্ষে ছিল। পরদিন হোটেলের রুমে লাশটা পাওয়া গিয়েছিল, টাকাগুলো উধাও। লপারকে টেক্কা দিয়ে কেউ পার পেয়ে যাবে সেটা কোনমতেই হতে দেবে না সে। আমি যখন ওর সাথে জিতি, সেটা পরে ওকে ফেরত দিতে হয়। জেতার আনন্দটুকুই কেবল আমার।'

'তোমার অবস্থানটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি,' নির্লিপ্ত স্বরে মনে করিয়ে দিল জেমস।

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় ভাবান্তর হলো না তার, মাথা ঝাঁকাল। যেন জানত প্রশ্নটা আসবে একসময়। 'বছর দুই আগে এখানে এসেছিলাম। বেশ কিছু লোক খুঁজছে আমাকে। ভাবলাম এখানে কাটিয়ে দেয়া যাবে কিছুদিন, তারপর সুবিধামত ফিরে যাব। আমাকে চিনতে পেরেছিল লপার। সেলুনে জুয়ার আসর বসায় সে, ডিলার হলাম আমি। খেলাটা চালাতে হয় খুব সাবধানে, কারও সন্দেহ যাতে না হয়। হারতে অভ্যস্ত নই, আবার কাউকে সর্বস্বান্তও করা যাবে না, কিন্তু ওর

ভাগের টাকা ঠিকই থাকে। ছোট্ট বখরায় রফা হলেও সেটা এখন অনেক বেড়ে গেছে। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে লোকজনের টাকায় পাহাড় বানাচ্ছে ও।'

'চলে যাচ্ছ না কেন?'

'লপার হুমকি দিয়েছে পালিয়ে গেলে স্যাভেজ আর নেবরকে লেলিয়ে দেবে আমার পেছনে। দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব নয়। পালিয়ে গেলেও, একটা দিনও টিকতে পারব না, এলাকাটা যা দুর্গম! নেবর গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই হাজির হয়ে যাবে।'

'তোমার এত আগ্রহের কারণ বোঝা যাচ্ছে এবার।'

'অস্বীকার করছি না। আমাকে সাহায্য করতে পারবে তুমি। জুয়াড়ী মাত্রই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আমার মনে হয়েছে আগে-পরে যাই হোক ওরা তোমার পিছু লাগবেই। এবং তোমাকে সামলাতে গিয়ে দলটা ছোট হবে। সে-সুযোগটাই নিতে চাই আমি। দেখো, জেমস, তোমাকে কিছু না বললেও হত, টিনস্টারদুটোকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, আর এদিকে কেটে পড়তাম আমি। নিজের কাজ যাতে সহজে সারতে পারো সেজন্যে তোমার দরকার কিছু তথ্য আর পরামর্শ। এখানে অন্য কারও কাছে ওদের সম্পর্কে আসল খবর পাবে না তুমি। লপার বা স্যাভেজকে আমি যেভাবে চিনি তেমন করে চেনে না কেউ।'

'লপার নিশ্চয়ই জানবে আমার সাথে কথা বলেছ তুমি।'

'জানুক। আমি জানি তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ওরা। আমাকে থামিয়ে দেয়ার কথা সে চিন্তা করবে না এখন, তাহলে রোজগারের বড় একটা উৎস ফুরিয়ে যাবে। আর···তোমাকে শেষ করতে পারলে আমার আশাও শেষ। নিজের কামাই আরও কতদিন ওকে দিয়ে যেতে হবে কে জানে!'

'জুয়া খেলছ তুমি, লেসলি।'

'হয়তো,' হাসল সে, অবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে। ড্রয়ার থেকে সিগার বের করে ধরাল। 'এবং ভাল তাসের পক্ষেই বাজি ধরে সবাই।'

দুরাশা!

'আমি ভেবে-চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জেমস। তোমার কোন সাহায্য লাগলে বলবে, যতদূর পারি করব। ববকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'ওদের সম্পর্কে ঠিক কতটুকু জানো?'

'অন্য যে কারও চেয়ে বেশি। স্যাভেজের কথাই ধরো—মাথামোটা এক দানব, লপারের একান্ত বাধ্য। দু'হাতে চেপে ধরে ওকে মানুষ মারতে দেখেছি। নেবর একটা কেউটের মত, কখন ছোবল মারবে আগে থেকে জানার উপায় নেই। ঠাণ্ডা মাথায় তোমার চোখে চোখ রেখে গুলি করতে পারবে ও, প্রয়োজনে পেছন থেকে। ওকে দেখে পিস্তলবাজ মনে হয় ঠিকই, কিন্তু আসলে পারতপক্ষে সামনাসামনি লড়ে না। তাই বলে মোটেও হেলাফেলার পাত্র নয়। ওরা দু'জনেই লপারের ডালকুত্তা। এখানকার লোকেরা কাছাকাছি সময়ে তিনজনকে আসতে দেখেছে, কিন্তু সম্পর্কটা আবিষ্কার করতে পারেনি কেউ।

'আর লপার···সে হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক যদিও ফুলবাবু। বিশাল একটা স্টোরের মালিক কিন্তু শুরু করেছিল মাত্র পাঁচশো ডলার নিয়ে। ক্রুশারের

সাথে ভাগাভাগিতে ব্যাংক গড়েছে, কিন্তু তাকেও ল্যাং মারতে ছাড়বে না, এটা আমার স্থির বিশ্বাস।

'পিস্তল ঝোলায় না ও, কিন্তু জিনিসটা ওর মত নেবরও চালাতে পারে কি-না সন্দেহ আছে আমার। দারুণ ক্ষিপ্র। একবার জুয়ায় হেরে গিয়ে পিস্তলে হাত দিয়েছিল এক লোক। আতঙ্কে যেখানে সিটিয়ে যাওয়ার কথা সেখানে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক কাউবয়ের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি করে লপার, লোকটা গুলি করার আগেই। এত অনায়াস ভঙ্গিতে যে লোক পিস্তল চালাতে পারে তাকে সেরা না বলে উপায় নেই। এখানে পরিপূর্ণ ভদ্রলোক সে, শহর কমিটির মাথা। পিস্তল না ঝুলিয়ে অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে, ধরাছোঁয়ার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।'

'দারুণ একটা টীম, তাই না? বাজি ধরে বলতে পারি একটা সমৃদ্ধ অতীত পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার কোথাও ওদের পোস্টার তো দেখিইনি, নামও শুনিনি।'

'ওদেরকে আউট-ল বা ওরকম ভাবছ কেন? সুযোগ পেলে অনেকেই এরকম জুড়ে বসবে।'

অবজ্ঞার সাথে হাসল লেসলি উইলিয়ামস। 'জীবনে অনেক লোক দেখেছি। ওদের ধাত আমার ভালই জানা আছে। লপারকে সন্দেহের বাইরে রাখা গেলেও স্যাভেজ বা নেবরকে অন্য কিছু ভাবতে পারবে না তুমি। এত বড় একটা শরীর নিয়ে ভদ্র জীবন-যাপনের কোন ইচ্ছে আমাদের মার্শালের নেই, আর ওর ডেপুটি তো একটা জাত খুনী। খারাপদের মধ্যেও সেরা লোক থাকে, জানো তো? এ জন্যেই হয়তো ওদের নামে কোন পোস্টার নেই। তাছাড়া দেশটা কত বড়, এক প্রান্তের খবর পৌঁছায় ক'জায়গায়?'

'ক্রুশার ওদের সাথে আছে নাকি?'

'আমি নিশ্চিত নই। লপার ভাব দেখায় সে যেন ওর জানের দোস্ত। আসলে সময় হলে চোখ উল্টে নেবে ও-ই। আজকেই তো স্পষ্ট হয়ে গেল। ক'দিন পর হয়তো দেখা যাবে লপারই ব্যাংকের সব দখল করে আছে। ওর শয়তানী বুদ্ধির সাথে পারবে না হেনরী।'

'তারমানে সাচ্চা লোক সে?' কিছুটা বিস্মিত হয়েছে জেমস, হেনরী ক্রুশারকে ওর ধোয়া তুলসি পাতা মনে হয়নি।

'দারুণ স্মার্ট লোক, সবসময়ই পরিপাটি থাকে। শহরের লোকজনের কাছে সে একজন আদর্শ মানুষ। বলেছে পুব থেকে এসেছে, কিন্তু আমার ধারণা সেটা মিথ্যে। ওসব ফুলবাবুরা পশ্চিমের এত ভেতরে আসে না। তা-ও বিচ্ছিন্ন, সীমান্তের কাছাকাছি এমন একটা শহরে। হতে পারে সত্যি কথা বলেছে, ওর আচরণে অবশ্য তাই মনে হয়। এতগুলো টাকা নিয়ে এতদূর আসার কারণ বোধহয় কেবল সে-ই জানে। ব্যবসাটাও ভাল বোঝে। চড়া সুদে ঋণ দেয়, জানে এছাড়া উপায় নেই ক্যাটলম্যানদের। আবার রাউন্ড-আপের পর ওদের কাছ থেকেই গরু কেনে, টাকসন পর্যন্ত লম্বা ড্রাইভের খরচ আর সময় র‍্যাঞ্চারদের নেই বলে বাধ্য হয়ে ওর কাছে অল্প দামে গরু বিক্রি করে। সব গরু একত্রিত করে টাকসনে নিয়ে গিয়ে

বিক্রি করে লোকটা।'

'ওর সাথে তোমার বনিবনা তাহলে ভালই।'

'অন্তত শত্রুতা নেই। তবে খেলায় হেরে গেলে মন খারাপ করে থাকে কয়েকটা দিন। ওর মন অবশ্য ভাল হয়ে যায় রোজালিনা বার্থেজের কাছে গেলে। পোকারের চেয়েও বেশি টান মেয়েটার প্রতি। কিন্তু কোনটাতেই বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না ও।'

'আজকের ঘটনা নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না সে?'

'ওর নাক ভেঙে দিয়েছ, সে তোমাকে চুমো খাবে নাকি? তোমার মুখটা ওই মেক্সিকান মেয়েটার মুখ হলে না হয় একটা কথা ছিল।' হেসে উঠল জুয়াড়ী, ফের বোতল তুলে নিল। 'তবে যাই বলো দারুণ একটা মেয়ে, বুড়োদের বুকও কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু ও যেন পণ করেছে কোন পুরুষের বাহুলগ্না হবে না। কেভিন লপার তো চড়ই খেয়েছে।'

'এত অহঙ্কারী মেয়ে? লপার বা ক্রুশার তো এখানে রাজার মত। ওর জায়গায় হলে যে কোন মেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে।' মজা পাচ্ছে জেমস, দেখা যাচ্ছে দুই পার্টনার সব জায়গায় একসাথেই আছে।

'হয়তো বিশ্বাসের অভাব। মেক্সিকানরা এ দেশে অনেকটা অবাঞ্ছিতের মত। একজন ইয়াঙ্কি মহিলা এখানকার সমাজে যে মর্যাদা পায় ওরা তা পায় না। সরকারীভাবে আমেরিকানদের মত সুবিধেও পায় না। যারা কয়েক পুরুষ ধরে থাকছে, এখানকার লোকেরা কখনোই নিজেদের একজন বলে ভাবতে পারেনি ওদের; ওরাও আত্মস্থ হতে পারেনি দেশটার সাথে। বেশিরভাগ লোকই হচ্ছে কেভিন লপার বা স্যাভেজের মত, একটা মেক্সিকান মেয়ে ওদের কাছে কেবল মেয়েমানুষ, ভালবেসে তার সাথে ঘর করার কথা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে না। মেক্স মেয়েরা তাই ইয়াঙ্কি পুরুষদের বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসই করে বেশি। তারওপর নিজের মা-কে ঠকতে দেখেছে মেয়েটা। ক্রুশারের মত ধনী কাউকে বেছে নেয়ার চেয়ে নিজ জাতের কাউকেই পছন্দ করবে সে।'

'তেমন কেউ আছে নাকি?' হালকা সুরে বলল জেমস। 'লোকটা দারুণ ভাগ্যবান হবে।'

'নেই কেউ। কিন্তু মেয়েটা হয়তো তেমন কারও অপেক্ষায় আছে।'

'লপার বা ক্রুশার নিশ্চয়ই তোমার মতই ভাবে, তবু লেগে আছে কেন?'

পর্দার কাছে সরে গেছে লেসলি উইলিয়ামস, বাইরে চোখ রেখে উত্তর দিল: 'লোভ। মেয়ে হিসেবে রোজালিনা বার্থেজ লোভনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি শুনেছি লপারকে চড় মারার পর থেকে নিজের সাথে ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার রাখতে শুরু করেছে মারিয়া বার্থেজ। কাউকে মেয়ের কাছাকাছি হতে দেখলে নাকি রেগে যায় মহিলা। স্যাভেজ গিয়েছিল একবার, পাছায় একটা গুলি নিয়ে ফিরে এসেছে ও। দুটো সপ্তাহ ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি মাথামোটাটা।' হাসছে জুয়াড়ী।

'কিন্তু ব্যবসা করতে হলে লোকজন তো যাবেই ওর ক্যাফেতে।'

'তা যায়,' চিন্তিত শোনাল লেসলির গলা। জানালা গলে উল্টোদিকের রাস্তার ওপর চলে গেছে চোখ, বিশাল একটা কাঠামো খুঁজছে। 'মারিয়া বার্থেজ নিজেই

চালায় ক্যাফে। মেয়েকে ওপর থেকে নামতে দেয় না। খুব বেশি ঝামেলা হলে রান্নার কাজে সাহায্য করে মেয়েটা।'

'ওদের সম্পর্কে অনেক জানো দেখছি।'

'সেলুনে থাকি, ভুলে যাচ্ছ কেন? লোকজন আলাপ করে, শোনার ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কথা কানে আসে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। 'কুত্তাটাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেটে পড়েছে ভাবতে বাধছে আমার। নির্ঘাত ঘাপটি মেরে আছে কোথাও।'

রিক স্যাভেজের কথা বলছে সে, ধারণা করল জেমস। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। তাকাল জুয়াড়ীর দিকে, লোকটাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে এখন। অতিরিক্ত হুইস্কি গেলার কোন নমুনা চেহারা বা আচরণে নেই। 'লেসলি উইলিয়ামস, আমি আমার নিজস্ব নিয়মে খেলি,' স্থির, দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'লপার বা স্যাভেজের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই, তাই যতক্ষণ না ওরা আমার পেছনে লাগছে আমিও কিছু করতে যাচ্ছি না। ওরা তোমার শত্রু, তাতে আমার কিছু যায়-আসে কি? আমরা এক দলের লোক নই, তোমার-আমার মধ্যে মিল কমই আছে। যদি আশা করে থাকো তোমার কথামত ওদের বিরুদ্ধে লেগে যাব, তাহলে ভুল করবে। নিজের গরজে ওদের সামলাতে হবে তোমার।'

হতাশ দেখাল জুয়াড়ীকে, তাকিয়ে আছে।

'ধন্যবাদ তোমাকে, কাজে লাগবে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছ। আমি এখন জানি ঠিক কার বিরুদ্ধে লড়তে হতে পারে। একটা পরামর্শ দেব, শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রথম সুযোগে স্যাডলে চেপে বোসো।'

'জানি অন্তত একটা সুযোগ তো পাবই। তুমিই তৈরি করে দেবে,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল জুয়াড়ী, গলায় জোর নেই।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, চোখ টিপল। 'তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না ওরা। এ-ও জানি এ জন্যে মাসুল দিতে হবে।'

শ্রাগ করল জেমস, জুয়াড়ীর চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে এল। পেছনে হাত বাড়িয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

'তুমি দেখছি আমাকেও অবিশ্বাস করছ!' বিস্মিত গলা তার।

'আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

নিচে নেমে এল জেমস, সেলুনের ভেতর থেকে লোকজনের কথাবার্তা ভেসে আসছে। রিক স্যাভেজের কথা ভাবল, হতে পারে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এ আশায় আছে হয়তো, নাকি পেছনের দারজায়ও চোখ রাখবে? বোঝার উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও, দরজা তো মোটে দুটো এবং ওগুলোর যে কোন একটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এমনিতে অনেক দেরি করে ফেলেছে, প্রাইসরা বোধহয় দুশ্চিন্তা করছে।

বেরিয়ে আসতে তাজা বাতাস লাগল গায়ে। মূল রাস্তা এড়িয়ে গেলেই

বোধহয় ভাল হবে, মনে হলো ওর। সোজা দক্ষিণে এগোল, চেষ্টা করেও নিঃশব্দে চলতে পারছে না। একে অন্ধকার তারওপর রাস্তার ওপর সব ফেলনা জিনিসপত্র, উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখা হয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও ওগুলোর সাথে সংঘর্ষ এড়ানো যাচ্ছে না। মৃতের মত দেখাচ্ছে বেশিরভাগ বাড়িকে, বাতি জ্বলছে না। দ্রুত এগোল ও। শহরের শুরু পর্যন্ত যেতে হবে, তারপর ওপাশের বাড়িগুলোর পেছনে ক্রীকের পাড় ধরে গেলে পৌঁছে যাবে প্রাইসের বাড়িতে।

ক্যাফেটা সবে পেরিয়ে এসেছে ঠিক এসময় ভূতের মত উদয় হলো লোকটা। নিঃশব্দে, জেমস কিছু বুঝে ওঠার আগেই। লিকলিকে একটা দেহ, ডান হাতটা লম্বা। পেটে ধাতব নলের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল ও। 'পেয়েছি ওকে, রিক!' চাপা স্বরে উল্লাস প্রকাশ করল লোকটা। 'জলদি এদিকে এসো।'

এই প্রথম শুনতে পেলেও জেমস অ্যালেন বুঝতে পারল ওটা রেনে নেবরের কণ্ঠস্বর।

চার

'নড়ো না, অ্যালেন,' ক্রোধে তপ্ত কণ্ঠে বলল নেবর। 'পেট ফুটো করে ফেলব তাহলে!'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, ঘামতে শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে ভাল গ্যাঁড়াকলে পড়েছে, সহজে ছাড় পাবে না এদের হাত থেকে। *নাকি ঝামেলা একেবারে সেরে ফেলবে?* পেছনে ভারী পায়ের শব্দ পেল ও, টের পেল হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়েছে কেউ।

'জব্বর গল্প করলে, না?' রিক স্যাভেজের ভরাট গলা শোনা গেল পেছনে। 'অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল আমার। কি এত আলাপ করলে?'

'লেসলি বলছিল তোমার মাথাটা একেবারেই নিরেট, গোবরে ভরা। আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন।'

'কি বললি হারামজাদা?' খেপা সুরে তড়পে উঠল মার্শাল।

'তোমরা এখানে এসেছ, লপার জানে? সকালে দেখা করতে বলেছে ও, আমাকে নাকি ডেপুটির একটা তারা দেবে। মারিয়া বার্থেজ তোমার পাছার কোন্ দিকটা ফুটো করেছে, স্যাভেজ? এ ভুলের জন্যে লপার কিন্তু এবার অন্য দিকটা ফুটো করবে...'

'ধাপ্পা দিচ্ছে ও!' চাপা স্বরে মন্তব্য করল নেবর।

'লপারের মাথা খারাপ হয়েছে আর কি, তোমাকে ডেপুটি বানাবে!' অবজ্ঞার সুরে হেসে উঠল দানব। নিঃশব্দ রাত্রিতে শব্দটা জোরাল শোনাল, কিন্তু পরোয়া করছে না ওরা। 'নেবর, পিস্তলটা ধরে রাখো। আমার হাত নিশপিশ করছে! আগে ওকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে নেই, তারপর দেখা যাবে অন্যকিছু। আমার সাথে বাতচিৎ করার খায়েশ জনমের মত মিটিয়ে যদি না দিয়েছি তো আমার নাম রিক

স্যাভেজ নয়!'

পেটে চেপে থাকা পিস্তলের নল সরে গেছে, টের পেল জেমস। দূরে গিয়ে দাঁড়াল ডেপুটি, শিথিল হাতজোড়া পড়ে আছে কোমরের পাশে। বেচাল দেখলে গুলি করার জন্যে তৈরি। বিপদসঙ্কেত পেল ও, শিরশির করে উঠল ঘাড়ের পেছনটা। বিস্ময়ের সাথে এবার লক্ষ্য করল পেছন থেকে ওর দুই কব্জি চেপে ধরেছে রিক স্যাভেজ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতগুলো পিঠের ওপর নিয়ে গেল, চেপে ধরল।

'নড়ো না, খতম হয়ে যাবে!' শাসাল নেবর।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জেমস। একটু আগেও ভেবেছিল দানবটার মুখোমুখি হওয়ার সুবাদে একটা কিছু করার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্যাভেজ সে-সুযোগ রাখছে না, দড়ি দিয়ে ওর কব্জি বেঁধে ফেলেছে। হতাশা বোধ করল ও, অসহায়ভাবে মার খেতে হবে।

দানবীয় একটা উল্লাস শুনতে পেয়ে শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর, সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। ঘুসিটা কাঁধ ছুঁয়ে গেল কেবল, কিন্তু সেটাই টলিয়ে দিল ওকে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, ঘুরে দাঁড়াল।

ততক্ষণে এসে পড়েছে দানব। 'ব্যাপারটা তাহলে মজাদারই হবে!' উচ্ছ্বাস মার্শালের গলায়। 'একটু-আধটু বাধা না দিলে কি আর জমে?' এক পা এগোল সে, ইচ্ছে করেই আঘাত করল না। পিছিয়ে গেল জেমস, পরের আক্রমণটা কিভাবে আসে বোঝার চেষ্টা করছে। এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, দু'হাত বাঁধা থাকায় রিক স্যাভেজের বিরুদ্ধে একটা শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়েছে ও।

বিশাল কাঠামোটার ওপর চোখ রেখে হাত খোলার চেষ্টা করল জেমস। বিন্দুমাত্র শিথিল হলো না, বরং আরও এঁটে বসল। মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত করছে, *সত্যি কপালে খারাবি আছে আজ!* বিদ্যুৎ গতিতে এল ঘুসিটা, কোন রকমে সরে গিয়ে এড়াল। কিন্তু মোক্ষম জায়গায় লাগল পরেরটা, যেন আধমণী একটা পাথর পড়েছে বুকে। উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওর দেহ, শরীর পড়ল হাতের ওপর। জেমসের মনে হলো আগুন ধরে গেছে কব্জি আর আঙুলগুলোতে। নির্ঘাত মচকে গেছে।

লাথিটা আসতে দেখে গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জেমস, সফল হতে পারল না। পেটে লাগল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সব বাতাস। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল, খাঁড়ার ঘা হিসেবে আরেকটা লাথি জুটল। ফের সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও শক্তি পেল না।

'কোথায় গেল তোমার এত তেজ, অ্যালেন?' উল্লাস মার্শালের গলায়, দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'উঠে এসো তো, বাছা, পুরুষ মানুষের মত সাহস দেখাও।' জেমসকে অনড় দেখে মুখ দিয়ে এমন শব্দ করল যেন দারুণ দুঃখ পেয়েছে। 'নাহ্, তোমাকে দেখছি ধরে তুলতে হবে।' ঝুঁকে এল সে, জেমসের বাকস্কিন শার্ট খামচে ধরে ওকে টেনে তুলে ফেলল।

মরিয়া হয়ে উঠেছে জেমস, মাথা চালাল। এমন কিছু হবে আশা করেনি দানব, বড়সড় নাক থেঁতলে দিল ওর কপাল। লোকটা এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল

যে কানে তালা লেগে গেল ওর। এখনও ওকে ধরে রেখেছে মার্শাল। সুযোগটা কাজে লাগাল—সর্বশক্তি দিয়ে হাঁটু চালাল। নরম মাংসের সাথে সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দটা তৃপ্তিদায়ক লাগল ওর কাছে। ওকে ছেড়ে দিয়েছে স্যাভেজ। দু'হাত আকাশে তুলে পিছিয়ে গেল সে। পড়ন্ত অবস্থায় মার্শালের হাঁটুতে বুট চালাল জেমস, ঠক্ করে আওয়াজ হলো। মাটিতে শুয়ে পড়ার পর জেমস দেখতে পেল দানবের মুখ হাঁ হয়ে আছে, দু'হাতে চেপে ধরেছে দুই উরুর সন্ধিক্ষণ, পড়ে যাচ্ছে হাঁটু ভেঙে। ওর ওপরই।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারল না জেমস, পাঁচমণী শরীরটা আছড়ে পড়ল ওর ওপর। ঠেলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, পারছে না। নাক-মুখ ভিজে যাচ্ছে ওর গরম তরলে, সমানে রক্ত বেরোচ্ছে স্যাভেজের নাক থেকে। কিছুক্ষণ পড়ে থাকল ওরা দু'জন, ককাচ্ছে মার্শাল। খানিক পর ওর ওপর থেকে সরে গেল সে, হুঁশ ফিরল যেন।

'স্যাভেজ?' নেবর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কি হয়েছে, ফ্যাচ-ফ্যাচ করছ কেন?' যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করল স্যাভেজ।

'মজা বুঝছ এবার? লোকটাকে ছোট করে দেখেছ তুমি। ওঠো এবার। ওকে নিয়ে কি করবে?'

উঠে বসল সে, বার কয়েক মাথা নাড়ল। দু'হাতে নাক চেপে ধরে পরে তা চোখের সামনে এনে দেখল। নিজের রক্ত দেখে জ্বলে উঠল ওর চোখ, তীব্র ক্রোধে কঠিন হয়ে গেছে সারা শরীর। 'এর শেষ দেখে ছাড়ব আমি!' খরখরে কণ্ঠে শপথ করল, 'খোদার কসম, ওকে মেরেই ফেলব আজ!' কসরৎ করে উঠে দাঁড়াল সে, যন্ত্রণাকাতর মুখটা আবছা আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে।

'তোমার নিজের অবস্থাই সুবিধের নয়, সেটা বুঝতে পারছ?'

একটা কাঁধ সামান্য ঝাঁকাল স্যাভেজ, নেবরের কথায় মৃদু ভর্ৎসনা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না। 'চুপ করে থাকো, আর দেখো কি করে ওকে জনমের শিক্ষা দেই!' ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে, বুনো আক্রোশে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। জান্তব চাঞ্চল্য তার চোখে, শরীর টান টান। আগের মত ভুল করল না এবার, সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ দেখল জেমসকে। 'উঠে দাঁড়া হারামজাদা, নইলে মাড়িয়ে শেষ করে ফেলব!'

পেটের পেশীতে কাঁপন জাগল জেমসের, তলে তলে শীতল ক্রোধে ফুঁসছে। সরে এল কিছুদূর, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। শক্তি পাচ্ছে না শরীরে। লাফিয়ে সামনে চলে এল স্যাভেজ, লাথি চালাল পাঁজর লক্ষ্য করে। গড়িয়ে ওটা পিঠে নিল জেমস, কিন্তু এ সুযোগে ঝুঁকে অনায়াসে ওকে তুলে ফেলল মার্শাল। লোকটার মনোবল দেখে বিস্মিত হলো ও, মোক্ষম দুটো আঘাত তাকে মোটেও টলাতে পারেনি।

ঘুসি চালানো শুরু করল সে, যদিও গতি কমে গেছে। জেমস কেবল গুগুলো এড়ানোর চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হচ্ছে। ভাগ্য ভাল লোকটার শরীরে আগের মত জোর নেই নইলে কয়েকটা ঘুসিতে দফা-রফা হয়ে যেত। তবু যে ক'টা মাথা,

চিবুক আর বুকে-পেটে লাগল, সেগুলো পুরো বেসামাল করে দিয়েছে ওকে। অসাড় হয়ে গেছে পেটের পেশীগুলো, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাথা ঝিমঝিম করছে। অনুভব করল বেশিক্ষণ আর টিকতে পারবে না। উন্মত্ত রিক স্যাভেজকে থামানোর বা নিদেনপক্ষে বাধা দেয়ার কোন সুযোগই ওর নেই।

কাছের বাড়িটার জানালা খুলে গেল, একরাশ আলো এসে পড়ল জায়গাটায়। 'হায় খোদা! লোকটাকে বেঁধে পেটাচ্ছে ওরা!' মেয়েলি একটা আর্তনাদ শোনা গেল। 'মেরেই ফেলবে নাকি?'

'তুই সরে যা,' অস্পষ্ট আরেকটা গলা শোনা গেল। 'আমি দেখছি।'

'স্যাভেজ, ওকে ছেড়ে দাও!' নেবরের শীতল কণ্ঠ। 'যথেষ্ট হয়েছে। ছাড়ো ওকে, নইলে তোমাকেই গুলি করব!'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল। তার ঘুসিতে চোখে সর্ষে ফুল দেখল জেমস, টলে উঠল ওর পৃথিবী। মাটিতে আছড়ে পড়ল শরীর, অন্ধকার নেমে এল চোখে।

জ্ঞান ফিরতে দু'জন মহিলার উদ্বিগ্ন মুখ চোখে পড়ল জেমসের। ঘোলাটে মুখগুলো অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার হতে সময় লাগল, চিনতে পারল এবার—মারিয়া আর রোজালিনা বার্থেজ। নড়াচড়া করতে তীব্র প্রতিবাদ জানাল শরীরের সব কল-কব্জা। মাথাটা একমণ ভারী মনে হচ্ছে, বুক ধুকপুক করছে এখনও। চোখ বুজে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, সারা শরীরের ব্যথা ভোলার চেষ্টা করছে। সুস্থির হতে তাকাল চারপাশে—একই জায়গায় পড়ে আছে। দুই মহিলা ছাড়াও আরও কয়েকজন কাছে-ধারে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেয়ারির ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন ধরাল ওর শরীরে, সেইসাথে মনে করিয়ে দিল একটু আগের ঘটনা। জ্ঞান হারিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অবচেতন মনে স্যাভেজের দেয়া মারের স্মৃতিটুকু দগদগে ঘায়ের মত জেগে আছে মনের পর্দায়।

'তোমরা একটু সাহায্য করবে?' মারিয়া বার্থেজের উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অনুরোধ। 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার। আর, পারলে কেউ একজন ডক্ শুলজকে নিয়ে এসো।'

প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসল জেমস, মাথা ঝিমঝিম করছে। 'আমি ঠিক আছি, ম্যা'ম,' ধীর কণ্ঠে বলল ও, কথা বলতেও যে পরিশ্রম হয় তা টের পাচ্ছে এখন। 'তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। এমনিতেই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

'একটা কথাও বলবে না!' কঠিন গলায় শাসাল মিসেস বার্থেজ।

উঠে দাঁড়াল জেমস, বহুকষ্টে নিজেকে স্থির রাখছে। দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে লোকজন, সাহায্য করতে এগিয়ে এল না কেউ। মারিয়া বার্থেজ তাকাল তাদের দিকে, দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠল। একহাত বাড়িয়ে চেপে ধরল জেমসের কাঁধ।

অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে। 'আমি নিজেই যেতে পারব, ম্যা'ম,' মহিলাকে নিরস্ত করতে দ্রুত বলে উঠল।

'হয়েছে, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না!' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল মহিলা।

'এই পুরুষ মানুষগুলোকে নতুন করে চিনলাম আজ। স্যাভেজের ফাঁপা শরীর দেখে ভয়ে সিটিয়ে গেছে, ভাবছে তোমাকে সাহায্য করলে পরে ওদের ওপর চড়াও হবে সে। কিন্তু তার নিজেরই এখন সাহায্য দরকার বলে মনে হলো আমার।' শেষ দিকে হেসে উঠল মারিয়া বার্থেজ।

'আমার পিস্তলটা রয়ে গেছে,' এগোতে গিয়েও থেমে গেল জেমস।

'কোথায় পড়েছে বলো, রোজ খুঁজে আনবে।'

লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। জুনিপার ঝোপটা দেখাতে সেদিকে এগোল, অনায়াসে খুঁজে পেল সিক্সশূটারটা। ফিরে এসে জেমসের পাশে দাঁড়াল। 'আমার কাঁধে হাত রাখো,' বলল রোজালিনা।

'তোমাদের ঝামেলা বাড়াচ্ছি কেবল,' নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করছে জেমস, বার্থেজদের সহযোগিতা নিতে ওর পৌরুষে বাধছে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই, সত্যি দারুণ বিপর্যস্ত ওর শরীর। এলোমেলো পা ফেলছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই।

পেছনের দরজা দিয়ে ক্যাফের ভেতরে ঢুকল ওরা। একটা চেয়ারে বসাল জেমসকে। দরজা বন্ধ করার সময় বাইরের লোকগুলোকে একবার দেখল মিসেস বার্থেজ, তারপর সপাটে দরজা আটকে দিয়ে ফিরল মেয়ের দিকে, অসন্তোষ তার চোখে। 'আজকের ঘটনাটা মনে রাখবি, রোজ, অনেক কিছু শেখার আছে। কাছে গিয়েও অ্যালেনকে সাহায্য করেনি ওরা। মনে রাখবি তোর বিপদেও এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ইয়াঙ্কি হয়েও ওরা তাকে সাহায্য করেনি, আর আমরা তো নোংরা মেক্সিকান!' চাপা বিষাদ প্রকাশ পেল কথাগুলোতে। 'চুলোয় পানি চড়িয়ে দে,' মেয়েকে ফরমাশ দিল মহিলা। 'কফি পেলে চাঙাবোধ করবে ও।' জেমসের কাছে এসে লণ্ঠনের আলোয় ওর মুখের ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখল। 'মনে হচ্ছে স্ট্যাম্পিডের শিকার হয়েছ তুমি, অ্যালেন,' সহানুভূতির সুরে হাসল। 'রিক স্যাভেজের হাতদুটো মুগুর নাকি?'

'হামানদিস্তার চেয়েও ভয়ঙ্কর,' হালকা সুরে উত্তর দিল জেমস।

'রস এখনও বাকি আছে দেখছি! ভাল, মনোবলটা দৃঢ় না হলে পুরুষ মানুষের চলে নাকি?'

গামলা ভরা গরম পানি টেবিলে এনে রাখল রোজালিনা। ওপরে ছুটে গেল এরপর, নরম এক টুকরো কাপড় নিয়ে ফিরে এল। কুসুম গরম পানিতে ওটা ভিজিয়ে ক্ষতগুলো ধোয়া শুরু করল মারিয়া বার্থেজ। প্রশান্তি অনুভব করছে জেমস, যতটা না শুশ্রূষায় তারচেয়ে বেশি প্রায় অচেনা দু'জন মহিলার আন্তরিকতায়। কয়েকজন লোক যা করেনি তাই করছে এরা। রিক স্যাভেজ বা রেনে নেবরের ভীতির চেয়ে একজন বিপদাপন্ন লোককে সাহায্য করাকে বড় ভেবেছে ওরা। *দারুণ মহিলা,* ভাবল জেমস—উদার, *আন্তরিক এবং সদয়।*

জেমস নিশ্চিত নয় ওরা তাকে শেষপর্যন্ত খুন করত কি-না। রিক স্যাভেজের ইচ্ছে যা-ই থাকুক না কেন, মার্শালের কাজে নাক গলিয়েছে বার্থেজরা। বলা যায় আইনকে বাধা দিয়েছে। স্যাভেজ ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে তারওপর নির্ভর করছে এদের আগামী দিনগুলো। তবে এটা ঠিক সেধে নিজেদের ঘাড়ে ঝামেলা

চাপিয়েছে বার্থেজরা, মার্শাল এর শোধ নিতে চাইলে বিপদে পড়তে হবে ওদের।

আরামে চোখ বুজে ফেলেছিল ও, মহিলা ওর শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করতে চমকে উঠে চোখ মেলল। কঠিন চাহনি হজম করতে হলো ওকে। শার্ট খুলে ওর উর্ধ্বাঙ্গ পুরোটাই মুছে দিল মিসেস বার্থেজ। ওর মনে হলো কয়েক জায়গায় মাংসপেশী থেঁতলে গেছে, তবে ভাগ্য ভাল হাড়-গোড় কিছু ভাঙেনি।

কফির সুগন্ধে খিদে চাগিয়ে উঠল ওর, মনে পড়ল সাপার করা হয়নি। বলতে চেয়েও সংবরণ করে নিল নিজেকে। কিন্তু রোজালিনা একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসতে কৃতজ্ঞবোধ করল ও। ওর প্রয়োজন ঠিকই আঁচ করে নিয়েছে মেক্সিকান গোলাপ।

'নাও, চটপট খেয়ে ফেলো। শরীরে জোর পেতে হলে খাবারের চেয়ে ভাল কিছু আর নেই।' উৎসাহ জোগাল মহিলা।

সময় নিয়ে খেল জেমস, বুঝতে দিতে চায় না ওর খিদে কতটুকু। কফির মগ তুলে নিয়ে চুমুক দিতে শরীর জুড়িয়ে গেল, চাঙাবোধ করছে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব,' অসহায় দেখাল ওকে, ঘন ঘন দেখছে দু'জনকে। 'তোমরা সাহায্য না করলে···'

'বুঝেছিস, রোজ,' কৌতুকে নেচে উঠল মহিলার চোখজোড়া। 'ওর কাছে টাকা নেই।'

মা-মেয়ে হেসে উঠল একসাথে।

'আছে। তোমরা নিশ্চয়ই নেবে না।'

'এ ব্যাটা দেখছি আস্ত বোকা!' মিসেস বার্থেজের হাসি আরও বিস্তৃত হলো। 'কিন্তু নিক বলেছিল খুব বুদ্ধিমান।'

অস্তস্তি বোধ করছে জেমস, চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকাল জানালার দিকে।

'দুঃখিত, বাছা, ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তোমার। আমরা আসলে মজা করছিলাম। তোমাদের পুরুষদের এই জিনিসটা আমাকে এত আনন্দ দেয়–একজন মহিলার সামনে পড়লে বেশিরভাগ লোকই আর গুছিয়ে কথা বলতে বা চিন্তা করতে পারে না। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আড়ষ্ট থেকে যায়। অথচ অন্য সময়ে দশজন সঙ্গীর মধ্যে নিজেকে নিশ্চিন্তে জাহির করতে পছন্দ করে।'

'একজন নয়, মা,' মনে করিয়ে দিল রোজালিনা। 'দু'জন মহিলা এখন ওর সামনে।'

আরেকবার হাসি, এবং তাতে সহজ হয়ে গেল পরিবেশটা।

টেবিলে রাখা পিস্তল হোলস্টারে গুঁজে উঠে দাঁড়াল জেমস, হ্যাট চাপাল মাথায়। কিছু বলার ইচ্ছে হলো না, এগোল দরজার দিকে। সারা শরীরে দপদপানি চলছে ওর, বিশেষ করে বুক আর পেটে। ভোঁতা একটা চাপ চাপ অনুভূতি হচ্ছে মাথায়। কিন্তু সেসব চেপে রাখার চেষ্টা করছে। মহিলা দু'জনকে বুঝতে দিতে চায় না ঠিক কতটুকু বিপর্যস্ত ও, ওদের আন্তরিক সেবা আর শুশ্রূষার পরও। অবশ্য যতটা আশা করেছিল তারচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। সহজে হাঁটতে পারছে, বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছে। মাথাটা পরিষ্কার লাগছে—নিজের বিপদ, পরিস্থিতি আর করণীয় সম্পর্কে সচেতন। বার্থেজরা ওকে সাহায্য না

করলে এটুকুও সম্ভব হত না। *হয়তো মরা একটা কুকুরের মত রাস্তায় পড়ে থাকতে হত, যতক্ষণ না নিজের বলে উঠে দাঁড়ানোর সামর্থ্য হত…*

'ঘরে গিয়ে লম্বা ঘুম দাও, তাহলেই অর্ধেকটা সেরে যাবে,' পেছন থেকে বলল মিসেস বার্থেজ। 'সকালে একবার ডকের সাথে দেখা কোরো।'

নড় করল জেমস, বেরিয়ে গেল এরপর।

উঠে দরজা আটকে দিল রোজালিনা। কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকল অস্পষ্ট দেহটার দিকে, দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে জেমস অ্যালেন। ফিরে এসে মায়ের পাশে বসল ও। 'একটা ধন্যবাদও বেরোয়নি ওর মুখ থেকে,' হালকা সুরে বলল, অনুযোগ নয়।

'তুই সেটা আশা করেছিস?'

'না। তবে বললে বোধহয় খুশি হতাম।'

'সমস্যাটা ওখানেই। একটা মৌখিক ধন্যবাদে শোধ-বোধটুকু শেষ হয়ে যায়। কিছু লোক আছে যারা এটা মোটেও পছন্দ করে না। বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াবে ওরা, মুখে ধন্যবাদ দেয়ার চেয়ে এটাই ওদের জন্যে সহজ ও পছন্দের।'

'তারমানে সুযোগ খুঁজবে ও,' চিন্তিত স্বরে বলল রোজালিনা। 'আমাদের সাহায্য করার জন্যে কেবল একটা ছুঁতো চাই ওর। ইশ্‌শ্‌, আরেকজন!'

'ওরকম না ভাবাই ভাল, হয়তো ও তেমন লোক নয়,' আত্মবিশ্বাসী দেখাল মারিয়া বার্থেজকে। 'একটু অন্যরকম…আর সবার চেয়ে আলাদা, কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে। লপার বা ক্রুশারের মত জোর কিংবা তোষামোদ করে কিছু অর্জন করা ওর ধাতে নেই।'

'মনে হচ্ছে যেন ওকে অনেকদিন থেকে চেনো?'

'অনেক লোক তো দেখলাম, এরা মোটামুটি একই রকম।'

'বাবার মত?' হঠাৎ মুখ ফস্কে জানতে চাইল রোজালিনা।

চিন্তিত দেখাল মারিয়া বার্থেজকে, হাসল এরপর। 'অনেকটা ওর মতই স্বাধীনচেতা এবং জেদী। কিন্তু এতটা দৃঢ়তা নেই তোর বাবার।'

'এ জন্যেই সে চলে গেল?'

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা চলে গেলেও যতটুকু পারে নিজের সব দিয়ে যাবে তোকে। ভালবাসাকে ঘৃণায় রূপ পেতে দেবে না।'

'তাকে এখনও ভুলতে পারোনি তুমি, কিন্তু ঠিকই চলে যেতে দিয়েছ একদিন!' অভিমান প্রকাশ পেল রোজালিনার কণ্ঠে, বাবা না মা-র প্রতি তা বোঝা গেল না।

সহাস্যে মেয়েকে দেখল মিসেস বার্থেজ, গাঢ় শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'দিয়েছি, কারণ তাকে আটকে রাখার কোন ইচ্ছে আমার হয়নি। ঘুরতে ভালবাসে সে, নেশাটা ওর রক্তের মধ্যে। কেউ তা ছাড়াতে পারবে না, আমিও পারিনি। একসময় ফিরে আসবে ও, আমি জানি, যদি বেঁচে থাকে।'

মায়ের বুকে মুখ গুঁজল রোজালিনা। 'কিন্তু কাউকে এ কথা বলোনি তুমি! সবাই মনে করে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

মেয়েকে জড়িয়ে ধরল মিসেস বার্থেজ। 'ওর নেশার চেয়ে এখানকার টানটাই বড়, রোজ, এ জন্যেই তাকে আটকাইনি। আমি জানি সে ফিরে আসবেই। হয়তো আরও দুটো বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখানে একটা ঠিকানা রেখে গেছে সে, ওটাই তার একমাত্র অবলম্বন।'

থমকে গেল রোজালিনা, কথাটার তাৎপর্য বুঝতে সময় লাগল। মায়ের দিকে তাকাল ও, কোন রকম দ্বিধা নেই তার মধ্যে, যেন নিশ্চিত জানে। 'আমি!?'

'হ্যাঁ, তুই। তোর জন্যেই ফিরে আসবে সে। একজন বাবা তার সন্তানকে কখনোই এড়াতে পারে না।'

পাঁচ

দু'দিন পর কাজে যোগ দিল জেমস অ্যালেন। ভোরে বেরিয়ে গেল বনভূমির উদ্দেশে। ওয়াগন রেখে যথারীতি কাজে নেমে পড়ল। টানা কাঠ কেটে চলল, কোন অসুবিধে হচ্ছে না। দুপুর পর্যন্ত মিনিট বিশের জন্যে একবার বিরতি নিল। দুটো দিন কামাই হয়েছে, বাড়তি পরিশ্রম করে পুষিয়ে নিতে হবে।

দূর থেকে ঘোড়সওয়ারকে দেখল জেমস, স্যাডলে বসার ভঙ্গিটা অপরিচিত। ওর খাবার নিয়ে নিকোলাস প্রাইসের অবশ্য এখুনি আসার কথা, প্রতিদিন এ সময়ে আসে সে। অশ্বারূঢ় কাছে আসতে থেমে গেল ওর হাত, অবাক হয়েছে রোজালিনা বার্থেজকে দেখে। দ্রুত পাশে রাখা শার্ট তুলে নিয়ে খালি গায়ে চাপাল। মেয়েটা কাছে আসতে নড করল।

নিকোলাস প্রাইসের গ্রুলায় চেপেছে রোজালিনা। স্যাডলে বসার ভঙ্গি সাবলীল, বোঝা যাচ্ছে শহুরে মেয়ে হলেও স্যাডলে চেপে অভ্যস্ত।

'একজন ভদ্রলোকের উচিত হচ্ছে কোন মহিলাকে তার বাহন থেকে নামতে সাহায্য করা!' কপট সমালোচনা মেয়েটার হাস্যোজ্জ্বল মুখে, জেমসের চমকে যাওয়া অভিব্যক্তি ওকে আনন্দ দিচ্ছে। 'আমি অবিশ্বাস করব যদি বলো তুমি তা জানো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল জেমস, নামতে সাহায্য করল মেয়েটিকে।

'ধন্যবাদ, মি. অ্যালেন।'

নড করে একটু দূরে সরে গেল ও।

স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল মেয়েটা। 'অবাক হয়েছ, তাই না?' ওটা এগিয়ে দেয়ার সময় বলল। 'মার্কের সাথে স্কুল থেকে ফিরছিলাম, নিক মাত্র রওনা দিচ্ছিল। ওকে বাঁচিয়ে দিলাম, এই রোদ্দুরে এতদূর আসতে হবে না বলে খুশি হয়েছে সে।'

প্যাকেট নিয়ে চেলা দেয়া কাঠের ওপর রাখল জেমস। ক্রীক থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখল একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে বসেছে রোজালিনা। 'তুমি খেয়েছ, ম্যা'ম?' প্যাকেট তুলে নিয়ে জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'মার্ককে বোধহয় ক্যাফেতে নিয়ে গেছ তুমি,' প্রশ্ন নয়, এমনিতে জানতে চাইল জেমস।

'হ্যাঁ, ওখানেই লাঞ্চ করেছি আমরা।'

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাল জেমস।

'তুমি তো দারুণ লোক! লিয়ন সিটিতে এ মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত লোক হচ্ছে জেমস অ্যালেন। একদিনে দু'জনের নাক ফাটিয়ে দিয়েছ। লোকজন তো বিশ্বাসই করতে পারছে না কেউ স্যাভেজের অবস্থা এরকম করতে পারে।'

চুপ করে থাকল জেমস। মেয়েটা কেন এসেছে, ভাবছে। মনে হচ্ছে খুব সহজে ওকে বিদায় করা যাবে না। তারমানে সময়টুকু অযথাই নষ্ট হবে। রোজালিনা এমন মেয়ে যাকে এড়িয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। 'তুমি কি এমনিতে এসেছ, ম্যা'ম?' একটু পর গাছের একটা গুঁড়িতে কুড়ালের দুটো কোপ বসিয়ে বলল ও। 'দুটো দিন কামাই করেছি, শেষ করতে হলে আমাকে বেশি খাটতে হবে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রোজালিনা, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে সরাসরি এড়িয়ে যেতে চাইবে জেমস। কিছুক্ষণ কথা সরল না মুখে, অপমান বোধ হলো ওর। ঝট করে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?' মুখিয়ে উঠল ও, অপমানে সুন্দর মুখ লালচে দেখাচ্ছে কিন্তু চোখে খানিকটা বিস্ময় লেগে আছে এখনও।

খানিক তাকিয়ে থাকল জেমস, বোঝার চেষ্টা করল সমস্যাটা ঠিক কোথায় হয়েছে। সৌন্দর্য অহঙ্কারের জন্ম দেয়, আঘাতটা বোধহয় সেখানেই লেগেছে। হাসল সে, মাথা নাড়ল। 'আমি বলতে চেয়েছিলাম তোমার যদি তাড়া না থাকে তো আমরা একসাথে ফিরতে পারি। আমার কাজ শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি কি একটু অপেক্ষা করবে, ম্যা'ম?'

রোজালিনার চোখে এবার খুশির দ্যুতি দেখা গেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে চপল পায়ে চলে গেল আগের জায়গায়। 'কপট, মিথ্যুক!' বিড়বিড় করে বলল বসার সময়।

কুঠার তুলে নিল জেমস, কোপ বসাল গাছের গুঁড়িতে। *অদ্ভুত একটা মেয়ে!*

'মার্শালের সাথে তোমার বাধল কি নিয়ে?'

'আমাকে পছন্দ হয়নি ওর।'

'হেনরী ক্রুশার?'

'সে-ও তাই।'

'তোমাকে পছন্দ হয়নি, এ জন্যে নিশ্চই মারামারি করেনি?'

'না। ওরা চেয়েছিল।'

'কেউ মার খেতে চায় নাকি?'

'শুরুর আগে কেউ কি বলতে পারে শেষপর্যন্ত কে মার খাবে? ওদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। তবে স্যাভেজ বোধহয় আমাকে মেরেই ফেলত, তোমরা বাধা না দিলে ঠিক ঠিক এতক্ষণে বুটহিলে শুয়ে থাকতাম।'

'তোমার সাবধানে থাকা উচিত, মি. অ্যালেন,' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মেয়েটার

কণ্ঠে। 'পরেরবার হয়তো হাত বেঁধেই ক্ষান্ত হবে না। ওই জোড়াটাকে আমার খুব ভয়ঙ্কর মনে হয়।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। সাবধানে থাকব আমি।'

'তোমাকে ওরা পেল কি করে?'

'লেসলি উইলিয়ামসের সাথে কিছুক্ষণ ছিলাম আমি। বাইরে অপেক্ষা করছিল ওরা। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, এগোতে ওদের খপ্পরে পড়তে হলো। নেবরকে আমি দেখতেই পাইনি।'

'ওরা কি ক্রুশারকে পেটানোর জন্যে তোমার বিরুদ্ধে চার্জ এনেছিল?'

'না। দোষটা ক্রুশারেরই, কেভিন লপারসহ অন্তত বিশজন লোক ঘটনাটার সাক্ষী। আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল স্যাভেজ, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। ব্যর্থতাই হয়তো ওর এত আক্রোশের কারণ।'

'লোকটার অহঙ্কার এখন হুমকির মুখে, ওই রাতের কথা সে কখনও ভুলবে না। তোমার বোধহয় ওকে এড়িয়ে চলা উচিত।'

সায় জানাল জেমস। মনোযোগ দিল কাজে। *এ মেয়ে মার্কের মতই,* আনমনে ভাবল ও, *একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। খুব বেশি কৌতূহলী।*

কাঠ ফাড়া শেষ। ওয়াগন নিয়ে এসে তাতে চেলা করা কাঠ ভরতে শুরু করল ও। শেষে খচ্চরদুটোকে ওয়াগনে জুড়ল।

গ্রুলায় চাপল রোজালিনা।

'হেনরী ক্রুশারকে মোটেও খারাপ মনে হয়নি আমার,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জেমস। 'শিক্ষিত, সুদর্শন এবং প্রচুর টাকার মালিক। ওকে বিয়ে না করে বোধহয় ভুল করছ তুমি। সারা শহরের লোকজন তোমাদের জুটিটাকে সেরা মনে করে।'

'আমি তোমার কাছে পরামর্শ চেয়েছি?' ঠাণ্ডা সুরে বলল মেয়েটা।

'না, ম্যা'ম। আমি দুঃখিত।'

'একবার ভেবে দেখেছ কার জন্যে সুপারিশ করছ? দু'দিন আগে ওর নাক ভেঙে দিয়েছ, আর আজ···তুমি সত্যি মজার লোক, মি. অ্যালেন। শত্রু সম্পর্কে একজন পুরুষকে সুপারিশ করতে এই প্রথম দেখলাম।'

'ওর পেটে প্রচুর হুইস্কি ছিল তখন, মাথার ঠিক ছিল না

'আবারও! তুমি ওর কে হও, বাপু?' এবার হেসে উঠল রোজালিনা। 'যদ্দূর শুনেছি তোমাদের প্রথম দেখায় সে তোমাকে বাজে ভবঘুরে বলে অপমান করেছিল।'

'তবু লপারের চেয়ে ভাল লোক সে। তোমার ব্যাপারে ওর আবেগটা খাঁটি।'

'সেটা আমি বুঝব। দয়া করে চুপ করো।'

পৌঁছে গেছে ওরা। মার্ক প্রাইস আর ওর মা-কে পোর্চে দেখা গেল। ছুটে এল ছেলেটা। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি,' সাহসী কণ্ঠে প্রস্তাব দিল জেমসকে।

'না। তোমার হাত ছিলে যাবে,' নামার সময় বলল জেমস, আড়চোখে তাকাল মিসেস প্রাইসের গম্ভীর মুখের দিকে। অস্বাভাবিক রকমের শীতল মনে

হচ্ছে মহিলাকে। অথচ বরাবর কাজ শেষে ফিরে এলে উষ্ণ অভ্যর্থনা পায় ও।

'পারব আমি!' চাপা জেদ প্রকাশ পেল মার্কের কণ্ঠে, এগোল ওয়াগনের দিকে।

ফের লরা প্রাইসের দিকে তাকাল জেমস। মহিলার চোখে সম্মতি দেখে শ্রাগ করল। খচ্চরগুলোকে ছাড়িয়ে করালে নিয়ে গেল ও। ফিরে এসে কাঠ নামানো শুরু করল।

বাড়ির রান্নাঘরে তখন মহিলা দু'জন।

'তোমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, রোজ,' চাপা স্বরে বলল মিসেস প্রাইস। 'ওর কাছে গেলে কেন?'

'এমনিতেই। কৌতূহল হচ্ছিল।'

'ওর মত একজন সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া কি ঠিক হবে? শেষে হয়তো আগ্রহী হয়ে উঠবে তুমি, সুযোগটা সে-ও ছাড়বে না। ভুল করার আগেই ভেবে দেখা উচিত।'

'মজার ব্যাপার কি জানো, ও ক্রুশার সম্পর্কে সুপারিশ করছিল।'

ক্ষীণ হাসল লরা প্রাইস। 'হতে পারে এটা ওর অতি চালাকি, নয়তো সত্যি তাই বিশ্বাস করে সে। বোঝার উপায় নেই কোন্‌টা ঠিক। লোকটার থই পাওয়া কঠিন।'

'দেখা যাচ্ছে তুমিও ওর সম্পর্কে কৌতূহলী, ম্যা'ম।'

'স্বীকার করছি। সে এমন একজন লোক চারপাশের মানুষ যার অস্তিত্বটুকু সবসময়ই অনুভব করবে। কঠিন একজন মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় কিন্তু রুচিবোধ আছে। পারিবারিক পরিবেশে একটু আড়ষ্ট, অথচ নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। নিক পরিশ্রমী, কিন্তু দেখো ও যা কখনও করতে পারেনি এ ক'দিনে তাই করে ফেলেছে অ্যালেন। একেবারে বদলে দিয়েছে সবকিছু। আর মার্ক তো ওকে ছাড়া কিছু বোঝেই না, বাপের চেয়ে ওর কথায় গুরুত্ব দেয় বেশি।'

হেসে ফেলল রোজালিনা। 'আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে, ওকে বোঝার চেষ্টা করছ তুমি!'

'সে এখানে থাকতে আসেনি, রোজ, এটুকু নিশ্চিত বুঝেছি আমি। হঠাৎ করে কিছু না বলে হয়তো চলে যাবে। এখানে কেন এসেছে বা পড়ে আছে তা-ই আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে।'

'কিন্তু তোমাদের কাজ ঠিকই সামলাচ্ছে।'

'সেটা ঠিক,' ট্রে-তে কফির মগ নামিয়ে রাখল লরা প্রাইস, একটা থালায় কিছু বিস্কুট সাজাল এরপর। 'আমিও ওর সাথে একমত, ক্রুশারের সাথেই তোমাকে ভাল মানাবে।'

'একই উত্তর তাহলে তোমাকেও দিতে হয়—ওটা আমার ব্যাপার।'

'অফিস রূমে চলো,' ট্রে হাতে নিয়ে এগোল মহিলা। অনুসরণ করল রোজালিনা। টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে পোর্চে চলে গেল লরা প্রাইস, গলা চড়িয়ে অ্যালেনকে ডাকল।

করালের ভেতর থেকে সাড়া দিল সে, খচ্চরগুলোর পরিচর্যা করছে বোধহয়।

মার্কসহ একটু পর দরজায় দেখা গেল তাকে। 'নিক কোথায়, ম্যা'ম?' একটা চেয়ার টেনে বসে জানতে চাইল জেমস।

'নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইদানীং সেলুনে যাওয়াটা নিয়মিত হয়ে পড়েছে ওর। দুপুরের পর ওকে দিয়ে আর একটা কাজও করানো যায় না। আমার ভয় হয় কবে স্যাভেজের পাল্লায় পড়ে ও।' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মহিলার কণ্ঠে।

কফি শেষ করে বেরিয়ে গেল জেমস। শেডের দিক থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ ভেসে এল একটু পর। উঠে দাঁড়াল রোজালিনা, বিদায় নিল লরা প্রাইসের কাছ থেকে। বেরিয়ে এসে এগোল শেডের দিকে। দূর থেকে দেখতে পেল কিছু একটার ওপর হাতুড়ি পেটাচ্ছে জেমস অ্যালেন। ওর পাশে মগ্ন হয়ে তা দেখছে মার্ক।

কাছে গিয়ে দেখল লম্বা একটা কাঠ কেটে-ছেঁটে কি যেন করছে ওরা, পুরোমাত্রায় মনোযোগী মার্ক। রোজালিনা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও টের পায়নি।

'তোমাকে এগিয়ে দেয়া উচিত,' হাতের কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল জেমস, মার্কের দিকে ফিরল। 'কাজটা আমরা পরে শেষ করব, মার্ক।'

বাধ্য ছেলের মত মাথা ঝাঁকাল সে যদিও কিছুটা অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

'একাই যেতে পারব, মাত্র তো কয়েক গজ পথ।'

'আমি কিন্তু বলিনি যে একা যেতে পারবে না তুমি।'

ক্ষণিকের জন্যে তাকিয়ে থাকল রোজালিনা, তারপর মৃদু হাসল। 'একজন সঙ্গী হলে অবশ্য মন্দ হয় না। তোমার ওপর বোধহয় নির্ভর করা যায়।'

হাতুড়ি, করাত রেখে প্যান্টের পেছনে হাত মুছল জেমস, বেরিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকল মেয়েটির জন্যে। মার্ককে আদর করে শেড ছেড়ে বেরিয়ে এল রোজালিনা।

এগোল ওরা।

'মি. অ্যালেন?'

ফিরে তাকাল সে।

'এখানে আসার আগে ছিলে কোথায়?'

'আমি আসলে ভবঘুরে মানুষ, তবে বেশিরভাগ সময় অ্যাবিলিনে ছিলাম।'

'সে তো অনেক দূর। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছ?'

'আসাটা হঠাৎ হয়ে গেছে।'

'তুমি কেন এসেছ এখানে, বলবে?'

প্রশ্নটা থমকে দিল জেমসকে। এ ধরনের প্রশ্ন সরাসরি করে না কেউ, কোন মহিলা তো নয়ই। 'হঠাৎ চলে এসেছি।'

'মিথ্যুক!'

অবাক হয়ে রোজালিনার দিকে তাকিয়ে থাকল জেমস। মেয়েটাকে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। ও *মিথ্যে বলেছে কি করে এত নিশ্চিত হয় মেক্সিকান গোলাপ?*

'আমার যখন দশ কি এগারো বছর বয়েস, এ শহরে এসেছিলাম আমরা। তারপর অনেক মানুষ দেখেছি, বিচিত্র একেকজন। বেশিরভাগই ভবঘুরে নয়তো

ফেরারী। কিছুটা হলেও তাদেরকে চিনতে শিখেছি। আমি জানি তুমি ফেরারী বা ভবঘুরে নও। তোমার মধ্যে গোছানো একটা ভাব আছে যা ওদের মধ্যে থাকে না। এখানকার কেউকেটাদের কাউকে পরোয়া করছ না, অথচ ফেরারী হলে ওদের সমঝে চলার কথা তোমার। এ থেকে একটা জিনিসই বোঝা যায়—নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তুমি এবং হয়তো স্যাভেজরাই তোমার লক্ষ্য।'

'তুমি আমাকে বিস্মিত করছ, ম্যা'ম।'

'এটা খুব সহজ ব্যাপার যদি একটু খোঁজ-খবর রাখা যায়।'

'এত খবর জানলে কি করে?'

'প্রাইসদের কাছ থেকে। তুমি আসার পর ওখানে দু'দিন গিয়েছি আমি, আর মার্কের সাথে তো রোজই দেখা হয়। ওদের বাড়িটা বদলে দিয়েছ তুমি। লরা তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট। আর মার্কের কাছে তো তুমি ওর আদর্শ পুরুষ, ও স্বপ্ন দেখছে তোমার মত হবে…'

চুপ করে থাকল জেমস, রোজালিনার কথাগুলো ভাবছে।

'একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তুমি, তাই না?' ঘুরিয়ে ফের একই প্রশ্ন করল রোজালিনা।

কিছু না বলে ক্ষীণ হাসল জেমস। মূল রাস্তায় চলে এসেছে ওরা। ধুলোমাখা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। কৌতূহলী লোকের দৃষ্টি উপচে পড়ছে ওদের ওপর। কারণটা একেবারে সহজ—ওর মত ঠিকানাবিহীন কাউকে রোজালিনা বার্থেজের সাথে আশা করে না এরা। রোজালিনা মেক্সিকান হলেও এমন এক মেয়ে, যাকে সত্যিকার 'ভদ্রমহিলা' মনে হয়—বনেদী আচরণ আর অতুলনীয় সৌন্দর্য ওকে আর দশটি সাধারণ মেয়ে থেকে আলাদা করেছে, এবং পুরুষের কাছে যে কোন অর্থেই কাঙ্ক্ষিত। এ মেয়ের পাশে কেভিন লপার বা হেনরী ক্রুশারকেই ভাল মানাবে, ওর আর স্যাভেজ বা নেবরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

'এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি,' অভিযোগ করল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল জেমস, গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। ওপাশে কামারের দোকানের সামনে দেখতে পেয়েছে রেনে নেবরকে। পোর্চের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়েশ করে, শীর্ণ দেহটাকে দেখাচ্ছে আরেকটা খুঁটির মত। মরা জানোয়ারের মত অভিব্যক্তিহীন চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে জেমসের ওপর। পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করে ঠোঁটে ঝোলাল। নোংরা মলিন বেল্টের চামড়ায় কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল, সেটা এত জোরে যে বিশ গজ দূর থেকে তা শুনতে পেল জেমস। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে, পায়ের ভর বদল করল। তারপর চোখ ফেরাল রোজালিনার দিকে। আঙুল তুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে নড করল, কিন্তু লোকটার দৃষ্টিতে নগ্ন লোভ দেখতে পেল জেমস। অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে চোখদুটোকে। না তাকিয়েও বুঝতে পারল অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা, উধাও হয়ে গেছে সারাক্ষণের সপ্রতিভ ভাবটুকু।

দ্রুত চলা শুরু করল রোজালিনা, জেমসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পাশ ফিরতে দেখল পোর্চ থেকে নেমে এসেছে ডেপুটি, ওদের দিকেই আসছে। রক্ত সরে গেল ওর মুখ থেকে, জেমস পাশে আসতে

অজান্তেই তার শার্ট খামচে ধরল, তারপর তাল মেলাল জেমসের সাথে। 'মি. অ্যালেন,' কথা যোগাচ্ছে না ওর মুখে। 'ও আসছে···আমাদের পিছু নিয়েছে!' চাপা স্বরে বললেও ওর কণ্ঠে ভয় ঠিকই প্রকাশ পেল।

'এগোও, ম্যা'ম, পাত্তা দিয়ো না। নেবর যদি টের পায় তুমি ভয় পাচ্ছ, আরও আগ্রাসী হয়ে উঠবে ও।'

দ্রুত এগোতে চাইছে রোজালিনা, কিন্তু ধীরে একই গতিতে এগোল জেমস।

ত্রিশ গজ এগিয়ে ক্যাফের পোর্চে উঠে আসতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মেয়েটা। প্রায় ছুটে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ফিরেও এল সাথে সাথে। দরজায় দাঁড়িয়ে এক নজর দেখল রেনে নেবরকে। তারপর অস্থির দৃষ্টি স্থির হলো জেমসের ওপর। 'ভেতরে এসো, মি. অ্যালেন,' অনুরোধ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'কফি খেয়ে যাবে।'

ঘামছে রোজালিনা, ভয়টা কাটেনি। কারণটা ঠিক ধরতে পারছে না জেমস। আনমনে মাথা ঝাঁকাল, পোর্চে উঠে এল। মেয়েটার ভয়ার্ত দৃষ্টি বলে দিচ্ছে এদিকেই আসছে ডেপুটি। জেমস সামনে আসতে সরে গিয়ে জায়গা দিল রোজালিনা, ঘুরে দুই সারি চেয়ার-টেবিলের মাঝখান দিয়ে দ্রুত এগোল। রান্নাঘরের দরজায় দেখা গেল মিসেস বার্থেজকে। মেয়ের মুখ, জেমসের ওপর, সবশেষে দরজা পথে বাইরে চলে গেল তার দৃষ্টি। প্রথমে উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে, তারপর দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে গেল মুখ, কঠিন হয়ে উঠেছে চাহনি। একটা টেবিলে হাতের ট্রে নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগোল মহিলা।

'ওকে আসতে দাও, ম্যা'ম,' চেয়ার টেনে বসার সময় মৃদু স্বরে বলল জেমস। 'দেখা যাক কি বলার আছে ওর।'

থেমে জেমসকে দেখল মহিলা, কি যেন বলতে চেয়েও সংবরণ করে নিল। তারপর মাথা ঝাঁকাল, টেবিলে রাখা ট্রে-র দিকে এগোল। দুটো টেবিলে তিনজন খদ্দের আছে, তাদের মনোযোগ বাইরে পোর্চে উঠে আসা রেনে নেবরের ওপর।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে, নিষ্প্রাণ চোখ তুলে সারা ক্যাফের ওপর নজর বুলাল। হ্যাট খুলে মাথা নুইয়ে নড করল মারিয়া বার্থেজকে।

'কফি খাবে নাকি, মার্শাল?' উদার কণ্ঠে আহ্বান করল জেমস। 'বসে পড়ো তাহলে।'

ঘুরে তাকাল ডেপুটি, স্থির দৃষ্টিতে দেখল ওকে। মুখ ভাবলেশহীন, ভেতরে কি ভাবনা চলছে বোঝার উপায় নেই। জেমসের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সবার ওপর ঘুরে গেল তার দৃষ্টি, স্থির হলো ওপরে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা রোজালিনার ওপর। ক্ষীণ হাসল সে, কিন্তু আন্তরিক না হওয়ায় সেটা বিদঘুটে দেখাল।

'নিশ্চিন্তে বসে পড়ো,' সোৎসাহে বলল জেমস। 'আমিই বিল দেব।'

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল দো-আঁশলা। সামনে এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসল, জেমসের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরায়নি। 'আমার সাথে তামাশা কোরো না, অ্যালেন,' শীতল হিংস্র কণ্ঠে বলল সে। 'আমি হেনরী ক্রুশার নই!'

'তুমি বলছ ওটা তাহলে তামাশা ছিল?' হেসে বলল জেমস।

'তো কি! ওকে উস্কে দিয়েছ তুমি। হেনরী ক্রুশার জীবনে কখনও মারামারি করেনি অথচ তাকে বাধ্য করেছ। সবার সামনে ওকে হেনস্তা করার চেষ্টা করেছ।'

জেমসের হাসি বিস্তৃত হলো। 'তুমি বোধহয় ঘুমাচ্ছিলে তখন—স্যাভেজ যখন ঘরভর্তি লোকের সামনে প্রমাণ করল যে মারামারির খায়েশ তোমাদের ব্যাংকারেরই হয়েছিল? নাকি স্যাভেজের সাথে একমত নও তুমি? আমার ভয় হচ্ছে একটু পরে হয়তো বলবে আমিই ক্রুশারকে অত হুইস্কি গিলিয়েছি।'

টেবিলে থাবা মারল নেবর। 'চালিয়াতি ছাড়ো, অ্যালেন! তোমার তামাশা উপভোগ করতে আসিনি আমি।'

'এখন রাত নয়, তোমার হাতেও পিস্তল নেই। ভাবলাম বোধহয় তাই করতে এসেছ।'

'টাফ লোক, না?' রেনে নেবরের ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি, জেমসের সূক্ষ্ম ভর্ৎসনায় আমল দিল না। 'মেয়েছেলের সামনে এমন সবাই দেখাতে পারে। পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়ালে তো পেচ্ছাব করে দেবে।'

'হয়তো, নেবর,' চাপা স্বরে বলল জেমস, ঝুঁকে এসেছে। 'কে জানে হয়তো তুমিই তা করবে। আমার তো ধারণা বুকের চেয়ে কারও পিঠই তোমার পছন্দ।'

ডেপুটির মুখ যেন পাথরে গড়া, ভাবান্তর হলো না। 'আমি তোমাকে খুন করব, অ্যালেন, খোদার কসম!' ফিসফিস করে ঘোষণা করল।

'দয়া করে দিনের বেলায় এসো।'

'তোমার মত বহু লোক দেখেছি, অ্যালেন। ওদের জন্যে আফসোস হয়। নিজের ওপর খুব বেশি ভরসা কোরো না, টেরই পাবে না কখন বুটহিলে ঠাঁই পেলে!'

'ধন্যবাদ।'

কফি নিয়ে এল মারিয়া বার্থেজ, মগ দুটো নামিয়ে রেখে দ্রুত কেটে পড়ল।

'মার্শাল,' কফিতে চুমুক দেয়ার সময় আলাপী সুরে বলল জেমস। 'দয়া করে এদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকো। ভুলেও এদের ক্ষতি করার চিন্তা কোরো না। তাহলে তোমাকে ছাড়ব না আমি। তোমার ওই তারাটা আমাকে আটকাতে পারবে না, ওসব টিনের টুকরোকে আমি পরোয়া করি না।'

নিষ্প্রাণ চোখজোড়া সজীব দেখাল—কৌতুক আর অবজ্ঞা সেখানে। 'যদি করি?' উস্কানি নেবরের গলায়।

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই খুন করব তোমাকে।'

'আরিব্বাপস্! তুমি আইনের লোককে হুমকি দিচ্ছ, অ্যালেন!'

'তো?'

'শোনো, অ্যালেন। ও তো একটা মেক্সিকান মেয়ে মাত্র। যে কেউ চাইলেই ওকে পেতে পারে। দেখছ না লপার, ক্রুশার, স্যাভেজ সবাই ওকে পেতে চায়। তুমিও ব্যতিক্রম নও। তাহলে আমার দোষটা কোথায়?'

'মেয়েটা যদি চায় তো ওকে পাবে তুমি।'

'একটা মেক্স মেয়ের আবার চাওয়ার দাম কি!'

'আছে, নেবর। এবার অন্তত অনুমতি নিয়েই তোমাকে কোন মেয়ে···ওর কাছে যেতে হবে।'

'এবার?' সন্দিগ্ধ দেখাল ডেপুটিকে।

'বোঝা যাচ্ছে পুরানো পাপী তুমি,' ব্যাখ্যা দিল জেমস। 'এবং এ ব্যাপারে ওস্তাদ লোক। দু'একটা দড়ি নিয়ে কখনও কেউ কি তোমার পিছু নেয়নি?'

'কি বলতে চাও?' উত্তেজিত দেখাল নেবরকে। চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে।

'তেমন কিছু না,' কফিতে চুমুক দিল জেমস, অমায়িক হাসল। 'বলছিলাম তোমার যা স্বভাব দু'একজন মেয়ের বাবা কিংবা মহিলার স্বামী হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে, নাগালে পেলে ঝুলিয়ে দেবে কোন একটা গাছে। আছে নাকি কেউ?'

ডেপুটির চোখে সন্দেহ, বোঝার চেষ্টা করছে কথাগুলোর পেছনে আলাদা কোন অর্থ আছে কি-না। 'মনে হচ্ছে আরও কিছু জানো তুমি,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। মিটিমিটি হাসছে জেমস, আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে। 'খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছ তুমি, অ্যালেন!' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে, খরখরে শোনাল গলা। 'আমিও তাই চাই। মনে হচ্ছে হেলাফেলা করার মত লোক নও তুমি। রিক তো পাত্তা দেয়নি, এখন সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবছে।'

'ওকে বলো পুরোপুরি সেরে ওঠার আগে যেন আমার সামনে না আসে। সেদিন রাতের ব্যাপারটা মোটেও ভুলে যাইনি।'

কফিতে চুমুক দিল ডেপুটি, আড়চোখে একবার তাকাল কোণের টেবিলে বসে থাকা লোক দু'জনের দিকে। তারপর ঝুঁকে এল ওর দিকে। 'আমার ধারণা, জেমস অ্যালেন, তোমার এ নামটা ভুয়া। অন্য কোথাও দেখেছি তোমাকে, এটা নিশ্চিত···রসো, মনে পড়ে যাবে। আচ্ছা, লিভারি সিটিতে ছিলে তুমি, কিংবা অরিগনে?'

'তোমার লাইনে আমাকে খুঁজে পাবে না।'

'বড় বেশি তড়পাচ্ছ, অ্যালেন। স্যাভেজ সুস্থ হয়ে নিক, তারপর টাইট দেব তোমাকে।'

'কিন্তু এদের কাছ থেকে দূরে থেকো। ওরা মেক্সিকান হতে পারে, কিন্তু ওদের অসম্মান শহরের লোকেরা মুখ বুজে সহ্য করবে না। লপার বা ক্রুশারও করবে না।'

'হাহ্, মেক্সদের জন্যে খুব দরদ দেখাচ্ছ! ওরা তোমার কে?'

'কেউ না, নেবর,' ডেপুটির চোখে চোখ রাখল জেমস। 'কিন্তু ওরা তোমাকে-আমাকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। ওদের সাথে বেচাল করলেই তোমাকে চেপে ধরার একটা সুযোগ পেয়ে যাব আমি। সুতরাং বুঝতেই পারছ ওরা হচ্ছে তোমার জন্যে টোপ। যদি মনে করো হজম করতে পারবে তো গিলতে পারো, নয়তো এখুনি সে-আশা উগ্‌রে ফেলো। সবাই আপসে সবকিছু পায় না, জোর করে চড়া মূল্যের বিনিময়ে ওকে পাওয়া তোমার জন্যে বোকামি হবে।'

'হুমকি দিচ্ছ?'

'যা ইচ্ছে ভাবতে পারো। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

'তোমার কথার নিকুচি করি!' চড়া গলায় বলে উঠল নেবর, ধৈর্য হারিয়েছে। 'তোমাকে দেখে নেব, অ্যালেন। ওই মেয়েটাকেও ছাড়ব না!'

'ধীরে বন্ধু, কফিটা শেষ করো। একটা সিগার টেনে মাথা ঠাণ্ডা করো। প্রস্তাবটা আমি মন্দ দেইনি। তাতে তোমার পিঠ বাঁচবে।'

উঠে দাঁড়াল ডেপুটি, বুক টান টান। মুখে স্বাভাবিক হাসি দেখা গেল এবার। 'যেভাবে আর যে জন্যেই এখানে এসে থাকো, অ্যালেন, বন্দুকেই হচ্ছে তোমার কপাল মন্দ। আমাদের ইচ্ছে ছাড়া লিয়ন সিটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। এখানে আইন বলতে স্যাভেজ আর আমাকেই বোঝায়, সুতরাং তোমারই উচিত আমাদের সমঝে চলা। জানো তো এ শহরে কোন কোর্ট বা জাজ নেই? বিচারের কাজটাও তাই আমরা করি। একবার বাগে পেলে কেউ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। মনে রেখো তোমার মত লোক লিয়ন সিটিতে কেবল ঢুকতেই পারে, বেরিয়ে যেতে পারে না।'

'দেখা যাবে, নেবর।'

'ববের সেলুনে বসবে লপার। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।' উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় সশব্দে বন্ধ করল দরজাটা।

জেমসের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রোজালিনা বার্থেজ। শুকনো মুখ, অস্থির ভয়ার্ত দৃষ্টি ওর গভীর কালো চোখে। 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা হয়তো ডুয়েল লড়বে···যা ভয়ঙ্কর লোক! স্যাভেজকেও এতটা ভয় লাগে না আমার।'

'কয়োটের মত নীচ, সুযোগসন্ধানী ওরা দু'জনেই। কিন্তু কেভিন লপারকেও তোমার ভয় করা উচিত, ম্যা'ম।'

'কেন?'

'স্যাভেজ বা নেবরের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয় সে, কেবল ভদ্রলোকের একটা মুখোশ ওকে আলাদা করে রেখেছে।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রোজালিনা। চোখে কৌতূহল। 'মনে হচ্ছে আগে থেকে চেনো ওদের?'

'কিছুটা।'

'তারমানে···হয়তো ওদের খোঁজেই এসেছ!' ফিসফিস করে বলছে মেয়েটা, উত্তেজনায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সুন্দর মুখ। 'হ্যাঁ, ঠিক এটাই হবে। লরা প্রাইসও এরকম সন্দেহ করছিল। তুমি কে, মি. অ্যালেন?'

'ওটাই আমার পরিচয়, ম্যা'ম।'

'কিন্তু লুকিয়ে রাখার মত অনেক কিছু আছে তোমার, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। অস্বীকার কোরো না। কোন্‌টা ভান আর কোন্‌টা আসল এটুকু বোঝার বয়স আমার হয়েছে।'

'মানতে পারলাম না। তুমি হেনরী ক্রুশারের আবেগটা ধরতে পারোনি।'

'কে বলল পারিনি? নইলে তাকে না করতাম?'

সিগারেট রোল করছিল জেমস, চুপ করে থাকল। চোখ তুলে দেখল অপেক্ষা করছে মেয়েটা, দৃষ্টিতে অফুরন্ত আগ্রহ। 'তোমার না জানাই ভাল, ম্যা'ম,' সিগারেট ধরানোর সময় বলল ও। 'আমি দুঃখিত।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রোজালিনা, ঠিক বুঝতে পারছে না কেন এ লোকটির ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সচরাচর দেখে এসেছে ওকে খুশি করার জন্যে মুখিয়ে থাকে পুরুষরা, কিছু জানতে চাইলে বাড়তি দু'একটা কথা বলবেই। অথচ ওর সৌন্দর্য বা আন্তরিক উপস্থিতি তাকে মোটেই স্পর্শ করছে না।

'তুমি মেক্সিকানদের ঘৃণা করো?'

'না, ম্যা'ম, মোটেই তা নয়।'

'তাহলে কোন মেয়েকে ভালবাসো, তাই না?'

হেসে ফেলল জেমস। রোজালিনার আরক্ত এবং বিব্রত মুখের দিকে তাকাল, খানিকটা অসহায়ও দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, কারণটা জানে ও। সহজ একটা হিসাব করেছে মেয়েটি, ওকে প্রভাবিত করতে না পারার কারণ হিসেবে আরেকটি মেয়েকে দায়ী করেছে। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল জেমস। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে রাখল টেবিলে। এগোতেই সামনে দেখতে পেল মিসেস বার্থেজকে। দু'জনের মধ্যে কি ঘটেছে নীরবে বোঝার প্রয়াস পেল মহিলা। কিন্তু তাকে সময় দিল না জেমস, নড করে দ্রুত ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে পোর্চে দাঁড়াল ও। সন্ধ্যার অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেনি এখনও। বাড়িগুলোয় আলো জ্বলতে শুরু করেছে, রাস্তায় লোকজন কম। কাছের সেলুন থেকে হৈ-হল্লা আর নিচু লয়ের তাল ভেসে আসছে।

রেনে নেবরকে খানিকটা নাড়া দিয়েছে সে, এবার চিন্তায় পড়ে যাবে ওরা। জেমসের অতীত নিয়ে খোঁচানো শুরু করবে। শুরুটা মন্দ নয়, ভাবছে জেমস, আরেকটা ধাক্কা দেবে একটু পর। প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে আগে থেকে বোঝার উপায় নেই। হয়তো নেবরের মতই মুখিয়ে উঠবে কেভিন লপার, সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। কিংবা পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে। জেমস ওটাই চায়। নিজেদের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে আসুক ওরা, তাহলে ওরই সুবিধে।

রাতের খাওয়া সেরে নেয়া যাক, তাছাড়া মার্কের খেলনাটাও শেষ করতে হবে। তারপর কেভিন লপারের সাথে খোশগল্প করা যাবে, সিদ্ধান্ত নিল ও। বুটের তলায় আধ-খাওয়া সিগারেট পিষে পোর্চ থেকে নেমে এল। ফুটপাথ ধরে এগোল। গলি, বাড়িগুলোর কোণায় তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, কে বলতে পারে এর যে কোন একটা জায়গায় ওর জন্যে অপেক্ষা করে নেই কেউ?

সাপার সেরে মার্কের জন্যে খেলনা তৈরি করল জেমস। রবার্ট হার্ডিংয়ের সেলুনের উদ্দেশে যখন রওনা দিল ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রাইসরা, অন্তত বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। গলি ধরে নির্বিঘ্নে চলে এল ও।

সেলুনটা জমজমাট। একটা টেবিলে বসে গল্প করছিল কেভিন লপার আর লেসলি উইলিয়ামস। ওকে দেখে দূর থেকে হাত নাড়ল স্টোর মালিক, ক্ষীণ হাসল। বারের কাছে এসে হুইস্কির ফরমাশ দিল জেমস, ববের উইশের জবাবে

মৃদু নড করল। বারকিপার মগভর্তি হুইস্কি দিয়ে যেতে চুমুক দিল, এই ফাঁকে সবার ওপর নজর দেয়ার কাজ সেরে ফেলেছে। বেশিরভাগ লোকই পাঞ্চার নয়তো ভবঘুরে। আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া রাউন্ড আপ আর খরা নিয়ে আলাপ করছে। শীত নিয়েও ভাবছে কয়েকজন। সল্ট লেক আর রকি পর্বতমালার কারণে এখানে শীতটা বেশিই পড়ে।

'ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল,' জানাল বব।

'তাহলে কি এখন আর করছে না?'

'তা নয়। তবে ভাবছিল তুমি বোধহয় না-ও আসতে পারো। মি. লপার বলছিল ডেপুটির মাধ্যমে খবর পাঠানোয় তুমি হয়তো অন্য কিছু ভেবেছ।'

'অন্য কিছু···কি?'

'হয়তো ভয় পেয়েছ।'

'ও তাই বলেছে নাকি?'

'ঠিক এরকম কিছু না বললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছে।'

হুইস্কি শেষ করল জেমস, গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। চিন্তা-ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে মনে মনে, নিশ্চিত জানে কেভিন লপারই হবে আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। ববের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পোকার চিপ্‌স্ নিয়ে উদ্দিষ্ট টেবিলের দিকে এগোল। সামনে এসে দাঁড়াতে হাসল স্টোর মালিক, লেসলিকে ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে।

'আমি ভাবছিলাম ডেপুটি হওয়ার মত খেলার প্রস্তাবটাও তোমার মনে ধরেনি,' হালকা সুরে বলল লপার। সিগার কেস বের করে সিগার ধরিয়ে তাকাল বারের দিকে। 'এক প্যাকেট নতুন তাস দাও, বব।'

চেয়ার টেনে বসল জেমস। খেয়াল করল সেলুনভর্তি লোকজন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, উৎসাহী কয়েকজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বারকিপারের দেয়া নতুন তাস শাফল করল লেসলি উইলিয়ামস, কার্ড বেঁটে দেয়ার পর খেলা শুরু হলো। ঘণ্টাখানেক হিসেব করে খেলল সবাই, পরস্পরের খেলার ধরন বোঝার চেষ্টা করছে।

প্রথম থেকে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছে জেমস। মাঝারি মানের কার্ড নিয়ে প্রচুর টাকা খেলল। ও চাইছে লপার যেন কিছুটা হলেও ভুল ধারণা পায়। খেলার আয়ু যত বাড়ল ওদের চারপাশে ভিড় বাড়তে থাকল। কেউই চুরি করছে না, নিশ্চিত জানে জেমস। লেসলি হারছে, ওর বেশিরভাগ টাকা এখন জেমসের ভাগে পড়েছে। পরের ঘণ্টায় অবস্থার পরিবর্তন হলো খানিকটা, লপারের কাছে ভাল তাস পড়তে শুরু করল।

জুয়াড়ী ভাবলেশহীন, হতাশা আর বিরক্তি চেপে রেখেছে। লপারকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, উজ্জ্বল তার চোখজোড়া। একটার পর একটা সিগার ফুঁকে চলেছে, হাতের পাশে টেবিলের ওপর সিগার কেসটা। একনজর ওটা দেখল জেমস, নতুন তাস না নিয়ে দান বাড়াল। পরপর দুটো তাস নিল লপার। কিন্তু শেষপর্যন্ত খেসারৎ দিতে হলো তাকে, অল্পের জন্যে হেরে গেল লেসলির কাছে। সারাক্ষণ যা হেরেছে ওই একদানে তুলে ফেলল জুয়াড়ী।

খেলাটা উপভোগ করছে জেমস। কেভিন লপার ধূর্ত ও কুশলী, তবু ফাঁদে ফেলা যাবে তাকে। লেসলি ছোটখাট একটা ধাপ্পা দিয়ে কাজটা সহজ করে দিয়েছে। পরের দানে জিতল ও, লেসলিকে একরকম বাধ্য করে টিকিয়ে রাখল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। দু'জনের হাতে বাজে তাস, লপার বসে গেছে। পরে দেখা গেল তার তাসই ওদের দু'জনের চেয়ে ভাল ছিল।

এবার গম্ভীর দেখাল কেভিন লপারকে, নড়েচড়ে বসেছে। উদাস দৃষ্টিতে তাকাল বাইরের দিকে। ঠোঁটে নতুন সিগার। একটু আগের সতর্ক ভাবটুকু উধাও হয়ে গেছে। চোখে চাপা রাগ, সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারছে না। মনে মনে ক্ষীণ হাসল জেমস, খেলাটার মজাই এখানে—প্রতিপক্ষকে বুঝতে পারলে সহজে টেক্কা দেয়া সম্ভব। হার জিনিসটা সবারই অপছন্দ, লপারও তার ব্যতিক্রম নয়।

পরের দুই দানে স্টোর মালিকের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেল। বিতৃষ্ণার সাথে বারকিপকে ডাকল সে। 'দু'হাজারের চিপ্‌স্ দিয়ে যাও বব। রসিদ লিখে দিচ্ছি। আর একটা বোতল।'

সাদা একটা কাগজে রসিদ লিখে দিল সে। পরের দান শুরু হতে হুইস্কির গ্লাস তুলে নিল।

মুখ দেখে জেমস টের পেল ভাল তাস পেয়েছে লপার, দান বাড়াচ্ছে। প্রমাদ গুণল ও, একটা কার্ড নিয়ে দেখল। ফাঁকা একটা জায়গা পূরণ হয়েছে, আরেকটা দরকার। ওদিকে নিশ্চিন্তে খেলে যাচ্ছে স্টোর মালিক। একটা তাস তুলে দেখল, অসন্তুষ্ট মনে হলো তাকে।

লপারের পেছনে দাঁড়িয়েছিল এক কাউবয়, প্রচুর টেনেছে। ওর চোখ লপারের তাসের ওপর পড়তে লোকটার চোখে নিজের বিপদসঙ্কেত দেখতে পেল জেমস। আরেক দান খেলে শো করল। সেরা তাস পেয়েছে লপার। জেতা টাকা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। রাগ ফুটে উঠল চোখে।

নতুন করে তাস দেয়া হলো। পর্যাপ্ত টাকা নেই বলে ভাল তাস নিয়েও বসে গেল লেসলি উইলিয়ামস। একবারই বাড়তি একটা তাস নিয়েছে জেমস। দেখে টেবিলের ওপর ফেলে রাখল সেটা। মাঝে মাঝে লপারের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে ওটার দিকে। লোভ আর জেদ পেয়ে বসেছে লোকটাকে। টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করল সে। ভ্রূক্ষেপ করল না জেমস, নিজের পালার সময় নিশ্চিন্তে চিপ্‌স্ দিয়ে গেল।

চিন্তিত দেখাচ্ছে লপারকে। সিগার কেসে হাত বাড়াল, খালি হয়ে গেছে ওটা। 'বব?' ডাকল সে।

'আমার কাছ থেকে নিতে পারো,' পকেট থেকে একই রকমের একটা সিগার কেস বের করে এগিয়ে ধরল জেমস। 'যদি না তোমার আপত্তি থাকে।'

কেভিন লপারের চোখ আটকে থাকল ওটার ওপর, শিথিল শরীর শক্ত হয়ে গেল। অজান্তে কেঁপে উঠল মুখের একটা পেশী। চোখাচোখি হতে তার চোখে একাধারে ভয় আর বিস্ময় দেখতে পেল জেমস। খানিক বাদে চোখ সরিয়ে নিল সে। হঠাৎ করে সতর্ক হয়ে গেছে স্টোর মালিক। হেলান দিল চেয়ারে, তারপর ফের দেখল জেমসকে। হাসল। 'ধন্যবাদ, ওতে চলবে না। এরচেয়ে কড়া জিনিস

চাই।'

একটু পর দেখা গেল চিপ্‌সের স্তূপ জমে গেছে টেবিলে। বসে থেকে দেখছে লেসলি, কৌতূহল শেষপর্যন্ত কে জেতে।

টাকা বাড়াচ্ছে লপার, জেদ তার পিছু নিয়েছে।

সর্বনাশ করার সময় এটাই, সিদ্ধান্ত নিল জেমস। জানে এ মুহূর্তে লপারের মনোযোগ খেলার চেয়ে ওর সিগার কেসের দিকেই বেশি, তাকে ভাবাচ্ছে ওটা। হয়তো ভাবছে কি করে জেমসের কাছে এল। ওর জন্যে মোক্ষম সুযোগ। সিগার ধরিয়ে দানের টাকা বাড়াল ও।

শেষ চিপ্‌স্‌টাও বোর্ডে ফেলল লপার। দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ দেখাচ্ছে চোয়াল, উল্লাসে ফেটে পড়ার অপেক্ষায় আছে। 'আমার কাছে আর নেই,' চাপা সুরে বলল সে। 'তুমি আপত্তি না করলে আমরা সরাসরি শো-তে যেতে পারি। না চাইলে আরও খেলে যাব, স্টোর থেকে নাহয় টাকা আনিয়ে নেয়া যাবে। মনে হচ্ছে এ দানটা আমিই…'

যথেষ্ট হয়েছে ভেবে সায় জানাল জেমস।

কার্ড দেখাতে বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল লপারের কাঁধ, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। নিজেকে দ্রুত সামলে নিল, ক্লিষ্ট হাসি দেখা গেল মুখে। 'স্বীকার করতেই হবে ধুরন্ধর লোক তুমি, অ্যালেন। আমাকে খেলতে বাধ্য করেছ। …আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। আমার সব টাকা তো তুমিই জিতলে।'

সেলুন খালি হতে শুরু করেছে, লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন। জেমস ভাবছে লপারের আজ রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে ও। ব্যাপারটা কিভাবে নেবে সে আঁচ করা যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল লেসলি উলিয়ামস, শ্রাগ করে কিছু না বলে কেটে পড়ল। বারকিপারের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে, ওপাশের দরজায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, নীরবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো জেমসের সাথে। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে।

'ওটা কোথায় পেলে, অ্যালেন?' কণ্ঠের শীতল ভাব গোপন করতে ব্যর্থ হলো লপার। 'তোমার নিজের নয় বোধহয়?'

'কুড়িয়ে পেয়েছি।'

নীরবে ওকে নিরীখ করল স্টোর মালিক, বোঝার চেষ্টা করছে কথাটার মধ্যে কতটুকু সত্যতা রয়েছে। একটু পর বিরক্তি দেখা গেল মুখে। 'দেখা যাচ্ছে আমারটার মত একটা সিগার কেস বয়ে বেড়াচ্ছ অথচ জানো না ওটা কার…'

'ওটা পাওয়ার পর আমি অবাকই হয়েছিলাম,' হেসে তাকে থামিয়ে দিল জেমস। 'জিনিসটা দামী, স্বেচ্ছায় কারও ফেলে যাওয়ার কথা নয়।'

শ্রাগ করল লপার। 'কোথায় পেলে?' হালকা সুরে জানতে চাইলেও তার চোখ বলে দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছে।

'অ্যাবিলিন থেকে মাইল ত্রিশ উত্তরে একটা শহর আছে, জোন্‌স্‌ সিটি। ওখানকার এক ক্যাম্পে।' জেমস হলফ করে বলতে পারবে কেভিন লপারের মাথা খারাপ হওয়ার জো হয়েছে, এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি সে, কিন্তু অনেকটাই

আঁচ করে ফেলেছে। আরও অন্তত কয়েকটা প্রশ্ন ভিড় করেছে তার মনে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই; তাহলে নিজের ওপরই সন্দেহ নিশ্চিত করা হয়ে পড়ে।

টেবিলের কিনারে চওড়া থাবা ফেলে রেখেছে লপার, অন্য হাতে সিগার, শক্ত হয়ে চেপে বসেছে আঙুলগুলো। লোকটার কপালের পাশে একটা শিরা লাফাচ্ছে। 'দেখা পেলে তাকে ফেরত দেবে নাকি?' ধীরে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

'হতে পারে তাকে খুঁজেই পাব না, কিংবা কে বলতে পারে এটা নেয়ার ইচ্ছে তার হয়তো থাকবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে উইশ করল স্টোর মালিকের উদ্দেশে, সিগার কেস তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকাল। 'ভাবছি তোমাকে দিয়ে যাব এটা, দুটোর একটা সেট হবে তোমার। একটা হারালেও অন্যটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। নাম খোদাই করার ব্যাপারটাও বোধহয় সমস্যা করবে না,' হেসে তার চোখে চোখ রাখল জেমস, গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ চাহনি। 'দু'একটা আঁক দিলেই তোমারটার মত হয়ে যাবে।'

রাখ-ঢাকের কোন ঝামেলা রাখেনি জেমস, বুঝিয়ে দিয়েছে লপার সম্পর্কে কি ভাবছে ও। থমকে গিয়ে তাকিয়ে থাকল স্টোর মালিক, দৃষ্টিতে সন্দেহ আর আশঙ্কা। কাঁধ উঁচু করে হেলান দিল চেয়ারে, শিথিল হয়ে গেল শরীর। 'তুমি কেন ভাবছ ওটা নেব আমি?'

টেবিলের সব চিপ্‌স্ দু'হাতে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেও থেমে ফিরে তাকাল জেমস। 'দেখো, লপার, আমি হচ্ছি বাউণ্ডুলে টাইপের লোক। পকেট খালি রেখে নোংরা কাপড় পরে ওরকম দামী একটা জিনিস বয়ে বেড়ানো আমাকে মানায় না। তোমার বা হেনরী ক্রুশারের মত সম্মানিত কারও হাতেই ওটা মানায়। ক্রুশার তো ধূমপান করে না, তাই তুমিই আমার একমাত্র পছন্দ।'

টেবিলে রাখা গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল লপার, হাসল, কিন্তু সেটা চোখ স্পর্শ করল না। সতর্ক ভাবটা ফিরে এসেছে তার মধ্যে। হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে। 'সাবধানে যেয়ো, বন্ধু। তোমার পকেটে এখন অনেক টাকা।'

বারে এসে ববের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল জেমস। পুরো টাকাই তার কাছে জমা রাখল ও, রসিদ লিখে দিল বারকিপ। বেরোনোর সময় দেখল এখনও বসে আছে স্টোর মালিক। ভাবছে কি যেন। বাইরে চলে এল ও। পুরো শহরটা ঘুমোচ্ছে। চাঁদের আলোয় চোখে পড়ছে সবকিছু। নিশ্চিন্তে উত্তরে এগোল।

কেভিন লপার আজ ঠিকমত ঘুমাতে পারবে না, তার বুকের ভেতর একটা কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছে ও। নিশ্চিত হয়ে গেছে লোকটা। আসল খেলা শুরু হবে এবার। ওকে মেরে ফেলার মওকা খুঁজবে। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে সব ক'জন।

রাখ-ঢাকের কোন ব্যাপার ওর কখনোই পছন্দ হয় না। সেলুনে ইচ্ছে হচ্ছিল লপারের মুখের ওপর বলে দেয় সত্যটা। কিন্তু তাতে মজাটা নষ্ট হয়ে যেত। প্রিয়জন হারানোর কষ্ট ওরা বুঝবে না, মরার আগে তাই দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কায় কিছুটা হলেও ভুগুক। জেমস যতক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ওদের আতঙ্ক ততই বাড়বে, একটাকে সরিয়ে দিতে পারলে তো কথাই নেই। ফাঁসির দড়ি হাতে

ওদের জন্যে অপেক্ষা করার ইচ্ছে ওর নেই, প্রমাণ করতে হবে তাহলে। সেটা সম্ভব নয়। চারজনই তারা সত্যটা জানে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।

ছয়

কাজে যাওয়ার সময় ওয়াগনের সাথে নিজের ঘোড়াটাকেও নিয়েছে জেমস। জানে আজ থেকে লিয়ন সিটিতে ওর দিনগুলো অন্যরকম হবে, যে কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। কেভিন লপার ওকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। প্রতি মুহূর্তে চোখ কান খোলা রাখছে ও, অসতর্ক অবস্থায় প্রাণ খোয়ানোর ইচ্ছে নেই।

বনভূমির অন্য প্রান্তে চলে এসেছে ও, গত কয়েকদিন এখানেই কাঠ কাটছে। ক্রীকের পাড় ধরে ঘুরপথে চলে এসেছে। পাশেই মেলবি পর্বতমালার ঢাল, ক্রমশ উচ্চতা হারিয়ে মালভূমির আকারে সমভূমিতে গিয়ে মিশেছে। ঢালের ওপর ছড়ানো-ছিটানো ঝোপ আর কিছু বোল্ডার। ইতস্তত বেড়ে ওঠা কয়েকটা সিডারও চোখে পড়ল।

অন্য দিনের মতই দুপুরে ওর খাবার নিয়ে এল নিকোলাস প্রাইস। তাকে দেখে জেমস আঁচ করল কিছু একটা ঘটেছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কাঠ ব্যবসায়ীকে। কোন প্রশ্ন না করে নীরবে খাওয়া সেরে নিল ও, একবার শুধু কাছে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাইসকে দেখল। তারপর দুটো সিগারেট রোল করে অফার করল তাকে। 'কোন সমস্যা হয়েছে, নিক?'

'স্যাভেজ এসেছিল আমার কাছে।'

'কেন?'

'তোমাকে ছাঁটাই করতে বলে গেছে। নইলে আমার বারোটা বাজাবে। আমি দুঃখিত, জেমস। আমাকে বউ-বাচ্চা নিয়েই এখানে থাকতে হবে। বুঝতেই পারছ কিছু করার নেই।'

এটা কেবল শুরু, ভাবছে জেমস। কাঁধ উঁচিয়ে শ্রাগ করল। 'ভালই হয়েছে, নিক। এমনিতেও ভাবছিলাম কাজটা ছেড়ে দেব।'

'ওরা তোমার পিছু লাগল কেন?'

'সে-রাতের ঘটনাই কি যথেষ্ট নয়?'

'হতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে এরমধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। এরকম আর কখনও হয়নি, স্যাভেজকে আমার কাছে পাগলা কুত্তার মত মনে হয়েছে। দারুণ খেপে আছে তোমার ওপর। সামনে পেলে বোধহয় খুনই করে ফেলবে।' প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল কাঠ ব্যবসায়ী, কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে জেমস।

আতঙ্ক ভর করেছে মার্শালের ওপর, মরিয়া হয়ে এবার ওর পিছু নেবে। জেমস এটাই চায়।

'আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তুমি কোত্থেকে, কেন এসেছ,' ম্লান কণ্ঠে

বলে চলেছে প্রাইস। 'কিছু জানি না এটা বিশ্বাস করাতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করল সে, এগিয়ে ধরল। হতাশা আর অস্বস্তি তার মুখে। 'আমি লজ্জিত, জেমস। প্রতিবাদ করার সাহস আমার হয়নি। অথচ পুরুষ মানুষের মত তাই করা উচিত ছিল।'

'ধন্যবাদ, নিক। তোমাদের সাথে ভাল কিছু সময় কেটেছে। মার্ক আর ওর মা-কে শুভেচ্ছা জানিয়ো।'

'ওদের সাথে দেখা করবে না!?'

'পরে একসময় আসব···হয়তো।'

আড়ষ্ট পায়ে ওয়াগনের দিকে এগোল নিকোলাস প্রাইস, চেলা করা কাঠ তুলতে শুরু করল। জেমস হাত লাগাতে ফিরল ওর দিকে। 'কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?'

'ভাবছি হোটেলেই উঠব।'

'লরার সাথে তর্ক হলো। ও কোনভাবেই মেনে নিতে চাইছে না। ওর ধারণা আমি তোমার ওপর অন্যায় করছি।'

মাথা নাড়ল জেমস। 'ঠিকই করেছ। ওদের নিরাপত্তার কথাই আগে ভাবতে হবে তোমাকে। তাছাড়া আমাকে তো পানিতে পড়তে হচ্ছে না।'

কাঠ তোলা শেষ হতে খচ্চরদুটো ওয়াগনে জুড়ল প্রাইস। চালকের আসনে উঠে বসে দেখল ফেরার ব্যাপারে আগ্রহ নেই জেমসের, কাটা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে। এগোতে শুরু করেছিল ওয়াগন, জোর করে লাগাম টেনে থামাল সে। 'কি ব্যাপার, ফিরবে না?' পেছন ফিরে চড়া গলায় জানতে চাইল কাঠ ব্যবসায়ী।

নড করল জেমস। 'তুমি এগোও, আমার তাড়া নেই।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল প্রাইস, মুখ খুলেও নিরস্ত করে নিল নিজেকে। ফিরতি পথে এগোল ওয়াগন।

কি চায় ওরা, ওকে প্রাইসের কাছ-ছাড়া করার উদ্দেশ্য কি? জেমস সারাক্ষণ শহরে থাকুক, হয়তো এটাই চায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? এমনিতেও ওর ওপর নজর রাখা যেত। না···ব্যাপারটা ভিন্ন কিছু। প্রথম সুযোগে ওকে শেষ করে ফেলতে চায় ওরা, শহরে কোন আয়োজন করে রেখেছে বোধহয়। স্যাভেজ আর নেবর নিজেই হয়তো এর উদ্যোক্তা। অন্য কেউ আসল ব্যাপার জানার আগেই ওর মুখ বন্ধ করতে চায়। কেভিন লপারও না থেকে পারে না। তবে শেষপর্যন্ত আড়ালেই থেকে যাবে সে।

একসাথে দু'জন···রেনে নেবর একাই ভয়ঙ্কর, তারওপর স্যাভেজ—কাজটা কঠিন হবে। সবচেয়ে বড় কথা আইনের লেবেল লাগানো আছে ওদের পিস্তলের নলে। জেমসের জন্যে এটাই অস্বস্তিকর, নইলে অনেক আগেই ওদের মুখোমুখি দাঁড়াত, কোন কিছুর পরোয়া করত না।

স্যাডলে চেপে বসল ও, চারপাশে তাকাল। লরেঞ্জো পিক্স, ক্যাসল হিল, ওল্ডম্যান মাউন্টেন···ঘন সিডার বন, বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি আর এলডার্স ক্রীক—অসাধারণ একটা ছবির মত। সবকিছুর কেন্দ্রে লিয়ন সিটির মত ছোট্ট একটা শহর—জোন্স্ সিটি। *তিনটে মানুষকে চাই ওর···শুধুই তিনটে লাশ।*

তিনটি প্রাণের বিনিময়ে তিনটা কয়োটকে চাই, যারা ওর জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে একদিন। এক মুহূর্তের জন্যেও আর শান্তি পায়নি জেমস। অপরিসীম কষ্ট আর প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসুল দিতে হবে ওদের!

শহরে যাওয়ার ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। দূরে ছোট হয়ে এসেছে নিকোলাস প্রাইস আর ওয়াগনের অবয়ব। আরও দূরে, শহর থেকে স্কুলের পাশের গলি ধরে আগুয়ান পাঁচ ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। গতি বাড়িয়ে কাঠ ব্যবসায়ীর মুখোমুখি হলো ওরা, ওয়াগনটা থেমে গেছে।

ট্রেইল ছেড়ে বড়সড় একটা সিডারের পাশে সোরেলটাকে দাঁড় করাল জেমস। স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে ফিল্ড গ্লাস বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল। এক লাফে কাছে চলে এল লোকগুলো। নিকোলাস প্রাইসের সাথে কথা বলছে যে লোকটা চিনতে পারছে তাকে, কয়েকদিন আগে সেলুনে দেখেছিল। ঝামেলাবাজ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে কঠিন লোক, পেশীবহুল চওড়া কাঁধ আর বাহু তারই সাক্ষ্য দেয়। মুখ দেখে মনে হলো রেগে গেছে লোকটা, পাশেরজন এগোতে হাত নেড়ে নিরস্ত করল। বলল কি যেন। প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়ল প্রাইস। এবার ট্রেইল ছেড়ে সরে গেল লোকটা, সঙ্গীরাও তাই করল। এগোল কাঠ ব্যবসায়ী। খানিক এগিয়ে ফিরে তাকাল সিডার বনের দিকে, মুখে দুশ্চিন্তা।

ফিল্ড গ্লাস পকেটে রেখে লাগাম ঢিলে করল জেমস। ওর শহরে পৌঁছানোর অপেক্ষা করেনি, আগ বাড়িয়ে নিজেরাই চলে এসেছে। কারা ওরা? বেপরোয়া কয়েকজন মানুষ, বিপজ্জনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। জেমসের সাথে ওদের সরাসরি কোন স্বার্থ হয়তো নেই, কিন্তু কিছু ডলার খরচ করলে এমন লোক হামেশাই পাওয়া যায়। হয়তো কেভিন লপারই এদেরকে ভাড়া করেছে, কিংবা হেনরী ক্রুশার।

সিডার বনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে ও। ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগোচ্ছে সোরেলটা। খুরের ছাপ পড়ছে খুব কমই, এ অবস্থায় ওকে অনুসরণ করা সহজ হবে না। বনের বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে ওপাশে গিয়ে ঘুরপথে শহরে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হবে না। শহরে দু'একজন থাকবেই, লপার বোকা নয়। এদেরকে পেছনে নিয়ে শহরে ঢুকে দুই দলের মাঝখানে গ্যাঁড়াকলে পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শুরুতেই ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাইছে লপার, তার পক্ষে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক।

মেলবি পর্বতমালায় ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। জায়গাটা অপরিচিত, তারপরও। লোকগুলোকে ব্যস্ত রেখে বেরিয়ে যেতে পারলে হয়তো কাউকে পেছনে না নিয়েই শহরে পৌঁছতে পারবে। এটা অন্তত এখুনি শহরে যাওয়ার চেয়ে ভাল, যদিও দুটোই ঝুঁকিপূর্ণ।

মাঝারি গতিতে ছুটছে সোরেল। ঘোড়াটার দম অটুট রাখার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। ঘোড়ার বা নিজের জন্যে খাবার নেই, তা নিয়ে খুব একটা

ভাবছেও না জেমস। জীবনের অনেকগুলো বছর ট্রেইলে কাটিয়েছে ও, খাবার ঠিকই জোগাড় করে নিতে পারবে।

হালকা হয়ে এসেছে সিডারের সারি। সামনে ইয়েলার্স ক্রীক। মেলবি পর্বতমালার একটা শৃঙ্গ থেকে শুরু হয়ে লিয়ন সিটি ছাড়িয়ে চলে গেছে ওপাশের মালভূমি পর্যন্ত। চওড়ায় ত্রিশ গজের মত হবে। অগভীর স্বচ্ছ টলটলে পানিতে নেমে এল ও। তলার নুড়িপাথর স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উজান ধরে এগোল, সোজাসুজি না উঠে দু'শো গজ পেরিয়ে ও-পাড়ে উঠল। ওর ট্র্যাক খুঁজতে গিয়ে এতে অন্তত কিছু সময় নষ্ট হবে ধাওয়াকারীদের।

লাগোয়া পাহাড়শ্রেণীর ওপর ওর চোখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, খুঁটিয়ে দেখছে। নিরেট পাথুরে শরীরের আনাচে-কানাচে দু'একটা উপত্যকা পেয়েও যেতে পারে। একটা ভাল আশ্রয় পাল্টে দিতে পারে সবকিছু।

পছন্দসই একটা জায়গা পেল আরও মাইলখানেক এগিয়ে। পাহাড়শ্রেণী ওখানে হঠাৎ করে বাঁক নিয়েছে, পাহাড়ের কোণ বেরিয়ে আছে তেরছাভাবে। দুটো বোল্ডার আর মেসকিট ঝোপ পেছনের উপত্যকাকে ট্রেইল থেকে আড়াল করেছে। সরু পথটা ধরে সহজে ভেতরে ঢুকে পড়া যাবে।

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ও, হাতে রাইফেল। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। একপাশে কিছু ঘাস আছে, ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোরেলটা। ওটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফিরে এল জেমস। পাহাড়ের ঢালু শরীর বেয়ে উঠে এল কয়েক ফুট। বোল্ডারের কাছে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা ট্রেইলের ওপর চোখ বুলাল। ক্রীকের ও-পাড়ে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওর ট্র্যাক খুঁজছে।

তামাক আর কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করে ধরাল ও। আয়েশ করে টানছে। ক্রীকের পাড়ে ওর ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছে লোকগুলো, সোৎসাহে এগোচ্ছে এখন। বিপদের আশঙ্কা করছে না, হয়তো ভেবেছে পালাতেই ব্যস্ত থাকবে জেমস।

লোকগুলো ত্রিশ গজ দূরে এসে পৌঁছতে বোল্ডার ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। ওকে দেখে থেমে গেছে প্রতিপক্ষ। একে একে সবক'টা মুখ দেখল জেমস, চেহারাগুলো গেঁথে নিল মনের মধ্যে। হারামী লোক সব ক'জন, এবং বেপরোয়া। লপার কিভাবে ওদের জোগাড় করল কে জানে। 'আমাকে খুঁজছ বোধহয়?' সামনের লোকটার উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'এত সহজে পেয়ে যাব ভাবিনি,' স্মিত হাসল লোকটা, হ্যাটের কার্নিস ঠেলে তুলে দিল ওপরে। চওড়া কপাল বেরিয়ে পড়ল। নীল চোখে ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া একটা ভাব আছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল একবার, পিস্তলের বাঁট ছুঁইছুঁই করছে তার হাত।

'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'হেনরী ক্রুশার সহজ একটা কাজ দিয়েছে আমাদের। তোমার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই ওর। তুমি বেচাল করলে হয়তো একটু কষ্ট হবে, তবে আগে-পরে তোমাকে ঠিকই ধরতে পারব। তোমার লাশ পেলেও খুশি হবে সে।'

'আচ্ছা, এই তাহলে ব্যাপার,' জেমস এমনভাবে বলল যেন আমোদ

পেয়েছে। 'খুশি হলাম তার নতুন পরিচয়ে। আমার ধারণা তার হয়ে তোমরা এই প্রথম কাজ করছ না।'

'তাতে কি?'

'হয়তো তোমাদের জন্যে এটাই শেষ কাজ। বিশেষ করে তোমার জন্যে। সবার আগে তোমাকেই গুলি করব। শোনো, স্ট্রেঞ্জার, সময় থাকতে কেটে পড়ো। তোমাদের সাথে শত্রুতা নেই আমার, অযথা ঝামেলা কোরো না।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসল লোকটা। 'আমরা পাঁচজন আর তুমি একা।'

'আমি একাই একশো।'

'শুনেছ, পিট, ও নাকি হিকক?' হাসছে লোকটা, কাঁপছে ওর চওড়া বুকের ছাতি আর কাঁধ। 'আমার সন্দেহ আছে, জেমস অ্যালেন। একটা গরুর গলায় ফাঁস আটকানোর চেয়ে তোমাকে শিকার করা আমাদের জন্যে অনেক সহজ কাজ।'

'পরে কিন্তু বলতে পারবে না যে সাবধান করিনি।'

'ওরকম বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। সুখের কথা কি জানো, এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি। তোমার মত বাচালরা কিছুই করতে পারেনি আমার।'

রাইফেল কক্ করল জেমস, হাত বদল করল এরপর। দেখল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ওরা, সবাইকে একসাথে নিশানা করার সুযোগ যাতে জেমস না পায়। ঝটিতি রাইফেল তুলে গুলি করল ও, দলনেতার হ্যাট ফুটো হয়ে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ল। 'পিছিয়ে যাও, মিস্টার! শহরে ফিরে যাও। আমার পিছু নিলে পরেরবার তোমার কপাল ফুটো করব।'

তার চোখে ভয় বা অস্বস্তি কোনটাই নেই, বরং হাসছে। নোংরা হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'আমার হ্যাটের দাম চুকিয়ে দাও। ফুটো হওয়া হ্যাট আমি পরি না।' এগোনো বন্ধ হয়েছে, কিছুটা হলেও নিজের বেহাল অবস্থা আঁচ করতে পেরেছে। বুঝতে পারছে খোলা জায়গায় থেকে সুবিধে করতে পারবে না।

'ক্রুশারের পা চেটে আর্জি জানাতে পারো। সে হয়তো কিনে দিতে পারে। ওর তো টাকার অভাব নেই।'

তাকিয়ে থাকল লোকটা, বোঝা যাচ্ছে ভয় পাওয়ার লোক নয়। 'ভুল করলে, বন্ধু, এর মাসুল তোমাকে দিতেই হবে। ভেবেছ পার পেয়ে যাবে? উঁহুঁ, মোটেই না। তোমাকে কোণঠাসা করতে সময় লাগবে না। ছেলেরা এমনিতেই মুখিয়ে আছে। তোমার জন্যে দু'শো ডলার ঘোষণা করেছে ক্রুশার।'

পাশের লোকটা, ছোটখাট, স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পিস্তলের বাঁট ছুঁয়েছে হাত। এক নজর তাকে দেখল জেমস, করুণা অনুভব করল। গাধাটা ভেবেছে কিছুই টের পায়নি ও। *নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবছে!* চকচকে পিস্তলের বাঁট সতর্ক করল ওকে, অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়…দলনেতার চালাকি ধরতে পেরেছে—ওকে কথায় ব্যস্ত রেখে কাজ সারার ফন্দি এঁটেছে।

'রাইফেল রেখে ধরা দিতে পারো,' বলল দলনেতা, ঘোড়াটা আবার এক পা এগোল। 'নয়তো ঢুকে পড়ো ওই ট্রেইলে। বক্স ক্যানিয়নের মত কানা ওটা, নিরেট পাহাড়ের মাথায় শেষ হয়েছে। আমরা কেবল বসে থাকব এখানে,

একসময় তুমি নিজেই এসে ধরা দেবে।'

একটা ঝিলিক ধরা পড়ল জেমসের চোখে। রাইফেলের নল একটু তুলেই গুলি করল। কোমর পর্যন্ত পিস্তল তুলে এনেছিল ছোটখাট লোকটা, ভারী বুলেট ওর কপাল গুঁড়িয়ে দিল। স্যাডলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শরীর। ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

রাইফেল তুলে নিয়েছে দলনেতা, নিশানা করছে।

ঝাঁপ দিল জেমস, গুলিটা ওর মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। গড়ান দিয়ে বোল্ডারের আড়ালে সরে এসে এক লাফে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করল। পেছনে চিৎকার শুনে বুঝল ওর পরিকল্পনা আঁচ করে ফেলেছে লোকগুলো। ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর গতি বাড়িয়ে দিল। সোরেলের কাছে এসে ওটার পাছায় চাপড় মারতে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। দৌড়ে প্রথমে তাল মেলাল জেমস, তারপর স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। একটু পর অনায়াসে স্যাডলে চেপে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল একবার। এখনও দেখা যাচ্ছে না কিন্তু জানে খুব বেশি পেছনে নেই প্রতিপক্ষ।

দ্রুত কয়েকগজ পেরিয়ে এল ও। সামনে ঢালের ওপর উইলো ঝোপ, ওটার পেছনে এসে রাশ টানল। ঘুরে তাকাল জেমস। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখতে পেল প্রথম লোকটাকে। একটা গ্রুলায় চেপেছে, হাতে উদ্যত সিক্সশ্যুটার। বাম হাতে রাইফেল চালান করে দিয়ে পিস্তল তুলে নিল ও, নিশানা করল। ওর খোঁজে ইতি-উতি তাকাচ্ছে লোকটা, চোখাচোখি হলো। নির্দ্বিধায় ট্রিগার টিপে দিল জেমস। স্যাডলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

আরেকজন উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গীর পরিণতি দেখে সতর্ক হয়ে গেছে, চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল। মাটিতে পড়ে গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে। একটা জগুয়ার আড়ালে চলে গেল।

ঢাল বেয়ে নেমে এল জেমস, চোখ জগুয়ার পেছনে অবস্থান নেয়া লোকটার ওপর। মাথা বের করে চারপাশ দেখার চেষ্টা করল সে, জেমস একটা গুলি করতে মাথা টেনে নিল।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে জায়গাটা থেকে সরে এল জেমস। *ব্যাটা ওখানে বসে থাকুক কিছুক্ষণ,* ভাবল ও, *একটা ভাল ধাক্কা দেয়া গেছে লোকগুলোকে। দু'জন শেষ। এখন থেকে পুরো সতর্ক থাকবে ওরা।*

ঘণ্টাখানেক টানা এগোল ও। সোরেলের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। একসময় বুনো ছিল ওটা, অপরিচিত জায়গায় তাই ওটার সহজাত প্রবৃত্তিই ওর ভরসা। এলাকাটা অচেনা, তাই ঘোড়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। হুট করে নেয়া সিদ্ধান্ত ওকে ভোগাচ্ছে এখন, মেলবি পর্বতমালায় ঢোকার জন্যে শেষে দুঃখ করতে হয় কি-না কে জানে। হলফ করে বলতে পারবে, লোকগুলো পিছু ছাড়বে না।

সন্ধ্যার খানিক আগে অন্ধকার নেমে এল পাহাড়শ্রেণীতে, পথ চলার উপায় থাকল না আর। বাধ্য হয়ে থামল জেমস, একটা মেসার ওপর রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্যাডল ছাড়িয়ে ঘোড়ার যত্ন নিল প্রথমে। বুনো কিছু ঝোপ আছে

আশপাশে, সোরেলের জন্যে যথেষ্ট। আর ওকে উপোস থেকে কাটিয়ে দিতে হবে, ক্যান্টিনের পানিই একমাত্র সম্বল। আসার পথে এমন কিছু পায়নি যে খেতে পারে।

মেসার একেবারে কিনারে কয়েকটা মেসকিট ঝোপ, পাশে মোটামুটি সমতল ঢাল নেমে গেছে অনেকদূর। আবছা আঁধারে নিচের কিছুই চোখে পড়ছে না। ক্যাম্প করল জেমস, বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পেছনের লোকগুলোর কথা ভাবল একবার, তারপর সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল মাথা থেকে। ওর মত লোকগুলোও এগোতে পারবে না। তবু রাতের বেলায় হামলার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে থাকল, আশপাশের শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করছে।

ঘণ্টাখানেক পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাঁদের আলো। অস্থির লাগছে, টের পেল ও, যদিও কোন কারণ খুঁজে পেল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল কিছুক্ষণ, সারা দেহে ক্লান্তি তবু ঘুম আসছে না। খিদেয় শূন্য অনুভূতি হচ্ছে পেটে, তবে তারচেয়েও বেশি ভোগাচ্ছে অজানা একটা অস্থিরতা। তারপর সহসাই আবিষ্কার করল জায়গাটার নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ যাচ্ছে না ওর।

উঠে বসে ফেলে আসা পথ ধরে তাকাল ও। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে চোখে পড়ছে ট্রেইলটা। স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাওয়া পাহাড়ের তামাটে শরীরকে গলে শুকিয়ে যাওয়া মোমের মত ভঙ্গুর, পেলব মনে হচ্ছে। ঝোপের ভেতর আবছা আঁধার, আর উঁচু ক্লিফের ছায়াগুলো কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত যেন। ওগুলোর আশপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। নির্মেঘ আকাশ বিশাল এক ছাতের মত আগলে রেখেছে পুরো এলাকাকে, নিভুনিভু তারাগুলোকে দেখাচ্ছে একেকটা নিভন্ত প্রদীপের মত—মিইয়ে যাওয়ার মাঝেই হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার চেষ্টায় ক্লান্ত যেন।

সরে গিয়ে একটা শৈলশিরায় চলে এল ও। হাতে ফিল্ড গ্লাস। পাহাড়শ্রেণীর শুরুতে এ ট্রেইলে ঢোকার মুখ আর পথের কিছু অংশ চোখে পড়ছে। খুঁটিয়ে দেখল ও, কোথাও কোন ক্যাম্পের চিহ্ন চোখে পড়ল না। ওর মতই সতর্ক লোকগুলো, আগুন জ্বালায়নি। আসার পথে ট্র্যাক ফেলে এসেছে ও, তা ধরে চলে আসতে পারবে ক্রুশারের ক্রুরা। হয়তো ওদের কাছে এলাকাটা নতুন নয়, সেরকম হলে অনায়াসে চলে আসতে পারবে এখানে। নিজেকে ওদের জায়গায় কল্পনা করল জেমস, নির্দ্বিধায় রাতে ক্যাম্পে হানা দিত ও। সুতরাং সামনের উপত্যকায় যে কোন মুহূর্তে কাউকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

পিছিয়ে ক্যাম্পের কাছে চলে এল ও। সিদ্ধান্ত নিতে পেরে স্বস্তি লাগছে। বেডরোল গুটিয়ে সোরেলের পিঠে স্যাডল চাপাল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় অন্ধকার পুরো কাটেনি, তবে এগোনো যাচ্ছে। শক্ত পাথুরে পথ। কিছুক্ষণ পর একটা উপত্যকা ছাড়িয়ে আরও এগোল। তিনশো গজের মত পেরিয়ে এসে একপাশের একটা উইলো ঝোপ দেখে থামল। জায়গাটা দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও, মেসায় রাত কাটানোর চেয়ে নিরাপদ। প্রতিপক্ষ এখানে পৌঁছানোর আগেই টের পাবে। তাছাড়া ছায়া ঘেরা ঝোপটা খুব কাছ থেকেও

ভাল করে না দেখলে চোখে পড়ে না।

ঘোড়াটাকে চরতে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। ক্লান্তি লাগছে। আগামীকালও হয়তো এভাবে ছুটতে হবে। অযথা শক্তিক্ষয়ের কোন অর্থ নেই, এমনিতেই যেহেতু অভুক্ত আছে। সোরেলটা ওর অনেকদিনের সঙ্গী, বিপদ হলে ওটাই সতর্ক করে দেবে ওকে।

সূর্য ওঠারও আগে জাগল জেমস অ্যালেন। প্রথমেই প্রচণ্ড খিদে অনুভব করল। মেসা আর আশপাশে চোখ বুলাল ও, ভোরের আলো ফুটছে এখন পাহাড়ের কাছে। বাতাস নেই। সূর্যের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠল উপত্যকার শিশির-ভেজা ঘাস। একসময়, পর্বতমালার চিরুনির মত চূড়াগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে নিচের উপত্যকাগুলো। পাইনের সুবাস মাখা ঠাণ্ডা বাতাস বুক ভরে টেনে নিল ও। কোথাও কোন সাড়া নেই, নিঃসীম নীরবতার মধ্যে কেবল নিজের নিঃশ্বাসের শব্দই শুনতে পাচ্ছে, আর উপত্যকায় চরতে থাকা ঘোড়ার ঘাস টানার শব্দ।

নিশ্চিন্ত হয়ে বেডরোল গুটিয়ে নিল জেমস। সোরেলের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে পানি পান করল, তারপর সিগারেট ধরাল। উপত্যকার কিনারে সামনের সরু ট্রেইলের ওপর চোখ বুলাল—পাহাড়শ্রেণীর আরও ভেতরে প্রবেশ করেছে। অন্য কোন পথ নেই, একটাই। এ পথের শেষ কোথায় জানা নেই ওর, হয়তো এখানে পা ফেলা প্রথম কোন মানুষ ও-ই। মনে পড়ল ক্রুশারের লোকটা বলছিল এটা কানা। তেমন হলে ওর কপালে সত্যি খারাবি আছে।

আকাশ আরেকটু পরিষ্কার হতে রওনা দিল জেমস। দুর্গম প্রান্তর। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা আকাশছোঁয়া ক্লিফের সারির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রুক্ষ ট্রেইল। সুবিস্তৃত ঢালু পথ উপত্যকার গভীরে গিয়ে পড়েছে; সেখানে অ্যাসপেন, মেসকিট আর বুনো উইলোর ছড়াছড়ি। ঘন সন্নিবেশিত ঝোপ ঠেলে এগোতে কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াটার। একটু পর চড়াই-উৎরাইয়ের শুরু হলো। ছোট ছোট পাহাড়, কোনটাই খুব বেশি উঁচু নয়, মাঝে বিস্তৃত উপত্যকা। কোথাও কোন ক্রীক বা ঝর্নার নমুনাও নেই। জেমসের আশঙ্কা হলো শেষপর্যন্ত পিপাসায় কষ্ট করতে হয় কি-না ওকে। ঘোড়াটার জন্যে পানির অভাব আরও ঝামেলার হবে, এমনিতেই বিশ্রাম আর খাবার পাওনা হয়েছে ওটার। কিন্তু উপায় নেই। বুনো লতা আর ঝোপের ওপর ভরসা করতে হবে। আর বেল্টের নিচে চুপসে যাওয়া নিজের পেটের কথা ইচ্ছে করেই ভোলার চেষ্টা করছে জেমস, কিন্তু পারছে না।

দুপুর পর্যন্ত কেবল একবারের জন্যে থামল। ঘোড়ার ওপর চাপ কমাতে মাঝে মাঝে হেঁটে এগিয়েছে, কিন্তু কোনবারই বেশিদূর এগোতে পারেনি।

লোকগুলো ওর পিছু নিয়ে আসছে কি-না জানা নেই জেমসের। কষ্ট করে দুর্গম পাহাড়সারি পাড়ি দেয়ার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। হয়তো এখনও ওই উপত্যকায় বসে আছে, কিংবা কয়েকশো গজ পেছনে, বোঝার উপায় নেই। ওর মনোযোগ সামনের ট্রেইলের ওপর, বেরিয়ে যাওয়ার পথটা অজান্তে পেছনে ফেলে যাবে এই ভয়ে অস্থির। পাহাড়ী গোলক-ধাঁধায় পথ হারানো মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

জেমস জানে বামে চলে যেতে পারলে প্রেয়ারির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে। ইয়েলার্স ক্রীকের কাছে একবার যেতে পারলে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। বুনো জানোয়ারের চলাচলের অনেকগুলো ট্রেইল চোখে পড়েছে ওর। সোরেলসহ পাড়ি দেয়া সম্ভব নয় বলে বাদ দিয়েছে।

ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে একসময় থামল ও। প্রচণ্ড ক্লান্তি শরীরে, তবু ঘোড়ার যত্ন নিল। সন্ধের পর পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল। আরেকটা উপোস আর উদ্বেগপূর্ণ রাত কেটে গেল।

পরদিন সকালে পথটা হঠাৎ করেই খুঁজে পেল ও। কিন্তু বেশিক্ষণ খুশি থাকতে পারল না। একটু এগিয়ে দেখতে পেল পথটা আগলে আছে ক্রুশারের ক্রুরা। মেসার ওপর থেকে নজর রাখল জেমস, তারপর নিশ্চিত হলো—চারজন। তারমানে আরও লোক এসেছে।

উপত্যকার মুখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে, বেরোতে গেলে ওদের চোখে পড়া ছাড়া উপায় নেই। হামলা করতে চাইলেও শৈলশ্রেণীর ওপর থেকে সুবিধা করা যাবে না। পিছিয়ে এসে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও। পঞ্চাশ ফুট নিচের একটা রীজে এসে আশ্রয় নিল। শুয়ে পড়ে টেনে নিল রাইফেলটা, পুরো উপত্যকাই চোখে পড়ছে। *বাছাধনদের এবার কিছুটা চমকে দেয়া যাক,* ভাবল জেমস, *নিদেনপক্ষে একজনকেও যদি খসিয়ে দেয়া যায় তো মন্দ কি!*

একটা পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে বিশালদেহী এক লোক, ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে। কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল পড়ে আছে, হাতে হুইস্কির বোতল। ওটা তুলে চুমুক দিল সে, ছিপি এঁটে তারপর ছুঁড়ে দিল পাঁচ হাত দূরে শুয়ে থাকা সঙ্গীর দিকে। রাইফেলের নলে লোকটার কপাল নিশানা করল জেমস, বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল উপত্যকার নীরবতা। পেছনে হোঁচট খেল লোকটার মাথা, স্থির ভাবে বসে আছে যেন কিছুই হয়নি।

বোতল ফেলে লাফিয়ে উঠল অন্য লোকটা, ঝাঁপ দিল কাছের পাথরের আড়াল লক্ষ্য করে। জেমসের পরের গুলি ফস্কে গেল, চল্টা উঠাল পাথরের গায়ে। ইতোমধ্যে আড়ালে চলে গেছে লোকটা, অন্য দু'জনও সটকে পড়েছে। ফাঁকা জায়গাটার ওপর চোখ বুলাল ও, ট্রেইলের আশপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজছে ওর দৃষ্টি। লুকিয়ে আছে ওরা, পাল্টা একটা বুলেটও খরচ করেনি। এর কারণ একটাই—ওর অবস্থান এখনও আঁচ করতে পারেনি। সুতরাং আরেকবার সুযোগ নেয়া যেতে পারে।

সময় বয়ে চলেছে। দুপুরের সূর্য এখন গা তাতাচ্ছে, পাথরে ঠিকরে যাচ্ছে রোদ। ঠায় পড়ে আছে জেমস, খানিক নড়েচড়ে হাত-পায়ের খিল ছাড়াল। ওদিকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে প্রতিপক্ষ, নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। পাথরের পেছনে একটা বাদামী রঙের হ্যাট দেখা গেল, ধীরে ওপরে উঠছে। বেশ খানিকটা ওঠার পর নিচে রাইফেলের নল দেখা গেল। মনে মনে একচোট হাসল জেমস।

মিনিট দশ চলে গেল আরও, তারপর বেরিয়ে এল হ্যাটঅলা। সতর্ক, ধীর চলাফেরা। জেমস ইচ্ছে করলে তাকে ফেলে দিতে পারে, তা না করে অন্য

লোকগুলোর বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল। কোন গুলি ছুটে এল না বলে সাহস বেড়ে গেল লোকটার, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এল বোতলের কাছে। ওটা তুলে নেয়ার সময় গলা উঁচিয়ে ডাকল সঙ্গীদের। ছিপি খুলে মুখে পানীয় ঢালছে সে, ঠিক এসময়ে গুলিটা করল জেমস। প্রচণ্ড ধাক্কায় পেছনে হেলে পড়ল লোকটা, হাত থেকে খসে পড়ল বোতল। টলতে টলতে দু'পা এগোল, তারপর আছড়ে পড়ল শক্ত মাটির ওপর।

দশহাত দূরে একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরেকজন, অবস্থা বেগতিক দেখে ছুটতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় চেষ্টায় তাকে বেঁধাল জেমস, উরুতে বা পায়ে লেগেছে গুলিটা। ঝোপের কাছে গিয়ে ঢলে পড়ল সে, প্রাণপণ চেষ্টায় আড়ালে টেনে নিল শরীর। জেমস ফের গুলি করার আগেই নির্বিঘ্নে একটা বোল্ডারের পেছনে চলে গেল।

ওদের খায়েশ কিছুটা মিটবে এবার, পড়ে থাকা লাশদুটো দেখে ভাবল জেমস। উপত্যকার একটু নিচে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। গুলির শব্দ আর ক্লিফের দেয়ালে সৃষ্ট প্রতিধ্বনি ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওগুলোকে, ছটফট করছে। কয়েকটা বুলেট পাঠিয়ে ওগুলোকে আরও উত্তেজিত করে তুলল। একটু পর আতঙ্কে বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে পালাতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। কেউ একজন গাল দিল ওর উদ্দেশে। হেসে সরে এল জেমস, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। নিচে ঢালের শেষে অপেক্ষা করছে সোরেলটা।

ওকে দেখে খুশি হলো ঘোড়াটা। স্যাডলে চেপে গতি বাড়াল জেমস, মূল ট্রেইল ধরে এগোল। ঘণ্টাখানেক পর উঁচু একটা রীজে উঠে এসে পেছনে ফেলে আসা পথের ওপর দৃষ্টি রাখল, পাত্তা নেই লোকগুলোর। কারণটা বুঝতে পারল আরও কিছুক্ষণ পর, যখন দেখল কয়েকশো ফুট উঁচু খাড়া পাথুরে দেয়ালের সামনে শেষ হয়ে গেছে ট্রেইল। হতাশা পেয়ে বসল ওকে, এত পরিশ্রম বিফলে যাবে যদি বেরিয়ে যেতে না পারে। নিশ্চিন্ত হয়ে পেছনে ট্রেইলের মুখে বসে থাকবে লোকগুলো; জানে ওকে ফিরে যেতে হবে, আপসে ধরা দিতে হবে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল জেমস। খানিক এসে একটা শৈলশ্রেণীতে উঠে এল, সময় নিয়ে জরিপ করল পুরো এলাকা। ওর হিসেব মত এতক্ষণে ইয়েলার্স ক্রীকের উৎসের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার কথা। কোনমতে একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না।

ঘণ্টা দুই পরে সত্যি সেখানে পৌঁছল ও। তবে খুব একটা খুশি হতে পারল না। পাহাড়ের যে জায়গা থেকে নিচের জমিনে পানি আছড়ে পড়ছে তার থেকেও অন্তত একশো ফুট ওপরে একটা চাতালে এসে উপস্থিত হয়েছে। ক্রীকের শুরু কয়েকশো ফুটেরও বেশি নিচুতে। ক্লিফের খাড়া শরীর বেয়ে এত পথ নেমে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসতে থমকে গেল ও, তারপর খুঁটিয়ে দেখল জায়গাটা। অসম্ভব নয়।

সরে আরও কিনারায় চলে এল ও। ক্যান্টিন খুলে পানি ছিটাল মুখে, তারপর খেল খানিকটা। একটা সিগারেট রোল করে ভাবতে বসল। ঝুঁকি আছে কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনাই বেশি। অবরুদ্ধ থাকার চেয়ে এটা অনেক ভাল।

সোরেলের কাছে চলে এল জেমস। এ ক'দিনে ওর নিজের চেয়ে ঘোড়াটার ওপর দিয়েই ধকল বেশি গেছে। পরম মমতায় হাত বুলাল ওটার ঘর্মাক্ত শরীরে, ফিসফিস করে কথা বলল কিছুক্ষণ। তারপর লাগাম টেনে ওটার মুখ ঘুরিয়ে দিল ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে। স্যাডল থেকে রাইফেল আর ব্যাগ নামিয়ে রাখল। সোরেলের পাছায় মৃদু চাপড় মারল এবার। একচুলও নড়ল না ওটা।

'যা বাছা,' ওটার গলায় সুড়সুড়ি দিল জেমস। 'আবার দেখা হবে আমাদের।'

মাথা নাড়ল ঘোড়াটা, ধীরে এগোল।

দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ ওটার যাওয়া দেখল জেমস, তারপর শৈলশ্রেণীর কাছে ফিরে এল। শেষবারের মত বিচার করল সম্ভাবনাটা। প্রায় আড়াইশো ফুট নেমে যেতে হবে, কোন ভাবে হাত ছুটে গেলে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। তবে আশার কথা পাহাড় থেকে বেরোনো পাথুরে কোণ আর কিছু গুল্ম জাতীয় গাছের সাহায্য পাবে ও। অন্য সময় হলে নিশ্চিন্তে এগোতে পারত, কিন্তু দু'দিনের খিদে আর টানা পথচলার ক্লান্তি ওকে দুর্বল করে দিয়েছে। ভয় হচ্ছে শেষপর্যন্ত হয়তো নেমে যেতে পারবে না, যে শক্তির প্রয়োজন আদপে তা হয়তো ওর শরীরে নেই।

সাহস সঞ্চয় করে নামতে শুরু করল জেমস, ধীরে সময় নিয়ে করতে হচ্ছে কাজটা। হাত-পা সবগুলো ব্যবহার করছে। পিঠে ঝোলানো রাইফেল বোঝার মত মনে হলো ওর কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘামতে শুরু করল, একসময় টের পেল ভিজে গিয়ে শরীরের সাথে লেপ্টে গেছে শার্ট। কপাল থেকে ঝরে পড়া নোনা ঘাম চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রখর রোদ, ক্লান্তি আর খিদে বারবার ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। একটা চাতালে নেমে এসে থামল, শক্ত পাথুরে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। হাত-পা কাঁপছে, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। বিশ্রাম নিতে না পারলে আর একটা মিনিটও টিকতে পারত কি-না সন্দেহ।

মিনিট বিশ পর আবার নামতে শুরু করল ও। গুল্ম জাতীয় গাছের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে। খানিকটা সহজ হলো নেমে যাওয়ার কাজটা। ভুলেও নিচে বা ওপরের দিকে তাকাচ্ছে না, ভয় হচ্ছে হয়তো দেখবে এতক্ষণে মাত্র কয়েক ফুট নেমেছে।

সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে তখন উপত্যকায় নেমে এল ও। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পানির স্রোত ষাট ফুট নিচে খসে পড়েছে। স্বচ্ছ পানিতে কয়েকটা পাথর ডুবে আছে। মাথা উঁচু করে তাকাল খাড়া দেয়ালের দিকে যেটা ধরে মাত্র নেমে এসেছে। দস্তানা খুলে পানিতে হাত চুবাল, কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখ ধু'ল, ঠাণ্ডা পানি পান করল। একটু সুস্থির হতে তাকাল চারপাশে। বুনো একটা লতানো গাছ উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসে পানির প্রবাহের সাথে নিচে নেমে গেছে, লম্বায় অন্তত ত্রিশ ফুটের মত হবে। টেনে-টুনে পরীক্ষা করল জেমস, গোড়াটা যথেষ্ট মজবুত, ওর ওজন সইতে পারবে।

লতা ধরে নেমে পড়ল ও। অনায়াসে নামা যাচ্ছে। শেষ মাথায় এসে ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ। নিচে ফেনা আর স্রোত। অনেকগুলো পাথরও দেখা যাচ্ছে।

লাফিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। আশপাশে তাকাল, পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু গাছ জন্মেছে। দোল খেয়ে সরে এল ও, দেয়ালের সাথে শরীর মিশিয়ে দিল। একটা মেস্কিটের কাণ্ড ধরে ঝুলে পড়ল। এখন আর পানি পড়ছে না গায়ে। কপাল আর চোখের ওপর থেকে ভেজা চুল সরাল। গাছের সাহায্য নিয়ে অনায়াসে নামতে থাকল দুর্বল শরীরে, যদিও ক্লান্তি লাগছে।

নিচে জলপ্রপাতের কাছে নেমে এল জেমস অ্যালেন। খানিক জিরিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। ক্রীকটা এখানে গভীর। পাড় ঘেঁষে হাঁটু পানি ভেঙে এগিয়ে চলল। চল্লিশ ফুটের মত পেরিয়ে চলে এল একটা ঝোপের আড়ালে। ঘন ক্যাকটি ঝোপ ওকে পুরোপুরি আড়াল করেছে। স্যাডল ব্যাগ থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। সিগারেটটা অস্বাভাবিক তৃপ্তি দিল ওকে, জেমস বুঝতে পারল একটা অসম্ভব কাজ করেছে বলেই বোধহয়।

সামনে, গ্রীষ্মের গোধূলিতে শহরের বাতির হলদে আভা দেখা যাচ্ছে। চারপাশে সমবেত গুঞ্জন তুলছে সিক্যাডার দল, দূরের উপত্যকা থেকে একটা কয়োটের আর্তনাদ ভেসে এল। ক্রীকের পাড়ে বিরাট সিডারের গায়ে ঠোকর মারছে একটা কাঠঠোকরা। পাইনের সুবাস মাখা মৃদু হাওয়া ভেসে আসছে পাহাড় থেকে। গোধূলির আবছা অন্ধকারের দিকে তাকাল ও, লিয়ন সিটিতে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপাতত ওখানেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে—খাবার···হয়তো একটা নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু জেমস জানে ওখানে অনেক অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

সাত

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল রোজালিনা বার্থেজ। গতকালও দেখেছে। উল্টোদিকে নরম্যানদের বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। তোবড়ানো হ্যাট নিচু করা। নোংরা কাপড়ে ভবঘুরে মনে হয় তাকে। রোজালিনা জানে আসলে ক্যাফের ওপর নজর রাখছে সে। ওরা ভাবছে হয়তো এখানে আসবে জেমস অ্যালেন। *সত্যি যদি আসত!*

এখনও যখন হাল ছাড়েনি ওরা, তারমানে বেঁচে আছে সে। যুক্তি তাই বলে, কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না রোজালিনা। ওর অস্থিরতা আর আশঙ্কা কেবল বেড়েই চলেছে। নিজের কামরায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তাই বেরিয়ে চলে এসেছে। প্রাইসদের বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে ওর, নিকোলাস হয়তো কিছু জানতে পারে। দু'দিন আগে সাপ্লাইয়ের কাঠ ডেলিভারি দেয়ার সময় সে-ই খবরটা জানিয়েছে।

পোর্চ ছেড়ে নেমে এসে ফুটপাথ ধরে এগোল রোজালিনা। শনিবার বলে আজ শহরে লোকজন বেশি। আশপাশের বাথানের পাঞ্চার ছাড়াও কয়েকজন ভবঘুরেকে চোখে পড়ছে। অনেকে দাঁড়িয়ে নড করছে ওকে, মিষ্টি হাসি উপহার দিচ্ছে। সেদিকে মনোযোগ দেয়ার মানসিকতা ওর অন্তত এখন নেই।

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল রোজালিনা। ব্যাংকের পাশের গলি ধরে ঢুকে পড়ল। অজান্তেই মেলবি পর্বতমালার দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। *হয়তো ওখানেই আছে লোকটা। অপরিচিত এলাকা, এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিকতে পারবে অ্যালেন?*

নিকোলাস প্রাইসকে দেখা গেল আঙিনায়, ওয়াগন থেকে কাঠ নামাচ্ছে। ঘেমে সারা। চোখ তুলে দেখল ওকে, নড করল।

'কোন খবর পেয়েছ?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল রোজালিনা।

মাথা নাড়ল সে। 'গতকাল আরও চারজন যোগ দিয়েছে। সকালে কয়েকটা গুলির শব্দ শুনেছি।'

হতাশা গ্রাস করল মেয়েটিকে, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখছে। 'ওরা ফিরেছে?'

'না। মনে হচ্ছে এখনও টিকে আছে জেমস,' কাজ থামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল প্রাইস, অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল। 'আমার ধারণা শেষপর্যন্ত ও বেরিয়ে আসবেই। যতটুকু বুঝেছি শক্ত লোক ও।'

'তুমি বলেছ ওর সাথে খাবার নেই।'

মাথা ঝাঁকাল কাঠ ব্যবসায়ী। 'কয়েকদিন না খেয়েও বাঁচে মানুষ, কেবল কোন বুলেট তাকে স্পর্শ না করলেই হলো।'

'ও এলে আমাকে খবর দেবে, প্লীজ!' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল রোজালিনা।

'ভেতরে গিয়ে বসো। লরা কফি তৈরি করছে।'

মাথা নাড়ল রোজালিনা। 'আজ ভিড় হবে। মা-কে সাহায্য করতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে এগোতে লোকটাকে দেখতে পেল, পথের ওপাশে কটনউডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দশাসই শরীর। লোকটাকে চেনে রোজালিনা—রেব হর্নার, হেনরী ক্রুশারের রাইডার। গরু কেনার পর টাকসনে ড্রাইভের নেতৃত্ব দেয় এ লোক। শীতল চোখজোড়া স্থির হলো ওর ওপর। সন্দেহ ছাপিয়েও লোকটার দৃষ্টিতে লালসা ফুটে উঠল। অস্বস্তি অনুভব করল রোজালিনা, দ্রুত পা চালাল।

রেব হর্নারের দৃষ্টির আড়ালে এসে নিশ্চিন্ত হলো ও, অজান্তে শিউরে উঠল শরীর। পুরুষদের এই একটা ব্যাপার ওকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, তিক্ত মনে ভাবল ও, ইচ্ছে করে চোখগুলোকে উপড়ে ফেলে। কিন্তু অসহায় সে, আজীবন এ নীরব অত্যাচার সইতে হবে। তবে নির্ভর করা যায় এমন কেউ পাশে থাকলে এ অনুভূতি হয়তো আর হবে না···।

রোজালিনা বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করল বৈরী এ দেশটাতে একজন পুরুষের কাছে কোন মেয়ের প্রথম চাওয়া এটাই—নির্ভরতা, যা এমনকি দৈনন্দিন কোন চাহিদা বা ভালবাসার চেয়েও মুখ্য জিনিস। এ কারণেই হেনরী ক্রুশারকে ওর পছন্দ হয় না, কিংবা লপারকেও, তার চোখেও লোভী দৃষ্টি দেখেছে। অথচ অ্যালেন···ওর মধ্যে কোন ভণিতা নেই, মহিলাদের সম্মান করে সে, এবং ওর ওপর নির্ভর করা যায়, যেটা করা যায় না ক্রুশার বা লপারের ওপর। তাদের সুদর্শন চেহারার চেয়ে বরং অ্যালেনের কঠিন মুখই একটা মেয়ের কাছে ভাল

লাগবে। কারণ মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হতে হবে—বিপদে পুরুষটি পাশে এসে দাঁড়াবে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। এই বিশ্বাসটুকু একটা মেয়ের প্রথম পাওনা।

এডি কারসনের সাথে সংঘর্ষ হতে সংবিৎ ফিরল ওর। বাড়ি থেকে ছুটে আসছিল ছেলেটা, হাতে কাঠের তৈরি পিস্তল। ছেলেটার সাথে পিস্তলটাও ভূপতিত হলো। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল রোজালিনা, এগিয়ে গিয়ে এডির হাত ধরে মাটি থেকে তুলল ওকে।

'দুঃখিত, মিস্!' অস্বস্তি ছেলেটির চোখে, পেছনে ছুটে আসা মার্কের দিকে তাকাল। বোধহয় খেলছিল ওরা, ধারণা করল রোজালিনা।

'ঠিক আছে, এড। আমিও তোমাকে খেয়াল করিনি।'

'শাস্তি দেবে না তো?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

'না, সোনা।' ঝুঁকে ছেলেটাকে চুমো খেল রোজালিনা। 'বাড়ির ভেতরে চলে যাও। আঙিনায় খেলবে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, ম্যা'ম।' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা, এগোল সেদিকে।

মূল রাস্তায় এসে আবারও ভাবনায় পড়ে গেল ও। জেমস অ্যালেনের চিন্তা মাথা থেকে যাচ্ছে না। ব্যাংকারকে এমন কিছু করেনি সে, রোজালিনা অন্তত তাই মনে করে। অথচ জেমসকে খুন করার জন্যে নিজের রাইডারদের লেলিয়ে দিয়েছে লোকটা। ব্যাংকারের প্রতি ঘৃণা অনুভব করছে ও।

ভয় লাগছে ওর, অ্যালেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। আশপাশে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে যেতে পারে সে। লিয়ন সিটিতে তাকে আসতেই হবে, এবং খুব সহজেই এদের সামনে পড়বে। অজান্তে শিউরে উঠল ও, বুঝতে পারল এখানে এলেও ছাড় পাবে না জেমস অ্যালেন, এসব লোকের মোকাবিলা করতে হবে তাকে। নিজের বিদ্বেষ চেপে রাখার কোন চেষ্টা করছে না ক্রুশার, যদিও শহরের কেউই আসল ব্যাপার জানে না। সামনে রাউন্ড-আপ, তাছাড়া আজ শনিবার। সাধারণ লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আরও দু'জন ক্রুকে চোখে পড়ল ওর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওরা, এবং সতর্ক। অ্যালেন এলেই হামলে পড়বে।

ওর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। ত্রস্ত পায়ে ফিরতি পথ ধরে এগোল। খেয়াল করল ক্যাফের সামনের লোকটা আগের মতই বসে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখল ওর মা বক্স-বি বাথানের মালিক আর তার বউকে খাবার পরিবেশন করছে। একবার চোখ তুলে দেখল ওকে, কিছু বলল না।

বিশাল ভুঁড়িসর্বস্ব শরীর দুলিয়ে বউয়ের কি একটা কথায় হাসছিল জেথ্রো বারোজ, ওকে দেখে নড করল। মাথা ঝাঁকিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল রোজালিনা। চুলোয় স্টু চাপাল, পাশেরটায় কফির পানি ফুটছে। তাক থেকে কফি-পট নামিয়ে ঢাকনা খুলে কেতলিতে কফির গুঁড়ো ঢালল ও। মগে চিনি ঢালছে এসময় এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ঢুকল মারিয়া বার্থেজ।

'কোথায় গিয়েছিলে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে, রূঢ় ভাবটুকু গোপন থাকল না।

'নিকের বাসায়।'

'কেন?'

একটু ভাবল রোজালিনা, তারপর স্থির করল সত্যি কথাটাই বলবে। কেতলি থেকে গরম কফি ঢালল মগে। 'খুব অস্থির লাগছিল। নিক কিছু জানে কি-না জানতে গিয়েছিলাম।'

মারিয়া বার্থেজের সাথে চোখাচোখি হলো ওর, ভর্ৎসনা তার চোখে। 'এমন করবে না আর। এমনিতেই আমাদের ওপর খেপে আছে ওরা। নতুন কোন অজুহাত আমি ওদের দিতে চাই না। তাছাড়া ক্রুশারের নোংরা লোকগুলো ঘোরাঘুরি করছে সারা শহরে।'

'দেখেছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'আপেল পাইয়ের কড়াই বসাও।'

ঘণ্টাখানেক ধরে এটা-ওটা সারল রোজালিনা। খদ্দের কমে এসেছে। সেলুনের হৈ-হল্লা আর বাজনার শব্দ আবছাভাবে কানে আসছে।

কিছু এঁটো থালা-বাসন নিয়ে কলের কাছে গেল ও, ধোয়া শুরু করতে পাশে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে চমকে উঠল। ঝটিতি পেছনের দরজার দিকে তাকাল। দরজার পাল্লা ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে জেমস অ্যালেন।

বিস্ময় আর সুখানুভূতি বাকরুদ্ধ করে ফেলল ওকে, দ্রুত সক্রিয় হতে পারল না। থালা-বাসন রেখে গামলার পানিতে হাত ধুয়ে নিল, পরনের অ্যাপ্রনে হাত মুছে এগোল দরজার দিকে।

দরজার ওপর বসে পড়েছে অ্যালেন। ঝড় বয়ে গেছে যেন—বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মলিন কাপড় আর ক্লান্তি অসহায় করে তুলেছে তাকে। মৃদু নড করল, ম্লান শোনাল কণ্ঠ। 'দুই দিন ধরে পেটে পড়েনি কিছু। যা-ই আছে আমাকে খেতে দাও, ম্যা'ম।'

মাথা ঝাঁকাল রোজালিনা, খাবারের পাত্রগুলোর দিকে এগোল। পরিবেশনের সময় খেয়াল করল কলের কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছে জেমস। তার চলাফেরায় স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মবিশ্বাসী ভাবটা নেই। বোঝা যাচ্ছে মনের জোরই তাকে কোনরকমে চলতে সাহায্য করছে। 'টেবিলে গিয়ে বসো, মি. অ্যালেন। তোমার খাবার নিয়ে আসছি।'

মাথা নাড়ল জেমস। 'না, ম্যা'ম। তোমাদের অসুবিধা না হলে এখানেই খাব।' দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে, রোজালিনার বাড়িয়ে দেয়া থালা নিয়ে খেতে শুরু করল। সময় নিয়ে খাওয়া সারল।

এই ফাঁকে দুটো টেবিলে স্টু আর পাই পরিবেশন করে এসেছে রোজালিনা। দরজার পর্দা ভাল করে টেনে দিয়েছে যাতে ক্যাফের মূল অংশ থেকে এখানটা কারও চোখে না পড়ে।

কফির স্বাদটা অপূর্ব লাগল জেমসের কাছে, মনে হলো জীবনে এরচেয়ে ভাল কফির স্বাদ বোধহয় পায়নি। ক্রমশ চাঙা হয়ে উঠছে শরীর, অনুভব করে খুশি হলো ও।

মারিয়া বার্থেজকে দেখা গেল দরজায়। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল মহিলা, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রোজালিনাকে কিছু একটা বলতে

চেয়েছিল, বলা হলো না। তারপর দীর্ঘ সময় শেষে কাঁধ ঝাঁকাল, ফিরল মেয়ের দিকে।

রোজালিনা তাকিয়ে আছে তারই দিকে, ওর চোখে ভয় আর আশঙ্কা।

জেমসও খানিকটা দ্বিধান্বিত, ওর মনে হলো মহিলা হয়তো এখুনি ওকে বেরিয়ে যেতে বলবে কিংবা চিৎকার করে ওর উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে। এখানে এসে ভুল করেছে ও, উপলব্ধি করল হঠাৎ করেই, হয়তো বিপদে ফেলতে যাচ্ছে পরিবারটিকে। স্যাভেজ আর নেবর এমনিতেই ওদের ওপর খেপা, এখন নতুন একটা ছুতো পেয়ে যাবে। *এছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল কি?* নিজেকেই প্রশ্ন করল ও—ছিল, *প্রাইসের মিলে যেতে পারত কিংবা অন্য কোন ক্যাফেতে।* কিন্তু দু'দিনের ক্ষুধা আর ক্লান্তি ওকে এতটাই নিরুদ্যম ও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল যে এখানকার কথা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় আসেনি।

জেমস অবাক হয়ে লক্ষ্য করল দৃঢ়চেতা এ মহিলার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ওর উপস্থিতি পছন্দ না করলেও আপাতত মেনে নিয়েছে। কিন্তু রোজালিনাকে স্টু-র ফরমাশ দেয়ার সময় নিরুত্তাপ, তিক্ত শোনাল কণ্ঠ।

মিসেস বার্থেজ ক্যাফের ভেতরে চলে যেতে হাঁপ ছাড়ল রোজালিনা। 'এবার ভেতরে গিয়ে বসো। রান্নাঘরের মেঝেতে কাউকে পরিবেশন করা খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার। ভেবো না কাজটা করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।'

কি যেন ভাবল জেমস, তারপর মাথা নাড়ল। 'তোমাদের অসুবিধে না হলে এখানে আরেকটু থাকব আমি। যত দেরিতে ওরা আমার খোঁজ পায় তত দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারব।'

'বাইরে একটা লোক আছে। দু'দিন ধরে দেখছি। নিকের বাড়ির কাছেও একজন আছে, রেব হর্নার। ক্রুশারের কেনা গরু টাকসনে ড্রাইভে নিয়ে যায়। সারা শহরে আরও ক'জন আছে কে জানে।'

কিছু বলল না জেমস, রোজালিনার গভীর কালো চোখে তাকিয়ে আছে। নীরবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

'বুঝতে পারছি না কেন তোমার পেছনে এতগুলো লোক লেলিয়ে দিয়েছে ক্রুশার। ওরকম মারামারি তো সেলুনে হরহামেশা ঘটে।'

'হয়তো ওকে খুব বেশি আঘাত দিয়ে ফেলেছি আমি।'

রাগ দেখা গেল রোজালিনার মুখে। 'লোকটাকে আমার ঘৃণা হচ্ছে। কাপুরুষ!'

'একটু গরম পানি দেবে, ম্যা'ম? হাতগুলো খুব জ্বালা করছে। গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বোধহয় আরামবোধ হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চুলোর কাছে সরে গেল মেয়েটা, কেতলিতে পানি চড়িয়ে দিল। 'তোমার ঘোড়া কোথায়? মনে হচ্ছে হেঁটে এসেছ?' জেমসের কোমরের নিচে ভেজা প্যান্টের দিকে তাকাল, কয়েক জায়গায় কাদা আর শুকনো বালি লেগে আছে।

'পাহাড়ে ছেড়ে এসেছি।'

'ওখান থেকে এতদূর হেঁটে এসেছ! তা-ও এ অবস্থায়?'

'বিপদে পড়লে মানুষ অনেক কিছু করে, ম্যা'ম।'

কেতলি নামিয়ে একটা পাত্রে পানি ঢালল রোজালিনা, আঙুল চুবিয়ে তাপমাত্রা অনুভব করল। তারপর ওটা এনে জেমসের সামনে রাখল। 'মনে হচ্ছে এতেই চলবে।'

পানিতে হাত ডুবিয়ে দিল জেমস। জ্বালা করে উঠল ক্ষতগুলো। মায়ের ডাকে সামনের রুমে চলে গেল রোজালিনা। টুকরো কিছু কথা ভেসে এল ওদিক থেকে, বুঝতে পারল না ও। অবশ্য শোনার ইচ্ছেও নেই ওর। উষ্ণ তরলের স্পর্শে আরাম পাচ্ছে।

মারিয়া বার্থেজ ঢুকল এবার। অসন্তোষ নেই তার মুখে, তবে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। 'সামনে টেবিলে গিয়ে বসো, অ্যালেন। ক্যাফে বন্ধ করে দিয়েছি। আর কোন খদ্দের আসবে না,আজ।'

অস্বস্তি বোধ করল জেমস। 'আমার জন্যে তোমাদের ব্যবসার ক্ষতি হলো, ম্যা'ম।...ওখানে যেতে হবে না। এরইমধ্যে অনেকটা সুস্থ লাগছে। দিব্যি চলে যেতে পারব।'

মহিলার চোখ জ্বলে উঠল। 'দেখা যাচ্ছে একটা কথা তোমাকে দু'বার না বললে চলে না!' রূঢ়, কঠিন, নিরুত্তাপ কণ্ঠ। 'তুমি একটা ঝামেলা এ কথা সত্যি, কিন্তু আমি এড়াতেও পারছি না। আমরা তোমাকে এ অবস্থায় চলে যেতে দিতে পারি না।'

উঠে দাঁড়াল জেমস, কলতলায় গামলা খালি করে সেটা একপাশে সরিয়ে রাখল। তারপর পকেটে হাত দিল টাকা বের করতে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই চড়টা গালে এসে পড়ল।

'কি পেয়েছ তুমি, অ্যালেন?' এবার আরও চড়ল মারিয়া বার্থেজের গলা। 'দু'জন মহিলাকে অপমান করতে খুব ভাল্লাগছে? তোমার এসব ভালমানুষি আর ভদ্রতা অন্য কারও জন্যে রেখে দাও, আমার সাথে ওসব চোটপাট দেখাবে না!'

জীবনে এতটা বিস্মিত হয়নি জেমস। অবাক হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারছে না সমস্যাটা কোথায় হয়েছে। পাশ ফিরতে দরজায় রোজালিনার উদ্বিগ্ন মুখ চোখে পড়ল। একরাশ অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে, মেক্সিকান এ মহিলাকে বুঝতে পারছে না বলে নিজের ওপরই রাগ লাগছে।

'যাও, ভেতরে গিয়ে বসো!' নির্দেশের মত শোনাল মিসেস বার্থেজের গলা। চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে ঘুরে তাকাল জেমসের দিকে। এবার কোমল হয়ে এল তার কণ্ঠ। 'দুঃখিত, অ্যালেন। তোমার গোঁয়ার্তুমিও আমার মেজাজ খারাপ হওয়ার জন্যে দায়ী।'

রোজালিনার পিছু নিয়ে ভেতরে এসে বসল জেমস। খেয়াল করল ক্যাফের সামনের দরজা বন্ধ। জানালার পর্দাগুলো নামানো। মাত্র দুটো লণ্ঠন ম্লান আলো বিতরণ করছে সারা ঘরে।

উল্টোদিকে বসল মেয়েটা, টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। আনমনে হাতের নখ খুঁটছে। 'একটা অনুরোধ করব?' মুখ তুলে তাকাল রোজালিনা, দৃষ্টিতে প্রত্যাশা।

মাথা ঝাঁকাল জেমস।

'দয়া করে অযথা মা-র সাথে তর্ক কোরো না।'

জেমস উত্তরে কিছু বলার আগেই ধূমায়িত কফি নিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল মারিয়া বার্থেজ। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে, নীরবে একটা মগ এগিয়ে দিল ওর দিকে। মেয়ের পাশে বসে পড়ল এরপর। 'শোনো, অ্যালেন, মনগড়া কিছু বলে আমাকে বুঝ দিতে পারবে না। সুতরাং সে-চেষ্টাও কোরো না। আমি স্পষ্ট জানতে চাই তুমি কে, কেন এখানে এসেছ। তোমার আসার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মোটেও স্বাভাবিক কিছু নয়।'

'জানাটা জরুরী কি?'

'হ্যাঁ, জরুরী,' একবার মেয়ের দিকে তাকাল মহিলা। 'যেভাবে হোক তোমার সাথে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, আমার ধারণা প্রাইসদের চেয়েও বেশি। লুকোচুরির কোন ব্যাপার আমার মধ্যে নেই, জিনিসটা পছন্দও করি না। আমি চাই না মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমাদের সাথে পরিচিত হোক কেউ। সত্যিটা জানার অধিকার আমাদের আছে, তাই না?'

অস্বস্তিভরে সায় জানাল জেমস। 'তোমাদের না জানাই ভাল, ম্যা'ম। এমনিতেই আমাকে সাহায্য করে বিপদে আছ। বিপদটা আমি আর বাড়াতে চাই না।'

'কি মনে করো আমাদের? এখানকার টিনস্টারগুলোর পরোয়া করি না আমি। এরচেয়ে কঠিন মানুষ জীবনে ঢের দেখেছি। ওরা সাহস দেখাতে পারে কেবল অবলা আর নিরীহদের সাথে।'

মনঃসংযোগ হারাল জেমস, মোনা আর ফ্রেডকে মনে পড়ছে। ক্লান্তি লাগছে ওর। এটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর সাথে অন্য কাউকে জড়ানোর মানে হয় না। কারও সহানুভূতি ওর দরকার নেই। তবে এটা ঠিক, এ দু'জন মহিলার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা ওর—ঋণের বোঝাটা পাহাড়সমান।

'থাক, বলতে হবে না,' জেমসের সিদ্ধান্তহীনতায় ম্লান হাসল রোজালিনা। 'আমাদের জানা বা না-জানায় এমন কিছু যাবে-আসবে না।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মারিয়া বার্থেজ, জেদ ফুটে উঠেছে চেহারায়। বোঝা যাচ্ছে জেমসের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় আছে এখনও। 'ওপরে যা, রোজ,' মেয়ের দিকে না ফিরেই বলল। 'গেস্টরুমটা ঠিক করে দে। আমরা কথা বলে আসছি।'

'আমি এখুনি চলে যাব।'

'কোথায়? সারা শহরে ক্রুশারের লোকজন, ফাঁকি দিতে পারবে না ওদের।'

'কোন একটা জায়গা মিলবেই।'

আহত দৃষ্টিতে জেমসকে দেখছে রোজালিনা। অসহায় দেখাচ্ছে তাকে, চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল। মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে, সংশয় আর সিদ্ধান্তহীনতার ঝড় চলছে লোকটির মনে, আঁচ করল রোজালিনা। 'থাক, মা। ও যখন বলতে চাইছে না তখন জোর করা কি ঠিক হবে? বোঝাই যাচ্ছে আমাদের অনুরোধ ওর অহঙ্কারকে টলাতে পারবে না।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জেমস। 'দুঃখিত, ম্যা'ম,' মহিলাদের দিকে সরাসরি তাকাল না ও। 'হয়তো পরে···কোন একসময় বলব তোমাদের।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে এগোল। হাঁটতে কিছুটা দুর্বল বোধ করছে কিন্তু দৃঢ় পা ফেলে চলে এল রান্নাঘরে।

'মি. অ্যালেন?' পেছনে চাপা স্বরে ওকে ডাকল রোজালিনা।

ঘুরে তাকাল জেমস, দেখল মেয়েটাকে। উদ্বিগ্ন মুখ, কালো গভীর চোখে অস্থিরতা।

সামনে এসে দাঁড়াল রোজালিনা, মুখ তুলে তাকাল। 'সাবধানে থেকো। আর···কোন অসুবিধে হলে এখানে চলে এসো।'

'সেটা কি ঠিক হবে?'

'কেন, সমস্যা কোথায়?'

বোকা মেয়ে, ভাবল জেমস। ক্ষীণ হাসল ও, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল কিন্তু রোজালিনার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। বেরিয়ে এল বাইরে। পেছনে মেয়েটার পায়ের শব্দ শোনা গেল, দরজা পর্যন্ত এসে থামল, তারপর কিছুক্ষণ বাদে দরজা আটকে দিল।

দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল জেমস অ্যালেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল পুরো জায়গাটা, চিন্তিত হওয়ার মত কিছু নেই। সমস্যা হবে পরে, জানে ও, যখন ক্রুশারের কোন লোক ওকে দেখতে পাবে। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ার মত অবস্থা হবে, হন্যে হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াবে লোকগুলো।

উত্তরে এগোল ও, অন্ধকারে চোখ সয়ে আসায় অসুবিধে হচ্ছে না। চাঁদের ম্লান আলো ছাড়াও আশপাশের বাড়িগুলো থেকে কিছু আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। এ পথে কয়েকবার যাওয়া-আসা করায় চেনা হয়ে গেছে। রবার্ট হার্ডিংয়ের সেলুনের কাছে এসে একবার ভাবল ভেতরে ঢুকে পড়ে, কিন্তু সাথে সাথেই চিন্তাটা বাতিল করে দিল। স্বয়ং ক্রুশার এখানে থাকতে পারে, আরও দু'একজনকে তো পাওয়া যাবেই। লপার, নেবর বা স্যাভেজও থাকতে পারে। সব ক'জনকে একসাথে মোকাবিলা করার সামর্থ্য ওর নেই, আগে বরং চুনোপুঁটিদের শিকার করা যাক। ওদের শক্তি কমুক, তারপর দেখা যাবে কি করে আসল তিনটাকে বাগে পাওয়া যায়।

কেভিন লপারের স্টোরের পাশের গলি ধরে মূল রাস্তায় চলে এল জেমস। কিছু বাড়িতে আলো জ্বলছে এখনও, সেলুনগুলো জমজমাট। নাপিতের দোকানের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে রাস্তার আনাচে-কানাচে, বাড়ির কোণগুলো নিরীখ করল। রোজালিনাদের ক্যাফের সামনের ফুটপাথে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, আস্তাবলের কাছে আরও দু'জন। ঠায় দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও, আর কাউকে খুঁজে পেল না। থাকলেও ওর অজান্তে রয়ে গেছে।

রাতটা কোথায় কাটাবে এ নিয়ে ভাবছে। নিকোলাস প্রাইসের ডেরায় কাটিয়ে দিতে পারে, যদিও তা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কারণ ক্রুশারের লোকেরা সবার আগে ওখানেই খুঁজবে। তাছাড়া রোজালিনার কথা অনুযায়ী ওখানে অন্তত একজনের থাকার কথা। লোকটাকে কাবু করা হয়তো কঠিন হবে না। ওর সুবিধে লোকগুলো

এখনও জানে না শহরে চলে এসেছে জেমস।

কিছুটা অধৈর্য লাগছে। দুই দিনের ক্ষুৎ-পিপাসা আর পরিশ্রম কাহিল করে ফেলেছে ওর শরীর। শয়তানগুলোকে চেপে ধরার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু জানে সেটা কঠিন হবে, অন্তত এখন। আগে ক্রুশারের দলটাকে সামলাতে হবে, তারপর লপার আর ওর সঙ্গীদের সামনে যাওয়া যাবে।

রোজালিনা বার্থেজের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল ওর মানসপটে। উদ্বেগ আর অস্থিরতায় ভরা চোখজোড়া টানছে ওকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ক্যাফেতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। নিঃসন্দেহে সারা লিয়ন সিটিতে ওটাই ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

কারসনদের বাড়ির সামনে আসতে ভুলটা বুঝতে পারল জেমস। বিশগজ দূরে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। তিনজন। ঘোড়ায় চেপে আছে। মাঝখানের লোকটা বিশালদেহী, অস্পষ্ট আলো আর নিচু করে রাখা হ্যাট আড়াল করে রেখেছে মুখ। ধীরে এগিয়ে আসছে, পাশের বাড়ির জানালা পথে আসা চৌকো আলো পড়ল লোকটির ওপর, এক ঝলকের জন্যে রিক স্যাভেজের দৃঢ় পেশীবহুল মুখটা দেখল ও।

বিচিত্র একটা শব্দে উল্লাস প্রকাশ করল মার্শাল। থেমে গেল তার ঘোড়া, মাথা নাড়ল অস্থির ভঙ্গিতে।

দো-আঁশলাটা কোথায়? ভাবছে জেমস, *একসাথে থাকার কথা ওদের।* সহসা ক্ষীণ আওয়াজ পেল পেছনে, বুটের আঘাতে একটা নুড়িপাথর গড়ানোর হালকা শব্দ। ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও, সীমাহীন সতর্কতা গ্রাস করল ওকে। শীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে মনে নিজের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে, ক্ষণিকের অসতর্কতার সুযোগ নিয়েছে ওরা। বোকার মত ফাঁদে পা দিয়েছে সে। দু'দিক থেকে সহজেই ওকে কচুকাটা করে ফেলতে পারবে ওরা।

আট

'বড় বেয়াড়া লোক তুমি, অ্যালেন,' রিক স্যাভেজের গলায় চাপা উল্লাস। 'কিন্তু কপাল খারাপ, নইলে কি আর আবার আমার সাথে দেখা হয়?' হাসল সে, হাসিটার আওয়াজ বীভৎস শোনাল জেমসের কানে।

'দেখা যাচ্ছে রাতে ডিউটি দেয়াই তোমার পছন্দ, স্যাভেজ,' হালকা সুরে বলল জেমস। কান খাড়া, আর মনোযোগ সামনের তিনজনের চেয়ে পেছনেই বেশি। *শত্রুর সংখ্যা আর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিকই,* ভাবছে ও, *কিন্তু লড়াইয়ে নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে পেছনের লোকটা।*

'তাতে তোমার কি? রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টাই আমার ডিউটি!' ঝামটে উঠল মার্শাল।

'এখানে এসেছ কেন?'

'তোমাকে ধরতে। চার-চারটা খুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আরও ক'টা যে করে ফেলো কে জানে!'

'ওরা কি পাসির সদস্য?' স্যাভেজের সঙ্গীদের দিকে ইঙ্গিত করল জেমস।

'অনেকটা তাই।'

'পাহাড়ে আমাকে তাড়া করল যে লোকগুলো, ওরাও কি পাসির সদস্য ছিল? তুমি ওদের অনুমোদন দিয়েছ?'

'আমি স্বীকার করলে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়।'

'ব্যাপার তাহলে এই,' হাসল জেমস, সতর্ক দৃষ্টি বুলাল সবার ওপর। 'হেনরী ক্রুশারের কুকুরগুলো হচ্ছে পাসির সদস্য, আর তুমি গা-মোটা মূর্খ তাদের নেতা। এই তো?'

'বেশি ডাঁট দেখাচ্ছ, অ্যালেন!' শীতল শোনাল মার্শালের কণ্ঠ। 'একবার সেলের ভেতর ঢুকিয়ে নিই, তারপর দেখব তোমার ডাঁট কোথায় যায়।'

'হাত-পা চারটে বেঁধে নিয়ো এবার,' সহাস্যে পরামর্শ দিল ও। টের পেল পেছনে অধৈর্য হয়ে নড়েচড়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। উঁহুঁ, *দো-আঁশলা নয়। নেবর হলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত।* ইতোমধ্যে লোকটার অবস্থান আঁচ করে নিয়েছে ও। দু'পা সরে এল জেমস, নিজের সাথে লাইন অভ ফায়ারে ফেলল পেছনের লোকটাকে।

'আগের জায়গায় ফিরে যাও, অ্যালেন!' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল। 'এই যে হর্নার, এগিয়ে এসে ওর পিস্তলটা তুলে নাও তো, আমি ওকে কাভার করছি। দেখি ড্র করার খায়েশ ওর হয় কি-না। তেমন হলে সবাই মিলে বুলেটে পেট ভরিয়ে দেব।'

শিথিলভাবে দেহের দু'পাশে ঝুলছে ওর হাত, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, শরীর টান টান। 'হর্নার মিয়া, জায়গা ছেড়ে নড়ো না,' মৃদু স্বরে উপদেশ খয়রাৎ করল। 'এক পা এগোলে মার্শালের বুক ফুটো করে দেব।' স্যাভেজের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না জেমস।

সশব্দে হাসল মার্শাল। 'একা চারজনের সাথে পেরে ওঠার কথা চিন্তা করছ নাকি?' তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে বলল সে। 'দারুণ দুঃসাহসী লোক দেখছি! বোকারাই এরকম দুঃসাহস দেখায় এবং শেষে মরে।'

পেছনে নড়াচড়ার শব্দ হতে ছোবল মারল জেমসের হাত। ঝটিতি উঠে এল সিক্সশ্যুটার। হাসিটা বিস্তৃত হচ্ছিল দানবের, মাঝপথে থেমে গেল। বিশাল হাতে হোলস্টারে খাবলা মারল সে, পিস্তল তুলে আনতে যাচ্ছে। টের পেল দেরি হয়ে গেছে, একইসঙ্গে বুলেটের তীব্র ধাক্কা অনুভব করল বুকে। স্যাডলের ওপর টলে উঠল বিশাল দেহ, জেমসের দ্বিতীয় গুলি তার পতন ত্বরান্বিত করল এবার।

ডান দিকের লোকটা কোলে রাখা পিস্তল তাক করে ফেলেছে। তাকে গুলি করার সময় এক-পা সরে গেল জেমস। তপ্ত সীসা ওর গালে গরম ছেঁকা দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয়বার আর সুযোগ দিল না তাকে, ঝুঁকে পড়া শরীরটা ধরাশায়ী হলো ওর গুলিতে।

উরুর ওপর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে ভারসাম্য হারাল জেমস, সামনের দিকে

হেলে পড়ল। ঠিক এসময়ে পেছন থেকে বাম কাঁধের এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে চলে গেল আরেকটা বুলেট। হর্নারের কীর্তি। ধূলিশয্যা নিল ও, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের লোকটা গুলি করতে যাচ্ছে দেখে আন্দাজের ওপর নিশানা ছাড়াই গুলি করল। ফলাফল দেখার সুযোগ নেই, উল্টোদিকে ঘুরল এবার। দেখল হর্নারকে, পরের গুলি করার তোড়জোড় করছে সে। রেব হর্নারের গলা ফুটো করে দিল ওর বুলেট, মাটির ওপর আছড়ে পড়ল দেহটা। গলগল করে রক্ত পড়তে শুরু করল।

দূরে একটা চড়া গলা শোনা গেল, তারপর কয়েকজনের দৌড়ে আসার শব্দ। নিজেকে অসহায় লাগছে জেমসের, দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলোর দিকে এগোতে গিয়ে টের পেল পায়ে জোর পাচ্ছে না। হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও কোনমতে সামলে নিল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। পরোয়া করল না ও, জানে যেভাবেই হোক কেটে পড়তে হবে।

রিক স্যাভেজের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে, স্যাডলশূন্য। কাছে যেতে হুঁশ ফিরল ওটার, সরে যেতে চাইল। হাত বাড়িয়ে রাশ টেনে ধরল জেমস, ঘোড়াটা চলতে শুরু করতে পমেল আঁকড়ে ধরে লাফ দিল। ভয় পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল জানোয়ারটার গতি। পমেল ধরে স্যাডলে চেপে বসার চেষ্টা করছে ও, এ অবস্থায় দেখতে পেল লোকগুলোকে—গলির মুখে চলে এসেছে। নিশানা ছাড়াই গুলি করল জেমস, প্রতিপক্ষকে ব্যস্ত রাখতে চাইছে। সরে গিয়ে আড়াল নেয়ার চেষ্টা করল দু'জন, আরেকজন শুয়ে পড়েছে। চতুর্থ লোকটা পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে।

আড়াল নেয়া লোকগুলো গুলি করছে।

খেয়াল করেনি জেমস, ঘোড়াটা হঠাৎ দিক বদল করার সময় তাই তীব্র টান পড়ল হাতে। যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। দাঁতে দাঁত চেপে পমেল আঁকড়ে ধরে থাকল, ছেঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল স্যাডলে। ততক্ষণে কারসনদের আঙিনায় ঢুকে পড়েছে ঘোড়াটা। চোখের নিমেষে পেরিয়ে গেল বাড়িটা, করালের পাশ দিয়ে ছুটছে। বাইরে ফেলে রাখা খড়ের গাদা পাশ কাটানোর সময় ফের বাঁক নিল। এবার আর সামলাতে পারল না জেমস, পমেল থেকে হাত ছুটে গেছে। খড়ের গাদার ওপর আছড়ে পড়ল ওর দেহ। স্কুল-ঘরের দিকে ছুটে চলেছে আতঙ্কিত ঘোড়াটা।

ছুটে ওকে পেরিয়ে গেল তিনজন। কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল।

'শালা ভেগেছে!' চাপা স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল একজন।

'কি করবে এখন?' আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল।

নিথর পড়ে থাকল জেমস, ভয় তো পাচ্ছেই তাছাড়া নড়াচড়ার শক্তিও পাচ্ছে না। উরুতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, কাঁধের কাছে অবশ হয়ে গেছে ডান বাহু। দপদপানির মত একটা ব্যথা সারাক্ষণই ছড়িয়ে পড়ছে একেবারে হাতের আঙুল পর্যন্ত। কণ্ঠস্বরগুলো চেনার চেষ্টা করল ও। উঁহুঁ, অপরিচিত, আগে কখনও শোনেনি।

'ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি,' বলল প্রথম লোকটা। 'স্যাভেজ মারা গেছে! ওর সাথে আরও তিনজন ছিল। ভেবে দেখো, অ্যালেনের

সাথে কোন সুবিধাই করতে পারেনি ওরা।'

'চোপরাও, জন!' ধমকে উঠল অন্যজন। গলায় বিরক্তি আর খানিকটা ভয়ও প্রকাশ পেল। 'বোকামি করেছে স্যাভেজ, ওকে দেখেই গুলি করা উচিত ছিল। বেশি বড়াই করলে এরকমই হয়। ব্যাটা আজীবনই নিজের শক্তি দেখাতে পছন্দ করত। এখন মজা বুঝেছে! তবে আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে ও। অ্যালেন আহত হয়েছে, হলফ করে বলতে পারি। খেয়াল করোনি?'

'তাতে লাভটা কি হচ্ছে শুনি?'

'গাধা! ওকে ধরা এখন সহজ হয়ে যাবে। শহরের আশপাশে থাকবে ও, যেহেতু ওর শুশ্রূষা দরকার। এখন ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওকে শহরে ফিরতেই হবে।'

'অনুসরণ করবে নাকি?'

'এই অন্ধকারে? মাথা খারাপ! আমি আর এগোতে রাজি নই। না জেনে হয়তো ওর সামনে গিয়ে পড়ব, আর একটা গুলিতে ল্যাঠা চুকিয়ে দেবে সে। না বাপু, আজ আর কোথাও বেরোব না। তাছাড়া ট্র্যাকিং করব কিভাবে? তারচেয়ে সকাল হোক, দেখে-শুনে এগোতে পারব।'

'আমার মনে হয় আশপাশেই আছে ও, জেফ,' নিচু কণ্ঠে বলল জন, গলায় জোর নেই।

'চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?' বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল জেফ নামের লোকটা। 'ওকে ঘোড়ায় চড়তে দেখোনি? তোমার মত বোকা নয় ও। বাহন পেয়েও কেউ খালি পায়ে পালাবে, তা-ও আহত অবস্থায়?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমাদের ভাঁওতা দিতে চাইলে···'

'তাহলে তুমিই যাও, জন, খুঁজে বের করো ওকে। টাকাটা তাহলে একাই পাবে। তবে মনে রেখো স্যাভেজ বাগে পেয়েও আটকে রাখতে পারেনি অ্যালেনকে এবং ওর সাথে আরও তিনজন ছিল। দু'শো ডলারের আশায় যদি কপালে একটা বুলেট নিতে চাও তো তোমাকে বাধা দেব না।'

'এভাবে বলছ কেন? আমি কি সত্যি তাই বলেছি নাকি?'

'হয়তো টাকাটা একা কামাই করার খায়েশ হয়ে থাকবে তোমার!' বিদ্রূপ করল জেফ।

জন নামের লোকটা তর্ক করল না। 'চলো, মি. লপারের বাড়ি যাই। তাকে জানিয়ে আসি। তার আগে অবশ্য আন্ডারটেকারের কাছে যাওয়া উচিত। লাশগুলো গোর দিতে হবে।'

'স্যাভেজ আর ওদের জন্যে তোমার দেখছি ভারি চিন্তা হচ্ছে! আরে, সে তোমার দুলাভাই নাকি? ও তো এখন একটা লাশ! রাস্তার মরা কুকুরের সাথে ওর পার্থক্য কোথায়? সকাল পর্যন্ত পড়ে থাকলই বা। ওকে আগে কবরে শোয়ালে কি স্বর্গে যাবে? শুনে রাখো, জন, ওর আর আমাদের রাস্তা ওই এক জায়গায়ই···নরকে।'

মৃদু পদশব্দ এগিয়ে আসতে শুরু করল। বাঁক নিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে মূল রাস্তার দিকে চলে গেল একটু পর।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল জেমস। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। আকাশের দিকে তাকাল, কয়েকটা তারা ঝিকিমিকি করছে। তীব্র ব্যথা শুরু হলো এবার, উত্তেজনায় টের পায়নি এতক্ষণ। *একটা আশ্রয় চাই*, অবচেতন মনে ভাবছে, *ক্ষতের চিকিৎসা দরকার।* হেনরী ক্রুশারের লোকেরা আপাতত বিরতি দিলেও সকাল থেকে আবার পিছু নেবে, ট্র্যাক ধরে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

কারসনের বাড়িতে বা করালে রাত কাটানো নিরাপদ হবে না। প্রথমে এখানেই খুঁজবে ওরা, প্রাইসের মিলের ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া অতটা পথ যাওয়ার শক্তি বোধহয় ওর শরীরে নেই। ক্ষতগুলো থেকে চুইয়ে রক্ত ঝরছে, বেশি নড়াচড়ায় ক্ষরণ বেড়ে যাবে।

সময় যেন স্থির হয়ে আছে। তেষ্টায় মুখ শুকিয়ে গেছে, অনুভব করল জেমস। দশ হাত দূরে কারসনদের কল, কিন্তু যোজন দূরে মনে হচ্ছে ওটাকে। ইচ্ছে থাকলেও নড়ল না, শরীরটা আগে সুস্থির হোক, তারপর একবারে উঠে পড়বে।

স্কুল-ঘরের ওপর চোখ পড়তে ধারণাটা মাথায় এল ওর। মন্দের ভাল। কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, দুর্বল বোধ করছে। অস্পষ্ট আলোয় খড়ের গাদার কিছু অংশ কালচে দেখাচ্ছে, জেমস বুঝতে পারল ওগুলো ওর রক্তে ভিজেছে। ঝুঁকে বেশ কিছু খড় তুলে নিল, নিশ্চিত যে তেমন কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না। এবার স্কুলের দিকে এগোল। ঘোড়াটা হয়তো অনেকদূর নিয়ে যাবে ওদের, ও যে এখানেই ছিল লোকগুলো তা না-ও ভাবতে পারে। সে সম্ভাবনাই বেশি। শেষপর্যন্ত ট্রেস করতে পারলে অবশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। তবু সকাল পর্যন্ত সময়টুকু পাওয়া যাবে, ভাবছে জেমস, এবং এরমধ্যে সরে পড়তে হবে।

কোণের কামরাটা অফিস। ক্লাস রুমগুলোর মত এটাও তালা আটকানো। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা হলো ওর, তারপর সেটা নাকচ করে দিল। এছাড়া উপায় নেই, এটাই আপাতত ওর জন্যে নিরাপদ আশ্রয়, অন্তত আজ রাতের জন্যে। পিস্তল বের করে তালার ওপর গায়ের জোরে বাঁট নামিয়ে আনল জেমস। দু'বারের চেষ্টায় সফল হলো। তালার কিছু হলো না, নরম কাঠের পাল্লা থেকে আঙটা খুলে এসেছে। ঠেলা দিতে সরে গেল কবাটদুটো। ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল ও, পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। দেয়াশলাই বের করে জ্বালাল, মৃদু আলোয় নজর বুলাল ঘরের ভেতর। মাঝখানে বড়সড় একটা টেবিল, দু'দিকে মোট চারখানা চেয়ার। পাশেই একটা নিচু তাক, তাতে কিছু কাগজপত্র। টেবিলে একটা জগ আর গ্লাসও আছে। পেছনের দেয়ালের কাছে কাঠের আলমারি।

টেবিলের ওপর রাখা লণ্ঠন জ্বালাল জেমস, সলতে কমিয়ে দিল। অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। পা টেনে নিয়ে এগোচ্ছে যাতে উরুর ওপর চাপ না পড়ে। অন্যসময় হলে যে কাজটা অনায়াসে করতে পারত, সেটাই এখন ভোগাচ্ছে ওকে—সামান্য একটা চেয়ার টেনে নিতে হাঁপিয়ে উঠল। দরজার কাছে চেয়ার রেখে বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে খড়গুলো তুলে নিল, ফিরে এসে টেবিলের পেছনে খালি জায়গায় মেঝেতে

বিছিয়ে দিল। তাকের কাছে চলে এল এবার। হাঁপানি রোগীর মত হাঁপাচ্ছে রীতিমত। মাথা ঝিমঝিম করছে। ওর ভয় হচ্ছে এখুনি হয়তো ধড়াস করে পড়ে যাবে। প্রবল মনের জোরই ওকে টিকিয়ে রেখেছে এতক্ষণ পর্যন্ত।

জগে পানি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেমস অ্যালেন। কাঁপা হাতে গ্লাসে পানি ঢেলে পান করল। স্বস্তি লাগছে। *রোজালিনা···এ মেয়েটা ভালভাবেই পেয়ে বসেছে আমাকে। দেখা যাচ্ছে লিয়ন সিটিতে নিরাপদ জায়গাগুলোতে এ মেয়েটির স্পর্শ থাকছেই—ক্যাফে···স্কুল।* কৃতজ্ঞচিত্তে পুরো পানিটা শেষ করল ও, তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছিল এতক্ষণ। জগে পানি না থাকলে কলের কাছে যেতে হত আবার। অজান্তে ওর মস্ত উপকার করে রেখেছে মেক্স মেয়েটি।

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চেয়ারটা ঠেস দিয়ে রাখল কবাটের সাথে। প্রচণ্ড ক্লান্তি কাবু করে ফেলেছে, মনে হলো শরীরে একবিন্দু শক্তি নেই। ধপ করে বসে পড়ল ও। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে, স্বাভাবিক হতে ব্যানডানা দিয়ে উরুর ক্ষতটা বাঁধল। নড়াচড়া করায় রক্তক্ষরণ বেড়ে গেছে। কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে লণ্ঠন নিভিয়ে দিল। অন্ধের মত হাতড়ে চলে এল খড়ের বিছানার কাছে।

হাতে পিস্তল নিয়ে শুয়ে পড়ল জেমস অ্যালেন। তীব্র ব্যথার মধ্যেও একরাশ প্রশান্তি ঘিরে ধরল ওকে, চোখ বুজে আসতে চাইছে। মোনার মুখ ভেসে উঠল ওর চোখে···*একটা শেষ,* সন্তুষ্ট হয়ে ভাবল···*আর দু'জন বাকি।*

ঘুম আসছে না রোজালিনার, বারবার মনে পড়ছে জেমস অ্যালেনকে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না দৃঢ় মুখটা। একটু আগে অনেকগুলো গুলির শব্দ শোনার পর থেকে উৎকণ্ঠায় মরে যাচ্ছে ও। *খারাপ কিছু ঘটেনি তো? কোথায় আশ্রয় নিয়েছে গোঁয়ার লোকটা?*

সারা রাত উদ্বেগের মধ্যে কাটল ওর। শেষ রাতে ঘুম নেমে এল চোখে, জাগল দেরি করে। গির্জায় যাওয়ার খানিক আগে ওকে জাগাল মারিয়া বার্থেজ। উঠে গোসল সেরে খানিকটা মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাফের উল্টোদিকে পাহারায় নেই কেউ আজ। মহিলা আর বাচ্চারা গির্জার দিকে চলেছে, পুরুষের সংখ্যাও কম নয়।

লরা প্রাইসের পাশে বসল ও। প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম বাপ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্যে প্রার্থনা করল রোজালিনা। 'কোন খবর জানো, ম্যা'ম?' বেরিয়ে আসার সময় মিসেস প্রাইসের কাছে জানতে চাইল ও।

'তুমি কিছু শোনোনি?' চাপা স্বরে বলল মহিলা, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। 'ক্রুশারের দু'জন লোক মারা গেছে। আরেকজনের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। গরম খবর হচ্ছে রিক স্যাভেজ মারা গেছে।'

কেন জানি খুশি হলো রোজালিনা। *জঘন্য একটা লোক মারা গেছে, লিয়ন সিটির কারও তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই,* ভাবল ও। ভয়ও পেল, বুঝতে পারল নেবর বা ক্রুশার এবার মরিয়া হয়ে উঠবে। অ্যালেনকে কোনভাবেই ছেড়ে দেবে না। চারপাশে তাকাল ও, দু'জন মহিলা পেরিয়ে গেল ওদের। এগোতে গিয়ে বাধা পেল ও, ওর হাত ধরে থামাল লরা প্রাইস। টেনে নিয়ে গেল বারান্দার

দিকে।

'পুরো ঘটনা দেখেছে বিল কারসন,' বলল মহিলা। 'ঘর অন্ধকার করে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ও। দু'দিক থেকে জেমসকে চেপে ধরেছিল তারা। শেষে, আরও লোক এসে পড়ায় একটা ঘোড়ায় চেপে কেটে পড়েছে ও। বিলের ধারণা জেমস আহত হয়েছে।'

রোজালিনার চোখে উদ্বেগ দেখা গেল। 'ও হয়তো তোমাদের ওখানে আসবে। সাহায্য দরকার হবে ওর।'

ওর একটা হাত ধরে চাপ দিয়ে অভয় দিল লরা প্রাইস। 'গতকাল ক্যাফেতে এসেছিল ও, তাই না?'

নড করল ও, এগোল ফিরতি পথে। সামনে কেভিন লপারকে দেখে থমকে গেল, অজান্তে হাঁটা শ্লথ হয়ে গেল।

টুপি খুলে সম্মান দেখাল সে। 'কেমন আছ, মিস্ বার্থেজ?'

'ভাল। তুমি?' হাসার চেষ্টা করল ও।

'খানিকটা। তবে জেমস অ্যালেন ভাল থাকতে দিচ্ছে না।'

'ওর সাথে তোমার আবার কি ঘটল?'

'বাইরের একটা লোক এ শহরের মার্শালসহ অন্তত আটজনকে খুন করেছে। আতঙ্কিত হয়ে আছে সবাই। এ অবস্থায় কি ভাল থাকা যায়?'

'তোমার অসুবিধে কি, তুমি তো আর ওকে খোঁচাতে যাচ্ছ না! নাকি শুরু করেছ?'

ম্লান হলো না লপারের হাসি। 'দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী জুটিয়ে নিয়েছে অ্যালেন, কিন্তু একজন আসামী সে। দু'শো ডলারের একটা পোস্টার ছাড়া হবে আজই। রেনে নেবর দশজনের পাসি গঠন করে লোকটাকে ধরার জন্যে ইতোমধ্যে বেরিয়েও গেছে। ধরতে পারলে সোজা ঝুলিয়ে দেবে।'

'প্রার্থনা করেছ তো ওরা যেন সফল হয়?'

থমকে গেল কেভিন লপার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। নীল চোখে একরাশ বিদ্বেষ দেখা গেল।

লপারের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মিসেস প্রাইসের দিকে ফিরল রোজালিনা। বিদায় জানাল তাকে, মৃদু হেসে চলে গেল মহিলা।

'মিস্ বার্থেজ!'

লপারের দিকে ফিরল রোজালিনা, শীতল চোখজোড়া ভয় পাইয়ে দিল ওকে।

'গতকাল তোমাদের ক্যাফেতে এসেছিল সে। মা-মেয়ে মিলে ওকে বেশ খাতির করেছ,' স্টোর মালিকের কণ্ঠে শ্লেষ, চোখে বিদ্রূপ। 'কিন্তু এটাই শেষ। পরেরবার কোন অজুহাতের ধার ধারব না আমি। ক্রুশারের মায়া এখানে অচল, তোমার প্রতি ওর দুর্বলতার কথা চিন্তা করব না আমি, নেবরও করবে না। তোমাদের শহরছাড়া করতে নেবর তো মুখিয়েই আছে। তুমি কি চাও ক্যাফেতে হানা দিক ও? তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে কি যে করবে ও, কল্পনাও করতে পারবে না। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি?' হাসল সে, কিন্তু হাসিটা চোখ স্পর্শ করল না। বরং সেখানে কিসের একটা ছায়া দেখা গেল যেন, যার অর্থ খুঁজে

পেল না রোজালিনা। 'অ্যালেন এখন আসামী, জঘন্য রকমের,' খেই ধরল সে, একবার তাকাল গির্জার দরজার দিকে। 'ওকে সাহায্য করলে কিংবা আশ্রয় দিলে বিপদে পড়বে তোমরা। শত্রুর বন্ধু শত্রুর মতই, তাই না?'

'অ্যালেনের প্রতি তোমার বিদ্বেষের কারণটা বুঝলাম না।'

'একজন লোক যখন আইনের মানুষকে খুন করে তখন আর কোন বাধা তার সামনে থাকে না। সে যে কাউকে হত্যা করতে পারে। আমি বা তুমিও এর বাইরে নই। আমি শহর কমিটির চেয়ারম্যান না হলেও এখানে অ্যালেনের ভূমিকা আমাকে উদ্বিগ্ন করত। একের পর এক খুন করে বেড়াচ্ছে সে, সাধারণ লোকজনের আতঙ্কিত হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট নয় কি?'

জঘন্য কিছু লোককে খুন করেছে সে, ভাবল রোজালিনা, *আত্মরক্ষার খাতিরে যে কেউ তা করত;* কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না সেটা। 'তুমি কেন ভাবছ আমাদের কাছে আসবে সে?'

হাসল কেভিন লপার, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। 'প্রাইস বা তোমরা, আমার জানা মতে এ দুই পরিবারের সাথে খাতির হয়েছে অ্যালেনের। সুতরাং বিপদে এদের কাছেই আসবে সে।'

'এতগুলো লোক লেলিয়ে দিয়েও পারছ না ওর সাথে!' শ্লেষ আর তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রোজালিনা, দেখল লপার এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন খুন করে ফেলবে ওকে। শিউরে উঠল ও, আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। সহসা টের পেল কেভিন লপারের ভেতরের রূপটা, পরিচ্ছন্ন ফিটফাট পোশাকের আড়ালে সে একজন ভয়ঙ্কর মানুষ–স্যাভেজ বা নেবরের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'ক্যুগার শিকার করা কি সবাইকে মানায়, মিস্ বার্থেজ?' সহাস্যে বলল লপার, কৌতুক খেলা করছে চোখে। 'আমি অপেক্ষা করছি। ধরতে না পারলেও ওকে আমার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে ওরা। বাকি কাজটুকু এরপর হয়তো আমাকেই সারতে হবে।'

'ও পালাবে।'

'উঁহুঁ, তা ও করবে না। লিয়ন সিটিতে সে আসবেই।'

'তোমার জন্যে, তাই না, মি. লপার?' আবিষ্কারের আনন্দে আমোদ পেল রোজালিনা। *জেমস অ্যালেনের এখানে আসার কারণ তাহলে এই লোক!* 'হয়তো পুরানো কোন হিসেব-নিকেশ বাকি রয়ে গেছে তোমাদের মধ্যে।'

'কি বলেছে ও?' কৌতূহলী দেখাচ্ছে লপারকে, এবং সতর্ক। তার চোখের তারায় অস্বস্তি।

'কিচ্ছু না। তোমার আগ্রহ দেখে ধারণা করেছি।'

তাকিয়ে আছে লপার, রোজালিনার কথার সত্যতা বোঝার চেষ্টা করছে। মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে হিসেব কষল সে, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'যাই বলো না কেন আমার ধারণা তোমাদের ওখানেই আসবে অ্যালেন।'

'আগে থেকে চেনো ওকে?' লপারের মন্তব্য এড়িয়ে গেল রোজালিনা।

'লিয়ন সিটিতে প্রথম দেখলাম। অ্যালেন আমাদের মার্শালের খুনী। তাই সরাসরি না হলেও সে এখন আমার শত্রু, এবং বোধ করি গোটা শহরের শত্রু।'

মিথ্যেটা ঠিকই ধরতে পারল রোজালিনা, কিন্তু চেপে গেল। মেয়রের বউয়ের পাশে নিজের মা-কে দেখতে পেল ও।

সেদিকে একবার তাকাল লপার, তারপর ফিরল ওর দিকে। 'মনে রেখো, মিস্ বার্থেজ, তোমাদের ওপর সবসময় একটা চোখ রাখবে নেবর,' কাটা কাটা স্বরে হুমকি দিল। 'ওকে না খেপানোই ভাল। অ্যালেন এলে আমাকে নয়তো নেবরকে খবর দেবে, ঠিক আছে?'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রোজালিনা, লপার চলে যেতে তার পিঠে স্থির হয়ে থাকল ওর চোখ, বিষদৃষ্টিতে দেখছে।

'কি বলল লপার?' মারিয়া বার্থেজ পাশ থেকে শুধাল ওকে।

'পরে শুনো।'

ওকে দেখল মহিলা, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল।

ক্যাফের কাছে আসতে দূর থেকে দেখতে পেল লোকটাকে। পঞ্চাশের মত হবে বয়স, সমর্থ শরীর। চওড়া কাঁধ। লম্বায় ছ'ফুট ছাড়িয়ে যাবে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, উস্কখুস্ক চুল। মলিন রঙজ্বলা ডেনিম শার্ট আর জিন্স পরনে। বুড়ো আঙুল আর গোড়ালির কাছে ক্ষয়ে গেছে জুতোজোড়া। পোর্চে বসে আছে, অধৈর্য দেখাচ্ছে তাকে। ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে।

মা-মেয়ে দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়েছে, পা যেন চলছে না। ওদের ওপর চোখ পড়তে উঠে দাঁড়াল সে, সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষে এগিয়ে আসতে শুরু করল। ততক্ষণে নড়ে উঠেছে রোজালিনা, ছুটছে। উড়ে গিয়ে লোকটার বাড়ানো বাহুতে ধরা দিল। দু'হাতে তাকে চেপে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখছে মারিয়া বার্থেজ। অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে তার। রক্তের আকর্ষণ টেনে এনেছে রেমন্ড বার্থেজকে। ধীরে এগোল মহিলা, চোখ স্বামীর ওপর। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে হাসছে সে।

'এই প্রীচার ব্যাটা বেশিক্ষণ প্রার্থনা করে বুঝি?' হালকা সুরে বলল সে। 'সেই কখন থেকে বসে আছি। নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও বসে থাকতে হলো এতক্ষণ! প্রীচ ব্যাটাকে বলে দিতে হবে প্রার্থনার কাজটা এখন থেকে যেন সংক্ষিপ্ত করে।'

ক্যাফের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল মারিয়া বার্থেজ। রান্নাঘরে এসে সময় নিয়ে জুস তৈরি করল। বাপ-মেয়ে টেবিলে বসে সমানে বকবক করছে। আপেল পাই, জুস, ওমলেট আর রুটি নিয়ে দু'জনের গল্পে বাধ সাধল মিসেস বার্থেজ।

'বাবার ফিরে আসার সৌজন্যে আজ ক্যাফে বন্ধ থাকুক,' প্রস্তাব করল রোজালিনা। মায়ের দিকে তাকাল, দৃষ্টিতে আবেদন ঝরে পড়ছে। সম্মতি আসতে বাপের দিকে ফিরল। 'দেখেছ, বলেছি না মা রাজি হয়ে যাবে!'

খাওয়ায় মনোযোগ দিল রেমন্ড, ভেঙ্চি কাটল মেয়েকে। তারপর সহসা মনে পড়ল রোজালিনা এখন আর পাঁচ বছর আগের কিশোরী নয়, পরিপূর্ণ তরুণী সে। এই বয়সে বেশিরভাগ মেয়ে তাদের স্বামীদের দু'একটা বাচ্চাও উপহার দিয়ে ফেলে। বুকে একটা কষ্ট খোঁচা মারল তার, অবিবেচকের মত সংসারটা ফেলে চলে গেছে সে। এদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হওয়া তার হয়ে ওঠেনি। অথচ

কোন অভিযোগ করবে না দু'জনের কেউ।

সারাটা দিন অপার আনন্দে কাটল রোজালিনার, বাপৈর সাথে গল্প করে। রাতে বিছানায় যেতে মনে পড়ল জেমস অ্যালেনকে। অস্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে। *এখনও বেঁচে আছে ও? কোথায় রাত কাটিয়েছে? আহত অবস্থায় আছে···শুশ্রূষা দরকার···আর নিরাপদ একটা জায়গা যেখানে ক্রুশার বা লপারের লোকজন ওকে খুঁজে পাবে না।*

আগের রাতের মতই ঠিকমত ঘুমাতে পারল না ও। তবে জাগল ভোরবেলা। স্কুল আছে আজ। দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। আগে নিকোলাস প্রাইসের কাছে যাওয়া যাক, সিদ্ধান্ত নিল ও, কোন খবর থাকতে পারে।

কিন্তু বিফল হয়ে ফিরতে হলো ওকে। স্কুলের দিকে হেঁটে চলল। শহরে বা এখানে ক্রুশারের কোন লোককে দেখতে পায়নি। *হয়তো ওকে পেয়ে গেছে শয়তানগুলো···*রোজালিনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, বুকে কষ্ট অনুভব করল। এরকম লাগছে কেন? জেমস অ্যালেন ওর কেউ নয়। বরং ওকে অপমানই করেছে সে। ওর অনুরোধ তাকে টলতে পারেনি। অন্য কোন পুরুষ হলে কত আগেই গলে যেত। *অথচ সে পাত্তাই দেয়নি! এত অহঙ্কার কেবল আরেকটা মেয়েকে ভালবাসে বলে?*

তিক্ত মনে অনুভব করল কঠিন এ মানুষটা টানছে ওকে। জেমস ওকে পছন্দ করলে খুশি হত। একটুখানি স্পর্শে গলে যেত। সাহসী একটা সিদ্ধান্ত নিল ও, লপার বা নেবরকে পরোয়া করবে না। দরকার হলে সাহায্য করবে অ্যালেনকে। ওর বাবা পাশে আছে এখন, কাউকেই ভয় করে না রোজালিনা। কে কি মনে করল তাতেও ওর কিছু আসে-যায় না।

অফিসরূমের সামনে এসে স্কার্টের পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে গেল ও। দরজার কবাটের ওপর চোখ পড়তে চমকে গেল, এতক্ষণ খেয়ালই করেনি ওটার আঙটা ভাঙা। ধড়াস করে লাফ দিল ওর কলজে। কবাটের ফাঁক গলে তাকাল ভেতরের দিকে, কিছুই চোখে পড়ছে না। সাহস করে ঠেলা দিল দরজায়। খানিক সরে গেল কবাট দুটো। একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখা। মেঝেয় চোখ পড়তে শুকনো রক্ত দেখে চমকে উঠল। একইসঙ্গে ভয় আর আশার দোলায় দুলে উঠল ওর মন। ঘাড় ফিরিয়ে আশপাশে তাকাল, নেই কেউ। তারপর ঠেলে খুলে ফেলল পুরো দরজা। ছুটে ভেতরে ঢুকল ও, টেবিলের কাছে আসতে দেখতে পেল তাকে।

গুলি খাওয়া অসহায় পশুর মত পড়ে আছে জেমস অ্যালেন, পিস্তল ধরা হাত তোলার প্রয়াস পাচ্ছে। জোর করে চোখ মেলল, রোজালিনার অস্ফুট কাতরধ্বনি থামিয়ে দিল তাকে। হাতটা নেমে গেল দেহের পাশে, শিথিল হয়ে গেল মুঠি।

ছুটে এসে পাশে বসে পড়ল রোজালিনা। অ্যালেনের মুখ শুকনো, বিবর্ণ দেখাচ্ছে। কপালে হাত রাখতে বুঝল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। পট্টি সরিয়ে কাঁধ আর উরুর ক্ষতগুলো দেখল, দগদগ করছে। অজান্তে শিউরে উঠল ও।

কি করবে ও? একা এখান থেকে অ্যালেনকে কিভাবে বের করে নিয়ে যাবে? সেরকম শারীরিক সামর্থ্য ওর নেই, তাছাড়া ক্রুশার বা লপারের লোক দেখে

ফেলতে পারে। বাইরে বেরিয়ে এল ও, চারপাশে চোখ বুলিয়ে এবারও কাউকে দেখতে পেল না। নিকোলাস প্রাইসের বাড়ির ওপর দৃষ্টি পড়তে বুদ্ধিটা মাথায় এল। দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই ছুটল সেদিকে।

বাইরে যাওয়ার তোড়জোড় করছিল নিকোলাস প্রাইস, খচ্চরদুটো জুড়েছে ওয়াগনে। দ্রুত, একনাগাড়ে তাকে বলে গেল রোজালিনা। অবাক হয়ে ওকে দেখছে কাঠ ব্যবসায়ী, নড়ছে না। ওকে সাহায্য করা দরকার তা-ও মাথায় আসছে না।

'কি হলো, নিক?' তাড়া দিল রোজালিনা। 'সাহায্য করবে, নাকি দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখবে?'

'তারমানে···তুমি ক্যাফেতে সাপ্লাই দিতে বলছ!'

'তো অন্য কিছু বলেছি নাকি?' বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না রোজালিনা, অধৈর্য লাগছে ওর। 'ওয়াগন নিয়ে চলে এসো। স্কুলের কাঠ নামিয়ে দেয়ার পর ওকে তুলে নেব আমরা।' দেখল এবার নড়ে উঠেছে প্রাইস, ওয়াগনে কাঠের চেলা তুলতে শুরু করেছে।

ফিরতি পথ ধরে এগোল ও। উদ্বেগের মধ্যে কাটছে প্রতিটি মুহূর্ত। ভয় হচ্ছে হয়তো ধরা পড়ে যাবে কিংবা দেখে ফেলবে কেউ। জেমসের কাছে এসে বসল ও, মাথায় হাত বুলাতে চোখ মেলল সে, লাল হয়ে আছে ওগুলো। শূন্য দৃষ্টিতে দেখল ওকে, তারপর চোখ বুজল।

'মোনা···একটাকে শেষ করেছি,' বিড়বিড় করে শব্দগুলো উচ্চারণ করল জেমস, ঠোঁট প্রায় নড়ছেই না। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে, সোনা, বাকি দুটোকেও শেষ করে ফেলব ····' আরও কিছু বলল সে, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে ধরতে পারল না রোজালিনা।

'রোজ?' বাইরে প্রাইসের গলা আর ওয়াগনের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল।

বেরিয়ে এসে কাঠ নামিয়ে রেখে পোর্চে তুলে রাখল দু'জনে।

'ভেতরে আছে ও,' মৃদু স্বরে বলল রোজালিনা, ওয়াগনের পাটাতনে চোখ বুলাল। একপাশ খালি করে রাখা, অনায়াসে ওখানে শোয়ানো যাবে জেমসকে।

'একটু ভেতরে আসবে?' চাপা গলায় ওকে ডাকল প্রাইস। 'দু'জনে মিলে ধরলে চোট পাবে না ও।'

তিন মিনিটে কষ্টকর কাজটা সারল ওরা। জেমসের অচেতন দেহ ওয়াগনের পাটাতনে বিছিয়ে দিয়ে তারওপর খড় আর কাঠ চাপিয়ে দিল। আসনে উঠে বসে লাগাম তুলে নিল প্রাইস, ঘুরে তাকাল রোজালিনার দিকে। 'মনে হয় ঠিক ভাবেই কাজটা সারতে পেরেছি আমরা,' সন্তুষ্টি তার গলায়, ম্লান হাসল। 'আমি বোধহয় পাপ খণ্ডন করলাম। ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়ার পর লরা একচোট নিয়েছে আমার ওপর, আর মার্ক তো এরপর থেকে কথাই বলছে না।'

'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, নিক। সোজা চলে যাও।'

ওয়াগন চলা শুরু করতে ভেতরে ঢুকল রোজালিনা। শুকনো একটা কাপড় বের করল ড্রয়ার থেকে। কলের পানিতে ভিজিয়ে এনে মেঝে থেকে রক্তের দাগ

মুছে ফেলল। সব খড় ওয়াগনে তুলে নিয়ে গেছে কাঠ ব্যবসায়ী। *লোকটা একেবারে বোকা নয়,* ভাবল ও, *দেখা যাচ্ছে দরকারে মাথাটা ঠিকই খুলে যায়।* তবে বুদ্ধি কম হলেও যথেষ্ট সাহস তার আছে, জানে রোজালিনা, নইলে এভাবে নিশ্চিন্তে কাজটা করতে পারত না সে, রাজিও হত না।

নিজের চেয়ারে বসে মিসেস মেনার্ডের জন্যে একটা নোট লিখল ও। চারদিনের ছুটি চেয়ে টেবিলে রাখল ওটা। বেরিয়ে এসে কবাটের আঙটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় মোটামুটি চলনসই অবস্থায় নিয়ে এল ওটাকে। তালা আটকে দ্রুত পায়ে ফিরে চলল।

মূল রাস্তায় ঢোকার মুখেই স্টোরের সামনে কেভিন লপারকে দেখতে পেল রোজালিনা। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে ওর, কোনরকমে সামলে রেখেছে। আড়চোখে দেখল স্টোরের পাশের গলিতে ঢুকছে প্রাইসের ওয়াগন, লপারের সামনে দিয়েই। ওটার দিকে মনোযোগ না দিয়ে ওকেই দেখছে স্টোর মালিক। হাঁপ ছাড়ল রোজালিনা, মনে হচ্ছে ঠিকমতই পৌঁছে যাবে প্রাইস। এখন অতি উৎসাহী কেউ দেখে না ফেললেই হলো। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে ও, যাতে ওর মুখ বা আচরণ দেখে সন্দেহ করতে না পারে কেভিন লপার। সরাসরি তার চোখে তাকাল রোজালিনা, মৃদু হাসল। নিজেই বুঝতে পারল হাসিটা প্রভাবিত করতে পারেনি লপারকে, সরু চোখে তাকিয়ে আছে সে। এ সময়ে স্কুলে থাকার কথা ওর, লপারও সেটা জানে। *আমি অসুস্থ, চারদিনের ছুটিতে আছি–ব্যাপারটা যাতে সবাই জেনে যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে,* ভাবল ও। *নইলে হয়তো দুপুরেই দলবল নিয়ে ক্যাফেতে এসে উপস্থিত হবে সন্দেহপ্রবণ লোকটা।*

ক্যাফের রাস্তাটুকু অনেক দূরত্বের মনে হলো ওর কাছে। পৌঁছানোর পর অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

স্ত্রী-র সাথে গল্প করছিল রেমন্ড বার্থেজ, চোখ তুলে দেখল ওকে। প্রশ্ন ফুটে উঠল চোখে।

মায়ের দিকে তাকাল রোজালিনা, দৃষ্টিতে আবেদন। 'আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি। নিক নিয়ে আসছে। ওর খুব সাহায্য দরকার, মা!'

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখল মারিয়া বার্থেজ, তারপর আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের দিকে এগোল। 'রেম, এসো তো, নিককে সাহায্য করবে। রোজ, তুই ওপরে যা। গেস্টরুমটা ঠিক করে রাখ্। আমরা ওকে নিয়ে আসছি।'

ছুটে চলল রোজালিনা।

দশ মিনিটের মধ্যে জেমস অ্যালেনকে নরম বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। শার্ট খুলে ক্ষতগুলো ধু'ল মিসেস বার্থেজ, এদিকে উরুর কাছে প্যান্ট কেটে ফেলেছে রেমন্ড। দুটো ক্ষতই ফুলে উঠেছে, লাল দগদগে দেখাচ্ছে। চুইয়ে রক্ত ঝরছে। পরিষ্কার কাপড়ে পট্টি বেঁধে দিল মারিয়া বার্থেজ। তারপর পাশের কামরায় বেসিনে হাত ধু'তে গেল।

'ছেলেটা কে?' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেমন্ড।

'তোমার মতই কোন বাউণ্ডুলে বোধহয়, এখানে এসে ক্রুশারের তোপের মুখে পড়েছে। দু'দিন আগে ওর হাতে মারা পড়েছে এখানকার মার্শাল।'

'আরিব্বাপ্‌স্, গনগনে আগুন দেখছি! ওকে ছুঁলেই হাত পুড়ে যাবে!' হালকা সুরে মন্তব্য করল সে, হাসছে।

'কিন্তু তোমার মেয়ে তার পরোয়া করছে না।'

রেমন্ডের হাসি থেমে গেল, চিন্তিত মুখে তাকাল স্ত্রী-র দিকে। 'ঠিক বুঝতে পারলাম না,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল।

'না বোঝার কি আছে! নিজের কামরায় নিয়ে তুলেছে লোকটাকে, এ থেকেও বুঝতে পারছ না?'

'তোমাকে কিন্তু নারাজ মনে হচ্ছে না। ওকে বাধা দাওনি। তাছাড়া শোনার পর নিজেও সাহায্য করতে ছুটেছ।'

'ওকে একেবারে অপছন্দ করি, তা নয়। নিজের সম্পর্কে কিছুই জানায়নি এটাই হচ্ছে আমার অস্বস্তির কারণ।'

'পশ্চিমের বেশিরভাগ লোক তাই করে।'

'সেটা ঠিক। সবচেয়ে বেশি করে আউট-লরা।'

বিহ্বল দেখাল রেমন্ডকে। 'তুমি সন্দেহ করছ ছেলেটা···'

'আমার ধারণায় কিছু যায়-আসে কি?' রূঢ় স্বরে বাধা দিল মারিয়া বার্থেজ, তোয়ালেতে হাত মুছে নিচে নেমে এল। কফির পানি চড়িয়ে দিল চুলোয়। 'টেবিলে গিয়ে বসো,' স্বামীর উদ্দেশে বলল। 'জরুরী কথা আছে।'

কফি খাওয়ার ফাঁকে বিশ্লেষণ করল মারিয়া বার্থেজ।

গম্ভীর দেখাল রেমন্ডকে। 'তুমি আশা করছ এখানে হানা দিতে পারে ওরা?'

'প্রথমে হয়তো কথা বলতে চাইবে। কিন্তু ভালমানুষের মত এমনিতে চলে যাওয়ার লোক নয় কেউই। অ্যালেনের উপস্থিতির কথা একবার জানতে পারলে কোনকিছুই ওদেরকে আটকাতে পারবে না।'

'এমন হতে পারে ওরা হয়তো কিছুই জানে না।'

'হতে পারে, কিন্তু একসময় জানবেই।'

'জানুক। দু'দিনের মধ্যে দাঁড়াতে পারবে ছেলেটা। তারপর নিজ থেকেই চলে যাবে। ওর সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে তাই মনে হচ্ছে আমার।'

'পুরো সুস্থ হওয়ার আগে ওকে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা।'

এবার হাসল রেমন্ড। 'দেখা যাচ্ছে ওর ওপর মায়া জন্মে গেছে তোমার! রোজকে দোষ দেয়া যায় না।'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়া বার্থেজ, ক্যাফের দরজার কাচ গলে তাকাল দিগন্ত বিস্তৃত মেলবি পর্বতমালার দিকে। 'কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে···ওপরে কঠিন একটা আবরণ, কিন্তু ভেতরে নরম একটা মন, আমি জানি। একটা ঘোরের মধ্যে আছে ছেলেটা, চারপাশের কোন কিছুই ওর চোখে পড়ছে না। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব সচেতন অথচ রোজ যে ওকে পছন্দ করে সেটা খেয়ালই করছে না। আমার ভয় কেবল একটাই—শেষে রোজ কষ্ট না পায়।'

'কষে কোমর বেঁধে নেমে পড়তে বলো ওকে। কাজ হয়ে যেতেও পারে।'

'তামাশা করছ!'

'পছন্দসই জিনিস বেছে নেয়ার অধিকার সবারই আছে, তাই না? তুমি কি আমার হাত ধরে নিজ গোত্রের লোকজনকে ছেড়ে আসোনি?'

'আমি কিন্তু ঠকিনি।'

'আশা করো রোজও ঠকবে না।'

নয়

বিছানায় শুয়ে-বসে দিন কাটানো সীমাহীন বিরক্তিকর ঠেকছে জেমস অ্যালেনের কাছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উঠে পড়ার জো নেই। রোজালিনা বার্থেজের মতের ওপর নির্ভর করছে সেটা। জেমস বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছে গত তিনদিন ধরে ওর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মেয়েটা। অবাধ্য হলে খেপে উঠছে।

রোজালিনা যখন নাস্তার ট্রে নিয়ে ঢুকল জেমস তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দিগন্ত জুড়ে থাকা ফ্লো মাউন্টেন দেখছে। বারবার অ্যাবিলিনের ছোট্ট একটা বাথানে চলে যাচ্ছিল ওর হৃদয়। সমৃদ্ধ একটা বাথান, কিন্তু শূন্যতায় ভরা।

'একটা সুখবর আছে,' টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখার সময় উৎফুল্ল স্বরে বলল রোজালিনা। 'গতকাল ভোরে প্রাইসের করালে ফিরে এসেছে তোমার সোরেলটা।'

কিছু বলল না জেমস, জানে এমন হতেই পারে। শুকাতে শুরু করা কাঁধের ক্ষতটা দেখল, সপ্তাহখানেক পর কেবল একটা দাগ থাকবে। ওকে ভোগাচ্ছে উরুর জখমটা। একটু বেশি নড়াচড়া করলেই টান পড়ছে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে আরও কয়েকদিন লাগবে। সেই দিনগুলো এখানে কাটাতে হবে ভাবতেই রাগ হচ্ছে ওর, এভাবে বসে থাকার কোন মানে নেই। প্রতি মুহূর্তে এ পরিবারটির বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে।

রোজালিনা তাড়া দিতে কোন বাক্যব্যয় ছাড়াই নাস্তা সারল। ওর নীরবতা গম্ভীর করে তুলেছে মেয়েটাকে। কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল জেমস। চোখ তুলে দেখল দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, বুকের কাছে দু'হাত বাঁধা। শান্ত, চাহনিতে একরাশ কৌতূহল। 'নিজেকে ঝামেলা মনে হচ্ছে, তাই না?' হেসে জানতে চাইল মেক্সিকান গোলাপ।

'এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু এখনও পুরো সুস্থ হওনি তুমি। দু'দিন পরেও লেন-দেনটা চুকাতে পারবে। লপার বা নেবর কেউই তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

খানিকটা বিস্মিত হলো জেমস। 'তুমি জানলে কি করে?'

'ধারণা করেছি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও।

'রোববার গির্জা থেকে ফেরার পথে আমাকে শাসাল কেভিন লপার,' ব্যাখ্যা করল রোজালিনা। 'ওর কথায় সন্দেহ হলো। তাছাড়া জ্বরের মধ্যে প্রচুর প্রলাপ

বকেছ তুমি।'

'কি বলেছি?'

'মোনা নামের একটা মেয়েকে ডাকছিলে খুব।'

সিগারেটে টান মেরে চলল জেমস, রোজালিনার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে জানালাপথে ফ্লো মাউন্টেনের দিকে তাকাল। ঘরে অখণ্ড নীরবতা। ধোঁয়ার ওপাশ থেকে দেখল মেয়েটাকে। শান্ত কিন্তু ভাবলেশহীন নয়, উদ্বেগ নেই কিন্তু কৌতূহল আছে।

'মোনা আমার স্ত্রী,' নীরবতা ছাপিয়ে উঠল জেমসের দ্বিধাহীন কণ্ঠ। 'মোনার বাবা, ফ্রেড জিপসন, আমাকে কোলে-পিঠে করে বড় করেছিল। বুড়ো মানুষটাকেও রেহাই দেয়নি ওরা। ···মোনাকে রেপ করার পর যখন খুন করে ওরা, দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল ও। তিনজন মানুষ আর একটা পরিবার হারালাম আমি। আমার বেঁচে থাকার আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে ওরা।

'গত তিনটে বছর ধরে ওদেরকে খুঁজছি আমি। একটা রাতও ঠিকমত ঘুমাতে পারিনি। ওরা কেবল মোনাকেই মারেনি, আমার বাচ্চাটাকেও খুন করেছে! বাচ্চাটা এতদিনে···প্রায় তিন বছর হয়ে যেত ওর বয়েস। হাঁটত তো অবশ্যই, দৌড়াতেও পারত, তাই না?'

থমকে গেছে রোজালিনা, কঠিন লোকটার ভেতরকার কষ্ট পীড়া দিচ্ছে ওকে। *তিনটে বছর সীমাহীন যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, অপরিসীম মনের জোর না থাকলে সেটা সম্ভব হত না। আর তীব্র ঘৃণা···ওর চোখ তাই বলে দিচ্ছে—ক্ষমার সাথে এ লোকের পরিচয় নেই। মোনা মেয়েটি ভাগ্যবতী,* ভাবছে রোজালিনা, *এ মানুষটির গভীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য ওর হয়েছে। স্ত্রী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এভাবে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়ায় খুব কম মানুষ, আর এতে এটাও পরিষ্কার নিজের স্ত্রী-কে কি পরিমাণ ভালবাসত মানুষটা।*

এগিয়ে গিয়ে জেমসের পাশে দাঁড়াল রোজালিনা, কাঁধে হাত রাখল। সহানুভূতি তার প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটুখানি মমতা আর নির্ভরতা তার সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করবে, জানে ও। 'ওরা কারা?'

'রিক স্যাভেজ, রেনে নেবর আর কেভিন লপার,' ক্ষীণ হাসল জেমস, সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'এখানে এসে নতুন নাম নিয়েছে। কিন্তু মরার আগে ওদের কথা আমাকে বলেছে ফ্রেড। শরীরে পাঁচটা বুলেট নিয়ে দু'দিন বেঁচে ছিল সে। কি অমানুষিক কষ্ট পেয়েছে মানুষটা!' অবাক হয়ে খেয়াল করল এতদিনের বুনো আক্রোশ বা তিক্ততা নেই ওর মধ্যে। সুস্থির লাগছে নিজেকে, *সেটা কি সত্যটি প্রকাশ করায়? নাকি মেয়েটির মমতা আর আন্তরিক সহানুভূতি ওকে স্পর্শ করেছে, প্রশম করেছে ওর অস্থিরতাকে?* জানে না জেমস।

'কিন্তু তুমি তো প্রমাণ করতে পারবে না।'

'প্রমাণের অপেক্ষায় বসে আছে কে, ম্যা'ম? ওসবের ধার আমি ধারি না!' পকেট থেকে একটা সিগার কেস বের করল ও। 'ঠিক এরকম একটা জিনিস লপারের আছে, তাই না?'

সায় জানাল রোজালিনা।

'এটার ওপর 'সি'-'আই' অক্ষরদুটো খোদাই করা। লপারের কাছে যেটা আছে তাতে 'কে'-'এল'। দশ মিনিটের মধ্যে আমি এটাকে লপারের বলে চালিয়ে দিতে পারব। কেবল দুটো আঁকের ব্যাপার।' এঁকে দেখাল জেমস, বিস্ময়ের সাথে তা দেখল রোজালিনা। 'লোকটার সৌখিনতাই ওকে ডুবিয়েছে। সিগার কেসটা ফেলে আসার পরও সে পাত্তা দেয়নি, কেন জানো? ও নিশ্চিত ছিল ওকে খুঁজে পাবে না কেউ। পেলেও সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ ওর নাম ক্যাল ইনগ্রস।'

দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা হলো রোজালিনার, আতঙ্কিত হয়ে উঠল। চোখজোড়া বিস্ফারিত। 'ইনগ্রস! হায় খোদা, ও তো অ্যারিজোনার সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দুকবাজ!'

'কিন্তু তিন বছর আগে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে এসেছে ও।'

'ওর সাথে টিকতেই পারবে না তুমি!'

'হয়তো, ম্যা'ম। কিন্তু তার পরোয়াও করি না। হয় আমি, নয়তো ও বেঁচে থাকবে।'

শিউরে উঠল রোজালিনা। তীব্র আতঙ্ক আর আশঙ্কা অস্থির করে তুলল ওকে। তারপর সহসাই বিয়োগের সুর বাজল বুকে। হাহাকার করে উঠল ওর ভেতরটা। 'তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি, মি. অ্যালেন!' নীরব, উষ্ণ কামরায় ওর ছন্দহীন গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। 'বোকার মত লপারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছ। ওকে পেতে হলে আগে নেবরকে টপকে যেতে হবে, অথচ সেটাই আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে।'

'ধরো লিয়ন সিটিতে একটা ইতিহাসের জন্ম দেব আমি।' হাসছে জেমস, আত্মবিশ্বাস উপচে পড়ছে ওর চোখে-মুখে।

'তুমি!?'

ফের হাসল সে। মাথা ঝাঁকাল।

রোজালিনার কাছে অচেনা মনে হচ্ছে জেমসকে। এতটা আত্মবিশ্বাসী সে হয় কি করে? 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! অসম্ভব কিছু না ভেবে বরং আইনের সাহায্য নিতে পারো তুমি। কাউন্টি শেরিফের কাছে সব খুলে বললে সে-ই ব্যবস্থা নেবে। তাছাড়া ইনগ্রসের নামে কোন পোস্টার নিশ্চই আছে। এমনিতেও সে দাগী আসামী।'

'ওগুলোয় কোন চেহারা নেই। পশ্চিমের একেক জায়গায় ওর একেক ধরনের বর্ণনা পাবে যার একটার সাথে আরেকটার কোন মিল নেই। সিগার কেসের প্রতি দুর্বলতাই ওর কাল হবে। এটা না পেলে আমি নিশ্চিত হতে পারতাম না। তবে স্যাভেজ আর নেবরকে ট্রেস করা কোন সমস্যাই নয়।'

চুপ করে থাকল রোজালিনা। মনে-প্রাণে লোকটাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছে। কিন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে, বেরিয়ে নিচে চলে এল। কফি তৈরি করে ওপরে উঠে এল একটু পর।

'তোমার আক্ষেপ বা কষ্ট যতটা না মোনার জন্যে তারচেয়ে বেশি বাচ্চাটার জন্যে, তাই না?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না জেমস, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সবাই অন্তত তাই জানত। আসল ব্যাপারটা মা কখনোই কাউকে জানায়নি। বাবা ভবঘুরে মানুষ, ঘোরার নেশাটা তার রক্তের মধ্যে। তারপরও মা বিশ্বাস করত বাবা ফিরে আসবে, আমার জন্যে। আসলেও তো তাই হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগসূত্রটা তৈরি করে সন্তানরা। ঠিক এ জন্যেই বললাম তোমার কষ্টের কারণ অনাগত সন্তান।'

গম্ভীর, চিন্তিত দেখাল জেমসকে। 'তুমি সংসার করোনি, ম্যা'ম। অথচ ভাবছ একজন বয়স্কা মহিলার মত।'

'মা-র চিন্তা-ভাবনাগুলো আমাকে পেয়ে বসেছে,' অকপটে বলল রোজালিনা, ক্ষীণ হাসল। 'সবচেয়ে বড় ব্যাপার, পছন্দগুলোও। আমার ধারণা কি জানো, হয়তো বাবার মতই চালচুলোহীন কাউকে শেষপর্যন্ত পছন্দ করে ফেলব।'

'এ জন্যেই ক্রুশার বা লপারকে তোমার পছন্দ নয়, তাই না? অথচ অন্য কোন মেয়ে ওদেরকে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত।'

'হয়তো···সঠিক কারণটা আমি নিজেও জানি না। কিন্তু নিজেকে ধন্য মনে করব আমার পছন্দমত লোক পেলে।'

উঠে দাঁড়াল জেমস, এগোল দরজার দিকে।

'উঁহুঁ, শুয়ে থাকো,' চড়া গলায়, কঠিন সুরে বাধা দিল রোজালিনা। 'আমার সাথে তর্ক করে সুবিধে করতে পারবে না। এরপরও যদি জেদ ধরো তাহলে আমাকে টপকে যেতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই একজন মহিলার সাথে জোর করবে না?' হাসল ও, জেমসকে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নিশ্চিন্ত হলো। 'অ্যাবিলিনে তোমার কে আছে?'

চোখ বুজে ছিল জেমস, হাঁটাহাঁটি করায় দুর্বল বোধ করছে। ভাবছিল স্বাভাবিকভাবে আবার কবে হাঁটতে পারবে। বোঝা যাচ্ছে উরুর ক্ষতটা আরও কয়েকদিন ভোগাবে। রোজালিনার প্রশ্নে চোখ তুলে তাকাল, কালো গভীর চোখজোড়া দেখল। কিন্তু ওর চোখে ভেসে উঠল ছোট্ট একটা বাথান···সুনসান নীরব এক উপত্যকা, পাইনের সুবাস মাখা পাহাড়ী বাতাস যেখানে তৃণভূমির ঘাসের ওপর দামাল ছেলের মত ছুটে বেড়ায়···পাহাড়ের কোলে ছোট্ট কেবিন, তার পাশে সব্জি বেডের কাছে দুটো কবর···। 'কেউ নেই, ম্যা'ম। কেবল দুটো কবর আর কিছু স্মৃতি।' বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, আটকাতে পারল না জেমস।

'তুমি ওদেরকে ভুলতে পারছ না!'

'সেটা সম্ভব, ম্যা'ম?'

'ক্ষমা চাইছি। ওভাবে বলা ঠিক হয়নি।' মাথা নাড়ল রোজালিনা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, জেমস কিছু না বলায় উঠে দাঁড়াল। 'স্কুলে যাচ্ছি আমি। খবরদার, উঠবে না!'

এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না, রোজালিনা বেরিয়ে যাওয়ার পর ভাবল জেমস। সারা শহরের লোক মেয়েটা সম্পর্কে কি ভাববে? এমনিতেই মেক্সিকান, একটা ইয়াঙ্কি মেয়ের চেয়ে ওর দিকেই বাঁকা চোখে তাকায় সবাই। মেয়েটার জীবন

নরকগুলজার করে ছাড়বে ওরা। তার আগেই···কেউ জেনে যাওয়ার আগেই ওর সরে পড়া উচিত। নইলে ভুগবে নিশ্চাপ মেয়েটা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার লপার বা নেবর ওদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে।

ব্যাপারটা হঠাৎ করে মাথায় এল ওর, লিয়ন সিটি থেকে বেরিয়ে কি করবে? তিনটে বছরে অপরিসীম ঘৃণা আর আক্রোশ ছিল নিত্যসঙ্গী, শীতল ক্রোধ ব্যপ্ত ছিল ওর সারা দেহ জুড়ে। যদি শোধ নিতে পারে, ফিরে যেতে হবে নিজের বাথানে। ওখানে ওর জন্যে কেবল একাকীত্ব আর বিয়োগের কষ্টই অপেক্ষা করছে। অ্যাবিলিনের শূন্য বাথান আর কেবিন ওর যন্ত্রণা কমাতে পারবে না, মোনা আর ফ্রেডের অভাবটুকু ঠিকই বুকে বাজবে।

দু'দিনের মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ পেল জেমস অ্যালেন। লেসলি উইলিয়ামস পালিয়েছে, তাকে তাড়া করতে এক মুহূর্তও দেরি করেনি রেনে নেবর। একাই স্যাডলে চেপে বসেছে। সাথে একটা ওয়ারেন্ট, জোচ্চুরি আর প্রতারণার।

ক্রুশারের রাইডারেরা এখনও হাল ছাড়েনি। মেলবি পর্বতমালার কাছে ঘোড়াটাকে খুঁজে পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে দলটার সাথে নেবর ছিল না, নইলে সহজেই ফাঁকিটা ধরে ফেলত। একটা সওয়ারবিহীন ঘোড়ার ছাপ ভিন্ন রকমের, তাছাড়া ব্যাপারটা ওরাও ধরতে পারত যদি মাঝপথে কোথাও সরে পড়ত জেমস। কারসনদের করালের কাছে খড়ের গাদায় পড়ে যাওয়ার পর, প্রায় শুরু থেকেই সওয়ারহীন ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করেছে ক্রুরা। ফাঁকিটা তাই ধরতে পারেনি।

অথবা ওর গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না।

প্রাইসের বাড়ির কাছে দু'জনকে পাহারায় বসিয়েছে ক্রুশার। সে নিজে বেশিরভাগ সময় ক্যাফেতে থাকছে। বার্থেজরা বিরক্ত হলেও সুবিধে করতে পারছে না ব্যাংকারের সাথে। আপত্তি করেও লাভ হয়নি।

পরদিন বিছানা থেকে উঠে উরুতে হোলস্টার বাঁধল জেমস। রোজালিনার কিনে আনা কাপড় পরেছে। ঝুঁকে বুট পরার সময় টান পড়ল উরুর পেশীতে, না চাইলেও ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ। চকিতে তাকাল দরজার কাছে দাঁড়ানো রোজালিনার দিকে। নির্বিকার মুখে ওকে দেখছে মেক্সিকান গোলাপ, কিন্তু চোখ বলে দিচ্ছে রেগে আছে।

'আরও দুটো দিন বিশ্রাম নিলে এমন কি হত?' উত্তেজনা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো মেয়েটা। অধৈর্য হয়ে এক পা থেকে অন্য পায়ে শরীরের ভর চাপাল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল জেমস। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল। 'এমন কিছু হত না। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না।'

'কি করবে তুমি?'

'ঠিক করিনি এখনও।'

চেয়ে থাকল রোজালিনা, বোঝার চেষ্টা করছে ওকে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল, তারপর চেষ্টাকৃত কোমল কণ্ঠে বলল: 'তোমার মত লোক আর দেখিনি, মি. অ্যালেন। নিজের জেদটাই বড় হয়ে গেল! অন্যরা কি ভাবল কখনও বোঝার

চেষ্টা করেছ?'

'হতে পারে।'

'মোনা যদি তোমাকে এমন অনুরোধ করত, কি করতে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেমস, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'হয়তো ওর কথা শুনতাম।'

'পার্থক্যটা তাহলে এখানেই,' তিক্ত সুরে বলল মেয়েটা, ঠোঁটগুলো চেপে বসল পরস্পরের ওপর। 'আমি মোনা হলে ঠিকই আমার কথা শুনতে!'

অবাক হয়ে রোজালিনাকে দেখছে জেমস। 'তুমি নিজেকে ওর জায়গায় ভাবছ কেন?'

এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল রোজালিনা। চোখ তুলে দেখল জেমসকে। *কঠিন মানুষটার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, সে তার মৃত স্ত্রী-কে নিয়েই আছে। ঘোরটা কখনোই কাটবে না,* ভাবল ও। হঠাৎ করে নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। একটা মেয়ে হয়ে যথেষ্ট এগিয়েছে ও। *মানুষটা বুঝতে পারছে না, কিংবা না বোঝার ভান করছে।* বুকে অপরিসীম কষ্ট অনুভব করল ও, কিছু বলতে গিয়েও মুখ ফুটে বেরোল না একটা শব্দও। আশাহতের যন্ত্রণায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঝটিতি ঘুরল ও, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বোকার মত দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল জেমস। তারপর মাথা ঝাঁকাল। ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, শিহরিত হলো শরীর। *আরেকটা মোনার সন্ধান পেয়ে গেছে ও! যেভাবেই হোক মেয়েটাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে সে, অথচ বুঝতেই পারেনি এতদিন!*

দরজার দিকে এগোল ও, কি মনে করে ফিরে এল আবার। পুরানো কাপড়গুলো রয়ে গেছে আলনাতে। প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখল কিছু নেই। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে দুটো পোস্টার আর কিছু কাগজ ছিল।

বিছানার ওপর বসে পড়ল জেমস। রোজালিনার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকল কিছুক্ষণ, তারপর নিচে চলে এল।

হেনরী ক্রুশারকে খাবার পরিবেশন করছে রেমন্ড বার্থেজ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকাল ব্যাংকার। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখজোড়া। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু হাঁ হয়ে থাকল।

'মি. ক্রুশার,' হাসি চেপে বলল বার্থেজ। 'তোমার নাস্তা দেয়া হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল সে, বার কয়েক মাথা নাড়ল। জেমসের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সামনে টেবিলে রাখা খাবারের দিকে তাকাল। খাওয়া শুরু করার আগেই তার টেবিলের কাছে চলে গেল জেমস। অনুমতির তোয়াক্কা করল না, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। অস্বস্তি বোধ করছে ক্রুশার, নড়েচড়ে বসল নিজের চেয়ারে।

ভাঙা নাকটা দেখল জেমস, ডাক্তার শুল্‌জ কারিগরি ফলিয়ে বেশ ভাল চেহারা দিয়েছে। দু'পাশে সরু দুটো কাটা দাগ ছাড়া আর কিছু নেই।

'তাহলে এই ব্যাপার!' স্বমূর্তিতে ফিরল ক্রুশার, তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠ। 'সারা তল্লাট চষে ফেলছি আমরা, অথচ দিব্যি আরামে এখানে দিন কাটাচ্ছে এ

লোকটা। লপারকে আমি বলেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করেনি ও।'

'তো?' হাসছে ক্যাফে মালিক।

'তোমাদের কপালে খারাবি আছে, মি. বার্থেজ,' জেমসের দিকে ফিরেও তাকাল না সে, দৃষ্টি রেমন্ড বার্থেজের ওপর। 'তোমরা যদি স্বেচ্ছায় ওকে জায়গা দিয়ে থাকো তবে নেবরকে ঠেকাতে পারবে না কেউ। আর যদি, হারামিটা জোর করে থাকে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।'

'তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'তো কার থাকবে? সুযোগ পেয়ে সবার সামনে আমাকে পেটাল শয়তানের বাচ্চাটা। ওকে ছেড়ে দেব নাকি? ওর হাড় গুঁড়ো করে লিয়ন সিটির রাস্তায় ছড়িয়ে দেব।'

'আমি তোমার সামনেই বসে আছি,' বলল জেমস।

'সময় হলেই টের পাবে।'

ক্ষীণ হাসল জেমস, চোখে কৌতুক। রেমন্ড বার্থেজ ওর সামনে কফির মগ রেখে যেতে তুলে চুমুক দিল। 'তোমার স্বার্থটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, ক্রুশার। সম্ভবত কেভিন লপারই আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে তোমাকে। অথচ আমাদের মধ্যে এমন কিছু হয়নি। ভুল একজন লোককে পার্টনার হিসেবে পেয়েছ, ওর বুদ্ধিতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।' একটু থেমে ব্যাংকারের মুখ নিরীখ করল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কথাগুলো তাকে স্পর্শ করেছে কি-না। 'একটা সুযোগ দিচ্ছি, আমার পথ থেকে তোমার লোকদের সরিয়ে নাও, সব ভুলে যাব আমি।'

'অন্তত ছয়জনকে খুন করেছ তুমি!'

'সেটা সত্যি, প্রয়োজনে আরও খুন করব। শেষে দেখবে সব ক'জনকে টপকে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তখন কথা বলার চেয়ে ট্রিগার টিপতেই ভাল লাগবে আমার।'

'তুমি একা। বারবার উৎরে যাবে এরকম ভাবছ কেন?'

শ্রাগ করল জেমস। 'যা ইচ্ছে ভাবতে পারো, ক্রুশার। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলে ভাল করবে।'

কফিতে চুমুক দিল হেনরী ক্রুশার, আড়চোখে তাকাল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রেমন্ড বার্থেজের দিকে। তারপর ফিরল জেমসের পানে, চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'তোমার কাপাল খারাপ, অ্যালেন। আমাকে দেখা দিয়ে দারুণ ভুল করেছ। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর হবে না তোমার।' উঠে দাঁড়াল সে, কাউন্টারের কাছে গিয়ে বিল মেটাল। কাচের দরজা গলে তাকাল বাইরে দাঁড়ানো লোক দু'জনের দিকে, ওপাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসল। 'বিদায়, অ্যালেন, এটাই আমাদের শেষ দেখা।'

ব্যাংকার বেরিয়ে যেতে রান্নাঘরের দিকে এগোল জেমস। চুলোর কাছে কি যেন করছিল মারিয়া বার্থেজ, অবাক হয়েছে ওকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখে। দরজা গলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার উদ্দেশে নড করল ও।

পেছনের জায়গাটা ফাঁকা থাকবে আশা করেনি। কোন বুলেট ছুটে এল না

দেখে হাঁপ ছাড়ল। কেভিন লপারের স্টোরের দিকে ছুটতে শুরু করল এবার। ক্রুশারের ক্রুদের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সোজা পথটাই বেছে নিয়েছে। হেনরী ক্রুশার খবর দেয়ার পর ক্যাফেতে হামলে পড়বে রাইডাররা। এ সুযোগটাই নিতে চায় জেমস।

স্টোরের কাছে এসে লোকজনের সাড়া পেল ও, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করল–লপারের গলা, রাইডারদের নির্দেশ দিচ্ছে। একটু পর হেনরী ক্রুশারের গলা শোনা গেল, কি যেন বলল সে, তাচ্ছিল্য আর অহঙ্কারে ভরা কণ্ঠ।

জায়গাটা থেকে সরে এল জেমস। পঞ্চাশ গজের মত এগোনোর পর বেরিয়ে এল মূল রাস্তায়। ব্যাংকের পোর্চে এসে দাঁড়াল, দূর থেকে ক্যাফের ওপর নজর বুলাল। সকালের দু'জন বসে আছে এখনও, নতুন কেউ যোগ দেয়নি তাদের সাথে। অন্যরা এখন লপারের স্টোরের ভেতর। হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলো গুনল ও–সাতটা। লপার আর ক্রুশারের ঘোড়া এরমধ্যে না থাকলে সাতজনই রাইডার।

প্রাইসের বাড়ির কাছে আরও দু'জন আছে। এছাড়া অন্তত তিনজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। *সংখ্যাটা বিশাল*···ভাবছে জেমস, *ফাঁকি দেয়া কঠিন হবে।* ভাগ্যের সহায়তা পেলেও এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে জেতার উপায় কেবল একটাই, যদি ও ভাল অবস্থানে থাকতে পারে।

তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল জেমস। ধরিয়ে ধীরে টান দিল। ঝরঝরে লাগছে শরীর, উরুতে খানিক অস্বস্তি ছাড়া আর কোন অসুবিধে নেই। নিজেকে মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে, কোন পিছুটান নেই, বন্ধন নেই···এক ধরনের শীতল, সর্বগ্রাসী ক্রোধ ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওকে। *হিংস্র ক্যুগারের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। হয় আজ তার জীবনের শেষ দিন নয়তো শয়তানগুলোর!*

বড় করে শ্বাস টানল ও, সিগারেটের শেষাংশ বুটের তলায় পিষে চারপাশে তাকাল। খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু, তারপর এগোল। উল্টোদিকের সাইডওঅকে এসে দাঁড়াল ক্ষণিকের জন্যে, দেখল কেভিন লপারের স্টোর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো। লাগাম খুলে ঘোড়ায় চেপে বসল একে একে, তারপর ক্যাফের দিকে এগোল। কোনদিকে চোখ ফেলার ফুরসৎ নেই, নিশ্চিত জানে ক্যাফেতে আছে ওদের শিকার।

একটু অপেক্ষা করল জেমস, লপার বা ক্রুশার কেউই বেরিয়ে এল না। এবার গলি ধরে সরে এল জায়গাটা থেকে, স্কুলের কাছে এসে দক্ষিণে এগোল। কারসনদের বাড়ির কাছে নেই কেউ। নিঃশব্দে আঙিনা পেরিয়ে এল ও, পেছন ফিরে দেখে নিল ফেলে আসা পথ। করালের কাছে এসে দাঁড়াল। নিকোলাস প্রাইসের বাড়ির ওপর চোখ বুলাল। অনায়াসে খুঁজে পেল দু'জনকে। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছে বোধহয়, স্বভাবতই অসতর্ক। ট্রেইলের পাশে একটা জুনিপার ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে।

নিঃশব্দে ওদের দশগজ পেছনে এসে দাঁড়াল জেমস অ্যালেন, টেরই পেল না

কেউ। রাইফেল বাম হাতে চেপে ধরে ডান হাতে একটা সিক্সশ্যুটার কক্ করল, নিমেষে স্থির হয়ে গেল ওদের শরীর। ঠায় বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর ধীরে উঠে দাঁড়াল।

'কোন চালাকি কোরো না,' মৃদু স্বরে নির্দেশ দিল জেমস। 'দুই আঙুলে পিস্তল তুলে দূরে ফেলবে, একজন একজন করে। প্রথমে তুমি, ডান দিকের জন।'

ধীরে কোমরের কাছে চলে গেল লোকটার হাত, কিন্তু সহসাই বিদ্যুৎ গতিতে ছোবল হানল হোলস্টারে। এরকম কিছু হতে পারে আশা করেছিল জেমস। নির্দ্বিধায় গুলি করল। ঘুরতে শুরু করেছিল লোকটা, জেমসের গুলি ওর পাঁজর বিদীর্ণ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পরের গুলিতে ভূপতিত হলো সে।

শেষ মুহূর্তে ভুলটা বুঝতে পারল অন্যজন, একই সাথে গুলি করল ওরা। তাড়াহুড়োয় ফস্কে গেল লোকটার গুলি, ওই একটা বুলেটে নির্ধারিত হয়ে গেল সবকিছু।

পিস্তল রিলোড করল জেমস, চারপাশে তাকাল একবার। ক্যাফেতে হানা দেয়া লোকগুলো এখন জেনে যাবে ওর অবস্থান। এক হিসেবে ভালই হয়েছে, আপাতত বার্থেজদের ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে ওরা। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মেক্সদের বিপদের আশঙ্কা কমল।

প্রাইসের কেবিনের দিকে এগোল ও, আঙিনায় ঢুকতে দেখল পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে লরা প্রাইস। হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে তাকে সম্মান জানাল জেমস, করালে ঢুকে পড়ল। ওকে দেখে শব্দ করে খুশি প্রকাশ করল সোরেলটা, পা ছুঁড়তে শুরু করেছে। কাছে এসে ওটার কাঁধে চাপড় মারল ও, স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এল।

শহরের দিক থেকে কয়েকটা খুরের শব্দ শোনা গেল।

'মার্ক কোথায়, ম্যা'ম?' স্যাডলে চেপে জানতে চাইল জেমস।

'স্কুলে।'

'ভেতরে যাও। ওরা এসে পড়েছে। আমি চেষ্টা করব যাতে এখানে কিছু না ঘটে।'

নির্বিকার মুখে ওকে দেখল মহিলা, ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়ল এরপর।

ট্রেইলে এসে দাঁড়াল জেমস, অপেক্ষায় থাকল।

সেকেন্ড কয়েক পর দেখা গেল লোকগুলোকে—চারজন। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। ওকে দেখে থমকে গেল, ঘোড়াগুলোকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। শক্ত হাতে লাগাম টানায় সশব্দে ডেকে উঠে প্রতিবাদ জানাল একটা ঘোড়া, সামনের দু'পা তুলে দিয়েছে। কোনরকমে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে সামলে নিল সওয়ারী, তীব্র গাল বকল ঘোড়ার উদ্দেশে। নির্দয়ভাবে স্পার দাবাল। আর্ত চিৎকার করে উঠল অবলা প্রাণীটি, দুই পা এগিয়ে শান্ত হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোকে দেখল জেমস। সব ক'জন বেপরোয়া, চাহনিতেই পরিষ্কার ওদের উদ্দেশ্য—দল বেঁধে খুন করতে এসেছে।

'তোমরা বোধহয় আমাকেই খুঁজছ?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ও। মুখে হাসি, আচরণে ঢিলে ভাব থাকলেও সতর্ক। জানে আগাম কোন সঙ্কেত বা কথা-বার্তা ছাড়াই এদের যে কেউ পিস্তল বা রাইফেল তুলে নিতে পারে।

'ঠিকই ধরেছ,' চাঁছাছোলা স্বরে জবাব দিল সামনের লোকটা, মাটিতে থুথু ছিটাল। 'ভেবো না তোমাকে দেখে ভয়ে পেচ্ছাব করে দিয়েছি আমরা।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল সে।

'আরও কয়েকটা লাশ পড়বে কেবল। আমি ভাবছি আন্ডারটেকার লোকটা শেষে আবার কবর খুঁড়তে খুঁড়তে বিরক্ত হয়ে যায় কি-না।'

হাসি থেমে গেল ওদের, সতর্ক দৃষ্টিতে মাপছে ওকে।

'হেনরী ক্রুশারের জন্যে তোমাদের এত দরদ! আমি ভাবছি সেটা কার বেশি, তাকেই আগে গুলি করব।'

'তুমি একা, অ্যালেন।'

'সত্যি, কিন্তু তোমাদের বন্ধুরাও এমনই বলেছিল। ওরা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। হেনরী ক্রুশারের টাকা ওদের কোন কাজে আসছে না এখন।'

'কি বলতে চাও?' জানতে চাইল প্রথম লোকটা, সুর বদলে গেছে, গলায় সন্দেহ।

'নিজের অফিসে আরামে বসে আছে সে, কয়েকটা ডলারের জন্যে অযথাই জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ তোমরা। বাস্তবে আমাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই। এমন এক লোকের লড়াই তোমরা করছ নিজে লড়ার সাহস যার নেই। শুরুতে ক'জন ছিলে তোমরা?'

'ও ভাঁওতা দিচ্ছে, হবস,' পেছন থেকে বলল একজন। 'কেটে পড়ার ফায়দা খুঁজছে।'

'বোঝা যাচ্ছে ক্রুশারের প্রতি তোমারই দরদ বেশি। ঠিক আছে তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

জেমসের শীতল স্বর শিহরিত করল লোকটাকে। ভয় পেল সে, টের পেল গোলাগুলি আরম্ভ হলে সবার আগে সে-ই মারা যাবে। জেমস অ্যালেনকে সহজে কুপোকাত করা যাবে না, এটা গত কয়েকদিনে খুব ভালভাবে বোঝা গেছে। শক্তপাল্লা সে। এমন হতে পারে নিজে মরার আগে সবাইকে শেষ করে ফেলবে।

সন্দেহটা ঢুকিয়ে দেয়া গেছে ওদের মনে, আতঙ্কও, সন্তুষ্টির সাথে ভাবল জেমস। *এবার শান্তিপূর্ণভাবে শেষরক্ষা করা যাক।* 'আমি বলি কি, তোমরা বরং যার যার কাজে ফিরে যাও, ক্রুশার বা লপারের কাছ থেকে পাওনা বুঝে নাও। কারণ আজকের পর আর তোমাদেরকে বেতন দেয়ার জন্যে ওরা কেউই বেঁচে থাকবে না।'

হেসে উঠল সামনের লোকটা। 'শুনেছ, কি বলছে ও? লপার আর ক্রুশারকে নাকি খুন করবে! আগে তো আমাদেরকে টপকে যেতে হবে।'

আলতোভাবে স্পার দাবাল জেমস, সোরেলটা আগে বাড়তে শুরু করল। হবসের চোখে তাকিয়ে আছে। 'পরে বলতে পারবে না কোন সুযোগ দেইনি। অন্যরা যা পায়নি, তা পাচ্ছ তোমরা। ইচ্ছে হলে সরে গিয়ে আমাকে চলে যেতে দেবে, নয়তো অস্ত্র ধরবে। কোন্‌টা করবে সে তোমাদের মর্জি। কিন্তু কাউকেই দয়া করব না আমি।'

দশহাত দূরে এসে দাঁড়াতে ভড়কে গেল লোকগুলো। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ

হারাল পেছনের লোকটা। প্রতিপক্ষ নির্দ্বিধায় চলে আসছে, ভয়-ডর কিছু নেই তার মধ্যে। এটাই অস্থির করে তুলল পাঞ্চারকে। কোমরে হাত বাড়াল সে, তুলে আনল পিস্তল। নিশানা করতে গিয়ে দেখল জেমস অ্যালেনের পিস্তল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল লোকটা, আতঙ্কে ঝুলে পড়ল কাঁধ। তার কাছে মনে হলো পিস্তলটা জেমসের হাতে প্রথম থেকেই ছিল।

'পিস্তলটা ফেরত পাঠাও, মিস্টার!' শীতল সুরে নির্দেশ দিল জেমস, কেঁপে উঠল লোকটার দেহ। 'আর যদি মরতে চাও তো আরেকটু তুলে আনো!'

বোকার মত চেয়ে থাকল সে, পরে বুঝতে পারল ইচ্ছে করলে ওকে মেরে ফেলতে পারত অ্যালেন। দ্রুত নির্দেশ পালন করল পাঞ্চার, সঙ্গীদের দিকে তাকাল একবার, ওরাও থমকে গেছে। অ্যালেন এত দ্রুত পিস্তল বের করে আনবে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

'শেষবারের মত বলছি,' জেমসের পিস্তল অনড়। 'তোমাদের সাথে শত্রুতা নেই আমার। ইচ্ছে করলে আমার পথ থেকে সরে যেতে পারো।'

'আমাদেরকে চলে যেতে দিচ্ছ?' অবিশ্বাসে ঝুলে পড়ল হবসের কাঁধ।

'সে তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু অস্ত্রগুলো এখানেই ফেলে যাবে।'

দুই মিনিটের মধ্যে ঝটপট চারজোড়া পিস্তল আর রাইফেল পড়ল ঝোপের ভেতর। ট্রেইলের একপাশে সরে দাঁড়াল ওরা।

'দয়া করে ভুলেও অন্যকিছু মাথায় এনো না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এখুনি শহর ছাড়ো। পরে কোন এক সময়ে এসে অস্ত্রগুলো নিয়ে যেয়ো।'

উল্টোদিকে রওনা দিল লোকগুলো।

এবার নিশ্চিন্তে শহরে ঢুকল জেমস। মূল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'পাশে নজর বুলাল। ক্যাফের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অস্বাভাবিক ব্যাপার। অন্তত দু'জনের থাকার কথা। ওরা এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে বিশ্বাস করতে পারছে না।

রবার্ট হার্ডিংয়ের সেলুনের দিকে এগোল জেমস। সামনে এসে স্যাডল ছেড়ে রেইলের সাথে সোরেলের লাগাম বাঁধল। ভেতরে ঢুকল। সেলুনটা ফাঁকা। ন্যাকড়া দিয়ে বোতল মুছছিল বব, ব্যাটউইং দরজা খুলে যেতে ফিরে তাকাল। ওকে দেখে অবাক হলো, তারপর সরে এল বারের কাছে। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'হুইস্কি,' ফরমাশ দিল জেমস।

'নেবর ফিরেছে,' গ্লাস এগিয়ে দেয়ার সময় জানাল সে। 'দলবল নিয়ে ক্যাফের কাছে গেছে।'

'লেসলি?'

'ধরে নিয়ে এসেছে। পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে বেচারাকে। ওপরের রূমে ওকে রেখে গেছে নেবর, বাইরে তালা ছাড়াও দু'জন পাহারায় আছে।'

'লপার কোথায়, জানো?'

'দেখিনি ওকে।'

সময় নিয়ে হুইস্কি শেষ করল জেমস, ভাবছে। রেনে নেবরকে ক্যাফের সামনে দেখতে পায়নি, অথচ ববের মতে ওখানেই আছে মার্শাল। তরল পানীয়

গলায় জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, রক্ত উস্কে দিতে চাইছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল জেমস, তাড়াহুড়ো করলে আসল কাজটাই সারা যাবে না। শেষ মুহূর্তে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাক, এটা সে চায় না। লেসলি উইলিয়ামস ওর কোন কাজে আসবে না এখন, তার ব্যবস্থা পরেও করা যাবে।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ও। পোর্চে দাঁড়িয়ে দেখল শহরটা। ক্যাফের সামনে কার্ডকে দেখা গেল না এবারও। কিন্তু আশপাশেই আছে ওরা, বাজি ধরে বলতে পারবে জেমস। রেইল থেকে বাঁধন খুলে স্যাডলে চাপল। ধীরে এগোতে দিল সোরেলটাকে। পুরোমাত্রায় সতর্ক ও। আশপাশের বাড়ির জানালা, ছাদ আর গলির মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জানে যে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। ঘোড়ার লাগাম আলতোভাবে বাম হাতে ধরা, ডান হাত শিথিলভাবে পড়ে আছে কোমরের পাশে, যাতে প্রয়োজনে হোলস্টার থেকে পিস্তল বা স্যাডল হর্নের সাথে আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে রাখা রাইফেলের যে কোনটা তুলে নিতে পারে।

ক্যাফের সামনে পৌঁছে গেল ও। কাচ গলে ভেতরের দিকে তাকাল, কিছুই চোখে পড়ছে না। স্যাডল ছাড়তে যাবে ঠিক এসময়ে খুলে গেল দরজা, পোর্চে এসে দাঁড়াল রেনে নেবর। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, লিকলিকে হাতজোড়া কোমরের পাশে স্থির হয়ে আছে। হলদেটে চোখে দেখল ওকে, তারপর ক্ষীণ হাসল। বেঁকে গেছে ঠোঁটের কোণ।

পেছনে অন্তত তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে, সহসা টের পেল জেমস। এতক্ষণ আড়ালে থেকে অপেক্ষা করছিল। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল। সংখ্যাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল—ঠিক পেছনে, ফিড স্ট্যাবলের কাছে দুই জন, আরেকজন একটু ডানে, গলির মুখে। বামে, মাইক টিরেলের জেনারেল স্টোরের দরজার কাছে চতুর্থ লোকটি···

'স্মার্ট লোক তুমি, অ্যালেন,' পকেট হাতড়ে একটা দুমড়ানো সিগার বের করে ধরাল নেবর, মুহূর্তের জন্যেও তার চোখ সরছে না জেমসের ওপর থেকে। 'যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে ফেলছ সবকিছু। এতগুলো লোক, অথচ ওরা তোমার টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। হয়তো এ জন্যেই যে শেষতক আমার হাতেই মারা পড়তে হবে তোমাকে।'

স্যাডল ছাড়ল জেমস, চাপড় মারল সোরেলের পিঠে। এগিয়ে একপাশে সরে গেল ঘোড়াটা। ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। সতর্ক, প্রস্তুত। 'লপার কোথায়, নেবর?' হালকা সুরে জানতে চাইল।

'তোমার হয়ে ওকালতি করবে ভেবেছ নাকি?' হেসে উঠল মার্শাল, কর্কশ শোনাল গলা। 'বরং তোমার ওপর খেপে আছে ও। প্রাইস আর বার্থেজরাও খুব জ্বালাচ্ছে, এবার সবক'টাকে টাইট দিতে হবে।'

'অ্যাশলে গাইল্‌শ্‌, তোমার আশা পূরণ হবে না।'

থমকে গিয়ে তাকিয়ে থাকল নেবর, হাসি মুছে গেছে। চোখে পলক পড়ছে না, বোঝার চেষ্টা করছে ওকে।

'অ্যাবিলিনের ছোট্ট একটা বাথান, গাইল্‌শ্‌, ভুলে গেছ?'

'তুমি কে, অ্যালেন?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে, গলায় সন্দেহের সুর।

'আমি ওই মেয়েটার স্বামী।'

'আচ্ছা, এ জন্যেই তোমাকে দেখে চেনা চেনা মনে হয়েছিল! তোমার বাথানের বেডরুমে ছবি দেখেছিলাম। ঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেখিনি, এমনিতেই চোখে পড়েছিল। ভালই হলো। একেবারে চুকে যারে ব্যাপারটা। তোমার মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ এবার বোঝা যাচ্ছে। তিন বছর বেশ লম্বা সময়, তাই না? অন্য কেউ হলে হাল ছেড়ে দিয়ে ভুলেই যেত। দেখা যাচ্ছে ভুলতে পারোনি তুমি। না পারারই কথা, মেয়েটা খাসা ছিল।'

মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে, টের পেল জেমস, হলুদ শয়তানটার টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও, বুঝতে পারছে নির্মম তামাশা করে ওকে বেসামাল করতে চাইছে নেবর। ঘৃণাভরে তাকে দেখল জেমস, মাটিতে একদলা থুথু ফেলল। 'তারাটা খুলে ফেলো, গাইল্‌শ্,' শীতল সুরে বলল ও। 'ওটা তোমার মত বেজন্মাকে মানায় না। বিষাক্ত একটা হলুদ শেয়াল তুমি, গাইল্‌শ্!'

ধক্ করে জ্বলে উঠল মার্শালের চোখজোড়া। সিঁড়ি ভেঙে দু'ধাপ নেমে এল সে। হোলস্টারের কাছে নেমে গেছে হাত। আড়চোখে জেমসের পেছনে দাঁড়ানো সঙ্গীদের দেখল, তারপর ঠোঁটের সাথে চেপে থাকা সিগারে উঠে এল বাম হাত। দুই আঙুলে চেপে ধরে মুখ থেকে সরিয়ে নিল ওটা, তারপর ছুঁড়ে দিল জেমসের দিকে। নিমেষে হাত বাড়াল, ছোবল মেরে হোলস্টার থেকে তুলে আনল জোড়া পিস্তল। নিশানা করার সময় টের পেল বুকে হাতুড়ির ঘা পড়েছে। টলে উঠল রেনে নেবরের হালকা শরীর। ট্রিগারে টান পড়ায় একটা বুলেট বেরিয়ে গিয়ে জেমসের সামনের মাটিতে ধুলো উড়াল। ফের নিশানা করার আগেই পেটে আঘাত করল দ্বিতীয় বুলেট। অ্যাশ্‌লে গাইল্‌শ্ চরম বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল হাতে বা পায়ে জোর পাচ্ছে না সে, অবশ হয়ে আসছে সব। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, চরম ক্লান্তি গ্রাস করতে চাইছে সারা দেহ। অজান্তেই শিথিল হয়ে গেল পিস্তলধরা মুঠি। হাহাকার উঠল তার বুকে—কোন *এক অখ্যাত জেমস অ্যালেনের কাছে হেরে গেছে সে!*

ওদিকে পেছনের লোকগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত জেমস। নিশানা ছাড়াই কোমরের কাছ থেকে একের পর এক গুলি করে চলেছে। শেষ লোকটা ধরাশায়ী হতে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। নেই কেউ। ঘুরে ক্যাফের দোতলায় জানালার দিকে তাকাল ও। হাস্যোজ্জ্বল রেমন্ড বার্থেজ হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে, আরেক হাতে রাইফেল। পেছনের লোকগুলো কোন পাত্তাই পায়নি তার জন্যে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুন হয়ে গেছে দু'জন।

মৃদু নড করল জেমস, তারপর এগিয়ে গিয়ে নেবরের কাছে এসে দাঁড়াল। বুটের আগা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরটা। জোর করে চোখ মেলল দো-আঁশলা, বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

'বুড়ো লোকটাকে মনে পড়ে, গাইল্‌শ্?' ঘৃণাভরে বলল জেমস। 'তোমার গুলি ওর পেট ফুটো করে দিয়েছিল, তাই নিয়ে দুটো দিন বেঁচে ছিল সে। কি অমানুষিক কষ্ট পেয়েছিল বুঝতে পারছ? দ্রুত মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করো! একটু

আগেও তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমার ধারণা এখন আর সেরকম ইচ্ছে হবে না তোমার।'

পিস্তল ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে, কোনরকমে শ্লথ গতিতে তুলে নিল। নির্দয়ভাবে গুলি করল জেমস, নেবরের হাত থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তল। কব্জি গুঁড়িয়ে গেছে।

'তুমি কে, অ্যালেন? আমার বিশ্বাস সাধারণ কেউ নও।'

'কি হবে জেনে?' ধীরে পিস্তলে টোটা ভরল জেমস। 'তিন বছর আগেও যদি জানতে তুমি ভয় পেতে, পিছিয়ে যেতে? শোনো, ওই বুড়ো মানুষটা আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। তুমি মরেছ ওর জন্যে।' ফের পিস্তল তুলে গুলি করল ও, নেবরের দুই হাঁটুতে। তারপর তাকাল মার্শালের চোখে, আতঙ্ক ফুটে উঠেছে সেখানে।

'দয়া করে আমার মাথায় একটা গুলি করো, অ্যালেন···' আর্তনাদ করল নেবর, ফিসফিসানির মত শোনাল সেটা।

'এখানে পড়ে থেকে বুড়োর কাছে মাফ চাও, গাইলশ্,' মাথা নেড়ে বলল জেমস। 'ও হয়তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু আমি পারলাম না।'

চোখ বুজে পড়ে থাকল রেনে নেবর। ঘন হয়ে এসেছে নিঃশ্বাস, মুখ বিকৃত। রক্তের একটা পুকুরের মাঝখানে পড়ে আছে।

ঝুঁকে পিস্তলদুটো তুলে নিল জেমস। সিলিন্ডার খুলে বুলেট বের করে দূরে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর অস্ত্রগুলো ফেলে রাখল নেবরের ভূপতিত দেহের পাশে। ঘুরে চারপাশে তাকাল ও, বেশ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে–তামাশা দেখছে। ওদের মধ্যে নিকোলাস প্রাইসকে দেখে অবাক হলো। চোখাচোখি হতে হাত নাড়ল সে, এগিয়ে এল।

'একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, জেমস,' কাছে আসতে নিচু স্বরে বলল সে, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও।

'তোমার কাগজপত্র নিয়ে আমাদের সাথে বসতে চেয়েছিল রোজ। দশটার সময় ওর অফিসে বসার কথা ছিল। ও স্কুলে যাওয়ার পরপরই সেখানে উপস্থিত হয় লপার আর ক্রুশার। কাগজপত্রসহ রোজকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

দশ

'কি বলতে চেয়েছিল ও?' জানতে চাইল জেমস অ্যালেন।

'তিনটে পোস্টার আছে, বলেছিল ও। আর তোমার পরিচয়।'

'রেমন্ডকে জানিয়েছ?' রোজালিনা খুব বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছে, ভাবল ও, লপার আর ক্রুশারের বিপক্ষে শহরবাসীকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। ওর প্রতি যে অন্যায় করেছিল তারা, সেটা জানিয়ে জেমসের পক্ষে জনমত গড়ে

তুলতে চেয়েছে। অথচ কিছুই জানে না ও! মেয়েটার মাথায় এ চিন্তা এল কোত্থেকে?

'না।'

'লপারকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল প্রাইস। 'হয়তো ওর অফিসে কিংবা বাসায়।'

কেভিন লপারকে ভাল করে চেনা আছে ওর, লোকটার স্বভাব সম্পর্কে জানে। সুযোগসন্ধানী সে, রোজালিনাকে একা পেলে সর্বনাশ করে ছাড়বে। ক্রুশার হয়তো সাথে আছে, তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে কিংবা দলে ভেড়াবে। 'ওর বাসা চেনো?'

'চলো। আমিও যাব।'

'তুমি শুধু বাসাটা দেখিয়ে চলে আসবে।'

'দেখা যাবে,' ক্ষীণ হেসে এগোল নিকোলাস প্রাইস। 'পেছন দিক দিয়ে যাব আমরা।'

ক্যাফের পোর্চে দেখা গেল রেমন্ড বার্থেজকে। 'মনে হচ্ছে আমাকে বাদ দিয়ে সবটার মজা একাই নিতে চাইছ?' সহাস্যে অনুযোগ করল সে, হাতের রাইফেলে চাপড় মারল। 'বুড়ো হয়ে গেলেও নিশানাটা ভালই আছে। কি বলো, জেমস?'

'অসাধারণ!' প্রত্যুত্তরে হাসল জেমস। 'এবং সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ার গুণটাও আছে। তুমি সময়মত বাগড়া না দিলে ওরা ঠিকই আমাকে পেড়ে ফেলত।'

'বাগড়া? তুমি এটাকে বাগড়া বলছ! শুনে কষ্ট পেলাম, বাছা!' কৃত্রিম নিরাশা তার মুখে, কিন্তু গলায় সন্তুষ্টির প্রচ্ছন্ন সুর। 'এই ঠেলায় সব জঞ্জাল সাফ করে ফেলব। তিনজনে মিলে আমরা দলটা একেবারে হেলাফেলা করার মত নই, কি বলো?'

'কাজটা সহজ হবে না,' বলল প্রাইস। 'জীবনে কাউকে খুন করিনি আমি।'

'এটাকে খুন বলছ কেন, নিক? এটা আমাদের দায়িত্ব। এ শহরের নাগরিক হিসেবে এখানকার শান্তি বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য। আমরা নিজেরা যদি তা করতে পারি…'

'মি. রেমন্ড,' বাধা দিল জেমস, গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। 'এখানেই থাকা উচিত তোমার। এদের কোন বিপদ হলে তোমাকেই দেখতে হবে।'

নীরবে তাকিয়ে থাকল বার্থেজ। ভুরু কোঁচকাল যেন একমত হতে পারছে না। অবশেষে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে, দুলে উঠল কাঁধজোড়া। 'আসলে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ। ঠিক আছে, যাও তোমরা।'

'নিক, তুমি বরং এখানেই থেকে যাও। মি. রেমন্ডের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

বিস্মিত দেখাল কাঠ ব্যবসায়ীকে। 'একা ওখানে যাওয়ার পাঁয়তারা করছ নাকি? ভুলে যাও। একগাদা লোক তোমাকে ছেঁকে ধরবে। তারচেয়ে, আমি বলি কি…দু'জনে মিলে গেলে সহজ হয়ে যাবে কাজ।'

মাথা নাড়ল জেমস। 'ঠিক আছে, যাবে তুমি। কিন্তু বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে

তোমার ছুটি।' প্রাইস কিছু বলতে উদ্যত হতে হাত তুলে থামিয়ে দিল। 'কোন কথা শুনতে চাই না। লপারের বাড়ি দেখিয়ে দেয়ার জন্যে এ শহরে ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

'তোমার ইচ্ছে,' হতাশ দেখাল প্রাইসকে। 'কেউ যদি সেধে ঘাড়ে বিপদ নিতে চায় তো আমার কি!' বলে ঘুরে উত্তরে এগোতে শুরু করল।

অনুসরণ করল জেমস।

পেছনে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল রেমন্ড বার্থেজ, অনেকক্ষণ। ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না তার। ঘুরে ক্যাফের দিকে তাকাল। মারিয়া যথেষ্ট দৃঢ়চেতা, ঝামেলা সামাল দেয়ার ক্ষমতা ওর আছে, ভাবছে সে। তাছাড়া তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? রোজালিনা স্কুলে আছে, ওর কাছেই যাওয়া যাক, সিদ্ধান্ত নিল বার্থেজ। দেখা যাক কতদূর এগোতে পারল মেয়েটা।

ফুটপাথ ধরে এগোল সে। জেমস বা নিকোলাসকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট পাঁচের মধ্যে স্কুল থেকে ঘুরে এল সে। মিসেস লয়ারীর কাছ থেকে দুঃসংবাদটা শোনার পর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আফসোস আর অপরাধবোধ হচ্ছে তার, মেয়েকে সে নিজেই উৎসাহিত করেছে। জেমসের কাগজপত্র দেখে আর পরিচয় জানার পর রোজালিনাকে পরামর্শ দিয়েছিল শহরের শীর্ষস্থানীয় লোকজনের সাথে দেখা করে আসল সত্যটা জানাতে। *বড্ড ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে,* ভাবল সে, *আরেকজনের উপকার করতে গিয়ে নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।* কোনভাবেই ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না বার্থেজ, রোজালিনাকে এরমধ্যে না জড়ালেও চলত। এখন খারাপ কিছু হয়ে গেলে?

জেমস অ্যালেন আছে···নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে···ও নিশ্চয়ই বসে থাকবে না।

দ্রুত পায়ে হেঁটে ব্যাংকের কাছে চলে এল বার্থেজ। ক্রুশার বা লপার কাউকেই পাওয়া গেল না। এক কর্মচারী ওদের বাসার পথ বাতলে দিল।

কেভিন লপারের বাসাটা দোতলা। বিশাল সুদৃশ্য বাড়ি। নিঃসন্দেহে লিয়ন সিটির সেরা বাড়ি। বাইরে সাদা চুনকাম করা, বাগানে হরেক ফুলগাছের সমারোহ। দালানের পেছনে পাইনের ঝাড়। সব মিলিয়ে অপূর্ব। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রেমন্ড বার্থেজ। কোন বাধা না আসায় সন্দেহ হলো হয়তো ভুল জায়গায় চলে এসেছে, কিংবা লপার বোধহয় আদৌ বাড়িতে নেই।

মূল দরজায় কড়া নাড়ার পর ভুলটা ভাঙল। হাসিমুখে নিজেই দরজা খুলল কেভিন লপার। 'আরে মি. বার্থেজ যে!' উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল স্টোর মালিক। 'এসো, ভেতরে এসে বসো।'

অস্বস্তি অনুভব করছে রেমন্ড, এরকম আন্তরিক সম্ভাষণ আশা করেনি। ধীর পায়ে লপারের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। বড়সড় একটা হলরুমে এসে বসল ওরা।

'রোজালিনার খোঁজে এসেছি আমি,' মৃদু স্বরে নিজের উদ্দেশ্য জানাল রেমন্ড।

চেয়ার ছেড়ে দেয়ালের কাছে চলে গেল লপার। দেয়ালের বুকে বসানো

কেবিনেট, কাচের দরজার ভেতর সুদৃশ্য বোতল সাজিয়ে রাখা। দরজা খুলে বোতল আর গ্লাস বের করল সে, পানীয় ঢালতে শুরু করল। 'ও যদি আমার কাছে আসত সত্যি খুশি হতাম,' খানিকটা ম্লান সুরে বলল সে। 'আগে-পরে যাই হোক, আমি একজন অবিবাহিত পুরুষ এবং রোজালিনা এ শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মহিলা। মি. বার্থেজ, বুঝতেই পারছ···'

'আমি শুনেছি ওকে নিয়ে এসেছ তুমি!' বাধা দিল ক্যাফে মালিক, মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

পানীয় ভরা গ্লাস পরিবেশন করল সে। চোখ তুলে তাকাল, চাহনিতে কোন রকম ছলনা বা চাতুরির চিহ্ন নেই। 'তুমি হয়তো ভুল বুঝেছ, মি. বার্থেজ,' হেসে দরাজ গলায় বলল লপার। 'স্কুলে গিয়েছিলাম আমি ঠিক, এ জন্যে আমাকে দোষ দিতে পারবে না তুমি। রোজালিনা এখানকার সব পুরুষের আগ্রহের বিষয়, এমনকি বিবাহিতদের কাছেও। মেয়েকে সারাজীবন নিজের কাছে রাখার চিন্তা নিশ্চয়ই করছ না!'

'তোমার সাথে ওর দেখা হয়েছে?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল রেমন্ড।

'হয়েছে,' রেমন্ডের রূঢ় স্বরকে গ্রাহ্য করল না লপার। তার হাসি অম্লান, গ্লাস তুলে চুমুক দিল। 'তুমি নিশ্চই চাও না আমাদের মধ্যে কি কি কথা হয়েছে তা-ও বয়ান করি?'

'তারপর?'

গ্লাস রেখে সিগার কেস তুলে নিল সে। অফার করল ওকে, মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল রেমন্ড বার্থেজ। 'মূল রাস্তা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়েছি আমি,' সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া গিলল লপার। 'অযথা তোমার হয়রানি হচ্ছে বলে আমার খারাপ লাগছে, মি. বার্থেজ। হতে পারে ও প্রাইসের বাসায় গেছে কিংবা অন্য কোথাও।'

'তোমার বাসা খুঁজে দেখব আমি।'

এবার গম্ভীর দেখাল স্টোর মালিককে। 'তুমি কি আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবছ নাকি···'

'অত কিছু বুঝি না, লপার,' অধৈর্য কণ্ঠে বাধা দিল রেমন্ড। 'তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় বাড়িটা দেখতে দেবে কি-না তাই বলো।'

'আমি অপমান বোধ করছি, মি. বার্থেজ!' হতাশা প্রকাশ পেল লপারের কণ্ঠে। শ্রাগ করে সিগারটা ছাইদানিতে গুঁজে রাখল। 'তুমি আমার সম্মানিত অতিথি আর···' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল সে। 'তোমার কাছে অস্ত্র আছে কিন্তু আমার কাছে নেই, এটাই বোধহয় বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ওকে এখানে খুঁজে পেলে একটা অস্ত্র তোমার হাতে তুলে দেব!' শীতল সুরে ঘোষণা করল ক্যাফে মালিক। 'সমান সুযোগ পাবে তুমি।'

হাসল লপার। 'তার দরকার হবে না, মি. বার্থেজ। এসো।'

সারা বাড়ি খুঁজে দেখল ওরা, একটা কামরাও বাদ গেল না।

দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে রেমন্ড বার্থেজকে। মুখ থমথমে। দরজার দিকে এগোতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তাকাল লপারের দিকে। 'আমি

দুঃখিত, লপার। অযথাই তোমার হয়রানি হলো।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল স্টোর মালিক। 'তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি বলি কি, আগে ক্যাফেতে ফিরে যাও, মি. বার্থেজ। রোজালিনা হয়তো এরমধ্যে ফিরেছে।'

গেট পর্যন্ত রেমন্ডকে এগিয়ে দিল সে। তারপর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল হলঘরে। 'টমাস?' গ্লাসে পানীয় ঢেলে চড়া গলায় ডাকল কাজের লোককে।

ভেতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মাঝবয়সী এক লোক।

'মেয়েটা কোথায়?' নতুন সিগার ধরিয়ে জানতে চাইল লপার। আনন্দে পুলকিত, খুব সহজে সামাল দেয়া গেছে রেমন্ড বার্থেজকে।

'ওপরে, তোমার বেডরুমে।'

'একটা রাইফেল নিয়ে দোতলায় চলে যাও। হ্যাঙ্কস আর মুরকে গেটের কাছে পাঠাও। কাউকে ঢুকতে দেবে না। তবে কারও সাথেই জোরাজোরি করার দরকার নেই। খুব ঝামেলা না হলে আমাকে ডেকো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

ফের গ্লাসে পানীয় ঢালল লপার। গলায় ঢেলে দিল সবটা। তরল আগুন নেমে গেল গলা দিয়ে। আজ তার জন্যে দারুণ একটা দিন। হেনরী ক্রুশারের বহু সাধনার জিনিস পেতে যাচ্ছে সে। সামান্য দুশ্চিন্তার একটা ব্যাপার রয়ে গেছে এখনও–জেমস অ্যালেনকে সামাল দেয়া গেছে কি-না এ খবর এখনও আসেনি। তাকে অবশ্য পরেও সামলানো যাবে।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল সে। দুটো কামরা পরে তার বিলাসবহুল শোবার ঘর। না চাইলেও বারবার দৃশ্যটা চোখে ভাসছে…*নরম বিছানায় রোজালিনাকে পেতে যাচ্ছে*…। গলায় সিগারের ধোঁয়া আটকাতে বিষম খেল লপার। কাশল বার কয়েক, তারপর বারান্দা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগার। বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে ফের সুখানুভূতি গ্রাস করল তার সারা শরীর। ইশ্‌শ্‌, মেয়ে বটে একখানা!

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল কেভিন লপার। রোজালিনাকে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল ও, লপারকে দেখে ম্লান হয়ে গেল সুন্দর মুখটা।

ঘুরে দরজা আটকে দিল লপার। রোজালিনার সামনে এসে দাঁড়াল। *তাড়াহুড়োর কি আছে, অফুরন্ত সময় হাতে। সময় নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে সারা যাবে কাজটা।* বিছানার ওপর বসে রোজালিনার দিকে ঝুঁকে এল। 'আমাদের বোঝাপড়াটা বাকি রয়ে গেছে, হানি,' মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে, মেয়েটার অসহায় অবস্থা উপভোগ করছে। 'মিটিয়ে ফেলা যাক এবার।' হাত বাড়াতে ভয়ে কুঁকড়ে গেল রোজালিনা, কিন্তু লপার কেবল ওর মুখ থেকে গুঁজে দেয়া কাপড় সরিয়ে নিল। রোজালিনার তটস্থ অবস্থা দেখে কৌতুক ফুটে উঠল তার চোখে।

'কে এসেছিল?' জানতে চাইল রোজালিনা, আতঙ্কে গলা বুজে আসতে চাইছে।

'তোমার বাবা।'

বোকা বোকা দেখাল মেয়েটাকে।

'আমাকে চ্যালেঞ্জ করল সে,' লপারের হাসি দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। 'সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালাম। দুর্ভাগ্য, মেয়েকে খুঁজে পায়নি বেচারা।'

হতাশায় কিছু বলতে পারল না রোজালিনা। জেমস অ্যালেন এর সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, মনে পড়ল ওর। দারুণ ধূর্ত লোক, সবাইকে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। একটু আগে ওকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল টমাস লোকটা, মিনিট পাঁচ পার্লারের কাছে অপেক্ষা করে ওপরে নিয়ে এসে ফের বেঁধে রেখে গেছে। তখন এর অর্থ বুঝতে পারেনি, এখন সবটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সে কি আসবে? উঁহুঁ, মোনা ছাড়া অন্য কোন মেয়ে তার জগতে নেই। রোজালিনার আগ্রহ সে ধরতে পারেনি বা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে। অথচ ওর ধারণা ছিল তাকে জয় করতে পারবে। কয়েকটা দিন তো নিবিড় করে পেয়েছিল, তবু একবারের জন্যেও ধরা দেয়নি কঠিন লোকটা।

'তুমি একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলে, হানি। তোমাকে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু আমার কথাকে পাত্তাই দাওনি। নিশ্চিন্তে অ্যালেনকে জায়গা দিয়েছ, সেবা করে সুস্থ করে তুলেছ। আবার আমার বারোটা বাজানোর জন্যে কয়েকটা পোস্টার নিয়ে মীটিং ডেকেছ। না, রোজালিনা, আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করছি। দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে—শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলে তুমি।'

চুপ করে থাকল ও। ভয়ে মুখ-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল, ঢোক গিলল, কিন্তু কাজ হলো না। 'দয়া করে একটু পানি দেবে?' শুকনো গলায় অনুরোধ করল।

'নিশ্চই, চাই কি হুইস্কিও দিতে পারি।' উঠে বিছানার কিনারে টেবিলের কাছে গেল লপার, গ্লাসে পানি ঢেলে এগিয়ে ধরল ওর মুখের কাছে। সাগ্রহে পান করল রোজালিনা। ফিরে গিয়ে শূন্য গ্লাস টেবিলে রাখল সে। 'এবার আমাদের আলাপটা সারতে পারি, তাই না?'

'জেমস অ্যালেন কি মারা গেছে?'

চোখ ছোট করে তাকাল লপার, বোঝার চেষ্টা করল কি যেন। 'হয়তো, তবে নিশ্চিত খবর পাইনি এখনও। ওর ব্যাপারটা হেনরী দেখছে। আমি বলেছি অ্যালেনকে শেষ করতে পারলে তোমার দাবি ছেড়ে দেব।'

'ও হয়তো মারা যায়নি এখনও,' প্রবোধের সুরে বলল রোজালিনা।

'হতে পারে। কিন্তু সেটা ভেবে আশায় থেকে লাভ নেই, হানি। এখানে ঢুকতে পারবে না সে। তাছাড়া এতক্ষণে না মরলেও দু'একটা গুলি নিশ্চয়ই হজম করতে হয়েছে ওকে।' বিছানায় বসল লপার, নীরবে রোজালিনাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'অনেকদিন আগে তোমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। হয়তো ভুলে গেছ, তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমাকে বিয়ে করতে হবে তোমার।'

তাকিয়ে থাকল রোজালিনা, মুখে কথা সরছে না।

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে মানুষটা আমি মন্দ নই,' খেই ধরল কেভিন লপার। তার কণ্ঠে আত্মপ্রসাদের সুর। 'টাকা, সম্পত্তি আর সম্মান—কোনটারই

অভাব নেই। দেখতেও বদখৎ নই। তোমার আপত্তিটা কোথায় বুঝতে পারছি না।'

'নিজের সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না, মি. লপার,' বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না ও। 'তোমার সম্পর্কে জানি আমি।'

'জেমস অ্যালেনের কল্যাণে, তাই না?' হাসল লপার, পকেট থেকে পোস্টারগুলো বের করল। 'এগুলো ওর কাছ থেকে পেয়েছ নিশ্চয়ই? আমাকে ফাঁসানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। তুমি বা কেউই প্রমাণ করতে পারবে না। ক্যাল ইনগ্রসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমি স্বীকার করবে না, এটাই স্বাভাবিক।'

মাথা ঝাঁকাল লপার। 'এবার জেমস অ্যালেনের প্রসঙ্গ। ওর সম্পর্কে তুমিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি জানো।'

'তোমার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

'সেজন্যে কি তোমার পায়ে ধরতে হবে?'

রোষের সাথে তাকাল কেভিন লপার। *সাহস ফিরে পাচ্ছে মেয়েটা,* ভাবল সে, *হয়তো ভেবেছে আপাতত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই ওর।* 'শোনো, রোজালিনা, আমাকে খোঁচা মারবে না। এ জিনিসটা আমি একেবারে সইতে পারি না।' কঠোর দেখাল তার মুখ, শীতল ভাবটুকু স্পষ্ট। 'প্রস্তাবটা ভেবে দেখার জন্যে সময় দিতে পারছি না। সিদ্ধান্তটা তোমাকে এখুনি নিতে হবে।'

'যদি তোমার পছন্দ না হয়?'

রোজালিনার সারা শরীরে নজর বুলাল লপার। হাসল এরপর। 'নিজের ভাল বোঝার ক্ষমতা তোমার হয়েছে, তাই না?...আগামী রোববারই গির্জায় যাচ্ছি আমরা। সকালে ক্যাফের দরজায় বাগি নিয়ে অপেক্ষা করব আমি।'

'ধরো রাজি হলাম না।'

'ক্যাল ইনগ্রস সম্পর্কে কেবল শুনেছই তুমি, কিচ্ছু জানো না। সারা জীবন যাতে তোমাকে পস্তাতে হয় সেই ব্যবস্থা করব আমি। এখান থেকে ছাড়া পাবে ঠিকই, ততদিনে কাউকে যাতে মুখ দেখাতে না পারো সেটা নিশ্চিত করব। তোমার বাবা-মাকেও ছাড়ব না, ওদেরকে চেপে ধরলেই রাজি হয়ে যাবে তুমি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এখানে দুটো দিন থাকলেই আমাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে।'

অজান্তে কেঁপে উঠল রোজালিনার শরীর। কোণঠাসা অবস্থাটা বুঝতে পারছে। ভয়ে-আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসছে, বুক ধড়ফড় করছে। বুকের খাঁচার ভেতর লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। নিজের দ্রুত লয়ের নিঃশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ভাবার চেষ্টা করল কি করে এড়ানো যায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা, কিন্তু মাথা কাজ করছে না। 'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও, কথা দিচ্ছি ভেবে দেখব।'

'আমাকে হাসালে, হানি। সময় পেলে তোমাকে কখনোই আর কব্জা করতে পারব না। উঁহুঁ, দেরি সইবে না আমার।' সরে গিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল সে, ড্রয়ার খুলে কাগজ-কলম বের করল। বিছানার ওপর সেগুলো রেখে সিগার

ধরাল। জানালার কাছে সরে গেল এবার, বাইরে ফ্লো মাউন্টেনের ওপর চোখ রাখল। 'উঁহুঁ, রোজালিনা, আমার সাথে তামাশা কোরো না। দুই মিনিট সময় পাবে তুমি। যদি রাজি থাকো, তোমার হাত খুলে দেব। কাগজে স্বাক্ষর করবে, তারপর সসম্মানে তোমাকে পৌঁছে দেব আমি। এবং তোমার বাবা-মার সামনে বিয়ের প্রস্তাব দেব। রোববারে, আগে যা বলেছি, ঠিক সেভাবে সেরে যাবে বিয়েটা।'

চুপ করে থাকল রোজালিনা। মাথা নিচু করে আকাশ-পাতাল ভাবছে। *হায় খোদা, কেউ কি আসতে পারে না! হেনরী ক্রুশার, সে-ও কি বুঝতে পারেনি কি ভয়ঙ্কর বিপদে আছে ও?* দীর্ঘ একটা কাঠামো ভেসে উঠল ওর মানসপটে, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ একটা মুখ···কিছুটা নিষ্ঠুর আদল কিন্তু চোখজোড়ায় অফুরন্ত নির্ভরতা—জেমস অ্যালেন। কোথায় সে?

অভিমান আর আশাহতের যন্ত্রণা পাগল করে তুলেছে ওকে। অনুভব করল গলার কাছে কিছু একটা আটকে আছে যেন, চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইছে। একটা মেয়ে হিসেবেও কি ও তার কাছে এতটুকু সহানুভূতি পেতে পারে না? এতগুলো লোককে একা সামাল দিতে পেরেছে, অনায়াসে এখানে আসতে পারে সে। এমনকি ক্যাল ইনগ্রসের সামনে দাঁড়ানোর মত সাহস তার আছে। অথচ···

'রোজালিনা, আমি ধৈর্য হারাচ্ছি!' ওকে রূঢ় বাস্তবে টেনে আনল কেভিন লপার।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল ও, তারপর দেখল লপারকে। ঘৃণা করে, তবু এ লোকটিকেই ওর বিয়ে করতে হবে। 'দুটো শর্ত আছে, মি. লপার,' ক্ষীণ কণ্ঠে জানাল।

সাগ্রহে ওর দিকে ফিরল সে।

'জেমসকে চলে যেতে দেবে তুমি।'

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল কেভিন লপার, গম্ভীর দেখাচ্ছে। ধূসর কালো চোখজোড়া বিদ্ধ করল রোজালিনাকে, ভয় ধরে গেল ওর মনে। তারপর সহসাই হেসে উঠল সে, দু'হাতের তালু দিয়ে নিজের উরুতে চাপড় মারল। শব্দটা শুনে চমকে উঠল রোজালিনা, এত জোরাল শোনাল যেন সপাটে চড় কষানো হয়েছে কারও গালে।

উঠে দাঁড়াল লপার, হাসিটা এখনও আছে কিন্তু তাচ্ছিল্য আর কৌতুকে ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেছে। 'এই তাহলে ব্যাপার? তলে তলে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছ তুমি। কোত্থেকে একটা ভবঘুরে এল লিয়ন সিটিতে আর তাকে দেখে মজে গেলে তুমি। নাহ্, রোজালিনা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'শর্তটা মানছ?' দৃঢ় শোনাল রোজালিনার গলা, কিন্তু সেটা কষ্টকৃত। ভেতরে ভেতরে দারুণ ভয় পেয়েছে।

'ধরো, মানলাম না। কি করতে পারবে? আমার কব্জায় আছ তুমি। তোমার বাবা-মাকেও ইচ্ছে করলে হাতের মুঠোয় পেতে পারি। আর অ্যালেন? সে আগে-পরে আসবেই। ওর মত লোক বহুবার আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তারা সবাই এখন বুটহিলে শুয়ে আছে।'

'এত সহজ ভাবছ কেন, তুমি কি অজেয়? হিককও তো গুলি খেয়ে মরেছে। বন্দুকবাজরা বন্দুকের গুলিতেই মরে।'

'ক্যাল ইনগ্রসকে চেনার লোক তুমি ছাড়া কেউ নেই, হানি। অ্যালেনকে এখান থেকে জীবিত বেরোতে দেব না আমি।'

'ইচ্ছে করলেই পালাতে পারে ও। তোমার লোকেরা যে আটকাতে পারবে না তা এ ক'দিনে বেশ বোঝা গেছে।'

'খুব সাফাই গাইছ ওর পক্ষে, ব্যাপার কি? আত্মবিশ্বাসীও মনে হচ্ছে তোমাকে। অন্ধ বিশ্বাস? না অন্য কিছু জানো ওর সম্পর্কে?'

চুপ করে থাকল রোজালিনা, লপারের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করল না। 'আচ্ছা, তুমি কি একজন মেয়েলোক চাও, নাকি একজন স্ত্রী?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লপার, তারপর হেসে উঠল। 'নাহ্, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী, রোজালিনা। তোমার মত মেয়েকে কেভিন লপারের স্ত্রী হিসেবেই মানায়। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা এবং গুণী। সারা শহরের লোক আমাদেরকে দেখে বলবে আদর্শ জোড়া।'

'তাহলে বিয়ের আগে আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না,' সাহসী, আশাবাদী হয়ে উঠেছে ও। 'আর···অ্যালেনকে তাড়া করতে পারবে না। ওকে চলে যেতে বলব আমি, জানাব যে তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ···দুটো শর্তের একটা ভাঙলেও আমাদের আর বিয়ে হবে না।'

নীরবে একটা সিগার ধরাল লপার। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। মাঝে-মধ্যে সিগার টানার ফাঁকে দেখছে ওকে। 'কিন্তু অ্যালেন যদি আমার কাছে আসে, চ্যালেঞ্জ করে?'

'সে প্রমাণ করতে পারবে না তুমিই ক্যাল ইনগ্রস, একটু আগে তাই বলেছ। তাছাড়া আমার অনুরোধ ফেলবে না ও।'

'গভীর সম্পর্কের আঁচ পাচ্ছি যেন!' কৌতুক স্টোর মালিকের চোখে। দ্রুত কয়েকটা টান দিল সিগারে। 'ধরো, রাজি হলাম,' ধীর কণ্ঠে বলল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

'তাহলে হাত খুলে দাও, স্বাক্ষর করছি আমি।'

সাথে সাথেই নড়ল না সে, আরও কিছু সময় ব্যয় করল। জানালার কাছ থেকে ঘুরে এল একবার। সিগার শেষ করে ছাইদানিতে গুঁজে রাখল। তারপর ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। 'আমার সাথে বেঈমানি করার চিন্তা ভুলেও মাথায় এনো না, হানি,' বাঁধন খোলার সময় শাসাল সে। 'তোমার জীবনটা তাহলে বিষিয়ে তুলব, খোদার কসম!'

বাঁধনমুক্ত হতে হাতের কব্জি ডলতে লাগল রোজালিনা। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হতে কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে কেভিন লপার। ম্লান দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, মেনে নিয়েছে নিয়তি। কাঁপা হাতে কঠিন কাজটা সারল রোজালিনা, তারপর পাশে দেখতে পেল লপারকে।

একটা হিংস্র ক্যুগারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লপার। রোজালিনার কোমর চেপে ধরে ওকে আছড়ে ফেলল বিছানার ওপর। প্রবল বিস্ময় আর আতঙ্কে কোন বাধাই

দিতে পারল না ও। দেখল লপারের আগ্রাসী ঠোঁটজোড়া এগিয়ে আসছে। 'লপার, তুমি কথা রাখছ না!' আহত স্বরে রাগে চেঁচিয়ে উঠল রোজালিনা, মুখ সরিয়ে নিয়েছে।

পৈশাচিক হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'সবই ঠিক থাকবে, হানি। বিয়ে হবে, অ্যালেনকেও চলে যেতে দেব। কেবল এই একটা ব্যাপার ছাড়া। ক্লেইম ফাইল কি জিনিস জানো? নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি আমি। বাধা দিয়ো না, সোনা! দু'দিন পর এমনিতেই তুমি আমারই হবে। কিন্তু অতটুকু ধৈর্যও আমার নেই। বিশ্বাস করো, তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছ!'

সমানে হাত-পা চলছে রোজালিনার, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে তাকে। কিন্তু এক বিন্দু শিথিল হলো না বাঁধন। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!' ঘৃণায় শিরশির করে উঠল ওর শরীর। থুথু ছিটাল ও, লপারের চোখে-মুখে গিয়ে পড়ল।

রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ল কেভিন লপার। হাত চালাল, প্রচণ্ড চড় এসে পড়ল রোজালিনার গালে। পরপর আরও তিনবার হাত চালাল সে। রাগে কাঁপছে শরীর, রোজালিনার কোমরের ওপর উঠে বসেছে। 'তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে জীবনেও এমন করবে না আর!' হিসিয়ে উঠল লপার। থাবা মারল, খামচে ধরল ওর ব্লাউজ। টান দিতে চড়চড় করে ছিঁড়ে এল।

চড়গুলো বেসামাল করে দিয়েছে রোজালিনাকে, চোখে অন্ধকার দেখছে। ব্লাউজ ছেঁড়ার শব্দ ওর বুক কাঁপিয়ে দিল। 'প্লীজ, লপার!' আর্তনাদ করে উঠল ও।

সহসা জানালার কাচ ভাঙার শব্দ হলো, চমকে সেদিকে তাকাল রোজালিনা। ভাঙা জানালার ফাঁকে পিস্তলের একটা নল দেখা গেল। পাশে একটা হাত প্রবেশ করল ঘরে, হাতড়ে ছিটকিনি খুলল। জানালার পাল্লা সরে যেতে দেখা গেল জেমস অ্যালেনের দৃঢ় কঠিন মুখ। চোখে শীতল দৃষ্টি।

'ওকে ছেড়ে দাও, লপার! উঠে এসে দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়াও। উঁহুঁ, তুমি নিরস্ত্র এটা মোটেই আমল দেব না আমি। বেচাল দেখলেই গুলি করব। একটা হিংস্র ক্যুগারকে গুলি করার সময় কেউ আশা করে না ওটার থাবায় পিস্তল থাকবে।'

কেভিন লপার হতবাক। দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। উঠে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কোন্‌টা সত্যিকার হুমকি তা ভাল করেই জানে। ধৈর্য ধরার পক্ষপাতি সে, জানে নিরস্ত্র অবস্থায় ওকে গুলি করবে না অ্যালেন। তারচেয়ে অপেক্ষায় থাকা যাক, টমাস বা অন্য কেউ চলে আসতে পারে। ছকটা তখন পাল্টে যেতে পারে।

'রোজ?'

ধড়মড় করে উঠে বসল রোজালিনা। তারপর লজ্জা পেল, শুধু অন্তর্বাস ওর বুকে। বিছানার চাদর টেনে তুলে গায়ে চাপাল।

'দরজাটা খোলো, তারপর জানালার কাছে এসো। খবরদার, আমার আর লপারের মাঝখানে আসবে না! এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!' সাহস জোগাল জেমস,

একবারের জন্যেও লপারের ওপর থেকে চোখ সরাল না।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রোজালিনা।

'এটা ধরো,' পিস্তল এগিয়ে ধরল জেমস। 'লপার নড়লেই গুলি করবে। আসছি আমি, এক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

অসহায় দৃষ্টিতে রোজালিনাকে পিস্তল নিতে দেখল কেভিন লপার। পিস্তল হস্তান্তরের সময় অন্য একটা পিস্তলে ওকে নিশানা করে রেখেছে জেমস অ্যালেন। রোজালিনাকে দেখল সে, পিস্তল ধরা হাত মৃদু নড়ছে, ট্রিগারে চেপে থাকা আঙুলে রক্ত সরে গেছে। মুহূর্তের ব্যবধানে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল লপার। মেয়েটার আতঙ্ক এখনও কাটেনি, খুনের নেশা ওর চোখে। অনায়াসে গুলি করবে। লপার জানে পিস্তলে মোটেই আনাড়ি নয় রোজালিনা বার্থেজ। তাছাড়া এ অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়াও ঠিক হবে না, সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

খোলা পিস্তল হাতে কামরায় প্রবেশ করল জেমস। পা দিয়ে ঠেলে দরজা ভিড়িয়ে দিল। জানালার কাছ থেকে সরে গেল রোজালিনা। উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল জেমসের বুকে। মৃণাল দুটো বাহু জড়িয়ে ধরল ওর গলা। কাঁদছে মেয়েটা, বুকে মুখ ঘষছে। 'ও আমাকে অপমান করেছে, জেমস। তুমি শোধ নেবে না?' কাঁপা গলায় অনুরোধ করল রোজালিনা।

একহাতে মেয়েটার সরু কোমর বেষ্টন করল জেমস, আরেক হাতে পিস্তল, শিথিলভাবে ঝুলছে দেহের পাশে। চোখ সরছে না লপারের ওপর থেকে। 'অন্তত এইবার সময়মত আসতে পেরেছি আমি,' মৃদু স্বরে বলল ও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লপারের দিকে। সন্দেহ আর কৌতূহল ফুটে উঠল স্টোর মালিকের চোখে।

প্রশান্তি অনুভব করছে রোজালিনা। ছাড়ল না জেমসকে।

'রোজ?'

মুখ তুলে তাকাল ও, জেমসের মুখে হাসি। 'এবার ওর সাথে আমাকে লেন-দেনটা চুকাতে দাও। তিনটে বছর ধরে জ্বলে মরছি আমি।'

একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

'ওর ড্রয়ার খুলে একটা শার্ট পরে নাও,' বিছানার ওপাশে ওয়ার্ডরোবটা দেখিয়ে বলল জেমস, এগোল লপারের দিকে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখ ভাবলেশহীন। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, লপার কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড চড় মারল।

মাথা একপাশে হেলে গেল তার, কিন্তু সরাসরি তাকাল জেমসের চোখে। নীরবে হজম করল পরের চড়গুলো। 'তোমার হাতে পিস্তল আছে বলে বাহাদুরি করছ, অ্যালেন,' শীতল সুরে বলল সে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। 'প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র থাকলে ওরকম বড়াই যে কেউ করতে পারে।'

ক্ষীণ হাসল জেমস। 'ভেবো না তোমাকে কোন সুযোগ দেব না আমি। কিভাবে চাও, লপার? হাতাহাতি, না পিস্তলে?'

'পিস্তল,' সংক্ষেপে জানাল স্টোর মালিক।

মাথা ঝাঁকাল ও। 'জানতে ইচ্ছে করছে না কেন তিনটে বছর ধরে খুঁজে

মরছি তোমাকে? তুমি আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছ, লপার। তিনটে বছরের অপরিসীম কষ্ট আর পরিশ্রমের শোধ তুলব আজ। কেন জানো? তিন বছর আগে অ্যাবিলিনের ছোট্ট একটা বাথানে নিজের কফিনে পেরেক ঠুকে এসেছ তোমরা, ইনগ্রস। তোমার দুই সঙ্গী শেষ, এবার তোমার পালা।'

'তুমি কে, অ্যালেন? ওই মেয়েটা···'

'ওর স্বামী। যাক, মনে করতে পেরেছ তাহলে। আমি ভেবেছি তোমাকে হয়তো মনে করিয়ে দিতে হবে।'

নির্লজ্জের মত হাসল লপার। 'দারুণ কেটেছিল সকালটা।'

সপাটে ঘুসি হাঁকাল জেমস। বুঝতে পারছে নোংরা ইঙ্গিত করে ওকে বেসামাল করতে চাইছে লোকটা। লড়াইয়ের আগে প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাস বা মনঃসংযোগে চিড় ধরাতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। পকেট থেকে সিগার কেসটা বের করল ও। একটা সিগার ছিল, ধরাল। 'চিনতে পারছ, ইনগ্রস? নাকি অস্বীকার করবে?'

'তাতে কি?' ফাটা ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে রক্তের নোনা স্বাদ পেল লপার। রাগে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু সামলে রেখেছে নিজেকে। পরিস্থিতি মোটেই অনুকূলে নয়। একটা সুযোগ পাবে, নিশ্চিত জানে। সুতরাং বেতাল কিছু করে সেটা হারানো ঠিক হবে না। জেমস অ্যালেন বেপরোয়া লোক, ইচ্ছে করলে ওকে পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলতে পারবে। রিক স্যাভেজ হাত বাঁধা অবস্থায়ও কুলিয়ে উঠতে পারেনি তার সাথে। ঘটনাটা ভুলে যায়নি লপার, অ্যালেনের ধাত বুঝতে ওই একটা ঘটনাই যথেষ্ট—একাধারে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সেইসাথে দারুণ একরোখা লোক।

'কিছু আসে-যায় না অবশ্য,' সরে গিয়ে চেয়ারে বসল জেমস, একটু আগে যেটায় বেঁধে রাখা হয়েছিল রোজালিনাকে। সিগার ফুঁকছে। 'পরোয়াও করি না। তুমি যেই হও তাতে কিছু আসে-যায় না। বিলি দ্য কিড বা সাডেনও যদি তোমার জায়গায় হত, পরোয়া করতাম না আমি। ক্যাল ইনগ্রস, তোমার সাথে ওদের তুলনা চলে না। ওরা কঠিন মানুষ, কিন্তু জীবনে কখনও কোন মহিলার অসম্মান করেনি অথচ তুমি হরহামেশা করেছ।'

নীরবে ওকে দেখছে কেভিন লপার। বুকের সাথে দু'হাত বাঁধা, ভাব দেখে মনে হচ্ছে মনোযোগী শ্রোতা। *জেমস অ্যালেনকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি,* ভাবছে ও। পিস্তলের ফয়সালায় অনায়াসে খুন করতে পারবে তাকে, এটুকু ক্ষমতা আর আত্মবিশ্বাস ওর আছে।

'কোথায় লড়তে চাও, ইনগ্রস? রাস্তায় না তোমার বাড়ির লনে?'

'লিয়ন সিটির মানুষ ডুয়েলটা দেখুক, নাকি তোমার আপত্তি আছে?'

লপারের প্রস্তাবে উদারভাবে হাসল জেমস। 'সবই তোমার মর্জিমাফিক ঘটছে, ইনগ্রস। এবার তোমার পিস্তল পাবে। খুব সাবধান, জানি নিজের মৃত্যুকে এগিয়ে আনবে এমন বোকা লোক তুমি নও। তবু, সাবধানের মার নেই। মনে রেখো, তোমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করি না আমি। এবার বলো কোথায় রেখেছ তোমার অস্ত্র।'

'ড্রয়ারে।'

'রোজ?'

সাড়া দিল মেয়েটা। বেঢপ সাইজের শার্ট আর স্কার্টে হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে।

'কোথায় আছে বলে দাও,' বলল জেমস। 'রোজ বের করে নেবে। রাস্তায় গিয়ে ওগুলো পাবে তুমি।'

পাঁচ মিনিট পর রাস্তায় দেখা গেল তিনজনের দলটাকে। জেমস আর রোজালিনা পাশাপাশি, ওদের সামনে কেভিন লপার। হোলস্টারসমেত একজোড়া পিস্তল দেখা যাচ্ছে মেয়েটার হাতে। একটু পর টেম্পলার, প্রাইস আর বার্থেজকে দেখা গেল বাড়িটা থেকে বেরোতে। পেছনে তিনটে লাশ ফেলে এসেছে ওরা।

'মি. বার্থেজ?'

জেমসের দিকে ফিরল রেমন্ড বার্থেজ। 'রেমন্ড নামটাই আমার পছন্দ, বাছা। বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে।' টের পেল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রোজালিনা, একহাতে তার বাহু জড়িয়ে ধরেছে।

'ওর পিস্তল আর হোলস্টারটা দিয়ে আসবে, নিক?' অনুরোধ করল জেমস, টেম্পলার আর রেমন্ডের দিকে ফিরল এবার। 'তোমরা নজর রেখো ও কোন চালাকি করে কি-না। হয়তো হোলস্টারে পিস্তল ঢোকানোর সময় মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপতে পারে। মনে রেখো লোকটার নাম ক্যাল ইনগ্রস, মুহূর্তের ব্যবধানে ও সবাইকে খুন করে ফেলতে পারবে। মি. টেম্পলার, গুলি ফুটিয়ে পিস্তলগুলো পরখ করে নাও। আমি চাই না পরে কেউ বলুক ওকে অচল অস্ত্র দেয়া হয়েছে।'

ওর নির্দেশ পালন করল জোহান টেম্পলার। পালিশ করা চকচকে পিস্তলের বাঁটগুলো উঁকি দিচ্ছে লপারের হোলস্টার থেকে, চল্লিশ গজ দূরে থেকে দেখতে পেল জেমস অ্যালেন। এখন আর লিয়ন সিটির নিপাট ভদ্রলোক মনে হচ্ছে না তাকে, হিমশীতল আগুন-ঝরা দৃষ্টি চোখে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে বহুবার এভাবে প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়িয়েছে, অটল পাহাড়ের মত দৃঢ়তা আর সাহস নিয়ে। চূড়ান্ত সময়ে এসেও তার মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না, মুখের পেশী পর্যন্ত কাঁপেনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার চতুর একজন খুনী। অনায়াস দক্ষতা আর প্রবল নিষ্ঠার সাথে কোমরে ঝোলানো অস্ত্রটাকে নিজের সাথে এতই আত্মস্থ করে নিয়েছে যেন ওটা ওর শরীরেরই একটা অংশ।

বড় করে শ্বাস টানল জেমস, মোনা আর ফ্রেডের চেহারা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। তারপর সহসাই ইচ্ছে হলো রোজালিনাকে দেখে একবার। *কে বলতে পারে একটু পর বেঁচে থাকবে সে? অ্যারিজোনার সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দুকবাজের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খানিকবাদে হয়তো দু'একটা বুলেট ঢুকবে বুকে···ওর আশা অপূর্ণ থেকে যাবে।* মনে পড়ল মেয়েটিকে বলা হয়নি ওকে পছন্দ করে, একটা পরিকল্পনা করেছে ওকে নিয়ে।

মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত করল জেমস, সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে যত সব ফালতু চিন্তা ওকে বেচাল করতে চাইছে। আর হয়তো কয়েকটা সেকেন্ড, তারপরই প্রশান্তি ঘিরে ধরবে ওকে, দুঃসহ জ্বালা মিটে যাবে চিরতরে। কিন্তু

হারানোর ব্যথাটা সবসময়ই থেকে যাবে।

বাপের কাছে সরে এল রোজালিনা, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে। দুঃসহ উৎকণ্ঠা হচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে এই উদ্বেগ কখনও কাটবে না। দু'হাতে বার্থেজের বাহু জড়িয়ে ধরল ও। 'বাবা, আমি সহ্য করতে পারছি না। যদি কিছু হয়ে যায়···' কেঁপে গেল ওর গলা।

'প্রার্থনা কর্, মা,' মেয়েকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল বার্থেজ। নিজেও মনে মনে তাই করছে। 'আমরা এতগুলো লোক চাইছি যেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে ছেলেটা, এত লোকের প্রার্থনা বিফলে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনবেন প্রভু।' বুকে ক্রুশ আঁকল সে, তার নিজেরও অস্থির লাগছে। 'তাছাড়া···এত ধৈর্য ধরেছে ও, নিশ্চয়ই সফল হবে। পুরস্কারটা ওর পাওয়া উচিত।'

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে কেভিন লপার, আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে তার দাঁড়ানোর মধ্যে। ঝুঁকে এসেছে কিছুটা, হাতজোড়া পিস্তল ছুঁইছুঁই। পুরোপুরি প্রস্তুত সে, এবং ডুয়েলের পরিণতি সম্পর্কেও নিশ্চিত। জেমস অ্যালেন শক্তপাল্লা ঠিকই কিন্তু তাকে অনায়াসে হারানো যাবে। *বোকা আর কাকে বলে,* ভাবল লপার, *হাজার মাইল দূর থেকে মরতে এসেছে এখানে!*

সোজা হয়ে বুক উঁচিয়ে দাঁড়াল সে, তারপর দু'পা এগোল। নীরব হয়ে থাকা দর্শকরা ওর আচরণে হঠাৎ করে খাবি খেল মনে মনে। ওদের বিস্মিত দৃষ্টির পলক পড়ার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল লপারের হাতে। পরিচিত পিস্তলের বাঁটগুলোর স্পর্শ তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল। কোমর সমান তুলে ট্রিগার টিপল। সহসা বুকে কিছু একটা প্রচণ্ড আঘাত করতে হাত কেঁপে গেল। টলে উঠল তার শরীর, লপারের মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। দূরে দাঁড়ানো জেমস অ্যালেনের দেহেই কেবল তার দৃষ্টি, অন্য কিছু দেখছে না—অ্যালেনের শরীর কাঁপছে। আগুন ঝরল তার হাত থেকে। ফের টলে উঠল বন্দুকবাজের দেহ। চরম বিস্ময়ের সাথে টের পেল শূন্য অনুভূতি হচ্ছে মাথায়। জোর পাচ্ছে না হাতের মুঠিতে, পিস্তল ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। শেষবারের মত চেষ্টা করল পিস্তল তোলার, কিন্তু দশমণী পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছে ওগুলোকে। সীমাহীন ক্লান্তি গ্রাস করছে তাকে, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল এগিয়ে আসছে অ্যালেন। দৃঢ় পদক্ষেপ, একটুও টলছে না।

'তুমি কে, অ্যালেন?' নিচু, কাঁপা স্বরে জানতে চাইল লপার। 'আমি বিশ্বাস করি না সাধারণ একজন জেমস অ্যালেন আমাকে হারিয়ে দিতে পারে।'

'শুনে শান্তি পাবে?'

অসহায় দৃষ্টিতে জেমসকে দেখল লপার। এটা হতেই পারে না, ভাবছে সে, এভাবে হেরে যাবে সাধারণ এক লোকের কাছে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

'মেয়েটাকে মনে পড়ে, ইনগ্রস?'

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল সে, কিছু বলল না। মরার আগে তাকে শেষ মানসিক কষ্টটা দিতে চাইছে জেমস অ্যালেন, যেন জেনে যেতে পারে কেন, কোন্ কারণে মারা যাচ্ছে।

'এলিসনের নাম শুনেছ, ইনগ্রস? ফ্লিন্ট এলিসন আমার নাম।'

ইশ্‌শ্‌, আগে যদি জানত! হাহাকার উঠল লপারের সারা শরীর জুড়ে। ঘুণাক্ষরেও মেয়েটার গায়ে হাত দিত না সে, কিংবা আজ ডুয়েল লড়ত না। চরম ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ল তার শরীর। 'তুমিই জিতলে, এলিসন। আমার সান্ত্বনা সেরা একজনের কাছে হারলাম!' বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না মুখ দিয়ে। অন্ধকার চিরতরে গ্রাস করল তাকে।

কেভিন লপারের দেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, পকেট থেকে সিগার কেসটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল। ক্ষীণ হাসি ফুটল ওর মুখে, তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল লপারের ভূলুণ্ঠিত শরীরের ওপর। 'তোমার জিনিস তোমাকে ফেরত দিলাম, ইনগ্রস। ওটা এখন আর আমার কোন কাজে আসবে না।'

পরদিন বিকেল।

ক্যাফের ওপরের তলায় রোজালিনার কামরা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেমস অ্যালেন, ফ্লো মাউন্টেনের ওপর স্থির হয়ে আছে ওর চোখ। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকল, আসলে ভাবছে: *মেয়েটাকে কি করে বলা যায় কথাটা?*

একটু পর ঘুরে তাকাল সে। মেক্সিকান গোলাপ চেয়ে আছে। 'আমি তোমাকে কিছু কথা বলব।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রোজালিনা, মুখে কিছুই বলল না।

'তোমরা আমার সত্যিকার পরিচয়টা জানো না।'

'তোমার নাম জেমস এলিসন, এই তো? এরপরও যদি কিছু লুকানোর থাকেও, ওসব নিয়ে ভাবছি না। আমি তোমাকে বুঝতে পারি সেটাই তো বড় ব্যাপার, তাই না?'

'পুরোটা জানো না তুমি। জেমস ফ্লিন্ট এলিসন।' রোজালিনার দিকে তাকাল জেমস, বোঝার চেষ্টা করল নামটা মেয়েটির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

সামনে এসে দাঁড়াল রোজালিনা, গভীর দৃষ্টিতে দেখছে জেমসকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না সারা পশ্চিমে পরিচিত নামটার আলাদা কোন অর্থ আছে ওর কাছে। 'নামটা আমার কাছে ভাল লাগছে,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'আমার জীবনটা খুব অনিশ্চিত, রোজ। লপারের মতই হয়তো খুন হয়ে যাব কোন একদিন।'

'আমি একটা বোকা মেয়ে, জেমস। যুক্তি-টুক্তি কম বুঝি। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি, আমি ভুল করিনি এবং ঠকবও না। আমার মধ্যে কোন দ্বিধাও নেই।' একটু থামল ও, তারপর চঞ্চল চোখজোড়া স্থির হলো জেমসের চোখে। 'জেমস এলিসন, তোমার চোখ বলে দিচ্ছে তুমি আমাকে চাও, চাও না? তাহলে দ্বিধা করছ কেন?'

অসহায় দেখাল জেমসকে, কি বলতে চেয়েও মাথা নাড়ল। তারপর ঘুরে ফের জানালা গলে তাকাল বাইরে। 'কাল চলে যাব আমি। তিন বছর আগে বেরিয়ে পড়ার পর নিজের বাড়িতে আর যাওয়া হয়নি।'

'কাল সকালে গির্জায় যাব। লপারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ওটা আমি ভাঙতে

পারি না।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জেমস, বিস্ময় দু'চোখে। 'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক করেছি মায়ের বিয়ের গাউনটা পরব কাল। আর তুমি যদি বলো কোন স্টোর থেকে না হয় কিনে নেব একটা। লপারকে যখন কথা দিয়েছি বিয়ে করব, সেটা তো রাখতে হবে, তাই না?'

'বাজে বকছ, রোজ!' অস্ফুট স্বরে বলল জেমস, বিছানায় এসে বসেছে।

'আমি ভাবছি তুমি বিয়ে করতে রাজি হবে কি-না,' মিটিমিটি হাসছে রোজালিনা, জেমসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুই বাহু রাখল ওর কাঁধে। 'মজার ব্যাপার কি জানো তুমি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগেই আমি পণ করেছি তোমাকেই বিয়ে করব আগামীকাল। আর দেখো, লপারও তাতে সায় দিয়ে দিল কিভাবে! কাগজে কি লিখলাম পড়েও দেখল না সে। জেমস, আমি কি ভুল করেছি? আমি তোমার প্রিয় আরেকটা মোনা হতে চাই!'

উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে রোজালিনার কোমর বেষ্টন করল জেমস। 'খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি। লপার যদি পড়ে দেখত? তারপর কি হত···'

'অত কিছু ভেবে দেখিনি,' বাধা দিল রোজালিনা, উষ্ণ কামরার নীরবতা ছাপিয়ে উঠল ওর রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। 'জীবনে এমন করে আর কিছু চাইনি আমি, মনেপ্রাণে তোমাকে আশা করছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল লপারের বাড়িতে যাবে তুমি, কিন্তু দেরি দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল।'

'ছোট্ট একটা বাথান আছে আমার, রোজ। কোন রকমে চলে যায়। তোমার তাতে চলবে?'

দু'বাহু তুলে জেমসের গলা জড়িয়ে ধরল রোজালিনা। 'খুব চলবে, জেমস!' প্রবল আবেগে গলা বুজে আসছে ওর। 'কিন্তু আগে তোমাকে স্থির করতে হবে আমাকে মোনার মত ভালবাসবে কি-না।'

ওকে বুকে টেনে নিল জেমস।

প্রবল নির্ভরতায় তাকে আঁকড়ে ধরল রোজালিনা। *ফ্লিন্ট এলিসন? উঁহুঁ, ওর কাছে সে অহঙ্কারী একরোখা অপ্রতিভ জেমস অ্যালেন। নিষ্ঠুর কিন্তু নিজের স্ত্রীকে যে আর দশজনের চেয়ে বেশিই ভালবাসে।* রোজালিনার মনে হলো কালকের দিনটা হবে ওর জীবনের সবচেয়ে মধুর দিন। 'কাল যাবে তুমি?'

'না,' রোজালিনার মুখ তুলে ওর কপালে চুমো খেলো জেমস। 'তবে তার পরেরদিন। সাথে আমার বউকে নিয়ে যাব। আমার শূন্য বাথানটা পূর্ণতা পাবে এবার।'

***

ত্রাস

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

সেলুনে ঢোকার সময় পোস্টারটা দেখতে পেল সে। ব্যাটউইং দরজার একপাশে দেয়ালের সাথে সাঁটা, ইদানীং লাগানো হয়েছে। ল-অফিসের ওয়ান্টেড পোস্টারের মত হলদেটে বা মলিন নয় ওটা। বিষয়বস্তুও একটু ভিন্ন রকমের। থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, চোখ বুলাল লেখাগুলোয়। জেরেমি টাউন নামের শহরে একজন মার্শাল দরকার, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

শহরটার কথা সে শুনেছে। মাত্র কয়েকদিন হলো ওটার জন্ম। পাহাড়ে সোনার সন্ধান পেয়েছিল খেয়ালী এক প্রসপেক্টর, সেই থেকে কয়েকদিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে গেছে ওখানে—কেউ সোনার আশায়, কেউ ব্যবসা করতে; তাদের সাথে খারাপ কিছু লোকও জুটেছে। এরকম খনি-শহরে খারাপ লোকেরাই জুড়ে বসে। সোনা এমন এক জিনিস যা মানুষের বিবেককে দমিয়ে রাখে—লোভ, ঈর্ষা আর অপরাধের জন্ম দেয়।

আরও শুনেছে স্যামুয়েল কিনকেড, কার্ট রক্স, শেইন থমসন সহ বেশ কয়েকজন কুখ্যাত লোক জেরেমি টাউনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ওরা সেখানে বসতি করতে বা সৎ উদ্দেশে যাচ্ছে না, অ্যারিজোনার এদিকের খবর যেসব লোক কিছু না কিছু রাখে তারা সবাই জানে এ সত্যটি। কিনকেড বা রক্সের মত লোকদের কাছ থেকে সততা বা ভদ্রতা আশা করা যায় না। যেটা ওদের পছন্দ হয় আপসে না পেলে কেড়ে নেয়, খুন করতেও পিছ-পা হয় না। যেখানেই আইনের হাত দুর্বল সেখানে জুড়ে বসে ওরা, জবরদখল আর লুঠপাট শেষে নতুন কোন শহর বা জনপদের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটায়।

পোস্টারের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। জেরেমি টাউনের কি হলো বা না-হলো তাতে কিছুই আসে-যায় না ওর। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল আগন্তুক, অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল সারা ঘরে। একপাশে দীর্ঘ বারের পেছনে দু'জন বারকীপকে দেখতে পেল। ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো টেবিল-চেয়ার। দেয়ালের কোণে আয়না লাগানো, ইচ্ছে করলে সরাসরি না তাকিয়েও ঘরের যে কারও ওপর নজর রাখা যাবে। পাশে কাচের দেয়াল, লবিটা বার থেকে আলাদা করা। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ওখানে।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে চুলে আঙুল চালাল ও, বারের দিকে এগোল। লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে, সারা দিন চলার ফলে গলায় ধূলি আটকে খরখরে হয়ে আছে। চুপসে যাওয়া পেটের ব্যবস্থা করার আগে একটা ড্রিঙ্ক দরকার। গলাটা তাতে পরিষ্কার হবে। বারের সামনে টুলের সারির একটায় বসে হুইস্কির ফরমাশ দিল ও। ড্রিঙ্ক আসার পর চুমুক দিয়ে চারপাশে তাকাল আবার। একটা টেবিলে পোকার খেলা চলছে, কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে দু'জন লোক। দুটো ভিন্ন টেবিলে

বসে গলা ভেজাচ্ছে আরও পাঁচজন।

'অনেক দূর থেকে এসেছ বোধহয়?' হালকা সুরে জানতে চাইল এক বারকীপ।

মৃদু নড করল সে। হুইস্কিতে আগ্রহ বেশি।

'জেরেমি টাউনে যাচ্ছ নাকি?'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'দক্ষিণ থেকে এসেছ তুমি। হয় এখানে থাকছ অথবা সামনে এগোবে। বিগ বে-র পর ট্রেইল তো একটাই, আর সেটা জেরেমি টাউনে গেছে।'

'আমি আরও দূরে যাব, পাহাড় ছাড়িয়ে।'

'ওদিকে বসতি আছে? কখনও শুনিনি তো!'

শেষ চুমুক দিয়ে বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল আগন্তুক, পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে বিল মেটাল।

'নোটিশটা দেখেছ?' উঠতে যাবে এ সময়ে জানতে চাইল বারকীপ।

নড করল সে, চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে।

'এ পর্যন্ত তিনজন মার্শাল নিয়োগ করেছে ওরা। দু'রাতের বেশি টিকতে পারেনি কেউ। থমসনের দলবল যেখানে আছে সেখানে কোন মার্শাল টিকে থাকে কেমন করে? নরক-গুলজার অবস্থা শহরটার। সন্ধ্যার পর হাঙ্গামা, গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। শুনলাম কিনকেডও রওনা দিয়েছে।'

'হয়তো।'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো ভালই চালাতে পারো,' পিস্তলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বারকীপ। 'হয়তো ওখানে গেলে সমাদর পাবে।'

'আগ্রহ নেই,' বলে দরজার দিকে এগোল আগন্তুক।

পেছন থেকে ওকে দেখল বারকীপ, যুবকের নিস্পৃহ আচরণে অবাক হয়েছে। পশ্চিমে নতুন শহর যে কোন আগন্তুকের কাছে চ্যালেঞ্জ, ধাঁধা বিশেষ। বিগ বে থেকে জেরেমি টাউন তিন দিনের পথ, কিন্তু সব খবরই আসে এখানে। শহরটা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহলী এখানকার সবাই, এমনকি বিগ বে-র বাসিন্দা নয় এমন লোকও। অথচ বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি আগন্তুক।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দীর্ঘ কাঠামোর দিকে তাকাল বারকীপ—সুঠাম পেশীবহুল শরীর, হাঁটার মধ্যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। সবার আগে অবশ্য উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তলের ওপর নজর পড়বে যে কারও। আলাদা দরজা দিয়ে আগন্তুককে লবিতে ঢুকতে দেখল সে। নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে, কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। ওঅশ বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে একটা টেবিলে বসে পড়ল, ওয়েট্রেস আসতে খাবারের ফরমাশ দিল। খাওয়ার দিকে ওর মনোযোগ দেখে বারকীপ ধারণা করল লোকটা বেশ ক্ষুধার্ত ছিল। আয়েশ করে খাচ্ছে সে।

বাড়ি ফিরতে সবারই ভাল লাগে, ভাবছে আগন্তুক, তারও লাগছে। এবার অবশ্য দীর্ঘ সময় পর, প্রায় তিন বছর বাদে ফিরছে। শেষবার যখন এসেছিল, এই শহরটা ছিল একেবারে নতুন। কয়েকটা জীর্ণ শ্যাক, একটা সেলুন আর স্টোর ছিল শুরুতে। তিন বছরে বেশ বড় হয়ে উঠেছে বিগ বে। লোকের সমাগমও

ঘটেছে।

টেবিলের ওপর ছাইদানিতে সিগারেট গুঁজে রাখার সময় দরজার দিকে ফিরে তাকাল সে, চল্লিশোর্ধ্ব এক লোক আর একটা মেয়ে ঢুকছে। পরনের কাপড়ে ধুলোর ছাপ, দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার কারণে চোখে-মুখে ক্লান্তি। কিছুটা অধৈর্য দেখাচ্ছে লোকটিকে, চোখে অস্থির দৃষ্টি। হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল মেয়েটির উল্টোদিকে। তারপর ওয়েট্রেস কাছে যেতে খাবারের ফরমাশ দিল।

মেয়েটির দিকে তাকাল আগন্তুক। দ্বিতীয়বার তাকানোর মত মেয়ে বটে! রূপ উপচে পড়ছে না তবে কমনীয় সৌন্দর্যের স্ফুরণ ঘটেছে ওর মধ্যে। রঙজ্বলা মসৃণ ত্বক। লম্বা, আকর্ষণীয় ফিগার। বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওকে, হয়তো যাত্রার ক্লান্তির কারণে; কিংবা এতগুলো পুরুষের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ায়, আয়ত নীল দুই চোখে অপ্রতিভ দৃষ্টি দেখে তাই মনে হলো আগন্তুকের।

এ এলাকায় নতুন এসেছে ওরা, একরকম নিশ্চিত সে। হয়তো জেরেমি টাউনই ওদের গন্তব্য।

ওয়েট্রেস পাশ দিয়ে যেতে আরেক কাপ কফির ফরমাশ দিল সে। কফি আসার পর চুমুক দিল, তারপর দরজায় চোখ পড়তে ক্ষীণ সতর্কতার ছাপ পড়ল ওর মুখে। যে লোকটা ঢুকছে তাকে চেনে, জেসি ওয়েন। লম্বা তাগড়া শরীর পাকানো দড়ির মতই মজবুত, পেশীবহুল। উরুর হোলস্টারে চকচকে বাঁটের জোড়া পিস্তল। লম্বা আঙুলগুলো সবসময় কোমরের কাছে থাকছে, এমনকি হাঁটার সময়েও। পিস্তলে দারুণ চালু জেসি ওয়েনের হাত, বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করতে সক্ষম। নিশানাও নিপুণ। হাঁটার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। বেপরোয়া এবং উদ্ধত একটা ভাব আছে ওয়েনের মধ্যে, সহজে বোঝা যায় না। কাউকে পরোয়া করে না এ লোক। কারণও আছে। অ্যারিজোনার এ প্রান্তে প্রথম সারির বন্দুকবাজ হিসেবে তার খ্যাতি।

জেসি ওয়েন এখানে এসেছে কেন, প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছে ওকে। জেরেমি টাউনে যাবে? এটাই স্বাভাবিক। চেহারা-সুরতে অবশ্য ওকে সাধারণ লোক বলে মনে হয়, কেউ ধরতে পারবে না বহু অপরাধের হোতা সে। সুদর্শন, বাকপটু; আচরণ আর পোশাকে ভদ্রলোক। স্বার্থ ছাড়া কোথাও যায় না সে, এবং এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, ওয়েনকে যুবতী আর মাঝবয়সী লোকটার সঙ্গে যোগ দিতে দেখে ভাবল আগন্তুক। দেয়ালের আয়না থেকে চোখ সরিয়ে নিল ও। ওয়েন এদের কি ক্ষতি বা উপকার করল তাতে কিছুই আসে-যায় না ওর।

তবে এটা ঠিক, নিজের এলাকা ছেড়ে বহু দূর চলে এসেছে ওয়েন, এবং সচরাচর বড়সড় কোন লাভের আশায় থাকলে এতটা পথ পাড়ি দেয় সে। *তাতে তোমার কি?* নিজেকে শাসন করল আগন্তুক, *শুধু শুধু অন্যের ব্যাপার নিয়ে ভাবছ।* কারণটা নিজেই আবিষ্কার করল, আসলে বয়স্ক ভদ্রলোক আর ওই মেয়েটি যে ওয়েনের অসহায় শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। হলফ করে বলতে পারবে এদের দুর্বলতার সুযোগ নেবে ওয়েন, হয়তো মেয়েটাকে পটিয়ে ফেলবে, কিংবা…*গোল্লায় যাক জেসি ওয়েন!*

লম্বা চুমুক দিয়ে কফি শেষ করল সে, তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল।

পোর্চে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে রাস্তার দিকে তাকাল ও। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দুপুর। দীর্ঘ রাস্তার কোথাও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় বেরিয়ে অযথা কে-ই বা গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রোদে সিদ্ধ হতে চায়! হিচিং রেইলে বাঁধা গ্রুলার দিকে এগোল আগন্তুক, লাগাম ছাড়িয়ে স্যাডলে চেপে বসল। হ্যাটের কার্নিস আরও নিচে নামিয়ে দিয়ে চোখ আর কপালকে রোদের আঁচ থেকে আড়াল করল সে, তারপর চওড়া বিধ্বস্ত রাস্তা ধরে পশ্চিমে এগোল। গুটি কয়েক দালান চোখে পড়ছে এদিকে, বেশিরভাগই আবাসিক বাড়ি। একটা গলির মুখে এসে পড়তে চোখে পড়ল ব্যাপারটা। অন্তত ছয়টা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার একপাশে, আশপাশে বেশ কিছু লোক দেখা যাচ্ছে, বাচ্চা আর মহিলাও আছে। অপেক্ষা করছে ওরা। হয়তো জেরেমি টাউনে যাচ্ছে এ দলটাও, ভাবল সে।

'এই, ড্যান, দাঁড়াও!' পেছন থেকে চেঁচাল কেউ।

ঘোড়ার রাশ টানল ও, পেছনে ঘুরল।

বিশালদেহী এক লোক দৌড়ে আসছে। কাছে আসার পর দেখা গেল রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে, নিঃশ্বাসের সাথে ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। ঝকঝকে সাদা দাঁতের সবগুলো বেরিয়ে পড়ল হাসির সাথে। 'কি খবর, ড্যান?'

নড করে 'ভাল' বোঝাতে চাইল আগন্তুক, নির্বিকার মুখে দেখল লোকটিকে। থলথলে মুখ, সর্বত্র চর্বির আধিক্য। লম্বায় ছয় ফুট হবে, চওড়ায়ও তেমনি। বিশালদেহী হ্যান্স কোবার্নকে চেনে সে। মন্টানার সোনা ব্যবসায়ী। হাসলে সুদর্শন দেখায় ওকে, ধূসর চোখ জোড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি।

'জেরেমিতে যাচ্ছি, বড়সড় একটা চালান আছে,' নিজ থেকে বলল ব্যবসায়ী। 'তোমাকে পেয়ে ভালই হলো। কে জানত যার খোঁজে দুনিয়া তোলপাড় করতে বাকি রেখেছি বিগ বে-তে এসে তাকেই পেয়ে যাব! আমার চিঠি পাওনি?'

মাথা নাড়ল ড্যান। 'গত দু'মাস চলার মধ্যে আছি।'

'অ। আর আমি কিনা ভেবেছি প্রস্তাবটা তোমার পছন্দ হয়নি।' পায়ের ভর বদল করল সে। 'এসো, আমার বাগিতে চলো, একসাথে পান করা যাক। বহু দিন পর দেখা হলো।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ড্যানকে দেখল সে, যুবকের মধ্যে কোন আগ্রহ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। 'তাছাড়া···আমরা বোধহয় ব্যবসা নিয়েও আলাপ করতে পারি, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'ওসব নিয়ে ভাবছি না আমি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ও।

'রসো! না শুনেই খেপে যাচ্ছ কেন? আমি তো তোমাকে প্রস্তাব দেইনি এখনও। আগে তো আমার বাগিতে দশটা মিনিট কাটিয়ে যাও। মেরী আছে।' ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

খানিক কি যেন ভাবল ড্যান, তারপর স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়ার লাগাম হাতে সোনা ব্যবসায়ীর পেছন পেছন এগোল। ষাট গজ দূরে প্রথম বাগিটাই হ্যান্স কোবার্নের। ওটার পেছনে এসে মিসেসকে ডাকল সে। পাটাতনে উঠে পর্দা সরিয়ে আহ্বান করল ড্যানকে।

বাগির দেয়ালের আঙটার সঙ্গে ঘোড়াকে পিকেট করল ড্যান, তারপর ওপরে উঠে এল। ভেতরে অপরিসর জায়গা, কিন্তু তাতেই সংসার গুছিয়ে নিয়েছে ওরা।

দরকারী জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখা, টুকিটাকি ছাড়াও একটা স্টোভ রয়েছে এক কোণে; মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল, পাশে দুটো চেয়ার। মিসেস কোবার্নকে ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টুপি খুলে নড করল ও। ক্ষীণ হাসল মহিলা, স্বামীর মতই স্বাস্থ্যবতী। হাসিখুশি।

'অনেকদিন পর, তাই না, ড্যান?'

'তোমাদের ওদিকে যাওয়া হয়নি ইদানীং,' মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাখ্যা দিল সে।

'আসলে ইচ্ছে হয়নি তোমার,' চাপা স্বরে অভিযোগ করল মেরী কোবার্ন। কোণের অপরিসর জায়গায় থালা-বাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একটু পর দুটো থালায় আপেল-পাই পরিবেশন করল।

'জেরেমিতে যাচ্ছ?' জানতে চাইল ড্যান।

চামচে করে অনেকটা পাই মুখে পুরেছে কোবার্ন, সেই অবস্থায় মাথা ঝাঁকাল। ঢোক গিলে খাবার চালান করে দিল পাকস্থলীতে, তারপর বলল, 'চালানটা বেশ বড়সড়, প্রায় দুই লাখ ডলারের সোনা,' থেমে হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল সে, খেই ধরল এরপর: 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো লুঠ করার চেষ্টা করবে কেউ। কাউন্টির সব খারাপ লোক গিয়ে জড়ো হয়েছে জেরেমি টাউনে···থমসন, কিনকেড, রক্স তো আছেই, শুনেছি নেইল ডেভিসও আস্তানা গেড়েছে শহরের আশপাশে। জানোই তো এমন সুযোগ কখনও ছাড়ে না ও। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু উত্তর না পেয়ে ভাবলাম ইচ্ছে নেই তোমার।'

শূন্য থালা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সোনা ব্যবসায়ীর দিকে তাকাল ড্যান, আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই ওর মুখে, একেবারেই নির্বিকার দেখাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে দমে গেল হ্যান্স কোবার্ন, ভেবেছিল ওর বিপদের কথা শুনে কিছুটা হলেও নরম হবে সে।

'টাকা ছড়ালে যোগ্য লোকের অভাব হয় না,' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল ড্যান।

'যোগ্য লোক? কিন্তু ড্যান, শুধু যোগ্য লোক হলে তো চলবে না, তাকে একইসঙ্গে বিশ্বস্তও হতে হবে। দুই লাখ ডলার চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তোমার উত্তর না পেয়ে মন্টানা থেকে দু'জনকে ভাড়া করেছি, কিন্তু ওই যে বললাম, ওদের ওপর আস্থা বা বিশ্বাস কোনটাই রাখতে পারছি না।

'তোমাকে পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। ড্যানি লসন স্টেজগার্ডের দায়িত্বে থাকবে জানলে স্টেজ লুঠ করার আগে হাজারবার চিন্তা করবে রক্স বা কিনকেডরা। কিন্তু কি আর করা!' অসহায় একটা ভঙ্গি করল সোনা ব্যবসায়ী, উঠে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো কাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করল। পানীয় ঢেলে অফার করল লসনকে।'ব্যস্ত না থাকলে আমার কাজটা নিতে পারো, ড্যান। ফী নিয়ে তোমার সঙ্গে কখনও দু'কথা হয়নি আমার। যোগ্য লোকের কদর বুঝি আমি, সমাদরও করি।'

হুইস্কিতে চুমুক দিল ড্যানি লসন। 'কিছুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছি এসব, হ্যান্স। ঝামেলা বেশি এ কাজে।'

'দুঃসংবাদ, অন্তত আমার জন্যে,' বিরস মুখে মন্তব্য করল কোবার্ন।

'জেরেমি টাউন তেতে আছে এখন। মেরীকে নিয়ে ওখানে যাওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না তোমার।'

'আমি এমনিতেই যেতাম। মেরী জেদ ধরল ও-ও আসবে, অগত্যা···' কাঁধ উঁচিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'বরাবরই সাহস বেশি ওর। এমনকি আমার চেয়েও।'

'তবুও···শহরটার পরিস্থিতি ভাল নয়। এটা অবশ্য শোনা কথা।'

'বাদ দাও, যা হওয়ার হবে! তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'ওদিকেই।'

'তাহলে একসঙ্গেই যেতে পারি আমরা?'

'উঁহুঁ, তোমাদের বোধহয় আরও দেরি হবে।'

'কাল সকালে রওনা দিচ্ছি আমরা। একদিন বিশ্রাম নেব এখানে।'

'ওরা কারা?' বাইরের ওয়্যাগন সারির দিকে ইঙ্গিত করল লসন।

'বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে, বেশিরভাগই আনাড়ি লোক। কয়েকজন আছে পশ্চিমে একেবারে নতুন। সবাইকে গাইড করছে জেসি ওয়েন। আর লোক পেল না ওরা! স্বীকার করছি এরকম একটা রাইডের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর, তবে ওকে বিশ্বাস করা কঠিন, এটাই হচ্ছে যত চিন্তার ব্যাপার।'

নীরবে হুইস্কিতে চুমুক দিল লসন।

'লারকিন হাঁদাটা ওর যুবতী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। বোকা আর কাকে বলে! এমন জায়গায় কেউ অমন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যায়? সোনার স্বপ্নে বিভোর, জেরেমি টাউনে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বস্তায় বস্তায় সোনা তুলবে! আরে বাবা, তোমার জন্যে কেউ বাকি রেখেছে কিছু? শহরের চৌহদ্দিতে যত জায়গা ছিল সবই ক্লেইম করে ফেলেছে লোকজন। জবরদখলের কয়েকটা ঘটনাও ঘটেছে। ব্যাটাকে বুড়ো আঙুল দেখাবে জেসি ওয়েন। এরই মধ্যে মেয়েটার পেছনে লেগেছে হারামজাদা!'

'যার সমস্যা তাকেই ভাবতে দাও,' মৃদু অসন্তোষ প্রকাশ করল মেরী। 'তোমার নিজেরই কম নেই এ মুহূর্তে।'

'ওদের জন্যে করুণা হচ্ছে। লারকিন আর ওর মেয়ে দু'জনেই পশ্চিমে নতুন। ওয়েন ওদের সর্বনাশ করে ছাড়লে একটুও অবাক হব না।'

'তুমি শুধু সমালোচনাই করছ,' অভিযোগ করল মেরী। 'পারলে ওদের সাহায্য করো, নইলে মুখ বন্ধ রাখো।'

'এদের সাথে ভিড়লে কিভাবে?' প্রসঙ্গ পাল্টাল লসন।

'ভেবে দেখলাম লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, কখন কোন্ বিপদ আসে তার ঠিক আছে? সাথে লোকজন থাকলে মন্দ হয় না। এই দলটা তখন রেডরক থেকে রওনা দিচ্ছিল, ভিড়ে গেলাম ওদের সঙ্গে। এ জন্যে অবশ্য ওয়েনকে বিশ ডলার ফী দিতে হবে।'

মিসেস কোবার্নকে নড করে উঠে দাঁড়াল ড্যানি লসন, ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রথমেই খেয়াল করল পেছনের ওয়্যাগনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে দু'জন। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওকে দেখল লোকগুলো, ওর পিস্তলের

ওপর নজর আটকে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ে দিল।

'এরা?' জানতে চাইল লসন।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ী, আনমনে মাথা ঝাঁকাল। 'বিশ্বাস করা যায় এমন লোক পাওয়া কঠিন, ড্যান।'

'তারমানে তুমি নিজেই ওদের বিশ্বাস করছ না?'

'একবিন্দুও না।'

'ওখানে কি প্রচুর সোনা পাওয়া গেছে?'

'বিস্তর। এতবড় খনির কথা আমি কখনও শুনিনি।'

'এবং ঝামেলাও বেশি হবে,' মন্তব্য করল ও।

'দয়া করে প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে?' অনুরোধ করল কোবার্ন।

মাথায় টুপি চাপাল লসন, গ্রুলার বাঁধন খোলার সময় ফিরে তাকাল। সোনা ব্যবসায়ীর চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসল, দেখা হওয়ার পর থেকে মানুষটাকে এই প্রথম হাসতে দেখছে হ্যান্স কোবার্ন। 'তেমন কোন প্রস্তাব কি দিয়েছ আমাকে?'

'না, সরাসরি কোন প্রস্তাব দেইনি। তবে কাজটা কি, আর আমি কি চাই তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ।'

'অন্য কেউ হলে সাফ না করে দিতাম,' ওয়্যাগনের দরজায় এসে দাঁড়ানো মেরী কোবার্নের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল ও। 'তবে তোমার কথা আলাদা। হয়তো ভেবে দেখব···তোমার চালান কবে রওনা দিচ্ছে?'

'পাঁচ দিন পর।'

'হয়তো জেরেমিতে দেখা হবে আবার,' স্যাডলে চাপার সময় বলল লসন। হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে এগোনোর নির্দেশ দিল। গলি ধরে এগোল গ্রুলাটা।

পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল স্বামী-স্ত্রী। মূল রাস্তায় উঠে ডানে মোড় নিতে আড়ালে পড়ে গেল ড্যানি লসনের অবয়ব। পাশ ফিরে ক্রুদের দিকে তাকাল ব্যবসায়ী।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল এক ক্রু।

'ওকে চেনার দরকার নেই তোমার,' বিরক্ত স্বরে বলল হ্যান্স কোবার্ন। 'নিজের চরকায় তেল দাও, বিল! আর এখানে বসে না থেকে ঘুরে-ফিরে খানিকটা খোঁজ-খবর নিলেও পারো। হয়তো পরে কাজে লাগতে পারে এমন কোন তথ্য পেয়ে যাবে।'

'সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে না,' চাঁছাছোলা স্বরে উত্তর দিল বিল নামের ক্রু। 'নিজের কাজ আমরা ভালই বুঝি। অযথা জ্ঞান দিতে এসো না। মি. কোবার্ন, জেরেমি টাউনে পৌঁছানোর পর আমাদের কাজ শুরু হবে। আপাতত আমরা বেকার। বুঝতে পারছ?'

'হয়তো তখন আর তোমাদের কাউকে প্রয়োজন হবে না আমার।'

'কি বললে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল অন্যজন, অবাক হয়েছে।

'তেমন কিছু না। বলেছি তোমাদের কাজ-কারবার পছন্দ হচ্ছে না আমার।

ঠিক করেছি জেরেমিতে গিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। তখন হয়তো তোমাদের বিদায়ও করে দিতে পারি। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, পাওনা ঠিকই পাবে।'

শীতল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বিল নিকোল। 'এ কাজটা করতে পারবে না তুমি।'

'আমার যা ইচ্ছে করব, তোমাদের কি!'

'বেশ তো। চুক্তি অনুযায়ী টাকা পেলেই আমরা খুশি,' বলল অন্যজন।

'পাবে।'

'তুমি কি ওকে ভাড়া করার কথা ভাবছ নাকি?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল বিল।

'করলেই বা তোমার অসুবিধে কি?'

'আমাদের চেয়ে টাফ লোক নাকি, তোমার ভাব-চক্করে মনে হচ্ছে কেউকাটা কেউ?' তাচ্ছিল্যের সাথে জানতে চাইল সে।

'শুনে রাখো, বিল, ও হচ্ছে ড্যানি লসন। ভাল করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও কথাটা—তোমার মত বিল নিকোলদের পাত্তা দেয় না ওই লোক।'

থমকে গেল বিল নিকোল, সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। আনমনে একটা কাঁধ উঁচাল সে, তারপর সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষল। 'হতে পারে। তবে আগাম সবকিছু বলা যায় কি? কে বলতে পারে ওখানে মরতে যাচ্ছে না সে?'

প্রশ্নটা দ্বিধায় ফেলে দিল সোনা ব্যবসায়ীকে। কি যেন ভাবল সে, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'স্বপ্ন দেখছ নাকি, বিল? ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে আরও কয়েকজনের সাহায্য হয়তো দরকার পড়বে তোমার।'

'কে জানে উল্টোটাও তো হতে পারে!'

নিকোলের উষ্মায় ভ্রূক্ষেপ করল না হ্যান্স কোবার্ন। ঘুরে ওয়্যাগনের ভেতরে ঢুকে পড়তে গিয়ে রাস্তায় চোখ পড়ল তার। দেখল ফিরে আসছে লারকিনরা, সঙ্গে জেসি ওয়েন। দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে দেখল কোবার্ন। মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটছে ওয়েন। সমানে মুখ চলছে তার।

'তুমি বোধহয় ক্লান্ত, ম্যা'ম,' ওয়্যাগনের কাছে আসতে বলল ওয়েন। 'বিশ্রাম নাও। কোন দরকার হলে আমাকে একটা খবর দিয়ো শুধু, ঝটপট চলে আসব। তোমাদের সাথাইকে জেরেমিতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন নিশ্চিন্তে আমার ওপর নির্ভর করতে পারো।'

'ধন্যবাদ, মি. ওয়েন,' বলে ওয়্যাগনের ভেতর ঢুকে পড়ল মেয়েটি।

নির্বিকার মুখে চারপাশে উৎসুক লোকদের দেখল জেসি ওয়েন, ক্ষণিকের জন্যে বিল নিকোল আর ওর সঙ্গীর ওপর থমকে গেল দৃষ্টি, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে হ্যান্স কোবার্নের দিকে ফিরল। বিড়বিড় করে উইশ করল সে। ঘুরে ফিরতি পথে শহরের মূল অংশের দিকে এগোল।

ভেতরে ঢুকে পর্দা নামিয়ে দিল হ্যান্স কোবার্ন। চুলোয় কি যেন বসিয়েছে মেরী। স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'হারামজাদার ভাব দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়াতে ওর চেয়ে ভদ্রলোক বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই,' তপ্ত স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল সোনা ব্যবসায়ী। 'আরে, শয়তান, তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি!'

'সবাইকে সতর্ক করা তোমার দায়িত্ব, হ্যান্স।'

'অন্তত একশো মাইল পাড়ি দিয়েছে ওরা, কোন ঝামেলা বা অঘটন ঘটেনি। সবার আস্থা অর্জন করেছে ওয়েন। ওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাকে বিশ্বাস করবে না কেউ, ভাববে অযথাই ওর সমালোচনা করছি।'

'ড্যান কি কাজটা নেবে?'

'বোঝা যাচ্ছে না,' চিন্তিত দেখাল কোবার্নকে। 'ওর মতি-গতি বোঝা কঠিন। কি ভেবে যে কি করে বসে তার ঠিক নেই। ভাবছি জেরেমি টাউনে কেন যাচ্ছে ও। খুনে-বদমাশে ভর্তি হয়ে গেছে শহরটা। ওখানে ওর কোন কাজ থাকতে পারে না।'

'কেন, ওয়্যাগনের লোকগুলো সবাই কি খারাপ?'

'আমি তা বোঝাতে চাইনি। ড্যানি লসন এমন এক মানুষ কিনকেড বা রক্সদের সাথে যার কখনও মিল খায় না। আলাদা পথের মানুষ ও। বরং ওই খুনী লোকগুলোর বিপক্ষেই ওকে ভাল মানায়। আরেকটা পক্ষ আমরা, নিরীহ কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। এদের নিয়ে যত বিপদ, নিজেদের চামড়া বাঁচাতে জানি না, আর এ জন্যেই আমাদের ওপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় কিনকেডরা।'

'ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তুমি বোধহয় লারকিনদের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'বাদ দাও ওদের কথা। তোমার নিজের ঝামেলা কি কম?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সোনা ব্যবসায়ী। সোনার চালান, জেরেমি টাউনের ভবিষ্যৎ, নিজের ব্যবসা···দুশ্চিন্তার হাজারটা বিষয়! বিল নিকোল আর ওর সঙ্গীকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে পারছে না, অথচ হাতের কাছে বিশ্বস্ত এবং যোগ্য তেমন কাউকে পায়নি। সোনার পরিমাণ বেশি হওয়ায় দুশ্চিন্তাও বেড়েছে ওর। নিরাপদে মন্টানায় পৌঁছবে তো সাপ্লাই, নাকি পথে লুঠ হয়ে যাবে? ড্যানি লসন গার্ডের দায়িত্বে থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করত ও। আগেও কোবার্নের হয়ে কাজ করেছে সে, ছোটখাট কিছু ঝামেলা হলেও প্রতিবারই গন্তব্যে পৌঁছেছে সাপ্লাই।

বাগির বাইরে বেরিয়ে এল সে। সন্ধে পর্যন্ত কয়েকটা সেলুন আর বারে ঘোরাঘুরি করে কাটাল। লোকজনের কথা শুনে, আলাপ করে বোঝার চেষ্টা করল সাপ্লাইটা সম্পর্কে কি ভাবছে এরা। কিন্তু বিফল হতে হলো ওকে, সোনার চালান নয় বরং জেরেমি টাউনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগ্রহী সবাই।

বাগিতে ফিরে এসে অবাক হলো ও, দেখল মেরীর সাথে আলাপ করছে লারকিনের মেয়েটা।

স্বামীর সঙ্গে অতিথির পরিচয় করিয়ে দিল মেরী কোবার্ন।

উঠে দাঁড়িয়ে নড করল জুলিয়া লারকিন, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল সোনা ব্যবসায়ীর দিকে।

'বোসো, প্লীজ, ম্যা'ম,' অনুরোধ করল হ্যান্স কোবার্ন।

'ধন্যবাদ।'

'একা থাকতে খারাপ লাগছিল ওর,' স্বামীর উদ্দেশে ব্যাখ্যা দিল মেরী, তারপর জুলিয়ার দিকে ফিরল। 'এখন থেকে যখন ইচ্ছে চলে আসবে, বুঝেছ,

জুলি?'

নড করল মেয়েটি। 'আমি এলে হয়তো তোমার কাজের ক্ষতি হবে।'

'নাহ্, তোমার সঙ্গ পেলে বরং ভালই লাগবে। হ্যান্স তো বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে। সময় কাটানো আমার জন্যেও সমস্যা।'

'পশ্চিমে এই প্রথম এসেছ তোমরা?' জানতে চাইল কোবার্ন।

'বাবা আগেও একবার এসেছিল। আমি কিন্তু একেবারে নতুন।'

'কেমন লাগছে? তোমাদের সনোরার পরিবেশ কিংবা জীবনযাত্রার চেয়ে এখানকার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা।'

'অন্তত খারাপ লাগছে না,' ক্লিষ্ট হেসে বলল জুলিয়া, ওর চোখের গভীরে দ্বিধা দেখে বোঝা গেল এ ব্যাপারে নিজেও নিশ্চিত নয়। 'বিভিন্ন ধরনের মানুষ, এদের বোঝা কঠিন। সব জায়গায় রুক্ষতার ছোঁয়া। কিন্তু এর মধ্যেও কি যেন একটা আছে। পরিশ্রমী মানুষ দেখতে ভাল লাগে আমার।'

মেরী কফি পরিবেশন করতে কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল ওরা। আরও দু'একটা সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া, ধন্যবাদ জানাল দম্পতিকে। তারপর বাগি থেকে নেমে পড়ল।

'চলো, তোমাকে এগিয়ে দেই,' বলে নেমে এল কোবার্ন।

'মাত্র তো কয়েক গজ পথ। আমি একাই যেতে পারব।'

'নিশ্চয়ই পারবে। তবুও···তোমাকে এগিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

দুটো ওয়্যাগন পেরিয়ে পরেরটার সামনে এসে থামল জুলিয়া। 'ধন্যবাদ, মি. কোবার্ন,' বলল ও। 'ভেতরে এলে খুশি হব।'

'অন্য কোন দিন।' হেসে ফিরতি পথ ধরল সোনা ব্যবসায়ী।

পরদিন সকালে জেরেমি টাউনের উদ্দেশে যাত্রা করল দলটা। একটা মাসট্যাঙে চড়ে গাইড করছে জেসি ওয়েন। রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ছয়টা ওয়্যাগন। ক্রমশ শ্লথ হয়ে এল গতি, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এগোতে হচ্ছে। সামনে ধূসর প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে ট্রেইল, সবুজের চিহ্ন তাতে কমই। দিগন্তের শেষ প্রান্তে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে সুউচ্চ জারকান মাউন্টেন্সের অবয়ব। কাছে মনে হলেও যথেষ্ট দূরে ওটা।

দিনের শেষে মাইল দশ এগোনোর পর যখন একটা শুকিয়ে যাওয়া ক্রীকের কাছে ক্যাম্প করল ক্লান্ত লোকগুলো, তখনও ওদের কাছে মনে হলো সারা দিনে একটুও এগোয়নি। জারকান পাহাড়শ্রেণীকে একই রকম লাগছে। আকারে হয়তো কিছুটা বড় দেখাচ্ছে এখন, কিন্তু খালি চোখে দেখে বোঝা কঠিন ঠিক কতটা দূরত্বে আছে। তবে এরা সবাই জানে পাহাড়ের কাছাকাছি তাদের গন্তব্য। জারকান মাউন্টেন্সের শুরুতেই গড়ে উঠেছে সোনার শহর জেরেমি টাউন।

তবে হতাশ হলো না কেউ। ছয় দিন আগে যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে মন্টানা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ওরা, তা বিলীন বা ম্লান হয়ে যায়নি; বরং আরও উজ্জ্বল হয়েছে, যেহেতু জানে দু'দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে স্বপ্নের শহরে। সেখানে যে

অনেক অনিশ্চয়তা আর কঠিন কিছু সময় অপেক্ষা করছে তা ভাবেনি কেউ, কারও মাথায়ও আসেনি। প্রতি রাতের মতই তারাজ্বলা আকাশ বা ওয়্যাগনের ভেতরকার গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সোনা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘুমিয়ে পড়ল লোকগুলো।

তবে কয়েকজনের ভবিষ্যৎ ভাবনা একটু ভিন্ন, তাদের মধ্যে জেসি ওয়েন একজন।

দুই

দু'দিন পর রৌদ্রোজ্জ্বল এক দুপুরে জেরেমি টাউনে পৌঁছল দলটা।

পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে শহরটা। একপাশে পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী মাইল খানেক দূরে উজানে গিয়ে পড়েছে, দুই তীরে গড়ে উঠেছে জীর্ণ শ্যাক আর তাড়াহুড়ো করে তৈরি কিছু কেবিন। ক্লেইমগুলো নদীর আশপাশে। সবার আগে অবশ্য কয়েক মানুষ সমান উঁচু কয়েকটা উইন্ডমিল চোখে পড়ল ওয়্যাগন যাত্রীদের।

দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে গুটি কয়েক দালান, কেবিন আর তাঁবু। চুন-সুরকির ব্যবহার দূরে থাক, আসলে কোনটাই মজবুত করে তৈরি হয়নি। এখানকার বাসিন্দারা যেন জানে অনিশ্চয়তায় ভরা প্রতিটি দিনের মতই খোদ জেরেমি টাউনের অস্তিত্বও অনিশ্চয়তা আর কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন; ঠিক সোনার মত–কবে কোন্ ক্লেইমে কতটুকু সোনা পাওয়া যাবে আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। তাই অল্প আয়াসে, দ্রুততার সাথে তৈরি হয়েছে বাড়িগুলো। সর্বত্র অযত্ন আর অবহেলার ছাপ। ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা ওয়্যাগন চোখে পড়ল, দালান বা কেবিন তৈরির ঝামেলায় না গিয়ে ওগুলোকে অস্থায়ী দোকান-কাম-আবাস হিসেবে ব্যবহার করছে কেউ কেউ। সব মিলিয়ে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আসা লোকগুলো অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, অন্তত দু'শো লোকের সমাগম ঘটেছে এখানে।

ব্যাপারটা খানিক ভড়কে দিল ওদের। কেউই ভাবেনি এখানে এসে এরকম এলাহী কাণ্ড দেখতে পাবে; কিংবা শীতল অভ্যর্থনার কথাও তাদের মাথায় আসেনি, যেটা আগে আসা লোকগুলোর চোখে দেখতে পেল তারা, এবং সাথে কিছু তাচ্ছিল্যও। ট্রেইলের ধূলি উড়িয়ে প্রথম ওয়্যাগনটা যখন সিড হ্যামারটনের জেনারেল স্টোরের সামনে থামল ততক্ষণে উৎসুক কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে আশপাশে। কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষায় থাকল ওরা। সবার সামনে থাকা জেসি ওয়েনের ক্লান্ত মুখে প্রসন্ন হাসি, স্যাডল ত্যাগ করার ঝামেলায় গেল না সে, থেমে যাওয়া প্রথম ওয়্যাগনের পাশে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। তারপর মাসট্যাঙের মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে ফিরল, মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল সে, একে একে থামল সব ওয়্যাগন। বাতাসে ওড়া ধুলোর অত্যাচার এড়াতে একপাশে সরে

এল ওয়েন। হ্যাট চালিয়ে উড়ন্ত ধুলো সরিয়ে দিল, তারপর পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করল। সিগার ধরানোর ফাঁকে আড়চোখে একবার দেখে নিল কৌতূহলী জেরেমিবাসীদের।

শেষ লোকটি নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়েন। 'আমার সাথে এসো সবাই, জরুরী কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। ওখানে,' হাত উঁচিয়ে জেনারেল স্টোরের পাশের সেলুনটা দেখাল সে। 'এই শহরে আমাদের সফল আগমন উপলক্ষে পান করব সবাই, আর···' স্মিত হাসল সে। 'আমাদের দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলব।'

তাকে অনুসরণ করে এগোল কয়েকজন পুরুষ, ওয়েনের পেছন পেছন সেলুনে ঢুকে পড়ল।

কামারের দোকানের পোর্চে দাঁড়িয়ে ছিল এক তরুণ আর বয়স্ক এক লোক। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে এতক্ষণকার নাটক দেখছিল ওরা। অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়ের ভর বদল করল তরুণ, সঙ্গীর দিকে ফিরে নিচু কণ্ঠে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল: 'লোকটা কে, টিম? ভাব-চক্কর দেখে মনে হচ্ছে শহরটা যেন ওর!'

'জেসি ওয়েন,' সংক্ষেপে জানাল টিম কার্টিস।

'অ, মন্টানার সেই রকবাজ? বুঝলাম!' উষ্মা প্রকাশ পেল তরুণের কণ্ঠে। 'কিন্তু সঙ্গে এত লোক নিয়ে এসেছে কেন তা তো বুঝতে পারলাম না।'

'বেশি বোঝার চেষ্টা কোরো না, বব। জেসি ওয়েনের ব্যাপারে আগ্রহী না হলে আখেরে তোমারই লাভ হবে। মুখ বুজে দেখে যাও, নিজ থেকে কিছু জানতে চেয়ো না, ওর উদ্দেশ্য ঠিকই জেনে যাবে একসময়।'

'কিন্তু এই লোকগুলো?'

'আর সবার মতই সোনার লোভে এসেছে ওরা।'

ওয়্যাগনের দিকে তাকিয়ে আছে রবার্ট অ্যালেন। জুলিয়া লারকিনকে দেখে চরম বিস্ময় বোধ করল, চোখ সরাতে পারছে না। 'আরে, টিম! দেখো, একটা গোলাপও এসে জুটেছে দেখছি!' চাপা স্বরে বলল সে।

'বব, তোমার ছোঁকছোঁক করার অভ্যেসটা বাদ দাও তো!' বিরক্ত হয়ে বলল কার্টিস। 'নইলে শেষে পস্তাবে। ও হয়তো এমন কারও বউ বা মেয়ে যার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে তোমার বুক কেঁপে উঠবে।'

'সবকিছুতে খারাপ দিকটা আগে ভাবো তুমি,' খানিকটা বিষণ্ন সুরে অভিযোগ করল তরুণ। 'এবং ভয় ধরিয়ে দেয়ার মত কথা বলো শুধু!'

'তোমার চেয়ে অনেক দেখেছি, বাছা। সামান্য একটা ভুল বা মুহূর্তের খেয়ালের জন্যে বহু লোককে মরতে দেখেছি আমি।'

'উফ্, তোমার মাস্টারগিরি যে কবে বন্ধ হবে!'

'নাক-কান বুজে শুনে নাও, তোমার এখন শেখার বয়স, বাছা।'

'আমি ভাবছি কিনকেড বা রক্সের কি প্রতিক্রিয়া হবে।'

ওয়্যাগনের আশপাশে অপেক্ষায় থাকা লোকজনকে দেখছে কার্টিস। তাদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে অভ্যস্ত হাতে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল, তারপর নখে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার তো মনে হয় খুশিই হবে ওরা।'

'কেন?'

'এখানে এমন লোকই চায় ওরা—নিরীহ, আনাড়ি এবং পশ্চিমে নতুন। জোর করতে গেলে বাধা দেওয়ার সাহস করবে না, কিংবা প্রতিরোধও করতে পারবে না। তাতে সহজ হয়ে যাবে ওদের কাজ।'

এদিকে সেলুনের ভেতরে, ততক্ষণে ছয়জন পুরুষের উদ্দেশে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছে জেসি ওয়েন। 'আশা করি এখানে কোন ঝামেলায় জড়াবে না কেউ,' শেষে উপসংহার টানল সে, 'যার যার পছন্দ মত জায়গা বেছে নিয়ে ক্লেইম করতে পারো। তবে ভুলেও অন্যের ক্লেইমে যেয়ো না, কেউই সেটা পছন্দ করবে না। এখানে কিছু অর্জন করতে হলে তা শ্রম দিয়েই করতে হবে, এমনকি সোনা তোলার কাজটাও। নদীর কাছে গিয়ে দেখো, বেগার খাটছে ওরা। সারা দিনে হয়তো এক আউন্স সোনাও তুলতে পারেনি, কিন্তু পরদিন ঠিকই নতুন উদ্যমে শুরু করছে আবার। যাক্‌গে, এবার বিদায়ের পালা, আশা করি আমার পাওনা মেটাতে আপত্তি নেই কারও?' থেমে হুইস্কিতে চুমুক দিল জেসি ওয়েন, গ্লাসের কিনারার ওপর দিয়ে সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে নিরীখ করল।

'একটা কথা, জেসি,' উঠে দাঁড়াল মাঝবয়সী এক লোক। 'তুমিই বলেছ এখানে আসার পর ভাগ্য ফিরে যাবে আমাদের, কারণ জেরেমি টাউনে প্রচুর সোনা আছে। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি আগেই ক্লেইমের দখল নিয়ে বসে আছে বহু লোক।'

'এমন কোন কথা কি সত্যিই বলেছি?' সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করল ওয়েন, সযত্নে বিরক্তি আর অসন্তোষ চেপে রেখেছে। 'আমি তোমাদের স্বপ্ন দেখাইনি, বন্ধুরা, তোমরা নির্জেরাই দেখেছ। আমি শুধু এখানে নিয়ে এসেছি তোমাদের। বিনিময়ে কিছু ডলার পাওনা হয়েছে আমার।' লোকটির মুখে চাপা অসন্তোষ দেখে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হলো সে। 'দেখো, মি. ক্যামেরন, আমি বলেছি এখানে সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে। খবরটা তোমরা আগেই পেয়েছ, কিন্তু নিশ্চিত হয়েছ আমার কথায়। সোনা কি এখানে নেই, তাহলে এতগুলো লোক পড়ে আছে কেন? সোনা তোলার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাকে দাওনি?'

আনমনে মাথা নাড়ল ক্যামেরন, চাহনিতে অনিশ্চয়তা ঝরে পড়ছে। টেবিলের ওপর রাখা হুইস্কির গ্লাস তুলে চুমুক দিল সে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বাইরে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের দেখল, তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলে রাখল।

পাওনা টাকা বুঝে নিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল ওয়েন। 'আশা করি আমাকে আর দরকার হবে না তোমাদের। তবুও, কয়েকটা দিন থাকব এখানে। প্রয়োজন হলে বারকীপের কাছে খোঁজ কোরো, খবর পেয়ে যাব আমি। তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।'

সল্লার পানীয়ের দাম মিটিয়ে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল জেসি ওয়েন। খানিকটা নিরাশ হয়ে বসে থাকল লোকগুলো, কেবল হ্যান্স কোবার্ন ছাড়া। কৌতূহলী চোখে অন্যদের দেখছে সে।

কিছুটা হলেও হতোদ্যম হয়ে পড়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকগুলো। এদের অনেকেই আকাশ-পাতাল ভেবে এসেছে এতদিন, অথচ তিক্ত বাস্তব আঁচ করতে

পারছে এখন। সবার আগে যে কাজটি তাদের করা উচিত, ভাবল হ্যান্স কোবার্ন, নিরাপদ একটা আশ্রয় খোঁজা উচিত; কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। অবশ্য কিছুক্ষণ পরই হতাশা কেটে যাবে, আশপাশে প্রচুর খালি জায়গা আছে, ক্লেইম করার পাশাপাশি নদীর তীরে যে কোন জায়গায় রাতটাও কাটিয়ে দিতে পারবে। যেমন কেটেছে গত কয়েকদিন।

হুইস্কি শেষ করে উঠে দাঁড়াল সোনা ব্যবসায়ী। প্রচুর কাজ পড়ে আছে তার—জেফরি হ্যালার্ডকে খুঁজে বের করতে হবে, জরুরী কিছু আলাপ প্রথমেই সেরে ফেলা দরকার; হাতে সময় মাত্র দু'দিন। ক্রুদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং···ড্যানি লসনের খোঁজ করতে হবে, হয়তো এখানেই আছে সে। আশা ছাড়তে রাজি নয় কোবার্ন।

বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সারা শহরের ওপর চোখ বুলাল ও। সর্বত্র অযত্নের ছাপ, সবকিছুই বড় তাড়াহুড়োর সঙ্গে করা হচ্ছে। রাস্তার ওপাশে একটা স্টোরের দেয়াল দাঁড় করাচ্ছে বাপ-বেটা, খোলা দোকানে পসরা সাজিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আরেকজন। পাবলিক স্টেবলে কেবল কয়েকটা খোলা স্ট্রি চোখে পড়ল। ল-অফিসটা একেবারে শেষপ্রান্তে, মাটি আর ইটের আলগা একটা কাঠামো বলা উচিত। পাশে নামকাওয়াস্তে কোর্ট হাউস। নাহ্, জেরেমি টাউনের বয়স দুই মাস হয়েছে ঠিকই, ভাবল ও, কিন্তু একবিন্দু এগোয়নি শহরটা। শুরুতে যেমন ছিল, তারচেয়ে খারাপ হয়েছে অবস্থা। পরিকল্পনা বা যত্নের ছাপ নেই কোথাও।

রাস্তায় নেমে হ্যাটের ব্রিম আরও নামিয়ে দিল হ্যান্স কোবার্ন, চোখ কুঁচকে তাকাল ওয়্যাগন সারির দিকে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গল্প করছে নতুন আসা লোকগুলো, মাঝে মধ্যে ইতি-উতি তাকাচ্ছে। নিজের বাগির কাছে পৌঁছতে দেখল ওর দিকেই এগিয়ে আসছে পিট লারকিন।

'কোবার্ন, তুমি তো আগেও এখানে এসেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সে, অপেক্ষায় থাকল।

'তুমি কি উইলিয়াম লারকিনকে চেনো? এখানে একটা ক্লেইম আছে বিলের। ওর কাছেই এসেছি আমরা।'

'ঠিক বলতে পারব না, মাইনারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই আমার।' কোবার্ন খেয়াল করল উত্তরটা অপ্রতিভ করে তুলেছে লারকিনকে। 'তবে আমার অফিসে গেলে হয়তো খোঁজ পেতে পারো। মাইনারদের কাছ থেকে সোনা কেনে আমার কেরানি, ও হয়তো চিনতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

বাগির আসনে চড়ল কোবার্ন। চাবুক চালিয়ে ঘোড়া দুটোকে এগোতে বাধ্য করল, সকাল থেকে টানা ছুটেছে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পশুগুলো। পিছু পিছু আসছে লারকিনদের ওয়্যাগন। ধীরে ধীরে শহরে প্রবেশ করল ওরা। খানিক এগিয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে পাশের গলিতে ঢুকল, বিশ গজ দূরে একটা দালানের সামনে এসে থামল। চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শীর্ণদেহী এক লোক। টুপি খুলে হিচিং রেইলের প্রান্তে ঝুলিয়ে রাখল সে, তারপর দ্রুত এগিয়ে এল।

'কেমন চলছে এদিকে, টড?' জানতে চাইল কোবার্ন, বাগি থেকে নেমে পড়েছে।

'ভাল, মি. কোবার্ন।'

'সব ঠিকঠাক আছে তো?'

হেসে ওকে আশ্বস্ত করল টড মার্টিন।

'ও পিট লারকিন,' লারকিনকে দেখিয়ে বলল সোনা ব্যবসায়ী। 'আর লারকিন, এ হচ্ছে আমার ম্যানেজার–টড মার্টিন।'

হাত মেলাল দু'জন।

মেরী আর জুলিয়া সহ অফিসে এসে বসল ওরা। সামনের বড়সড় ঘরটা অফিস-রুম, পেছনের একটা কামরা নিজের কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করে মার্টিন; আরেকটা কামরা খালি পড়ে থাকে, তবে গোছানো। জেরেমি টাউনে এলে এখানেই থাকে হ্যান্স কোবার্ন।

জুলিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মেরী।

'টড, তুমি বোধহয় সাহায্য করতে পারবে ওকে,' গদি-মোড়া একটা চেয়ারে বসে বলল কোবার্ন। 'উইলিয়াম লারকিন নামে কেউ ক্লেইম করেছে?'

'করেছে।'

লারকিনের চোখে এবার খুশি দেখা গেল। সশব্দে হাঁপ ছাড়ল সে, তারপর বসে পড়ল একটা চেয়ারে। 'বলতে পারবে ঠিক কোথায় ওর ক্লেইম?'

'নদীর একেবারে শেষ মাথায়, জেফরি হ্যালার্ডের পর ওর ক্লেইমটাই সবচেয়ে বড়। সোনাও তুলছে প্রচুর।'

'ধন্যবাদ। এবার বোধহয় যেতে পারি আমরা।' উঠে দাঁড়াল পিট লারকিন।

'বোসো, কফি খেয়ে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল সোনা ব্যবসায়ী। লারকিন দ্বিমত না করে বসে পড়ল চেয়ারে। কফির আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টড মার্টিন।

মিনিট বিশ পর বিদায় নিয়ে ওয়্যাগনে চড়ল বাপ-বেটি। গলি ধরে চলে এল শহরের শেষ মাথায়। খানিকটা খোলা জায়গার পর ঢালের শুরু হয়েছে কয়েকশো গজ দূরে। ওয়্যাগনের চাকা আর ঘোড়ার খুরের গভীর দাগ পড়েছে ধূলিধূসর ট্রেইলে। দূর থেকে মাইনিং এলাকার ওপর চোখ বুলাল পিট লারকিন। শ্যাকগুলোর ধারে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নদী বা পাহাড়ের কাছে ব্যস্ত সবাই, মাটি খুঁড়ছে অথবা নদীর তীরে লোহার তৈরি সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়ে মাটি মেশানো সোনা ছেঁকে তুলছে।

চালকের আসনে, বাপের পাশে বসেছে জুলিয়া। অবাক হয়ে লোকজনের ব্যস্ততা দেখছে ও। অযথা সময় নষ্ট করছে না কেউ, হয়তো উৎসুক হয়ে একনজর দেখছে ওদের, তারপরই নিজের কাজে মনোযোগ দিচ্ছে। অথচ তিনশো গজ দূরে শহরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন–সেলুন বা বাড়ির পোর্চে দাঁড়িয়ে থেকে অলস সময় কাটাচ্ছে বেশিরভাগ লোক; ব্যস্ততা নেই সেখানে, নেই কোন প্রাণচাঞ্চল্য।

কি যেন ভাবছে পিট লারকিন, হয়তো বহু বছর পর ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার পর কেমন লাগবে, ছোট ভাইকে কেমন দেখবে তা-ই তার চিন্তার বিষয়। চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাচ্ছে সে, ধারণা করার চেষ্টা করছে ঠিক কোন্‌টা বিল

লারকিনের ক্লেইম। 'শেষপর্যন্ত আমরা এসেই পড়লাম, তাই না?' হালকা সুরে বলল সে।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। বাপের অতিরিক্ত আগ্রহ পছন্দ করতে পারছে না, এমনকি পশ্চিমে আসার ব্যাপারটাও সহজে মেনে নিতে পারেনি। বিল লারকিন সম্পর্কে ধারণা নেই ওর, জানে না লোকটি কেমন। ছেলেবেলায় দেখেছিল, ওর যখন নয়-দশ বছর। মানুষটা বাউণ্ডুলে ছিল বলে বাড়িতে খুব কমই থাকত, তার বেশিরভাগ সময় কেটেছে পশ্চিমে। মাঝে মধ্যে ফিরে যেত সনোরায়, দু'একদিন থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে হাওয়া হয়ে যেত আবার। ভাইয়ের ভবঘুরে স্বভাব পছন্দ করত না বিল লারকিন, এবং সেটা প্রকাশ করতেও দ্বিধা ছিল না তার। এ নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ার পরিণতিতে অভিমান করে বাড়ি ছেড়েছিল বিল, আর ফিরে যায়নি। তারপর বহু দিন তার কোন সংবাদ পায়নি ওরা, কেবল মাসখানেক আগের চিঠিটা ছাড়া–হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে সে, এবং পিটকে পশ্চিমে আসার অনুরোধ করেছে।

চিঠি পেয়ে ভাইয়ের ওপর সমস্ত অভিমান এবং আত্মমর্যাদা, সবই ভুলে গিয়েছিল পিট লারকিন। পনেরো দিনের মধ্যে রওনা দেয় ওরা। জুলিয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবু আসতে হলো। কারও দয়ায় বেঁচে থাকাকে ঘৃণা করে ও। সেজন্যে বাপের ওপর কিছুটা হলেও অসন্তুষ্ট। পিট লারকিনের আগ্রহ কোথায় ভাল করেই জানে ও, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে সে কেবল বড়লোক হওয়ার আশায়। ভাইয়ের অনুগ্রহে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবে!

'বিল খুব অবাক হবে,' নীরবতা ভাঙল লারকিন।

'কেন?'

'এই যে এতদিন পর আবার দেখা। কত বদলে গেছি আমরা সবাই, তোকে দেখেছে সেই ছোট্ট অবস্থায়।'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে!'

তর্ক করল না লারকিন।

বাঁক ঘুরে দক্ষিণে এগোল ওয়্যাগন। টড মার্টিনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিল লারকিনের ক্লেইম কাছাকাছি হওয়ার কথা। নদীর ধারে ছোট্ট একটা কেবিন দেখা যাচ্ছে। আশপাশে কেউ নেই, পাহাড়ের কোলে গজিয়ে ওঠা বুনো ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া। কাঁটাতার দিয়ে বেষ্টিত সীমারেখার ভেতরে একটা সাইনবোর্ড, সেটার লেখা অনুযায়ী এই জমিতে বিল লারকিনের মালিকানা প্রকাশ পাচ্ছে।

কাঁটাতারের ফাঁক গলে এগোল ওয়্যাগন। পঞ্চাশ গজ রাস্তা পেরিয়ে কেবিনের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। নদীর পাড়ে দীর্ঘকায় এক লোককে দেখতে পেল পিট লারকিন। হাতে, কাপড়ের এখানে-সেখানে কাদা লেগে আছে। হ্যাটটা স্ট্র্যাপের সাহায্যে পিঠে ঝোলানো। ঘেমে সারা, গায়ের সাথে লেপ্টে আছে শার্ট। কোমরের হোলস্টারে পিস্তলের নল উঁকি দিচ্ছে। প্রথমে শীতল নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকালেও পরে আগন্তুকদের চিনতে পেরে প্রাণের সঞ্চার হলো লোকটার চোখে। হাসি-মুখে এগিয়ে এল সে।

'আরে, পিট যে!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল সে। 'সত্যি এসে পড়েছ তাহলে!'

লাফিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল পিট লারকিন, ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। হাত মিলিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। 'এই বয়সেও দেখছি তাগড়া জোয়ানই রয়ে গেছ তুমি, বিল!' স্মিত হেসে বলল বড় ভাই।

'এখানে আরামে জীবন কাটানো যায় না, পিট। আসলে তেমন কোন সুযোগই নেই। যাকেই পাবে, দেখবে প্রচুর পরিশ্রম করছে।' জুলিয়ার দিকে ফিরল সে এবার, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নিরীখ করল ওকে; ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। 'আরিব্বাপ্‌স্, তুমি দেখছি পুরোপুরি লেডি হয়ে গেছ, জুলি!' এগিয়ে এসে জুলিয়াকে ওয়্যাগন থেকে নামতে সাহায্য করল সে। তারপর আচমকা জড়িয়ে ধরল ওকে, সস্নেহে চুমো খেল কপালে। সরে গেলেও ওকে ছাড়ল না বিল লারকিন, দুই কাঁধ ধরে রেখে ফের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল, মিটিমিটি হাসি লেগে আছে ঠোঁটের কোণে; শেষে জুলিয়ার মুখে স্থির হলো দৃষ্টি। 'বেশ লম্বাও হয়েছ দেখছি, আর···সুন্দরী!'

লজ্জা পেল জুলিয়া। 'কেমন আছ তুমি?'

'দারুণ!' ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল বিল লারকিন, কাপড়ে লেগে থাকা কাদার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল। 'এ মুহূর্তে নিশ্চয়ই সঙের মত দেখাচ্ছে আমাকে? দাঁড়াও, এক মিনিট, ধুয়ে আসছি!' নদীর দিকে এগোল সে, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এল মিনিট কয়েক পর। 'এসো, ভেতরে এসে বোসো,' বলে কেবিনের দিকে এগোল।

ঘণ্টাখানেক পর খেতে বসল ওরা।

'জুলি এসেছে, এটা আমার জন্যে সুখবর,' সহাস্যে বলল বিল লারকিন। 'নিজের রান্না খেতে খেতে অরুচিতে ধরে গেছে। খাওয়ার ব্যাপারে এখন থেকে চিন্তা করতে হবে না আর।'

'তুমি এখানে এলে কিভাবে?' জানতে চাইল বড় ভাই।

'সে অনেক লম্বা গল্প, অবসরে একদিন বলা যাবে,' কৌশলে এড়িয়ে গেল সে, চুরুট ধরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল বড় ভাইয়ের দিকে, আড়চোখে পলকের জন্যে দেখল জুলিয়াকে। 'ভাবছি তোমাদের এখানে এনে ভুল করলাম নাকি।'

'কেন?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল পিট।

'একেকটা দিন যা হচ্ছে এখানে! মারপিট বা গোলাগুলি লেগেই থাকে।'

'তেমন কিছুই তো দেখলাম না।'

'দেখবে, সন্ধে হলেই টের পাবে।'

জেফরি হ্যালার্ডের ইদানীং প্রায়ই মনে হয় এখানে আসাটাই দারুণ ভুল হয়েছে। কিন্তু সোনা আবিষ্কার করার সময় ও কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছে যে হলদেটে উজ্জ্বল ধাতুটা শেষপর্যন্ত আসলে বহু লোকের সর্বনাশ ডেকে আনবে?

পাহাড়ের কোলে নিজের ক্লেইমে, কেবিনের পোর্চে পায়চারি করছে সে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ঢালের নিচে শহরের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ক'দিন হলো? বড়জোর দুই মাস, ভাবছে হ্যালার্ড, অথচ কত দ্রুত বদলে গেছে সবকিছু। শুরুতে

ওরা যখন এসেছিল, কিছুই ছিল না এখানে। সুনসান নীরবতা, নির্জন প্রেয়ারি, আকাশছোঁয়া জারকান মাউন্টেন্‌সের সুবিশাল অবয়ব আর পাহাড় থেকে উড়ে আসা শীতল বাতাসই ছিল ওদের প্রথম ক'দিনের সঙ্গী। তারপর একে একে আসতে শুরু করল সবাই। চোখের নিমেষে গড়ে উঠল শহরটা। লোকজন দেখে প্রথমে খুশি হয়েছিল ওরা, ভুলেও ভাবেনি শেষে এত ঝামেলা হবে।

নতুন এক জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল ওরা—জ্যাক ক্লেটন, জো হারপার, জেরেমি শেভলিন আর সে। কিন্তু জেরেমি শেভলিন সেই স্বপ্নের দেখা পায়নি। জোন্স সিটি থেকে রওনা দেয়ার দ্বিতীয় দিনেই অমঙ্গলের সূচনা হয়েছিল, সাপ্লাই আনতে গিয়ে বিগ বে শহরের এক রকবাজের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে শেভলিন। চারজনের জায়গায় তিনজন হয়ে যায় তারা। বন্ধুর মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। পিছু পিছু চলে এসেছে ধান্ধাবাজ কিছু লোক।

ভাল লোকের চেয়ে খারাপ লোকই বেশি এসেছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই কারও, পরোয়াও করছে না কেউ, শহরের বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। এ পর্যন্ত ছয়জন মার্শাল নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। প্রতিদিনই দু'একটা খুন হচ্ছে। বেপরোয়া লোকগুলোকে আইন শেখাবে কে, সেই দৃঢ়তা কারও নেই। ওর বন্ধুদের মতে বিগ থমসন, কার্ট রক্স বা স্যামুয়েল কিনকেডের মত লোকদের আইনের পথ দেখিয়ে দিতে হয়, গায়ের জোরে অথবা পিস্তলের নলে সেটা শেখাতে হয়।

জেফরি হ্যালার্ড তা মানতে রাজি নয়। ওর ধারণা কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে এখানকার জীবনযাত্রা। খুন-জখমের ঘটনা কমে যাবে, ধীরে হলেও শান্ত হয়ে যাবে জেরেমি টাউন। ধারণাটা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে জো হারপার। অন্যদের মত শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত না হলেও সে-ও স্বীকার করে শুরুতেই জেরেমি টাউনের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না। পশ্চিমের উঠতি অনেক শহর এভাবেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

সন্ধের অন্ধকার তখন বিছিয়ে পড়ছে সমস্ত চরাচরে। আগুন জ্বেলে রান্নার আয়োজন করছে জ্যাক ক্লেটন, অন্যরা শুয়ে-বসে অলস সময় পার করছে। কেবিনের পোর্চে দাঁড়িয়ে ছিল জো হারপার। আবছা অন্ধকারে দূরে গাঢ় চারটে ছায়া দেখতে পেল সে। চোখ কুঁচকে ঘোড়সওয়ারদের চেনার চেষ্টা করল। সবার সামনে বিশালদেহী এক লোক, বলিহারি স্বাস্থ্য আর তোবড়ানো মেক্সিক্যান হ্যাটই চিনিয়ে দিচ্ছে 'বিগ' শেইন থমসনকে।

'জেফ, জ্যাক!' চাপা স্বরে বন্ধুদের ডাকল সে। 'শহরের অতিথিরা এদিকে আসছে বোধহয়।'

কেবিনের দরজায় উঁকি দিল জ্যাক ক্লেটন। নির্বিকার মুখে আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের দেখল সে, অকথ্য খিস্তি করল। 'হারামজাদারা এখানে কোন ঝামেলা করতে চাইলে বুলেট দিয়ে ওদের খায়েশ মিটিয়ে দেব!'

'ভেতরে থাকো তোমরা,' শান্ত স্বরে বলল হারপার। হাতে একটা উইনচেস্টার ওর, এমন ভাবে ধরা যাতে প্রয়োজন পড়া মাত্র ব্যবহার করতে পারে। 'আমিই ওদের সঙ্গে কথা বলব। রাইফেলে থমসনের বুক নিশানা করে

রেখো। বেতাল কিছু করলে ব্যাটার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ো।'

'এটা আমাদের ক্লেইম, ওর কিছু করার নেই এখানে!' যুক্তি দেখাল হ্যালার্ড।

'ওর হয়তো ভিন্ন মত থাকতে পারে,' দলটার ওপর চোখ রেখে বলল হারপার। ওদের ক্লেইমে ঢুকে পড়েছে থমসনের বাহিনী।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওরা। বিশ হাত দূরে এসে থামল। বাতাসে ওড়া ধুলো থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে।

'ব্যস, আর এগোতে হবে না!' বিশালদেহীর ঘোড়া আগে বাড়তে শুরু করায় হাত উঁচিয়ে নিষেধ করল হারপার। 'যথেষ্ট হয়েছে। কাউকে খুঁজছ, থমসন?'

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল সে, কিন্তু স্থির জো হারপারের চাহনি। তা দেখে মুচকি হাসল শেইন থমসন, হারপারের হাতে রাইফেল দেখে ভুরু কোঁচকাল, এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সত্যিই ভয় পেয়েছে। 'ক্যাম্প করার জন্যে চমৎকার জায়গা, তাই না?' গা ছেড়ে দেয়া অলস ভঙ্গিতে সঙ্গীদের উদ্দেশে জানতে চাইল সে। 'নিউ টাউনের মত নোংরা বা বাজে জায়গা নয় এটা। কি বলো, বাছারা?'

সঙ্গে সঙ্গে সায় জানাল ওর তিন সঙ্গী।

'এ জায়গার ক্লেইম করা হয়ে গেছে, থমসন!' দৃঢ় স্বরে বলল জো হারপার।

'বাহ্, তাতে কি! আমরা তো শুধু ক্যাম্প করার মত একটা জায়গা চাইছি।'

মাথা নাড়ল হারপার, সামান্য হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর মুখে। 'প্লেসভিলের কথা তুমি ভুলতে পারো, থমসন, কিন্তু আমি ভুলিনি। নিরীহ এক লোকের ক্লেইমে ক্যাম্প করার অনুমতি চেয়েছিলে তুমি। অনুমতিও পেয়েছিলে। অথচ পরদিন সকালে দেখা গেল সেই লোক নেই। তুমি বললে সবকিছু তোমার কাছে বেচে দিয়ে চলে গেছে সে। ...আমি সেখানে ছিলাম, থমসন, ওই লোকের কবর নিজ হাতে খুঁড়েছি।'

রেগে গেল থমসন। 'এরকম বানানো গল্প যদি আরেকবার বলো তবে গুলি খাবে!'

'এইমাত্রই তো বললাম। কি করবে?' এক পা পিছু হটে রাইফেলের হ্যামার টানল জো হারপার। 'কেটে পড়ো, থমসন, ঈশ্বরের দোহাই, ট্রিগারে বেশিক্ষণ থাকলেই আমার আঙুল চুলকাতে শুরু করে!'

'আরে দূর! এত অস্থির হচ্ছ কেন?' পরিস্থিতি নাজুক দেখে সুর পাল্টাল সে। 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি, শহরের পরিস্থিতি যা হয়েছে...'

'তোমাকে এখানে ডাকেনি কেউ!' চাঁছাছোলা স্বরে বাধা দিল হারপার।

গা জ্বালানো হাসি থমসনের মুখে। 'সবসময় ডাকা লাগে না। নিজের গরজে এসেছি আমি।'

'কি বলতে চাও? তাড়াতাড়ি বলে কেটে পড়ো।'

হেসে পকেটে হাত ঢোকাল থমসন। দুমড়ানো একটা সিগার বের করে সময় নিয়ে ধরাল, এই ফাঁকে কেবিন আর আশপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। বোঝার চেষ্টা করল কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। 'জায়গাটা অনেক বড়, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সোনা তুলছ তোমরা,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হালকা চালে বলল সে।

'তাতে তোমার কি?'

'অনেক কিছু। বিশাল একটা জায়গার দখল নিয়েছ অথচ আমরা কোন জায়গা পাচ্ছি না, এটা কি ঠিক হলো?'

'পেছনে, নদীর ওপারে,' কাঁধের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে ইশারা করল হারপার। 'অনেক জায়গা আছে ওখানে। ইচ্ছেমত বেছে নাও।'

'কিন্তু এটাই যে আমার পছন্দ।'

'তাই নাকি? কিন্তু কিছুই করার নেই তোমার, থমসন। আমাদের আগে এলে হয়তো জায়গাটা তোমারই হত।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বিগ থমসন। সিগার ফুঁকছে। তারপর হাসল সে, স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। 'এক কাজ করা যাক, তোমাদের ক্লেইমের কিছু অংশ না হয় ছেড়ে দাও আমাদের। ছোট একটা অংশ হলেই চলবে। বিনিময়ে ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছি আমি।'

'রাজি নই আমি।'

তাকিয়ে থাকল শেইন থমসন, সামনে দাঁড়ানো লোকটির দৃঢ়তা বোঝার চেষ্টা করছে। 'হয়তো ভুল করছ তুমি। পরে পস্তাবে এমন কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল।'

'সে আমি বুঝব!' অধৈর্য স্বরে বলে উঠল হারপার। 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা। আমার লোকেরা,' পেছনে আঙুল উঁচিয়ে অন্যদের দেখাল সে। 'সোনা তোলায় সাহায্য করতে পারে তোমাদের। বিনিময়ে...'

'তোমার সাথে চুক্তি?' স্মিত হেসে তাকে থামিয়ে দিল হারপার। 'এরচেয়ে একটা কেউটের সাথে চুক্তি করাও অনেক ভাল।'

'ইচ্ছে করলেই ক্লেইমটা দখল করে নিতে পারি আমরা। খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে প্রস্তাব নিয়ে আসতাম না!'

'হয়তো, তবে তোমার কথায় আস্থা রাখতে পারছি না। শোনো, থমসন, দুই মিনিট সময় দিলাম। ক্লেইম ছেড়ে কেটে পড়ো। সময় শেষ হলে সরাসরি তোমার বুক সই করে গুলি করব আমি।'

অবজ্ঞার হাসি দেখা গেল থমসনের মুখে। 'বুঝে-শুনে বলছ তো?'

'তুমি কতটা বুঝেছ, থমসন, তোমার বুকের দিকে একটা রাইফেলের নল তাকিয়ে আছে, এটা যদি দেখতে পেতে নিশ্চয়ই হাসি মুখে কথা বলতে পারতে না এতক্ষণ?'

'হয়তো ধাপ্পা দিচ্ছ না,' ম্লান হলো না থমসনের হাসি, আড়চোখে কেবিনের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে, এবার না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব আমরা। তখন...পরিস্থিতি যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে, ভদ্র ভাষায় প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না। মার্শালের অফিসটা কিন্তু খালি পড়ে আছে।'

'তাতে কি?'

'নতুন একজনকে নিয়োগ করছ না কেন? আচ্ছা, জেফরি হ্যালার্ড কি নেই

এখানে? ওকে একটা পরামর্শ দিতাম! লুকাস শাটনকে মার্শাল বানিয়েছিল ও। আমার বিরুদ্ধে ড্র করতে চেয়েছিল সে…'

'ওকে খুন করেছ তুমি!'

টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে দুঃখসূচক শব্দ করল থমসন। 'বেচারা! একটু আনন্দ-ফূর্তি করছিলাম আমরা, আর ও কিনা বাধ সাধল। সামান্য কথা কাটাকাটি হতেই পিস্তলে হাত দিল। এ অবস্থায় কি করতে পারতাম আমি? …যাক্‌গে, আমার প্রস্তাবটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, তোমাদের ক্লেইমের চতুর্থ অংশের জন্যে এক হাজার ডলার দেব।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! ওটার দাম মিলিয়ন ডলার।'

'হয়তো, হয়তো না। তাছাড়া, কাউকে যদি মারা পড়তে হয় তার কাছে এক হাজার আর মিলিয়ন ডলারের তফাৎ কি!'

জো হারপার কিছু বলার আগেই কেবিনের ভেতরে হ্যামার টানার গম্ভীর শব্দ শোনা গেল, অখণ্ড নীরবতায় বেশ জোরাল শোনাল শব্দটা। 'যথেষ্ট হয়েছে, থমসন!' জ্যাক ক্লেটনের অধৈর্য কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'তোমার প্রস্তাব নিশ্চয়ই পেশ করা হয়েছে? বেশ, এবার মার্শালের কবরের পাশে আরেকটা কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করার আগেই চলে যাও এখান থেকে!'

শব্দ করে হাসল শেইন থমসন, টুপির কিনারা উঁচিয়ে নড করল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল। তাকে অনুসরণ করল অন্যরা।

কেবিন থেকে বেরিয়ে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াল হ্যালার্ড, চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'অবস্থা ভাল ঠেকছে না, জো,' ম্লান কণ্ঠে বলল শহর কমিটির চেয়ারম্যান। 'লোকগুলোর সাহস দেখো, জবরদখল করার জন্যে এখানে চলে এসেছে!'

'এটাই স্বাভাবিক, জেফ। শহরে ওদের জন্যে কোন আকর্ষণ আর নেই এখন। লোভে পেয়েছে ওদের। অল্প কয়েক ডলারে খায়েশ মিটছে না। যে কোন একটা ক্লেইম দখল করতে পারলে অল্প সময়ে বড়লোক হয়ে যাবে।'

'সেটা যে সহজ হবে না তা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে?' খানিকটা সন্তুষ্টির সুর সাবেক স্কুল-মাস্টারের কণ্ঠে।

'কিন্তু তোমার মত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি। থমসন আসলে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়ে গেল, গোলমাল করার জন্যে আসেনি। যখন আসবে ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'তোমার ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে।'

'উঁহুঁ,' পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল হারপার। 'এই একটা ব্যাপারে তোমার ঘাটতি আছে, জেফ। এ লোকগুলোকে তুমি চেনো না। এদের সাথে কখনও চলাফেরা করোনি, তাই জানো না কতটা খারাপ হতে পারে ওরা। কিন্তু আমি চিনি, জানি ঠিক কি করতে পারে ওরা।'

'কি করবে?'

'আপাতত কিছুই করবে না থমসন। নিজের খায়েশের কথা জানিয়ে গেছে, অপেক্ষা করবে এখন। বোধহয় সোনার সাপ্লাইটা হাতানোর তালে আছে ও। ওটা হাত করতে পারলে ক্লেইমের কথা হয়তো ভুলেই যাবে। খনিতে বেগার খেটে

কামাই করার চেয়ে মুফতে দুই লাখ ডলারের সোনা, একেবারে তৈরি অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছে, লোভনীয় নয়? এ তল্লাটে যত আউট-ল আছে সবাই জেনে গেছে এটার কথা, যে কারও লোভ হবে।'

'স্টেজে অন্তত দু'জন গার্ড থাকবে।'

'চারজনই বা থাকল! কিন্তু তাতে কি? অন্যদের কথা বাদ দিলাম, এক থমসনের দলেই লোকের অভাব নেই।'

'তুমি শুধু ভয় পাইয়ে দাও।'

'থমসন সুযোগ পেলেই তোমাকে খুন করবে, জো,' শঙ্কা প্রকাশ করল ক্লেটন।

'মার্শাল ছাড়া কিভাবে চলবে এখানে?' চিন্তিত স্বরে প্রসঙ্গ বদলাল হ্যালার্ড। 'আইনের লোক ছাড়া এতকিছু সামলানো যাবে না। হারপার গুলি খাক, আমাদের সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যাক, তা তো হতে পারে না। হয়তো আমরাই সামলাতে পারব, কিন্তু মার্শাল থাকলে সুবিধা, সবকিছু আইন মাফিক হবে।'

উইনচেস্টারটা পায়ের কাছে রেখে চুরুট ধরাল হারপার, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'কোন মার্শালই পাব না আমরা। থমসন আর কিনকেড আছে এখানে—এ কথা শোনার পর নেহাত বোকা ছাড়া দায়িত্ব নেবে না কেউ। ওদের এখনও চিনতে পারোনি তুমি, জেফ। দেখেছ তো, কিভাবে শায়েস্তা করেছে শাটনকে?'

থমথমে হয়ে গেল হ্যালার্ডের মুখ। 'এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেব ওদের!'

'জেফ, ভুলেও ওই কাজ করতে যেয়ো না,' বলল ক্লেটন। 'মানছি যথেষ্ট সাহস আছে তোমার, কিন্তু সাহসে সবকিছু হয় না। ওদের মত দ্রুত নও তুমি, হাসতে হাসতেই তোমাকে খুন করে ফেলবে এদের যে কেউ।'

পলকহীন দৃষ্টিতে জ্যাক ক্লেটনকে দেখছে হ্যালার্ড, তলে তলে রাগ আর অসন্তোষে ফেটে পড়তে বাকি। 'তাহলে ওদের মত দ্রুত কে?'

'কয়েকজন তো আছেই···শ্যানন, অ্যার্প, কোবিন উইন্সটন, হারডিন···' হ্যালার্ডের রাগের কারণ বুঝতে পারছে হারপার, তবে হাসল না সে। 'এবং ড্যানি লসন। ওকে ছাড়া ধারে-কাছে কাউকে পাওয়া যাবে না বোধহয়। শুনেছি এদিকেই এসেছে লসন। কেউ যদি পারে তো সে ড্যানি লসনই।'

'ও তাহলে আরেক বিগ থমসন!'

'না, ড্যানি লসন ওরকম নয়। জীবন বাজি রেখে বলতে পারি আমি। সত্যি কথা বলতে কি, কয়েকবার তাই করেছি।'

তিন

মাটির কিছু নমুনা সংগ্রহ করার জন্যে পাহাড়ে উঠে এসেছে হ্যালার্ড। ঘোড়ার খুরের শব্দে পেছন ফিরে অচেনা এক লোককে দেখতে পেল। লম্বায় ওর সমান

হবে আগন্তুক, কিন্তু তুলনায় কাঁধ আর বুক অনেক চওড়া। কালো জীর্ণ একটা হ্যাট মাথায়, পরনে রঙজ্বলা শার্ট, তারওপর চামড়ার ভেস্ট; এবং উরুতে জোড়া হোলস্টার, পিস্তল দুটো যেন নিতান্ত হেলাফেলা করে রাখা।

কাছাকাছি হওয়ার পর ওর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল আগন্তুক। 'ভাগ্য কেমন যাচ্ছে আজ, পাওয়া গেল কিছু?' হালকা সুরে জানতে চাইল সে।

আগন্তুকের চোখে চোখ রাখল জেফরি হ্যালার্ড। 'জেনে-শুনে এখানে ক্লেইম করেছি আমি। আজ না হলেও কাল নিশ্চই পাওয়া যাবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হওয়ার কোন কারণ নেই, যেহেতু এখানে আমিই প্রথম এসেছি।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'হয়তো। তুমিই তাহলে জেফরি হ্যালার্ড?'

লোকটিকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না হ্যালার্ড, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করছে আগন্তুকের মধ্যে, অথচ মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। 'হ্যাঁ, আমিই জেফরি হ্যালার্ড। কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'কিছু না,' মাথা নাড়ল সে। 'শহরটা দেখে কৌতূহল হলো। নতুন শহর দেখতে ভাল লাগে আমার, হিসেব করতে ইচ্ছে করে কত দিন টিকে থাকবে শহরটা।'

আচমকা আড়ষ্ট হয়ে গেল হ্যালার্ডের দেহ, সরু চোখে আগন্তুককে দেখল। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী, পিঠ টানটান করে দাঁড়াল ও। 'ভাল করে দেখে রাখো, স্ট্রেঞ্জার!' কাটা কাটা স্বরে, অসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাগুলো বলল স্কুল মাস্টার। 'এ শহর টিকে থাকবে!'

'হয়তো, হয়তো না,' জেফরি হ্যালার্ডের উত্তেজনা উপেক্ষা করল সে। 'আসলে সোনা-রূপা খুব আপেক্ষিক জিনিস। এই আসে তো এই যায়। শুধু সোনার খনি পাশে থাকলেই কোন শহর গড়ে ওঠে না। শহর গড়ে তোলার জন্যে আরও অনেক কিছু দরকার।'

'তাই নাকি? হয়তো, হয়তো না। সোনা ছাড়া আর যাই লাগুক, সবই আছে আমাদের।'

আগন্তুকের মুখে হাসি দেখে গা জ্বলে গেল হ্যালার্ডের। নিজেকে কি ভাবে এই লোকটা? রাগে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ও।

আর কিছু না বলে হ্যাটের কিনারায় আঙুল ছুঁয়ে সামান্য নড করল লোকটা, তারপর ঢাল বেয়ে নেমে গেল নিচে। ত্যক্ত মনে নিজের ক্লেইমে বন্ধুদের কাছে ফিরে এল হ্যালার্ড। অবাক হয়ে দেখল মিটিমিটি হাসছে জো হারপার, আয়েশ করে সিগার টানছে। 'তাহলে দেখা হলো তোমাদের?' হেসে জানতে চাইল সে।

'কার সঙ্গে?'

'পরিচয় দেয়নি বুঝি? লসন।'

'ও ড্যানি লসন?' থমকে গেল হ্যালার্ড, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'ওকে আমার পছন্দ হয়নি।'

'তাই? অবশ্য অনেকেই পছন্দ করে না ওকে। তাতে ওরও কিছু করার নেই।'

'হতে পারে,' বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না জেফরি হ্যালার্ড। 'শহরে

যাচ্ছি আমি, জো। হ্যান্স কোবার্ন, ফেল্টন আর আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করব। দেখি, সিটি কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে কি বলে ওরা।'

শহরের ঠিক মাঝামাঝি ডিক ফেল্টনের পত্রিকা অফিস। সামনের কামরাটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করে সে, পেছনের কামরায় মেশিন আর অন্যান্য জিনিসপত্র। অ্যাডোবির তৈরি দালানে এখনও চুনকাম করা হয়নি, আসলে সুযোগই পাচ্ছে না ফেল্টন। জেরেমি টাউনে প্রতিটা দিন বা রাতই রোমাঞ্চকর; খুন-জখম, মারপিট আর লুঠপাটের ঘটনার বর্ণনায় ঠাসা থাকে ওর পত্রিকা।

নিজের চেয়ারে বসে প্রুফ দেখছিল ফেল্টন। এসময়ে সাধারণত কাজ থাকে না ওর। দুপুর থেকে পরের সংখ্যার জন্যে কাজ শুরু করে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সাংবাদিক। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই করছে বয়স, কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। পরিশ্রমী সে, অকপট এবং সৎ।

সহসা পেছনে গুলির শব্দে চমকে উঠল জেফরি হ্যালার্ড। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, রাস্তার ওপাশে চলে গেল দৃষ্টি। বড়সড় একটা সেলুনে জুয়ার আসর বসিয়েছে এক লোক, হট্টগোল আর মারামারি লেগেই থাকে ওখানে।

সাতসকালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল লোকটা, টলছে মৃদু মৃদু। হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল সে। রক্তাক্ত শরীরে কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল একটু পর, সমানে খিস্তি করছে কারও উদ্দেশে।

সেকেন্ড কয়েক পর যমদূতের মত ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে লোকটাকে, কখন সেলুন থেকে পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে টের পায়নি। বিশালদেহী, দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটাও নেই নির্জীব নীল দুই চোখে; আছে কেবল শীতল নির্বিকার দৃষ্টি। শার্টের হাতা গোটানো লোকটার, সবল পেশী কিলবিল করছে বাহুতে।

গুলি খাওয়া লোকটাকে যথেষ্ট সময় দিল সে। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকল, কোমরের কাছে স্থির হয়ে আছে ভয়াল দর্শন কোল্ট। তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথায় গুলি করে আহত লোকটাকে ফেলে দিল।

দরজার দিকে পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছিল হ্যালার্ড। কিন্তু কাঁধে বলিষ্ঠ একটা হাতের অস্তিত্ব অনুভব করল ও। হাতটা ডিক ফেল্টনের। 'দেখো, বাছা, তুমি এখন কি ভাবছ জানি আমি, কিন্তু নাক গলিয়ো না ওখানে। স্রেফ মারা পড়বে।'

কাঁধ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল হ্যালার্ড। 'কিন্তু এটা তো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন!'

'আস্তে কথা বলো!' টেনে তাকে ভেতরে নিয়ে এল ফেল্টন। 'কে বলল খুন? যে লোকটা মারা গেল তার হাতেও পিস্তল ছিল, সমান সুযোগ পেয়েছে সে। সুতরাং খুন নয় এটা, বরং সবাই বলবে ফেয়ার ডুয়েল। গুলিটা কে করল জানো?'

'কে?' আপনা আপনিই প্রশ্নটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

'আইক জেসাপ।'

'আইক জেসাপ! এখানে!?'

'কেন, এখানে আসা নিষেধ নাকি ওর? সোনা, হ্যালার্ড, সোনা টেনে এনেছে সবাইকে। জুয়াড়ী হিসেবে যেমন খ্যাতি, তেমনি পিস্তলেও চালু ওর হাত। যে

লোকটা মারা গেল সে হয়তো তাস খেলতে গিয়ে জেসাপের চুরি ধরে ফেলেছিল, হয়তো প্রতিবাদও করেছে। কিন্তু পরিণতি তো নিজের চোখে দেখলে। জেসাপ আপাদমস্তক চোর, কিন্তু ওর মুখের ওপর কথাটা বলা যেমন কঠিন, তেমনি প্রমাণ করাও কঠিন।'

'কিন্তু...'

'বোসো, কফি তৈরি হচ্ছে,' বাধা দিল ফেল্টন।

অসন্তোষ চেপে রেখে একটা চেয়ারে বসল হ্যালার্ড। জেদ চাপছে ওর, কিন্তু ডিক ফেল্টনের মুখের ওপর রা করতে ইচ্ছে করছে না। মানুষটা রগচটা, এবং অভিজ্ঞও বটে। পশ্চিমের বহু জনপদে পা পড়েছে তার, জেরেমি টাউনের মত অন্তত দশটা শহর গড়ে উঠতে দেখেছে। সাবধানী মানুষ না হলে এতদিন টিকে থাকতে পারত না।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে প্রুফটা টেনে নিল হ্যালার্ড। একটা পৃষ্ঠায় বড়বড় করে লেখা: গত চব্বিশ ঘণ্টায়... জন নিহত।

হ্যালার্ড কাগজটা লক্ষ্য করেছে দেখে স্মিত হাসল ফেল্টন, টেবিলে দুটো মগ নামিয়ে রাখল সে। 'সংখ্যা কিন্তু বসাইনি এখনও, কারণ দিন শেষ হয়নি। আরও ক'জন যে মরবে কে জানে, রাতে হিসেব করে বসিয়ে দেব।'

মানুষের জীবনের মূল্য কত কম, জেরেমি টাউনে না এলে সেটা বোধহয় বোঝা সম্ভব হত না, আনমনে ভাবল হ্যালার্ড। 'সচেতন এবং দায়িত্বশীল কিছু লোককে নিয়ে সিটি কাউন্সিল গঠন করতে চাইছি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মূল প্রসঙ্গ তুলল ও। 'ফেল্টন, তুমি কি যোগ দেবে?'

মাথা নাড়ল সে। 'উঁহু, এ কাজের যোগ্য নই আমি। খবরের কাগজ বের করি, এটাই আমার কাজ। তবে তোমার ভুলগুলো শুধরে দিতে পারব, আর যখন ঠিক কাজটা করবে তোমাদের পাশে থাকব আমি।'

একটু থেমে কফিতে চুমুক দিল সাংবাদিক। 'এই প্রেস ছিল অন্য এক লোকের, স্রেফ ভাগ্যের চক্করে আমার হাতে এসে পড়ে। লোকটার সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে আহত হয়ে তখন মরতে বসেছে সে। কেউ ছিল না ওর। যথাযোগ্য মর্যাদায় কবর দেব—এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আমাকে প্রেসটা দিয়ে যায় সে। অবশ্য ওর কাছে আরেকটা প্রতিজ্ঞাও করেছি—সত্যি কথা বলব, যাই ঘটুক না কেন, শুধু সত্যি কথাই বলব; এবং এতদিন ধরে, যেখানেই গেছি, তাই করেছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যালার্ড। 'শুনে খুশি হলাম। ...যখনই মনে হবে ভুল হচ্ছে আমার, জানাতে দ্বিধা কোরো না।'

মিনিট কয়েক চুপ করে থাকল দু'জনেই। নীরবে কফির স্বাদ উপভোগ করছে। কিন্তু কফির স্বাদ তেতো মনে হচ্ছে হ্যালার্ডের, একটু আগে দেখা ঘটনাটা ভুলতে পারছে না।

'এখানে আইন, শৃঙ্খলা দরকার,' শেষে নীরবতা ভাঙল হ্যালার্ড। 'এভাবে তো চলতে পারে না! কয়েকজনকে মার্শাল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি আমরা, কিন্তু জানোই তো, দুটো দিনের বেশি টিকতে পারেনি কেউ। কঠিন, সমর্থ কাউকে

দরকার। তুমি কি কারও নাম প্রস্তাব করবে?'

'দুঃখিত, এবারও সাহায্য করতে পারছি না তোমাকে।'

'ড্যানি লসন নামে একজনের কথা শুনেছি আমি।'

'উঁহুঁ, আমি চাই না এখানে আসুক সে।'

'চাও না! তাহলে যোগ্য নয় সে?'

'তা নয়। ড্যানি লসন লোক হিসেবে ভাল, আর পিস্তলে ওর চেয়ে চালু হাত এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি, যদিও জীবনে বহু পিস্তলবাজ দেখেছি। স্নায়ুর জোর আছে ড্যানের, সবচেয়ে বড় কথা ওর আছে সূক্ষ্ম বিচার শক্তি, যেটা পশ্চিমের অনেক সেরা বন্দুকবাজের নেই।'

'তাহলে ওর ব্যাপারে আপত্তি করছ কেন?'

ক্ষণিকের জন্যে কি যেন ভাবল ডিক ফেল্টন। 'লসন আমার কাছে ছেলের মত, বিপদে একবার আমাকে সাহায্য করেছিল ও। আমি চাই না এ ধরনের কোন শহরের দায়িত্ব নিক ও। কারণ জেরেমি টাউনের মত শহরকে ঠাণ্ডা করতে হলে আগে গুলি চালিয়ে বেপরোয়া লোকগুলোকে থামাতে হবে। আমি চাই না আবারও গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়ুক সে, এমনিতেই ওর শত্রুর অভাব নেই।'

তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না জেফরি হ্যালার্ডের, তেতো হয়ে গেছে মন।

'কাঁটাতারের ব্যাপারটা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করছে না,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল সাংবাদিক।

মনে পড়ল হ্যালার্ডের। একদল লোক ভাড়া করে শহরের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে ওরা, অবশ্য চারটা প্রবেশদ্বার রেখেছে। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে দুটো রাস্তাও বানিয়েছে। 'কেন?'

'এখনও কিছুই স্থির হয়নি, হ্যালার্ড। অনেকের ধারণা আগে-ভাগেই কাজটা করে বসেছ তুমি। এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না কেউ। ঘেরা অবস্থায় থাকতে চায় না কেউ, এখানে যারা এসেছে বড়লোক হয়ে ফিরে যেতে চায়। তবে তোমার পক্ষে আছি আমি। গতকালের কাগজটা দেখেছ তো, এ নিয়ে একটা সম্পাদকীয় লিখেছি?'

মাথা ঝাঁকাল স্কুল মাস্টার। 'ধন্যবাদ, ডিক।'

মিনিট দশ পর চিন্তিত মনে হ্যান্স কোবার্নের অফিসে ঢুকল ও।

হিসাবপত্র দেখছিল টড মার্টিন, পদশব্দে কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। হ্যালার্ডকে দেখে হাসি ফুটল মুখে, উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। 'বোসো, মি. হ্যালার্ড। মি. কোবার্নকে খবর দিচ্ছি,' বলে ভেতরে চলে গেল সে।

খানিক পর উপস্থিত হলো হ্যান্স কোবার্ন। কফির ফরমাশ দিয়ে হ্যালার্ডের দিকে ফিরল সে, সিগার অফার করল। 'তোমাদের শহরের খবর কি, বলো এবার।'

'ভাল না। খুনে-বদমাশে ভরে গেছে। সন্ধ্যার পরপরই নরক হয়ে ওঠে শহরটা।'

'এখানে আসলে কঠিন একজন লোক দরকার, যে শক্ত হাতে সামাল দিতে পারবে সবকিছু।'

'বেন হকিন্স চেষ্টা করেছিল, ও তো যথেষ্ট কঠিন লোক। কই, একটা রাতও টিকতে পারল না।'

'বেন হকিন্স ওদের কাছে নস্যি,' প্রায় তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সোনা ব্যবসায়ী। 'তুমি বরং অন্য কারও কথা ভাবো, জেফ—শ্যানন, অ্যার্প বা লসন···'

'ওরা তো খুনী ছাড়া আর কিছু নয়, মুখের কথার মত পিস্তলের গুলি চালাতে পছন্দ করে!'

'এরকম গোলমেলে শহর ঠাণ্ডা করার জন্যে এমন লোকই দরকার, জেফ। খোঁজ করে দেখো, কাউকে আশপাশে পাও কিনা।'

'না। জেনে-শুনে একজন খুনীকে ভাড়া করতে পারি না আমি!' একগুঁয়ে স্বরে বলল হ্যালার্ড।

'আমার ধারণা একসময় মত বদলাবে তুমি, তখন হয়তো দেরি হয়ে যাবে না।'

'হয়তো।'

'সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করা যাক,' কফি আসতে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল কোবার্ন। 'সব তৈরি রেখেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে সাপ্লাইটা আদৌ মন্টানায় পৌঁছবে কিনা। সোনার কথা জেনে গেছে সবাই, শয়তানগুলো ছিনিয়ে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

'দু'জনকে ভাড়া করেছি আমি। কিন্তু ওই যে বললাম, শক্ত কিছু লোক দরকার, ওরা মোটেও তেমন নয়। নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি। ড্যানি লসনের সাথে দেখা হলো বিগ বে-তে। ওকে কাজটা নিতে বললাম, কিন্তু আগ্রহ দেখায়নি সে।'

'ড্যানি লসন?'

'হ্যাঁ, এদিকেই এসেছে ও।'

'কেন?'

শ্রাগ করল কোবার্ন। 'কি করে বলি ওর মনে কি আছে! তবে এটুকু নিশ্চিত জানি অন্য সবার মত এখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে আসেনি সে। ···সুবর্ণ একটা সুযোগ চলে এসেছে তোমার সামনে, জেফ, প্রস্তাব দিতে পারো ওকে।'

'না। ওর মত কাউকে আইনের লোক হিসেবে জেরেমি টাউনে দেখতে চাই না আমি। ওর আর শেইন থমসনের মধ্যে পার্থক্য কি!'

'লিভারি সিটির ঘটনাটা ভেবে দেখো। খারাপ কিছু লোককে হটিয়ে দিয়ে শহরটা পরিষ্কার করেছিল ও, মাত্র দশ দিনে। জেরেমি টাউনের চেয়ে কোন অংশে খারাপ ছিল না ওখানকার অবস্থা।'

'দরকার হলে আমি নিজেই তারা পরব, তবু ওরকম কাউকে ডাকব না!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কোবার্ন। বোঝার চেষ্টা করল মানুষটা বোকা কিনা, বা ঠিক কি ভাবছে সে। পুরোপুরি ভাল মানুষ, সৎ এবং প্রখর নীতি-জ্ঞান লোকটির, একজন স্কুল মাস্টারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। খুন-জখমকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। সমস্যাটা এখানেই। জেফরি হ্যালার্ডের ধারণা নেই যে

অন্যায়কে দমাতে মাঝে মধ্যে পাল্টা আঘাতেরও দরকার হয়, শুধু নীতি-কথা বা উপদেশ যথেষ্ট নয়।

'যাকগে, বাদ দাও ওসব,' প্রসঙ্গ বদলাল কোবার্ন। 'নতুন আসা লোকগুলো সম্পর্কে কি ভাবছ তুমি?'

'দেখেছি ওদের। যথেষ্ট জমি আছে আশপাশে, ইচ্ছে করলে যে কোন জায়গায় ক্লেইম করতে পারে ওরা।'

'কিন্তু থমসন বা রক্সরা বোধহয় খুশি হবে।'

'কেন?'

'সন্ধ্যার পর মাইনাররা কোথায় যায়, জানো তুমি? সেলুনে গিয়ে দেদারছে পান করে ওরা, জুয়া খেলে। সারা দিন বেগার খেটে যে পরিমাণ সোনা তোলে, তার অর্ধেকই জুয়ার টেবিলে হেরে আসে। ধান্ধাবাজ এসব জুয়াড়ীদের তাড়াতে হবে, জেফ। নইলে শেষে দেখবে জুয়ার টেবিলে একে একে খুন হয়ে যাচ্ছে নিরীহ মাইনাররা।'

'কোন ভাবে কি সবাইকে মানা করা যায় না? জুয়া না খেললেই তো টাকা হারানোর আশঙ্কা থাকে না আর।'

'অন্তত ত্রিশজন ধান্ধাবাজ লোক আছে এখানে, জেফ, যারা রাতের অপেক্ষায় সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। তক্কে তক্কে থাকে ওরা, যে কোন উসিলা পেলে হামলে পড়ে মাইনারদের ওপর। গায়ে-পড়ে ঝামেলা বাধায়, মারামারি করে। নিজেদের মধ্যেও লাগালাগি আছে ওদের। মাইনাররা শহরে আসবেই, সারা দিন কাজ করার পর সন্ধেয় হুইস্কি না গিললে শান্তি পাবে না ওরা, তাছাড়া টাকার গরম দেখাতে সবারই ভাল লাগে।'

'কই, আমি তো যাই না।'

'নিজের মত ভাবছ কেন সবাইকে? সবাই তো তোমার মত মাস্টার নয়।'

উঠে দাঁড়াল হ্যালার্ড। 'তাহলে ওই কথাই থাকল। পরশু সকালে রওনা দেবে সাপ্লাই। রাতে আরেকবার আসব আমি।'

নিজের ক্লেইমে ফিরে এল জেফরি হ্যালার্ড। শহরের কথা মাথা থেকে সরাতে পারছে না। অন্যদের চেয়ে তার চিন্তাই বেশি, কারণও আছে। এখানে এসে তিন বন্ধু ঠিক করে হ্যালার্ডের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে ওরা। কারণ সে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও মর্যাদাবান লোক। পরবর্তীতে শহর কমিটির প্রধানও হয়ে যায় সে। এ জন্যেই শহরের যে কোন ব্যাপারে ওর মাথা-ব্যথা বেশি। তাছাড়া ও নিজেও মনমত একটা শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল, স্বপ্নটা যে এত তাড়াতাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

ক্লেইমে কাজ করছিল অন্যরা, ওকে চিন্তিত দেখে হাতের গাঁইতি ফেলে এগিয়ে এল জো হারপার। পুরানো একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছে কেবিনে গিয়ে ঢুকল সে, ফিরে এল হুইস্কির বোতল হাতে। 'কথা হলো?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যালার্ড, হারপার বোতল বাড়িয়ে ধরতে সেটা নিয়ে চুমুক দিল।

'কি ঠিক করলে তোমরা?'

'দু'জন লোক ভাড়া করেছে কোবার্ন, তবে সে নিজেই ওদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ড্যানি লসনকে নাকি প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু রাজি হয়নি লোকটা। ওর মতে লসনের মত কাউকে মার্শাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া উচিত আমাদের।'

'লসন শহরে এসেছে নাকি?' নিচু স্বরে শিস দিল জ্যাক ক্লেটন। 'একটা দারুণ খবর!'

'এত খুশির কি হলো?' সন্দিহান চোখে ক্লেটনের দিকে তাকাল হ্যালার্ড।

'নিশ্চয়ই আছে। তোমারও খুশি হওয়া উচিত, জেফ। কারণ ওর মত লোক আশপাশে থাকলে ঝামেলাবাজদের অনেকেই পিছিয়ে যাবে, খারাপ একটা কাজ করার আগে অন্তত কয়েকবার চিন্তা করবে। তবে···আমি ভাবছি এখানে কেন এসেছে ও, কাজ ছাড়া কোথাও ঘুরে বেড়ানোর লোক নয় সে।'

'ভাবতে থাকো,' উষ্মা প্রকাশ করল হ্যালার্ড। 'যদিও, আমার ধারণা, তাতে সময় নষ্ট ছাড়া আর কোন কাজ হবে না তোমার। সবাই এমন ভাবে ওর কথা বলছ যেন সত্যিই করিৎকর্মা লোক সে, জেরেমি টাউনে পা রাখলেই সব সমস্যা মিটে যাবে, কিনকেডের দল লেজ তুলে পালাবে?'

দুর্বোধ্য হাসি দেখা গেল জো হারপারের ঠোঁটে, তবে তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না বলে ক্লেইমের দিকে চলে গেল সে। হ্যালার্ডের পক্ষে এরকম চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক, ভাবছে ও, শান্তিপ্রিয় মানুষ সে এবং পিস্তলবাজি বা খুনোখুনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। তার যুক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই, অস্থির কোন শহরকে ঠাণ্ডা করতে গেলে পাইকারি হারে কিছু মানুষ খুন হবে, নিরীহ মানুষের মরার সম্ভাবনাও থাকবে।

জেরেমি টাউনের ব্যাপারটাও ব্যতিক্রম নয়। বাধা পেলে বেপরোয়া হয়ে উঠবে কিনকেড বা রক্সদের মত লোকেরা। যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটিয়ে বসবে, ওদের তোপের মুখে পড়বে সাধারণ ব্যবসায়ী বা নিরীহ মাইনাররা। আইনের লোক সবাইকে রক্ষা করতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। জেফরি হ্যালার্ডের আপত্তি এখানেই, মেনে নিতে পারছে না অস্ত্রের জোর খাটিয়ে শহরটাকে জঞ্জালমুক্ত করবে কেউ। সবকিছুতে সোজা পথটি দেখতে পায় সে, তার ধারণায় নেই যে কিনকেডের মত মানুষদের বশে আনতে হলে পিস্তলের নল উঁচিয়ে বাধ্য করতে হয়। একমাত্র নিজের চেয়ে কঠিন মানুষের কাছেই নতি স্বীকার করবে ওরা।

কিন্তু হ্যালার্ডের আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই। জেরেমি টাউনকে পরিকল্পিত একটা শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সে। একটা স্কুল, গির্জা, হাসপাতাল, অথর্বদের জন্যে আশ্রয়কেন্দ্র···এসবের স্বপ্ন দেখে মানুষটা। তার প্রত্যাশা অযৌক্তিক কিছু নয়, এবং তা সম্ভবও। তবে সবার আগে এখানে শান্তি আসা দরকার। খারাপ মানুষগুলোকে তাড়াতে হবে, কিংবা ভাল আচরণ করতে বাধ্য করতে হবে। সেই কাজটি সবাই পারবে না, গুটি কয়েক লোকের মধ্যে ড্যানি লসন একজন।

অরিগনের শুরুতেও ঠিক এমন ঘটেছিল, কিন্তু শক্ত হাতে শহরটা সাফ

করেছে লসন। শান্তিপ্রিয় অনেকেই ওর রুদ্র মূর্তি পছন্দ করতে পারেনি, তবে অধিকাংশ অরিগনবাসী খুশি হয়েছিল। প্রয়োজন মানুষকে কঠিন, এমনকি নির্মম হতেও বাধ্য করে, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। অরিগনের মত এখানেও একজন 'ড্যানি লসনে'র দরকার, যে শক্ত হাতে সামাল দেবে বেপরোয়া লোকগুলোকে, শহরটায় শান্তি আনবে।

জেফরি হ্যালার্ডকে একজন সম্পূর্ণ মানুষ ভাবে জো হারপার। জীবনে অনেক লোক দেখেছে হারপার, কিন্তু তাদের কেউই একচেটিয়া ভাবে ভাল নয়, ভাল-মন্দের মেশাল। পশ্চিমে জীবনযাত্রার যে ধরন তাতে কারও পক্ষেই পুরোপুরি ভাল হওয়া সম্ভব নয়। জেফরি হ্যালার্ডই তার দেখায় সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। বন্ধুরা সেজন্যে সমীহ করে স্কুল মাস্টারকে। হয়তো ওর পেশাই ওকে এতটা ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

একটা ব্যাপারে তিন 'জে' একমত। জেরেমি শেভলিনের নাম ওরা মুছে যেতে দেবে না। যে স্বপ্ন নিয়ে এ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, তা পূর্ণ করবে। চার পেশার চারজন লোক, নিখাদ বন্ধুত্ব ছিল ওদের। একজন এখন আর নেই তো কি হয়েছে, তার দায়িত্বটুকু ভাগাভাগি করে নিতে পারবে অন্যরা। অর্থের অভাব নেই, দরকার নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা। যে কারও চেয়ে জেফরি হ্যালার্ডের জ্ঞান আর বিচক্ষণতা বেশি, তাই ওকেই শহর কমিটির চেয়ারম্যান বানিয়েছে। দায়িত্বটা ঠিকমত সামলাচ্ছে সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যর্থতা শুধু এক জায়গায়—শহরের পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, সন্ধের পর শহরে যায় না ওরা। জানে শহরের মানুষগুলো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে কিংবা জোর করে সোনা কেড়ে নিতে জুড়ি নেই ওদের। তেমন কিছু না হলেও জুয়ার টেবিল তো আছেই, সস্তা চুরি ধরতে পারে না মাইনাররা। বেশিরভাগ লোকই হেরে আসে। কেউ কেউ মেয়েদের কাছে যায়, চড়া দামে মেয়েদের সঙ্গ লাভের সুযোগ পায়।

এত কাছে শহরটা, অথচ মাইনারদের কাছে ওটা একটা ভিন্ন জগৎ। শহরের মানুষগুলো লোভী, বারকীপ থেকে হ্যালার্ল্যার পর্যন্ত। তক্কে তক্কে থাকে ওরা, কিভাবে মাইনারদের কাছ থেকে দুটো পেনি বেশি খসানো যায়! এক বোতল হুইস্কি যেখানে অন্য শহরে এক-দুই ডলারে পাওয়া যায়, এখানে তার দাম পাঁচ ডলার। প্রতিটি পণ্য বেশি দামে কিনতে হয়। মাইনাররাও খুব একটা রা করে না, কারণ ওদের প্রতিদিনের কামাইও কম নয়। একজন কাউহ্যান্ডের বেতন মাসে চল্লিশ ডলার, কিন্তু সারা দিন একই পরিশ্রম করে হয়তো তারচেয়ে বেশি দামের সোনা একদিনে তোলা সম্ভব। রোজগার বেশি বলে খরচের ব্যাপারেও উদার এরা। হুইস্কি গিলে নিজের সুপ্রসন্ন ভাগ্যকে উদ্‌যাপন করতে চায় বোধহয়। নইলে ঝামেলার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন শহরে যেত না ওরা।

ড্যানি লসনের চিন্তা ফিরে এল আবার। এখানে কি করছে সে? যাই করুক, ভাবল হারপার, ওর উপস্থিতি জেরেমি টাউনের জন্যে আশীর্বাদ হতে পারে। কোন ভাবে তাকে রাজি করাতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। শ্যানন বা অ্যার্প···কেউই এতদূর আসবে না, হয়তো হাজার ডলার খরচ করলেও রাজি হবে না; কিংবা

দেখা যাবে বহু দূরে আছে, এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে যে সময় লাগবে ততদিনে শহরটা হয়তো ধ্বংসই হয়ে যাবে। অন্য কোন কাজেও ব্যস্ত থাকতে পারে ওরা। তাছাড়া যোগাযোগ করার সময় কোথায়?

সোনার চালান ঠিকমত মন্টানায় পৌঁছায় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে ওর। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, যে কোন জায়গায় আক্রান্ত হতে পারে স্টেজ। সুযোগসন্ধানী লোকের অভাব নেই। হয়তো কয়েকটা দলের মোকাবিলা করতে হতে পারে স্টেজগার্ডদের।

ট্রেইলে অচেনা তিন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেয়ে যুগপৎ কৌতূহলী এবং সতর্ক হয়ে উঠল ও। শক্ত-সমর্থ গড়নের প্রথম লোকটা, স্যাডলে বসার ভঙ্গি স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মবিশ্বাসী। পরনে নোংরা পোশাক। দাড়ি-গোঁফ কাটেনি কয়েকদিন। পেছনের দুই রাইডারের চেহারা হিংস্র এবং কর্কশ।

দ্রুত কেবিনের কাছে চলে এল হারপার। দেখল পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে ওর দুই বন্ধু। সন্দিহান চোখে দেখছে আগন্তুকদের।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওরা। ত্রিশ গজ দূরে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল।

নীল চোখ জোড়ায় নির্বিকার চাহনি, সরাসরি জেফরি হ্যালার্ডের দিকে তাকাল প্রথমজন। 'তুমিই হ্যালার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম তোমাদের একজন মার্শাল দরকার। আমি গ্যারি লোফার্ট, আর আমার দুই সহকারী স্যাম আর জো চাকুরিটা নিতে পারি। বেশ কিছু গরম শহর ঠাণ্ডা করার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।'

মাথা নাড়ল হ্যালার্ড, অর্থাৎ চাকুরিটা জুটছে না ওদের।

'দাঁড়াও, জেফ,' বাধা দিল ক্লেটন। তারপর গ্যারি লোফার্টের দিকে তাকাল। 'কিভাবে ভাবছ শহরটা ঠিক রাখতে পারবে?'

'বলেছি না—অভিজ্ঞতা আছে? আমাকে দু'শো ডলার দিলেই চলবে, আর ওদের জন্যে একশো করে।'

'বেশি চাইছ,' নিস্পৃহ কণ্ঠে মন্তব্য করল হারপার।

'বেশি!' অবাক হওয়ার ভান করল লোফার্ট। 'হাজারটা সমস্যা এই শহরে। সেসব তো আমাদেরই সামাল দিতে হবে, নাকি? তাহলে বেশি চাইলাম কিভাবে?'

'বুঝলাম। বিগ থমসনের নাম শুনেছ কখনও?'

স্মিত হাসল লোফার্ট। 'শুনেছি। বিগ থমসন তো আমাদের মতই মানুষ, তাই না? তাই যদি হয় তবে ওকেও সামলাতে পারব।'

'ঠিক আছে,' আপসের সুরে বলল জেফরি হ্যালার্ড। 'থমসন আর কিনকেডকে শহর থেকে তাড়াও আগে, তারপর চাকুরি নিশ্চিত হবে তোমাদের।'

অন্যদের দিকে তাকাল লোফার্ট। 'আর সবারও কি একই মত?'

একে একে মাথা ঝাঁকাল হারপার আর ক্লেটন।

হাত বাড়াল লোকটা। 'মার্শালের ব্যাজটা দিচ্ছ? আমার অথরিটি তো প্রমাণ করতে হবে।'

ব্যাজ নিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের শার্টে এঁটে রাখল লোফার্ট, তারপর হাসতে

হাসতে চলে গেল। জেরেমি টাউনের ইতিহাসে সপ্তম মার্শাল সে, অথচ শহরটার পত্তন হয়েছে মাত্র দুই মাস তিন দিন!

চার

কিছু কিছু ব্যাপার আছে ইচ্ছে করলেও এড়াতে পারে না ড্যানি লসন। অবচেতন মন প্রায়ই ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাড়া করে ওকে। জেরেমি টাউনের ব্যাপারেও তাই হচ্ছে এখন। জানে ওখানে কোন কাজ নেই, তবু চলে এসেছে। খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না—ওর দোষটা এখানেই—অন্তত যেখানে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারে সে।

জারকান মাউন্টেন্‌সের গভীর এক উপত্যকায় রাত কাটিয়েছে ও। সকালে নাস্তা শেষে দ্বিধান্বিত মনে জেরেমি টাউনের পথ ধরেছে। তবে, তার আগে, উঁচু এক পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো এলাকা জরিপ করেছে।

দুই লাখ ডলারের সোনা, টোপটা যে কারও জন্যে এড়ানো কঠিন। নেইল ডেভিসের জন্যেও। সাধারণত বড়সড় কোন দান ছাড়ে না কুখ্যাত এই আউট-ল। লসন নিশ্চিত জানে সে-ও এসে উপস্থিত হয়েছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার ক্যাম্পের কোন নিশানা খুঁজে পেল না ও। কিন্তু হলফ করে বলতে পারবে আশপাশেই আছে সে। চোখ রাখছে শহরের ওপর। সাপ্লাইটা রওনা দিলে পিছু নেবে, তারপর মওকামত হামলা করবে।

চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে আসতে ঢালের নিচে উপত্যকায় তিনজন লোককে দেখতে পেল লসন। খানিকটা অবাক হলো জেসি ওয়েনের সাথে হ্যান্স কোবার্নের ভাড়া করা ক্রুদের দেখে। ঘোড়ার রাশ টেনে অ্যাসপেন ঝোপের আড়ালে সরে এল ও। স্যাডলে বসে থেকে চোখ রাখল লোকগুলোর ওপর, একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে জেসি ওয়েন, হাতে সিগার। কি যেন বলছে সে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে অন্য দু'জন। এতদূর থেকে কেবল ঠোঁট নড়াই দেখতে পাচ্ছে লসন।

কি যেন একটা জিজ্ঞেস করতে মাথা ঝাঁকাল ক্রুরা, তারপর যার যার ঘোড়ার দিকে এগোল। ওরা চলে যেতে সময় নিয়ে সিগার শেষ করল জেসি ওয়েন, বুটের তলায় পিষল গোড়াটা। তারপর উপত্যকার মুখে রাখা সোরেলের দিকে এগোল। স্যাডলে চড়ে আশপাশে তাকাল সন্দিহান দৃষ্টিতে, কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেইল ধরে হারিয়ে গেল সিডার সারির আড়ালে।

খানিক অপেক্ষা করে নিচে নেমে এল লসন। স্যাডলে বসেই খুঁটিয়ে দেখল জায়গাটা। কোন চিহ্ন নেই, কেবল বুটের চাপে চটকে যাওয়া ঘাস দেখা যাচ্ছে। মাটিতে দাগ আঁকেনি কেউ। সিগারেটের গোড়া পড়ে রয়েছে গুটিকয়েক। ব্যস, এই হচ্ছে জেসি ওয়েনের সঙ্গে দুই স্টেজ গার্ডের গোপন সাক্ষাতের আলামত। এতে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

শহরের দিকে এগোল ও, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। তাড়া নেই

ওর, তাছাড়া কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পেরোলেই শহরে পৌঁছে যাবে। ছুটতে গেলে হয়তো ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে জেসি ওয়েন, গোপন এ সাক্ষাতের কথা যে আর কেউ জানে না সে-সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুক লোকটা।

জেরেমি টাউনের শেষ মাথায় যেখানে ঢালের শুরু, সেখান দিয়ে প্রবেশ করল ড্যানি লসন। ঢালের ওপর থেকে দেখে নিয়েছে শহরটা। শান্তই আছে, দিনের বেলায় যেমন থাকে। রাস্তায় লোকজন কম। সবে সকাল হয়েছে, বেশিরভাগ লোকই রাত জাগার পর ঘুমাচ্ছে এখন। গলি ধরে মূল রাস্তায় চলে এল ও। জেসি ওয়েন বা হ্যান্স কোবার্নের দুই ক্রুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সিড হ্যামারটনের জেনারেল স্টোরের সামনে চোখ পড়তে থমকে গেল লসন। খানিকটা অবাকও হলো।

এ মুহূর্তে দারুণ বিব্রত দেখাচ্ছে জুলিয়া লারকিনকে। ওয়্যাগনের আসনে বসে ছিল মেয়েটি, একটা হাত ধরে টেনে ওকে ওয়্যাগন থেকে নামানোর চেষ্টা করছে এক লোক। ফুট-বোর্ডে ভর দিয়ে তা ঠেকানোর চেষ্টায় অস্থির মেয়েটা। আতঙ্ক ওর চোখে-মুখে। ওয়্যাগনের পাশে বিল লারকিনকে দেখতে পেল লসন, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ধূলিময় রাস্তায়। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন। হাসছে ওরা, সঙ্গীর সঙ্গে মেয়েটির জবরদস্তি চুটিয়ে উপভোগ করছে।

ঘোড়াটাকে নিয়ে ফুটপাতে উঠে এল লসন, দেয়ালের দিকে সরে গেল। পেছন থেকে কাউকে গুলি করার সুযোগ দিতে চায় না, যদিও ওর উপস্থিতি এখনও টের পায়নি কেউ। চকিত দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল ও, কামারের দোকানের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক আর মাঝবয়সী এক লোক। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ঘটনাটা দেখছে লোকটি, কিন্তু তরুণের মুখে রাগ ফুটে উঠেছে। পা বাড়াতে যেতে পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে নিরস্ত করল লোকটি। 'নিজেকে সামলে নাও, বাছা। ওদের সাথে পারবে না তুমি।'

তরুণ নিরস্ত হওয়ায় বোঝা গেল লোকটির কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় সে। অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। অজান্তে পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে হাত।

'যথেষ্ট হয়েছে, ছেড়ে দাও ওকে,' নিরুত্তাপ স্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ড্যানি লসন।

ঝট করে ঘুরল লোকটি, জুলিয়ার হাত ধরে ছিল যে। খানিকটা বিস্ময় ওর চোখে, কিন্তু নিমেষেই রাগ ফুটে উঠল সেখানে। 'সাহস তো কম নয়, আমাকে বাধা দিতে এসেছ! তোমার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, স্ট্রেঞ্জার?'

লোকটাকে স্রেফ উপেক্ষা করল লসন, জুলিয়া লারকিনের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল। উত্তরে হাসার চেষ্টা করল জুলিয়া, কিন্তু প্রায় বিদঘুটে দেখাল হাসিটা।

'হারামজাদার সাহস দেখো, কেমন চালবাজি করছে!' তড়পে উঠল লোকটি।

এবার যেন ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো লসন, লোকটার দিকে ফিরল। খুঁটিয়ে দেখল তাকে: তাগড়া শরীর, চৌকো আকৃতির মুখ, চোখে শীতল দৃষ্টি। উরুর হোলস্টারে পিস্তলের চকচকে বাঁট উঁকি দিচ্ছে। জুলিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, পা ফাঁক হয়ে আছে।

'কাজটা তুমি ভাল করোনি, নিকোলাস গ্রীন। অন্য কোন শহর হলে এতক্ষণে

তোমাকে একটা কটনউডের কাছে নিয়ে যেত লোকজন। জেরেমি টাউনে…'

'আমার যা ইচ্ছে করব, তাতে তোমার কি?' রুক্ষ, শীতল স্বরে ওকে বাধা দিল নিকোলাস গ্রীন। 'কাউকে পরোয়া করি না আমি!' অবজ্ঞা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে, আড়চোখে সঙ্গীদের একবার দেখে নিল সে।

'ওখান থেকে সরে এসো,' শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল লসন।

'নিকুচি করি তোমার! এমন ভাব করছ যেন…' শেষ করল না সে, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ; চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি। টান টান হয়ে আছে শরীর। পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে ডান হাত।

'সাবধান, নিক!' সতর্ক কণ্ঠে বলল ওর এক সঙ্গী। 'ও ড্যানি লসন।'

নিমেষে শিথিল হয়ে গেল গ্রীনের শরীর। যুগপৎ বিস্ময় আর ভয় ফুটে উঠল চাহনিতে, চেহারা দেখে মনে হলো তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন। ধীরে ধীরে হোলস্টারের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে।

'ভাগো সবাই! বেঁচে থাকতে চাইলে এমন কাজ আর কোরো না।'

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল গ্রীনের মুখে, কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'হয়তো, লসন। তবে আজকের ব্যাপারটা সহজে ভুলছি না। মওকামত যদি একবার পাই, ঠিকই গেঁথে ফেলব তোমাকে!' বলে আর দাঁড়াল না সে, সঙ্গীদের ইশারা করে কাছের সেলুনে গিয়ে ঢুকল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জুলিয়া লারকিন, ছুটে নামল ওয়্যাগন থেকে। দৌড়ে গিয়ে চাচার পাশে বসে পড়ল।

কামারের দোকানের পোর্চে দাঁড়ানো দু'জনের দিকে তাকাল লসন। বয়স্ক লোকটির ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'দয়া করে সাহায্য করবে ওদের?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমার নাম কার্টিস, টিম কার্টিস।'

'এক বালতি পানি নিয়ে এসো,' লারকিনকে দেখিয়ে বলল লসন, 'ওর জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করো।'

কামারের দোকানে ঢুকে গেল লোকটা, ফিরে এল একটু পর। গামলা উপুড় করে পানি ঢালল বিল লারকিনের মুখে। খানিক পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল মাইনার। প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল বার কয়েক, শূন্য দৃষ্টি চোখে। তারপর ঘটনা মনে পড়ে যেতে চমকে তাকাল পাশে বসা জুলিয়া আর কার্টিসের দিকে। আড়ষ্ট দেহে উঠে দাঁড়াল সে, রাস্তার এপাশে চোখ পড়তে গ্রুলার স্যাডলে একই ভঙ্গিতে বসে থাকা ড্যানি লসনকে দেখতে পেল। বুঝতে পারল ঠিক কি ঘটেছে।

'তারপর, ড্যানি লসন, আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের, না?' ক্লিষ্ট হেসে বলল লারকিন, চাহনিতে নীরব কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। 'দেখা যাচ্ছে সময়মত উপস্থিত হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা যায়নি তোমার!'

নড করল লসন, কিছু বলল না। নিকোলাস গ্রীন যে সেলুনে ঢুকেছে সেটার দিকে তাকাল। বলা যায় না রাইফেল হাতে জানালায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে, সুযোগসন্ধানী এসব লোককে ভাল করে চেনা আছে ওর। সামনাসামনি লড়ার সাহস না থাকলেও মওকা পেলে পিঠে গুলি করতে এতটুকু বাধবে না গ্রীনের।

ওয়্যাগনে চড়ল লারকিনরা। স্যামুয়েল কার্টিসকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়্যাগন

ঘুরিয়ে দক্ষিণে এগোল। ঘোড়া দাবড়ে পাশে চলে এল লসন। 'কি এমন জরুরী কাজ পড়ল যে ওকে নিয়ে আসতে হলো তোমার?' বিল লারকিনের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

প্রশ্নটার উত্তর তখনই দিল না সে। 'তোমাদের পরিচয় হয়নি বোধহয়। ও জুলিয়া, আমার ভাতিজি। আর এ হচ্ছে ভবঘুরে ড্যানি লসন। মানুষের উপকার করে বেড়ায়!' হালকা চালে বলল বিল লারকিন, কণ্ঠে তামাশার সুর থাকলেও স্পষ্ট বোঝা গেল দু'জনের সম্পর্কটা অনেক গভীর এবং আন্তরিক। সিগার ধরিয়ে এবার লসনের প্রশ্নের উত্তর দিল সে। 'হ্যাঁ, আসতে হলো ওর কারণেই। আমি একা মানুষ, কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু জুলি আসার পর বলল ঘরটাকে গোছাবে, কিছু জিনিস কেনার জন্যেই শহরে আসা। আমার সঙ্গে আসার জন্যে জেদ ধরল জুলিয়া। পিট আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ও তো এখানে একেবারে নতুন। তাই আমিই এলাম। কিন্তু আমিও কিছু করতে পারলাম না। আরেকটু হলে সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছিল। ভেবে দেখো, কি রকম বেপরোয়া হয়ে গেছে ওরা। একটা মেয়ের সঙ্গে জোর করতেও বাধছে না!'

'তোমাকে ওরা অজ্ঞান করল কিভাবে?'

'ভাবতেই পারিনি এতটা সাহস করবে ওরা। কেনাকাটা শেষে স্টোর থেকে বেরিয়ে এসে ওয়্যাগনে উঠতে যাব এসময় সামনে পথরোধ করল একজন, পেছন থেকে এল অন্যরা। কিছু বোঝার আগেই একটা ডিম তৈরি করে দিল মাথায়।' হেসে 'ডিম'টার ওপর আলতো হাত বুলাল সে। 'শালারা, মেরেছেও বেশ জোরে!'

'আমি দুঃখিত,' ম্লান স্বরে এই প্রথম মুখ খুলল জুলিয়া। 'বুঝতেই পারিনি এমন কিছু হতে পারে।'

গলাটা ঝংকার তুলল লসনের কানে, ওর কাছে মনে হলো প্রিয় একটা বাদ্য শুনেছে। আরেকবার শোনার ইচ্ছে হলো, কিন্তু চুপ মেরে গেছে মেয়েটা।

'তোমার কোন দোষ নেই, বাছা,' প্রবোধ দিল বিল লারকিন। 'তুমি তো নতুন। এখানে বহু বছর ধরে আছি আমি, অথচ পাত্তাই পেলাম না। আসলে কখন কি ঘটবে সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়, অন্তত জেরেমি টাউনের মত শহরে।'

শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নদী আর ক্লেইমের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে এগোল ওয়্যাগন।

'কোবার্নের অফিসে যাব আমি,' ঘোড়ার গতি কমিয়ে বলল লসন।

'পরেও যেতে পারবে,' বিরক্ত দেখাল বিল লারকিনকে। 'আগে আমার ওখানে চলো। কিছুক্ষণ গল্প করি, এতদিন পর দেখা হলো!'

'কাজ শেষ করে আসব হয়তো।'

'হয়তো কি, অবশ্যই আসবে।'

জুলিয়ার উদ্দেশে নড করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল লসন। ট্রেইল থেকে সরে এসে হ্যান্স কোবার্নের অফিসের দিকে এগোল। পোর্চে দুই ক্রুকে দেখতে পেল ও, মাত্র বেরিয়ে এসেছে। রেইলে বাঁধা ঘোড়ায় চড়ল লোকগুলো, লসনকে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল একজন।

'ওকে দেখা ছাড়াও যথেষ্ট কাজ আছে আমাদের, টেড,' তাড়া দিল অন্যজন। 'নাও, চলো এবার!'

নির্বিকার মুখে স্যাডল ছাড়ল লসন, প্রায় উপেক্ষা করল দুই ক্রুকে। রেইলের সঙ্গে লাগাম বেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়ল। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে টেড নামের লোকটার দৃষ্টি আটকে আছে ওর পিঠে। ফাঁকা অফিস রূমে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট রোল করল ও।

একটু পর হ্যান্স কোবার্নকে দেখা গেল ওপাশের দরজায়। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। 'আরে, ড্যান যে! সকালে উঠেই তোমার মুখ দেখছি। অথচ ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আবার দেখা হবে!' চেয়ারে বিশাল শরীর ছেড়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সোনা ব্যবসায়ী। 'হয়তো আমি যা চাই···সাপ্লাই পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নেবে তুমি।'

'একটা দুঃসংবাদ আছে তোমার জন্যে।'

কিছু না বলে তাকিয়ে থাকল হ্যান্স কোবার্ন, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ।

'জেসি ওয়েনের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলাম তোমার ক্রুদের।'

নিচু স্বরে শিস বাজাল কোবার্ন, তারপর স্মিত হাসল। জেরেমি টাউনে আসার পথে একসঙ্গে রাইড করেছে ওরা, ওয়্যাগন যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ড্যানি লসনকে চেনে বলেই জানে তথ্যটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রকাশ করা দূরে থাক, না জেনে কাউকে সন্দেহ করার লোক নয় লসন। তারমানে, সত্যিই *দাল মে কুচ কালা হ্যায়*···ওর আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। তবে খুশি হওয়ার মত একটা ব্যাপারও আছে। ড্যানি লসন যখন নিজ থেকে খবরটা দিতে এসেছে, এর মানে একটাই: ওকে সাহায্য করতে চাইছে সে।

'তারমানে···আমার আন্দাজ যদি মিথ্যে না হয়,' খানিকটা প্রসন্ন সুরে বলল কোবার্ন। 'সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছ তুমি।'

সোনা ব্যবসায়ীর আগ্রহ দেখেও না দেখার ভান করল লসন। 'মনে হচ্ছে খবরটা শুনে অবাক হওনি, অথচ তোমার ঘাবড়ে যাওয়ার কথা।'

'উঁহুঁ, দু'জনের কাউকে গোনার মধ্যে ধরছি না আমি। ইচ্ছে করলেই পাওনা চুকিয়ে ছাঁটাই করে দিতে পারি। আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা—কিভাবে কাজটা তোমাকে গছানো যায়!'

মুখে কিছু বলল না লসন, এমনকি ক্ষীণ নড়ও করল না। 'ওয়্যাগন চালাবে কে?' রোল করা সিগারেট ধরিয়ে নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল।

'টিম কার্টিস। সাথে এক তরুণ আছে।'

'ওদের বোধহয় বিশ্বাস করা যায়। আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি।'

'ছেলেটা অবশ্য ছটফট করে খুব। তবে অভিজ্ঞ বা নিজের চেয়ে সেয়ানা লোককে সমীহ করে।' টড মার্টিন কফি দিয়ে যেতে নীরব হয়ে গেল সোনা ব্যবসায়ী। 'আরেকটা প্রস্তাব দিতে চাই তোমাকে,' কফির মগ তুলে চুমুক দিল কোবার্ন, মগের কিনারার ওপর দিয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লসনের দিকে। 'এখানে তোমাকে দরকার আমাদের, ড্যান।'

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল লসন। কফির মগ তুলে চুমুক দিল।

হতাশ হলো না কোবার্ন। আনমনে শ্রাগ করল, কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। অন্তত সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে তো রাজি করানো গেছে বেয়াড়া লোকটাকে! 'যাক্‌গে, তোমার ওপর জোর করব না। সোনা পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছ, এতেই খুশি আমি। এক কাজ করা যাক···আগাম একটা ঘোষণা দিয়ে দেব নাকি? তুমি গার্ডের দায়িত্বে আছ জানলে অনেকেই স্টেজ লুঠ করার সাহস করবে না।'

চুপ করে থাকল লসন, মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপত্তি নেই। কিন্তু সে জানে নেইল ডেভিস তাতে পিছিয়ে যাবে না, ঠিকই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে লোকটা। বুঝে-শুনে আক্রমণ করবে, বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেবে না। পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে না হলে হামলাই করবে না; কারণ বরাবর নিজের নিরাপত্তার কথা আগে ভাবে সে। ওয়্যাগন গার্ডের দায়িত্বে কে থাকল বা না-থাকল তাতে ওর পরিকল্পনায় রদবদল হবে না; স্রেফ সুযোগ খুঁজবে সে এবং পেলে নির্দ্বিধায় সেটা লুফে নেবে। ড্যানি লসন কেন, হিকক বা শ্যাননও যদি গার্ডের দায়িত্বে থাকে, পিছিয়ে যাবে না দুর্ধর্ষ এই আউট-ল।

জেসি ওয়েন আরেকজন। ওর দুই চ্যালা থাকবে সাপ্লাইয়ের সঙ্গে। বাড়তি এই সুবিধের কারণে, এবং দুই ক্রু সময়মত তৎপর হতে পারলে অনায়াসে স্টেজ লুঠ করতে পারবে সে।

'তোমার ক্রুদের ছাঁটাই করার দরকার নেই, ভুলেও কিছু বোলো না। ওরা জানুক ওদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা।'

'বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল না?'

'কিছুটা আছে, তবে সুবিধাও আছে। ওদের ওপর চোখ রাখব আমি। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, চার-পাঁচ দিনের যাত্রায় যে কোন জায়গায় আক্রান্ত হতে পারি আমরা। ওদের কাজ-কারবার দেখে আভাস পাব ঠিক কোথায় হামলা করতে পারে জেসি ওয়েন।'

যুক্তিটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে তুমিই সবচেয়ে অভিজ্ঞ লোক,' হেসে সিগার ধরাল সোনা ব্যবসায়ী। তারপর হালকা সুরে যোগ করল, 'মাথা গেলে তোমার যাবে, আমার তো নয়! আমার গেলে যাবে কেবল সোনা।'

'পুরানো চুক্তিতে কাজ করব না আমি,' জানাল লসন। 'সোনার দামের পাঁচ পার্সেন্ট বখরা আমার।'

'তুমি দেখছি এ শহরের ব্যবসায়ীদের মত হয়ে গেছ, ড্যান!' কৃত্রিম অভিযোগের সুরে বলল কোবার্ন। 'সুযোগ পেয়ে বেশ খসিয়ে নিচ্ছ আমাদের কাছ থেকে।'

'এর কমে আর কেউ তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।'

'জানি, বাছা,' হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্স কোবার্ন। 'তাহলে ওই কথাই থাকল। কাল সকালে এখান থেকে রওনা দেবে স্টেজ। সাথে আমার ক্রুরাও থাকছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল লসন, সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে রাখল ছাইদানিতে। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দরজার দিকে এগোল। 'মেরীকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল ও, তারপর শহর ছেড়ে পাহাড়ের দিকে এগোল। নদীর আনাচে-কানাচে কোন জায়গাই বাদ দেয়নি সোনা সন্ধানী লোকগুলো, যত্রতত্র ক্লেইম করেছে।

সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। শহরের প্রবেশ মুখে 'জেরেমি টাউন' সাইনবোর্ডটা দেখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁট থেকে। ক্ষণিকের জন্যে থেমেছিল ও, তারপর আলতো স্পার দাবাল, হালকা চালে এগোল গ্রুলাটা।

শহরটা এখন শান্ত। পাহাড়ের ওপর থেকে প্রায় পুরো শহরই চোখে পড়ছে, তড়িঘড়ি করে তৈরি দালান, লগ আর কাঠের তৈরি কাঠামো, ক্যান্টিনা, তাঁবু···সবকিছুতে অযত্নের ছাপ। তবে সময়ে সবই বদলে যাবে, যদি সময় পায় জেরেমি টাউন—যদি টিকে থাকে।

সব শহরই কিছু কিছু সুবিধা উপহার দেয়। এখানকার সুবিধা হচ্ছে সোনা। কিন্তু সোনাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই লসনের। পাহাড়ের ওপাশে সত্যিকার এক সোনার সন্ধান জানা আছে ওর–নয়ন জুড়ানো তৃণভূমি, নির্মল ঝর্না আর আলো-ছায়ায় ঘেরা নির্জন এক উপত্যকায় স্বপ্নের মত সুন্দর একটা বাথান। সেটা ছেড়ে কেন হলুদ ধাতুর পেছনে ছুটবে, যেখানে লোভ আর ঈর্ষার আগুনে পোড়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা?

পত্রিকা অফিসের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি হ্যালার্ড। পাশের জেনারেল স্টোরের ফুটপাতে বসে সিগারেট রোল করছে টিম কার্টিস। সময় নিয়ে কাজটা সারল সে, তারপর দক্ষ হাতে নখে কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল। কার্টিসের কথায় মনোযোগ সরে গেল হ্যালার্ডের, অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী তরুণকে বলছে সে: 'আজও পাহাড়ের ওদিকে দেখেছি ওকে। ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না, বব। আসলে শহরের ওপর নজর রাখছে ডেভিসের দলবল। ও যদি সোনা লুঠ করার চেষ্টা না করে তাহলেই বরং অবাক হব আমি।'

লোকটাকে চিনতে পারল হ্যালার্ড। ভবঘুরে টাইপের, তবে স্টেজকোচ ড্রাইভার হিসেবে দক্ষ।

উল্টোদিকে তাকাতে আইক জেসাপকে রাস্তায় দেখতে পেল। তার পাশেই ধূসর রঙের সুট পরা এক লোক, দু'হাত কোমরে রেখে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ল-অফিসের দিকে। 'আইক, তাসগুলো এখনও তোমার কথামত চলছে তো?' হালকা সুরে জানতে চাইল সে।

'অবশ্যই, ওয়েন, তাস সবসময় আমার ইচ্ছেমত চলে। ওটাই আমার পেশা কিনা।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল দু'জনেই, তারপর একটা সিগার ধরাল জুয়াড়ী। 'মিনিট কয়েক আগে একটা নোটিশ পেয়েছি।'

'নোটিশ!'

'মার্শালের অফিস থেকে এসেছে নোটিশটা। বলা হয়েছে—সব ধরনের জুয়ায় লাভের দশ-শতাংশ মার্শাল বা ডেপুটিদের কাছে জমা দিতে হবে।'

'এ ধরনের নোটিশের কথা এই প্রথম শুনলাম।'

'আমিও। তবে শহরের সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সব বাসিন্দাদেরই কিছু না কিছু দেয়া উচিত। আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু হুকুম করে টাকা আদায়ের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল ওয়েন নামের লোকটা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলছে, তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। 'তুমি বরং ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলো মার্শালের সঙ্গে।'

'উঁহুঁ, তা করতে যাচ্ছি না আমি। টাকা আদায় করার জন্যে নিজেই আসবে সে। আমার কাছ থেকে যদি দশ পার্সেন্ট আদায় করতে পারে, তাহলে মনে করব সত্যিই সেটা ওর প্রাপ্য!' বলে আর দাঁড়াল না আইক জেসাপ, উল্টো ঘুরে ঢুকে পড়ল নিজের সেলুনে।

অজানা এক অস্বস্তি বোধ করছে জেফরি হ্যালার্ড। বুঝতে পারছে না গ্যারি লোফার্ট আদৌ কতটা কাজ দেখাতে পারবে, মার্শাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেপরোয়া লোকগুলোকে খুঁচিয়ে ত্যক্ত করছে না তো?

চিন্তিত মনে হ্যান্স কোবার্নের অফিসে ঢুকল ও।

নিজের টেবিলে বসে আছে সোনা ব্যবসায়ী। চোখে-মুখে উৎফুল্ল ভাব। 'খবর আছে একটা, জেফ!' হ্যালার্ডকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল। 'সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছে লসন!'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল হ্যালার্ড, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কোবার্নের দিকে। একটা চেয়ারে বসে নিজেকে সামলে নিল সে, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ।

'পাঁচ পার্সেন্ট মজুরি দাবি করেছে ও।'

'এত টাকা! এক হাজার খরচ করলে ওর মত ডজনখানেক লোক পাওয়া যাবে।'

'তা পাওয়া যাবে,' স্বীকার করল কোবার্ন। 'কিন্তু তাদের কেউই ড্যানি লসন হবে না। ওর মত নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্তও হবে না।'

'যাক্‌গে, ওটা তোমার ব্যাপার,' শ্রাগ করল স্কুল মাস্টার। 'তোমার যাকে ইচ্ছে নেবে, আমার তাতে কিছু আসে-যায় না।'

'শহরের অবস্থা কি?'

'ভাল···বেশ ভাল। গ্যারি লোফার্টকে মার্শাল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি আমরা। সঙ্গে দুই সহকারী আছে ওর।'

স্মিত হাসল কোবার্ন। 'লোফার্ট কয়েক ধাপ এগিয়েছে বটে, তবে এবার ভুল শহর বেছে নিয়েছে। বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না ও। লোক হিসেবেও তেমন সুবিধের নয়···'

'ওকে চেনো তুমি?'

'নিশ্চয়ই। ও আসলে চোর। জেরেমি টাউনের মত নতুন শহর খুঁজে বেড়ায়। মার্শালের ব্যাজ পেলেই জুয়াড়ীদের ওপর জমা-খরচ শুরু করে। তাদের বাগে আনতে পারলে তারপর ধরে ব্যবসায়ীদের। কেউ ওর সঙ্গে সহযোগিতা না করলে

কোন না কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় লোকটা।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হ্যালার্ড, বুঝতে পারছে ঠিকমত জেনে-শুনে লোক নিয়োগ না করে দারুণ বোকামি করেছে। গ্যারি লোফার্ট যদি থমসন আর কিনকেডকে হটিয়েও দেয়, নির্ঘাত শহরের নিরীহ লোকজনের ওপর চড়াও হয়ে বসবে। সে আরেক বিপদ!

রাগ হলেও নিজেকে সামলে নিল হ্যালার্ড। ওদের ক্লেইমে থমসনের আগমনের ঘটনা জানাল।

নীরবে পুরোটা শুনল সোনা ব্যবসায়ী। 'হারপার হয়তো ঠিকই বলেছে, আবার আসবে থমসন। তবে ওর চেয়েও বেশি ঝামেলাবাজ লোক আছে এখানে। রক্স, কিনকেড···ক'জনের নাম জানি আমরা!' থেমে কি যেন ভাবল সে। 'জেফ, তুমি অস্বীকার করলেও এটা সত্যি যে গ্যারি লোফার্টের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন লোকের দরকার এখানে। লোফার্টের মত লোককে আমলই দেবে না কিনকেড। ধরো, শ্যাননকে আনালে তুমি, সে-ও যে গুরুত্ব পাবে তা নয়। এখানে জুড়ে বসেছে ওরা, বিশাল লাভের সম্ভাবনা সামনে। স্বয়ং শয়তান এলেও তাকে লড়াই করতে হবে। ওদের হারাতে পারলেই কেবল শান্তি আসবে জেরেমি টাউনে।

'সকালে কি ঘটেছে, জানো? বিল লারকিন আর ওর ভাতিজিকে পেয়ে বসেছিল রক্সের তিনজন লোক। হঠাৎ করে সেখানে উপস্থিত হয় লসন। ওর সঙ্গে লাগার সাহস করেনি লোকগুলো। এমন লোকই দরকার আমাদের, যাকে ভয় পাবে ওরা, সমঝে চলবে।'

উঠে দাঁড়াল জেফরি হ্যালার্ড। 'পিস্তল নাচিয়ে বেড়াবে সবার সামনে? যাতে নিরীহ মানুষ ওর ছায়াও না মাড়ায়, তাই না? কিনকেড বা রক্সের সাথে তাহলে ওর পার্থক্য কোথায়? আইনের লোকের চেহারা যদি এরকম ভয়ঙ্কর হয়, তাহলে শহরটা চলবে কি করে? বাচ্চা বা মহিলারা সেখানে যাবে কখনও?'

হাত উঁচিয়ে হার মানল সোনা ব্যবসায়ী। 'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, জেফ। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এক লাইনে চিন্তা করছি না আমরা।'

'শান্তিপূর্ণ একটা শহর গড়তে হলে সবার সহযোগিতা দরকার, ওদের বলব আমি। আমার কথা শুনবে নিশ্চয়ই, যুক্তি দিয়ে বোঝাব সবাইকে।'

'দয়া করে ও-কাজটি করতে যেয়ো না। তোমাকে নিয়ে মজা করবে ওরা। শোনো, জেফ, ওদের কাছে বাইবেলের বাণী যা, তোমার কথাও তা।'

বিব্রত দেখাল হ্যালার্ডকে। 'আমি কি তাই বলতে যাব?'

'অস্থির হয়ে আছ তুমি, জেফ। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, এমন একটা শহরের কথা বলতে পারবে যেখানে ভাল কথা শুনিয়ে খারাপ লোককে সৎ পথে আনা গেছে? ওটা কেবল গির্জায় সম্ভব, এবং তাতে মন্দ লোকগুলোর নিজেদের উপলব্ধিও দরকার। ওদের গির্জায় পাঠাবে কে? পাঠাতে পারলে না হয় ভাল কিছু কথা শোনানো যাবে। মিথ্যে আশা করে অযথা নিজের হতাশা বাড়াচ্ছ। গ্যারি লোফার্টকে চেষ্টা করতে দাও, দেখা যাক কি করতে পারে ও।'

থ মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকল জেফরি হ্যালার্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'তোমার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ, হ্যান্স। একটা কথা, ড্যানি লসনকে মার্শাল

হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে নিশ্চিন্তে পরামর্শ দিতে পারো আমাকে। ওর ব্যাপারে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার। রক্সের লোকগুলো ওকে ভয় পেয়েছে কেন, জানো? কারণ সে একজন খুনী। ওদের চেয়ে কড়া মাল। নিজের বিপদ ঠিকই টের পেয়েছে ওরা, জানত টিকতে পারবে না লসনের সঙ্গে। এমন লোক যদি এখানকার আইন হয় তাহলে নিরীহ লোকেরা কখনও সুবিচার পাবে?'

কার্ট রক্স হিসেবী মানুষ। কোন কাজ করার আগে বরাবর সম্ভাবনা আর পরিণতির কথা আগে ভাবে সে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভাল করেই জানে জেরেমি টাউনে বিপুল সম্ভাবনা আছে ওর। প্রচুর সোনা আছে এখানে, অন্যরা তুলবে···ও শুধু সেগুলো হাতিয়ে নেবে। ব্যস, কাজ বলতে এটুকুই। অবশ্য সেটাও সহজ হবে না, কিনকেড আর থমসন আছে। শেষপর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে রক্সের। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খবরটা পেয়েছে। নিকোলাস গ্রীনকে একচোট নিয়েছে তারপর। গাধা! মেয়েদের সাথে খারাপ আচরণ করা আর আগুন নিয়ে খেলা পশ্চিমে একই জিনিস। তা-ও যে সে মেয়ে নয়, পুব থেকে আসা সম্ভ্রান্ত একজন মহিলা। বাজারের মেয়ে হলেও একটা কথা ছিল। কার্ট রক্স নিজেও পিচ্ছিল পথের মানুষ, কিন্তু সারা জীবনে অন্তত এই একটা ব্যাপার সবসময় এড়িয়ে গেছে, ভদ্র ঘরের কোন মহিলার সাথে জোর করা দূরে থাক, কখনও দুর্ব্যবহারও করেনি। পশ্চিমের মানুষ এ ব্যাপারে বড় আপসহীন। একজন মহিলা বিপদে পড়লে পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। রক্স নিজে ওখানে থাকলে লসনের মতই শায়েস্তা করত গ্রীনকে, পিটিয়ে তক্তা বানাত হারামজাদাকে।

কিছু কিছু জিনিস আছে ওদের জন্যে সত্যিই স্পর্শকাতর, মেয়েমানুষ তার একটি। এখানে মাইনাররা পরস্পরকে সাহায্য করে খুব কম, লোভ আর ঈর্ষাই তার কারণ। বারো কিসিমের এসব লোকই একাট্টা হয়ে যাবে যদি তাদের মেয়েছেলেদের অপমান করে শহরের কেউ। সে মাইনার হলেও ছাড় পাবে না। এটাই পশ্চিমের রীতি। গরুচোর বা ঘোড়াচোর ধরতে পারলে যেমন তৎক্ষণাৎ কোন গাছে লটকে দেয়, তেমনি কোন মহিলার অসম্মান করবে যে লোক ধরা পড়লে একই পরিণতি জুটবে তার কপালে।

নির্বিঘ্নে এখানে কাজটা শেষ করতে চায় কার্ট রক্স। চায় না হন্যে হয়ে ওর পেছনে ছুটুক খেপা লোকজন। এ জন্যেই আজকের ঘটনা পছন্দ হয়নি ওর। কিন্তু একটা ব্যাপার কাঁটার মত বিঁধে আছে মনে, ড্যানি লসন এখানে এসেছে কেন? মাইনাররা ভাড়া করে আনেনি তো? নাহ্, তেমন হলে ঠিকই খবর পেত। ড্যানি লসনের উপস্থিতি একটা হুমকির মত। কঠিন মানুষ সে, এরকম কয়েকটা শহর ঠাণ্ডা করেছে এর আগে।

সকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর টনক নড়েছে রক্সের। কিনকেডের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সেজন্যেই। আলাদা আলাদা ভাবে মোকাবিলা করার চেয়ে দল

বেঁধে ড্যানি লসনকে শিকার করা সহজ হবে। হয়তো জেরেমি টাউনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না দুর্ধর্ষ লোকটা, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া, সাপ্লাইটা সম্পর্কেও আলোচনা করা দরকার। এত বড় একটা চালান চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে, অথচ ওরা কিছু করবে না তা কি করে হয়?

জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুনে ঢোকার মুখে সদ্য বেরিয়ে আসা লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল কার্ট রক্স। ড্যানি লসনকে চেনে সে। টিম কার্টিস আর বব নামের ছোকরার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে।

থমকে দাঁড়াল লসন, নিচু স্বরে কি যেন বলল দুই সঙ্গীকে। দ্রুত সরে পড়ল ওরা। একা হয়ে গেল সে। একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল লসন, রাস্তার দু'ধারে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। তারপর সরাসরি দশ হাত দূরে দাঁড়ানো কার্ট রক্সের দিকে তাকাল। পরস্পরের ওজন জানে ওরা, কিন্তু এখানে পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই ভিন্ন।

ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকাল লসন। 'অনেকদিন পর, তাই না, রক্স?'

পকেট হাতড়ে একটা সিগার বের করল রক্স। উত্তরে ছোট্ট করে নড করল। 'ভাবিনি তোমাকে এখানে দেখতে পাব।'

'কেন, এখানে কি আসতে মানা আছে?'

'তা নয়,' হেসে বলল রক্স, সময় নিয়ে সিগার ধরাল। 'এখানকার ব্যাপারটা আলাদা, অ্যাবিলিনের মত নয়। জেরেমি টাউনে কিন্তু সুবিধে করতে পারবে না।'

'তাই?' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লসন, মাপছে দুর্বৃত্তকে।

'হ্যাঁ। কিনকেড, ওয়েন, থমসন···প্রচুর বেপরোয়া লোক। ক'জনের সাথে কুলাবে?'

'অ্যাবিলিনেও তাই বলেছ, রক্স। শেষে যখন মুখোমুখি হলাম আমরা, পিস্তল বের করতে রাজি হলে না তুমি।'

'আমার হিসাবটা একটু অন্যরকম, সবার চেয়ে আলাদা,' হেসে ব্যাখ্যা দিল রক্স। 'জেদের বশে লড়ি না আমি, শুধু লাভ আছে যেখানে সেখানেই পাওয়া যায় আমাকে। তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়লে হয় তুমি, নইলে আমি মারা পড়তাম। তাতে কি লাভ হত আমার? ড্যানি লসন আমার হাতে মারা পড়বে এই স্বপ্ন আমি দেখি না।'

'বুঝতে পেরেছি, কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ তুমি। যার সাথে ডুয়েলে জেতার সম্ভাবনা বেশি, কেবল তার সামনেই দাঁড়াও, তাই না?'

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলো না কার্ট রক্স। 'ঠিক তাই,' হেসে একমত হলো সে। 'কারণ চেষ্টা করলে বহু দিন বেঁচে থাকা যায়।' ঘাড়ের ওপর আঙুল উঁচিয়ে শহরের পেছনে বুটহিলটা দেখাল। 'ওখানে শুয়ে থাকার চেয়ে আরও কিছু দিন বেঁচে থাকাই আমার কাছে বেশি আনন্দের। একটাই তো জীবন, সুতরাং এত ঝুঁকি নিয়ে লাভটা কি!'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি, রক্স। চেলা-চামুণ্ডাকে দিয়ে আমার পায়ে কামড় বসাবে, কিন্তু সাহস করে নিজে কখনও সামনে আসবে না, এই তো?'

'ঠিক, খাঁটি কথা বলেছ। আমার মনের কথা।'

'হয়তো তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে না, এখানেই সামনাসামনি দাঁড়াব আমরা।'

'আমার সন্দেহ আছে, লসন।'

মৃদু নড করে এগোল ড্যানি লসন।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল টিম কার্টিস আর রবার্ট অ্যালেন, বেকুব বনে গেছে কার্ট রক্সের সঙ্গে লসনকে এভাবে কথা বলতে দেখে। *নার্ভ আছে বটে মানুষটার*, নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল অ্যালেন, পাত্তাই দেয়নি রক্সকে, অথচ সেলুনের ভেতর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ছিল। যেন পুরানো দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে বহু দিন পর, অকপটে রক্সের নীচতা তুলে ধরেছে! আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক কথাবার্তা হলেও যে কোন একজনের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহলেই নরক নেমে আসত এখানে, জানে অ্যালেন।

'ও যদি ড্র করত?' দ্রুত পা ফেলে লসনকে ধরে ফেলল অ্যালেন। 'তুমি কি জানতে সেলুনে ওর দোস্তরা ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল লসন। 'সেই সাহস নেই ওর। জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ড্র করবে না রক্স···আর যদি না কোণঠাসা করা যায় ওকে। ও ঠিকই জানত শো-ডাউন হলে প্রথম গুলিটা ওকে করব আমি।'

পেছন থেকে তিনজনের দলটাকে দেখল রক্স, একসঙ্গে পান করার অর্থ কি? দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাল সে, তারমানে সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছে ড্যানি লসন। চিন্তার কথা, স্টেজ লুঠ করা সহজ হবে না যেখানে লসন থাকছে।

সেলুনে গিয়ে কিনকেডের অপেক্ষায় থাকল রক্স। দু'পক্ষে একটা রফা হওয়ার কথা। বিগ থমসনও বাদ যায়নি, যদিও কিনকেড বা রক্স কেউই আমল দেয় না তাকে। শুধু উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই তাকে দলে রাখা।

কোণের একটা টেবিলে বসেছে ও, অনুচরদের বিদায় করে দিয়েছে। ক্ষীণ আপত্তি করছিল গ্রীন, কিন্তু ওর কড়া চাহনি দেখে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ডিক টেবর হুইস্কি দিয়ে যেতে চুমুক দিল রক্স, কাচের জানালা গলে তাকাল রাস্তার দিকে। ওপাশে নাপিতের দোকানের সামনে অপেক্ষা করছে গ্রীন, সাথে আরও চারজন।

দু'জনে প্রায় একইসঙ্গে প্রবেশ করল ওরা। কিনকেড পেছন দরজা দিয়ে, আর থমসন সামনের দরজা দিয়ে। বুটের শব্দে ঘর কাঁপিয়ে এগিয়ে এল বিগ থমসন, নিতান্ত অবহেলার সাথে বাম হাতে একটা চেয়ার টেনে টেবিল থেকে কিছুটা দূরে সরে বসল। ভঙ্গিটা এমন যাতে প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিতে পারে বা অনায়াসে পিস্তল বের করতে পারে। আমুদে দৃষ্টিতে রক্সের দিকে তাকাল সে। বোঝা গেল নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। কার্ট রক্স যখন ডেকে পাঠিয়েছে সেটা সম্ভব, ভাবল কিনকেড। রক্সের উল্টোদিকে বসার আগে পেছন ফিরে নিজের লোকদের সরে যেতে ইঙ্গিত করল কলোরাডোর আউট-ল।

'ওদের বেরিয়ে যেতে বলো, কিনকেড,' পরামর্শ দিল রক্স। 'থমসন, তোমার লোকদেরও বলো।'

'কেন?' সন্দিহান চোখে তাকাল থমসন, দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ।

'যত কম লোক আমাদের আলোচনা সম্পর্কে জানবে ততই ভাল নয় কি?

নিজের দলের ওপর আস্থা থাকতে পারে তোমাদের, কিন্তু আমার নেই। আমার ছেলেদের ওপর তোমাদের আস্থা আছে কি?'

'নেই, এমনকি তোমার ওপরও নেই,' স্বীকার করল কিনকেড।

'এখান থেকে যাওয়ার পর নিজের লোকদের যা ইচ্ছে বলতে পারো, তবে আমি তোমাদের জায়গায় হলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু বলতাম না।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' নিস্পৃহ স্বরে বলল থমসন। 'ধরো কাউকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল মার্শাল বা মাইনারদের কেউ। নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে নির্ঘাত সবকিছু বলে দেবে সে।'

'সেই সম্ভাবনা কম হলেও সাবধান থাকা ভাল।'

হাত নেড়ে নিজের লোকদের বেরিয়ে যেতে বলল কিনকেড। একটু পর থমসনের সঙ্গীরাও বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল ওরা। শহরের পরিস্থিতি, ড্যানি লসন আর সোনার চালান সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে লসন ঝামেলা করলে তাকেও ছেড়ে দেবে না। তিন দলের মধ্যে যতটা সম্ভব সদ্ভাব বজায় রেখে সহাবস্থান করবে শহরে, নিজেদের মধ্যে সংঘাত এড়িয়ে চলবে। কিন্তু সোনার চালানের ব্যাপারে কেউ কাউকে ছাড় দিতে বা সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক; যার যার নিজস্ব চেষ্টায় উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

তবে সবার আগে, জমকাল অভ্যর্থনা দেবে জেরেমি টাউনের নতুন মার্শালকে।

বিকেলে আবারও শহরে এল জেফরি হ্যালার্ড। কিন্তু খবর শুনে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। ডিক ফেল্টনের অফিসে ঢুকে দেখল পত্রিকার পরের সংখ্যার কাজ করছে সে। ঘেমে সারা সাংবাদিক, টেবিলে বসে কফি গিলছে; চোখে-মুখে এক ধরনের প্রশান্তি, টানা খাটুনির পর কাজ শেষ করতে পারলে যে ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে মানুষ।

'খবর শুনেছ?' টেবিলের ওপর রিপোর্টের খসড়া দেখিয়ে হালকা সুরে বলল সাংবাদিক। 'এ শহর এখন নরক। শহরের শেষ মাথায় সেলুন খুলেছিল হ্যাংক মিচেল। দুপুরে ওকে খুন করেছে গ্যারি লোফার্ট। সেলুন থেকে মার্শালের পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছিল মিচেল, কিন্তু লোফার্টের দুই স্যাঙাৎ তৈরি ছিল রাইফেল নিয়ে। কোন সুযোগই পায়নি মিচেল।'

'তারপর?' ঢোক গিলে তথ্যগুলো হজম করার চেষ্টা করল হ্যালার্ড।

'মিচেলকে মেরে ওরা ভাবল পুরো শহর ওদের আয়ত্তে চলে এসেছে। লাভের বখরা আদায় করতে আইক জেসাপের কাছে গিয়েছিল ডেপুটিরা। স্রেফ না বলে দিয়েছে জেসাপ, মুখের ওপর হেসেছে ওদের প্রস্তাব শুনে। খেপে গিয়ে পিস্তল বের করেছে দুই ডেপুটি। কিন্তু ওরা তো জেসাপের চেয়ে দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে না! দু'জনেই মারা গেছে।'

'আর লোফার্ট?'

'কিনকেড আর রক্স ওকে ধরল বটে, কিন্তু পেটানোর কাজটা একাই করেছে

থমসন। অমন পিটুনি কখনও দেখিনি আমি, জেফ, দেখতেও চাই না। শেষে মার্শালের ব্যাজটা পাছায় গেঁথে দিয়ে ঘোড়ার ওপর শুইয়ে লোফার্টকে শহর থেকে তাড়িয়েছে ওরা।'

থমথমে দেখাচ্ছে হ্যালার্ডের মুখ। লজ্জায় আর রাগে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। ওর সিদ্ধান্ত আবারও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কি করা যায় এখন?

মিনিট ত্রিশের মধ্যে জেফরি হ্যালার্ডের কেবিনে জরুরী মীটিং-এ বসল ওরা। মাইনার আর শহরের লোকজন, সব মিলিয়ে দশজন। একেকজন একেক পরামর্শ দিচ্ছে, কেউ কারও মতামতে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

'লসনকে দরকার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিল লারকিন। 'এ মুহূর্তে কেবল ওর ওপরই আস্থা রাখা যায়।'

'লসন কেন? ও ছাড়া কি আর কেউ নেই?'

'না। ওর মত পিস্তলবাজ থাকতে পারে, কিন্তু ওর মত বিশ্বাসী এবং সাহসী পিস্তলবাজ আর নেই।'

'কিন্তু কেউ পিস্তলের মুখে শহর শান্ত রাখুক তা আমার পছন্দ নয়।'

'পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই,' সোজাসাপ্টা বলল এক ব্যবসায়ী। 'চোর-ডাকাত, খুনী, বদমাশ জোচ্চোরে ভরে গেছে এই শহর। ভাল কথা বললে স্রেফ হাসবে ওরা। তুমি আছ পাহাড়ের মাথায়। ওসব গণ্ডগোলের কিছুই এখানে আসে না। কিন্তু আমাদের থাকতে হবে শহরের মাঝখানে, ওসবের মধ্যে। নিরাপত্তা চাই আমরা, শান্তিতে ব্যবসা করতে চাই।'

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন শহরের কোথাও গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেফরি হ্যালার্ড, থমথমে দেখাচ্ছে মুখটা। 'ঠিক আছে, পারলে ড্যানি লসনকে নিয়ে এসো তোমরা, আমার আপত্তি নেই,' তিক্ত স্বরে ঘোষণা দিল সে।

কিন্তু প্রস্তাব নিয়ে যাবে কে? ঠিক হলো ফেল্টন যাবে হ্যালার্ডের সঙ্গে।

অথচ সারা শহর খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না ড্যানি লসনকে। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে!

পাঁচ

সেদিনের দৈনিকে বড়বড় অক্ষরে প্রকাশিত হলো সংবাদটা:

জেরেমি টাউন থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনার চালান যাচ্ছে মন্টানায়। আগামীকাল রেডরকের উদ্দেশে যাত্রা করবে এই শহরের প্রথম চালান। শটগান হাতে পাহারায় থাকবে ড্যানি লসন।

অপরিচিত এক ড্রিফটার খবরটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠল: 'দেখেছ, বোকার হদ্দ

আর কাকে বলে! এসব খবর এভাবে প্রচার করে কেউ? এরা দেখছি নিজেরাই লুঠপাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে!'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল বয়স্ক এক লোক, মৃদু রহস্যময় হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'ঠিকই করেছে ওরা। ড্যানি লসনের নাম প্রচার করে আসলে সতর্ক করে দিচ্ছে সবাইকে। কারও সোনা লুঠ করার ইচ্ছে থাকলে ওই নামটা দেখে সাহস করবে না আর।'

পরদিন ভোরে জেরেমি টাউন ছাড়ল সোনাভরা স্টেজ। পত্রিকায় পঞ্চাশ হাজার লেখা হলেও আসলে সোনার পরিমাণ আরও বেশি, সঠিক হিসেবে দুই লক্ষ সাত হাজার ডলার হবে সব সোনার মূল্য। ইচ্ছে করেই সত্য চেপে গেছে হ্যান্স কোবার্ন, সোনা ব্যবসায়ীর ধারণা সঠিক তথ্য জানতে পারলে অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়ে উঠবে দুর্বৃত্তরা। প্রাপ্তির তুলনায় ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হলে কেউ কেউ হয়তো নিরস্তও হতে পারে।

ক্লান্তিকর যাত্রা। কোন যাত্রী নেই, যদি না হ্যান্স কোবার্নকে যাত্রী ধরা হয়। বেশিরভাগ সময় দুই ক্রুর সঙ্গে কোচের ভেতরে থাকছে সে। টিম কার্টিস আর রবার্ট অ্যালেন পালা করে চালাচ্ছে স্টেজ। পাশেই বসে আছে ড্যানি লসন, সামনের পথ বা আশপাশে চোখ রাখতে সুবিধে বলে সারাক্ষণ ওখানেই থাকছে। কোলে একটা উইনচেস্টার ওর, পায়ের কাছে পড়ে আছে ডাবল-ব্যারেল শটগান। কার্টিসের কোলে আরেকটা শটগান আছে। লোকটির সাথে এটা-সেটা নিয়ে গল্প করলেও সারাক্ষণ চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে লসন।

সন্ধে পর্যন্ত মাইল বিশের মত এগোল ওরা। একটা উপত্যকায় ক্যাম্প করার পর রান্না করতে বসল কার্টিস। ক্লান্ত শরীরে ঘাসের ওপর বসে পড়ল অন্যরা। গরম কফি খানিকটা হলেও চাঙা করে তুলল ওদের। একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছু দূরে সরে এল লসন, ক্যাম্পের পেছনে পাহাড়ে উঠে এল। ফিল্ড গ্লাস বের করে জরিপ করল সামনের ট্রেইল। পুরো এক ঘণ্টা চোখ রেখেও কোন আগুন বা ক্যাম্পের চিহ্ন চোখে পড়ল না। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই, লসন জানে স্টেজ লুঠ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। মন্টানা পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রার যে কোন জায়গায় আক্রান্ত হতে পারে ওরা। তবে ওর চিন্তা আপাতত বিগ বে পর্যন্ত, ওখানে পৌঁছতে পারলে বাকি পথ নিয়ে ভাববে। বিগ বে-র ট্রেইল স্মরণ করার চেষ্টা করল, আচমকা আক্রমণ করা যায় সম্ভাব্য এমন তিনটে জায়গা শনাক্ত করল মনে মনে। ঠিক মাইল দুই পরেই একটা। দুপুরের দিকে প্রথম জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে ওরা।

উটকো ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই ক্রু। ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কারণ শেষপর্যন্ত বেঈমানি করবে ওরা, নিশ্চিত জানে লসন। দু'জনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও, কোবার্নকেও লেগে থাকার পরামর্শ দিয়েছে, আলাদা হতে দিচ্ছে না কাউকে। নিজের দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করছে সোনা ব্যবসায়ী।

টেড স্পিড আর বব অ্যালেনকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল লসন। মাঝরাত পর্যন্ত ওদের পালা, তারপর কার্টিস আর টমের। শেষ রাতে হ্যান্স আর

ওর।

ভোরে ফের পাহাড়ে উঠে এল ও। অনেকক্ষণ ধরে চোখ রাখল ট্রেইলের ওপর। নিভু নিভু একটা আগুনের কুণ্ড দেখে খুশি হলো এবার। আন্দাজ করল মাইল দুই দূরে আছে ক্যাম্পটা।

নাস্তা শেষে নিজের ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল লসন।

'কি ব্যাপার, ড্যান, কোথাও যাচ্ছ নাকি?' জানতে চাইল কোবার্ন।

'আশপাশেই থাকব।' স্টেজের ভেতরে ঢুকে অ্যামুনিশন বক্স থেকে বাড়তি কার্তুজ তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ও, ঘাড় ফিরিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা স্ট্রংবক্সটা দেখল, যথেষ্ট মজবুত জিনিসটা। আঙটায় বড়সড় দুটো তালা ঝুলছে। ওগুলো অবশ্য কোন ব্যাপারই নয়, যে কেউ ভেঙে ফেলতে পারবে।

সূর্য যখন পুব আকাশে আড়মোড়া ভাঙছে ঠিক এসময়ে রওনা দিল দলটা।

'বব?'

স্টেজে উঠতে যাচ্ছিল তরুণ, লসনের ডাকে ফিরে তাকাল।

'কার্টিসের পাশে গিয়ে বোসো, গল্প না করে খেয়াল রেখো চারপাশে। শিগ্‌গিরই আক্রান্ত হতে পারি আমরা।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার কথা ভাবতে হবে না, যা বলেছি ঠিকমত কোরো।'

'ঠিক আছে, ড্যান,' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল সে।

আড়চোখে বিল নিকোল আর টেড স্পিডের দিকে তাকাল লসন। ভাবলেশহীন থাকার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু আড়ষ্ট মুখ দেখে বোঝা গেল লসনের সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছে। 'তোমরা দু'জন,' তাদেরকে বলল ও। 'বসে বসে না ঝিমিয়ে চোখ-কান খোলা রাখো, মাইল দুইয়ের মধ্যে আছে ওরা। যে কোন সময়ে আক্রমণ করতে পারে।'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টেড, উত্তেজনা বা উদ্বেগের নমুনাও নেই তার মধ্যে।

লসন নিঃসন্দেহ হয়ে গেল সামনের দলটার সঙ্গে জেসি ওয়েনের সম্পর্ক নেই, তেমন হলে এতক্ষণে উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটার কথা দু'জনের। এরা সঙ্গে থাকায় অন্তত একটা লাভ হয়েছে, ভাবল ও, রক্স বা ডেভিসের দল স্টেজ আক্রমণ করলে সাহায্য করতে পারবে।

শুরুতে স্টেজের পেছনে থাকল লসন, কিন্তু একটু পর পেছনে ফেলে এল লক্করঝক্কর মার্কা কনকর্ড কোচকে। মাইল খানেক এগিয়ে আচমকা ট্রেইল থেকে সরে এল। বিপজ্জনক জায়গাটার কথা মনে করার চেষ্টা করল–ক্লিফের পাশ দিয়ে এগিয়েছে ট্রেইল, খানা-খন্দে ভরা উপত্যকার পাশেই পঞ্চাশ ফুট নিচে খাদের তলায় গিয়ে মিশেছে খাড়া ঢাল। এরকম একটা জায়গা স্টেজের জন্যে সত্যিই বিপজ্জনক, এবং হামলা করার জন্যে যুৎসই; কারণ স্টেজ সামলাতে ব্যস্ত থাকবে ড্রাইভার। ক্লিফের দেয়ালে আড়াল নেওয়ার মত প্রচুর জায়গা রয়েছে।

মনে মনে একটা পরিকল্পনা দাঁড় করাল লসন, তারপর জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল। ঢালের আড়াল ধরে এগোচ্ছে, তাছাড়া মূল ট্রেইল এড়িয়ে যাচ্ছে বলে

কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। মিনিট ত্রিশ পর ক্লিফটা দেখতে পেল। ঘোড়ার গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটার পর্যায়ে নিয়ে এল ও, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

ক্লিফের কাছাকাছি এসে স্যাডল ছাড়ল ও। জুনিপার ঝোপের আড়ালে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোল। নিঃশব্দে উঠে এল পাহাড়ের চূড়ায়। সামনে আরও কয়েকটা পাহাড়, কোনটাই ষাট-সত্তর গজের বেশি উঁচু হবে না। ক্লিফের লাগোয়া পাহাড়ে চলে এল একসময়, সামনের খোলা জায়গায় সতর্ক দৃষ্টি চালাল। ক্লিফের সারি, নিচে রুক্ষ ট্রেইল আর পাহাড়ী খাদ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। উল্টোদিকের পাহাড়ে বা আড়াল নেওয়ার মত যে কোন জায়গায় অনায়াসে নজর রাখতে পারবে।

ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এল ও, কিনারায় এসে শ্রান্ত শরীর গ্র্যানিটের ওপর বিছিয়ে দিল, পাশে রাখল রাইফেল। ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক পানি গলায় ঢেলে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবার, সূর্যকিরণ সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন, জানে ফিল্ড গ্লাসে প্রতিফলিত আলো মুহূর্তে ওর অবস্থান প্রকাশ করে দিতে পারে।

মিনিট বিশ লাগল লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে। লোক তিনজন, কিন্তু সাতটা ঘোড়া দেখতে পেয়েছে। তারমানে অন্তত আরও চারজন আছে। খুঁজতে শুরু করল ও, মিনিট দশ পর দু'জনের অবস্থান জেনে গেল। বাকিরা ওর অজ্ঞাতে রয়ে গেছে।

ধূমপানের ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখল লসন। পকেট থেকে এক মুঠি বুলেট বের করে পাশে মাটির ওপর রাখল। রাইফেল টেনে নেওয়ার সময় মনে মনে হিসাব কষল, বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে স্টেজ। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় আক্রমণ করবে ওরা। ঢালের নিচে, চল্লিশ গজ দূরে স্টেজটাকে প্রথম দেখার পর তৈরি হয়ে যাবে প্রতিপক্ষ; এই ফাঁকে, মিনিট খানেকের মধ্যে ক্লিফের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবে কোচ।

সাক্কল্যে এই এক মিনিটই পাবে লসন, এরই মধ্যে কাজ সারতে হবে। লুকিয়ে থাকা লোকগুলোর অবস্থানের ওপর শেষবারের মত নজর বুলাল ও—চাতালের ওপর দু'জন, কিছুটা ডানে বোল্ডারের আড়ালে তিনজন। অন্য দু'জনকে খুঁজে পায়নি। তবে নিশ্চিত জানে আশপাশেই আছে।

চাতালের লোকগুলোকে আগে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল লসন, লাগাতে সুবিধা হবে। তাছাড়া অরক্ষিত আছে ওরা, মুহূর্তের ব্যবধানে দু'জনকেই নিকেশ করতে পারবে। বোল্ডারের কারণে কিছুটা হলেও আড়াল পেয়েছে অন্য তিনজন, সহজে ধরাশায়ী করা যাবে না ওদের। উল্টোটাও সত্যি, পাল্টা আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারবে না ওর সঙ্গে। কিন্তু লসন ক্রমাগত গুলি করতে থাকলে আড়াল নিতে বাধ্য হবে ওরা, স্টেজের ওপর থেকে মনোযোগ সরে যাবে। কিন্তু অন্য দু'জন? হয়তো এরাই আসল কাজ সেরে ফেলবে।

ধীরে ধীরে সময় কাটছে। তন্নতন্ন করে ক্লিফ আর পাহাড়ের সারির আনাচে-কানাচে নজর বুলাল লসন। একবার মনে হলো চাতালের ওপাশে যে গুটিকয়েক গুল্ম জাতীয় গাছ জন্মেছে তার পেছনে বাদামী কিছু একটা চোখে পড়েছে, কিন্তু

নিশ্চিত হতে পারল না। অনেকক্ষণ চোখ রেখেও কিছু দেখতে পেল না। ধুমসে হুইস্কি গিলছে চাতালের লোক দুটো, মাঝে মধ্যেই হাত বদল হচ্ছে বোতলটা। দূরে স্টেজের হালকা শব্দ শোনা যেতে সতর্ক হয়ে গেল লোকগুলো, স্থির পড়ে আছে এখন। রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে।

নিশ্ছিদ্র একটা ফাঁদ পেতেছে ওরা। কিন্তু লসনের অবস্থান এবং সময়োচিত তৎপরতার কারণে ছকটা পাল্টে যেতে পারে। সবকিছু নির্ভর করবে ওর দক্ষতার ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় পাবে, এরই মধ্যে ছোট করে দিতে হবে দলটাকে; শুধু তাহলেই স্টেজটা নির্বিঘ্নে ফাঁদ পেরিয়ে যেতে পারবে।

ডানদিকের লোকটার কপালে নিশানা করল লসন।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হলো না, লোকগুলোর নড়াচড়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল কাছে চলে এসেছে স্টেজ। চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছেই। মুখটা বিস্বাদ লাগছে ওর, জানে জুয়া খেলতে যাচ্ছে এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। টিম কার্টিস আর বব অ্যালেনের ওপর কিছুটা হলেও নির্ভর করছে ওর সাফল্য, কার্টিসকে দক্ষ হাতে ঘোড়াগুলো সামাল দিতে হবে, আর অন্তত দু'একজনকে নিকেশ করতে হবে অ্যালেনের, নইলে···

ট্রিগারে চেপে বসেছে ওর আঙুল, রাইফেলের ব্যারেল সেঁটে আছে কাঁধের সঙ্গে; মনোযোগ সামনের লোকগুলোর ওপর, স্টেজের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। প্রথমবার ট্রিগার টেনেই উইনচেস্টারের নল খানিকটা সরিয়ে দ্বিতীয়জনের কপাল বরাবর গুলি করল লসন। ফলাফল দেখার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনটাই হলো না ওর, দ্রুত পরপর কয়েকটা গুলি করল অন্য তিনজনের দিকে। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভড়কে গেছে লোকগুলো, সে-সুযোগটাই নিল লসন। তৃতীয় লোকটা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে সংবিৎ ফিরল ওদের। যে পাহাড়ের ওপর অবস্থান নিয়েছে ও, সেদিকে তাকিয়ে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু লসনের লাগাতার আক্রমণে পিছিয়ে গিয়ে আড়াল নিতে বাধ্য হলো দু'জনেই। নিশানা ছাড়াই গুলি করে যাচ্ছে ও, বোল্ডার না ঝোপে গিয়ে লাগল দেখছে না। চাইছে লোকগুলো আরও কিছুক্ষণ আড়ালে থাকুক।

আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। জুনিপার ঝোপের কিনারে এক ঝলকের জন্যে বাদামী একটা কাপড় দেখেছিল একটু আগে, এবার অবশ্য এক লোককে দেখতে পেল। ট্রেইলের দিকে মনোযোগ লোকটার, ঢাল বেয়ে উঠে আসা স্টেজের কাউকে নিশানা করছে। সম্ভবত ড্রাইভারই তার টার্গেট।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টেনে দিল লসন। লোকটার বাহুতে বিঁধেছে গুলিটা, এক চুল নড়ে গেল নিশানা; আর তাতেই বেঁচে গেল টিম কার্টিস। ওর কপাল ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট। সপাটে চাবুক হাঁকাল সে, তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। পেছনেই দেখা গেল একটা সোরেলে চেপে ছুটে আসছে বব অ্যালেন। হাতে উদ্যত পিস্তল।

'মেস্কিট ঝোপের কাছে আছে ওরা!' চেঁচিয়ে তাকে জানাল লসন। গড়ান দিয়ে সরে এল ও, পাহাড়ের কিনারে এসে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। অপেক্ষায় ছিল ঘোড়াটা, ছোটার মধ্যেই লাফিয়ে স্যাডলে চাপল ও, তারপর স্পার

দাবাতে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। বাঁক নিয়ে ট্রেইলে উঠে আসার সময় আরেকটু হলে স্যাডল থেকে পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল ও। বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে গেছে স্টেজ, কোচের খোলা দরজায় দেখা যাচ্ছে হ্যান্স কোবার্নকে। দুই ক্রু জানালায় অবস্থান নিয়েছে। সমানে দুর্বৃত্তদের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি করছে ওরা।

নির্দয় ভাবে স্পার দাবাল লসন, ঘোড়ার গতি বাড়াতে চাইছে। ওকে গুলি করার সুযোগ পেয়ে গেলে এক গুলিতে দফা-রফা হয়ে যাবে। স্বস্তির ব্যাপার ক্রুদের নিয়ে ওকে কাভার করছে কোবার্ন।

সামনে অন্য কোন দল না থাকলেই হয়। ক্লিফের দেয়ালের সঙ্গে শরীর ছুঁইছুঁই করছে ঘোড়াটার, তুমুল গতিতে ছুটছে। স্যাডলের সাথে শরীর মিশিয়ে দিয়েছে লসন। স্টেজটাকে পেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ল, কিন্তু গতি কমাল না। পাশ দিয়ে ক্লিফের দেয়াল চোখের নিমেষে সরে যাচ্ছে পেছনে, চোখ তুলে সামনে ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ট্রেইল, একটু পরেই খোলা জায়গা।

ছোটার মধ্যেই রাইফেল রেখে পিস্তল তুলে নিল ও। চোখ পরবর্তী বাঁকের মুখে। একটা ব্যাক-আপ টীম আশা করছে। পাশে রবার্ট অ্যালেনের প্রসন্ন মুখ দেখতে পেল এসময়, হাসছে সে। খোলা চুল বাতাসে উড়ছে।

'দারুণ কাজে দিয়েছে তোমার বুদ্ধি!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'পাত্তাই পায়নি ওরা।'

'সামনে হয়তো আরও দু'একজন আছে। সতর্ক থেকো।'

সহাস্যে মাথা ঝাঁকাল অ্যালেন, পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাচ্ছে।

বাঁক পেরিয়ে খোলা জায়গায় আসতে দেখা গেল লসনের আশঙ্কাই সত্যি। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে তিন ঘোড়সওয়ার। কিছুটা আগেই উপস্থিত হয়ে গেছে স্টেজ, তাছাড়া পাশার ছক এভাবে পাল্টে যাবে আশা করেনি ওরা। লসন আর অ্যালেনকে দেখেই যার যার পিস্তল বা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল তিন দুর্বৃত্ত।

পিস্তল তৈরিই ছিল, স্রেফ নিশানা করতে হলো লসনকে, সামনের লোকটার উদ্দেশে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। বুক চেপে ধরে স্যাডলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। অ্যালেনের গুলিতে স্যাডলচ্যুত হলো পাশেরজন। মাত্র একটা গুলি করার সুযোগ পেল অন্য লোকটা, তাড়াহুড়ো করায় ফস্কে গেল সেটা—লসনের তিন হাত দূরে পাহাড়ের শরীরে গিয়ে বিঁধল। ততক্ষণে লোকটার একেবারে সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। পাঁচ হাত দূর থেকে লোকটার বুক বরাবর গুলি করল লসন, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল গুলি করার সময়। সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা, শেষ মুহূর্তে মাথা নিচু করে ফেলল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না, প্রশস্ত কপাল গুঁড়িয়ে দিল ভারী বুলেট। ধূলিধূসর ট্রেইলে আছড়ে পড়ল তার দেহ, একটু পর চলন্ত স্টেজ মাড়িয়ে গেল তাকে।

দু'শো গজের মত এগিয়ে থামল লসন, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যালেন। হাঁপাচ্ছে সে। তবে মুখের হাসি ম্লান হয়নি এতটুকু। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের ট্রেইলের দিকে তাকাল, স্টেজটা একটু আগে পেরিয়ে গেছে ওদের। দুর্বৃত্তদের

কেউ পিছু নিয়ে থাকলে চড়াও হবে তার ওপর, কিন্তু মিনিট বিশ পরও উৎসাহী কোন রাইডারকে দেখা গেল না।

'চলো হে, যাই এবার,' স্মিত হেসে বলল অ্যালেন। 'মনে হচ্ছে সবক'টাকে সাবাড় করে ফেলেছি! শেষ লোকটাকে চিনতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল লসন।

'কিনকেডের এক চেলা। গতকাল জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুনে দেখেছি ওকে।'

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে স্টেজটাকে ধরে ফেলল ওরা। গতি কমিয়ে এনেছে কার্টিস। বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে আসার সময় সর্বোচ্চ গতি আদায় করেছে পশুগুলোর কাছ থেকে, গতি কমিয়ে পরিশ্রান্ত পশুগুলোকে খানিকটা বিশ্রাম দিচ্ছে এখন।

পরদিন নির্বিঘ্নে বিগ বে-তে পৌঁছল ওরা। দুপুর তখন। লসনের নির্দেশে ল-অফিসের সামনে স্টেজ থামাল টিম কার্টিস। শহরের শুরুতে আলাদা হয়ে গেছে বব অ্যালেন, ল-অফিসের উল্টোদিকের বাড়ির সামনে অবস্থান নেবে। ফুটপাথে থাকল দুই ক্রু, আর শেরিফের অফিসে গিয়ে ঢুকল হ্যান্স কোবার্ন। জানালার কাছে থাকবে সে। ভেতরে গিয়ে শেরিফের সঙ্গে আলাপ করল লসন, ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল দুই ডেপুটি, এরাও পাহারায় থাকবে।

'যাই ঘটুক, এখান থেকে নড়বে না কেউ!' নির্দেশ দিয়ে দক্ষিণে এগোল লসন।

'কোথায় যাচ্ছ?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল বিল নিকোল।

'যা বলছি করো, নিকোল!' হাঁটার মধ্যেই বলল ও।

চাপা অসন্তোষ দেখা গেল যুবকের চোখে। 'আমাদের এখানে খাটিয়ে মারবে, আর নিজে সেলুনে গিয়ে আয়েশ করে হুইস্কি গিলবে?'

ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরল লসন, স্থির দৃষ্টিতে মাপল নিকোলকে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল লোকটা।

'তোমার যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে, না হয় তুমিই যাও, নিকোল। দশ মিনিটের ছুটি দেয়া হলো তোমাকে। কিন্তু দশ মিনিট পর ঠিক এখানে এসে দাঁড়াবে। আপাতত তোমার জায়গায় থাকছি আমি।'

'ভুলে যাও, কথাটা এমনিতেই বলেছি,' আড়ষ্ট ভাবে হাসল নিকোল, কিন্তু বিদঘুটে দেখাল হাসিটা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমারই হুইস্কির তেষ্টা পেয়েছে।'

ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়াল লসন। 'বেশ তো, এক পেগ গিলে এসো।'

কি যেন ভাবছে বিল নিকোল। 'আরে, আমি তো এমনি এমনি বলেছি।'

'আমি কিন্তু তামাশা করছি না।'

চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে, তুমি যখন আপত্তি করছ না। কিন্তু একা যেতে ইচ্ছে করছে না। টেডকে সঙ্গে নিয়ে যাব? একা একা ড্রিঙ্ক করে আয়েশ হয় না।'

'উঁহুঁ, কোথাও যাচ্ছে না টেড। বরং আমিই যাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি!?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'তুমি তো কাজে যাচ্ছিলে,' এড়ানোর চেষ্টা করল বিল।

'যাচ্ছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা তোমার পছন্দ হয়নি। এখন আমার সাথেই যেতে হবে তোমার, বিল, এবং শেরিফের অফিসে যাচ্ছি আমরা। তুমিও, টেড।'

বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল দু'জনের চোখ। 'এর মানে কি, ড্যান?'

'গেলেই বুঝতে পারবে।' হাত তুলে ল-অফিসটা দেখাল লসন, আরেক হাতে পিস্তল চলে এসেছে। 'নাও, অনেক আলাপ হয়েছে। এবার এগোও, নয়তো পায়ে গুলি করব। বব,' তরুণকে বলল ও। 'টেড ছোঁড়ার পিঠে পিস্তল চেপে ধরো তো, মনে হচ্ছে জোর করেই নিতে হবে ওদের। উঁহুঁ, কোন চালাকি করার চেষ্টা কোরো না।' টেড স্পিডের চোখে চাঞ্চল্য দেখে দ্রুত বলল লসন, তারপর সপাটে তার নাকে পিস্তলের নল চালাল। 'এগোও!'

ডান হাতে নাক চেপে ধরল সে, রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। যুগপৎ ঘৃণা আর প্রতিহিংসা ফুটে উঠেছে চোখে। ইতোমধ্যে তার হোলস্টার খালি করে ফেলেছে লসন। পিঠে পিস্তলের নলের খোঁচা দিয়ে এগোতে বাধ্য করল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে বিল নিকোলের দিকে তাকাল, লোকটাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে আসছে অ্যালেন। হোলস্টারটা শূন্য।

ভেতরে ঢুকল ওরা। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে ছিল হ্যান্স কোবার্ন। হাতে রাইফেল।

'মি. কোবার্ন, এর মানে কি?' অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল টেড স্পিড। 'তুমি নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করবে?'

'এতক্ষণেও বুঝতে পারোনি?' স্মিত হাসি সোনা ব্যবসায়ীর মুখে।

'বোঝার কি আছে আবার?'

'বুঝবে, একটু পরেই খোলসা হয়ে যাবে সব। শেরিফ, মেহমানদের সেলে ঢোকাও তো! কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বলবে ড্যান, দয়া করে এই সময়টা বাইরে থেকো তুমি। দশ মিনিট, বেশিক্ষণ লাগবে না ওর।'

চল্লিশোর্ধ্ব এক লোক, জেরি টাম্বলার হচ্ছে বিগ বে-র শেরিফ। 'কোন একটা গোপন ব্যাপার আছে মনে হয়?' হেসে জানতে চাইল সে, চুলোয় কফির পানি চড়িয়েছে মাত্র। এগিয়ে এসে ড্রয়ার থেকে চাবি বের করল, দু'জনকে আলাদা সেলে ঢোকানোর পর তালা আটকে দিল। সমানে খিস্তি করছে টেড, লসনের চোদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করছে।

'বব, নিজের জায়গায় চলে যাও। আমি ডাকার পর কফি খেয়ে যাবে। একজন একজন করে আসবে।'

'ওদের ব্যাপারটা কি?' কিছুটা বিস্মিত দেখাচ্ছে তরুণকে।

'পরে ব্যাখ্যা করব, ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই, ড্যান।' মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'আমাদের হাতে সময় খুব কম, হ্যান্স,' একটা চেয়ারে বসার সময় বলল লসন। 'হয়তো এখানেই আক্রমণ করবে ওরা। শুনতে অসম্ভব মনে হলেও জেসি ওয়েনের পক্ষে সম্ভব এটা। ভাবছি টেডকে চেপে ধরব, দেখি মুখ খোলে কিনা।'

'একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ না? দু'জন লোক কমে যাচ্ছে। হয়তো আরও পরে গন্তব্যের কাছাকাছি হামলা করত ওরা।'

'ঝুঁকিটা নিতেই হবে, হ্যান্স। দুটো কেউটেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আর। বাইরে থেকে অ্যামুশ করে অন্যরা যতটুকু ক্ষতি করতে পারবে দলের ভেতর থেকে তারচেয়েও বেশি করতে পারবে ওরা। আমি নিশ্চিত হয় এখানে, নয়তো সামনে ট্রেইলের কোথাও আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে ওরা। তখনকার অবস্থা চিন্তা করে দেখো, কাকে সামলাব–জেসি ওয়েনকে না ওদের? তাছাড়া, নিজের পিঠের দিকে নজর রাখতে রাখতে এই দু'দিন বিরক্তি ধরে গেছে আমার!'

নীরবে ব্যাপারটা মেনে নিল হ্যান্স কোবার্ন।

সেলের দিকে এগোল লসন। বিষদৃষ্টিতে ওকে দেখছে দুই আসামী। আক্রোশে ফেটে পড়ছে যেন, পারলে এখনই খুন করে ফেলে ওকে।

'টেড স্পিড?'

'গোল্লায় যাও তুমি, ড্যান!'

'শোনো, একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। কয়েকটা তথ্য দরকার আমার, এবং তা জানানোর জন্যে খুব বেশি সময় পাবে না। দ্বিতীয়বার কিন্তু জিজ্ঞেস করব না।' হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কক্ করল ও। 'শেরিফ, তুমি বরং বাইরে চলে যাও। এখানে যা ঘটবে সবকিছু হয়তো পছন্দ হবে না তোমার।'

'কি করবে?' জানতে চাইল জেরি টাম্বলার, কণ্ঠে অনুমোদনের সুর।

'ফিরে এসেই দেখতে পাবে।'

'তাড়াহুড়োর কি আছে। আজকের দিনটা এখানে কাটিয়ে দাও, বিশ্রাম নেওয়া হবে, তাছাড়া সময় পেলে ওদের কাছ থেকে খবরও বের করা যাবে।'

'উঁহুঁ, সময় নেই আমার হাতে।'

শ্রাগ করে কফি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

'তোমাদের পরিকল্পনা কি? কোথায় আক্রমণ করার বুদ্ধি করেছ?' জানতে চাইল লসন।

চুপ করে থাকল ওরা, চাপা আক্রোশ দেখা যাচ্ছে দু'জনের মুখে।

পিস্তল তুলে টেড স্পিডের উরুসন্ধিতে নিশানা করল লসন। তা দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তস্কর, নিমেষে সমস্ত আক্রোশ বিদায় নিল মুখ থেকে, আতঙ্ক আর সন্দেহ দেখা যাচ্ছে সেখানে। 'আরে, করছ কি! সত্যি গুলি করবে নাকি?' ভয়ার্ত স্বরে জানতে চাইল সে।

'খোদার কসম, জবাব না পেলে সত্যি তাই করব!' শীতল কণ্ঠে বলল লসন।

'তামাশা করছ?' জানতে চাইল বিল নিকোল, হাসি হাসি মুখ।

গুলি করল লসন, নিকোলের কোমরের পাশে দেয়ালে চল্টা উঠাল গুলিটা। বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল তার চোখ, আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবার। 'টেড,

হারামজাদা দেখি সত্যি সত্যি গুলি করছে! শেরিফ, তুমি এটা সহ্য করছ কিভাবে?'

'চোপরাও, নিকোল! অনেক হয়েছে। আর এক মিনিট দেখব, তারপর আগে তোমাকে গুলি করব। আমার ধারণা, এরপর থেকে কোন মেয়ের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হবে না তোমার।'

'শেরিফ! শুনতে পাচ্ছ?' মরিয়া হয়ে চিৎকার করল সে।

গুলি করল লসন। বিল নিকোলের উরুতে গিয়ে বিঁধল এবার। থরথর করে কেঁপে উঠল সে, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেয়। সমানে হাত-পা কাঁপছে। 'টেড, পাগল হয়ে গেছে ও! ওকে বলে দাও! আরে বাবা, নিজে বাঁচলে তো জেসি ওয়েন আমাদের সাহায্য করবে।'

'ঠিক বলেছ, বিল, ধন্যবাদ।' পিস্তলের নল এবার টেডের দিকে ঘোরাল লসন।

সাথে সাথে লাফালাফি শুরু করল টেড স্পিড, চোখে নিখাদ আতঙ্ক। 'বলছি, বলছি! খোদার দোহাই, গুলি কোরো না!'

'আমার ধৈর্য খুব কম।' পিস্তলের নল এক চুল সরাল না ও।

'এখানেই, রওনা দেয়ার সময়,' দ্রুত আউড়ে গেল টেড।

'শেরিফ! তালাটা খুলে দাও তো, ভেতরে ঢুকব আমি। দেখি কতক্ষণ মিথ্যে বলতে পারে ওরা। অবশ্য আগে হাত-পাগুলো ভেঙে নেব, তাহলে আর লাফালাফি করতে পারবে না। তারপর নিশ্চিন্তে ওদের জিনিসে গুলি করতে পারব।'

'খোদার কসম, মিথ্যে বলিনি!' মরিয়া হয়ে বলল স্পিড।

'কি হলো, শেরিফ? তালা খুলতে বলেছি তোমাকে, কফি দিতে তো বলিনি!'

ঘামতে শুরু করেছে ওরা, আড়চোখে দেখল লসন। পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এল ও, ভাবার জন্যে কয়েক মিনিট সময় দিয়েছে দুই কয়েদীকে। কফি শেষ করে ফিরে এল সেলের কাছে।

তালা খুলতে সঙ্গে এসেছে শেরিফ। 'না বাপু, তুমি মানুষটা যেন কেমন! অন্যদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে জানো বটে।' চোখ তুলে দুই আসামীর দিকে তাকাল সে। 'বাছারা, ভালয় ভালয় ওকে বলে দাও, দেরি করে লাভ কি! পরে আফসোস করার চেয়ে জানিয়ে দাও সব, সারা জীবন মেয়েদের দেখে আতঙ্কে দৌড় দেয়ার চেয়ে এটা কি ভাল নয়?'

'নরকে যাও, হতচ্ছাড়া শেরিফ!' খেঁকিয়ে উঠল বিল নিকোল।

'যাব, তার আগে দেখে নিই জিনিস হারিয়ে কেমন ছটফট করো তোমরা।'

'লারেডো ক্রসিংয়ে, ঘোড়া বদলের সময়!' চিৎকার করে জানাল টেড।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল লসন, তারপর ক্ষীণ মাথা ঝাঁকাল। 'ক'জন থাকবে?'

'চারজন।'

'ব্যাখ্যা করো।'

অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল টেড স্পিডের চোখে। ট্রিগারে চেপে বসা লসনের

আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন দৃষ্টিতে। ক্ষণিকের জন্যে অসহায় দেখাল লোকটাকে, তারপর শ্রাগ করে বলতে শুরু করল। 'বলছি! দোহাই লাগে, পিস্তলটা সরাও! ওহ্, কি বেয়াড়া লোকের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা! তখনই বলেছিলাম, স্টেজ গার্ডের চাকুরি নেওয়ার দরকার কি?' প্রায় ম্লান স্বরে স্বগতোক্তি করল সে। তারপর ঝট করে ফিরল পাশের সেলে বন্দী বিল নিকোলের দিকে। 'তুমিই জোর করে ওয়েনকে রাজি করিয়েছ, বিল! এখন বোঝ ঠেলা!'

'জলদি, টেড!' তাড়া দিল লসন।

'ঘোড়া বদলানোর ফাঁকে খেতে বা ড্রিঙ্ক করতে যেতাম আমরা। কথা ছিল ফিরতে দেরি করব। ওখানে যে বড় সেলুন আছে, ওটার পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এসে হামলা করবে ওরা। পেছনে থাকার কথা আমাদের। দুই দলের মধ্যে পড়ে...' শেষ করল না সে, লসনের হাতের পিস্তলের দিকে চকিত দৃষ্টি হানল একবার। 'বিশ্বাস করো, এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি!'

মনে মনে পরিকল্পনাটার সম্ভাবনা যাচাই করে সন্তুষ্ট হলো লসন। 'ওয়েন কোথায়?'

'বলেছিল রিগ বে-তে থাকবে, সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে টোবির সেলুনে দেখা করতে বলেছে আমাদের। পরিকল্পনায় কোন রদবদল হলে এখানেই জানাত।'

পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠাল লসন, দেখল সশব্দে দম ছেড়ে হাঁপ ছাড়ল ওরা। 'একটা শব্দও যদি মিথ্যে বলে থাকো, ফেরার সময় নিজ হাতে তোমাদের খুন করব আমি!' শাসাল ও।

'কিন্তু সেলুনে আমাদের না দেখলে হয়তো পরিকল্পনা পাল্টে ফেলবে ওয়েন,' বলল টেড স্পিড।

ঘুরে তার দিকে তাকাল লসন, হাসল। 'ভাল কথা মনে করেছ, তেমন কোন কথা তোমাদের মধ্যে হয়েছে কি?'

মাথা ঝাঁকাল সে।

'শেরিফ, কফি দাও ওদের। আমার অনেক সময় আর শ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে ওরা।'

সশব্দে মেঝেতে থুথু ফেলল টেড। 'কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারবে না তুমি, ড্যান,' জেদী স্বরে বলল সে। 'জেসি ওয়েন ঠিকই তোমাকে খুন করবে।'

'তাতে তোমার লাভ কি?'

চুপ করে থাকল সে, জবাব দিল না।

'নতুন দু'জন লোক ভাড়া করব নাকি?' লসন অফিসে ফিরে আসতে জানতে চাইল কোবার্ন।

'দরকার নেই। বিশ্বস্ত লোক পাব না। তাছাড়া পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করতে যাচ্ছি আমরা, ভাবছি লারেডো ক্রসিং পেরিয়ে দক্ষিণের ট্রেইল ধরব কিনা।'

থমকে গিয়ে ওকে দেখল সোনা ব্যবসায়ী। 'মাথা ঠিক আছে তোমার? এত সোনা নিয়ে চল্লিশ মাইল দীর্ঘ মরুভূমি পাড়ি দেবে নাকি?'

'ঠিক সেটাই ভাবছি আমি। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে লিয়ন সিটিতে গিয়ে ট্রেনে

সোনা তুলে দেব, ব্যস, পরদিন মন্টানায় পৌঁছে যাবে। কয়েকবার হামলার আশঙ্কা নিয়ে এ ট্রেইল ধরে আরও একশো মাইল পাড়ি দেয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'কিন্তু এত সোনা নেবে কিভাবে? স্টেজ নিয়ে নিশ্চয়ই মরুভূমি পাড়ি দেয়ার কথা ভাবছ না? আর, প্রতিপক্ষ ঠিকই জেনে যাবে ওদের ফাঁকি দিয়েছি আমরা।'

'তাহলে তুমিও স্বীকার করছ যে ওদের ফাঁকি দিতে পারব আমরা? তাজা ঘোড়ার সরবরাহ অবশ্য পাব না, কিন্তু যদি বাড়তি কয়েকটা ঘোড়া সঙ্গে নিই, দেড় দিনে চল্লিশ মাইল দূরত্ব ঠিকই পেরিয়ে যেতে পারব। সবচেয়ে বড় কথা, রুট বদলে মরুভূমিতে যাচ্ছি আমরা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না কেউ। তাছাড়া সাধারণ ট্রেইলের চেয়ে মরুভূমি অনেক বেশি নিরাপদ।'

'সত্যি মরুভূমি পাড়ি দেবে? আমি কিন্তু এর আগে যাইনি ওদিকে। ট্রেইল আর ওঅটর হোলগুলো চেনা না থাকলে কাজটা আত্মহত্যার মতই হবে।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, হ্যান্স। কার্টিস এ ব্যাপারে ওস্তাদ লোক। বহুবার এই ট্রেইলে যাতায়াত করেছে ও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ড্রাইভার। 'কোথায় যাচ্ছ?' লসনকে উঠতে দেখে জানতে চাইল।

'লিয়ন সিটিতে টেলিগ্রাম করব। ওদের জানাতে হবে না?'

ঘণ্টাখানেক পর ল-অফিসে বসে লাঞ্চ করে নিল ওরা। ক্যাফে থেকে খাবার আনিয়েছে শেরিফ। ভরপেট কফি পান করে লারেডোর উদ্দেশে রওনা দিল ওরা। নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এল বিগ বে থেকে, কোন সমস্যা হলো না।

ভবিষ্যতের কথা ভাবছে লসন। মন্টানা যাওয়ার সহজ ট্রেইল ছেড়ে উল্টোদিকে এগোবে ওরা, এটা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারবে না দুর্বৃত্তরা। ট্রেইলে স্টেজকোচ না দেখে শেষে হয়তো সন্দিহান হয়ে উঠবে, ততক্ষণে অনেক দূর চলে যাবে কোচ। সবচেয়ে নিরাপদে সোনা পৌঁছানোর উপায় বোধহয় এটাই। সামনে ক'টা দল অপেক্ষা করছে কে জানে! ওয়েন, রক্স বা কিনকেডের দল। থমসনও নিশ্চয়ই বাকি থাকবে না। আর নেইল ডেভিস তো আছেই। এ লোকটিকে নিয়েই বেশি ভয় ওর। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা আগে খুঁজে বের করে মোক্ষম সময়ে আক্রমণ করে ডেভিস, অথচ সুবিধা করতে না পারলে হামলাই করবে না। ওর স্বভাবই এরকম। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে নারাজ সে, ঠিক রক্সের মতই।

অ্যাবিলিনে ওর সাথে রক্সের প্রথম দেখা। পরস্পরকে পছন্দ করতে পারেনি ওরা। প্রথম পরিচয়ের তিক্ততা খুব কমই কাটে। ওদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কারণও আছে, দু'জনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন বাঁচাতে বা কর্তব্যের খাতিরে কার্ট রক্সের মত বহু মানুষের লাশ টপকে এতদূর এসেছে ড্যানি লসন। আর রক্স তেমনই একজন মানুষ যার নামে চার-পাঁচটা হুলিয়া আছে, কিন্তু বিপদ সম্পর্কে সচেতন সে, জানে লসনের সাথে লাগতে গেলে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে। স্বার্থ ছাড়া ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতি নয় সে। তবে এ-ও ঠিক, ওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে তাকেও ছাড়তে রাজি নয় রক্স, সে যেই হোক। তেমন একটা মুহূর্ত হয়তো জেরেমি টাউন বা এ যাত্রায় তৈরি হতে পারে। কে বলতে পারে?

চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে লসন। বিগ বে থেকে অতিরিক্ত ছয়টা ঘোড়া নিয়েছে। হ্যান্স কোবার্ন তা পছন্দ করতে না পারলেও তর্ক করেনি। লসনের ধাত ভাল করে জানে সে। আগেও দেখেছে, প্রয়োজন ছাড়া আচমকা কিছু করে না ড্যানি লসন।

মন্টানার ট্রেইলটা দুর্গম, কিন্তু মরুভূমি আরও কঠিন জায়গা। তবে বিপদ আর অবাঞ্ছিত হামলা এড়ানো যাবে তাতে। কিছু লোক হয়তো পিছু নেবে, কিন্তু স্টেজ লুঠ করতে হলে আগে ওদের সামনাসামনি হতে হবে। অ্যাম্বুশ করার আশঙ্কা থাকছে না, এটাই হচ্ছে বড় স্বস্তির বিষয়। একবার উৎরে গেছে বলে প্রতিবারই সেরকম হবে এমন আশা করা চরম বোকামি। তাছাড়া এখন দু'জন লোক কম।

দীর্ঘ চল্লিশ মাইল রুক্ষ মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু মন্টানার দুর্গম ট্রেইলের তুলনায় কাজটা সহজ, যেখানে কার্টিসের অভিজ্ঞতা থাকছে ওদের সাথে। স্টেজ নিয়ে ধীর-গতিতে এগোতে হবে জেনেও ঝুঁকিটা নিয়েছে লসন। কোন রকমে লারেডো ক্রসিং পেরোতে পারলেই হয়, তারপর দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাবে। পারলে পেছন থেকে অনুসরণ করে ওদের ধরুক দুর্বৃত্তরা! মরুভূমিতে আর যাই হোক, অসহায় অ্যাম্বুশের শিকার তো হতে হবে না। সমান-সমান সম্ভাবনা থাকবে সবার।

লারেডো ক্রসিঙে কি ধরনের অভ্যর্থনার আয়োজন করবে জেসি ওয়েন? বিগ বে থেকে টেলিগ্রাম করার ফাঁকে কয়েক জায়গায় ঢুঁ মেরেছিল লসন, টোবির সেলুনেও গিয়েছিল, কিন্তু ওয়েনের দেখা পায়নি। লোকটা যদি সত্যিই বিগ বে-তে এসে থাকে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছে যে ধরা পড়ে গেছে ওর ক্রুরা? এবার কি পরিকল্পনা করবে সে? বোঝার উপায় নেই। নিখাদ সতর্কতা আর নিজেদের দক্ষতাই ওদের সম্বল, সঙ্গে ভাগ্যের খানিকটা সহায়তা পেলে হয়তো লারেডোর ফাঁদটা এড়িয়ে যেতে পারবে।

বিগ বে থেকে লারেডো ক্রসিং, ট্রেইলটা মোটামুটি সমতল। পথে অ্যাম্বুশ করার মত সুবিধাজনক জায়গা নেই বললেই চলে। তবুও হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়নি লসন। জানে সঠিক জায়গা বেছে নেবে ওয়েন, সেজন্যে খোদ লারেডো ক্রসিং হচ্ছে আদর্শ জায়গা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। সন্ধ্যার আগেই লারেডো ক্রসিঙের মাইল খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। আচমকা বিরতি দিল লসন, ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে জরিপ করল সামনের পথ। একেবারে খোলা জায়গা, ওদিক থেকে কেউ এলে আগে-ভাগেই টের পাবে।

কফির আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টিম কার্টিস। লসনের নির্দেশে স্ট্রং বক্স খুলে সব সোনা চারটা স্যাডল ব্যাগে ঢোকাল কোবার্ন আর অ্যালেন। চার ব্যাগে অনায়াসে জায়গা হয়ে গেল। বিগ বে থেকে কেনা চারটে ঘোড়ার পিঠে চাপাল ব্যাগগুলো। কাজ শেষে ফের আগের মতই বাক্সে তালা আটকে রাখল ওরা, তবে কিছু বালি আর পাথর ভরে রেখেছে।

'এখন থেকে স্যাডল ব্যাগে সোনা রাখব আমরা। বাধ্য হয়ে যদি কোচ ফেলে

যেতে হয়, তাহলে অন্তত সোনাগুলো হারাতে হবে না,' অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করল লসন। 'লারেডোয় পৌঁছে কি পরিস্থিতিতে পড়ব কে জানে, আগে থেকে সতর্ক থাকা ভাল। আর এখানেই সাপার করব আমরা।'

'কি!' চমকে উঠল কার্টিস।

'হ্যাঁ, লারেডোর খাওয়া আমাদের কপালে জুটবে না।'

'তারমানে,' বিস্ময় কোবার্নের কণ্ঠে। 'লারেডোয় থামব না আমরা?'

'না। ভাব দেখাব থামতে যাচ্ছি, তারপর হঠাৎ করেই ঘোড়া ছোটাব। স্টেজ সহ স্টেশনটা পেরোনোর চেষ্টা করব, কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখলে কোচ ফেলে রেখে যাব।'

'এজন্যেই ঘোড়া ভাড়া করেছ, সোনাগুলোও আলাদা করে ফেলেছ?' হেসে জানতে চাইল কার্টিস।

'লারেডো পেরিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো সর্বোচ্চ গতিতে ছুটতে হতে পারে আমাদের। বিগ বে-তে থাকতেই মরুভূমি পাড়ি দেয়ার চিন্তা মাথায় এসেছিল। ভাবছিলাম কোন ভাবে ঘোড়া বদলের ব্যাপারটা এড়ানো যায় কিনা। ঘোড়া বদলাতে গেলে খামোকা কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, তাছাড়া আমাদের আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। তারচেয়ে এটাই কি ভাল হলো না? না থেমে সরাসরি স্টেশন পেরিয়ে যাব, কোচটা ফেলে গেলেও সোনা ঠিকই থাকবে আমাদের সঙ্গে।

'কপাল ভাল থাকলে সবাই বেরিয়ে যেতে পারব, কিন্তু কেউ যদি পড়েই যায়, তাহলে অন্যদের দায়িত্ব হবে তার স্যাডল ব্যাগ নিয়ে কেটে পড়া।'

'আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপতে চাইছে, ড্যান,' সহাস্যে বলল টিম কার্টিস। 'চিন্তা করো, পুরো পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা থাকবে আমার সঙ্গে, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তোমাদের ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়তে পারব। মরুভূমিটা আমার চেয়ে বেশি চেনো না তোমরা।'

'হতে পারে, তবে কিছু কিছু তো চিনি। যেখানেই যাও আমি তোমার পিছু নেব!' পাল্টা হেসে উত্তর দিল লসন।

'না হে, তোমাকে খেপানোর ঝুঁকি নিতে রাজি নই। দরকার নেই অত সোনার! পারিশ্রমিক হিসেবে দু'শো ডলার পাব, আমার জন্যে এই ঢের। নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব কয়েক মাস।'

'ওগুলো শেষ হয়ে গেলে, আর···যদি কোন কাজ না পাও, যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে। তোমাকে একটা কাজ দিতে পারব বোধহয়, জেরেমি টাউনের কাছেই।'

'তোমাদের বাথানে?'

'জানলে কিভাবে?'

'জেরেমির প্রায় সবাই জানে। তোমার বাবা শহরে এসেছিল একদিন। বাথানের কয়েকটা গরু চুরি করেছিল কিনকেডের দুই লোক, এদের পিছু নিয়ে ঠিক চলে এসেছে জ্যাক লসন। শহরের একেবারে শেষে যে দুটো কটনউড আছে তাতে ওদের ঝুলিয়ে দিল সে, সবার সামনে এবং চুরি করা গরুর পিঠে চাপিয়ে।

আহ্, দেখার মত হয়েছিল দৃশ্যটা! কিনকেড পর্যন্ত চুপ মেরে ছিল, কিচ্ছু করতে পারল না।

'এরকম কোন ঘটনা আর বরদাস্ত করবে না, যাওয়ার সময় ঘোষণা দিয়ে গেল জ্যাকব লসন, এবং মাংসের দরকার হলে যেন গরু কিনতে ওর বাথানে যায় লোকজন। সাহস আছে মানুষটার, অন্তত বিশজন লোক ঘটনাটা দেখেছে, কিন্তু একটা আঙুল তোলার সাহস পায়নি কেউ, অথচ জ্যাকব লসনের সঙ্গে ছিল মাত্র তিনজন লোক।'

'এদের একজন ম্যাট হিগিন্স, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কার্টিস। 'খোদা জানে কিভাবে এই দুর্ধর্ষ গানম্যানকে পটিয়েছে তোমার বাবা, কিন্তু জ্যাকব লসনের একান্ত বাধ্য মনে হয়েছে ওকে। সবার তো ধারণা ছিল তিন বছর আগে সত্যিই টুকসনে মারা গেছে হিগিন্স। পাহাড়ে ছিল বলেই বোধহয় ওর খোঁজ পায়নি কেউ।'

'ঘটনাটা আমার জানা নেই। এবার অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে দেখলাম পরিবার সহ এখানে থাকছে সে।'

'তুমি কি সত্যিই বাথানে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছ আমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল লসন। 'বব, তোমাকেও।'

কি যেন ভাবল কার্টিস। 'মনে হচ্ছে কাজটা উপভোগ করব আমি। ম্যাট হিগিন্সের সঙ্গে কাজ করার আনন্দই আলাদা।'

সাপার শেষ করে কফি পান করল ওরা। নীরব হয়ে গেছে সবাই, গম্ভীর। কিছুক্ষণের মধ্যে লারেডো ক্রসিঙের উদ্দেশে যাত্রা করবে। জানে না মাইল দুই দূরের নিঃসঙ্গ স্টেজ স্টেশনে কি চমক বা অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, তবে অনেক অনিশ্চয়তা যে আছে সেটা নিশ্চিত জানে।

ছয়

ঘণ্টাখানেক পর লারেডো ক্রসিঙে প্রবেশ করল ওরা।

দুটো সেলুন, একটা ক্যাফে, কামারের দোকান এবং আস্তাবল···সব মিলিয়ে চার-পাঁচটা বাড়ি। বড় সেলুনটা একাধারে ক্যাফে আর হোটেলের সেবা প্রদান করে। বাড়িটা দোতলা। ওপরে থাকার জন্যে কয়েকটা রুম; নিচে একপাশে লবি, অন্য দিকে বার। দরজা একটাই। রাস্তার ওপাশে কামারের দোকান, আস্তাবল এবং আরেকটা সেলুন। সব মিলিয়ে বড়জোর দশ কি পনেরোজন লোক থাকে এখানে। তবে মন্টানা থেকে বিগ বে পর্যন্ত স্টেজ যাত্রায় এদের বিরাট ভূমিকা আছে। চলার পথে এখানে বিশ্রাম নেয় যাত্রীরা, স্টেজের ঘোড়া বদল হয়।

ঢোকার আগেই একটা কুকুর চিৎকার করে ওদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। তীর বেগে ছুটে এল চারপেয়ে জন্তুটা, সবার সামনে থাকা ড্যানি লসনের

রোয়ানের কাছে এসে তীব্র স্বরে চেঁচাতে শুরু করল। অন্ধকারে জ্বলছে চোখ দুটো। অকস্মাৎ উৎপাতে থমকে দাঁড়িয়েছে রোয়ানটা, কিন্তু অস্থির ভঙ্গিতে আগু-পিছু করছে। আলতো স্পার দাবাল লসন, অনিচ্ছার সঙ্গে এগোল রোয়ান, কুকুরের কাছাকাছি হলো। স্টির‍্যাপ থেকে পা খসিয়ে কুকুরটার পাছায় ঝেড়ে লাথি হাঁকাল লসন। পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল চারপেয়ে আপদ, কেঁউ কেঁউ করে অভিযোগ করল।

কুকুরের মালিকের খোঁজে চারপাশে তাকাল ড্যানি লসন, কামারের দোকানের ভেতর একটা ছায়া দেখতে পেল। ছাদে ঝোলানো লণ্ঠনের ম্লান আলো ঘরের কোণ পর্যন্ত পৌঁছায়নি, আবছা অন্ধকারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

'কুত্তাটা সামলাও, মিস্টার! নয়তো পরেরবার কাছে এলে ওটাকে গুলি করব আমি!' অধৈর্য স্বরে খেঁকিয়ে উঠল লসন।

চুপ করে থাকল লোকটা, অনড় দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল লসন। এটা কোন ফাঁদ নয়তো?

'হয়েছে, টব, আর এগোতে হবে না!' কুকুরটা আবার এগোতে চড়া স্বরে ওটাকে নিরস্ত করল লোকটি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুর, তারপর উল্টো ঘুরে মালিকের দিকে এগোল। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকারে মিশে গেল, কিন্তু জ্বলজ্বলে চোখ জোড়া ঠিকই ওটার উপস্থিতি ঘোষণা করছে। 'কোত্থেকে এসেছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার?' জানতে চাইল লোকটা।

'তা জেনে তোমার কোন্ কাজটা হবে শুনি?' বিরক্ত স্বরে বলল লসন। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর 'শকুনে' দৃষ্টি, বাড়ির কোণ আর দেয়ালের লাগোয়া চাপ চাপ অন্ধকারে গাঢ় কিছু কাঠামো খুঁজে পেতে চাইছে। পেছনে আবছা ভাবে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে, মিনিট কয়েকের মধ্যে স্টেশনে ঢুকে পড়বে স্টেজ।

'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আরও লোক আছে?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল কামার, যেন লসনের সঙ্গে লোক থাকা বা না-থাকায় কিছু যায়-আসে না তার, স্রেফ কৌতূহলের কারণে প্রশ্নটা করেছে। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এগিয়ে এল সে, পোর্চে এসে ছাদ থেকে ঝুলন্ত আঙটায় ঝুলিয়ে দিল। অস্পষ্ট হলদেটে আলোয় মুখটা দেখা গেল এবার, বয়স্ক একজন লোক। মুখে কাটাকুটির দাগ, চোখে মাপা সতর্ক চাহনি।

'লণ্ঠনটা সরিয়ে ফেলো, মিস্টার!' শীতল কণ্ঠে নির্দেশ দিল ড্যানি।

'কেন?'

'ওটা এখানে রাখারই বা দরকার কি?'

'আরে, চেহারা না দেখে কি কথা বলা যায় নাকি?' হেসে বলল সে। 'তাছাড়া স্টেজের ঘোড়া বদল করার সময় আলো না থাকলে কাজটা করব কিভাবে?'

উত্তরে পিস্তল কক্ করল ও। 'যা বলছি করো, নইলে তোমার বুক ফুটো করব!'

লণ্ঠনের দিকে হাত বাড়াল লোকটি, ততক্ষণে লসনের পেছনে এসে পড়েছে স্টেজ। সহসা আস্তাবলের দরজায় দু'জনকে দেখতে পেল লসন, নিঃশব্দে বেরিয়ে

এসেছে অন্ধকার ফুঁড়ে। চোখের কোণ দিয়ে হোটেলের দোতলায় একটা ছায়া দেখতে পেল ও। চতুর্থ লোকটাকে দেখল লণ্ঠনের উদ্দেশে গুলি করার সময়, এক্কেবারে সামনে—কামারের দোকানের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী।

মাটিতে আছড়ে পড়ল লণ্ঠন, ধপ করে নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে লসনের পিস্তল, কামারের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় গুলি। লণ্ঠনটা মাটিতে পড়ার আগেই লোকটার বুকে বিঁধল বুলেট। হুড়মুড় করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তল, কোন্ ফাঁকে বের করেছে খোদা মালুম।

লাফ দিল লসন। লাফিয়ে আগে বাড়ল ওর রোয়ান। গুলি করতে সুবিধে হবে ভেবে হোটেলের দিকে ফিরেছে ও, ঘোরার সময় দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে গুলি করল। লোকটাও একইসঙ্গে গুলি করেছে।

আস্তাবলের সামনে কমলা আগুন ওগরাচ্ছে দুটো পিস্তল। কানের পাশে বিচিত্র সুর তুলে ছুটে গেল তপ্ত সীসা, টের পেল লসন। মাথা নিচু করে ফেলেছে ও, নিশানা ছাড়াই গুলি করল হোটেলের লোকটার উদ্দেশে, ব্যস্ত রাখতে চাইছে তাকে। এই লোকটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তাকে বেঁধাতে পারল ও, দোতলা থেকে নিচে খসে পড়ল লাশটা।

চোখের নিমেষে কাছে চলে এসেছে আস্তাবলের সামনের লোকগুলো। পেছনে টিম কার্টিস আর অ্যালেনের অদ্ভুত চিৎকার শুনতে পাচ্ছে লসন, চেঁচিয়ে ঘোড়াগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে ওরা। খুরের দাপটে ধুলো উড়ছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে দৃষ্টিপথ। আন্দাজের ওপর ঝটপট দুটো গুলি করল ও, শূন্য সিলিন্ডারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে দ্রুত বাম হাতে তুলে নিল অন্য পিস্তল।

ছুটছে ওর রোয়ান, পিছু পিছু আসছে স্টেজটা। একপাশে আলাদা একটা ঘোড়ায় চড়েছে অ্যালেন, দু'হাতে উদ্যত পিস্তল থেকে সমানে গুলি করছে। ওর স্যাডল হর্নের সঙ্গে বাড়তি ঘোড়াগুলোর লাগাম বাঁধা। হ্যান্স কোবার্নও বসে নেই, কোচের পর্দা সরিয়ে রাইফেল থেকে সমানে গুলি করছে।

অ্যালেন আর কোবার্নের তোপের মুখে কিছু বোঝার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল আস্তাবলের সামনের লোকগুলো। হোটেলের পোর্চে ছুটে এসেছিল আরেকজন, নিশানা করার আগেই লসনের গুলিতে পটল তুলল সে। ঘোড়ার গতি এতটুকু কমায়নি লসন, চোখের নিমেষে পেরিয়ে গেল স্টেশনটা, ওর পিছু নিয়ে নিরাপদে চলে এসেছে স্টেজ

টানা অনেকক্ষণ ছুটল ওরা। তারপর খোলা একটা জায়গায় এসে গতি কমাল।

'কার্টিস, তোমার খবর কি?' জানতে চাইল লসন। সবচেয়ে কঠিন কাজটা ছিল তারই, স্টেজের আসন ছেড়ে ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। কোচ ফেলে যেতে হলে টীম থেকে ঘোড়াটাকেও আলাদা করতে হত তার।

'এক্কেবারে আগের মতই আছি, ড্যান,' ড্রাইভারের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। 'তবে সোনার মালিক বোধহয় গুলি খেয়েছে।'

'কোথায়, হ্যান্স?'

'আমার একটা কাঁধ অবশ করে দিয়েছে ব্যাটারা!' বিরক্তি প্রকাশ করল সোনা ব্যবসায়ী।

'খুব খারাপ নাকি?'

'জখম জখমই, খারাপ আর মন্দ কি! উফ্, এরকম জানলে এই ট্রিপে আসি আমি! কি অলক্ষুণেই না পেয়েছিল!'

কাছে গিয়ে ক্ষতটা দেখল লসন। এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে গেছে বুলেট। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ব্যানডানার সাহায্যে ক্ষতটা চেপে ধরেছে সোনা ব্যবসায়ী।

অনেকক্ষণ ধরে অ্যালেনের কোন সাড়া নেই দেখে এবার তার দিকে ফিরল লসন। আড়ষ্ট শরীরে বসে আছে সে স্যাডলে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। এক হাতে ডান উরু চেপে ধরেছে।

'নাও, এবার এগোও। কারও আঘাতই এমন নয় যে এখনই শুশ্রূষা করতে হবে। কয়েক মাইল এগিয়ে নিই, মরুভূমিতে ঢুকে বিশ্রাম নেব আমরা।'

তর্ক করল না কেউ। আবার রওনা দিল ওরা। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। দূরে ফ্যাকাসে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে রুক্ষ ট্রেইল। ধীরে ধীরে গাছপালা বা ঝোপ-ঝাড় কমতে শুরু করল।

স্যাডলের ওপর ঘুরে পেছনে তাকাল লসন, অন্যরা পেরিয়ে গেল ওকে। সময় নিয়ে শোনার চেষ্টা করল, বুঝতে চাইছে কেউ অনুসরণ করছে কিনা। হয়তো ওদের খায়েশ মিটে গেছে। অন্তত চারজন লোক হারিয়েছে।

আজকের রাতটা কাজে লাগানোর ইচ্ছে ওর। যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চায়। সকালে হয়তো পিছু নেবে ওয়েনের দল, এই সময়ে যদি দশ মাইলও এগিয়ে থাকতে পারে তো ওদেরকে ধরার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যাবে। কারণ তাজা ঘোড়া আছে সঙ্গে। বিগ বে ছেড়ে আসার পর স্টেজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ট্রেইল পাড়ি দিয়েছে ঘোড়াগুলো, সওয়ার না থাকায় ক্লান্ত হয়নি তেমন। চল্লিশ মাইল পথ, তবে সোজাসুজি যাওয়ার উপায় যেহেতু নেই সব মিলিয়ে ষাট মাইলের মত হবে। আশা করা যায় দু'দিন পর সকালের দিকে লিয়ন সিটিতে পৌঁছে যাবে।

একটু পর মরুভূমিতে ঢুকে পড়ল ওরা। স্যামুয়েল কার্টিস নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন। ঘণ্টাখানেক এগিয়ে একটা ওঅটর হোলের কাছে থামল ওরা। দু'জনের ক্ষতের শুশ্রূষা ছাড়াও তেষ্টা মেটাল। পানির ক্যান্টিনগুলো ভরে নিল, ইচ্ছেমত পানি খেতে দিল ঘোড়াগুলোকে। মিনিট ত্রিশ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল।

চারপাশে কোথাও কোন ল্যান্ডমার্ক বা ট্রেইলের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছে না লসন, বরং রাত বলে যেদিকে তাকাচ্ছে একইরকম লাগছে ওর কাছে। কিন্তু নির্বিকার দেখাচ্ছে কার্টিসকে, নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে সে, একবারের জন্যেও থমকাল না বা থামল না।

ভোরের দিকে একটা পানির উৎসের কাছে ক্যাম্প করল ওরা। নিজে পাহারার দায়িত্বে থেকে অন্যদের ঘুমানোর সুযোগ দিল লসন। পিছু নিয়ে আসছে না প্রতিপক্ষ, কিংবা আচমকা কেউ হামলাও করবে না, জানে ও; তারপরও ঝুঁকি

নিতে নারাজ।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, অনুভব করল লসন, সারা দিন লাগাতার ছুটতে হয়েছে। চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। কফি খেতে পারলে ক্লান্তি কাটত। কিন্তু আগুন জ্বালানো ঠিক হবে না। রাতের বেলা দশ মাইল দূরের আগুনও অনায়াসে চোখে পড়ে। এক বেলা কফি না খেলে এমন কিছু যাবে-আসবে না। মরুভূমির আরও ভেতরে প্রবেশ করুক, কাল থেকে আগুন জ্বালানোর সুযোগ হবে।

হঠাৎ করেই জেরেমি টাউনের কথা মনে পড়ল ওর। এখন কি ঘটছে সেখানে? বেপরোয়া লোকগুলো অবশ্য আপাতত সোনার চালান নিয়ে মাথা ঘামাবে—কিনকেড, রক্স বা থমসন···সবাই। এ ব্যাপারটা চুকে গেলে শহরের দিকে মনোযোগ দেবে ওরা।

আচ্ছা, বিপদ আছে জেনেও এর মধ্যে নিজেকে কেন জড়িয়েছে ও? পারিশ্রমিক আর ঝুঁকির তুলনা স্রেফ অনর্থক মনে হচ্ছে। আসলে কাজটায় যে অনিশ্চয়তা, রোমাঞ্চ আছে তা টানে ওকে। সফল হলে সেটা উপভোগ করবে।

জেরেমি টাউনে সেদিন কেন গিয়েছিল ও? ওই একই কারণে, অবচেতন মন টেনে এনেছে ওকে। মনের গোপন ইচ্ছে ছিল কাজটা নেওয়ার, হ্যান্স কোবার্ন আরেকবার প্রস্তাব দেওয়ার আগেই যেচে পড়ে কাজটা নিয়েছে। লারকিনদের ক্লেইমেও যাওয়া হয়নি। বিল লারকিন খেপে যাবে নিশ্চয়ই। এ লোকটির সাথে অনেকদিন থেকে জানাশোনা ওর।

জুলিয়া লারকিন···মেয়েটা দারুণ সুন্দরী, জেরেমি টাউনের মত অশান্ত শহরে ঠিক মানায় না ওকে; বরং সল্ট লেক বা সনোরার মত বড় শহরে মানায়। নির্লিপ্ত একটা ভাব আছে মেয়েটির মধ্যে, দেখেছে লসন। ধন্যবাদ দেয়া দূরে থাক, বলতে গেলে সেদিন মুখই খোলেনি মেয়েটা। পশ্চিমে আসতে না আসতে কতটা বিতৃষ্ণা জমেছে ওর মনে?

জুলিয়া লারকিনের ধারণা বা চিন্তা-ভাবনায় ওর কিছু আসে-যায়, নাকি ওর ব্যাপারে আসে-যায় মেয়েটির? কোনটাই নয়। এখানে টিকতে পারবে না এ মেয়ে, ক'দিন পর নির্ঘাত সনোরায় ফিরে যাবে। বড় শহরের আরামদায়ক জীবন ছেড়ে কে পড়ে থাকতে চায় বিধ্বস্ত পশ্চিমে?

কষে নিজেকে গাল দিল লসন, সামান্য একজন মেয়েমানুষকে নিয়ে ভাবছে সে! অথচ ভাবনার জন্যে অনেক বিষয় পড়ে আছে। সাপ্লাইটা ঠিকমত পৌঁছে দিতে না পারা পর্যন্ত ওর অস্থিরতা কাটবে না।

পাহাড়ের চূড়া থেকে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে স্টেজের ওপর নজর রাখছে এক লোক। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর নিশ্চিত হয়ে আয়নার সাহায্যে সঙ্কেত পাঠাল নেইল ডেভিসের কাছে। কাছাকাছি একটা রীজে আশ্রয় নিয়েছে আউট-ল নেতা, সঙ্গে আটজন দুর্বৃত্ত।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও সবাই,' ত্যক্ত স্বরে বলল ডেভিস। 'সম্ভব নয়, সরে যাচ্ছি আমরা।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, নেইল!?' অসন্তোষ ঝরে পড়ল গ্যারি হর্নগ্রেনের কণ্ঠে। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার! এভাবে ছেড়ে দেব?'

'মরা মানুষের কাছে টাকার দাম নেই, গ্যারি,' শীতল নিরুত্তাপ স্বরে বলল ডেভিস। 'বলছি পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নেই। সুতরাং এগোব না আমরা। তুমি যদি চাও তো যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো একা যেতে হবে তোমার। সফল বা ব্যর্থ যা-ই হও, ফিরে আসতে পারবে না আর।'

ইতস্তত করল হর্নগ্রেন। 'কিন্তু···আমি ঠিক ও-কথা বোঝাতে চাইনি, নেইল।'

'এমন লোভনীয় একটা দান ছেড়ে দিতে আমারও খারাপ লাগছে। কিন্তু ড্যানি লসনকে তো চিনি আমি। ও যদি মরেও, অন্তত কয়েকজনকে নিয়ে যাবে সঙ্গে। তাতে লাভটা কি হবে?'

'তাহলে কি করব আমরা?' জানতে চাইল বিল ফস্টার।

'যদ্দূর মনে হচ্ছে লিয়ন সিটিতে যাচ্ছে ওরা। ওখানেই যাব, লক্ষ্য রাখব স্টেজের ওপর। যদি পরিস্থিতি দেখে মনে হয় সুবিধে হবে, তাহলে চেষ্টা করব।'

রওনা দিল ওরা। সঙ্গে তাজা ঘোড়া, পথটাও সংক্ষিপ্ত। দেড় দিন পর, ঠিক সকালে পৌঁছে গেল লিয়ন সিটির কাছাকাছি। শহরের বাইরে একটা রীজের ওপর আশ্রয় নিল দলটা। তিনজনকে শহরে রেকি করতে পাঠাল ডেভিস, আলাদা আলাদা ভাবে শহরে ঢুকবে ওরা, সুবিধামত জায়গা বেছে নেবে।

'চারজন,' কিছুক্ষণ পরই রিপোর্ট করল হর্নগ্রেন। 'কাউহ্যান্ড নয় ওরা, বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের মতই ধান্ধায় আছে।'

'হুম!' ফিল্ড গ্লাস নামিয়ে রেখে খানিকটা চিন্তিত সুরে বলল ডেভিস। 'তাই তো দেখছি। কিন্তু কারা ওরা?'

'হয়তো কিনকেড বা রক্সের চেলা?'

স্টেশন বিল্ডিংটা নিচু হলেও দীর্ঘ এবং যথেষ্ট চওড়া। পাশেই করালের সারি, এবং অন্য দিকে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণে ভেঙে পড়া আগের দালানের ধ্বংসাবশেষ।

চারটে তরতাজা ঘোড়া রেইলে বাঁধা। মাত্র একজন লোক পাহারায় রয়েছে। তাকে চিনতে পারল নেইল ডেভিস। কার্ল ব্রেনেট। রহস্যময় এক লোক। অরিগন আর আইডাহোতে শেরিফের কাজ করেছে, কিন্তু ভাড়াটে বন্দুকবাজ হিসেবে বেশি পরিচিত। যে কেউ ভাড়া করতে পারে ওকে, টাকা হলেই হলো। আউট-ল নয়, কিন্তু ওর কাজের ধারাই সেরকম।

হর্নগ্রেনের হাতে ফিল্ড গ্লাসটা ধরিয়ে দিল ডেভিস। 'ব্রেনেটকে তো চিনলাম। দেখো অন্য কাউকে চিনতে পারো কিনা।'

দ্বিতীয় লোকটাকে চিনল গ্যারি হর্নগ্রেন। ছোটখাট, রোদপোড়া চেহারার লোকটার নাম এমিল নাচেজ। প্রায় বিড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করে। ভাড়াটে বন্দুকবাজ, কখনও কখনও আউট-ল। তবে ধরা পড়েনি কখনও। বাকি দু'জনকে চিনতে পারল না কেউ। করালের পাশে চলে গেল একজন, বাকিরা স্টেশন বিল্ডিংয়ের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল, রাস্তা থেকে এদের কাউকেই দেখা যাবে না।

'কি ঘটতে যাচ্ছে, নেইল, আঁচ করতে পারছ?'

'ওদের ভাবচক্কর দেখে মনে হচ্ছে লসনকে চেপে ধরতে যাচ্ছে।'

স্টেজের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এখন, দূরের ট্রেইলে ধূলির ঝড় দেখা যাচ্ছে।

'কি ঠিক করলে, ডেভিস?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল বিল ফস্টার। 'আমরা আছি নাকি নেই?'

'নেই,' ঘোষণার সুরে বলল ডেভিস। 'তবে এরা যদি সোনা ছিনিয়ে নেয়, তাহলে আছি। চোরের ওপর বাটপারি করব আমরা। লসনের চেয়ে এদেরকে সামলানো অনেক সহজ হবে আমাদের জন্যে।'

গ্যারি হর্নগ্রেনের পছন্দ হচ্ছে না আইডিয়াটা। কিন্তু চেপে গেল সে। নেইল ডেভিসের বিচক্ষণতার ওপর আস্থা রাখলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, গত দশ বছরে তাই জেনেছে ওরা।

সূর্য ওঠার আগেই রওনা দিল ওরা।

একঘেয়ে যাত্রা, তবু নিশ্চিন্ত বোধ করছে ড্যানি লসন, কারণ অ্যাম্বুশের আশঙ্কা আপাতত নেই। কেউ যদি পিছু নিয়েও থাকে ধরতে পারবে না ওদের। চিন্তা কেবল লিয়ন সিটিকে নিয়ে। সেখানে কারও থাকার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু নেইল ডেভিসের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই। হয়তো ঠিকই হাজির হয়ে যাবে সে। লোকটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, বিগ বে ট্রেইলে ওদেরকে না দেখে ঠিকই বুঝে নেবে গন্তব্য পাল্টে লিয়ন সিটির উদ্দেশে এগোচ্ছে ওরা।

টানা দু'দিন বালির ওপর দিয়ে চলছে ওরা। সারা শরীর আর কাপড়ে ধুলোর পুরু আস্তর জমেছে। খটখটে হয়ে আছে গলা, তবে খাবার বা পানির অভাব বোধ করছে না এটাই হচ্ছে বড় স্বস্তি। কার্টিস তার কারিশমা ঠিকই দেখাচ্ছে, নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে সে। পরদিন সকালে ঘোষণা করল দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবে লিয়ন সিটিতে।

ববের ক্ষতটা দ্রুত সেরে উঠছে, হাঁটতে পারছে সে। তবে স্যাডলে অথবা বেডরোলে কাটছে ওর সময়। নেহাত বাধ্য না হলে ওকে কাজ দিচ্ছে না লসন, প্রতিবার থামার পর দু'জনের ক্ষতের পরিচর্যা করছে। হ্যান্স কোবার্নের ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে তার অভিযোগ বন্ধ হয়নি। সেসব যে মেকি, ঠিকই ধরতে পেরেছে লসন। সাফল্যের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা, লিয়ন সিটিতে গিয়ে সব সোনা ট্রেনে তুলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সেটা সে-ও জানে, এবং চুটিয়ে উপভোগ করছে পরিস্থিতিটা। সেজন্যেই অযথা হাসছে সে, যে কোন কথার পিঠে রসাল মন্তব্য করছে।

লিয়ন সিটিকে দেখে কখনও মনে হয় না ব্যস্ত ৰড়সড় একটা কাউ-টাউন। মরুভূমির একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থান হলেও ওপাশের সমতল ভূমিতে অ্যারিজোনার সেরা বাথানগুলো গড়ে উঠেছে। মন্টানার সঙ্গে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগের বদৌলতে ছোট হলেও বেশ এগিয়ে গেছে শহরটা। দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দালান, ধুলোর অত্যাচারে মলিন হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে হয়তো শ'খানেক লোকের বাস। ল-অফিসটা ঠিক মাঝখানে। শুরুতেই স্টেশন,

কয়েকটা বগি ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

পেছন দিক দিয়ে শহরে ঢুকল ওরা।

করালের সামনের হিচ রেইলে বাঁধা চারটে ঘোড়া প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নিল লসনের। সতর্কঘণ্টি বাজাচ্ছে মন। 'স্টেজটা রাস্তার একপাশে রাখো, টিম,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'এমন ভাবে রাখো যাতে প্রয়োজনে দ্রুত রাস্তায় উঠতে পারো। আমি যদি পড়েও যাই, তোমার প্রথম কাজ হবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।'

কার্ল ব্রেনেটকে আলস্য ভরে করালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল লসন। মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁটে। কিন্তু দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী। শটগান হাতে স্টেজ থেকে নামল ও। 'হ্যালো, ব্রেনেট! অনেকদিন পর দেখা হলো তোমার সঙ্গে। আশা করিনি এখানে তোমাকে দেখতে পাব।'

লসনের চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে কার্ল ব্রেনেট, তার কোন ধারণাই ছিল না স্বয়ং ড্যানি লসন থাকবে গার্ড হিসেবে। নিজেকে সামলে নিয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তোমার এক প্যাসেঞ্জারের খোঁজে এসেছি আমি।'

'আমার প্যাসেঞ্জার তো একজন—হ্যান্স কোবার্ন।'

'তাহলে সে-ই।'

পেছনে নড়ে উঠল স্টেজ। কেউ হয়তো জায়গা বদল করেছে কিংবা মাটিতে নেমেছে।

'যার খোঁজেই এসে থাকো, ব্রেনেট, কোন ঝামেলা চাই না আমি। প্যাসেঞ্জারদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব।'

দু'পা এগোল ব্রেনেট। ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এমিল নাচেজ।

সামান্য কাঁধ উঁচাল ব্রেনেট, যেন লসনকে উপেক্ষা না করে উপায় নেই; স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'হ্যান্স কোবার্ন কি ভেতরে আছে?' নিরুত্তাপ স্বরে শেষে জানতে চাইল সে।

স্টেজের দরজা খুলে নেমে এল কোবার্ন। 'কি দরকার আমাকে?'

'তোমার কাছে কিছু কাগজ আছে। ওগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাদের।'

'ঠিকই ধরেছ, কিছু কাগজ আছে আমার কাছে। কিন্তু তাতে তোমার কি? কাগজগুলো আমার জিম্মায় আছে বৈকি, মালিক কিন্তু আমি নই, এমনকি তোমরাও নও।'

'তর্ক করতে আসিনি আমি, মি. কোবার্ন। কাগজগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে, ওগুলো নিয়েই তবে ফিরব।'

'এবং প্রয়োজনে জোর করে হলেও সেটা করব আমরা,' উস্কানির স্বরে যোগ করল নাচেজ। 'সুবিধাজনক অবস্থায় আছি আমরা। ঝামেলা এড়াতে চাইলে ভালয় ভালয় দিয়ে ফেলো।'

'তাই নাকি? কেন দেব তোমাদের? মন্টানার ভূমি বণ্টন অফিসে যাবে ওগুলো। অন্য কোথাও, আমি বলছি, অন্য কোথাও বা কারও হাতে যাবে না।'

এতক্ষণ আড়ালে ছিল দু'জন লোক, ব্রেনেট আর নাচেজের পেছনে এসে

দাঁড়িয়েছে এখন। আয়েশী ভঙ্গি ওদের আচরণে, কিন্তু তৈরি হয়ে আছে পিস্তল বের করার জন্যে। নেইল ডেভিস এদের না চিনলেও লসন ভাল করেই চেনে। এককথায় আউট-ল বলা যায়। এড কিনলে আর জিম ম্যাককয়।

কোচ থেকে নেমে এল বব, এগোল কয়েক পা। 'উঁহুঁ, ঠিক বলোনি, নাচেজ। ...ড্যান, ওরা যদি খেলতে চায়, তাহলে আমার ভাগে কিনলে আর ম্যাককয়কে ছেড়ে দাও।'

'হ্যান্স কোবার্ন শুধু যাত্রীই নয়, এই স্টেজের জিম্মাদারও। সুতরাং কোন ভাবেই ওকে ছেড়ে দিতে পারি না আমি, তোমাদের যেই পাঠাক।'

'এই স্টেজে তাহলে সোনা যাচ্ছে?' হালকা চালে জানতে চাইল কার্ল ব্রেনেট। 'স্বাভাবিক, আগেই বোঝা উচিত ছিল, নইলে শটগান হাতে পাহারায় থাকতে না তুমি। যাক্‌গে, সোনার ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার। ডাকাতি করতে আসিনি আমরা। এমনকি হ্যান্স কোবার্নকেও চাই না, শুধু ওর সঙ্গের কাগজগুলো চাই।'

'দুঃখিত,' প্রায় ঘোষণার সুরে বলল লসন। 'আগেই বলেছি, যাত্রীদের সব দায়িত্ব আমার। অনেকক্ষণ হলো থেমেছি আমরা, ট্রেনে মাল তুলে দিতে হবে। মাল খালাস করেই ফিরতি পথে রওনা দেব। ...ব্রেনেট, আমার হাতের জিনিসটা দেখেছ তো, এক্সপ্রেস গান? ইচ্ছে করলে এটার সাহায্যে দুই টুকরো করে ফেলতে পারি তোমাকে। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ভাগ্যের জোরে যদি আমার শরীরে দু'একটা বুলেট ঢোকাতেও পারো, তাতেও লাভ হবে না, শেষ হয়ে যাবে তোমরা!'

চুপ করে থাকল কার্ল ব্রেনেট, মনে মনে হিসেব করছে।

'আমাকে খুন করে যদি কাগজগুলো হাতে পাও, সোনা না ছুঁলেও স্টেজ ডাকাতির অভিযোগে আউট-ল হিসেবে চিহ্নিত হবে তোমরা। ব্যাপারটা এমনিতে চাপা পড়ে যাবে না।'

ইতস্তত করছে ব্রেনেট। বুঝতে পারছে এক বিন্দু মিথ্যে বলেনি লসন। তাছাড়া এটাও জানে শটগান হাতে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে দুর্ধর্ষ লোকটা। পরিস্থিতিটা নাজুক, আক্রমণাত্মক হওয়া বোকামি হবে।

'ঠিক আছে, লসন,' শেষে আপসের সুরে বলল ব্রেনেট। 'মানছি আমাদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছ তুমি। কিন্তু হ্যান্স কোবার্নের বিরুদ্ধে জোচ্চুরির অভিযোগ আছে, নিরীহ মাইনারদের ঠকিয়েছে সে। জেরেমি টাউনের...'

'প্রমাণ করতে পারবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লসন। 'জোর-জবরদস্তি না করে বরং আইনের সাহায্য নিচ্ছ না কেন? যাক্‌গে, ঢের হয়েছে, তোমরা চলে গেলে এবার খুশি হই।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল এমিল নাচেজ। 'চলে যাব? কে চলে যাবে? কে কাকে সুবিধামত পেয়েছে? যে মুহূর্তে শটগানটা নামিয়ে রাখবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে মাটিতে নোয়াব আমি, লসন!'

'ধরো তো এটা, বব,' আচমকা শটগানটা ছুঁড়ে দিল লসন। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা লুফে নিল তরুণ।

কার্ল ব্রেনেটের ওপর থেকে সরে গেল লসনের দৃষ্টি, নাচেজের রোদপোড়া মুখে স্থির হলো। 'এবার ঠিক আছে তো, নাচেজ?' শীতল স্বরে বলল ও। 'আমার হাতে শটগান নেই এখন।'

চোখ দিয়ে নিজের সঙ্গে ড্যানি লসনের দূরত্ব মেপে নিল নাচেজ। *সামনে দাঁড়িয়ে সেই লোক*, ভাবছে সে, *যাকে সবাই বলে সবচেয়ে শক্ত, সবচেয়ে দ্রুত। বেশ বেশ।* হোলস্টারে ছোবল হানল এমিল নাচেজ, চোখের পলকে মুঠিতে উঠে এল ভয়ালদর্শন কোল্ট। সবাই দেখল সেটা। মাত্র একটা গুলির শব্দ হলো। পিস্তলে হাত রেখে নাচেজ ভেবেছিল—*মেরে ফেলব, ড্যানি লসনকে মেরে ফেলব!*

এবং পরমুহূর্তে সে নিজেই মারা গেল।

বাতাসে পান পাউডারের কটু গন্ধ। স্টেজের একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল, দক্ষ হাতে ওটাকে সামাল দিল টিম কার্টিস।

'দুঃখিত, ব্রেনেট। উপায় ছিল না আমার,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল লসন।

মাথা নাড়ল সে, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল: 'কিন্তু তুমি শটগানটা হাতছাড়া করে উস্কে দিয়েছ ওকে, নইলে মরতে হত না নাচেজকে।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকল লসন, কঠিন চাহনিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল গানম্যানকে। 'হয়তো। কিন্তু এই চেয়েছিল ও।'

আনমনে শ্রাগ করল কার্ল ব্রেনেট, ঘোড়ায় চাপার আগে পলকের জন্যে নাচেজের স্থির দেহটা দেখল; দুঃখ, সহানুভূতি বা অনুশোচনা কিছুই নেই চাহনিতে—স্রেফ করুণা ঝরে পড়ছে। দেখাদেখি ম্যাককয় আর কিনলেও নিজেদের ঘোড়ায় চাপল।

'লাশটা নিয়ে যাও।'

এবার যেন সচেতন হয়েছে ব্রেনেট, বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গীর লাশটা দেখল, তারপর থোক্ করে থুথু ফেলল মাটিতে। 'তুমি মেরেছ ওকে। পারলে তুমিই কবর দিয়ো।'

ধীরে ধীরে গলিতে ঢুকে পড়ল ঘোড়া তিনটে, একটু পর দূরে সরে গেল খুরের আওয়াজ।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল হ্যান্স কোবার্ন। হাত বাড়িয়ে ববের কাছ থেকে শটগানটা ফিরিয়ে নিল লসন।

'ফাস্ট···খুব ফাস্ট তুমি!' বিড়বিড় করে বলল তরুণ।

নিরুত্তর থাকল লসন। শটগান বগলে রেখে পিস্তলের সিলিন্ডারে দুটো নতুন কার্তুজ ভরল।

'দুটো! দুটো কেন?'

'নাচেজের লাশ দেখলেই বুঝবে।'

বুট দিয়ে ঠেলে মৃতদেহটা উল্টে দিল বব। বুকে পাশাপাশি দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে। এত দ্রুত গুলি দুটো বেরিয়েছে যে শব্দ শুনে মনে হয়েছিল একটাই গুলি ছুঁড়েছে লসন।

সোনা ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল লসন। 'ব্যাপার কি, হ্যান্স? কিসের কাগজ চাইছিল ওরা?'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কি আর! ক্লেইমের কাগজ। সরকারী ভাবে নথিভুক্ত করার জন্যে সবার কাগজ জমা করেছিল জেফরি হ্যালার্ড। মন্টানায় যাব শুনে আমার কাছে দিয়েছে সেগুলো, ভূমি বণ্টন অফিসে যাতে দাখিল করি।'

ভুরু কোঁচকাল লসন। 'তাহলে থমসনই ভাড়া করেছে ব্রেনেটকে?'

'হয়তো। রক্স বা কিনকেডও হতে পারে। শয়তানগুলোর মাথায় ফন্দিটা এল কিভাবে? হয়তো কাগজগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ক্লেইম থেকে মাইনারদের উৎখাত করার পরিকল্পনা ছিল ওদের।'

'কিংবা হতে পারে এটা উসিলা মাত্র। সোনাই বোধহয় ওদের লক্ষ্য ছিল,' বাতলে দিল বব। 'সুবিধে হবে না দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

'মনে হয় না।'

স্টেশন অফিসের দিকে এগোল হ্যান্স কোবার্ন। বাইরে অপেক্ষায় থাকল অন্যরা। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই লোকজনের মধ্যে, রাস্তায় একটা লাশ পড়ে আছে কিংবা একটা ডুয়েল হয়ে গেছে একটু আগে; কোনটাই গ্রাহ্য করছে না এরা। যার যার কাজে ব্যস্ত সবাই, বেশিরভাগই ট্রেনের যাত্রী, ট্রেনে উঠছে মালপত্র নিয়ে।

'যেতে পারবে তো, বব?' পাশে দাঁড়ানো অ্যালেনের উদ্দেশে জানতে চাইল লসন। স্টেশন দালানের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ঘোড়াগুলো কাছের রেইলে বাঁধা।

'নিশ্চিন্ত থাকো, ড্যান। মাত্র কয়েক ঘণ্টার যাত্রা। এক ঘুমে মন্টানা পৌঁছে যাব।'

টিকেট নিয়ে কোবার্ন ফিরে আসতে শহরের দিকে এগোল ওরা। একটা ক্যাফেয় লাঞ্চ সেরে সব ঘোড়া আস্তাবলে রেখে ফের স্টেশনে ফিরে এল। ট্রেন ছাড়ার তখনও বেশ সময় বাকি।

'এত সময় বসে থেকে করব কি?' চাপা স্বরে অভিযোগ করল টিম কার্টিস। 'কোন একটা সেলুনে গিয়ে এক রাউন্ড গিলে আসি?'

'যেতে পারো, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত পায়ে মূল শহরের দিকে চলে গেল ড্রাইভার।

স্টেশনে কাঠের তৈরি বেঞ্চি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, একটায় বসে পড়ল কোবার্ন আর বব। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লসন, চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। তপ্ত রোদ পিঠ তাতাচ্ছে এখন, কোটের দুটো বোতাম খুলে দিল ও।

টিম কার্টিস ফিরে আসতে ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে উঠল ওরা। কোণের দুটো আসনে বসল কোবার্ন আর অ্যালেন। কার্টিস ওদের সঙ্গে বসতে চেয়েছিল, কিন্তু সাফ না করে দিয়েছে লসন। মাঝখানে আরও দুটো আসন রেখে একটু দূরে বসল সে।

পরদিন দুপুরে মন্টানায় পৌঁছল ওরা। ট্রেন থেকে নামতেই ওদের অস্ত্র জমা নিল ডেপুটি শেরিফ। খানিক অস্বস্তি বোধ করলেও মেনে নিল কার্টিস। মন্টানায় এর আগে কখনও আসেনি সে। জানে না শহরে অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ। কার্লি ব্রনসন এখানকার মার্শাল। দশজন ডেপুটি আছে ওর। বিশাল শহরটায় আইনের

শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এদের দৃঢ়তার জন্যেই।

ব্যাংকে সোনা জমা রেখে সেলুনে ঢুকল ওরা। জেরেমি টাউনের সোনার প্রথম সফল শিপমেন্ট উপলক্ষে পান করতে ইচ্ছুক হ্যান্স কোবার্ন। পুরো এক বোতল হুইস্কি একাই শেষ করে ফেলল টিম কার্টিস, বিনে পয়সায় পাচ্ছে যখন কম খেতে রাজি নয় সে।

উদ্‌যাপন শেষে, পোর্চে বেরিয়ে আসতে দলটাকে দেখতে পেল ড্যানি লসন। সেলুনের ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেইল ডেভিস। পাশে আরও দু'জন। প্রথমেই আউট-লর উরুর দিকে চলে গেল লসনের দৃষ্টি, হোলস্টার বা পিস্তল নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল।

'মানুষটা তুমি খুব চালাক, ড্যান,' গম্ভীর সুরে বলল আউট-ল নেতা। দীর্ঘদেহী মানুষ সে, মুখে কাটাকুটির দাগ—বহু লড়াইয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। নীল চোখ তার, ধূর্ত সতর্ক চাহনি সেখানে। 'কটা দিন লেগার খাটুনি গেল! মেলবি সিটির কাছে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্যে, আসল ব্যাপার বুঝতে খানিক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওয়েনের লোকগুলোকে চেপে ধরেছ শুনেই আন্দাজ করা উচিত ছিল লিয়ন সিটিতে যাচ্ছ তোমরা। শর্টকাট পথে এসেও সুবিধা করা গেল না। তবে নাচেজের চালিয়াতি দেখতে মন্দ লাগেনি! ওকেই তো মাটিতে নোয়ালে, নাকি?'

মৃদু নড করল লসন। 'আশপাশেই ছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। ব্রেনেট কি চাচ্ছিল?'

পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীদের অস্বস্তি টের পাচ্ছে লসন। বিষফোঁড়ার মত হঠাৎ উদয় হওয়া আউট-লর উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না কেউ। উসখুস করছে রবার্ট অ্যালেন, পায়ের ভর বদল করল সন্তর্পণে; কিন্তু একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে টিম কার্টিসকে, জানে আসল কাজ সেরে ফেলেছে ওরা এবং যত ভয়ঙ্করই হোক, এখানে কিছুই করার নেই নেইল ডেভিসের। তবে অ্যালেনের মতই, অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না হ্যান্স কোবার্ন; উদ্বেগ আর অস্বস্তি বহু কষ্টে চেপে রেখেছে সে।

'সম্ভবত থমাসনই ভাড়া করেছিল ওকে,' উত্তরে বলল লসন। আড়চোখে ডেভিসের দুই সঙ্গীকে দেখল একনজর। 'জেরেমি টাউনের মাইনারদের ক্রেইমের কাগজ ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল।'

নিচু স্বরে শিস বাজাল আউট-ল, স্মিত হাসছে। 'আসার পথে রক্সের সাথে দেখা হলো। ওর চেহারা যদি দেখতে! ব্যাটা এখনও বসে আছে তোমার অপেক্ষায়।'

'একটা ড্রিঙ্ক কিনে দেই তোমাকে, নেইল?'

কি যেন ভাবল নেইল ডেভিস, তারপর ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'দাও। তোমার পয়সা যেভাবেই খরচ করো তাতে আমার কি?' সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'চলো হে, গলাটা ভিজিয়ে নেয়া যাক।'

'ড্যান?' উসখুস করছে কোবার্ন।

সোনা ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল লসন। 'বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব,

হ্যান্স। ওদেরকে নিয়ে চলে যাও তুমি।'

শ্রাগ করল সে, নীরব চাহনিতে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি, তবে তর্কও করল না।

'আমি সঙ্গে থাকি?' প্রস্তাব করল অ্যালেন।

'ড্রিঙ্ক করবে আবার?'

'না।'

'তাহলে কোবার্নের সঙ্গে যাও, তোমাকে দরকার হবে ওর।'

শ্রাগ করে কার্টিসের পাশাপাশি এগোল সে। আগে আগে হাঁটছে হ্যান্স কোবার্ন। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

'শহরে ঢুকলে কিভাবে?' ভেতরে এসে একটা টেবিলে বসে জানতে চাইল লসন।

'শহরে যা ভিড়, অন্যদের সঙ্গে মিশে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে ঝুঁকি এড়াতে অস্ত্র আনিনি সঙ্গে।'

'কোন ডেপুটির সামনে পড়োনি?'

মাথা নাড়ল সে, ওয়েট্রেস আসতে হুইস্কির ফরমাশ দিল। 'চিনতে পারেনি আমাকে।'

হুইস্কি আসার পর নীরবে চুমুক দিল ওরা।

'আসল খবরই বলা হয়নি! থমসন আর কিনকেড লোক ভাড়া করছে, বেয়াড়া লোক সব। আমার দলের দু'জনকে পটিয়ে ফেলেছে। ওয়েনকে নাকি লোক জোগাড়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জানোই তো ওয়েন কতটা খারাপ। আরও শুনলাম জেরেমি টাউনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে কোবিন উইনস্টন।'

খবরটা শুনে থমকে গেল লসন। কিংবদন্তীর এই বন্দুকবাজকে ভাল করে চেনে ও, পুরানো শত্রুতা আছে দু'জনের। দুর্ধর্ষ ফাস্টগান, কিন্তু কয়োটের মতই নীচ। চতুর, শঠ, শকুনের মত ধৈর্য ধরতে জানে, এবং লক্ষ্যভেদে নিপুণ। একবার কোন কিছুর পেছনে লাগলে সেটা করে ছাড়ে। পশ্চিমে ভাড়াটে খুনী হিসেবে পরিচিত কোবিন উইনস্টন। বহু লোককে খুন করেছে সে, ভাল-মন্দের বাছ-বিচার করে না। টাকা পেলেই খুশি। শিকারের ওপর নির্ভর করে ওর কাজের পদ্ধতি, সামনাসামনি লড়তে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু আড়াল থেকে বা শিকারকে অসহায় অবস্থায় পেয়েই খুন করেছে বেশি। লোকটি এতই নীচ যে চোখের দিকে তাকিয়ে কপালে পিস্তলের নল ঠেকিয়েও মানুষ খুন করেছে।

'তুমি জানলে কিভাবে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল লসন।

'রক্স নিজ থেকেই খবরটা দিল। কিনকেড আর থমসনের সাথে রফা হয়েছে ওর। সবাই মিলে ভাড়া করেছে কোবিনকে। জানো তো আগাম টাকা নেয় সে? সুতরাং ওদের কিছু হয়ে গেলেও নিজের কাজ ঠিকই করবে কোবিন।'

'তুমি ভাবছ আমার জন্যেই আসছে সে?'

'আমি কিছুই ভাবছি না, ড্যান। আমার ভাবাভাবিতে কারও কিছু যায়-আসেও না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি শেষপর্যন্ত জেরেমি টাউনের হাল ধরবে তুমি। এখন হয়তো তেমন কোন ইচ্ছে নেই তোমার, কিন্তু সময় হলে ঠিকই হাজির হয়ে

যাবে ওখানে, কোন ব্যাজ বা কারও অনুমোদনের তোয়াক্কাও করবে না। আর রক্স বা কিনকেডরাই তোমার আসল শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তখন, এবং সেই সঙ্গে কোবিন।'

জীবনে বহু কঠিন মানুষকে মোকাবিলা করেছে ড্যানি লসন, কিন্তু এদের কারও মত নয় কোবিন উইনস্টন। নিঃশব্দে, চুপিসারে কাছে আসবে লোকটা, হয়তো সবার অজান্তে কাজ সেরে চলে যাবে। দুশ্চিন্তার ব্যাপার এটাই, নইলে লড়তে ভয় পায় না সে। কোবিনের সামনে দাঁড়ানোর মত সাহস আছে ওর, বরং সে-ই ওর সামনে এসে দাঁড়াবে না কারণ তাতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। পরিস্থিতিই ঠিক করে দেবে কি অবস্থায় ওকে পায় কোবিন, ভাবল লসন, অযথা দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নেই।

সেলুন ছেড়ে স্টেশনের দিকে এগোল লসন। দূর থেকে দেখল ওর অপেক্ষায় ট্রেনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা।

ওকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল কোবার্ন। 'যাক্, এসেছ তাহলে! এবার নিশ্চই ফিরতি পথ ধরতে পারি আমরা? চলো হে, নেইল ডেভিসের সঙ্গে ওর অদ্ভুত সাক্ষাতের ফিরিস্তি শোনা যাক! খোদার কসম, জানতাম না অ্যারিজোনার সবচেয়ে কুখ্যাত আউট-লর সঙ্গে এত খাতির আছে ড্যানি লসনের! ভাগ্যিস, আগেই সব সোনা ব্যাংকে জমা করেছি, নইলে দু'জনকে খোশগল্প করতে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত আমার!'

হেসে ট্রেনে চড়ল লসন।

সাত

জেরেমি টাউনে ফিরে এসে অনেকগুলো খবর পেল ড্যানি লসন। আরও এক লোককে শেরিফ নিয়োগ করেছিল শহর কমিটি, কিন্তু পরে দেখা গেল বেনি ডবিন নামের সেই লোক আসলে জেসি ওয়েনের সাগরেদ। তিন দিন পরই ডবিনকে বরখাস্ত করেছে শহর কমিটি। কাজটা সহজ হয়নি, জোর করে ব্যাজ কেড়ে নিতে হয়েছে, এবং তা করতে গিয়ে বাহুতে একটা গুলি লেগেছে জো হারপারের।

একটা ক্লেইম জবরদখল করেছে শেইন থমসন, এবং বিশালদেহী এক ভবঘুরেকে পিটিয়ে শহর ছাড়া করেছে। আইক জেসাপের জুয়ার আড্ডায় খুন হয়েছে তিনজন। একই রাতে চুরি হয়েছে তিনটে স্টোরে, পিস্তলের মুখে এক দোকান থেকে ইচ্ছেমত রসদ সংগ্রহ করেছে কিনকেডের তিন চেলা। এছাড়া নিত্যকার হাঙ্গামা আর খুনোখুনি তো আছেই! গত ছয় দিনে সাতটা নতুন কবর খুঁড়তে হয়েছে বুটহিলে। কার্ট রক্সের সাথে লাগতে গিয়ে মারা গেছে একজন মাইনার।

সন্ধ্যায় মীটিংয়ে বসবে শহর পরিচালনা কমিটি, শহরের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর আলোচনা ছাড়াও শেরিফ নিয়োগ করা হবে।

হ্যান্স কোবার্নের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গ্রুলায় চড়ল লসন। টড মার্টিনের জিম্মায় রেখে গিয়েছিল ঘোড়াটাকে। ও ফেরার পর স্টেবল থেকে ওটাকে নিয়ে এসেছে মার্টিন।

ক্লান্তি লাগছে ওর, ক'দিন ধরে টানা ছোটার মধ্যে ছিল, তাছাড়া মানসিক ধকলও কম যায়নি। প্রিয় ঘোড়ার স্যাডলে চাপার পর কিছুটা হলেও স্বস্তি আর আনন্দ অনুভব করল লসন। বাথানে গিয়ে লম্বা একটা বিশ্রাম নেবে, ভাবছে ও, তারপর···তারপর কি? আবার বেরিয়ে পড়বে, নাকি নিরাপদ দূরত্বে থেকে জেরেমি টাউনের ধ্বংস হওয়া দেখবে? সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে নিজের ওপর বিরক্তি অনুভব করল ও।

পাহাড়ের দিকে তাকাল লসন। পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য, কমে এসেছে রোদের তেজ; একটু পরেই পাহাড়ের আড়ালে ডুব দেবে। নদীর ধারে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে মাইনাররা, কিন্তু আজ প্রায় কেউই কাজ করছে না। সাড়া নেই, একেবারে নিশ্চুপ হয়ে আছে ক্লেইমগুলো।

ধীর গতিতে শহর ছেড়ে ক্লেইমের দিকে এগোল লসন। নদী পেরিয়ে ওপাশের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় গোপন ট্রেইল আছে, সেটা ধরে এগোলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাহাড়ের গভীরে ওদের বাথানে পৌঁছে যাবে। মাইল দুয়েক পথ, দুর্গম, কিন্তু বহুবার আসা-যাওয়া করেছে লসন। সময় আর পরিশ্রম কম বলে বারো মাইল ঘুরপথের চেয়ে এ ট্রেইলই পছন্দ ওর।

বিল লারকিনের ক্লেইমের কাছে আসতে দূর থেকে কেবিনের পোর্চে জুলিয়া লারকিনকে দেখতে পেল ও। ওকেই দেখছে মেয়েটি। আঙুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে নড করল লসন, ঘোড়ার গতি না কমিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতে ওকে ডাকল জুলিয়া।

খানিকটা দ্বিধার পর ফটক দিয়ে ক্লেইমের ভেতরে ঢুকল ও।

'বাথানে যাচ্ছ?' কাছে যেতে জানতে চাইল জুলিয়া।

মাথা ঝাঁকাল ও, নীরবে নিরীখ করছে মেয়েটিকে। খানিক আগে গোসল করেছে বোধহয়। ঝরঝরে, সতেজ লাগছে ওকে। ভেজা চুল পড়ে আছে কাঁধের ওপর। অবাক হয়ে দেখল পশ্চিমের মেয়েদের মত সাধারণ পোশাক পরেছে জুলিয়া—ব্লাউজ, গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ফ্রক। পোশাকটা মানিয়েছে ওকে, এবং আর দশটা মেয়ের সাথে ওর পার্থক্য কেবল অনাবিল সৌন্দর্যে। লসনের আবারও মনে হলো এখানে মানায় না জুলিয়া লারকিনকে, অন্তত জেরেমি টাউনের মত অস্থির এক মাইনিং টাউনে।

'ভেতরে এসো, মি. লসন,' আহ্বান করল মেয়েটি।

খানিক দ্বিধা করল লসন। চারপাশে তাকাল, দু'ভাইয়ের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি বোধহয় একাই আছে। স্যাডল ছেড়ে রেইলের সঙ্গে লাগাম বাঁধল ও, তারপর কেবিনে ঢুকল। ভেতরের কামরায় চলে এল জুলিয়ার পিছু পিছু। খাবারের টেবিলে বসল ওরা।

'মি. লসন, তোমাকে একটা ধন্যবাদও দেয়া হয়নি,' বিস্কুট আর পাই পরিবেশন করার সময় বলল জুলিয়া।

'এতক্ষণে ওটা পেয়ে গেছি আমি।'

'আমি তো দেইনি।'

'মুখে বলার দরকার পড়ে না সবসময়। এমনিতেই বোঝা যায়।'

'হয়তো,' বলে শ্রাগ করল জুলিয়া, তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

দরজা দিয়ে চুলো আর কাছাকাছি একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। পেছন থেকে মেয়েটির শারীরিক গড়ন, ফর্সা পিঠ চোখে পড়ল লসনের। নিজেকে শাসন করে চোখ ফিরিয়ে নিল ও। তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। 'তোমার বাবা বা বিল কোথায়?' মেয়েটি কফি নিয়ে ফিরে আসতে জানতে চাইল।

'শহরে, ল-অফিসে মীটিং চলছে। সব মাইনাররা ওখানেই আছে।'

অজান্তে একটা ভুরু কোঁচকাল লসন।

'বাবার কাছে শুনলাম জুড ফস্টারের ক্লেইম দখল করে নিয়েছে থমসন,' জানাল জুলিয়া। 'এ ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবে ওরা, একজন মার্শালও নাকি নিয়োগ করবে।'

'তোমার বোধহয় ভাল লাগছে না এখানে।'

'কেন?' কপালে একটা ভুরু তুলে জানতে চাইল মেয়েটা, বিস্মিত।

'তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে আমার। যে কোন শহরের শুরুর দিকটা সবসময় গোলমেলে হয়, খনি শহর হলে তো কথাই নেই; মহিলাদের জন্যে নিরাপদ হয়ে উঠতে কিছুটা হলেও সময় লাগে। জেরেমি টাউনের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। পশ্চিমে এসে শুরুতেই কঠিন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে তোমাকে, মিস্ লারকিন।'

'আমি একটা ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েছি, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট তো হবেই, তাই না?' হেসে কফিতে চুমুক দিল জুলিয়া। 'আচ্ছা, এখানে কি এরকমই চলতে থাকবে?'

'না। খুব বেশি হলে দু'মাস। খনিতে সোনা ফুরিয়ে গেলে বেশিরভাগ লোক কেটে পড়বে।'

'কেন?'

'সোনার কারণেই এ শহরের জন্ম। খনি না থাকলে খারাপ মানুষগুলো হয়তো আসতই না। পশ্চিমের যে কোন মাইনিং টাউনের শুরুটা সবসময়ই ঝামেলাপূর্ণ হয়, নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যে শহরে অরাজকতা সৃষ্টি করে ওরা—লুঠপাট বা জবরদখলে সুবিধে হয়। অথচ সোনা শেষ হয়ে গেলে নিমেষে কেটে পড়ে এসব ধান্ধাবাজ লোক।'

'বাকি যারা থাকে···নিরীহ লোকেরা?'

'হয়তো থাকবে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে শহরটা। তবে সময় লাগবে, টেরিটরির এক প্রান্তে বলে লোকজন সাধারণত আসে না এদিকে। সব মিলিয়ে এ শহরের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। আবার খারাপ মানুষগুলোর কারণে সময়ের আগেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে শহরটা।'

'কিভাবে?'

'ধরো এমন একটা সময় এল, যখন খারাপ লোকগুলো বেশ কিছু ক্লেইম

কেড়ে নিল; এদের ঠেকাতে গিয়ে প্রচুর লোক হতাহত হবে, তার বেশিরভাগ হবে নিরীহ মানুষ। ঝামেলা এড়াতে তখন চলে যাবে অন্যরা। শেষে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করবে খারাপ মানুষগুলো, স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে একসময় এরাও চলে যাবে, কিন্তু যাওয়ার আগে হয়তো পুড়িয়ে দেবে শহরটা। এরকম ঘটনা বহু উঠতি শহরের ভাগ্যে ঘটেছে।'

'কোন ভাবে কি ঠেকানো যায় না এসব?'

'দক্ষ হাতে যদি খারাপ লোকগুলোকে সামাল দেয়া যায়, প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে হবে। কোন ভাবেই এদেরকে জুড়ে বসতে দেয়া যাবে না। তারপর হয়তো...'

'কিন্তু তেমন হলেও তো কিছু খুনোখুনি হবে।'

'হবে, তবে সেটা মহৎ উদ্দেশ্যে। ভাল কথা বলে খারাপ মানুষকে হটানো যায় না।'

'ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে হবে, যাতে শহর ছেড়ে পালায়, এই তো? সেদিন নিকোলাস গ্রীনকে তুমি যেমন পাইয়ে দিয়েছ।'

'ও কিন্তু শহর ছেড়ে পালায়নি। আর ঘটনাটা খুবই সামান্য ব্যাপার। একটা শহর পরিষ্কার করতে গেলে কতটা বিশৃঙ্খলা হতে পারে, কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, ম্যা'ম। লুঠপাট, খুনোখুনি তো হবেই।'

'সেদিনের ঘটনাকে সামান্য বলছ কেন? তুমি সাহস দেখিয়েছ বলেই আমাকে ওয়্যাগন থেকে নামাতে পারেনি ওরা, কিন্তু তুমি না থাকলে কি হত ভেবে দেখেছ?'

'ওটা স্রেফ বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা, অন্যদের কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই। নিকোলাস গ্রীন পিছিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সময়ে হয়তো দেখা যাবে কাউকেই পরোয়া করছে না সে—ঠাণ্ডা মাথায়ও খুন করা সম্ভব ওর পক্ষে। নিকোলাস গ্রীনের মত অন্তত বিশজন ভয়ঙ্কর লোক আছে এখানে। এরা বেপরোয়া হয়ে উঠলে নরক নেমে আসতে পারে জেরেমি টাউনে, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে শহরটা।

'এরকম অশান্ত একটা শহর পরিষ্কার করতে হলে আসলে কয়েকজন দক্ষ কঠিন লোকের দরকার। যারা ওদের মতই কঠোর হতে পারবে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারবে। নিরীহ মানুষের কাছে হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে এসব, কিন্তু এটাই সত্যি যে প্রয়োজনে নিষ্ঠুর না হলে শান্তিও আসে না।'

'বোধহয় বুঝতে পেরেছি,' উজ্জ্বল দেখাল জুলিয়ার চোখ জোড়া, কিছুটা সমীহ মাখানো দৃষ্টিতে দেখছে লসনকে।

অপ্রতিভ বোধ করছে লসন, দৃষ্টি নামিয়ে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'বাথানে আর কে আছে তোমার?' প্রসঙ্গ বদলাল জুলিয়া।

'বাবা-মা।'

'বাথানটা খুব সুন্দর?'

'তোমাকে কে বলেছে?'

'চাচা।'

'বিল একবার গিয়েছিল ওখানে।'

'আমিও যাব একদিন। এখানে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। সকাল হলেই সবাই বেরিয়ে পড়ে, সোনা তোলার নেশায় পেয়ে বসে ওদের। তারপর সন্ধে হলে শহরে চলে যায়, হুইস্কি গিলে পেট ভরে আসে। প্রতিদিন ওখানে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। এভাবে চলতে থাকলে···আমার তো সন্দেহ হয় এখানে শেষপর্যন্ত বিশজন লোকও বেঁচে থাকে কিনা।'

'সেরকম কিছু হবে না। হয় তার আগেই শহরটা ধ্বংস হবে, নয়তো খারাপ মানুষগুলো কেটে পড়বে।'

'প্রথম যখন পশ্চিমে এসেছি, মন্টানায় পা দিয়েই দুটো খুন হতে দেখলাম। একেবারে সামান্য কারণে। ঘটনাটাকে স্রেফ নিষ্ঠুরতা মনে হলো আমার। ধারণাটা অবশ্য পরে পাল্টে গেছে,' স্মিত হাসল জুলিয়া। 'সেদিন বুঝতে পারলাম সবার মধ্যে এই দৃঢ়তা না থাকলে এখানে জীবনই অচল হয়ে পড়ত। প্রয়োজনে মানুষকে নিষ্ঠুরও হতে হয়, একটু আগে তাই তো বলেছ? তোমার মধ্যে কি দেখেছে নিকোলাস গ্রীন, এভাবে দলবল সহ পিছিয়ে গেল সে? যার যার নিরাপত্তার ভার যখন শুধুই নিজের, জীবন বাঁচানোর তাগিদেই সবার জীবন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, তাই না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল লসন। 'তোমরা কি একেবারে চলে এসেছ?'

'বাবা তাই চিন্তা করছে, কিন্তু···' খানিক দ্বিধা করল মেয়েটি, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'কারও অনুগ্রহে থাকা আমার ঠিক পছন্দ নয়, হোক না চাচা। সনোরায় একটা স্কুলে পড়াতাম আমি, পশ্চিমে আসার জন্যে বাবার আগ্রহ এতটাই ছিল যে মানা করতে পারলাম না। আমি হয়তো চলে যাব, যদি ভাল না লাগে···'

'জেফরি হ্যালার্ড এখানে একটা স্কুল খুলবে, ওখানে পড়াতে পারবে তুমি।'

'এখানে যদি মন টিকে যায় তো থাকব, কাজ করার ওপর সেটা নির্ভর করে না।'

'তারমানে···নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নও তুমি?'

'হ্যাঁ···ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে এসেছি আমি। এখানে যে আমার জীবন খুব ভাল ভাবে কাটবে না, এটুকু স্পষ্ট বুঝেছি। এই কেবিনের ভেতর পড়ে থেকে রান্না করা আর ঘর-দোর পরিষ্কার রাখা, এটা কোন কাজ হলো? উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই আমার, কিন্তু জীবন কাটানোর জন্যে একটা উপলক্ষ তো লাগে, তাই না? ওদের জন্যে সোনার মোহ আছে, আমার জন্যে কি আছে এখানে?'

'আসলে পশ্চিম তোমার পছন্দ নয়।'

'অপছন্দ করি, তাও নয়। আসলে এখানে আমার কোন ভূমিকা নেই, শুধু ঘরকন্নার কাজ করছি, তা-ও বোধশূন্য কিছু মানুষের মধ্যে, যার মূলে আছে উত্তপ্ত অস্থির একটা শহর। এই পরিবেশে থাকি কিভাবে, যেখানে আমি পশ্চিমে একেবারেই নতুন? হয়তো অন্য কোথাও, আরও শান্তিপূর্ণ কোন জায়গায় অনায়াসে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতাম! কিন্তু···সত্যিই এখানে মন টিকছে না আমার।'

'ঠিকই বলেছ, ম্যা'ম।'

'তুমি হয়তো হতাশ হয়েছ। আমার কথায় বোধহয় পরোক্ষ ভাবে পশ্চিমকে খাটো করা হয়, অন্তত যেভাবে বলেছি কথাগুলো এখানকার কারও পছন্দ হওয়ার

কথা নয়।'

'অযথাই ভাবছ, ম্যা'ম। তোমার চিন্তা-ভাবনায় কারও কিছু আসে-যায় না, সুতরাং কারও তাতে আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না।' বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে থেমে গেল লসন। চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পোর্চে বেরিয়ে এল।

বাইরে তখন গোধূলির আবছা আঁধার। কিন্তু দেখতে অসুবিধে হলো না ওর, শহরের দিক থেকে ক্লেইমের দিকে আসছে একদল লোক। অন্তত ছয়-সাতজন হবে। দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো, রাইডারদের আচরণে কোন তাড়া নেই। ক্লেইমগুলো যে ওদের গন্তব্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই লসনের।

ছুটে ঘোড়ার কাছে এল ও, স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে ফিল্ড গ্লাস বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল। নিমেষে কাছে চলে এল লোকগুলো, সবার সামনে বিশালদেহী লোকটাকে একনজর দেখেই চিনতে পারল—শেইন 'বিগ' থমসন। পেছনে আরও সাত ঘোড়সওয়ার।

পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া লারকিন, কৌতূহল আর শঙ্কায় কিছুটা হলেও উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। মেয়েটি পোর্চে পা রাখতে নিষেধ করল লসন। 'ভেতরে থাকো, ম্যা'ম। বলা যায় না, হয়তো তোমাদের এখানেই আসছে ওরা।'

'কারা ওরা?' একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল লসন, দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল আর চোখের সতর্ক দৃষ্টি চমকে দিল জুলিয়াকে। 'ভেতরে চলে যাও, ম্যা'ম। বিল লারকিন আজ আরও একটা ভুল করেছে, তোমাকে একা রেখে যাওয়া উচিত হয়নি ওর।'

'ওরা কি গ্রীনের দল?' নিচু স্বরে জানতে চাইল জুলিয়া। মনে মনে লসনের কথাটা উল্টে-পাল্টে দেখছে। ঠিকই বলেছে সে, তবে সৌভাগ্যের বিষয়: ভুলটা শোধরানোর জন্যে আবারও উপস্থিত হয়েছে সে। অন্তত ওর কোন উদ্বেগ লাগছে না, জানে নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় মানুষটার ওপর।

'না,' বলে পিছিয়ে এল লসন।

বাধ্য হয়ে পথ ছাড়তে হলো জুলিয়াকে। দরজা থেকে সরে দাঁড়াল, ও ভেতরে ঢুকতে দরজার কবাট ভিড়িয়ে দিল লসন। তারপর দু'পা এগিয়ে পোর্চের কিনারায় আঙটা দিয়ে ঝোলানো লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। অপেক্ষায় থাকল এবার।

বিল লারকিনের ক্লেইমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো, ক্ষণিকের বিরতির পর আবার এগোল। পাশেই তিন 'জে'-র ক্লেইম। ঘোড়সওয়ারদের গন্তব্য পরিষ্কার বোঝা গেল এবার, পুরানো খায়েশ মেটাতে এসেছে শেইন থমসন। মাইনাররা শহরে মীটিংয়ে বসেছে, এই ফাঁকে নিশ্চিন্তে দখল করে নিতে পারবে তিন 'জে'-র ক্লেইম।

বোকামি করেছে মাইনাররা। এখানে, যে কারও কেবিনে আলোচনা করতে পারত ওরা। মীটিং করার জন্যে জেরেমিতে যাওয়া লাগে না। শেইন থমসনের মত ধূর্ত, লোভী লোকেরা এমন সুযোগের জন্যে মুখিয়েই থাকে। খুব বেশি হলে একজন আছে কেবিনে, কিংবা কেউই নেই। অনায়াসে ক্লেইমের দখল নিতে পারবে ওরা, এবং ক্লেইমের দখল ফিরে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে জেফরি হ্যালার্ড বা ওর বন্ধুদের।

স্যাডল থেকে রাইফেল তুলে নিল লসন। 'মিস্ লারকিন?' ডাকল ও।

'বলো!' ভেতর থেকে উদ্বেগের সাথে সাড়া দিল মেয়েটা।

'কোবার্নের অফিসে যেতে পারবে? ওকে বলবে হ্যালার্ডের ক্লেইম দখল করতে এসেছে থমসন। মাইনারদেরকে যেন খবরটা দেয় সে।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'দুঃখিত, ম্যা'ম। অন্য কোন উপায় থাকলে তোমাকে পাঠাতাম না। ধীরে ধীরে যেয়ো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' মেয়েটি পোর্চ ছেড়ে নেমে যেতে অনুরোধ করল লসন। 'এদিকে মনোযোগ দেবে না ওরা। তাছাড়া অন্ধকারে তোমাকে দেখতেও পাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া, অন্ধকারে মিশে গেল ওর অবয়ব।

এবার ছুটল লসন। নদীর কাছে এসে দক্ষিণে এগোল। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার, তারওপর নদীর পাড় অসমতল। কিন্তু পরোয়া করছে না ও। আড়চোখে, ছোটার মধ্যেই ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকাল, তিন 'জে'-র ক্লেইমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে প্রায়। ছোটার গতি বাড়াল ও। নিমেষে পেরিয়ে এল পঞ্চাশ গজ, বিল লারকিনের ক্লেইমের কাঁটাতারের বেড়া টপকে গেল লাফিয়ে।

বিশ হাত দূরে ছোট একটা কেবিন, পাশে করাল আর স্ট্র। দুটো ঘোড়া আছে সেখানে। পোর্চে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, কেবিনের ভেতর থেকে জানালা পথে চৌকো আলো এসে পড়েছে ওর সামনে। আলো এড়িয়ে কেবিনের পেছনে চলে এল লসন, জানালার কাছে সরে এসে ভেতরে উঁকি দিল। নেই কেউ। কিন্তু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে ও, দরজার কবাট খুলে পোর্চে বেরিয়ে গেছে কেউ।

আচমকা পোর্চের বাতিটা নিভে গেল।

হালকা পদশব্দ সরে যাচ্ছে, ফের কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে লোকটা—বুঝতে পারল লসন—কিছুটা আড়ষ্ট পায়ে। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কেবিনের বাতিটাও নিভিয়ে দিল সে।

করালের কাছে চলে এল লসন। খড় আর ঘোড়ার ঘামের কটু গন্ধ লাগছে নাকে। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাল ও।

ততক্ষণে চলে এসেছে থমসনের দল। কেবিনের বিশ হাত দূরে থামল ঘোড়াগুলো, সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। খুরের আঘাতে বাতাসে ওড়া ধুলো দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ধুলোর উৎকট গন্ধ আর ঝাঁঝ লাগছে নাকে-মুখে। ধীরে ধীরে ধুলোর মেঘ সরে যেতে স্পষ্ট হলো ওদের অবয়ব।

'হয়েছে, আর এগিয়ো না, থমসন!' কেবিনের ভেতর থেকে বলে উঠল জো হারপার।

'আরে, জো দেখছি! কি ব্যাপার, খেপে যাচ্ছ কেন?'

'অনধিকার প্রবেশ করেছ তুমি, থমসন। তোমাকে মানা করেছিলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফের দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছ।'

'কথা রাখতেই তো এসেছি!' সহাস্যে বলল শেইন থমসন, আঙুল চালিয়ে হ্যাটটা ওপরে তুলে দিতে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হলো বিশাল মুখ। সেখানে ভয়-

ডরের লেশমাত্র নেই, বরং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ছে মানুষটা।

'ভাল মানুষের মত চলে যাও, থমসন। আর বলব না, খোদার কসম, এক পা এগোলে গুলি করব! আমার কি হলো তাতে মোটেই আমল দেব না। বুটহিলে যাতে তোমার জায়গা হয় সেটা নিশ্চিত করে তবেই মরব আমি!'

সন্দিহান চোখে তাকাল থমসন, মুখের হাসি ম্লান হয়নি। 'চোপা তো ভালই চালাচ্ছ! কিন্তু অস্ত্রে সুবিধা করতে পারবে না এটা বোধহয় এখনও বুঝতে পারোনি। আরে, বোকার হদ্দ, আমি একা নই! সাথে আরও সাতজন আছে, দেখোনি ওদের?'

'না, ওদেরকে দেখছি না আমি। কেবল তোমার কপালের দিকেই আমার নজর!' বাঁকা সুরে বলল জো হারপার, কিন্তু তামাশা নয় বরং হুমকি দিচ্ছে সে।

'এই, হিউম, ওকে বের করে আনো তো। মনে হচ্ছে জোর করে কেবিন থেকে বের করতে হবে,' কাছের লোকটির উদ্দেশে বলল থমসন। 'এমন মাথামোটা লোক তো আর দেখিনি, এতগুলো সশস্ত্র লোক দেখেও নিজের বিপদ বুঝতে পারছে না!'

'নিজের বিপদ কি তুমি বুঝতে পারছ, থমসন?' চড়া স্বরে বলল জো হারপার, রাইফেল কক্ করল। 'হ্যাঁ, মরার খায়েশ যদি তোমার হয়ে থাকে তো ওকে আরেক পা এগোতে বলো—তোমার কপাল গুঁড়ো করে দেই আমি!'

'হারপার, বামদিকের চারজনকে আমার ওপর ছেড়ে দাও,' এবার নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ড্যানি লসন। 'খুব তড়পাচ্ছে ওরা। আশা করি বুলেট দিয়ে ওদেরকে শান্ত করতে পারব আমি।'

চমকে উঠল থমসন। সতর্ক দৃষ্টিতে করালের দিকে তাকাল, লসনের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে।

'ওটা আবার কে?' বিরক্তি প্রকাশ করল হিউম নামের লোকটি।

'চিনলে না?' হেসে উঠল হারপার, কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস। 'ও হচ্ছে ড্যানি লসন, এবার চিনেছ নিশ্চয়ই?'

অস্পষ্ট আলো হলেও হিউমের ফ্যাকাসে চেহারায় স্পষ্ট হয়ে গেল এবার ঠিকই চিনতে পেরেছে সে। অস্বস্তি কাটাতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল আউট-ল। কেবিন আর করালের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্থির দৃষ্টি, একবার কেবিন তো পরমুহূর্তে করালের দিকে। 'শেইন, মনে হচ্ছে ভুল সময়ে এসে পড়েছি আমরা,' ফাঁকা কণ্ঠে বলল থমসনকে। 'সুবিধা করা যাবে না ওদের সঙ্গে, যেখানে ড্যানি লসন নিজেই উপস্থিত।'

থমসনের মনের কথাই বলেছে হিউম। আনমনে মাথা ঝাঁকাল থমসন, বিশাল কাঁধজোড়া দুলে উঠল। 'ঠিক আছে, হারপার, এবারও তোমরাই জিতলে। কিন্তু মনে রেখো আবার আসব আমি।'

'তার আগেই জেরেমি টাউন থেকে তোমাকে তাড়াব আমরা!' মুখিয়ে উঠল হারপার।

'তোমরা গোবেচারা মাইনাররা?' হেসে উঠল বিশালদেহী তস্কর, সতর্কতার সঙ্গে লাগাম তুলে নিল হাতে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে চেয়েও কি মনে করে করালের

দিকে ফিরল। 'সত্যিই তুমি ড্যানি লসন তো, নাকি ধাপ্পা দিচ্ছ? ঠিক আছে, আশা করি তোমার সাথেও দেখা হবে।'

'হবে, কিন্তু তোমার সেটা ভাল নাও লাগতে পারে,' বলল লসন।

ঘোঁৎ করে অস্পষ্ট একটা শব্দ করল সে, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে স্পার দাবাল। ফিরতি পথে এগোল ঘোড়াটা। ওর পিছু নিল বাকিরা।

খানিক অপেক্ষা করল লসন, তারপর দলটা বেশ দূরে যেতে বেরিয়ে এল করাল থেকে।

'ধন্যবাদ, লসন,' পেছন থেকে ওকে বলল হারপার।

ঘুরে মাইনারের দিকে তাকাল ও, দেখল লণ্ঠন জ্বালাচ্ছে সে। আলো জ্বালিয়ে পোর্চ ছেড়ে নেমে এল, সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'তুমি না এলে সত্যি ঝামেলায় পড়তাম। ঠিকই আমাকে কোণঠাসা করে ফেলত ওরা।'

'যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছ তুমি।'

'হয়তো, কিন্তু ক্লেইম রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট নয়, কিংবা থমসনের দলকে থামানোর জন্যেও। ...ভেতরে এসো।'

লারকিনের কেবিনের দিকে তাকাল ও, জুলিয়াকে খুঁজছে ওর চোখ। কিন্তু দেখতে পেল না। 'ভেতরে যাও, জো। আমি এখুনি আসছি।' ফিরতি পথ ধরল লসন। মেয়েটির কোন বিপদ হয়নি তো? নতুন এক পরিবেশে এসেছে মেয়েটা, অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে উচিত নয় এমন একটা কাজে পাঠিয়েছে জুলিয়াকে, কাজটা কি ঠিক হলো? কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। ওর উপস্থিতিতে আসল কাজ হয়ে গেছে, যে জন্যে মেয়েটিকে পাঠানো—মাইনারদের সাহায্য দরকার হয়নি। ঝামেলা এড়ানোর ইচ্ছেয় হোক কিংবা ভয় পেয়েই হোক, বাধ্য হয়ে পিছু হটেছে শেইন থমসন। কিন্তু মেয়েটা যদি সেদিনের মত কারও খপ্পরে পড়ে...নাহ্, তেমন সম্ভাবনা নেই। মাত্র তো কয়েকশো গজ পথ। হ্যান্স কোবার্নকে খবর দিয়েই চলে আসবে।

কেবিনের কাছে আসতে ওদেরকে দেখতে পেল লসন। শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র, দ্রুত ক্লেইমের দিকে এগোচ্ছে জনা বিশেক লোক। উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন কিছু মানুষ। দূরে হ্যান্স কোবার্নের অফিসের পোর্চে দু'জন মহিলার অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো লসন। মেয়েটিকে কি এগিয়ে নিয়ে আসা উচিত? ভাবছে ও, এটুকু পথ আসা-যাওয়া করা এমন কোন ব্যাপার নয়। তবে ছোট হলেও কঠিন এক সময়ে ওর উপকার করেছে জুলিয়া, বিনিময়ে এ সৌজন্যটুকু বোধহয় পাওনা হয়েছে মেয়েটা।

শহরের পথ ধরল [illegible]। মিনিট পাঁচ পরে কোবার্নের অফিসে পৌঁছে গেল।

'এবার আর সমস্যা নেই,' হেসে জুলিয়ার উদ্দেশে বলল মহিলা। 'ওর সাথে যেতে পারবে তুমি।' লসনের দিকে ফিরল সে। 'হ্যান্স গেছে তো গেছেই, ফেরার নাম নেই। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা। জুলিয়াকে একা পাঠাতে সাহস হচ্ছিল না।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।'

এগোল ওরা। ওদের সামনেই মাইনারদের দলটা, প্রায় পৌঁছে গেছে

ক্লেইমের কাছে।

'ওখানে বোধহয় কোন ঝামেলা হয়নি, তাই না?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জুলিয়া। 'এত সহজে চলে গেল লোকগুলো?'

'আবারও আসবে ওরা, সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে।'

'এরকম টানা-পোড়নের মধ্যে ক'দিন থাকা যায়? একটা সুরাহা হওয়া উচিত নয় কি?'

'উচিত। কিন্তু মানুষগুলো বেপরোয়া। অন্যের জিনিস কেড়ে নিতে অভ্যস্ত ওরা, কোন যুক্তি বা উপদেশ মানবে না।'

কেবিনের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ওদের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিল লারকিন, জুলিয়াকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কেবিনে ফিরে এসে ভাতিজিকে না দেখে দুশ্চিন্তা করছিল সে।

'কোথায় গিয়েছিলে, জুলি?'

মেয়েটা মুখ খোলার আগেই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল লসন।

'ওহ্, আমি কিনা ভেবেছি···' নিজের ভাবনা প্রকাশ করল না সে, আনমনে একটা কাঁধ উঁচাল। 'বেচারা এত বড় উপকার করল আমাদের, আর ওকে কিনা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ!' সস্নেহে ভাতিজির মাথায় চাঁটি মারল সে, তারপর লসনের দিকে ফিরল। 'ভেতরে এসো, ড্যান। কিছু কথা ছিল তোমার সঙ্গে। কফি খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।'

দ্বিমত করল না লসন, বিল লারকিনের সঙ্গে টেবিলে এসে বসল।

'শহরের খবর জানো?' এভাবেই শুরু করল মাইনার।

'না।'

'যে উদ্দেশে আজ মীটিং ডাকা হয়েছিল, একেবারে ভেস্তে গেছে সব,' বলতে শুরু করল সে, রান্নাঘরে ব্যস্ত জুলিয়াকে দেখল একবার। 'ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি মাইনাররা। মীটিং শেষ হওয়ার আগেই উপস্থিত হলো হ্যান্স কোবার্ন, জানাল যে থমসনের লোকেরা ক্লেইমে হানা দিয়েছে। শুনেই ছুটে এল সবাই। এরকম একটা ধাক্কা দরকার ছিল সবার। এখন বোধহয় আর অমত করবে না কেউ।'

নীরব থাকল লসন, ভাবছে।

'জেফরি হ্যালার্ড ঠিক করেছে সেই মার্শাল হবে। অবশ্য ক'দিন আগে তোমাকে প্রস্তাব দেয়ার জন্যে রাজি হয়েছিল ও, কিন্তু সারা শহরে খুঁজেও তোমাকে পায়নি ফেল্টন আর হ্যালার্ড।'

এবার বিস্মিত হলো ও। হ্যালার্ড? উঁহুঁ, আর যাই হোক একজন মার্শাল হিসেবে মানায় না তাকে। সততা বা সদিচ্ছা আছে মানুষটার, কিন্তু আসল জিনিসগুলোই নেই—অভিজ্ঞতা, দৃঢ়তা, দক্ষতা এবং সামর্থ্য। অস্থির একটা শহরের অসংখ্য বেপরোয়া লোককে সামলাতে পারবে না স্কুল মাস্টার, একটা দিনও টিকতে পারবে না। পিট লারকিনের মতই আনাড়ী সে। থমসন, রক্স বা কিনকেডকে আইন শেখাতে গেলে মুখের ওপর হাসবে ওরা, ঝামেলা করতে গেলে পিটিয়ে হ্যালার্ডের মার্শালগিরির খায়েশ মিটিয়ে দেবে, নয়তো স্রেফ একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে বেচারার পেটে। ব্যস, খেল খতম। জেরেমি টাউনে এ পর্যন্ত

যে ক'জন মার্শাল নিয়োগ করা হয়েছে, সামর্থ্যের বিচারে তাদের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না হ্যালার্ড। চাইলেই সবকিছু হওয়া যায় না।

'স্রেফ খুন হয়ে যাবে ও, তাই না?' চিন্তিত স্বরে বলল বিল লারকিন, লসনের চিন্তার ধারা বুঝতে পেরেছে। 'জেদের বশে কাজটা করছে ও। ওর জন্যে করুণাই হয় আমার। যোগ্য লোক পাচ্ছে না, আবার যাদের পাচ্ছে কেউই টিকতে পারছে না। এদিকে শহরের পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। উপায় না দেখে হ্যালার্ড যে নিজেই চেষ্টা করবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে! দায়িত্বের বোঝাও কারও কারও জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তাই না?'

এবারও নিরুত্তর থাকল লসন, সিগারেট রোল করছে।

'হ্যালার্ডের ক্লেইমে আবারও বসবে ওরা। সিদ্ধান্ত নেবে কি, আসলে নিজেরাই একমত হতে পারছে না। আজকের ঘটনার পর হয়তো একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারবে।'

'হতে পারে। কিন্তু ক্লেইম রক্ষা করার চেয়ে শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা বোধহয় আরও জরুরী।'

তর্ক করল না বিল লারকিন, জানে ঠিকই বলেছে ড্যানি লসন। ক্লেইম দখল কিংবা মারামারির ঘটনা আসলে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার, জেরেমি টাউনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে বন্ধ হয়ে যাবে এসব। খারাপ মানুষগুলো না থাকলে ঝামেলা করবে কে?

মাইনারদের একাট্টা হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে এখন, বিচ্ছিন্ন ভাবে আউট-লদের মোকাবিলা করতে পারবে না এরা, কিংবা শুধু নিজের ক্লেইম আঁকড়ে ধরে থাকলেও চলবে না। ভবিষ্যতে এরাই থাকবে এই শহরে, রক্স কিনকেড বা থমসনের মত লোকেরা স্বার্থ ফুরিয়ে গেলেই চলে যাবে।

'তোমাকে নিস্পৃহ দেখতে ভাল লাগছে না আমার,' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল বিল লারকিন। 'দুই মাইল দূরে তোমাদের বাথান, সবচেয়ে কাছের শহর এখন জেরেমি টাউন। তিন দিনের পথ পেরিয়ে বিগ বে-তে যাওয়ার চেয়ে এখানে আসা কি সুবিধের নয়? হয়তো তুমিও চাও শহরটা শেষপর্যন্ত টিকে যাক?'

'চাই,' স্বীকার করল লসন। 'কিন্তু সেজন্যে একটা টিনের তারা বুকে লাগিয়ে বেঘোরে মারা পড়তে হবে? নাহ্, বিল, কোন সম্ভাবনা দেখছি না আমি। এতগুলো বেপরোয়া লোকের সঙ্গে একা লড়াই করা যায় না।'

'সেদিনের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ, তিনজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলে তুমি? কই, তখন তো এভাবে চিন্তা করোনি! কিংবা একটু আগের ঘটনাটা চিন্তা করো।' লসন কিছু বলতে উদ্যত হতে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল সে। 'উত্তরটা আমিই দিচ্ছি···বলবে পরিস্থিতি তোমাকে বাধ্য করেছিল। বেশ তো, মানছি ঠিক তাই ঘটেছে। কিন্তু জোন্স সিটির ব্যাপারে কি বলবে? ওখানে কি বেপরোয়া লোক কম ছিল? সাহস করে তুমি এগিয়ে না গেলে শহরটা হয়তো ধ্বংসই হয়ে যেত।'

'এখানে আমার কোন স্বার্থ নেই, বিল। তাছাড়া তোমাদের শহরটা আমার পছন্দ নয়। থমসন বা কিনকেডরা এখানে না এলেও মাইনাররাই একসময়

নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করত কোথাও সোনা পাওয়া গেলে শেষপর্যন্ত ঠিক এটাই ঘটে।'

'জোন্স সিটির বেলায় তোমার কি স্বার্থ ছিল?'

'কিছুটা তো ছিলই, তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। ভাল কিছু লোকও সাহায্য করেছে আমাকে, প্রথমে না হলেও শেষে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ওরা।'

'এখানে কি তেমন লোক নেই?'

'খুব কম। বেশিরভাগই স্বার্থপর, তোমরা মাইনাররাও। বেনি ডবিনের মত লোক এখানে আইনের কর্তৃত্ব করে, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার। আসলে ঠিকমত একজন মার্শাল নিয়োগ করার যোগ্যতাও তোমাদের নেই। প্রয়োজনে এসব লোক যে আমাকে বিপদের মুখে ফেলবে না তা কে বলতে পারে? আমি নিশ্চিত, আজ পর্যন্ত যত মার্শাল নিয়োগ করেছ, ক্ষণিকের জন্যেও কাউকে সাহায্য করোনি তোমরা। একটা ব্যাজ দিয়েই খালাস, ভেবেছ তোমাদের দায়িত্ব শেষ।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি,' নীরব হয়ে গেল বিল লারকিন, পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল। 'তবে আমার ধারণা কি, শুনবে?' চোখ তুলে লসনকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে ভেতরে ভেতরে খানিকটা হতাশ হলো মাইনার, কিন্তু সযত্নে সেটা চেপে গেল। 'এখন যতই আপত্তি করছ, ড্যান, আমার ধারণা শেষপর্যন্ত তুমিই এগিয়ে আসবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লসন, বুঝতে অসুবিধে হলো না আসলে পরোক্ষ ভাবে ওকে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে মাইনার। 'একবারও নিজেদের কথা বলছ না,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'সত্যটাও এড়িয়ে যাচ্ছ। তোমাদের শহর এটা, তোমাদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে।'

একটা ট্রে-তে কফি, আপেল-পাই আর বিস্কুট নিয়ে এল জুলিয়া। টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে ফিরে গেল আবার।

'তোমার পরিকল্পনাটা কি, ড্যান?'

চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল ওর।

'এমনিতে বসে থাকার লোক নও তুমি। আমি নিশ্চিত এ শহরের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে, কিন্তু স্বীকার করছ না। আগ্রহ যদি না-ই থাকবে তো পড়ে আছ কেন? একটা শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখবে, এটা ঠিক বিশ্বাস হয় না আমার।'

চুপ করে থাকল লসন।

'তুমি আসলে চাও, আমরা যেন তোমার হাতে-পায়ে ধরি, তাই না?'

'উঁহুঁ, তোমাদের কাজ-কারবার পছন্দ হচ্ছে না আমার। পরস্পরকে সাহায্য করছ না কেউ। তোমরা বুঝতে পারছ না শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার—কোন ছা-পোষা শেরিফের নয়, দরকার তোমাদের কর্তৃত্ব। কিন্তু কেবল নিজেদের দুর্বলতাই প্রকাশ করছ তোমরা, রক্স বা কিনকেডরা সেই সুযোগ নিচ্ছে।'

'সেদিন জেফরি হ্যালার্ডকে বলেছ, নতুন শহর দেখলে নাকি হিসেব করো তুমি? জেরেমি টাউনের ব্যাপারে তোমার হিসেব কি বলে, ড্যান? টিকবে শহরটা,

নাকি গ্রে উডের মতই শেষ হয়ে যাবে?'

থমকে গেল লসন। 'জানি না, বিল,' শেষে নিচু স্বরে বলল ও। দেখল রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া, চোখাচোখি হলো মেয়েটির সঙ্গে। নীরবে নড করল লসন, তারপর টেবিল থেকে নিজের হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। 'ধন্যবাদ, বিল।'

'কিন্তু আমি জানি, ড্যান,' পেছন থেকে বলল ক্ষুব্ধ মাইনার। 'আমারও একটা হিসেব আছে—এই শহর টিকে যাবে!'

'হয়তো,' দরজার নবে হাত রেখে বলল লসন।

'কিভাবে টিকবে, শুনলে না?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ড্যানি লসন। 'শোনার আগ্রহ নেই আমার, দুঃখিত, বিল। শুভরাত্রি!' বলে দরজা খুলে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সে।

'বন্ধুগণ, এই শহরে আসলে দরকার নাগরিক কমিটির—বিশ-পঁচিশজন শক্ত এবং সৎ মানুষ। নিজের জমির অধিকার রাখার জন্যে রুখে দাঁড়াবে ওরা। দরকার পড়লে গুলি করবে। প্রথমে আইনানুগ পথে চেষ্টা করব আমরা, ব্যর্থ হলে অস্ত্রের সাহায্য নেব। স্যামুয়েল কিনকেড, কার্ট রক্সের মত লোক পিস্তল-রাইফেল ছাড়া কিছু চেনে না। সুতরাং ওদের ঠেকাতে হলে কঠোর না হয়ে উপায় নেই।' থেমে উপস্থিত ত্রিশ-চল্লিশজন লোকের দিকে তাকাল জো হারপার, বোঝার চেষ্টা করল কথাগুলো কতটা প্রভাবিত করেছে এদের।

'আমার তা মনে হয় না,' স্পষ্ট স্বরে দ্বিমত প্রকাশ করল হ্যালার্ড।

'এ তো তোমারই শহর,' প্রায় উপহাসের সুরে বলল বিল লারকিন। 'তোমার যেমন পছন্দ, সেরকম মনে হতেই পারে। এক কাজ করো, মি. হ্যালার্ড, শেইন থমসনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কেন সে ভদ্র ব্যবহার করছে না। পিস্তল জমা দিয়ে ওকে একটা চাকুরি নিতে বলো।'

আহত বোধ করল জেফরি হ্যালার্ড, বিব্রত এবং কিছুটা হকচকিয়েও গেছে। মুখ খুলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তার আগেই বাধা দিল হ্যান্স কোবার্ন। 'এ পর্যন্ত কতজন নিহত হয়েছে, ফেল্টন?' জানতে চাইল সোনা ব্যবসায়ী।

'আঠারো জন,' জানাল সাংবাদিক।

'কতগুলো ডাকাতি বা লুঠের ঘটনা ঘটেছে?'

'অসংখ্য। গুনছে কে! অধিকাংশই তো রেকর্ড হয়নি।'

'আর কোন খুন-জখম চাই না আমরা,' জোর গলায় বলল হ্যালার্ড। 'ভায়োলেন্স ছাড়া এখানে শান্তি স্থাপনের অন্য কোন উপায় আছে নিশ্চয়ই।'

'নেই। শেইন থমসন, কার্ট রক্স, স্যামুয়েল কিনকেড···না, এদেরকে থামানোর অন্য কোন উপায় নেই। ওরা অবশ্য ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী নয় এমন লোকই পছন্দ করে, কারণ তাতে লুঠপাটে সুবিধে হয় ওদের।'

শোরগোল উঠল লোকগুলোর মধ্যে। একসঙ্গে মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে সবাই।

'হ্যারি,' শীর্ণদেহী এক লোকের উদ্দেশে জানতে চাইল জো হারপার। 'কেউ

যদি তোমার ক্লেইম দখল করতে আসে, কি করবে তুমি?'

'লড়াই!'

'আমিও তাই করব!' সঙ্গে সঙ্গে জানাল আরেকজন।

'এই দেখো, হ্যালার্ড, তোমার কমিটির দু'জন লোক পাওয়া গেছে,' প্রায় প্রসন্ন সুরে বলল বিল লারকিন। মোটাসোটা এক মাইনারের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কি করবে, ল্যাম্বার্ট?'

'উঁহুঁ, এখানে থাকছি না আমি। এরকম বহু শহর জন্মাতে এবং শেষ হতে দেখেছি। অবস্থা খারাপ দেখলে শহর ছেড়ে চলে যাব। যে শহরের কোন ভবিষ্যৎ নেই সেখানে থাকব কেন!'

'লোগান?'

'আমিও না। ঘাড়ে মাথা আমার একটাই!'

'আমি আছি,' খানিকটা একগুঁয়ে স্বরে জানাল বিল ক্লাইড। 'সবাই হয়তো বোকা বলবে আমাকে, কিন্তু কমিটিতে থাকছি আমি।'

'না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যালার্ড। 'এসব কমিটির কোন দরকারই নেই!'

মাথা দোলাল হ্যান্স কোবার্ন। 'আগেও বলেছি, এ শহর ঠাণ্ডা করার মত যোগ্য লোক আমাদের হাতের কাছে আছে। ড্যানি লসনের কথা বলছি আমি। জেফরি হ্যালার্ড বা অন্য কাউকে না জানিয়েই পরোক্ষ ভাবে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু সাফ না করে দিয়েছে সে। বলেছে: এ ধরনের কোন অফার দেয়া হয়নি ওকে, এবং পেলেও নেবে না। তো, বন্ধুগণ, একটু আগে ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি আমি। এতক্ষণে হয়তো শহর ছেড়ে চলে গেছে সে। যে লোকটা এ শহরের বিপদের সময় হাল ধরতে পারত, সেই চলে গেছে!

'অবস্থা ভাল নয়, বিল। মন্টানা থেকে ফিরে আসার সময় কিছু খবর পেয়েছি আমি। আরও লোক আসছে এখানে, এরা সত্যিকার অর্থেই দাঙ্গাবাজ। সময়ও বেশি নেই আমাদের হাতে।'

'ননসেন্স!' বিরক্তি প্রকাশ করল হ্যালার্ড। 'এ শহর আমার হাতে তৈরি...'

'এবং নিজের চোখে এর ধ্বংস দেখবে তুমি!'

'একটা কথা না বলে পারছি না, মি. হ্যালার্ড,' নিজেকে সামলাতে ব্যর্থ হলো অধৈর্য এক মাইনার। 'আমার মনে হয় ড্যানি লসনকেই ধরা উচিত আমাদের। টাসকোসা আর রেডরকে শান্তি এনেছে লসন। মি. কোবার্ন ঠিকই বলেছে, ড্যানি লসনকেই দরকার আমাদের। শহরে শান্তি না এলে ব্যবসা বন্ধ করে চলে যেতে হবে, সবকিছু পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে সামান্য ক্ষতি এমন কিছু নয়।'

কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না হ্যালার্ডের, চোখ সরু করে তাকাল সে। 'শহর ছেড়ে চলে যাবে? তুমি কি সিরিয়াস?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এদিকে নতুন তুমি, মি. হ্যালার্ড। অনেক কিছুই তোমার জানার বাকি। গ্রে উডের নাম শুনেছ?'

'না।'

'জেরেমি টাউনের মতই গ্রে উডের জন্ম। তবে গ্রে উডের সম্ভাবনা এই শহরের চেয়েও বেশি ছিল। সেখানেও একই অবস্থা। দাঙ্গাবাজরা দু'জন

মার্শালকে মেরে ফেলল, তারপর আর মার্শাল হওয়ার ঝুঁকি নিল না অন্য কেউ। কিছুদিনের মধ্যেই বখাটেদের শহর হয়ে গেল গ্রে উড, এবং শেষে সামান্য কারণে ধ্বংস হয়ে গেল শহরটা।

'আসল গোলমাল কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল একটা বারে, এবং সেটা শুরু করেছিল কার্ট রক্স। তারপরই দেখা গেল অবাধ লুঠপাট শুরু হয়ে গেছে—যে যা পারছে কেড়ে নিচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুরো শহরে আগুন। ওখানে ছিলাম আমি, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।'

'তা লসনের ডাক পড়েনি সেখানে, এতই যদি যোগ্য আর করিৎকর্মা লোক হয়ে থাকে সে?'

'পড়েছিল,' শান্ত কণ্ঠে জানাল মাইনার। 'কিন্তু দেরিতে। ও যখন খবর পেয়ে পৌঁছায় তখন আর ওই শহরে রক্ষা করার মত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমরাও বোধহয় দেরি করে সেই ভুল করতে যাচ্ছি।'

চুপ করে থাকল হ্যালার্ড। ভায়োলেন্স, গানফাইট কখনোই তার পছন্দ নয়। এ শহরে নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করার অন্য কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা ড্যানি লসনকে সে চায় না। কেন চায় না? একটু ভাবল সে। লোকটার নির্লিপ্ত চাহনি আর গা-ছাড়া ভাব ত্যক্ত করে তোলে ওকে, যদিও তাতে দোষের কিছু নেই, জানে হ্যালার্ড। ওর সন্দেহ এই নির্লিপ্ততা আসলে একটা খোলস, ভেতরে ভেতরে অস্বাভাবিক এক ক্ষমতার অধিকারী সে—ভীষণ একরোখা, নিষ্ঠুর এবং বেপরোয়া এক বন্দুকবাজ ড্যানি লসন—যে ক্ষমতা ওকে আর দশজন মানুষ থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় খেপে গেলে অদম্য হয়ে উঠতে সক্ষম সে। লাগামহীন আক্রোশ বা জেদ অন্যের জন্যে মঙ্গল বয়ে আনে কখনও?

'কি ঠিক করলে, জেফ?' হালকা সুরে জানতে চাইল জো হারপার। 'আমি কি ওকে ভাড়া করব?'

'না,' গম্ভীর স্বরে জানিয়ে দিল জেফরি হ্যালার্ড। 'আমিই মার্শাল হব, এখন থেকে এ শহর আমিই চালাব।'

চোখ তুলে তাকাল সবাই, অবিশ্বাস সবার চোখে। ঠিক এসময় দূরে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা।

আট

কোমরে হোলস্টার বাঁধার সময় খানিক দূরে বসে থাকা জো হারপারের দিকে তাকাল জেফরি হ্যালার্ড। বন্ধুর চোখে তীব্র অসন্তোষ দেখতে পেল সে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। আনমনে, অনেকটা দায়সারা ভাবে পিস্তল চেক করল সে, তারপর খাপের মধ্যে বসিয়ে দিল। এবার পকেট থেকে একটা রূপালী তারা বের করে বুকের কাছে, শার্টের পকেটের ওপর এঁটে দিল।

'তোমার সাহসের তারিফ করছি, জেফ,' বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করল না হারপার। পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করে ধরাল। 'কিন্তু কেবল বোকারাই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তুমি বোকা নও জানি...' অসহায় ভাবে একটা কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তোমার মতলবটা কি, বলো তো?'

'না বোঝার তো কিছু নেই। আজ থেকে আমিই এ শহরের মার্শালের দায়িত্ব নিচ্ছি, এবং একটু পরেই টহলে বেরোব।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হারপার, যেন বুঝতে পারছে না ঠিক কি বলেছে হ্যালার্ড। কিন্তু এবারই প্রথম নয়, সকালে মীটিংয়ে ঘোষণা দিয়েছে সে। প্রথমবার শুনে যেমন অনুভূতি হয়েছিল, এখনও তাই মনে হচ্ছে হারপারের কাছে। বোকামি করছে মানুষটা। জেদ তাতিয়ে তুলেছে ওকে, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটুও ভাবছে না। ওর উদ্দেশ্য সৎ, মহৎও। কিন্তু শুধু সততা বা সাহস দিয়ে কিনকেড কিংবা থমসনদের মত মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না। সেজন্যে দৃঢ় মনোবলের পাশাপাশি দরকার অস্ত্রের দক্ষতা। যার কোনটাই জেফরি হ্যালার্ডের নেই। এতদিন সে নিজে মার্শাল নিয়োগ করেছে, দু'দিনের বেশি টিকতে পারেনি কেউ। এবার নিজেকে বেছে নিয়েছে, এবং জো হারপারের ধারণা, আগের মার্শালদের পথই অনুসরণ করবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, বন্ধুর জন্যে করুণা বোধ করছে ও। মানুষটা খাঁটি, কিন্তু প্রথমবারের মত যে সাহস বুকে নিয়ে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে, হয়তো কেবলই বেপরোয়া লোকগুলোকে উস্কে দেয়ার জন্যে। নির্ঘাত ওকে পিস্তলে হাত বাড়াতে বাধ্য করবে শয়তানগুলো। এখানেই জেফরি হ্যালার্ডের সীমাবদ্ধতা। সেটা সে নিজেও জানে বোধহয়। কিন্তু কারও যুক্তি মানছে না স্কুল মাস্টার। কাউকে যখন পাওয়া যায়নি, নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছে।

'হয়তো থমসনকে খুশি করতে যাচ্ছ তুমি,' মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করল হারপার।

'কেমন করে?' সরু চোখে ওর দিকে তাকাল হ্যালার্ড, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'দু'বার আমাদের ক্লেইমে এসেছিল ও, কিন্তু কোনবারই সুবিধা করতে পারেনি। এবার নিজের সীমানায় তোমাকে পেয়ে যাবে সে।'

'তোমার ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে, হয়তো শহরে গোলমাল করবে না ও। এখানে এসেছিল ক্লেইমের দখল নিতে, শহরে তো ওরকম কোন ব্যাপার নেই।'

'নিজের পিঠের দিকে খেয়াল রেখো, জেফ,' হ্যালার্ড দরজার দিকে এগোতে পেছন থেকে বলল হারপার।

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

পিছু নিয়ে এবার পোর্চে এসে দাঁড়াল জো হারপার, হ্যালার্ডের পিঠে সেঁটে আছে দৃষ্টি। দৃঢ় পায়ে শহরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। কোন রকম দ্বিধা বা জড়তা নেই।

সকাল থেকেই অস্থিরতা অনুভব করছে ড্যানি লসন। মুনটা পড়ে আছে জেরেমি

টাউনে। শহরের পরিস্থিতি শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে। একবার গোলমাল শুরু হয়ে গেলে শেষে কি ঘটবে তা তো সে জানেই। সেই গোলমালেরও বেশি দেরি নেই। ছোটখাট কোন ডাকাতি বা সামান্য ভাঙচুরের মাধ্যমে শুরু হবে, এবং তার সমাপ্তি হবে শহরটার আগুনে ধ্বংস হওয়ার মধ্যে। অসুবিধে একটাই—যারা কাজটা করবে, নিজেদের সম্পত্তি ধ্বংস করবে না, বরং অন্যেরটা করবে।

এ চিন্তাটা কোন ক্রমেই মাথা থেকে সরাতে পারছে না লসন। অভিজ্ঞতা থেকে জানে একমাত্র গোলাগুলি আর রক্তপাতের মাধ্যমে এই নৈরাজ্যের অবসান সম্ভব। কোন যুক্তিতর্ক চলবে না, তার ধার ধারবেও না কেউ। ঘুসির শক্তি আর জোরই হচ্ছে রক্স, কিনকেড বা থমসনের কাছে আইন। জেরেমি টাউনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ওর, কিন্তু তারপরও কি এক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারছে না।

গতরাতে বাথানের উদ্দেশে রওনা দিয়েও অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসেছে ও, তারপর নদীর ওপাড়ে উপত্যকায় রাত কাটিয়েছে। উপত্যকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশ, পাইনের সুবাস মাখা ঝিরঝিরে বাতাস কিংবা জোৎস্নালোকিত রাতও প্রশান্তি এনে দিতে পারেনি ওর মনে। শহর থেকে এক মাইল দূরে থাকলেও মনটা পড়ে ছিল জেরেমি টাউনে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছে, কি এক উৎকণ্ঠায় কেটেছে মুহূর্তগুলো। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।

জেরেমি টাউন ধ্বংস হয়ে গেলে কিছু যায়-আসে ওর? অবশ্যই। সরাসরি কোন লাভ-ক্ষতি নেই, কিন্তু এখানে কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী আছে ওর—কোবার্ন, লারকিন, জো হারপার কিংবা ডিক ফেল্টন···এদের কারও ক্ষতি দেখতে ভাল লাগবে না ওর। একটা শহরকে মরতে দেখার মধ্যেও কোন আনন্দ নেই। পাহাড়ের কোলে ছবির মত সুন্দর একটা শহর হিসেবে গড়ে উঠতে পারে জেরেমি টাউন···জেফরি হ্যালার্ডের স্বপ্ন সার্থক হতে দোষ কোথায়? একটা সুযোগ অন্তত পাওয়া উচিত মানুষটার।

সকালে নিজের অজান্তে জেরেমি টাউনের ট্রেইল ধরেছে ও। পাহাড়ের ওপর থেকে নজর রেখেছে শহরের ওপর। বিকেলে নদী পেরিয়ে চলে এসেছে বিল লারকিনের ক্লেইমে। দুই ভাই দারুণ ব্যস্ত মাইনিং-এ, জুলিয়া কফি তৈরি করছে।

'আমাদের সবারই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে,' জুলিয়া টেবিলে কফির ট্রে নামিয়ে রাখতে বলল ও। 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার।'

স্মিত হাসল মেয়েটি, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আয়ত চোখ জোড়া। 'তারমানে জেরেমি টাউনের দায়িত্ব নেওয়ার চিন্তা করছ তুমি?'

উত্তরে খানিকটা হলেও দ্বিধান্বিত দেখাল ওকে। 'হ্যাঁ, আমার যে কি হয়! জানি এই শহর থেকে দূরে থাকা উচিত, কিন্তু পারছি না। জেফরি হ্যালার্ডের কথাই ধরো—আমাকে পছন্দ করে না ও। অবশ্য তাতে কিছুই যায়-আসে না আমার। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছে মানুষটা, সে চায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।'

কফি শেষ করে টেবিল ছাড়ল লসন, ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে এগোল। প্রথমেই জেফরি হ্যালার্ডের সঙ্গে দেখা হলো ওর। স্কুল মাস্টারের শার্টের বুকে একটা ব্যাজ সাঁটা।

'সাহস আছে তোমার,' মন্তব্য করল ও।

'তুমি কি ভেবেছিলে ভীতু আমি?'

'তোমাদের প্রথম মার্শাল ম্যাকগিলও ভীতু ছিল না। যথেষ্ট সাহস ছিল ওর, ভাল মার্শাল হওয়ার ইচ্ছেও ছিল। কিছু কিছু শহর আছে তুমি যেভাবে চালাতে চাও সেভাবে চালাতে পারবে–পিস্তল ছাড়া, খুন-জখম ছাড়া। কিন্তু এখানে সেটা সম্ভব হবে না।'

'সে আমি দেখব!' প্রায় অধৈর্য স্বরে বলল হ্যালার্ড, বিরক্তি বোধ করছে লসনের ওপর।

স্মিত হাসল লসন। 'ম্যাট লোগানের নাম শুনেছ?'

'কি হয়েছে ওর?'

'আসছে ও। বেশ কয়েকজন ভাড়াটে বন্দুকবাজ জোগাড় করেছে সে। কার্ট রক্স বা স্যামুয়েল কিনকেডের সঙ্গে কামড়াকামড়ি লেগে যাবে ওর। শেষপর্যন্ত কি যে ঘটবে কে জানে!'

মুখটা তেতো লাগছে জেফরি হ্যালার্ডের। ড্যানি লসনকে আপাদমস্তক অপছন্দ করে ও, কিন্তু তিক্ততার সঙ্গে অনুভব করছে এ লোকটার কিছু কিছু জ্ঞান ওর দারুণ প্রয়োজন এখন। 'কি করব আমি?' সরাসরি লসনের মুখের দিকে তাকাল ও। 'মনে হয় না এই ব্যাজটা বাড়তি কোন কাজে আসবে, অন্তত যখন ওদের মুখোমুখি হব আমি।'

'তা হবে না। দেখো, হ্যালার্ড, জেদের বশে তুমি যে কাজটা নিয়েছ সেটা বিশেষজ্ঞের কাজ। সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তাহলে শটগান হাতে মুখোমুখি হতাম ওদের। স্পষ্ট জানিয়ে দিতাম আমার আইন। কেউ আইন ভাঙলে বা বেতাল করলে পেটাতাম তাকে। যদি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াত, নির্দ্বিধায় গুলি করতাম।'

মাথা নাড়ল হ্যালার্ড। 'আমি তা পারব না। আগে ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে চাই। ওদের বলতে চাই, সবাই যদি একসঙ্গে থাকি, সবার মিলিত চেষ্টায় সুন্দর একটা শহর গড়তে পারব।'

স্মিত হাসল লসন। 'কাকে বলবে এ কথা? কার্ট রক্স বা থমসনের কথাই ধরো—আইন চায় না ওরা। বাহুবল আর পিস্তলের দক্ষতাই ওদের কাছে আইন। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে ওরা। এ শহর থাকল কি না-থাকল তাতে কি যায়-আসে ওদের? আখের গুছিয়ে নেওয়ার তালে আছে ওরা, ভদ্র ভাবে বললে কি চলে যাবে? নাকি তা হয় কখনও?'

'তোমার বিশেষত্ব কোথায়?' খানিক দ্বিধার পর প্রশ্নটা করে ফেলল হ্যালার্ড। 'আমি যদি ওদের ঠাণ্ডা করতে না পারি তাহলে তুমি কিভাবে পারবে?'

'পারব যে তা কিন্তু বলিনি। চেষ্টা করে দেখব, হয়তো সম্ভব। কারণ ওদের মত একই সুরে জবাব দেব আমি, ওদের ওষুধই ফিরিয়ে দেব ওদের। আমার বাড়তি সুবিধে কাজটা আমার কাছে নতুন নয়। এটাও ওদের জন্যে দুশ্চিন্তার খোরাক, কারণ এই কাজে আগেও সফল হয়েছি আমি। ওদের কেউ কেউ আমার সেই সাফল্যও দেখেছে।'

মাথা নাড়ল হ্যালার্ড, জেদে দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। 'না, থাক,' একগুঁয়ে

স্বরে ঘোষণা করল, 'শুরু যখন করেছি, এর শেষ আমি দেখে ছাড়ব!'

জেফরি হ্যালার্ড আগে ল-অফিসে এল। শহরের প্রায় মাঝামাঝি ঘরটা, ছোট একটা কামরা, পাশে নামমাত্র সেল। সর্বত্র অযত্নের ছাপ। তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হয়েছে, আগের মার্শালদের কেউই ঘরটার যত্ন নেয়নি। সারা ঘরে ধুলো, নোংরা উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে নিজের অফিস দেখল হ্যালার্ড, তারপর শ্রাগ করে কোণের স্টোভের দিকে এগোল। পানি চড়িয়ে দিয়ে টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসল। সেলুন আর বাড়িগুলো থেকে হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। এখন পর্যন্ত, কোন গোলমালের আভাস বা গুলির শব্দ শোনা যায়নি।

ড্রয়ার খুলে কয়েকটা পোস্টার বের করল সে। বিগ বে থেকে আনা হয়েছে। অযত্নে ধুলো জমেছে ওগুলোয়। সময় নিয়ে পোস্টারের চেহারাগুলো দেখল ও, মাত্র তিনজনকে চেনা মনে হচ্ছে। থমসন, রক্স আর ওর চেলা নিকোলাস গ্রীন। পুরানো ছবি, কিন্তু চেনা যায়। অন্য কাউকে চিনতে না পারলেও চেহারাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নিল হ্যালার্ড। বলা যায় না কাজে লেগে যেতে পারে।

কেতলির পানি ফুটতে শুরু করতে চেয়ার ছাড়ল হ্যালার্ড। স্টোভের কাছে গিয়ে কফি তৈরি করল, তারপর মগভর্তি কফি নিয়ে ফিরে এসে আয়েশ করে বসল চেয়ারে।

আজ রাতে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। গোলমাল ছাড়াই পেরিয়ে গেছে দিনটা। কিন্তু একটু পরেই রাত নামবে। শূন্য দৃষ্টিতে শহরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যালার্ড, এই প্রথম অনুভব করছে কি কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। বলতে গেলে একদম একা সে। জো হারপার বা জ্যাক ক্লেটন পাশে এসে দাঁড়াবে ঠিক, কিন্তু বিপক্ষে অনেক লোক।

খানিকটা উদ্বেগ লাগছে ওর, অস্বীকার করতে পারবে না। এ ধরনের কাজ কখনও করেনি, তবুও বুঝতে পারছে কাজটা কঠিন। মীটিংয়ে জেদের বশে বলার সময় যতটা কঠিন মনে হয়েছিল, তারচেয়েও কঠিন। তবে পিছিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বা মানসিকতা কোনটাই নেই ওর। যাই ঘটুক, শেষপর্যন্ত থাকবে সে। হয়তো বেপরোয়া লোকগুলোকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পথে আনতে পারবে।

দরজায় নক হলো। চোখ তুলে তাকাল হ্যালার্ড, লোকটাকে ঢুকতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো। আর যেই হোক ড্যানি লসনকে দেখবে বলে আশা করেনি।

'কফি হবে নাকি, মার্শাল?' হালকা সুরে জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই!' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল হ্যালার্ড, উঠে স্টোভের কাছে গেল ও। একটা মগে কফি ঢেলে পরিবেশন করল লসনকে। 'আচ্ছা, আজ রাতে কি ঘটতে পারে বলে তোমার ধারণা? একটু পরেই টহল দিতে বেরোব আমি।'

'ছ'জোড়া চোখ আর বারো জোড়া হাত দরকার হবে তোমার,' স্মিত হেসে বলল লসন। 'সাবধান, ফাঁদ থাকবে অনেক, পিস্তল লড়াইয়ে যেতে তোমাকে উস্কানি দেবে কেউ কেউ। গলি পেরোনোর সময় সতর্ক থেকো, ছাদের দিকেও

নজর রাখবে। শেইন থমসন, কার্ট রক্স বা ওদের যে কেউ তোমার সঙ্গে লড়াই বাধাতে পারে, জড়িয়ে পড়ো না। আর···তাস খেলায় যদি লড়াই বাধে, ভুলেও গ্রাহ্য কোরো না, যতটা সম্ভব জুয়ার হল থেকে দূরে থাকো। নিজের পেছন দিকে লক্ষ্য রাখবে সবসময়। কখনও দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ভেব না তোমার পেছন দিকটা নিরাপদ, ফর্টি-ফাইভ কার্তুজ ছ'ইঞ্চি কাঠ অনায়াসে ভেদ করতে পারে; অথচ এখানকার দেয়ালগুলো এক ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। দ্রুত চলাফেরা করবে তুমি, এক জায়গায় বেশিক্ষণ থেমে থেকো না। কি করতে হবে সবাইকে স্পষ্ট বলে দেবে। কেউ যদি অবাধ্য হয় গুলি করবে তাকে।'

'ওই কাজটা আমাকে দিয়ে হবে না।'

'তাহলে ধরে নাও আজ রাতেই খুন হয়ে গেছ তুমি।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে লসনের দিকে তাকাল নতুন মার্শাল। 'এ শহরে কতজন খারাপ লোক আছে বলে মনে হয়?'

'পাঁচ-ছয়জন খুব খারাপ। ডজন খানেক বেশ খারাপ। তবে শহর পরিষ্কার করতে হলে অন্তত ষাট-সত্তরজনকে সরাতে হবে।'

'এত!'

'হ্যাঁ, তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। এখন হয়তো সরাসরি তোমার পক্ষ নিচ্ছে না কেউ, সাধারণ লোকজন কিন্তু শান্তি আর স্থিতিই চায়। যাদের কথা বললাম ওদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সত্যিই ভয়ঙ্কর, যেমন: থমসন, রক্স বা কিনকেড···'

'আইক জেসাপ।'

'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। আপাদমস্তক খুনী ও, কিন্তু নিজে কখনও ঝামেলা পাকায় না। বেআইনী কিছুও করে না। পিস্তলের মুখে যদি ওকে সরাতে চাও তাহলে ভুল করবে, কারণ কাজটা সত্যিই কঠিন। সত্যি কথা বলতে কি, আইক জেসাপের মত লোক এ ধরনের শহরে বেশিদিন থাকে না। কিছু টাকা কামাই হলে এমনিতেই চলে যাবে ও। ওর ধাতটাই এমন।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যালার্ড। 'তবে প্রথমদিন হিসেবে শান্তির কথাই শোনাব ওদের। বলব ইচ্ছে করলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর একটা শহর গড়তে পারব আমরা।'

'হ্যালার্ড, বাঘকে ভেড়ার পালের সঙ্গে শান্ত ভাবে ঘুরে বেড়ানোর অনুরোধ করার মত অবাস্তব কথা বলছ। তুমি যা বলবে সেটা ওদের স্বভাবের বাইরে। তবুও···চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'সঙ্গে বন্দুক নেব না আমি, যুক্তি দিয়ে ওদের বোঝাব।'

কফি শেষ করার ফাঁকে নীরবে হ্যালার্ডকে দেখল লসন। বুঝতে পারছে একে উপদেশ দিয়ে লাভ হবে না, স্রেফ আরেকটা বোকামি করতে যাচ্ছে সে—নিরস্ত্র অবস্থায় টহলে বেরিয়ে বরং আরও বিপদে পড়বে, পাত্তাই দেবে না কেউ তাকে।

হ্যালার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও। দূরে কামারের দোকানের সামনে টিম কার্টিস আর রবার্ট অ্যালেনকে দেখতে পেল। কাজ শেষ হয়ে গেলেও এখনও শহর ছেড়ে যায়নি ওরা। হয়তো লসনের মতই স্রেফ

কৌতূহল আটকে রেখেছে ওদের—জেরেমি টাউনের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কি ঘটে!

পাহাড়ের দিকে তাকাল লসন, বিল লারকিনের ক্লেইমের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। জুলিয়া লারকিনের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এমন তো কখনও হয়নি। উঁহুঁ, *তোমার কথা পরে ভাবব!* বিস্ময় গোপন করে নিজেকে শাসন করল ও।

হ্যালার্ডকে মাত্র অর্ধেকটা প্রভাবিত করা গেছে। ওকে যতই অপছন্দ করুক স্কুল মাস্টার, কিন্তু উল্টো তাকে অপছন্দ করতে পারছে না লসন। জেরেমি টাউন যদি টিকে যায়, সৎ নীতিবান লোক হিসেবে নিশ্চয়ই নাম করবে সে।

এখনও এ শহরে কোন সৌন্দর্য নেই। কোন গাছ নেই, ফুল নেই, আছে শুধু ক্যাকটাস। মাত্র দুটো দালান রঙ করা হয়েছে। প্রাণহীন রুক্ষ একটা শহর। এ ধরনের শহর কখনও ভাল লাগে না লসনের। কিন্তু তবু, গড়ে উঠেছে তো। ধ্বংস তারচেয়েও বেশি অপছন্দ ওর। এখনও একটা সম্ভাবনা আছে এ শহরের, সেই সম্ভাবনাই টানছে ওকে।

ল-অফিসের পোর্চে দাঁড়িয়ে পুরো শহরে নজর বুলাল জেফরি হ্যালার্ড। রাস্তায় লোকজন কম। আশপাশের বাড়ি থেকে জানালা পথে ছিটকে আসা চৌকো আলো পড়েছে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায়। হুল্লোড় চলছে সব সেলুনে। কাছের বাড়ি থেকে মেয়েলি কণ্ঠের হাসির শব্দ শোনা গেল। বাড়ি আর দোকানের অন্ধকার কোণগুলো তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল হ্যালার্ড, বোঝার চেষ্টা করল ওখানে কেউ আছে কিনা। কাউকে চোখে পড়ল না। হয়তো নতুন মার্শালের ওপর নজর রাখার চেয়ে ফুর্তি করাতেই আগ্রহ বেশি ওদের।

বিকেল থেকে অন্যান্য দিনের তুলনায় চুপচাপ পুরো এলাকা। খনি শ্রমিকরা সন্ধেয় হৈ-হল্লা করে, আজ তাও নেই। অমঙ্গলের পূর্বাভাস?

শেষপর্যন্ত মত বদলে সঙ্গে পিস্তল নিয়েছে জেফরি হ্যালার্ড। টহলে বেরোনোর আগে জানালার কাছে এসে বাইরে তাকিয়েছে কয়েকবার, কিন্তু ড্যানি লসনের ছায়াও দেখতে পায়নি। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা!

আশপাশেই থাকবে জো হারপার, জানে হ্যালার্ড। বন্ধুকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু মানেনি হারপার। সঙ্গে শটগান নিয়েছে সে। 'কি দরকার, জো, তোমাকে শটগান হাতে পাশে দেখলে একটা সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা,' সতর্ক করেছে জ্যাক ক্লেটন। 'হয়তো শেষপর্যন্ত দু'জনেই মারা পড়বে।'

'হয়তো পড়ব,' উত্তরে বলেছে হারপার। 'কিন্তু ও আমার পার্টনার। এখানে একসঙ্গে এসেছি, পার্টনার বলতে সব ক্ষেত্রেই পার্টনার হওয়া বুঝি আমি।'

'ঠিক আছে, তোমার যেমন ইচ্ছে। তবে সাবধান। মনে রেখো, ওরা কিন্তু জানে হ্যালার্ডের আশপাশে তুমিও থাকছ।'

হ্যালার্ড বা হারপার ড্যানি লসনের খোঁজ না পেলেও ঠিকই নিজের কাজ করে যাচ্ছে সে। জানে এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে। যুৎসই একটা জায়গা বেছে নিয়েছে ও, আপাতত সেখানেই আছে। সন্ধের পরপরই রাস্তাগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে আজ, বলতে গেলে কেউই নেই। সুতরাং রাস্তায় যখন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, লসন বুঝল টহলে নেমে গেছে নতুন মার্শাল। কিছু দূরে একটা

সিগারের আগুন চোখে পড়ল ওর। সিগন্যাল? ঠিক উল্টোদিকে জেনারেল স্টোরের দরজায় অলস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জাড ভেন্ট্রি।

চোখ কুঁচকে তাকাল লসন, অন্ধকারে দৃষ্টি সয়ে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত পর সিগারঅলাকে চিনতে পারল, ক্লেম ব্রেস।

ল-অফিস থেকে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে একটা ছায়া। দৃঢ়তা নেই চলায়, মানুষটা দ্বিধান্বিত—স্পষ্ট বুঝতে পারল লসন—টনটনে অহমিকা বা আত্মবিশ্বাস কোনটাই নেই এখন। জেদ শক্তি যুগিয়েছিল তাকে, কিন্তু নিরেট বাস্তবের তিক্ত উপলব্ধিতে মুহূর্তের মধ্যে উবে গেছে সব।

অন্ধকারে গা মিশিয়ে এগোল ও, গলি ধরে চলে এল মূল রাস্তায়, সিড হ্যামারটনের জেনারেল স্টোরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকল। ফিড স্টেবলের পাশের গলির মুখে দেখা যাচ্ছে নিকোলাস গ্রীনকে, এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই জানে না।

প্রতিপক্ষ কি ধরনের পরিকল্পনা করেছে, এখনও আঁচ করতে পারেনি লসন। এমনও হতে পারে নিজেদের মধ্যে ফাঁকা গোলাগুলি করবে, আর সেই গুলি থামাতে গিয়ে দুই দলের মাঝখানে পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে জেফরি হ্যালার্ড। তখন কাউকেই দোষ দেয়া যাবে না।

তেমন কিছুই কি ঘটবে?

ফিড স্টেবলের উল্টোদিকে সিড হ্যামারটনের জেনারেল স্টোর। পাশে 'গ্রে উড' সেলুন, জেফরি হ্যালার্ড ওটার সামনে পৌঁছতে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়া। লোকটা বিশালদেহী, চলার সময় স্পারের ঝুনঝুন শব্দ সেলুন থেকে বেরিয়ে আসা পিয়ানোর আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে। পোর্চের একটা পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। ডান হাতের চুরুট ঠোঁটে ছোঁয়াল, তারপর নখে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষে আগুন ধরাল সেই আগুনে দৃঢ় কঠিন মুখটা দেখল মার্শাল, নিকোলাস গ্রীন

প্রায় তখনই অন্যদেরও দেখতে পেল হ্যালার্ড। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণদেহী ক্লেম ব্রেস, মনোযোগ দিচ্ছে না এদিকে, ভান করছে আসলে। জাড ভেন্ট্রি একটু দূরে, তারও যেন খেয়াল নেই এদিকে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন, স্পষ্ট টের পেল জেফরি হ্যালার্ড।

হয়তো একটা ফাঁদ, মনে হলো ওর নিষ্ঠুর ধেপরোয়া লোক গ্রীন, অথচ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। পাশের দালান থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, দেয়ালের সঙ্গে আয়েশ করে হেলান দিয়ে দাঁড়াল হ্যালার্ডের পেছনে।

'হ্যালো, মার্শাল!' আচমকা বলে উঠল নিকোলাস গ্রীন 'তাহলে জেরেমি টাউনে আইন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ তুমি?'

'যাচ্ছি,' শান্ত স্বরে বলল হ্যালার্ড। 'কারণ তার সময় হয়েছে।'

'বাহ্, শুনে খুশি হলাম! সচেতন নাগরিক তুমি। আমরা কিন্তু জানি কিভাবে সচেতন নাগরিকের প্রশংসা করতে হয়। কি বলো, ছেলেরা, জানি না?'

উত্তর দিল না কেউ।

'ড্রিঙ্ক করবে নাকি, মার্শাল? তেষ্টা পেয়েছে?' হেসে জানতে চাইল সে। 'একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করে উপলক্ষটা উদ্‌যাপন করা যাক...'

'নাহ্। তোমরা চালাও, ডিউটির সময় ড্রিঙ্ক করি না আমি।'

'চলো, একসাথে পান করব সবাই,' সহজ সুরে প্রস্তাব করল সে। 'প্রথমদিন টহলে বেরিয়েছ। এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক করলে এমন কিছু যাবে-আসবে না, মি. হ্যালার্ড। এমন কোন ল-ম্যানের কথা আমি শুনিনি যারা টহলে বেরিয়ে পান করে না।'

'ইচ্ছে নেই।'

'ভাল কথা বলছ না তুমি, মার্শাল,' অভিযোগের সুরে বলল গ্রীন। 'নাকি আমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে খারাপ লাগবে তোমার? হয়তো আমরা অত উঁচু দরের লোক নই, তেমন কোন সহায়-সম্পত্তিও নেই আমাদের কিন্তু আমরা ভাল লোক। আশা করছি আমাদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে তুমি। না হয় এক চুমুকই দেবে।'

'দুঃখিত,' কঠিন গলায় বলল হ্যালার্ড। 'বলেছি তো ডিউটির সময় ড্রিঙ্ক করি না আমি। কাল আমার সঙ্গে দেখা কোরো তোমরা। একটা বোতল কিনে দেব তোমাদের। এখন যাচ্ছি, কাজ আছে আমার।'

'দাঁড়াও!'

পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে, স্পষ্ট টের পেল হ্যালার্ড। নিকোলাস গ্রীনের দিকে তাকাল ও। রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো ক্লেম ব্রেস এগিয়ে আসছে এখন, পিছু নিয়েছে জাড ভেন্ট্রি।

অদূরে এক দালানের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ড্যানি লসন বুঝতে পারল কি চলছে মার্শালের মনে—*কি করব আমি*—কিন্তু চিন্তা-ভাবনার সময় নেই হাতে। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, হ্যালার্ডের এক্ষুণি সরে পড়া উচিত

'তুমি নিশ্চয়ই এড়িয়ে যাবে না আমাদের?' বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য গ্রীনের কণ্ঠে। 'তোমার সঙ্গ তো কখনও পাইনি আমরা, একবার পেয়েছি যখন সহজে ছাড়তে রাজি নই।'

'আমার মনে হয় সবার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করাই উচিত তোমার, মার্শাল,' হ্যালার্ডের কাঁধে একটা হাত রাখল ক্লেম ব্রেস। 'সেটাই ভাল দেখাবে।'

এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল হ্যালার্ড।

'আহ্-হা, তুমি দেখছি খুব স্পর্শকাতর! নিজেকে আমাদের জন্যে কি যথেষ্ট ভাবো তুমি, মি. হ্যালার্ড?'

'যথেষ্ট হয়েছে!' কঠিন স্বরে বলল মার্শাল। 'সরে যাও সবাই!'

হেসে উঠল একজন।

'মার্শাল ঠিকই বলেছে, নিক। চলো, যাওয়া যাক। এ শহরে একজন ভাল মার্শাল দরকার। ও যোগ্য।'

'তুমি চলে যাও, আমি দেখছি,' নিরুত্তাপ স্বরে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল নিকোলাস গ্রীন। 'বোঝা যাচ্ছে আমাদের মত লোক পছন্দ নয় ওর। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানো, আমিও কাউকে ড্রিঙ্ক অফার করে হতাশ হইনি কখনও।

সুতরাং তুমি আমার সাথে ড্রিঙ্ক করছ, মার্শাল!'

'ঝামেলা কোরো না, গ্রীন। অযথাই বিরক্ত করছ আমাকে। নিজের কাজে যাও।'

'কখন তোমাকে বিরক্ত করলাম!' বিস্মিত দেখাল তাকে। তারপর হেসে উঠল চড়া স্বরে। 'যাক্‌গে, চলে এসো মার্শাল। এই শেষবার বলছি। আমার সাথে ড্রিঙ্ক করলে তোমার ব্যাজের অপমান হবে না। নাকি হবে?'

জেফরি হ্যালার্ড অস্বীকার করুক, তাই চায় লোকটি। তর্কটা তাহলে আরও এগিয়ে নিতে পারে গ্রীন, এবং একটা মওকা পেয়ে যাবে। ঠিক কি বলবে ভেবে পেল না হ্যালার্ড, আনমনে কাঁধ উঁচাল। কষ্ট করে নিজেকে ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রায় অসহায় বোধ করছে। চকিতে পেছনে পায়ের শব্দ পেল, হ্যালার্ডের মনে হলো অন্তত তিনজন লোক ফিড স্টেবলের পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'কি ঠিক করলে, যাবে?' ফের জানতে চাইল গ্রীন, হাসছে।

'না!'

'উইলি,' হ্যালার্ডের পেছনে কারও উদ্দেশে বলল সে। 'ওকে জোর করে নিয়ে এসো তো। আমাদের মত লোকের সাথে ড্রিঙ্ক করতে নাকি ওর রুচিতে বাধছে। সেলুনে নিয়ে চলো, দেখি কয়েক ঢোক পান করার পর ওর মত বদলায় কিনা।'

পেছনে পায়ের শব্দ পেল জেফরি হ্যালার্ড, অন্তত তিনজন, ধারণা করল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঘুরে তাকানোর ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল সে। সরাসরি তাকাল গ্রীনের উদ্ধত চোখে। প্রচ্ছন্ন কৌতুক লোকটির চাহনিতে, মার্শালের বেসামাল অবস্থা চুটিয়ে উপভোগ করছে। হ্যালার্ড অনুভব করল গলা শুকিয়ে আসছে ওর, বুক ধড়ফড় করছে। সাহস দেখাতে গেলে নিজেই বিপদে পড়বে, এটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে ওর। অথচ লোকগুলো সেটাই চায়, একটা ছুঁতোয় ওর ওপর হামলে পড়তে চাইছে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল ও, ঢোক গিলল। তারপর নিকোলাস গ্রীনের দিকে তাকাল। 'তোমার মতলবটা কি, গ্রীন? আমাকে খারাপ কিছু করতে বাধ্য কোরো না।'

'খারাপ কিছু, সেটা আবার কি?' হেসে উঠল সে, কোমরের কাছে চলে গেছে হাত। 'তুমি একটা আস্ত বেকুব, হ্যালার্ড! মার্শাল হতে যোগ্যতা লাগে, কিন্তু এটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও নেই তোমার। আনাড়ী একজন লোক যদি কোমরে পিস্তল ঝোলায় তাকে দেখে করুণা হয় সবার, তোমার প্রতি আমারও তাই হচ্ছে এখন। তবে একটা কথা কি জানো, পিস্তল হাতে থাকলে আনাড়ী লোকও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং,' হেসে উইলির দিকে তাকাল ও। 'কই, নিয়ে এসো আমাদের মার্শালকে! একসাথে পান করার ফাঁকে পরিচয়টা হয়ে যাক।'

হ্যালার্ড টের পেল ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে কেউ।

'এবার ভদ্রলোকের মত এগোও, মার্শাল!' পেছন থেকে সিক্সগানের নলের খোঁচায় তাগাদা দিল উইলি।

অসহায় বোধ করছে হ্যালার্ড। বুঝে উঠতে পারছে না ঠিক কি করা উচিত।

অনুভব করল কঠিন এক পরিস্থিতিতে পড়েছে। আড়চোখে সিড হ্যামারটনের স্টোরের দিকে তাকাল, দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখছে দুই ভবঘুরে। চাপা আনন্দ ওদের চোখে-মুখে, যেন দারুণ মজার কোন ব্যাপার ঘটছে এখানে।

'ভয় পাচ্ছ নাকি, মার্শাল?' ফোড়ন কাটল গ্রীন, তারপর ঘুরে এগোল সেলুনের দিকে। 'নিয়ে এসো তো ওকে, আমাদের সাথে পান না করে যাবে কোথায়! আজ হুইস্কিতে ওর পেট ভরে দেব।'

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি, গ্রীন!' শীতল একটা কণ্ঠ শোনা গেল রাস্তার ওপাশে। 'অন্তত মার্শালকে নিয়ে!'

ঝট করে ঘুরল নিকোলাস গ্রীন, ছোবল মেরেছে হোলস্টারে। আতঙ্ক নিয়ে দেখল হ্যালার্ড, পিস্তলটা উঠে আসছে বিদ্যুৎ বেগে। গলার শব্দে প্রতিপক্ষের অবস্থান আঁচ করে নিয়েছে গ্রীন। চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, রাস্তার উল্টোদিকে তাকাল।

ফিড স্টেবলের পাশের গলিতে চাপ চাপ অন্ধকার। ওখানে কিছুই দেখতে না পেয়ে খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল গ্রীন। হাতের পিস্তল উঁচিয়ে ধরে থাকল। 'ঠিক চিনতে পেরেছি তোমাকে, ড্যানি লসন!' তপ্ত আক্রোশে তড়পে উঠল সে। 'সামনে এসো, লসন! সাহস দেখাও, বাছা!'

অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়া নড়ে উঠল। তা দেখে গুলি চালাল গ্রীন, আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল ওদিকে। বুকে গুলির তীব্র ধাক্কায় টলে উঠল ওর শরীর। দড়াম করে আছড়ে পড়ল পোর্চের ওপর। এদিকে ওর তিন সঙ্গীও পিস্তল বের করে ফেলেছে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা।

গান পাউডারের কটু গন্ধে ভারী হয়ে এল বাতাস। স্থবির দাঁড়িয়ে আছে হ্যালার্ড, কি করবে বুঝতে পারছে না। পাশে তাকিয়ে দেখল ধুলোর মধ্যে নিথর পড়ে আছে গ্রীনের দুই সঙ্গী। পেট চেপে ধরে ককাচ্ছে অন্যজন। সীমাহীন অবিশ্বাসের সাথে লাশগুলো দেখল ও, ঢোক গিলে শুকনো মুখ আর গলা ভেজানোর চেষ্টা করল। তারপর পাশ ফিরে কিছুটা পেছনে, রাস্তার উল্টোদিকে তাকাল।

নিকষ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ড্যানি লসন, তবে বাড়ির ছায়া পড়েছে ওর ওপর, এবং পেছনে নিরেট দেয়ালের গাঢ় পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ওকে। সতর্ক পায়ে দুই কদম পাশে সরে গেল সে, প্রায় নিঃশব্দে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে প্যান্টের পকেট হাতড়ে বুলেট বের করল, একেবারেই নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। পিস্তল রিলোড করার ফাঁকে আড়চোখে একবার দেখে নিল হ্যালার্ডকে।

'লিও ব্র্যাক, ছাদ থেকে নেমে এসো,' আবারও চেঁচাল ড্যানি লসন। 'আমাকে ছাদে উঠতে বাধ্য কোরো না। রাইফেলটা আগে নিচে ফেলে দাও।'

শুধুমাত্র জনি বিয়ান্দাই রয়ে গেছে অন্ধকারে। 'তুমি ব্লাফ দেবে, আর শুনেই চলে যাব আমরা, লসন?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল সে।

নিরুত্তর থাকল লসন, মুখটা দৃঢ় হয়ে গেছে। অন্ধকারে কমলা আগুন ওগরাল ওর হাতের পিস্তল। ধূলিময় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল জনি বিয়ান্দা। কষ্টেসৃষ্টে উঠে

দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না।

উল্টোদিকের বাড়ির ছাদে উঠে দাঁড়াল এক লোক, হাতের রাইফেল ছুঁড়ে দিল সে। সেকেন্ড খানেক পর রাস্তায় পড়ল রাইফেলটা। এর ঠিক দুই মিনিট পর রাস্তায় দেখা গেল লিও ব্র্যাককে, আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে সে। চোখে খুনের নেশা, ধীরে ধীরে এগোল সে। পড়ে থাকা রাইফেলটা পাঁচ হাত দূরে।

'আমার বন্ধুকে মেরেছ তুমি!' বিষাদ বা শোক কোনটাই নেই লিও ব্র্যাকের স্বরে, স্রেফ প্রতিহিংসা ঝরে পড়ছে কণ্ঠে। 'এ জন্যে তোমাকে খুন করব আমি, লসন!'

'বেশ তো! যাও, রাস্তা থেকে রাইফেলটা তুলে নাও। যাচ্ছ না কেন, লিও? রাইফেল তোলো!'

'সত্যি···সত্যি বলছি, তোমাকে খুন করব আমি!'

'বলছি তো। রাইফেল ওঠাও, লিও। নইলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই গুলি করে ফেলে দেব তোমাকে।'

কিন্তু ইতস্তত করছে লিও ব্র্যাক। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেল তুলে নিল। ভেবেছিল গুলি করবে লসন, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল সে, বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পুরোপুরি।

দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা আলতো হাতে তুলে নিল লসন, কোমরের কাছে ধরে রেখে ধীর পদক্ষেপে রাস্তার আলোকিত অংশে এসে দাঁড়াল। 'আমাকে খুন করতে চাও, লিও? এই তো, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সুযোগ পেয়েছ তুমি। গুলি করো!'

দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল লিও ব্র্যাক। কোমরের কাছে ধরে আছে রাইফেলটা। লসনের রাইফেলও একই অবস্থানে, তবে নিচু হয়ে আছে ওটার নল। অজান্তে ঘাম জমতে শুরু করেছে মন্টানার গানম্যানের কপালে। *সুযোগ, ড্যানি লসনকে শেষ করে দেয়ার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ!*

'কি হলো, লিও? এই না বললে খুন করবে আমাকে, ভুলে গেছ নাকি? গুলি করো, নইলে আবার রাইফেল ফেলে দাও, এবং কাল সূর্য ওঠার আগেই এ শহর ছাড়বে, নইলে দেখামাত্র তোমাকে গুলি করব আমি।'

ধীরে ধীরে রাইফেল তুলছে ব্র্যাক, ভেতরে ভেতরে যেন ভূমিকম্পের তাড়নায় অস্থির বোধ করছে। ড্যানি লসনের দিকে তাকাল সে, মানুষটার মুখে মজা পাওয়ার হাসি দেখে গা জ্বলে উঠল ওর। আরও ইঞ্চি দুয়েক উঠাতে হবে রাইফেলটা, তারপর···। কিন্তু হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল সে, রাইফেলটা পড়ে গেল শিথিল মুঠি থেকে। অজান্তে মুখ নিচু করে ফেলল। শেষ হয়ে গেছে সে। আজ রাতেই শহর ছেড়ে চলে যাবে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল লিও ব্র্যাক, রক্তশূন্য দেখাচ্ছে মুখটা। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর ছুটে হারিয়ে গেল গলির অন্ধকারে।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল লসন, অন্ধকার গলি আর বাড়ির ছায়াগুলো যেন ভেদ করে গেল ওর শ্যেনদৃষ্টি। শেষে, নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তায় ফিরে এল ওর নজর। পড়ে থাকা লাশগুলো দেখে অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর রাইফেলটা হাত

বদল করে ফিরল জেফরি হ্যালার্ডের দিকে। 'ওখান থেকে সরে এসো, হ্যালার্ড,' মৃদু স্বরে বলল ও, 'তারাটা খুলে সোজা ক্লেইমে ফিরে যাও।'

মাথা নাড়ল স্কুল শিক্ষক, পুরো শরীরই যেন জমে গেছে।

'ও ঠিকই বলেছে, জেফ,' ফিড স্টেবলের দিক থেকে ভেসে এল জো হারপারের কণ্ঠ। 'ওদের বেয়াড়াপনার উপযুক্ত জবাব তোমার কাছে নেই, কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এই চাকুরিটা চাইনি আমি, কিন্তু পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে আমাকে। জেফরি হ্যালার্ডের মত ভাল মানুষ ওই অবস্থায় পড়ুক, তাও আমি চাই না। ইচ্ছে করলে ব্যাজটা দিতে পারো আমাকে,' হোলস্টারে পিস্তল ঢোকানোর সময় বলল লসন। 'এখন থেকে এই শহর আমিই চালাব। যতদিন জেরেমি টাউন পরিষ্কার না হচ্ছে, ততদিন ওই ব্যাজ আমার পকেটে থাকবে।'

'এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছ, লসন!' উৎফুল্ল স্বরে বলল জো হারপার।

'ডেপুটির দরকার হবে তোমার, ড্যান,' হালকা সুরে বলল সাংবাদিক, গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে হারপারের পিছু পিছু।

'না, দরকার নেই।'

উইলির ভূপতিত দেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হ্যালার্ড। নিজের পিস্তল উদ্ধার করে স্খলিত পায়ে এগোল ল-অফিসের দিকে। কারও দিকে তাকাল না সে; সরাসরি ভেতরে ঢুকে চুলোয় কফির পানি চড়াল। চেয়ারে বসতে দেখল লসন আর হারপার ঢুকছে।

'ধন্যবাদ তোমাকে, লসন।'

'এটা তোমার রাস্তা নয়, হ্যালার্ড। ওরা খারাপ মানুষ, ভাল কথা বলে ওদের সঙ্গে পাত্তা পাবে না কেউ। ওদেরকে বশে রাখতে হলে ওদের মন্ত্রই ওদেরকে ফেরত দিতে হবে। তুমি সেটা পারবে না।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি,' মৃদু স্বরে বলল হ্যালার্ড, তবে কণ্ঠে সন্দেহ প্রকাশ পেল না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে থাকল চেয়ারে, কোন ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করল না।

স্টোভের দিকে এগোল জো হারপার। সারা ঘরে ধুলোর আস্তর দেখে বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল। হারপার কফির আয়োজন করছে, এই ফাঁকে ড্রয়ার থেকে একগাদা পোস্টার বের করে টেবিলে রাখল লসন। তবে দেখার আগ্রহ নেই ওর। রক্স, কিনকেড, থমসন···দু'একজন বাদে প্রায় সবারই চেহারা আছে কোন না কোন পোস্টারে, জানে ও; আর এদের প্রত্যেককেই চেনা আছে ওর–জেসি ওয়েনের মত যারা ওয়ান্টেড নয়, তাদেরও। অযথা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

'কিভাবে এগোবে, ভেবেছ কিছু?' কেতলিতে কফির গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়ার সময় জানতে চাইল হারপার।

'ঠিক করিনি এখনও।'

'মার্শালগিরি তোমার খুব সুখে কাটবে এ কথা বলতে পারছি না। এখানে

খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল লসন। মোটামুটি নতুন দেখে একটা পোস্টার তুলে নিয়ে উল্টোপিঠে বিজ্ঞপ্তি লিখতে শুরু করল। কয়েকটা লেখার পর কফিতে চুমুক দিল।

'ঠিক কি করতে চাইছ তুমি?' পোস্টারের লেখায় চোখ বুলিয়ে কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল হারপার। 'নিশ্চয়ই আশা করছ না বললেই শহর ছেড়ে চলে যাবে ওরা?'

'তা যাবে না। কেউ কেউ তো আমলই দেবে না, বরং রীতিমত বিদ্রোহ করে বসবে। শুরুতে খানিকটা ঝামেলা হবে। তবে কয়েকজনকে কোণঠাসা করতে পারলে পরের কাজটুকু সহজ হয়ে যাবে। হয় শান্তিতে থাকবে, নয়তো শহর ছাড়বে ওরা।'

'প্রার্থনা করছি যেন ওদের মাথায় শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।'

নয়

ঠিক দুই ঘণ্টা পর জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুনের দেয়ালে প্রথম নোটিশটা টানাল ড্যানি লসন।

চোর ডাকাত, খুনী এবং জোচ্চোর জুয়াড়ীদের একটা তালিকা দেয়া হলো নিচে। এদের কাউকে জেরেমি টাউনের প্রয়োজন নেই। অচিরেই শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এদের, নইলে দেখা মাত্র গুলি করা হবে।

পরদিন, সকালে জিম কেলি যখন নোটিশটা দেখছিল, পেছন থেকে একজন তার সঙ্গীকে বলল: 'চলো হে, এবার মানে মানে কেটে পড়ি!'

'কি ব্যাপার, ভয় পেয়েছ নাকি?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল কেলি।

'পেয়েছি বৈকি। ড্যানি লসন কিভাবে শহর পরিষ্কার করে, তুমি তো জানো না, আমি জানি। সেজন্যেই কেটে পড়ছি। তালিকার প্রত্যেককে খুঁজে বের করবে ও, প্রথমে হয়তো মনে করিয়ে দেবে নির্দেশটা। কিন্তু কেউ যদি বেতাল কিছু করে, কিংবা যদি ওর কথা না শোনে···স্রেফ নরক নামিয়ে আনবে সে। নির্দিষ্ট সময় পেরোনোর পর কাউকে ছাড় দেবে না ও, কোন অজুহাতও শুনবে না। ওর ধাতটাই এমন। একজনের পর একজনকে ধরবে।'

সকাল থেকেই সারা শহরে চক্কর মারছে ড্যানি লসন। চোখে সতর্ক দৃষ্টি, কান খাড়া। প্রতিটি ইঞ্চি মেপে নিচ্ছে মনে মনে। পথে সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা হলো ওর।

'কেমন চলছে, ডিক?'

'ভাল। তুমি যখন দায়িত্ব নিয়েছ, সবকিছু তখন ভাল ভাবে চলা উচিত।'

'সমস্যায় পড়লে আমাকে খবর দিয়ো।'

'ধন্যবাদ, ড্যান। তবে আমার সমস্যা আমিই সামলাতে চেষ্টা করব।'

পত্রিকা অফিসের কিছু দূরে পাশের এক গলিতে ডানা সুলিভানের ঘর। মেয়েটা সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় ছিল একসময়। এখন পড়তির দিকে ওর শরীর।

'তোমার বিরুদ্ধে আউট-লদের সহযোগিতা করার কিছু অভিযোগ আছে, ডানা। তোমাকে সরে পড়তে হবে।'

নির্বিকার মুখে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর ক্ষীণ হাসল। 'কিন্তু এ শহরের অনেকেই যে চায় থাকি আমি, সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে, লসন?'

'তালিকায় ওদেরও নাম আছে, ডানা, সবাই এ শহর ছাড়বে ওরা।'

'থমসন তোমাকে মেরে ফেলবে, লসন।'

'হতে পারে। থমসনেরও নাম আছে তালিকায়।'

বলে আর দাঁড়াল না লসন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে শুরু করল। জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুনে ঢুকল ও এবার। বৈধ-অবৈধ সব উপায়ে মাইনারদের ঠকিয়ে দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে লোকটা, এমনকি ব্যবসায়ী বা ভবঘুরেরাও রেহাই পাচ্ছে না। সারা জেরেমি টাউনে সবচেয়ে চড়া দামের হুইস্কি বিক্রি হয় এখানে, পোকার টেবিলে নিয়মিত জোচ্চুরি হয়। একপাশে ড্যান্স হল তৈরি করেছে চেম্বারল্যান্ড, মন্টানা থেকে তিনটে মেয়েকে আনিয়েছে। রক্স, কিনকেড আর থমসনের সঙ্গে বিশেষ খাতির আছে লোকটার।

'তালিকাটা পড়ে দেখো,' জ্যাক চেম্বারল্যান্ডকে বলল লসন। 'সম্ভবত তোমার নামও আছে।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল চেম্বারল্যান্ড। 'থাকুক···কিন্তু অপেক্ষা করব বলে ঠিক করেছি আমি। যতক্ষণ না থমসন তোমার দফা রফা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত থাকছি আমি।'

'বেশ, অপেক্ষা করো। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, থমসনকে পিটিয়ে শেষ করার পর তোমার মুখ আর দেখতে চাই না। দেখলে তোমারও একই অবস্থা করে ছাড়ব।'

পেছনে উচ্চস্বরে হেসে উঠল চেম্বারল্যান্ড, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না লসন। বাইরে এসে রাস্তায় নামল। দেখল জিম কেলির সঙ্গে কথা বলছে আরও দু'জন। হঠাৎ করেই পেছনে চেনা একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

আইক জেসাপ।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লসন। ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী জুয়াড়ী, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। পথচলা লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে, কৌতূহল শেষে কি ঘটবে।

আঙুল তুলে নোটিশটা দেখাল জেসাপ। 'আমার নাম তালিকায় দেখছি না যে, লসন? ব্যাপার কি?'

'কারণ তুমি ভদ্রলোক, জেসাপ। তাসে তোমার হাত অসম্ভব রকম ভাল, কিন্তু এই অহঙ্কার বিসর্জন দাওনি তুমি, খেলায় চুরি করোনি কখনও।'

মুখটা পাথরের মতই নির্বিকার, বোঝা গেল না লসনের কথায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কিন্তু আইক জেসাপ যখন কথা বলল সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল স্বরে। 'তুমি আমাকে ভদ্রলোক বলেছ, ড্যান?'

'তুমি কি তা নও, জেসাপ? পাঁচ-ছয় বছর ধরে চিনি তোমাকে। আমার জানা মতে এ সময়ে অন্য কিছুই করোনি তুমি। তাস খেলেছ কিন্তু চুরি করোনি। যাও, নিশ্চিন্তে তোমার ব্যবসা চালাও, তবে নিতান্ত বাধ্য না হলে কাউকে গুলি কোরো না।'

কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না লসন।

স্থির দৃষ্টিতে পেছন থেকে নতুন মার্শালকে দেখল আইক জেসাপ, ভুরু কুঁচকে গেছে। ধীরে ধীরে সিধে হলো ভুরু, স্মিত হাসি ফুটল জুয়াড়ীর নিষ্ঠুর ঠোঁটের কোণে। ঝটিতি ঘুরেই নিজের সেলুনে ঢুকে পড়ল সে।

জুয়াড়ীরা অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল সবাই।

'মার্শালের সঙ্গে কি কথা হলো, নিশ্চয়ই শুনেছ তোমরা?' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জেসাপ। 'বুঝতেই পারছ কি করা যাবে, আর কি করা যাবে না। যদি এরপরও খেলতে বসে কেউ দুই নম্বরী করতে চাও, তাহলে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। বুঝেছ? জুয়া চলবে এখানে, কিন্তু ফেয়ার হবে খেলাটা।'

একটা টেবিলের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল ম্যানেন ব্লেজ নামের এক লোক। 'এই আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি, নিজেই একটা আসর বসাব। আর নিজের ইচ্ছেমত চালাব সেটা।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'আর ড্যানি লসন সম্পর্কে বলছি। ওর নামই শুধু শুনেছি, কিন্তু ওর গুলিতে মরেছে এমন কারও কবর দেখিনি আমি।'

স্মিত হাসল আইক জেসাপ 'দেখবে, ব্লেজ, নিশ্চয়ই দেখবে।'

পিস্তলে আদুরে চাপড় মারল ব্লেজ। 'দেখাচ্ছি তোমাদের! নিকুচি করি ড্যানি লসনের, সে কে যে তার কথা শুনতে হবে?'

দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। সিভ হ্যামারটনের জেনারেল স্টোরের পোর্চে জিম কেলির সঙ্গে কথা বলছিল লসন, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে কয়েকজন।

রাস্তার মাঝখানে এসে চেঁচাল ব্লেজ। 'ড্যানি লসন?'

ফিরল লসন, সরু চোখে দেখল ব্লেজকে। নির্বিকার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ধীর পায়ে পোর্চ ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল ও।

'তোমার নির্দেশ আমি মানি না, লসন!'

'বেশ।'

'তুমি এই শহরের কেউ না!'

'তো?'

'নিজে এই শহর থেকে বেরিয়ে যাবে, নাকি জোর খাটাতে হবে?'

'জোর খাটাতে হবে? চেষ্টা করে দেখতে পারো!' স্মিত হাসল লসন, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

'ঈশ্বরের নাম নাও, লসন,' বিদ্যুৎ খেলে গেল ব্লেজের হাতে, চোখের পলকে হাতের তালুয় চলে এল জোড়া পিস্তল

এবং পরমুহূর্তে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। দু'চোখে অবিশ্বাস। *হতে পারে না, এ হতেই পারে না, এত দ্রুত ড্র করতে পারে না কেউ!* মৃদু মাথা নাড়ল সে, তারপর চিরদিনের মত ধূলিময় রাস্তায় শুয়ে পড়ল।

হোলস্টারে পিস্তল ভরে রাখল ড্যানি লসন। তারপর রাস্তার অন্যদিকে সরে গেল টিম কার্টিস আর রবার্ট অ্যালেনের সঙ্গে।

সেলুনের ভেতরে এক ওয়েটারকে ডাকল আইক জেসাপ, বহু কষ্টে হাসি সামলে রেখেছে। 'বিগবী, কাউকে দিয়ে একটা কবর খোঁড়ো তো, আর কবরের পাশে একটা ফলকে লিখে দিয়ো: এ লোক ড্যানি লসনের বিরুদ্ধে পিস্তল বের করেছিল।'

'এবার কি করবে, ড্যান?' এগোতে এগোতে জানতে চাইল কার্টিস।

'বড় মাছটাই ধরব এখন। থমসন। প্রথমে তালিকাটা পড়াব ওকে। চূড়ান্ত ফয়সালার আগে ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

আগে ল-অফিসে এল লসন, ডাবল-ব্যারেল শটগানটা তুলে নিল। বেরিয়ে এসে শেইন থমসনের কেবিনের উদ্দেশে এগোল।

শহরের একেবারে শেষে থমসনের ডেরা। ছোট্ট কেবিন। একটাই দরজা, কোন জানালা নেই। দরজার কাছে পৌঁছে এক পা পিছিয়ে এল লসন। তারপর গায়ের জোরে লাথি হাঁকাল কবাটের ওপর। লাথি সহ্য করতে পারল না দরজা, হাট হয়ে সরে গেল পাল্লা দুটো। কোমরের কাছে শটগান ধরে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

বিছানায় শুয়ে ছিল শেইন থমসন, চোখ পিটপিট করছে। পাশেই শুয়ে আছে বেনি ডবিন। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হলো সে; হতবাক, অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ জোড়া।

'উঠে বসো, থমসন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। সময় হয়েছে।'

'কি হচ্ছে এসব?' গর্জে উঠল শেইন থমসন, লসনের শার্টের ওপর ব্যাজটা এতক্ষণে চোখে পড়ল তার। 'আচ্ছা! এই তাহলে ব্যাপার! আমি তো এজন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

খুব দ্রুত কাজ করল লসন। শটগানটা প্রয়োজন পড়লেই ব্যবহার করতে পারবে, এমন ভাবে হাতে রেখে এক হাতে খামচে ধরল থমসনের শার্ট, তারপর হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে আনল বিছানা থেকে। মেঝেয় আছড়ে ফেলল।

মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল বিশালদেহী, তারপর উঠে দাঁড়াল।

'এসো, থমসন, বাইরে এসো,' আউট-লর পেটের দিকে শটগান তাক করে বলল লসন।

'কোথায়?'

'রাস্তায়। তুমিও এসো, ডবিন। ভুলেও অন্য কিছু করার চিন্তা কোরো না, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব তাহলে।'

কঠিন চোখে তাকাল থমসন, বুনো আক্রোশ দেখা যাচ্ছে চাহনিতে। 'একটা

সুযোগ দাও আমাকে, তারপর দেখব কে কাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে!'

'ম্যানেন ব্লেজও তাই ভেবেছিল।'

'ব্লেজ!' থমকে গেল থমসন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে ওর।

'মারা গেছে ও।'

'এসবই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আমি, শেইন,' বলল বেনি ডবিন। 'কিন্তু যে পরিমাণ গিলেছ, আমার কথা শোনার সময় কোথায়! কাল রাতে নিকোলাস গ্রীনকেও খুন করেছে ও।'

মুহূর্ত কয়েক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল শেইন থমসন। তারপর ভারী পা ফেলে কেবিনের বাইরে চলে এল। পেছনে বেনি ডবিন। বাইরে তখন ডজন দুয়েক লোক জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, তামাশা দেখছে। রাস্তার মাঝখানে দুই বন্দীকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল লসন। চারপাশে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

'সরে গিয়ে জায়গা দেবে এদের, তালিকাটা দেখুক ওরা?' জনতার উদ্দেশে বলল লসন। খেয়াল করল ভিড়ের মধ্যে জেফরি হ্যালার্ড, কার্টিস আর ডিক ফেল্টনও রয়েছে। একজনের হাতে রাইফেল, দু'জনের হাতে শটগান।

'খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছ, না? শটগান হাতে নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে?'

গানবেল্ট খুলে ফেলল লসন, পিস্তল সহ জোড়া হোলস্টার ডিক ফেল্টনের হাতে তুলে দিল। 'লক্ষ্য রেখো যাতে কেউ আমাদের মধ্যে নাক গলাতে না পারে। থমসন খুব গর্ব করে বেড়ায়, ও নাকি দু'হাতে যে কোন লোককে ভেঙে-চুরে দিতে পারে। হয়তো ঠিকই বলে।'

'ঠিকই বলে। বাজি ধরতে পারো।'

স্মিত হাসল লসন। 'কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা মানুষ, কোন কিছু পরখ না করে সিদ্ধান্ত নিই না!' ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশালদেহী তস্করের দিকে ফিরল ও।

বুনো আক্রোশে জ্বলজ্বল করছে থমসনের চোখ, আয়েশী ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে; লোকটার চোখের গভীরে তাকিয়ে মনের ভাবনা স্পষ্ট পড়তে পারল লসন—থমসন ভাবছে দারুণ উপভোগ্য একটা মুহূর্ত পড়ে আছে সামনে! দুর্বৃত্তের চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত, ক্ষিপ্র। বুনো উল্লাসে দু'বাহু ঝাঁকাল সে, কিলবিল করে উঠল পুরুষ্ট পেশী; ভঙ্গিটায় স্পষ্ট বোঝা গেল পেশাদার লড়িয়ে সে, বহুবার আসুরিক শক্তি নিয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, কৌশল বা মগজ না খাটাক, স্রেফ গায়ের জোরেই যে কাউকে টলিয়ে দিতে সক্ষম।

প্রথম আঘাতটা লসনই করল। ঝটিতি ডান হাত চালাল ও। ঘুসিটা গিয়ে পড়ল শেইন থমসনের মুখে। কেঁপে উঠল বিশালদেহ। যতটা অবাক হয়েছে, তারচেয়ে যেন ব্যথাই বেশি পেয়েছে সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে এল। থমসন ভেবেছিল সরে যাবে লসন, কিন্তু উল্টো দু'বাহুর ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ও। পরপর দুটো জবর ঘুসি হাঁকাল পেটে। পরমুহূর্তে একটা আপারকাট খেয়ে টলে উঠল থমসন।

খালি হাতের মারপিটে বহু দিন ধরে অভ্যস্ত থমসন। ঘুসি সে আগেও খেয়েছে, আক্রোশ আর জেদ দিয়ে কিভাবে সেগুলো হজম করতে হয় সে-ও ভাল

জানা আছে তার। মাথা নিচু করে এগোল এবার। লসন হামলা চালাতে পাল্টা আঘাত করল, পিছু হটতে বাধ্য করল মার্শালকে। সুযোগ পেয়ে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল থমসন। ঘুসির চোটে শরীর কেঁপে উঠল লসনের। কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগে থমসনের থুতনিতে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল বিশালদেহী গানম্যানের দেহ।

কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে পরস্পরকে নিরীখ করতে থাকল ওরা, ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। আয়েশী ভঙ্গিটা চলে গেছে থমসনের, বুঝতে পারছে মুখে যতই বড়াই করুক লসনকে সহজে কাবু করা যাবে না। মার্শালের ঘুসিগুলো তাতিয়ে তুলেছে ওকে, শীতল আক্রোশ অনুভব করছে দুর্বৃত্ত। 'আমি তোমাকে মেরে ফেলব, লসন! চিরদিনের মত শেষ করে ফেলব!'

'বেশ তো! চেষ্টা করে দেখো!' নিঃশ্বাস নেওয়ার ফাঁকে বলল লসন।

কিছুটা হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে থমসন। বিশাল দেহে অসুরের মত শক্তি, নিজের সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। স্রেফ ঘুসি চালিয়ে এর আগে একজনকে খুন করেছে সে। জানে লসনকে একবার বাগে পেলেই হলো, কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

চারপাশে লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। বিগ থমসনকে হালকা ভাবে নিয়েছিল, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে লসন। জানত খালি হাতে ভাল লড়িয়ে দুর্বৃত্ত, আশা করেছিল শক্ত লড়াই হবে। কিন্তু লোকটার গায়ে এমন দানবীয় শক্তি থাকবে কিংবা এত ক্ষিপ্রতা আশা করেনি।

সতর্ক ভঙ্গিতে বৃত্তাকারে ঘুরছে ওরা। চাইছে আগে অন্যজন আক্রমণ করুক। ড্যানি লসন নিজেও শক্ত কাঠামোর মানুষ, অবশ্য থমসনের চেয়ে অন্তত ষাট পাউন্ড কম ওজন ওর। খালি হাতে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আছে। এতদিন জানত বিশাল দেহ থাকলে লড়তে হয় কম, কারণ শারীরিক সুবিধের কারণে অন্যরা সাধারণত এদের এড়িয়ে চলে; কিন্তু ছোট শরীরের লোকদের আত্মরক্ষার খাতিরে খালি হাতে মারপিট করতে হয় বেশি; সুতরাং তুলনামূলক ভাবে এরাই বেশি কৌশল জানে। কিন্তু বিশালদেহী শেইন থমসনের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না। শরীরটাই কেবল বিশাল নয় ওর, বরং লড়াইয়ের খুঁটিনাটি সব কৌশলই জানা আছে।

হঠাৎ থেমে এক পা পিছিয়ে এল লসন, তারপর আগে বেড়ে ঘুসি হাঁকাল থমসনের পেটে। অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে চিবুক বা চোয়ালে ঘুসি খেলে সহ্য করতে পারে অধিকাংশ মানুষ, কিন্তু পেটে ক্রমাগত ঘুসি খেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে খুব কম লোক।

ঘুসি মেরেই সরে এল ও। এবার ভান করল থমসন, পড়ে যাচ্ছে যেন, আধচক্কর ঘুরেই ঝটিতি ডান হাত চালাল। বাতাস কাটার শব্দ হলো, কিন্তু মাথা নিচু করে সময়মত সরে যেতে সমর্থ হলো লসন, সরে যাওয়ার ফাঁকে বাম হাত চালাল। থমসনের পাঁজরে ওর হাতটা ছুঁয়ে গেল কি গেল না, চোখ বড়বড় হয়ে গেল বিশালদেহীর, সশব্দে দম নিল সে। এই সুযোগে এগিয়ে এল লসন। ক্রমাগত কয়েকটা ঘুসি হাঁকাল থমসনের মুখে। নুয়ে পড়তে পড়তে ওর কোমর

জাপটে ধরল তস্কর। বিশাল দুই বাহু দিয়ে চাপ দিচ্ছে। অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল লসন, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করল। থমসনের দু'হাতে শরীরের ওজন ছেড়ে দিয়ে মাটি থেকে পা তুলে দিল ও, তারপর জোড়া পায়ে লাথি হাঁকাল লোকটার হাঁটুতে। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল দু'জনেই। সাঁড়াশি বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্যানি লসন, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক।

উঠে দাঁড়ানোর সময় হাঁটু দিয়ে থমসনের মুখে আঘাত করেছে ও। থোক্ করে থুথু ফেলল সে, রক্তমাখা একটা দাঁত পড়ল ধূলিময় মাটিতে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেছে দুর্বৃত্ত, বুনো আক্রোশে ছুটে এল। এক বিন্দু সরল না লসন। নাগালের মধ্যে আসা মাত্র যেন পাঁচ টনী ট্রাককে থামাল পরপর দুটো ঘুসি হাঁকিয়ে। থমসন একরকম গ্রাহ্যই করল না মারগুলো। দু'হাত দিয়ে গায়ের জোরে ধাক্কা মারল লসনের বুকে।

ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল লসন। দ্রুত ওর বুকের ওপর বুট তুলে দিল থমসন, চাপ দিল। দু'হাতে বুট সহ পা-টা ধরে মোচড় দিল লসন, অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল বিশালদেহী, তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

দু'জনেই লাফিয়ে উঠে সিধে হলো। পাঁজরে একটা ঘুসি খেল লসন, যেন ছুরির আঘাত। থমসনের চওড়া নাক আরও চওড়া করে দিল ও দুই ঘুসিতে, গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

সরে গেল ওরা, বড়বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে থমসনের, সারা মুখে রক্তের ছোপ, প্রায় আধবোজা হয়ে গেছে একটা চোখ, কিন্তু অন্য চোখে—স্পষ্ট দেখতে পেল লসন—খুনের নেশা ফুটে উঠেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে দুর্বৃত্ত, এখন আর কৌশল বা লড়াইয়ের নিয়মের ধার ধারবে না। ওকে হাতের মুঠোয় পাওয়া মাত্র চূড়ান্ত আঘাত হানবে—বুকে চেপে ধরে একটা চাপে ভেঙে ফেলতে চাইবে ওর পাঁজর।

পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কৌশল বদল করল লসন। থমসনের একটা হাত ধরে ফেলল আচমকা, তারপর নিজের শরীর নিয়ে এল বিশাল দেহের কাছে; কাঁধের ওপর তুলে নিল থমসনের বগল, মাটিতে দুই পা-র ভর রেখে গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলল তাকে।

উড়ে গিয়ে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ল শেইন থমসন। নিশ্চল পড়ে থাকল, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে; কিছুটা হলেও হকচকিয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না ভরাডুবি হতে যাচ্ছে তার।

তাকে আর উঠতে দিল না লসন। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বিশালদেহী, ঠিক তখনই চূড়ান্ত আঘাত করল। পরপর তিনটে ঘুসি মেরে থমসনের মুখ বিকৃত করে দিল। তারপর দুর্বৃত্তের বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরে দাঁড় করাল তাকে, সামান্য বিরতির পর আরও কয়েকটা ওজনদার ঘুসি হাঁকাল মুখে।

এমন ভাবে সরে এল লসন যেন জানে এরপর কি হবে। সত্যিই তাই হলো। রক্তাক্ত শরীরটা হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল শেইন

থমসন। স্থির, নিশ্চল পড়ে থাকল।

একটু দূরে সরে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকাল লসন, দ্রুত শ্বাস ফেলছে। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, জানে যে কেউ এই সুযোগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে পারে। কিছুক্ষণ বাদে, সাংবাদিকের কাছ থেকে হোলস্টার নিয়ে উরুতে ঝোলাল ও, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল। তারপর পানির ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুলো। টের পেল মুখ আর হাতের ক্ষতগুলো জ্বালা করছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

কার্টিসের কাছ থেকে শটগানটা নিল ও, তারপর বিমূঢ় বেনি ডবিনের দিকে ফিরল। 'ওকে সরিয়ে নাও এখান থেকে। সকাল হওয়ার আগেই শহর ছাড়বে, ডবিন! তোমাদের দু'জনের কাউকে যেন এই শহরে আর না দেখি। কথা দিচ্ছি—পরেরবার কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেব না।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ডবিন, বিস্ময় কাটেনি তার এখনও। বিশ্বাসই করতে পারছে না অজেয় শেইন থমসনের পতন হয়েছে।

লোকজনের ভিড় এতটুকু কমেনি। তাদের দিকে ফিরল ড্যানি লসন। 'দয়া করে প্রত্যেকে নোটিশটা পড়ো। যার যার নাম আছে, তাদের কাউকে দরকার নেই আমাদের। যে যাবে না তাকে গুলি খেতে হবে। এ শহর পরিষ্কার করতে চাই আমি, একদম পরিষ্কার।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না ও। সরাসরি ল-অফিসে এসে একটা চেয়ারে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিল। চোখ বুজে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। একটু পর খেয়াল করল একা নয় ও, কার্টিস চলে এসেছে।

'আঘাত কেমন?' জানতে চাইল সে।

'থমসন ঘুসি মারতে জানে বটে!'

'এবার কি শেষ হবে সবকিছু?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লসন। 'সবে তো শুরু হলো। এখন থেকে বন্দুক ব্যবহার করতে হবে। থমসনকে পিটিয়েছি শুনে মোটেও ক্ষান্ত হবে না রক্স বা কিনকেড।'

চুলোয় কেতলি চাপাল কার্টিস, পানি ফুটিয়ে লসনের ক্ষতের পরিচর্যা শুরু করল।

'কিনকেড বা রক্সকে দেখেছ নাকি?' জানতে চাইল লসন।

'না। লাপাত্তা হয়ে গেছে ওরা।'

রবার্ট অ্যালেন আর জেফরি হ্যালার্ড এল একটু পর।

'বব, আমার হয়ে রাস্তায় কিছুক্ষণ নজর রাখতে পারবে?'

'তারচেয়ে বরং একটা চক্কর দিয়ে আসি। কাউকে না কাউকে পেয়ে যাব, যার কাছে কিছু খবর পেতে পারি। কিনকেডের দলের অনেককেই চিনি আমি।'

বিল লারকিন এল এবার। তার কাছ থেকে জানা গেল ইতোমধ্যে শহর ছেড়ে চলে গেছে ষোলোজন।

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল হ্যালার্ড। এবার বোধহয় মুখ খোলার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে। 'ড্যান, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। নিজেই নিজেকে বোকা বানিয়েছি আমি এতদিন।'

'কিন্তু চেষ্টা করেছ তুমি। তুমি ভদ্রলোক, হ্যালার্ড, কিন্তু ভদ্রতা ওদের ব্যবসা নয়। ভদ্রতা হচ্ছে ওদের কাছে দুর্বলতা, এবং একইসঙ্গে সুযোগও। এতদিন সভ্য এলাকায় বাস করেছ তুমি, এ অঞ্চল তো তা নয়।'

হাতের মুঠি খুলে-বন্ধ করে আঙুলের আড়ষ্টতা কাটাতে চাইছে লসন। 'দেখলে তো, আমি আসলে ওদেরই একজন, নেকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে আমিও নেকড়ে হতে পারি?'

'ধন্যবাদ, ড্যান।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না হ্যালার্ড। বাইরে এসে জো হারপারকে বলল, 'ওর আঙুলগুলো দেখেছ তো, থেঁতলে গেছে? প্রয়োজন পড়লে কিভাবে পিস্তল চালাবে, কে জানে! তবে, জানো কি, চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না ওভাবে শেইন থমসনকে পেটাতে পারে কেউ!'

কফির আয়োজন করেছে কার্টিস।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে এল বব অ্যালেন।

'কি খবর পেলে?' কফিতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল লসন।

'জ্যাক চেম্বারল্যান্ড এখনও শহর ছাড়েনি। কে জানে, হয়তো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সে! মার্শালের পক্ষ থেকে জামাই আদর না পেলে বোধহয় শহর ছাড়ার ব্যাপারে মত হবে না ওর।'

'আর কিছু?'

'শহরের ঠিক বাইরে দলবল সহ অবস্থান নিয়েছে কিনকেড। রক্সের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে হয়তো। এদিকে এক লোককে ভাড়া করার জন্যে বিগ বে-তে লোক পাঠিয়েছে রক্স, ওখানে গিয়ে টেলিগ্রাম করবে লোকটা।'

'কাকে আনার জন্যে?'

'আমি যেমন জানি, তুমিও জানো, ড্যান। আশপাশে মাত্র একজন লোকই আছে যে পিস্তল হাতে তোমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর হিম্মত রাখে।'

আনমনে মাথা নাড়ল লসন। জানে ও।

লোকটা আর কেউ নয়। কোবিন উইন্সটন।

দশ

খবর আনতে আবার বেরিয়ে গিয়েছিল রবার্ট অ্যালেন। কিছুক্ষণ পরই ফিরে এল সে, জানাল তালিকায় নাম আছে এমন বাইশজন পুরুষ আর পাঁচজন নারী শহর ছেড়ে চলে গেছে। তবে জমজমাট ব্যবসা ছেড়ে এক চুল নড়েনি জ্যাক চেম্বারল্যান্ড।

'ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছে, ড্যান,' বলল কার্টিস। 'এটা যে একটা

ফাঁদ নিশ্চিত জানি আমি। তোমার হয়ে বরং আমিই যাই। রাইফেল ভাল চালাই আমি, তাছাড়া আমাকে আশা করছে না ওরা।'

মাথা নাড়ল লসন। 'তা হয় না, টিম। ধন্যবাদ তোমাকে। এ আমার কাজ, আমিই করব।'

প্রায় আধ-ঘণ্টা লাগল তৈরি হতে। সারা শরীরে ব্যথা, আড়ষ্ট পেশী আর সন্ধিগুলো নড়তে চাইছে না। একটু নড়াচড়া করলেই হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে লসন। হাতের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল ও, আড়ষ্ট রয়ে গেছে এখনও। সামনে অনেক দায়িত্ব পড়ে রয়েছে—এ ভাবনাই খানিকটা সুস্থ করে তুলল ওকে।

এক ফাঁকে জো হারপার এসে জানাল লুকিয়ে আবার শহরে ঢুকেছে বেনি ডবিন আর শেইন থমসন। চেম্বারল্যান্ডের বারে গিয়ে ঢুকেছে। শুনেই খেপে গেল লসন।

বাড়তি কার্তুজ আর শটগান নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। পোর্চে বেরিয়ে আসতে দেখল দূরে জেনারেল স্টোরের পাশের গলিতে সেঁধিয়ে গেল একজন, ল-অফিসের ওপর নজর রাখছিল নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা গ্রাহ্য করল না লসন। হাঁটতে হাঁটতে ডিক ফেল্টনের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল ও, সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলল কিছুক্ষণ। শেষে শহরের একমাত্র রেস্তোরাঁ 'ব্লু লেগুন'-এ ঢুকে পড়ল। জানালার পাশে একটা টেবিল দখল করে কফির ফরমাশ দিল। জেরেমি টাউনের দীর্ঘ মূল রাস্তা আর বেশ কিছু বাড়ি চোখে পড়ছে এখান থেকে। টিম কার্টিসকে দেখতে পেল ও, জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুন থেকে বেরিয়ে আসছে। রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করল সে, তারপর আবারও ঢুকে পড়ল সেলুনে।

স্মিত হাসল লসন। তাড়া নেই ওর, অপেক্ষা করুক থমসনরা। কফিটা বেশ ভাল, উপভোগ করছে ও। নিজেকে ক্রমশ সুস্থ মনে হচ্ছে।

থমসন, ডবিন এবং রক্স, তিনজন ভয়ঙ্কর লোক, লুকিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। জ্যাক চেম্বারল্যান্ডও ভয়ঙ্কর, তবে লসন জানে জয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে পিস্তলে হাত দেয় না সে। কোরি মার্টিন আছে যখন, তখন এলি থমাসও থাকবে। তবে কিনকেড আর ওর চেলা জেস হার্কার নাও থাকতে পারে। হয়তো পুরোটাই জানে তারা, কিন্তু এটা যেহেতু ওদের ব্যাপার নয় সেহেতু দূরে থাকবে ওরা।

আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল লসন।

সেলুনের সামনে আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে এখন। লোকটাকে চিনতে পারল লসন—মাইক অ্যান্ডারস। নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই তার। কখনও ছিঁচকে চোর, কখনও রাসলার, আবার জুয়ার টেবিলে ধাপ্পাবাজ হিসেবেও দেখা গেছে তাকে। লসন বুঝতে পারল ওর ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছে লোকটাকে।

এদিক-ওদিক তাকাল অ্যান্ডারস, হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে। সতর্ক, মাপা দৃষ্টি চোখে। লসনকে হোটেলের ভেতরে দেখে থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর এমন ভাব করল যেন দৈখতেই পায়নি। নিতান্ত খামখেয়ালিপনার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল সে, লসনের তিন-চার টেবিল দূরে বসল। কফি আর পাইয়ের ফরমাশ দিল চড়া গলায়।

মিনিট পাঁচ পরেই ঢুকল হ্যান্স কোবার্ন। হাসি হাসি মুখ সোনা ব্যবসায়ীর। লসনের উল্টোদিকের চেয়ারে বসল সে, তবে আড়চোখে দেখে নিয়েছে মাইক অ্যান্ডারসকে।

'কফিটা চমৎকার। দারুণ লাগছে,' হালকা সুরে বলল লসন। 'শহরের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম স্বস্তি বোধ করছি আমি।' খানিকটা ঝুঁকে এসে নিচু কণ্ঠে যোগ করল, ভান করল যেন কাউকে শুনতে দিতে চায় না। 'এবার নিশ্চিন্তে আক্রমণ করতে পারব। রাস্তার ওপাশে আমাদের ছেলেরা তৈরি আছে তো?'

বুঝে নিল সোনা ব্যবসায়ী। 'হ্যাঁ। তৈরি সবাই।'

'বেশ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! যাক্‌গে, সোনা কেমন তুলছ তোমরা?'

'ভালই।'

বিভিন্ন বিষয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। 'কার্ল ব্রেনেট এসেছে,' এক ফাঁকে জানাল কোবার্ন। 'বিশালদেহী আরও এক লোক এসেছে শহরে, মুখে লম্বা একটা দাগ ওর। বলল তোমার কাছে এসেছে। পাহাড়ের একটা বাথানে নাকি থাকে ওরা।'

এবার সত্যিই স্বস্তি বোধ করল লসন। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, এ নিশ্চয়ই ম্যাট হিগিন্স। ওদের ফোরম্যান। পিস্তলে দারুণ চালু, বিশ্বস্ত এবং লড়াকু লোক। নিশ্চয়ই বাবা পাঠিয়েছে ওকে, আনমনে ভাবল লসন।

কফি শেষ করে উঠে পড়ল অ্যান্ডারস। কি এক তাড়ায় পেয়েছে যেন তাকে, দ্রুত বেরিয়ে গেল।

হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে বেরোল লসন। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে। খোলা জায়গায় আবর্জনা আর উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। বিভিন্ন দালানের পেছন দিক দিয়ে ও যখন জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের সেলুন 'ব্লু মাউন্টেন'-এর পেছন দরজায় পৌঁছল সবে তখন সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে মাইক অ্যান্ডারস।

'ও তো বসে বসে আয়েশ করে কফি খাচ্ছে,' অ্যান্ডারসের কণ্ঠ শুনতে পেল লসন। 'তবে ওর বোধহয় একটা পরিকল্পনা আছে। শুনলাম কার্ল ব্রেনেট আর ম্যাট হিগিন্স এসেছে শহরে।'

'মানে?' খেঁকিয়ে উঠল চেম্বারল্যান্ড।

'কয়েকজন নাকি সশস্ত্র অবস্থায় অপেক্ষা করছে রাস্তার ওপাশে। কার্ল ব্রেনেটকে তো চেনোই, অ্যারিজোনার বিখ্যাত গানফাইটার। আর হিগিন্সের কথা আগেও শুনেছি আমি, বহু দিন ধরে লাপাত্তা ছিল ও। এতদিন বোধহয় পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল।'

'ম্যাট হিগিন্স?' সন্দিহান সুরে বলল ডবিন। 'একসময় আউট-ল ছিল হারামজাদা। এখন বোধহয় পাহাড়ের ওপাশে যে বাথানটা আছে, ওখানে কাজ করে। ঝামেলা, জ্যাক, হিগিন্স কঠিন লোক। অরিগনে একবার...'

'লসন কি পরিকল্পনা করেছে বুঝতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল রক্স, প্রায় উপেক্ষা করল ডবিনকে, হিগিন্সের দুঃসাহসিকতার ফিরিস্তি দেয়ার সুযোগ দিল না।

জানালার পাশ থেকে উঁকি দিল লসন। দু'জনকে দেখা যাচ্ছে। এদেরকে

আত্মসমর্পণ করতে বলে লাভ নেই, মরে গেলেও তা করবে না কেউ। সুতরাং লড়াই ছাড়া বিকল্প নেই। ঝটিকা আক্রমণ করতে হবে, নইলে এতগুলো দক্ষ লোকের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না ও।

অ্যান্ডারস উত্তর দেয়ার আগেই সবাইকে চমকে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল লসন। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল সবাই।

স্মিত হাসি লসনের ঠোঁটে। 'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে···' বলেই বেনি ডবিনের উদ্দেশে প্রথম গুলিটা করল ও, কারণ ডবিন গুলি খেয়ে পড়লে থমসনের ওপর পড়বে, তাতে লক্ষ্য স্থির করতে অসুবিধে হবে বিশালদেহী গানম্যানের। ডবিনের পেট বরাবর গুলি করল ও, শটগানের দ্বিতীয় গুলিতে ফেলে দিল কার্ট রক্সকে।

পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল লসন, যাতে টার্গেট হিসেবে অন্যদের কাছে নিজে ছোট হয়ে যায়। আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে এখনও, তবু সহজেই হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল। থমসনের প্রথম গুলি এক চুলের জন্যে মিস্ করেছে ওকে, ধীরে সুস্থে এবার বিশালদেহীর পেট বরাবর একটা গুলি পাঠিয়ে দিল লসন।

মেঝেয় শুয়ে পড়েছে অ্যান্ডারস। 'আমার কাছে পিস্তল নেই!' সমানে চেঁচাচ্ছে সে। কথাটা বিশ্বাস করল লসন, কারণ বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে ওর, তাহলে অন্তত একজনকে নিয়ে ভাবতে হবে না। জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের উদ্দেশে গুলি করল ও এবার, কিন্তু অবচেতন মন যেন সতর্ক করে দিয়েছে সেলুন-মালিককে; শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝতে পেরে বারের পেছনে বসে পড়েছে সে।

মুহূর্তের মধ্যে হোলস্টারে পিস্তল ভরে রেখে শটগানে নতুন কার্তুজ লোড করল লসন। বহুবার এ কাজ করেছে ও, সেজন্যে সময় লাগল কম। শটগানে গুলি ভরে উঠে দাঁড়াল এবার, চারপাশে শ্যেনদৃষ্টি চালাল।

কোন সুযোগই পায়নি বেনি ডবিন। কিন্তু রক্স আরেকটু হলে ফেলে দিয়েছিল ওকে। প্রায় একইসঙ্গে গুলি করেছে ওরা, তবে লসন খানিকটা আগে করেছে বলেই রক্ষা পেল। বাহুতে একটা জোরাল টান অনুভব করল ও, দেখল হাঁটু ভেঙে মেঝেয় পড়ে যাচ্ছে কার্ট রক্স। ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে মুখ, কিন্তু তারপরও পিস্তল তোলার চেষ্টা করছে। মারা যায়নি থমসনও। চোখের পলকে একপাশে সরে গেল সে, হাতে উদ্যত পিস্তল।

চুলচেরা হিসেব করার উপায় নেই, কিংবা নিশানা করারও সময় নেই এখন। চোখের পলকে গুলি করল লসন। সামান্য নড়ে যাওয়ায় বুকে না লেগে থমসনের গলায় লাগল গোলা। মুহূর্তে একটা গর্ত হয়ে গেল, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল বিশালদেহী, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল কাঠের মেঝেয়।

এবার কার্ট রক্সের দিকে মনোযোগ দিল লসন। সুযোগ একটা সে ইতোমধ্যে পেয়েছে বটে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মিস্ করেছে। কপালে ত্রিনয়নের সৃষ্টি হতে হাঁটু ভেঙে মেঝেয় পড়ে গেল সে। আর উঠল না।

তিন পা এগিয়ে কোরি মার্টিনের হাতের নাগাল থেকে পিস্তলটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল লসন। শটগানের নল চেপে ধরল তার গলায়। এক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ট্রিগারে সামান্য চাপ পড়লেই শেষ হয়ে যাবে

মার্টিন। কিন্তু আত্মসমর্পণের কোন চিহ্নই নেই লোকটার মুখে। 'অপেক্ষা করছ কেন, লসন?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'গুলি করো! মৃত্যু পাওনা হয়েছে আমার।'

'না,' মার্টিনের ভাঙা ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করল লসন। 'গানম্যান হিসেবে কোন দিন আর দাঁড়াতে পারবে না তুমি। এ শহর থেকে চলে যাও, মার্টিন, অন্য কোথাও গিয়ে ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো। তবে নামটা বদলে নিয়ো আর এমন ভাব কোরো যেন পিস্তলের নামই শোনোনি কোন দিন।'

জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের দিকে ফিরল ও এবার, যদিও পুরো সময়টাই চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য রেখেছে তার দিকে। কাউন্টারে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখে-মুখে আতঙ্ক। বোঝাতে চাইছে লড়াইয়ে ছিল না, এবং এ লড়াইয়ের কিছুই জানে না।

দু'পা এগিয়ে সেলুন মালিকের মুখোমুখি হলো লসন। 'চলে যাওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছিলাম তোমাকে, জ্যাক। সুযোগটা নাওনি তুমি।'

'বোকামি হয়ে গেছে, ড্যান।'

'সত্যিই বোকা তুমি!' শটগান তুলল লসন, তারপর সজোরে বাঁটটা নামিয়ে আনল জ্যাক চেম্বারল্যান্ডের মুখে।

তাল হারিয়ে পিছিয়ে গেল বার-মালিক, টলছে মৃদু মৃদু, মুখের একপাশ থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

আঙুল তুলে দরজাটা দেখাল লসন। 'রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, জ্যাক। জলদি কেটে পড়ো। আমার মত বদলে যাওয়ার আগেই চলে যাও শহর ছেড়ে।'

'আমার মালপত্র···জিনিসপত্র গোছাতে হবে।'

'গতকাল তোমাকে সেই সুযোগ দিতাম। কিন্তু আজ দেব না। জলদি!'

সামান্য দ্বিধা করল সেলুন-মালিক, কিন্তু লসনের চোখের দিকে তাকাতে সমস্ত সংশয় মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। মাথা নিচু করে হাঁটছে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তলে তলে অসন্তোষ আর প্রতিহিংসায় জ্বলছে।

'ওকে এভাবে চলে যেতে দিলে?' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে টিম কার্টিস।

'হ্যাঁ, যদি এবার শিক্ষা হয়।'

ততক্ষণে মোটামুটি ভিড় জমে গেছে। সেই ভিড়ের সুযোগে সটকে পড়ছিল মাইক অ্যান্ডারস। তাকে থামাল লসন। 'ভুল পথে পা বাড়িয়েছ তুমি, মাইক। এ পথ তোমার নয়। আরেকটু হলে মারা পড়তে আজ।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

বারের ওপর থেকে চাবির গোছা তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিল লসন। 'একটা কাজ দিচ্ছি তোমাকে। থমসন, রক্স আর ডবিনকে কবর দেবে, ফলক লাগাবে কিন্তু। সবার কবরেই ফলক থাকা উচিত। ফিরে এসে লকার খুলবে, যা পাবে সবই তোমার। তারপর কেটে পড়বে এখান থেকে, ভুলেও এদিকে এসো না আর।'

ইতস্তত করছে সে। 'পয়সা নেব?'

'নেবে। জ্যাকের অধিকাংশ টাকাই চুরির। ওই টাকা দিয়ে নতুন পোশাক

কিনবে আর ভদ্র ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে।'

ক্লান্ত বোধ করছে লসন। লাশ তিনটে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মাইক অ্যান্ডারস। ইতোমধ্যে একজন সহকারী জুটে গেছে ওর। ভিড় কমে যাচ্ছে।

শটগান আর পিস্তল রিলোড করে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল লসন। অনুভব করছে আবার অসাড় হয়ে যাচ্ছে আঙুলগুলো, বিশ্রাম চাইছে শরীর, কিন্তু সচেতন একটা স্পৃহা কাজ করছে এখনও। কিনকেড···জেসি ওয়েন···এলি থমাসের মত ডজন খানেক হিংস্র মানুষ রয়ে গেছে এখনও।

সে কি খুন করতে ভালবাসে?

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে ড্যানি লসন। *ভালবাসে কি? না।*

অ্যান্ডারস আর চেম্বারল্যান্ডকেও মেরে ফেলতে পারত। অ্যান্ডারস ছেলেটা হয়তো তত খারাপ নয়, সঙ্গ দোষে বখে গেছে। ভাল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এখনও। সেজন্যেই ছেড়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু চেম্বারল্যান্ডকে ছাড়ল কেন? সে তো চোর আর খুনী। পশ্চিমে নতুন আসা বহু লোকের সর্বনাশ করেছে, এ ধরনের শহরে সবসময়ই দেখা যায় তাকে। আর আছে সীমান্তে অবৈধ ব্যবসা। তাহলে কেন চেম্বারল্যান্ডকে খুন করল না?

আসলে খুন করতে অপছন্দ করে সে। কিন্তু ওর গুলিতে যারা মারা গেছে, তাদের জন্যে কি কখনও দুঃখ বোধ করেছে কিংবা অনুশোচনা হয়েছে? হ্যাঁ, অ্যান্ডারসের মত মাথা গরম অবুঝ ছেলেরা খুন হলে দুঃখ পায় লসন, মনে হয় শুধু পরিস্থিতির শিকার হয়ে মারা গেল এরা। কিন্তু বিগ থমসন, বেনি ডবিন কিংবা কার্ট রক্সের মত লোকের জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই ওর। এরা বয়স্ক, অভিজ্ঞ, জেনে-শুনেই ঝামেলা পাকায়। মানুষের সর্বনাশ করে আনন্দ পায় ওরা। একমাত্র মরে গেলেই এদের গুণ্ডামি শেষ হয়।

ভাল লাগে না, মনে মনে স্বগতোক্তি করল লসন, *ভাল লাগে না এসব!* কিন্তু দায়িত্ব বা কর্তব্য থেকে এক চুল সরে আসার উপায় নেই। কে কি ভাবল, কিংবা কি বলল তাতে কিছুই আসে-যায় না ওর। পরিস্থিতির বিচারে কি করা উচিত, নিশ্চিত জানে লসন, এবং তাই করবে। এক চুল টলাতে পারবে না কেউ।

আর হয়তো দু'তিনটে দিন, ভাবল সে, তারপরই সবকিছুর নিষ্পত্তি হবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ওর। তখন কি করবে? পাহাড়ের কোলে নয়ন জুড়ানো একটা বাথান ভেসে উঠল ওর মানসপটে, আলো-ছায়ায় ঘেরা এক উপত্যকা···গভীর প্রশান্তি নিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, পাশেই অপূর্ব সুন্দরী এক নারী···। মনে মনে একচোট হাসল লসন। অদ্ভুত ধারণাটা ইদানীং শাখা গজাচ্ছে মনের গভীরে, অথচ ক'দিন আগেও এ ধরনের চিন্তা আসেনি মাথায়।

ঝেঁটিয়ে চিন্তাটা তাড়িয়ে দিল লসন। কল্পনার ফানুস ওড়ানোর সময় নয় এটা, সামনে কঠিন সময়। কিনকেড আর জেসি ওয়েন রয়ে গেছে এখনও। সহজ পাত্র নয় এরা।

জেসি ওয়েনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না লসন। আসলে কি চাইছে লোকটা? জেরেমি টাউনে পড়ে আছে কেন? সরাসরি কিছু করেনি সে, স্রেফ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যেন। তালিকায় রাখা যায়নি তাকে, কারণ এখানে আসার পর এমন কিছুই করেনি যে ওকে দোষারোপ করা যাবে। বরং কিছু কিছু মানুষের উপকারই করেছে সে। অথচ লসন নিশ্চিত জানে লাভের আশা ছাড়া এক দণ্ড এখানে থাকার কথা নয় লোকটার। কার্ল ব্রেনেটকে হয়তো সে-ই ভাড়া করেছে। একবার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার কথা নয় তার, কে জানে হয়তো আরেকটা সোনার চালানের অপেক্ষায় আছে!

'কি ব্যাপার, মার্শাল, শুধু কফি খেলেই চলবে?' পরিচিত কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেল লসন। 'কাউন্টির সবচেয়ে গরম শহর জেরেমি টাউন, অথচ এখানকার মার্শাল দেখছি দিব্যি কফি গিলে খুনে-বদমাশদের তাড়াচ্ছে!'

চোখ তুলে তাকাল লসন। কার্ল ব্রেনেট।

স্মিত হাসছে ব্রেনেট, এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। লসন ইঙ্গিত করতে উল্টোদিকের একটা চেয়ার দখল করল। 'মনে হচ্ছে হুট করে এখানে চলে এসে ভুল করিনি,' নিজ থেকেই মুখ খুলল সে। 'আর কিছু না হোক তোমার কাজকর্ম দেখে মজা তো পেয়েছি। আহ্, যেভাবে পেটালে থমসনকে! সাহস আছে তোমার, ড্যান, চেম্বারল্যান্ডের সেলুনে যেভাবে হানা দিলে…'

'এখানে এসেছ কেন?' মগে কফি ঢালার সময় বাধা দিয়ে জানতে চাইল লসন।

থমকে গেল ব্রেনেট, ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেল মুখটা। 'চাকুরি গেছে আমার, লিয়ন সিটিতে আমার কাজ-কারবার পছন্দ হয়নি বস্‌দের। হাতে কাজ না থাকায় ভাবলাম এখানে এলে হয়তো একটা পেয়ে যাব।'

'ওরা নিজেরা নেমে পড়লেই পারে!'

মৃদু হাসল ব্রেনেট। 'শুনেছি বেশ কিছু মারদাঙ্গা লোক জোগাড় করেছে কিনকেড। জেসি ওয়েন যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে। ওর চেলা এলি থমাসকে চেনো তো? এগারোটা খুন করেছে ও। ওদের মতে আমি কম হিংস্র, তাই চায় না আমাকে। থমাসের মত লোক দরকার ওদের।'

ব্রেনেটকে কফি পরিবেশন করল লসন। 'তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি, বলো তো?'

'কাজ খুঁজছি।'

'শহরের বাইরে, বাথানের কাজ করবে?'

'ইচ্ছে আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে জেরেমি টাউন ছাড়ছি না,' কফিতে চুমুক দিয়ে চিন্তিত স্বরে বলল ব্রেনেট, মনে মনে লসনের প্রস্তাবটা বিবেচনা করছে। 'তাহলে সব মজা মিস্ হয়ে যাবে। পরে না হয় প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।'

সিগারেট রোল করে ব্রেনেটকে অফার করল লসন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে নিরীখ করল গানম্যানকে। 'যে উদ্দেশ্য নিয়েই এসে থাকো, কার্ল, আমার পথে যেন তোমাকে দেখতে না পাই। ভাল মানুষ হিসেবে যদি থাকতে চাও, আপত্তি নেই আমার, কিন্তু…'

'আরে, খেপে যাচ্ছ কেন! ঝামেলা করতে এখানে আসিনি আমি। বরং পারলে তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'কেন?'

খানিক দ্বিধা করল ব্রেনেট, আনমনে সিগারেট ফুঁকছে। দৃষ্টি লেগে আছে ওপাশের দেয়ালে। 'আমার মত মানুষদের ন্যায়-অন্যায় বোধ কম, ড্যান। আগ-পাছ ভেবে কাজ করিনি কখনও, যখন যা মনে ধরেছে তাই করেছি। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে সত্যিই বোধহয় ধার কমে গেছে আমার। একটা বয়স হলে সবাই বোধহয় শ্লথ হয়ে পড়ে। পিস্তলের কথা বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, ড্যান, কখনও কি ভেবেছ কিভাবে মারা যাবে তুমি?'

প্রশ্নটা থমকে দিল লসনকে, স্থির দৃষ্টিতে গানম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ও উত্তর দেয়ার আগেই খেই ধরল ব্রেনেট।

'ভাবোনি, তাই না? কিন্তু আমি জানি, পিস্তলবাজ পিস্তলের গুলিতেই মরে। হাজারটা উদাহরণ দেয়া যাবে। এটাই পশ্চিমের রীতি, চাইলেও এড়াতে পারব না আমরা। কিন্তু ইদানীং আমার মনে হচ্ছে অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি। ভাবছি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সাধারণ একটা জীবন বেছে নেব কিনা।'

'বেশ তো।'

'জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে এসেছি আমি। ভাবছি একটা স্টোর খুলব। জেফরি হ্যালার্ডের কাছ থেকে অনুমতিও পেয়েছি।'

'অনুমতি ছাড়াই শুরু করতে পারো। এমন কোন নিয়ম করেনি হ্যালার্ড। ইচ্ছেমত ব্যবসা শুরু করতে পারে যে কেউ, কেবল ঝামেলা না করলেই হলো।'

'কিন্তু আমি ভাবছি আরও ক'দিন পরে শুরু করব। ঝামেলাটা শেষ হোক, শহরটা শান্ত হলে···' কথাটা শেষ করল না সে, লসনের মত সেও যেন এই শহরে টিকে থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিহান। তবে আশান্বিত নিশ্চয়ই, নইলে এখানে থিতু হওয়ার চিন্তা করত না।

জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় চোখ বুলাল লসন, সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। শহরের পশ্চিমে পাহাড়ের পেছনে ডুব দিচ্ছে সূর্য, পাহাড়ের বিপরীতে উজ্জ্বল আভা তৈরি হয়েছে দিগন্তে। আরেকটা ঘটনামুখর রাতের শুরু, আনমনে ভাবল ও, কে জানে কাল সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হবে না কার!

উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল ব্রেনেট। 'ব্লু লেগুনের ধারে-কাছে পাবে আমাকে, ড্যান। দরকার পড়লে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব···কেন এখানে এসেছি, তোমার প্রশ্নের আরেকটা উত্তর আছে কিন্তু। সবারই অহঙ্কার থাকে, সেটা শেষ হয়ে গেলে তার অস্তিত্বই থাকে না। কিনকেড আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি কাগজ বলতে আসলে কিছু নিরীহ মানুষের ক্লেইমের দলিল হাত করতে হবে। স্টেজে গার্ড হিসেবে তুমি থাকছ, সেটাও বলেনি। বোঝ তাহলে অবস্থা, স্রেফ আমাকে খুন হওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিল ও! ভাগ্যিস পিস্তলে হাত দেইনি, নইলে নাচেজের মতই অবস্থা হত আমার। মজুরি তো দেয়ইনি, উল্টো ভীতু বলে গালাগাল করেছে আমাকে,' থেমে জানালা দিয়ে শহরের দিকে তাকাল গানম্যান, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল দুটো। 'সুযোগ পেলে সেই

অপমানের শোধ আমি নেব!'

আনমনে নড করল লসন। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্তটা নিল। প্রয়োজনে পাশে পাবে একে, নিশ্চিত জানে ও, মিথ্যে বড়াই করেনি কার্ল ব্রেনেট। এখনই তার সাহায্য নিতে অসুবিধে কি?

'আমার ডেপুটি হবে নাকি, কার্ল?' আচমকা শুধাল ও।

চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল ব্রেনেট, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। স্পষ্ট অবিশ্বাস তার চোখে, তারপর মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। 'কাজটা অবশ্য আগেও করেছি, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাব, ড্যান। তুমি আমাকে যোগ্যতার চেয়ে বেশি সম্মান দিচ্ছ! শহরের লোকেরা আপত্তি করতে পারে, আমার কুখ্যাতি সম্পর্কে কম-বেশি জানে সবাই।'

'করবে না, কারণ আমার ইচ্ছেমত এই শহর চলবে—এই চুক্তি করেই কাজটা নিয়েছি। যাকে ইচ্ছে ডেপুটি বানাতে পারি। তাছাড়া কিনকেডকে এক হাত নেওয়ার সুযোগটা হারানো কি ঠিক হবে?'

স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ব্রেনেট। 'এখন মনে হচ্ছে জেরেমি টাউনে এসে মোটেও ভুল করিনি।'

আরেকপ্রস্থ কফি পান করল ওরা, তারপর শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল কিছুক্ষণ। ঠিক করল টহল দিতে বেরোবে, বিপদে পড়লে কিভাবে অন্যকে জানাবে সেটা ঠিক করে নিল।

ব্যাজ ছাড়াই বেরিয়ে গেল ব্রেনেট। তার ঠিক পরপরই বেরোল লসন। বিভিন্ন জায়গায় থামল, সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছে সবকিছু। হাঁটতে হাঁটতে সরু গলি ধরে শহরের একেবারে শেষে চলে এল, সামনেই বিশাল একটা বাড়ি। বাতি জ্বলছে না কোন কামরায়। কিন্তু আবছা অন্ধকারে মূল দরজায় একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল লসন।

সিগারেট টানছে মেয়েটা। উল্টোদিকের বাড়ি থেকে ছিটকে আসা আলোয় মেয়েটির পরনের সিল্কের পোশাক ঝিলিক মারছে।

মেয়েটিকে চেনে লসন। থামল ও। 'হ্যালো, জেনি। কেমন আছ?'

'হ্যালো, ড্যান। ভাল। তুমি?'

'ভাল। তোমার পুরুষ মানুষটা কি আশপাশে আছে?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল মেয়েটা, কালো চোখে সংশয় ফুটে উঠেছে। 'না, তালিকায় নাম ছিল ওর। তোমার জন্যেই ওকে চলে যেতে হয়েছে।'

'দুঃখিত, জেনি। কিন্তু তুমি তো জানোই ওর স্বভাব-চরিত্র কেমন।'

'জানি আমি!' তিক্ত স্বরে বলল জেনিফার লয়েড।

'তাহলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? হয়তো ওর জন্যেই একদিন বড় কোন সমস্যায় পড়ে যাবে তুমি।'

'জানি, হয়তো তাই হবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেটে শেষ টান দিল জেনি, তারপর পায়ের কাছে ফেলে জুতোর তলায় পিষল। 'কিন্তু ওকে ভালবাসি আমি। ভালবাসা ব্যাপারটা কি তুমি বোঝ, ড্যান?'

চুপ করে থাকল লসন, কিছুটা হলেও বিব্রত বোধ করছে। সত্যিই কি কোন

ধারণা আছে ওর এ ব্যাপারে? চিন্তাটা তখনই থামিয়ে দিল লসন, একসময় বলল: 'হয়তো বুঝি, জেনি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, ভাল যখন বাসোই তাহলে ওকে ভাল করার চেষ্টা করছ না কেন?'

'চেষ্টা করছি, ড্যান।'

'তুমি খুব ভাল মেয়ে, জেনি। চারটে শহরে তোমাকে দেখেছি।'

'পাঁচটা। লিডভিলেও ছিলাম আমি।'

'ঠিক আছে, পাঁচটা। ...এবং সব জায়গায় তুমি খুব শান্তিপ্রিয় ছিলে, অন্যের মঙ্গল চেয়েছ সবসময়। মনে আছে, ব্রনসনভিলে যখন কলেরা লেগেছিল, আক্রান্তদের ফেলে চলে গিয়েছিল সবাই? তুমি কিন্তু রয়ে গিয়েছিলে।'

'এছাড়া আর কি করতে পারতাম আমি।'

রাইফেল হাত বদল করল লসন। 'কিন্তু সবাই তোমার মত উচিত কাজটা করেনি। ...ঠিক আছে, জেনি। আপাতত বিদায়। পরে দেখা হবে আবার।'

বড় রাস্তায় ফিরে এল লসন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সতর্ক দৃষ্টি চালাল পুরো শহরে। আজ রাতে একেবারেই শান্ত হয়ে আছে জেরেমি টাউন। সেলুন আর জুয়ার আড্ডাগুলো প্রায় ফাঁকা। কাল সকাল থেকে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে শহরটা...কিন্তু তখন সে নাও থাকতে পারে...কার্ল ব্রেনেটই সব ঝুট-ঝামেলা সামাল দিতে পারবে।

আর মাত্র একটা কাজ বাকি আছে। কিনকেড আর জেসি ওয়েনকে থামাতে হবে।

ঘোড়ার তীক্ষ্ণ চিঁহি শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল লসন, সমস্ত চিন্তা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। পাশ ফিরতেই গলি ধরে ছুটে আসতে দেখল একটা বাকবোর্ডকে, প্রাণপণে ছুটছে ঘোড়াগুলো। পঞ্চাশ গজ পেছনে গাঢ় কিছু কাঠামো দেখতে পেল লসন, চোখ কুঁচকে তাকাল ও, অন্তত বিশজন ঘোড়সওয়ার। বাকবোর্ডটাকে তাড়া করছে এরা। গলি ধরে সরাসরি বড় রাস্তার দিকে ছুটে আসছে বাকবোর্ড, বাঁক পেরোনোর সময় এক দিকে হেলে পড়ল, সজোরে ধাক্কা খেল কোনার বাড়ির দেয়ালে। হুড়মুড় করে কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা, রাস্তায় ছিটকে পড়ল এক যাত্রী।

একজন? না...দু'জন যাত্রী। উঠে বসার চেষ্টা করছে পড়ে যাওয়া লোকটা। তাকে চিনতে পারল লসন—হ্যান্স কোবার্ন।

অন্যজন...মেরী কোবার্ন। কোন্ নরকে গিয়েছিল ওরা?

দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে সোনা ব্যবসায়ী। পরমুহূর্তে লসনকে দেখতে পেল, অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'ওহ্, ড্যান! এখানে আছ তুমি!'

ততক্ষণে এসে পড়েছে পেছনের দলটা। সবার সামনে স্যামুয়েল কিনকেড। মোটা পাকানো একটা দড়ি ঘোরাচ্ছে সে। কোবার্ন উঠে বসার চেষ্টা করতে দড়ির ফাঁস দিয়ে আটকে ফেলল তাকে। হ্যাঁচকা টানে সোনা ব্যবসায়ীকে ফেলে দিল রাস্তায়। এ অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে।

'স্যামুয়েল কিনকেড, থামো তুমি!' চিৎকার করল লসন।

'নরকে যাও তুমি, লসন!' গর্জে উঠল কিনকেড, চলে এসেছে বড় রাস্তায়,

পিছু পিছু এগিয়ে আসছে অন্যরা।

বুনো জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লসন, বুঝতে পারছে আসলে সোনা ব্যবসায়ী নয়, ও-ই তাদের টার্গেট। হয়তো এই উসিলায় জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইছে—ব্রেনেট, হিগিন্স কাউকেই ছাড়বে না। কিন্তু সবার আগে ওকে শেষ করতে চাইছে।

অন্ধকার থেকে গুলি ছুঁড়ল লসন। ঘোড়ার স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ল একজন। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে হ্যান্স কোবার্ন, কিন্তু হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে ওর পিস্তল।

'হ্যান্স!' চেঁচাল লসন।

ঝটিতি ওর দিকে ফিরল সে। তখনই নিজের বাড়তি পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল লসন। শূন্যে সেটা লুফে নিল সোনা ব্যবসায়ী, এবং হাতের মুঠিতে আসা মাত্র গুলি করতে শুরু করল। স্যাডলশূন্য হলো এক ঘোড়সওয়ার। একই সময়ে গুলি করেছে লসন, কিন্তু স্যাডলের একপাশে হেলে পড়েছে স্যামুয়েল কিনকেড, গুলিটা তাকে স্পর্শ করল না।

কিনকেডের গুণ্ডাবাহিনী চলে এসেছে মূল রাস্তায়, সমানে গুলি ছুঁড়ছে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ আর গানপাউডারের কটু গন্ধে ভারী হয়ে গেল বাতাস। গুলির পাশাপাশি দড়ির ফাঁসও ব্যবহার করছে ওরা।

পিস্তলের গুলি শেষ হতে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল লসন। কিন্তু পজিশনে আনার আগেই একটা ফাঁস কেড়ে নিল রাইফেলটা। আরেক ঘোড়সওয়ার পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড জোরে ল্যাসো দিয়ে আঘাত করল ওর মুখে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল লসন। ধুলো উড়ছে সর্বত্র। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করার প্রয়াস পেল ও, এক হাতে অন্ধের মত পিস্তলে গুলি ভরছে। কিন্তু ল্যাসোর ফাঁস ছুটে এসে পিস্তলটা কেড়ে নিল এবার। এক ঘোড়সওয়ার লাথি মেরে ধূলিময় রাস্তায় ফেলে দিল ওকে। কয়েক গজ এগিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, তারপর ছুটে এল ফিরতি পথে, যাওয়ার সময় মাড়িয়ে যাবে লসনকে।

'এমন মজা পাইনি বহু দিন!' খরখরে কণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করল স্যামুয়েল কিনকেড। 'দেখো দেখি, আজ শুধু সোনা ব্যবসায়ী নয়, জেরেমি টাউনের টাফ মার্শালকেও ঘায়েল করতে যাচ্ছি আমরা! মজাটা টের পাচ্ছ, লসন? তোমার খেল খতম, আজই শেষ হয়ে যাবে তুমি!'

চোখ ফিরিয়ে লোকটাকে খুঁজল লসন, দেখা যাচ্ছে না কিনকেডকে। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারকে এড়াতে আন্দাজের ওপর একপাশে সরে গেল ও। বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল শরীর। সরার পথে ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল নিজের পিস্তল। দ্রুত হাতে সিলিন্ডারে বুলেট ঢোকাল ও, চোখ তুলে দেখল দালানের কোণ থেকে গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল। ওর দিকে ছুটে আসা ঘোড়সওয়ার ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে। পড়ার পর আর উঠল না।

গুলিটা করেছে জেনি লয়েড।

পরমুহূর্তে আরেকজনকে রাস্তায় দেখতে পেল লসন। আইক জেসাপ!

দু'হাতের দুই পিস্তল সমানে আগুন ওগরাচ্ছে। একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়ছে সে, প্রত্যেকটা গুলি প্রায় নির্ভুল নিশানায় আঘাত হানছে।

উঠে দাঁড়াল লসন। কিন্তু বাম দিকটা খেয়াল করেনি ও, তাড়াহুড়োয় সুযোগ হয়নি, দড়ির ফাঁস আবারও মাটিতে ফেলে দিল ওকে। এলি থমাস। লসন দেখল হাসছে সে, হাতের শটগান ধরে রেখেছে ওর মুখ বরাবর। হাসা উচিত হয়নি লোকটার, দেরি না করে গুলি করা উচিত ছিল। ওই সময়টুকুই যথেষ্ট লসনের জন্যে, এক লহমায় গুলি করল ও। একইসঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছে একপাশে। চোখের সামনে গুঁড়িয়ে গেল এলি থমাসের মুখ, যেন রক্তমাখা একটা মুখোশ পরেছে। শেষ মুহূর্তে গর্জে উঠেছিল তার হাতের শটগান, লসনের পাশে মাটি কেঁপে উঠল। ধুলোয় ঢাকা পড়ল ওর মুখ।

দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও, টের পেল সারা শরীর কাঁপছে। চোখ তুলে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনকেডের আরেক শিষ্য মরগান কেইন। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তরুণের, চোখ বিস্ফারিত।

হাতের পিস্তল না তুলেই গর্জে উঠল লসন, 'পালাও, গাধা! মেরে ফেলব নইলে!'

পিছু হটল কেইন, তারপর ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল।

রাস্তার নিচু দিকে সরে গেছে স্যামুয়েল কিনকেডের দল, সেখান থেকে আবার ছুটে এসে আক্রমণ করার তোড়জোড় করছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না লসন, সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখের কোণে রক্ত, শার্ট ভিজে গেছে। একটা কাঁধ অবশ হয়ে গেছে, শক্তি পাচ্ছে না হাতে। কিন্তু অদম্য মনোবল আর জেদই টিকিয়ে রেখেছে ওকে।

ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জোনফার লয়েড। একটু দূরে অবস্থান নিয়েছে ম্যাট হিগিন্স, নির্বিকার মুখে অপেক্ষায় আছে। তার পাশেই আইক জেসাপ আর ডিক ফেল্টন। হ্যাল্লার্ড, জো হারপার, বিল লারকিন কিংবা জ্যাক ক্লেটনও চলে এসেছে, বাপসা দৃষ্টিতে সবাইকে দেখতে পেল লসন।

এগিয়ে আসছে ঘোড়সওয়াররা। এদিকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ওরা, যেন কারও নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কাজের সময় নির্দেশ দিতে হলো না, এমনকি কেউ তার ধারও ধারল না, কিনকেডের দল রেঞ্জের মধ্যে আসা মাত্র গুলি ছুড়তে শুরু করল সবাই। একের পর এক স্যাডল থেকে খসে পড়ছে লাশ। পিস্তলের গর্জন, মানুষের বীভৎস আর্তনাদ আর ঘোড়ার আতঙ্কিত চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা।

আবার পড়ে গেল লসন। এদিকে পালিয়ে গেছে কিনকেডের দল, তবে অধিকাংশই পড়ে আছে লাশ হয়ে।

প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল লসন। দ্বিগুণ ক্লান্তি লাগছে এখন। নিজেকে আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে ওর, কোন কিছুরই পরোয়া করতে ইচ্ছে করছে না। অবচেতন মন বলছে কাছের বাড়ির জানালায় আছে কেউ, কিংবা বাড়িটার পাশের গলিতে···আবারও গুলি করবে লোকটা, ওর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে···

তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ও বাহুতে, অসাড় হয়ে গেছে একটা পা। বুঝতে

পারছে গুলি লেগেছে শরীরের একাধিক জায়গায়। ধীরে ধীরে পাশ ফিরল ও, বাড়িটার জানালায় দৃষ্টি চালাল। আবছা আলোয় অস্পষ্ট একটা মুখ দেখতে পেল। পিস্তল তুলতে চাইল ও, কিন্তু এক বিন্দু শক্তি নেই দেহে। ক্লান্তি, রাজ্যের অবসাদ শরীরে। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে গেল ও, এবার আর উঠতে পারল না। জ্ঞান হারানোর আগে টের পেল পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কেউ, ঝাপসা দৃষ্টিতে আইক জেসাপের অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেল ও।

দ্রুত, প্রায় নিঃশব্দে ত্রিশ গজ দূরত্ব পেরিয়ে গেল জেসাপ। গলি ধরে ঢুকে পড়ল বাড়িটায়। কোথায় যেতে হবে জানা আছে ওর।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ও। করিডর ধরে চলে এল নির্দিষ্ট কামরায়। ভেজানো পাল্লা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল, নিঃশব্দে। অন্ধকার কামরাটা, কিন্তু মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জেসাপ।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল ও, অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে জানালার পাশে দীর্ঘ একটা কাঠামো চোখে পড়ল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল লোকটা। হাত বাড়িয়ে জানালার পর্দা টেনে দিল সে, তারপর সরে এল কামরার ভেতরের দিকে।

'আলোটা জ্বালো, ওয়েন,' মৃদু, প্রায় নির্লিপ্ত স্বরে বলল জেসাপ।

থমকে দাঁড়াল লোকটা, হোলস্টারে ছোবল হেনেছিল সে, শেষ মুহূর্তে জেসাপের কণ্ঠ চিনতে পেরে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। 'তুমি না রাস্তায় ছিলে? এখানে এলে কখন?' আড়ষ্ট স্বরে জানতে চাইল জেসি ওয়েন।

'আলোটা জ্বালো!' আবারও বলল জেসাপ।

শ্রাগ করল ওয়েন। পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করে জ্বালাল সে, কোণের টেবিলে রাখা লণ্ঠন ধরাল। সতর্ক দৃষ্টিতে তার প্রতিটা নড়াচড়া খেয়াল করল জেসাপ, হোলস্টারের ওপর পড়ে আছে ওর একটা হাত।

'তো?' জুয়াড়ীর দিকে ফিরল ওয়েন, চোখে সতর্ক চাহনি।

'তুমি একটা জঘন্য লোক, ওয়েন, কেউ কি বলেছে কথাটা? শুনেছি চালু পিস্তলবাজ হিসেবে বড়াই করতে পছন্দ করো, অথচ সামনাসামনি লড়ার মুরোদ নেই তোমার! তুমি আসলে কিনকেড বা থমসনের চেয়েও অধম!'

পাথরের মত নির্লিপ্ত হয়ে গেছে ওয়েনের মুখ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

'বাইরের মানুষগুলোকে দেখেছ, ওয়েন? নিতান্ত নিরীহ মানুষ ওরা। কিন্তু মরবে জেনেও রুখে দাঁড়িয়েছে বেপরোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে। ওরা একটা স্বপ্ন দেখছে—চাইছে এই শহরটা টিকে যাক। ড্যানি লসন ওদেরকে সেই স্বপ্ন দেখিয়েছে। অথচ তুমি তাকেই সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছ! লসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যদি, না হয় তোমাকে সত্যিকার পুরুষ মানুষ বলা যেত, কিন্তু...'

'পথ ছাড়ো আমার!' শীতল স্বরে বাধা দিল ওয়েন।

ওয়েনের চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ হাসল জুয়াড়ী। 'আজকে একটা জুয়া খেলতে এসেছি আমি, ওয়েন, অন্যরকম জুয়া। এই কামরা থেকে হয় তুমি, নয়তো আমি বেরোব।'

'নিকুচি করি তোমার জুয়ার! ভেবেছ তোমাকে হারানোর ক্ষমতা নেই আমার? বড় বাড় বেড়েছে তোমার, জেসাপ, ভেবেছ সাধারণ মাইনারদের মত আমাকেও সামাল দিতে পারবে?' বাঁকা হাসি ওয়েনের ঠোঁটের কোণে, তিরতির করে কাঁপছে কপালের পাশে একটা শিরা। হোলস্টারের ওপর লেপ্টে আছে দুই তালু। সিদ্ধান্ত টা নিয়েই ফেলেছে, নাচার সে—বন্ধুর লাশ টপকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

'যে কোন একজন! রাজি তুমি?' হালকা চালে প্রশ্নটা করল জেসাপ, সিগার ধরিয়েছে এই মাত্র।

'যেভাবে চাও তুমি! স্বীকার করছি তাসে তোমার হাত সত্যিই ভাল। এতটাই যে সবাই বলে তাস নাকি তোমার ইচ্ছেমত চলে। কিন্তু পিস্তল? পিস্তল কি কারও কথা শোনে বা ইচ্ছের কথা বোঝে, যখন সামনে এরচেয়েও সেয়ানে পিস্তলবাজ দাঁড়িয়ে থাকে?'

'আমারটা বোঝে।'

'তাহলে দেখাও!' বিদ্যুৎ খেলে গেল ওয়েনের হাতে, চোখের নিমেষে মুঠিতে উঠে এল জোড়া পিস্তল।

মাত্র দুটো গুলির শব্দ হলো। এর ঠিক দুই মিনিট পর বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল আইক জেসাপ।

পরদিন বুটহিলে কবর দেয়া হলো জেসি ওয়েনকে। তার কবরের ফলকে লেখা থাকল:

জেসি ওয়েন
(? – ১৮৮১)
পিস্তলে আইক জেসাপের দক্ষতা নিয়ে বাজি ধরেছিল সে।
বন্ধুর সন্দেহ নিরসন করতে খুব বেশি দেরি করেনি জেসাপ।

এগারো

ড্যানি লসনের মনে হলো কয়েক মুহূর্ত পরেই চোখ খুলেছে। দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল শহরের একমাত্র রেস্টুরেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে। দরজায় রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আইক জেসাপ, দুই জানালায় অবস্থান নিয়েছে ম্যাট হিগিন্স আর কার্ল ব্রেনেট।

কারও কোলে মাথা ওর। চোখ তুলে দেখল লসন। জুলিয়া লারকিন। নীল আয়ত চোখে রাজ্যের উদ্বেগ আর শঙ্কা। ঠিক পাশেই মেরী কোবার্ন। একটা কেচির সাহায্যে ওর রক্তমাখা শার্ট কাটতে শুরু করেছে জেনিফার লয়েড। ফেল্টন, হারপার, হ্যালার্ড···সবাই আছে কামরায়।

'বাইরের কি অবস্থা, বলো তো,' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

'শান্ত এখন,' উত্তর দিল ফেল্টন। 'মনে হচ্ছে চুকে গেছে সবকিছু। তবে কে যেন গুলি করেছিল জেসি ওয়েনকে। মারা গেছে ও।'

দৃষ্টি নামিয়ে নিজের দিকে তাকাল লসন। ওর শরীর থেকে রক্ত মুছতে শুরু করেছে জেনি, কাঁধে বুলেটের ক্ষতটা নিজেই দেখতে পেল ও।

'আঘাত কতটা গুরুতর আমার?'

'চারটে গুলি ঢুকেছে তোমার শরীরে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছ।'

চোখ বন্ধ করল লসন। শরীরে কোন ব্যথা অনুভব করছে না এখন, তবে অসাড় হয়ে গেছে বাম বাহু। সাড়া নেই হাতে। ক্লান্তি আর আড়ষ্টতায় পেয়ে বসেছে মুখ আর হাতের আঙুলগুলোকে। জেনি এসব কাজে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতই দক্ষ, জানে ও।

ঘরের ভেতরে শ্বাস-প্রশ্বাস আর মৃদু চলাফেরার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। ওর শরীরে বুলেট খুঁজছে জেনি, টের পেল লসন। ব্যথা, রাজ্যের ব্যথা অনুভব করছে এখন।

বাইরে, রাস্তায় অপরিচিত একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'তোমরা ভেতরে আছ যারা, তাদের বলছি। কিনকেডের লাশ নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। খোদার কসম, আর কোন উদ্দেশ্য নেই আমাদের।'

'নিয়ে যাও,' উত্তর দিল ফেল্টন। 'তবে এর পরপরই শহর ছাড়বে। তোমাদের কাউকে এখানে প্রয়োজন নেই আমাদের।'

'কথা বলছে কে? ড্যানি লসন কি ওখানে নেই?'

'বাইরে আছে ও, তোমাদের খুঁজছে,' চেঁচাল ব্রেনেট। 'সুতরাং সময় থাকতে কেটে পড়ো।'

নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা, তারপর আগের লোকটাই মুখ খুলল। 'ঝামেলা আর চাই না আমরা। কিনকেড নেই যখন, আমাদের কাজও শেষ। ফিরে যাচ্ছি আমরা। তোমরাও লসনকে ফিরিয়ে নাও।'

মৃদু হাসি খেলে গেল জেফরি হ্যালার্ডের ঠোঁটের কোণে। *অষুধটা বড় তেতো*, আনমনে ভাবল স্কুল মাস্টার, অথচ একেই কিনা অবজ্ঞা করেছে সে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল; আবার চুপচাপ হয়ে গেল চারদিক। কোথাও ডেকে উঠল দুটো মোরগ। 'কেউ কি একটা বাকবোর্ড জোগাড় করবে, ওকে কেবিনে নিয়ে যাব আমি?' জরুরী কণ্ঠে বলল জুলিয়া লারকিন, বরাবরের মতই কণ্ঠটা সুরেলা ঝংকার সৃষ্টি করল প্রায় অচেতন ড্যানি লসনের কানে।

আচমকা নড়ে উঠল লসনের দেহ, জ্ঞান হারাল সে। কিন্তু জেনি তখন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে। 'পেয়েছি! শেষ বুলেটটাও বের করে ফেলেছি!'

'হয়তো বাথানেই ফিরে যাওয়া উচিত ওর,' মৃদু স্বরে আপত্তি করল ম্যাট হিগিন্স। 'ওর মা বলেছে জোর করে হলেও যেন ধরে নিয়ে যাই ওকে। ড্যানকে অপছন্দ করে এমন লোকের সংখ্যা এখনও কম নয় এ শহরে।'

'কিভাবে ওকে নেবে তুমি, ম্যাট হিগিন্স?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল জুলিয়া লারকিন। 'এই শরীরে পাহাড় পেরোতে পারবে ও? ঠিক আছে, নিশ্চয়ই যাবে ও, কিন্তু আগে সুস্থ হোক। মিসেস লসনকে বোলো জুলিয়া লারকিন নিজে পৌঁছে দেবে ওঁর ছেলেকে।'

'জ্বী, ম্যা'ম!' ম্লান স্বরে বলল হিগিন্স, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সন্তুষ্ট, এবার বোধহয় সঠিক লাগাম পড়তে যাচ্ছে ড্যানি লসনের গলায়, আনমনে ভাবল সে। মা-লসন নিশ্চয়ই দারুণ খুশি হবে। এখনই ছুটে গিয়ে খবরটা দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। আগে লসনের বিপদের আশঙ্কা কাটুক, তারপর নিশ্চিত খবর নিয়ে বাথানে যাবে। ড্যানির আহত হওয়ার খবর পেয়ে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না মহিলা, নিজেই ছুটে আসবে।

পরদিন সকালে আবার চোখ মেলল লসন। জানালার পাশে শুয়ে আছে ও। পাশের এক চেয়ারে ঘুমিয়ে আছে জুলিয়া লারকিন, ক্লান্তি মেয়েটার মুখে। হাঁটুর ওপর শটগান রেখে দরজার কাছে বসে আছে ম্যাট হিগিন্স।

উঠে বসার চেষ্টা করল লসন। কিন্তু একমণ ভারী মনে হচ্ছে মাথাটা। শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল হিগিন্স। 'উঁহুঁ, ওঠার চেষ্টা কোরো না, বাছা। মেয়েটার ঘুমও ভাঙিয়ো না। প্রায় সারা রাত জেগেছে বেচারী।'

'এদিকের কি অবস্থা?'

'কিনকেড, এলি থমাস, ওয়েন···কেউ বেঁচে নেই। মারাত্মক আহত হয়েছে মরগান কেইন, তবে এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে যাবে। গুলি খেয়েছে আরও কয়েকজন। তবে সবাই তো ভাড়াটে, কিনকেড বেঁচে নেই শুনেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ওরা, টাকা দেবে কে? অন্যরা, যারা তখনও শহরে ছিল, কাল রাতের ঘটনার পর আর থাকবে না নিশ্চয়ই। তুমি পেরেছ, ড্যান, শহরটা পরিষ্কার করেছ!'

নিরুত্তর থাকল লসন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। না, তেমন সুন্দর নয় বাইরের দিকটা। রাস্তাটা কোনমতে তৈরি, শহরটাও তেমনি। তবে আজ থেকে বিশ বছর পর কেউ যদি দেখে তখন হয়তো মনোরম একটা শহর দেখতে পাবে। লোকটা হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না প্রথম দিকে কি অবস্থা ছিল এই শহরের, কত রক্তপাতের বিনিময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে, আর অল্পের জন্যে মরতে বসেছিল শহরটা!

'ম্যাট,' শেষে মৃদু স্বরে বলল লসন। 'এ শহরটা মোটেও সুন্দর নয়।'

'প্রথম অবস্থায় কোন শহরই সুন্দর থাকে না, বাছা। তবে একদিক থেকে বিবেচনা করলে কালকের তুলনায় আজকে কিন্তু শহরটা অনেক সুন্দর।'

'তোমাদের জন্যে ভালই হলো। এখন থেকে হুইস্কি পান করতে চাইলে এখানে চলে আসতে পারবে।'

'হয়তো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তিন বছর ধরে কাজ করছি তোমাদের বাথানে, কিন্তু ধারে-কাছে কোন শহর ছাড়াই দিব্যি চলে গেছে আমাদের। কখনও অভাব বোধ করিনি। শহর মানেই ঝামেলা, অন্তত আমার জন্যে।'

এক এক করে এল সবাই। লসনকে দেখে যাচ্ছে। প্রায় জোর করে জুলিয়াকে তাড়িয়েছে হিগিন্স, বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছে।

ক্লান্তি এখনও দূর হয়নি লসনের শরীর থেকে। কিন্তু কথা বলতে ভাল লাগছে ওর। শহর সম্পর্কে শুনল ও। গোলমাল পাকাতে পারে, এমন কেউ আর নেই এখন। দুপুরের দিকে খবর এল তখন পর্যন্ত কোন ঝামেলা হয়নি। তালিকায় নাম

ছিল, এমন একটা লোকও নেই আর। শুনে ক্লান্তি যেন আরও বেড়ে গেল ওর, চোখ বুজল লসন।

আবার যখন চোখ খুলল, তখন প্রায় রাত। একটা একটা করে জ্বলে উঠছে শহরের আলো। চোখ ফিরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল ও, আবছা ভাবে চোখে পড়ছে বিশাল কাঠামো। ওই পাহাড়ের বুকে শান্তি আছে, আছে আলো-ছায়ায় ঘেরা শান্তিপূর্ণ বসতির হাতছানি। কিন্তু সেখানে বরাবরই নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে ওর। কিসের যেন অভাব বোধ করেছে। টান টান উত্তেজনা, রোমাঞ্চ আর অজানাকে জানার তীব্র ইচ্ছে ঘরছাড়া করেছে ওকে। কিন্তু এটাই ওর ঠিকানা, কোন একদিন ওখানেই স্থির হতে হবে। আজীবন তো এভাবে চলবে না। তাছাড়া···কার্ল ব্রেনেটের মতই স্বাভাবিক মৃত্যু চায় লসন, পিস্তলের গুলিতে মরতে চায় না। একটা স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করে ও।

কিন্তু তারও আগে চাই···

'কেমন লাগছে আজ, ড্যান?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল জুলিয়া লারকিন, এইমাত্র কামরায় প্রবেশ করেছে। ঝরঝরে সতেজ দেখাচ্ছে ওকে, এবং কমনীয়। কাঙ্ক্ষিত এক নারী।

'ভাল। কিন্তু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তোমাদের জন্যে ঝামেলা করছি কেবল। হিগিন্স আমাকে বাথানে নিয়ে গেলেই পারত।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ড্যানি লসন! ওসব আমার ওপর ছেড়ে দাও।' টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল মেয়েটি, তারপর কৃত্রিম অভিযোগ নিয়ে দেখল ওকে। 'খুব কাণ্ডজ্ঞান দেখাচ্ছ, কিন্তু খুনে একটা শহরে এসে মার্শালের দায়িত্ব নেয়ার সময় কোথায় ছিল এসব? এত বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছ, মা-কে বলে এসেছ? কাজটা ভাল করোনি তুমি।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল লসন। 'কিন্তু···তুমি এসব জানলে কি করে? নিশ্চয়ই ম্যাট বলেছে?'

'উঁহুঁ, ম্যাট বলেনি। যার অভিযোগ তার মুখেই শুনেছি আমি।'

'তারমানে···মা এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, মেলাতে পারছে না লসন। 'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। হিগিন্স পৌঁছে দিতে গেছে ওঁকে। দু'জন কাউহ্যান্ড রেখে গেছে সে, ওর ধারণা এখনও বিপদ কাটেনি তোমার। পাহারায় থাকা উচিত কারও।'

'তাই? খুব ভাল মানুষ ও। শহরের কি অবস্থা?'

'এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা।'

'শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে কাউকে নিয়োগ করেছে ওরা?'

'আপাতত কার্ল ব্রেনেট দায়িত্ব নিয়েছে। ও বলছে তুমি সুস্থ হওয়ার পর এ নিয়ে আলাপ করবে তোমার সঙ্গে।'

'ভাল। এরকমই চেয়েছিলাম আমি।'

জোর করে ওকে সুপ আর পাই খাওয়াল জুলিয়া। নীরবে কেটে গেল সময়। খানিকটা হলেও নিজেকে সুস্থ মনে হচ্ছে লসনের। কিন্তু কিছুটা হলেও বিব্রত বোধ করছে, অযথাই লারকিনদের জন্যে ঝামেলা করছে ও।

'বিল বা পিট কোথায়?'

'সোনা তুলছে। অন্য দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় কোথায়!'

'ওহ্, প্রচুর উঠছে তাহলে!' উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকাল ও। 'আমি শুধু শুধু তোমাদের সমস্যা করছি···'

'বাজে কথা বোলো না, ড্যান!'

'পিস্তল কোথায় আমার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমার পাশেই,' আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটি। 'ওগুলো রেখে গেছে কার্ল ব্রেনেট। মজার ব্যাপার হচ্ছে হ্যান্স কোবার্নও অতিরিক্ত পিস্তলটা পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ড্যান, সেদিন তোমার কাছ থেকে পিস্তল পেয়ে কি যে খুশি হয়েছিল ও। কোবার্ন আসলে আশ্চর্য এক মানুষ। আর আমার ধারণা সেদিন যেভাবে বাঁচিয়েছ ওকে, সেভাবে বোধহয় সাহায্য করোনি কখনও। পিস্তল ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনাটা বারবার বলছে সে, মাথা থেকে এ ব্যাপারটা সরাতে পারছে না।'

ক্ষীণ হাসল লসন। 'পিস্তল দরকার ছিল ওর তখন। আমার কাছে ছিল, দিয়েছি। এর মধ্যে তেমন কোন ব্যাপার তো নেই।'

মাথা দোলাল মেয়েটি, তারপর শ্রাগ করল। 'যে যেভাবে দেখে,' টেবিলের ওপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে লসনের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এটা কিন্তু গুলিতে ভরা, কোবার্ন বলেছে তুমি নাকি ভরা পিস্তলই পছন্দ করো।'

'তা বটে। খালি পিস্তলের কি দাম!'

পাশে বসে থাকল জুলিয়া। নীরব উষ্ণ কামরায় ওর ছন্দময় নিঃশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে লসন। 'তুমি বোধহয় বদলে গেছ,' অস্ফুট স্বরে বলল ও শেষে।

'কি রকম?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মেয়েটি।

'মনে হচ্ছে পশ্চিমে নতুন আসোনি, যেন এখানকার পুরানো বাসিন্দা। অথচ গত কয়েকদিন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনা আর অসংখ্য মৃত্যু দেখতে হয়েছে তোমাকে।'

'সয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমি বুঝতে পেরেছি পরিস্থিতির দাবিতেই ঘটেছে এসব। বুনো একটা দেশ, কিছু কিছু মানুষও হয়তো খারাপ, কিন্তু এও ঠিক ভাল মানুষও আছে এখানে। প্রথমে কিছুটা খারাপ লাগলেও এখন আর লাগছে না। এই শহরটাকেও ভাল লাগছে। প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এখানে, এবং তুমিই তা দিয়েছ, ড্যান।'

'বাড়িয়ে বলছ তুমি। কি এমন করেছি আমি! অন্য যে কেউ এসব করত।'

'কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া লোকগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াত? কই, তোমার আগে তো কেউ সাহস করেনি!'

'জেফরি হ্যালার্ড করেছে।'

'কিন্তু সবারই সামর্থ্যের সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলেই ছন্দপতন হয়।

ঝামেলাও তৈরি হয়।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লসন। খানিক দ্বিধা করল ও, তারপর বলেই ফেলল কথাটা। 'জেফরি হ্যালার্ড মানুষটা ভাল। ওর কথা ভেবে দেখতে পারো তুমি, ম্যা'ম, একদিন এ অঞ্চলের খুব নামকরা লোক হবে ও।'

'তাই?' ভ্রূকুটি করল জুলিয়া লারকিন। 'কিন্তু তুমি কি জানো আমার শরীরে আইরিশ রক্ত বইছে? আমার সমস্যা কি জানো, শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট পুরুষ পছন্দ করি না আমি। আমার পছন্দ জেদী, একরোখা বুনো পুরুষ,' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, তারপর স্মিত হেসে যোগ করল, 'তোমার মত।' অজান্তে আভা ছড়াল মেয়েটির মুখে, দ্রুত যোগ করল: 'তবে ঠিক করেছি এখানে আর থাকব না।'

'কেন? পুবে ফিরে যাবে?'

রহস্যময় হাসি দেখা গেল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে। গভীর মমতা আর আবেগে লসনের চুলে হাত বুলাল ও। 'পরে বলব একদিন। লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে থাকো এখন, তোমার জন্যে কফি তৈরি করে আনছি।'

'আলোটা নিভিয়ে দাও।'

পিস্তলটা চাদরের নিচে, কোমরের পাশে রাখল লসন। পিস্তল ছাড়া নিজেকে অসহায় মনে হয় ওর। এই যেমন এখন মনে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কোন অঙ্গ শরীরে জোড়া লেগে গেছে আবার।

রান্নাঘর থেকে মৃদু শব্দ আসছে। বাইরের রাস্তায় কখনও কখনও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। শহর থেকে সেলুন আর ড্যান্স হলের বাদ্য ভেসে আসছে, তবে অন্যদিনের মত চড়া নয়। ঘুমিয়ে পড়ল লসন। এবং মিনিট কয়েক পরেই ঘুম ভাঙল, মনে হলো ওর, কারণ কফি নিয়ে এখনও ফেরেনি জুলিয়া।

খুব আলতো পায়ের শব্দ শুনতে পেল লসন। সন্তর্পণে পোর্চে যেন পা রেখেছে কেউ। কান পাতল ও। শুনতে কি ভুল হলো? কারও পায়ের শব্দ? এমন মৃদু এবং সতর্ক!

রাস্তায় দৌড়াচ্ছে কে যেন। তারপরই গম্ভীর একটা শব্দ শোনা গেল, মনে হলো মেঝেয় ভারী কিছু পড়েছে। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল কেউ, এলোমেলো পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার, আগের চেয়ে জোরাল।

হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল কেউ: 'ড্যান, সাবধান! সাবধান, ড্যান!'

ফিসফিস করে কি বলছে লোকটা? ঘুম পাচ্ছে ওর। কিছুই বুঝতে পারছে না লসন। জুলিয়া এত দেরি করছে কেন? ও কি স্বপ্ন দেখছে?

তখনই আবার পাশ থেকে কেউ বলে উঠল যেন: 'ড্যান, কোবিন এসে গেছে···কোবিন উইন্সটন···'

আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠটা।

অন্ধকার ঘরে টান টান হয়ে গেল লসনের দেহ। সামান্য শব্দ হলো দরজার কাছে। ডানদিকে খানিকটা কাত হলো ও, অবচেতন মন সতর্ক করতে চাইছে ওকে; কেবলই মনে হচ্ছে বিপদ আছে সামনে। দরজাটা ওর মাথার কাছে, একটু পেছনে—সেখানেই বিপদ!

বামদিক থেকে পিস্তলটা ডানদিকে নিল লসন। ডান হাতের মুঠিতে শক্ত করে

ধরে রাখল। জুলিয়া কোথায়? অবশ্য মনে মনে প্রার্থনা করছে মেয়েটি যেন এখন রান্নাঘরেই থাকে।

কিন্তু ওকে সতর্ক করল কে? জানে না, বুঝতে পারছে না লসন।

চুপচাপ অপেক্ষা করল ও। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে, বৃষ্টিতে ভেজা বেড়ালের বাচ্চার মতই দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে। যেন প্রয়োজনে মাথাও কাত করতে পারবে না।

গাঢ় একটা ছায়া দেখা গেল কামরায়। দীর্ঘদেহী লোকটা, ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত লম্বা দেখাচ্ছে। তারমানে হাতে পিস্তল আছে।

'হ্যালো, ড্যান!' বিজয়ের আনন্দ ছায়ামূর্তির স্বরে।

'হ্যালো, কোবিন,' বলল লসন, শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভ দিয়ে, চোখ পিটপিট করে তাকাল লোকটার দিকে। 'ভাবিনি সত্যিই আসবে তুমি, কারণ কিনকেড কিন্তু মারা গেছে।'

'আমাকে অগ্রিম দিয়েছে ও। তুমি তো জানোই আমার কাজের ধরন। পুরো টাকা আগাম না পেলে কোন কাজে হাত দেই না। তাছাড়া তোমাকে মেরে ফেলতে খুব ভাল লাগবে আমার। কখনোই তোমাকে পছন্দ হয়নি কিনা।'

'নিশ্চয়ই। আমাকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই তোমার। বরং অপছন্দ করাই স্বাভাবিক, কারণ তুমি ভাল করেই জানো তোমার চেয়ে ভাল পিস্তল চালাই আমি।'

খরখরে স্বরে হাসল কোবিন উইন্সটন, বিকৃত শোনাল কণ্ঠ। কৌতুক বা রসবোধ কোনটাই নেই কণ্ঠে। 'তুমি? আমার চেয়ে ভাল চালাও? কে জানে, ড্যান, সেই ফয়সালা হলে তো! কারণ একটু পরেই তোমাকে খুন করব আমি।

'সত্যি কথা বলতে কি,' বলে চলল সে। 'এভাবেই যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হচ্ছে তাতে খুশি আমি। তুমি শুয়ে আছ, অসহায়—আহা, কি যে ভাল লাগছে আমার!'

'বড় বেশি কথা বলো তুমি, কোবিন! এবং টালবাহানা করতে পছন্দ করো। খুব সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাও। তোমাকে বোকা বানাতে চাই না আমি, কোবিন। কিন্তু তুমি কি জানো, সঙ্গে পিস্তল আছে আমার?'

'বাহ্, ড্যান, বাহ্! এখনও ধাপ্পা দেওয়ার বুদ্ধি হারাওনি দেখছি!'

'বেশ, মানছি, আমার সঙ্গে পিস্তল নেই। তা, তোমার অতিরিক্তটা ধার দাও না আমাকে? দেবে? ধার দাও—সমান লড়াই হোক। নাকি ভয় পাচ্ছ?'

হেসে উঠল কোবিন উইন্সটন। বাইরের দরজায় কারও শব্দ পাওয়া গেল, দুর্বল হাতে দরজার নব ঘুরাচ্ছে কেউ। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উইন্সটন, দরজার দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, পিস্তলের নল ঘুরে গেছে সেদিকে।

উল্টোদিকে, রান্নাঘরের দিকের দরজায় দেখা গেল জুলিয়াকে। 'ড্যান, ঘুমাচ্ছ নাকি? কফি এনেছি। অপেক্ষা করো, আগে আলো জ্বালি।'

শব্দ শুনেই পাঁই করে উল্টো ঘুরল কোবিন উইন্সটন, এবং পরমুহূর্তে ভুল বুঝতে পারল। একটা মেয়ে মাত্র। পিস্তলের নল ফিরিয়ে আনছিল সে, এবং ঠিক তখনই তাকে গুলি করল লসন।

ঝামেলাও তৈরি হয়।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লসন। খানিক দ্বিধা করল ও, তারপর বলেই ফেলল কথাটা। 'জেফরি হ্যালার্ড মানুষটা ভাল। ওর কথা ভেবে দেখতে পারো তুমি, ম্যা'ম, একদিন এ অঞ্চলের খুব নামকরা লোক হবে ও।'

'তাই?' ভ্রূকুটি করল জুলিয়া লারকিন। 'কিন্তু তুমি কি জানো আমার শরীরে আইরিশ রক্ত বইছে? আমার সমস্যা কি জানো, শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট পুরুষ পছন্দ করি না আমি। আমার পছন্দ জেদী, একরোখা বুনো পুরুষ,' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, তারপর স্মিত হেসে যোগ করল, 'তোমার মত।' অজান্তে আভা ছড়াল মেয়েটির মুখে, দ্রুত যোগ করল: 'তবে ঠিক করেছি এখানে আর থাকব না।'

'কেন? পুবে ফিরে যাবে?'

রহস্যময় হাসি দেখা গেল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে। গভীর মমতা আর আবেগে লসনের চুলে হাত বুলাল ও। 'পরে বলব একদিন। লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে থাকো এখন, তোমার জন্যে কফি তৈরি করে আনছি।'

'আলোটা নিভিয়ে দাও।'

পিস্তলটা চাদরের নিচে, কোমরের পাশে রাখল লসন। পিস্তল ছাড়া নিজেকে অসহায় মনে হয় ওর। এই যেমন এখন মনে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কোন অঙ্গ শরীরে জোড়া লেগে গেছে আবার।

রান্নাঘর থেকে মৃদু শব্দ আসছে। বাইরের রাস্তায় কখনও কখনও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। শহর থেকে সেলুন আর ড্যান্স হলের বাদ্য ভেসে আসছে, তবে অন্যদিনের মত চড়া নয়। ঘুমিয়ে পড়ল লসন। এবং মিনিট কয়েক পরেই ঘুম ভাঙল, মনে হলো ওর, কারণ কফি নিয়ে এখনও ফেরেনি জুলিয়া।

খুব আলতো পায়ের শব্দ শুনতে পেল লসন। সন্তর্পণে পোর্চে যেন পা রেখেছে কেউ। কান পাতল ও। শুনতে কি ভুল হলো? কারও পায়ের শব্দ? এমন মৃদু এবং সতর্ক!

রাস্তায় দৌড়াচ্ছে কে যেন। তারপরই গম্ভীর একটা শব্দ শোনা গেল, মনে হলো মেঝেয় ভারী কিছু পড়েছে। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল কেউ, এলোমেলো পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার, আগের চেয়ে জোরাল।

হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল কেউ: 'ড্যান, সাবধান! সাবধান, ড্যান!'

ফিসফিস করে কি বলছে লোকটা? ঘুম পাচ্ছে ওর। কিছুই বুঝতে পারছে না লসন। জুলিয়া এত দেরি করছে কেন? ও কি স্বপ্ন দেখছে?

তখনই আবার পাশ থেকে কেউ বলে উঠল যেন: 'ড্যান, কোবিন এসে গেছে...কোবিন উইন্সটন...'

আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠটা।

অন্ধকার ঘরে টান টান হয়ে গেল লসনের দেহ। সামান্য শব্দ হলো দরজার কাছে। ডানদিকে খানিকটা কাত হলো ও, অবচেতন মন সতর্ক করতে চাইছে ওকে; কেবলই মনে হচ্ছে বিপদ আছে সামনে। দরজাটা ওর মাথার কাছে, একটু পেছনে—সেখানেই বিপদ!

বামদিক থেকে পিস্তলটা ডানদিকে নিল লসন। ডান হাতের মুঠিতে শক্ত করে

ধরে রাখল। জুলিয়া কোথায়? অবশ্য মনে মনে প্রার্থনা করছে মেয়েটি যেন এখন রান্নাঘরেই থাকে।

কিন্তু ওকে সতর্ক করল কে? জানে না, বুঝতে পারছে না লসন।

চুপচাপ অপেক্ষা করল ও। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে, বৃষ্টিতে ভেজা বেড়ালের বাচ্চার মতই দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে। যেন প্রয়োজনে মাথাও কাত করতে পারবে না।

গাঢ় একটা ছায়া দেখা গেল কামরায়। দীর্ঘদেহী লোকটা, ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত লম্বা দেখাচ্ছে। তারমানে হাতে পিস্তল আছে।

'হ্যালো, ড্যান!' বিজয়ের আনন্দ ছায়ামূর্তির স্বরে।

'হ্যালো, কোবিন,' বলল লসন, শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভ দিয়ে, চোখ পিটপিট করে তাকাল লোকটার দিকে। 'ভাবিনি সত্যিই আসবে তুমি, কারণ কিনকেড কিন্তু মারা গেছে।'

'আমাকে অগ্রিম দিয়েছে ও। তুমি তো জানোই আমার কাজের ধরন। পুরো টাকা আগাম না পেলে কোন কাজে হাত দেই না। তাছাড়া তোমাকে মেরে ফেলতে খুব ভাল লাগবে আমার। কখনোই তোমাকে পছন্দ হয়নি কিনা।'

'নিশ্চয়ই। আমাকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই তোমার। বরং অপছন্দ করাই স্বাভাবিক, কারণ তুমি ভাল করেই জানো তোমার চেয়ে ভাল পিস্তল চালাই আমি।'

খরখরে স্বরে হাসল কোবিন উইন্সটন, বিকৃত শোনাল কণ্ঠ। কৌতুক বা রসবোধ কোনটাই নেই কণ্ঠে। 'তুমি? আমার চেয়ে ভাল চালাও? কে জানে, ড্যান, সেই ফয়সালা হলে তো! কারণ একটু পরেই তোমাকে খুন করব আমি।

'সত্যি কথা বলতে কি,' বলে চলল সে। 'এভাবেই যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হচ্ছে তাতে খুশি আমি। তুমি শুয়ে আছ, অসহায়—আহা, কি যে ভাল লাগছে আমার!'

'বড় বেশি কথা বলো তুমি, কোবিন! এবং টালবাহানা করতে পছন্দ করো। খুব সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাও। তোমাকে বোকা বানাতে চাই না আমি, কোবিন। কিন্তু তুমি কি জানো, সঙ্গে পিস্তল আছে আমার?'

'বাহ্, ড্যান, বাহ্! এখনও ধাপ্পা দেওয়ার বুদ্ধি হারাওনি দেখছি!'

'বেশ, মানছি, আমার সঙ্গে পিস্তল নেই। তা, তোমার অতিরিক্তটা ধার দাও না আমাকে? দেবে? ধার দাও—সমান লড়াই হোক। নাকি ভয় পাচ্ছ?'

হেসে উঠল কোবিন উইন্সটন। বাইরের দরজায় কারও শব্দ পাওয়া গেল, দুর্বল হাতে দরজার নব ঘুরাচ্ছে কেউ। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উইন্সটন, দরজার দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, পিস্তলের নল ঘুরে গেছে সেদিকে।

উল্টোদিকে, রান্নাঘরের দিকের দরজায় দেখা গেল জুলিয়াকে। 'ড্যান, ঘুমাচ্ছ নাকি? কফি এনেছি। অপেক্ষা করো, আগে আলো জ্বালি।'

শব্দ শুনেই পাঁই করে উল্টো ঘুরল কোবিন উইন্সটন, এবং পরমুহূর্তে ভুল বুঝতে পারল। একটা মেয়ে মাত্র। পিস্তলের নল ফিরিয়ে আনছিল সে, এবং ঠিক তখনই তাকে গুলি করল লসন।

গুলিটা বোধহয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে বিছানার অন্য পাশে সরে গেল লসন। উইন্সটনের গুলিটা এসে বিঁধল বিছানায়, একটু আগে যেখানে ছিল ও। আবারও গুলি করল লসন। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে নিষ্ঠুর গানম্যান। এবার ডানদিকে হেলে পড়ল দেহটা, কিন্তু দীর্ঘ শরীরে মোচড় তুলে সিধে হলো সে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, লসনের পাশে।

'মি. উইন্সটন?' অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল জুলিয়া। 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো একসঙ্গে কফি খেতে পারি আমরা।'

এমন পরিস্থিতিতে অদ্ভুত প্রস্তাবটা থমকে দিল তাকে, তবে ক্ষণিকের জন্যে। মানুষ হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সে, শান্ত স্বরের ভদ্র প্রস্তাবটা তাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। সেই মুহূর্তটা কাজে লাগাল ড্যানি লসন। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কোবিন উইন্সটনকে।

পরমুহূর্তে পরস্পরকে গুলি করল ওরা। ধাক্কার কারণে বেসামাল অবস্থায় ছিল উইন্সটন, গুলিটা তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। লসনেরটাও। কিন্তু কিছুটা হলেও সময় পেয়েছে ও, এদিকে পিস্তল ঘুরাচ্ছে উইন্সটন। দু'হাতে পিস্তল আঁকড়ে ধরল লসন, দাঁতে দাঁত চেপে ট্রিগার টানল। জানে এবার ব্যর্থ হলে আর কোন সুযোগই পাবে না। অথচ শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, জোর পাচ্ছে না আঙুলে। পিস্তলটা এক চুল ওপরে তুলল ও। সবই ঘটল সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যে।

একবার, দুবার, তিনবার গুলি করল ও। শূন্য সিলিন্ডারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে সংবিৎ ফিরল ওর, হাত থেকে ছেড়ে দিল পিস্তলটা। ক্লান্তিতে নিজেও লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়। জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেল কাঁদছে মেয়েটা।

বাইরে হৈচৈ শুনে জ্ঞান ফিরে পেল লসন। দৌড়ে আসছে লোকজন। দরজায় সবেগে আঘাত করল কেউ। দরজা ভেঙে গেল একসময়। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কয়েকজন।

উঠে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া, ছুটে এসে চেপে ধরল লসনের শিথিল হাত। 'ড্যান, ওহ, ড্যান! সুস্থ আছ তুমি, বলো, ড্যান!'

'কি হয়েছে,' বাইরে বিল লারকিনের ভরাট কণ্ঠ শোনা গেল। 'কি হয়েছে এখানে?'

ঠিক কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না লসন।

'কোবিন উইন্সটন এসেছে,' কেউ যেন বহু দূর থেকে বলল, 'ড্যানের ওপর চড়াও হয়েছিল সে, কিন্তু নিজেই মারা গেছে শেষে।'

'লসনদের এই কাউহ্যান্ড পড়ে আছে কেন?'

এবার চোখ মেলে তাকাল লসন। 'আমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল ও। সফলও হয়েছিল। ঘুমের মধ্যে ছিলাম আমি। কিন্তু উইন্সটন বোধহয় ছাড়েনি ওকে। ও কি বাঁচবে?'

কেউ সেই প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিংবা উত্তর শোনার আগেই জ্ঞান হারাল লসন।

পুরো এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিল ও। বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। অনেক

মানুষ এল-গেল, নানা কথা বলল ওর সঙ্গে। উত্তর দিল, কিন্তু সবই ঘটেছে ঘোরের মধ্যে।

সপ্তাহ খানেক পর উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো লসন। হ্যাঁ, এখন শক্তি পাচ্ছে শরীরে। বাইরে সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াল ও। আহা, কি চমৎকার রোদ!

জেরেমি টাউন তখন ব্যস্ত। নতুন জেনারেল স্টোর, হোটেল, রেস্তোরাঁ গড়ে উঠছে। একটু পরেই ডিক ফেল্টনকে নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এল জেফরি হ্যালার্ড।

'এখন কেমন আছ, ড্যান?' জিজ্ঞেস করল সাংবাদিক।

'ভাল। হ্যালার্ড, শুনলাম তুমি নাকি স্কুল খুলতে যাচ্ছ?'

একটু হাসল সে। 'হ্যাঁ, স্কুলের ব্যবস্থা তো করতেই হয়। একটা হাসপাতালও। জুলিয়া লারকিনকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ইচ্ছে করলে স্কুলে পড়াতে পারে ও। কিন্তু মিস্ লারকিন বলল এখানে নাকি থাকবে না।'

আনমনে মাথা নাড়ল লসন, ক'দিন আগের স্মৃতি মনে পড়ল। ওকেও তাই বলেছে জুলিয়া—পুবে যাবে না, কিন্তু এখানেও থাকবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হ্যালার্ড। 'একটা কথা বলব, ড্যান?'

'বলো।'

'জানি তোমাকে এ কথা বলার প্রয়োজন আসলে নেই। তাছাড়া আমি যে কথা বলব সেটা শোনার জন্যে এসব করোনি তুমি। ...তবুও, ধন্যবাদ তোমাকে, ড্যান, আন্তরিক ধন্যবাদ। তোমার কারণেই টিকে গেল জেরেমি টাউন!'

ক্ষীণ হাসল লসন। 'এবার নিশ্চয়ই সুন্দর শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে গড়ে উঠবে জেরেমি টাউন।'

'হ্যাঁ,' হ্যালার্ডের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। 'তাই হবে, ড্যান।'

এক এক করে এল অন্যরা—জো হারপার, কার্টিস, অ্যালেন, ব্রেনেট এবং আরও অনেকে। আবার চলেও গেল সবাই। একা হয়ে পড়ল লসন। কিছুটা অস্থির বোধ করছে ও, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে।

ওর পাশে এসে বসল জুলিয়া লারকিন। মিষ্টি রহস্যময় হাসি মেয়েটির ঠোঁটে। 'কাল তোমাদের বাথানে যাব আমি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'আজই যাচ্ছি না কেন?'

'এত তাড়া কিসের?'

'এখানে আর ভাল লাগছে না।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল জুলিয়া, কিন্তু মুখে স্মিত হাসি।

'হয়তো এখানে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই। জেরেমি টাউনে আর কিছুই করার নেই আমার।'

'কিন্তু অন্য কোথাও নিশ্চয়ই তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি?'

'কোথায়?'

'জানো না?' চোখ বড় বড় করে তাকাল জুলিয়া। 'কেন, তোমাদের বাথানে? তোমার বাবা-মা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লসন। 'ওরা সবসময়ই চেয়েছে আমি যেন ধারে-কাছে

থাকি, কিন্তু…'

'ঘুরে বেড়িয়েছ তুমি,' কথাটা শেষ করল জুলিয়া, তারপর সঙ্গে একটা প্রশ্ন জুড়ে দিল, 'কিসের জন্যে?'

'জানি না।'

'কিন্তু আমি জানি।'

'জানো!?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের জন্যে?'

'অতি প্রিয়, মনের মত একটা জিনিস খুঁজেছ–তোমার অবচেতন মন খুঁজেছে।'

'ওহ্, আমি নিজে জানি না অথচ…'

আলতো হাতে ওর একটা বাহু স্পর্শ করল জুলিয়া লারকিন। 'ঘুমের ঘোরে, যখন অসুস্থ ছিলে তুমি…সবই বলে দিয়েছ আমাকে। স্বপ্নটা নাকি আবিষ্কার করেছ এই সেদিন…আমাকে দেখার পর, সত্যি, ড্যান?'

বিব্রত বোধ করছে লসন, পারলে সরে যায় মেয়েটির কাছ থেকে। চুরি করে যেন ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু অভয়ের চাহনি মেয়েটির নীল দুই চোখে, সেখানে কি এক অস্থিরতা—তাগাদা দিচ্ছে ওকে। 'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ও। 'কিন্তু তোমাকে বলা দূরে থাক, নিজের কাছেই স্বীকার করতে চাইনি আমি। আমি একজন কঠিন মানুষ, জুলিয়া, হয়তো যে কোন দিন স্যাডলে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে আমার ঘোড়াটা।'

'ওরকম বোলো না, আমি জানি তেমন কিছুই ঘটবে না!' রুদ্ধ স্বরে বলল জুলিয়া লারকিন। 'বিশ্বাস করো, তেমন কিছু ঘটতে দেব না আমি!'

বিহ্বল চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল লসন, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে জুলিয়ার মুখ। দৃষ্টি নিচু। হাত তুলে জুলিয়ার কাঁধে রাখল ও, অন্য হাতে জোর করে নিজের দিকে ফেরাল অপূর্ব সুন্দর মুখটা। 'ঘোষণাটা কি আজই দেব?' ে মিল, অধীর স্বরে জানতে চাইল লসন।

ওর কাঁধে মাথা রাখল জুলিয়া, দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'কিন্তু ড্যান…আমি যে এখানকার কিছুই জানি না! পুবের একটা মেয়ে হয়ে…'

'আসল কাজটাই সেরে ফেলেছ,' বাধা দিল লসন। 'পশ্চিমের একজন পুরুষকে পছন্দ করেছ, এবং আমি যদি ভুল করে না থাকি, ছবির মত সুন্দর একটা বাথানে ভবিষ্যতের দিনগুলো কাটানোর স্বপ্ন দেখেছ! দেখলে, নিজের স্বপ্নের কথা বলোনি তুমি, কিন্তু ঠিক জেনে গেছি আমি?'

'মেয়েরা কি মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারে?'

'ঘোষণাটা দেব তো?'

'দাও।'

'কবে?'

'আজই, ড্যান। এক্ষুণি! তারপর তোমাদের বাথানে যাব আমরা।'

***